ভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ মণ্ডলের শেষাংশ, সপ্তম মণ্ডল সমুদয় এবং অষ্টম মণ্ডলের ১১টী সূক্ত আছে।

সপ্তম মণ্ডল বসিষ্ঠ ঋষি অথবা তদ্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত। সুতরং এই মণ্ডলে সেই ঋষিদিগের এবং তাঁহারা যে সুদাস রাজার জন্য যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত বিবরণ পাঠক যথাস্থানে দেখিতে পাইবেন এবং "বসিষ্ঠ" শব্দের আদি অর্থ কি তাহাও টীকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বসিষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহার নৌকা দোলায়িত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ এই মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে পাওয়া যায়। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বসিষ্ঠ যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমি ভক্তিভাবে এক্ষণে সেই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছি— "সমুদ্রমধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছি, জলের উপর গমনশীল নৌকায় আছি, শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিতেছি।"

On Board, S. S. "Nuddea."
Aden, 3rd May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

পঞ্চম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৬২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যাঁহারা ক্ষণমাত্রে শত্রু নিবারণ করেন এবং প্রভাতে পৃথিবীর পর্য্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রভূত অন্ধকার দূর করেন, দ্যুলোকের নেতা, এই (ভুবনের) ঈশ্বর, সেই অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি এবং মন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতি করতঃ আহ্বান করি।

২। তাঁহারা যজ্ঞাভিমুখে আগমন করতঃ নির্ম্মল তেজোবলে রথের দীপ্তি প্রকাশিত করেন এবং প্রভূত তেজঃ সমূহ অপরিমিতরূপে নির্ম্মাণ করতঃ জলের জন্য অশ্বসমূহকে মরুদেশ অতিক্রম করিয়া লইয়া যান।

৩। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমরা উগ্র, তোমরা সেই অসমৃদ্ধ গৃহে (গমন কর) এবং এই প্রকারে অভিলষণীয় ও মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ দ্বারা স্তোতৃগণকে লইয়া যাও। তোমরা, হব্যদাতা মনুষ্যের হিংসাকারীকে দমন কর।

৪। তাঁহারা অশ্বযোজিত করিতে করিতে সুন্দর অন্ন, পুষ্টি এবং রস বহন করতঃ নূতন স্তোত্রকারীর মনোহর স্তোত্র সমীপে আগমন করুন। তাঁহারা যুবা। হোতা, দ্রোহশূন্য এবং পুরাণ (অগ্নি) তাঁহাদের যাগ করুন।

৫। যাঁহারা স্তুতিকারী এবং স্তোত্রকারী ব্যক্তিকে সুখশালী করেন এবং স্তুতিকারীকে বহুবিধ দান করেন, সেই রুচির, বহুকর্ম্মবিশিষ্ট, পুরাণ এবং দর্শনীয় (অশ্বিদ্বয়কে) নূতন স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৬। তোমরা তুগ্রের পুত্র ভুজ্যুকে রক্ষা করতঃ রেণুরহিত মার্গে রথযুক্ত, গমনশীল, অশ্বগণদ্বারা জলের উৎপত্তি স্থান, সমুদ্রের জল হইতে বাহির করিয়াছ।

৭। হে রথারূঢ় (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা জয়শীল (রথদ্বারা) পর্ব্বত বিনাশ কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা পুত্রার্থিনীর আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অভিলষিত দান করিয়া থাক, তোমরা স্তুতিকারীর (নিবৃত্ত প্রসবা) গাভীকে দুগ্ধযুক্ত কর এবং এই প্রকারে সুস্তুতিগামী হইয়া সর্ব্বত্রগামী হও।

৮। হে পুরাতনী দ্যাবাপৃথিবী! হে আদিত্যগণ! হে বসুগণ! হে রুদ্রপুত্রগণ! (অশ্বিদ্বয়ের পরিচারক) মনুষ্যগণের প্রতি দেবগণের যে মহান্ ক্রোধ আছে, তোমরা সেই তাপপ্রদ ক্রোধকে রাক্ষস স্বামীর হননার্থ প্রেরণ কর।

৯। যে ব্যক্তি, লোকসমূহের রাজা, এই (অশ্বিদ্বয়কে) যথাকালে পরিচর্য্যা করেন, মিত্র এবং বরুণ তাঁহাকে জানেন। তিনি, মহাবল রাক্ষসের বিরুদ্ধে অস্ত্রক্ষেপ করেন, অভিদ্রোহাত্মক মনুষ্যগণের বচনানুসারে অস্ত্রক্ষেপ করেন।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উত্তম চক্রবিশিষ্ট, দীপ্তিবিশিষ্ট, সারথিযুক্ত রথে (আরোহণ করিয়া) সন্তান দানের জন্য আমাদিগের গৃহে আগমন কর এবং ক্রোধ ত্যাগ করতঃ মনুষ্যগণের বিঘ্নকারীদিগের মস্তক ছিন্ন কর।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নিকৃষ্ট অশ্বযোগে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, দৃঢ়, গোপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার অপাবৃত্ত কর, আমি স্তুতি করিতেছি, আমাকে বিচিত্র ধন দান কর।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও দেবগণ সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পুণ্যবলে স্বর্গলাভ	৭	৭৪	১
	৭	৮৮	২
	৮	৪	৩
পাপের অনুশোচনা ও পবিত্রচিন্তা	৭	৮৬	২
	৭	৮৭	৬
	৭	৮৯	১
বিষ্ণু	৭	৯৯	১ও২
	৭	১০০	১ও২
পূষা	৮	৪	২
সরস্বান্‌ দেব	৭	[illegible]	৩
বাস্তোষ্পতি	৭	৫৪	১
পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, গো, অশ্ব প্রভৃতির স্তুতি	৭	৩৫	সমস্ত সূক্ত।
ভেকদিগের স্তুতি	৭	১০৩	সমস্ত সূক্ত।
সারমেয়ের স্তুতি	৭	৫২	১
সর্পবিষ সম্বন্ধে মন্ত্র	৭	৫০	সমস্ত সূক্ত।
অসুর	৭	২	২
রাক্ষসগণ	৭	১০৪	১ও৩
"বসিষ্ঠ" আদি অর্থ সূর্য্য	৭	৩৩	৪
বসিষ্ঠ ঋষিগণ সুদাসরাজার যজ্ঞনির্ব্বাহক	৭	৩৩	১ও২
বসিষ্ঠদিগের সমুদ্রগমন	৭	৮৮	১
অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী	৮	১	৫
শচী অর্থে যজ্ঞ। পৌরাণিক উপাখ্যানের উদ্ভব।	৭	৬৭	১

সভ্যতা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
মনুষ্যপরমায়ুর সীমা শতবর্ষ	৭	৬৬	১
	৭	১০১	৭
সুদাসরাজার শত্রুগণ	৭	১৮	২
	৭	৮৩	৩
সুদাসরাজাকৃত যুদ্ধবর্ণনা	৭	৮৩	২
যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ ও আয়োজনাদি	৬	৭৫	১
ব্রাহ্মণ অর্থে স্তোতা, বিপ্র অর্থে মেধাবী	৬	৭৫	২ ও ৬
	৭	১০৩	১ ও ৩
	৮	১১	১
ক্ষত্রিয় অর্থে বলবান্	৭	৬৪	১
	৭	৮৯	১
অনার্য্যদিগের উল্লেখ	৭	৫	১
	৭	১৮	২
	৭	২১	১
	৭	৮২	১
লৌহময় নগর	৭	৩	১
	৭	১৫	১
	৭	৯৫	১
অন্যজাত পুত্র	৭	৪	১
পালিত পশু	৮	৫	১
পশুখাদক চৌর	৭	৮৬	১
সপ্তনদী	৭	৩৬	১

ভূমিকা।

দের ষষ্ঠ অষ্টকে অষ্টম মণ্ডলের ১২শ সূক্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত
ম মণ্ডলের ৪৩টী সূক্ত আছে।

ষ্টম মণ্ডলে প্রসিদ্ধ বালখিল্য সূক্তগুলি আছে। কেহ কেহ সে
গ্বেদের অন্তর্গত মনে করেন না। সায়ণাচার্য্য সে গুলির ব্যাখ্যা দেন
পাঠক যথা স্থানে সেই একাদশটী সূক্ত সম্বন্ধে টীকা পাইবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম অংশ অপেক্ষা ঋগ্বেদের শেষ অংশে ঋত্বিক্গণের
তা ও লাভের বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে সকল লোকেরই
জ্ঞ সম্পাদন করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু রাজা বা ধনাঢ্যগণ ঋত্বিক্-
ণকে ডাকাইয়া আড়ম্বরপূর্ব্বক যজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। ক্রমে
যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, সুতরাং ঋত্বিক্গণের লাভও বাড়িতে
লাগিল, তাহার পরিচয় অষ্টম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

নবম মণ্ডল আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল সোমরসের স্তুতি।
তদ্দ্বারা তৎকালের লোকের সোমপ্রিয়তা প্রকাশিত হইতেছে।

ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্য্যগণ সিন্ধু নদী ও সিন্ধুর পঞ্চ শাখা ও
গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তীরে বাস করিতেন। বোধ হয় ঐ নদী-
সকলের তীরে পাঁচটী বা সাতটী প্রধান অধিনিবেশ বা জনপদ ছিল,
তাহারই অধিবাসীদিগকে সর্ব্বদা "পঞ্চজন" বা "সপ্তমানুষ" বলিয়া
উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদিগের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও অনার্য্য-
দিগের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে এই অষ্টকে অনেক উল্লেখ আছে, তাহা যথা
স্থানে টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

S. S. "NUDDEA,"
Port Said, Egypt, 11th May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা
স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ	৮	১৯	২
	৮	৪৮	১
	৮	৭৬	১
যজ্ঞের আড়ম্বর বৃদ্ধি ও ঋত্বিক্‌গণের ক্ষমতা ও লাভের বৃদ্ধি।	৮	২১	১
	৮	৪৬	১, ২ ও ৫
	৮	৬৮	২, ৩ ও ৪
দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ	৮	১০০	১
সপ্তমরুৎ	৮	২৮	২
ত্রিষষ্টিমরুৎ	৮	৯৬	৩
বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য	৮	৭৭	২
সোমের স্তুতি (সমস্ত নবম মণ্ডল)	৯	১	১
৩৩ জন দেবতা	৮	২৮	১
	৮	৩০	১
	৮	৩৫	১
	৮	৩৯	১
	৮	৫৭	১
অসুর	৮	১৯	১
বালখিল্য সূক্ত (৮।৪৯ হইতে ৮।৫৯ পর্য্যন্ত)	৮	৪৯	১
মনু	৮	১৯	২
	৮	২৩	১
	৮	২৭	১
	৮	৩০	১ ও ২
	৮	৫২	১
কৃষ্ণনামক ঋষি	৮	৮৬	১
অত্রির কন্যা	৮	৯১	১
দম্পতির একত্র যজ্ঞসম্পাদন ও সংসারসুখলাভ	৮	৩১	১
"স্ত্রীর মন দুঃশাস্য," ইন্দ্রের উক্তি	৮	৩৩	২
ঋগ্বেদের মন্ত্রের পৌরাণিক অর্থ	৮	৯৫	১
	৮	৯৭	২

আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীক সংখ্যা
পঞ্চজন	৮	৩২	৩
সপ্তমানুষ	৮	৩৯	১
কৃষিকার্য্য	৮	২২	১
পালিত পশু গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ, বহনকারী কুক্কুর ইত্যাদি।	৮	৩৩	১
	৮	৪৬	২ ও ৩
	৮	৫৫	১
	৮	৫৬	১
	৮	৬৮	৪
দাস (Slaves) ?	৮	৪৬	৪
	৮	৫৬	১
দাসী বা কন্যা	৮	৪৬	৫
স্বর্ণকার	৮	৪৭	১
মহিষ ও বরাহ খাদ্যপশু	৮	১২	১
	৮	৭৭	৩
সংবৃতা স্ত্রী, বস্ত্রাবৃতা বধূ	৮	১৭	১
	৮	২৬	১
অনার্য্যদিগের উল্লেখ	৮	১৪	২
	৮	২৪	২
	৮	৪০	২
	৮	৫০	১
	৮	৫১	১
	৮	৭০	১
	৮	৯৬	৪
	৮	৯৭	১
	৯	৪১	১
কৃষ্ণনামক অনার্য্য যোদ্ধা	৮	৯৬	৫
সপ্তনদী, শেতয়াবরী নদী, শর্যণাবতী নদী, সুসোমা (সিন্ধুনদী), অসিক্নী (চিনাব নদী), পরুষ্ণী (রাবী নদী), আর্জিকীয়া (বেয়া নদী)।	৮	২০	২
	৮	২৪	২
	৮	২৬	২
	৮	৬৪	১
	৮	৭৪	১
	৮	৯৬	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

ষষ্ঠ অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় পর্ব্বত ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি হৃষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাক। তুমি যেরূপ (মদ) যুক্ত হইয়া রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছ, তুমি সেইরূপ (মদযুক্ত হইলে) আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

২। যেরূপ (মদ) যুক্ত হইয়া তুমি অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন অধ্রিগুকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা (সূর্য্যকে) রক্ষা করিয়াছ, যেরূপ মদযুক্ত হইয়া তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করিয়াছ, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৩। যে মত্ততা বশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত বৃষ্টিজল সিন্ধুর অভিমুখে প্রেরণ কর, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪। হে বজ্রবান্! যে স্তোমদ্বারা (স্তুত হইয়া) তুমি তৎক্ষণাৎ বলদ্বারা (আমাদের অভিলাষ) পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য ঘৃতের ন্যায় পবিত্র সেই স্তোম (গ্রহণ কর)।

৫। হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র! এই (স্তোম) গ্রহণ কর, (উহা) সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত দান করিয়া থাক।

৬। ইন্দ্রদেব দূরদেশ হইতে আমাদের সখ্যের জন্য (ধন) দান করিয়াছেন এবং দ্যুলোক হইতে বৃষ্টির ন্যায় (ধন) বিস্তার করতঃ (অভিলষিত) দান করেন।

৭। যখন ইন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্দ্ধিত করেন, তখন তাঁহার পতাকাসমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র (অভিলষিত) দান করে।

৮। হে প্রবৃদ্ধ এবং সাধুগণের পতি! যখন তুমি সহস্রসংখ্যক মহিষ(১) বধ করিলে, তাহার পরেই তোমার বীর্য্য প্রভূতরূপে বর্দ্ধিত হইল।

৯। অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করেন, সেইরূপ ইন্দ্র সূর্য্যের রশ্মিসমূহদ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দগ্ধ করেন, অনভিভবনশীল (ইন্দ্র) প্রবর্দ্ধিত হন।

১০। তোমার এই স্তুতি গমন করিতেছে; উহা বসন্তাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্ম্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বহুলরূপে প্রীতিকর।

১১। ইন্দ্র দেবাভিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করিতেছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছেন।

১২। স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র গুণকীর্ত্তনকারী, সোমাভিষবকারীর বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থ প্রবৃদ্ধশরীর হইতেছেন। ঐ বাক্য ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছে।

১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁহার মুখে ঘৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করিব।

১৪। অদিতি স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করিতেছেন।

১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থ এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। হে দেব ইন্দ্র! সম্প্রতি বিবিধ কর্ম্মবান্ হরিদ্বয় যজ্ঞে যাহা আছে, (তাহার উদ্দেশে তোমায় বহন করিতেছে)।

---

(১) সায়ণ মহিষ্ণু অর্থে মহান বৃত্রাদি অসুর করিয়াছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইন্দ্র অনেক মহিষ ভক্ষণ করেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

১৬। হে ইন্দ্র! বিষ্ণু, অথবা আপ্তত্রিত, অথবা মরুৎগণ (আগত হইলে), যে সোম (পান করিয়া) প্রমত্ত হও, সেই সোমের সহিত আগমন কর।

১৭। হে শক্র! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিষুত হইলে তাহাতে প্রীত হও।

১৮। হে সৎপতি! তুমি সোমাভিষবকারী যজমানের বর্দ্ধয়িতা; তুমি যাহার উক্থমন্ত্রে প্রীত হও, তাহার সোমে প্রীত হও।

১৯। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের রক্ষার্থ যে ইন্দ্রদেবকে স্তব করিতেছি, সেই ইন্দ্রকে আমার (স্তুতিগণ) শীঘ্র ভজনার্থ ও যজ্ঞার্থ ব্যাপ্ত করুক।

২০। হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপনীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা সোমপানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২১। ইন্দ্রের ধনদান প্রভূত, ইন্দ্রের কীর্ত্তি বহুতর; উহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য সমস্ত ধন ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২২। দেবগণ বৃত্রের হননার্থ ইন্দ্রকে ধারণ করিয়াছিলেন; স্তুতিসকল সম্যক্ বলার্থ ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে।

২৩। আমরা মহিমায় মহান্ ও আহ্বানশ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চ্চনামন্ত্রদ্বারা সম্যক্ বললাভার্থ পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি।

২৪। দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ যে বজ্রবান্ ইন্দ্রকে পৃথক করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের বল হইতে বললাভার্থ জগৎ দীপ্ত হয়।

২৫। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করিয়াছিল, তখনই কমণীয় হরিদ্বয় তোমাকে বহন করিয়াছিল।

২৬। হে বজ্রী! জলাবরণকারী বৃত্রকে যখন বলদ্বারা হনন করিয়াছিলে, তখনই কমনীয় হরিদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৭। তোমার বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করিয়াছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদ্বয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৮। হে ইন্দ্র! তোমার কমনীয় হরিদ্বয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তাহার পরই তোমাকর্ত্তৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয়।

২৯। হে ইন্দ্র! তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতকে নিয়মিত করে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর।

৩০। যখন এই নির্ম্মল জ্যোতিঃ সূর্য্যকে দ্যুলোকে স্থাপিত করিয়াছে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করিয়াছ।

৩১। হে ইন্দ্র! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ মেধাবী এই প্রীতিকরী সুস্তুতিকে পরিচর্য্যার সহিত যজ্ঞে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছে।

৩২। যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রীত হইলে, সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে, তখন নাভিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব স্থানে (ধন প্রদান কর)।

৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্য্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্ব-যুক্ত (ধন) আমাদিগকে প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় (যজ্ঞে স্তব করিয়াছিলাম)।

---

১৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নারদ ঋষি।

১। সোম অভিষুত হইলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্ত্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই বৃদ্ধিকর বললাভার্থ মহান্ হইয়াছেন।

২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেব সদনে (যজমানের) বর্দ্ধয়িতা, তিনি কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জললাভার্থ জয় করেন।

৩। বলবান্ ইন্দ্রকে বললাভকর সংগ্রামে আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র! সুখ অভিলষিত হইলে, তুমি আমাদের বর্দ্ধনার্থ সখা হও।

৪। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র। তোমার উদ্দেশে সোমাভিষবকারী যজ-মানের প্রদত্ত আহুতি গমন করিতেছে। তুমি মত্ত হইয়া উহার যজ্ঞে বিরাজ কর।

৫। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবকারীগণ, যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সেই ধন আমায় দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্গপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় (সকল গুণ) তোমায় আরোহণ করে।

৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর। যখনই সোমদ্বারা প্রমত্ত হও, তখনই সুকার্য্যকার যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর।

৮। ইন্দ্রের সূনৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিহার করিতেছে; স্বর্গপতি ইন্দ্র এই স্তুতিদ্বারা পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন।

৯। বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্যসমূহের পালয়িতা বলিয়া উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সহিত সোমাভিষবে প্রমত্ত হও।

১০। হে স্তোতা বিপশ্চিৎ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর; উহাঁর শত্রু-পরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্মানের গৃহে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি স্নিগ্ধরূপ, শীঘ্রগামী অশ্বের সহিত যজ্ঞে আগমন কর। যে হেতু উহাতেই তোমার সুখ।

১২। হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র! আমরা স্তুতি করিতেছি, আমা-দিগকে ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১৩। হে ইন্দ্র! সূর্য্য উদিত হইলে তোমাকে আহ্বান করি, দিবসের মধ্যভাগে তোমাকে আহ্বান করি। তুমি প্রীত হইয়া গমনশীল অশ্বের সহিত আগমন কর।

১৪। হে ইন্দ্র! শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র গমন কর, গব্যমিশ্রিত অভি-ষুত সোমে প্রীত হও। অনন্তর আমি যেরূপ জানিতেছি, সেইরূপ পূর্ব্ব-কৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।

১৫। হে শক্র! হে বৃত্রহন্! যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক, যদি বা অন্তরীক্ষে থাক, সকল স্থান হইতে সোম পান করতঃ রক্ষাকারী হও।

১৬। আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুক, অভিষুত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুক, হব্যযুক্ত মনুষ্যগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হইয়াছে।

১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষীগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে, পৃথিবী (স্থিত সমস্তলোক) শাখার ন্যায় বর্দ্ধিত করে।

১৮। দেবগণ ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের স্তুতিসমুহ সর্ব্বদা বর্দ্ধয়িতা সেই ইন্দ্রকেই বর্দ্ধিত করুক।

১৯। (হে ইন্দ্র)! তোমার স্তোতা অনুকূলকর্ম্মা হইয়া কালে কালে উক্থসমূহ উচ্চারণ করে; তুমি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলিয়া স্তুত হও।

২০। যাঁহাদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই রুদ্রের অপত্য (মরুৎগণ) চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন।

২১। (হে ইন্দ্র)! যদি তুমি আমায় সখ্য প্রদান কর ও এই (সোমরূপ) অন্ন পান কর; তাহা হইলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিতে পারিব।

২২। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! কখন্ তোমার স্তোতা অত্যন্ত সুখী হইবে? কখন্ আমাদিগকে গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত (ধন) দান করিবে?।

২৩। হে জরারহিত (ইন্দ্র)! সুস্তুত ও সেচনসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ (আমাদের নিকট আনয়ন করুক; তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

২৪। মহান্ ও বহুকর্ত্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি। তিনি প্রীতিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ (হব্য স্বীকার করুন)।

২৫। হে বহুকর্ত্তৃক স্তুত (ইন্দ্র)! তুমি ঋষিগণকর্ত্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্য্য-দ্বারা (আমাদিগকে) বর্দ্ধিত কর এবং আমাদের অভিমুখে প্রবৃদ্ধ অন্ন দান কর।

২৬। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি এই প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হইয়া থাক; আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপ্রাপ্য অনুগ্রহ লাভ করি।

২৭। হে ইন্দ্র! প্রসিদ্ধ ও হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করতঃ এই যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর।

২৮। তোমার যে রুদ্রপুত্র (মরুৎগণ আছেন) তাঁহারা শ্রেয়নীয়, (এই যজ্ঞে) আগমন করুন; আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যাভিমুখে আগমন করুন।

২৯। ইন্দ্রের এই হিংসক (মরুৎপ্রভৃতি প্রজাগণ) দ্যুলোকে যে স্থানে (আছে), তাহা সেবা করেন এবং যাহাতে আমরা (ধন) লাভ করিতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন।

৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর, এই ইন্দ্র দ্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্ব্বরূপে পরিদর্শন করিয়া নিষ্পন্ন করেন।

৩১। হে ইন্দ্র! তোমার এই রথ অভীষ্টবর্ষী, তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

৩২। (অভিষব) প্রস্তর অভীষ্টবর্ষী, মত্ততা অভীষ্টবর্ষী, এই অভিষুত সোম অভীষ্টবর্ষী, যে যজ্ঞ (তোমার নিকট) গমন করিতেছে উহা অভীষ্টবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

৩৩। হে বজ্রবান্! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি (হব্য) সেচক, আমি নানাবিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। যে হেতু তুমি তোমার উদ্দেশে (কৃত) স্তুতি গ্রহণ কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীষ্টবর্ষী।

---

১৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় গোসূক্তি ও অশ্বসূক্তি নামক ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়।

হে শক্তিমান্! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোতাকে দান করিতে ইচ্ছা করিব এবং (প্রার্থিত ধন) দান করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্দ্ধক (স্তুতিরূপ) ধেনু সোমাভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হইয়া ধন দান করিতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার ধনের নিবারক দেবতা নাই, মনুষ্যও নাই।

৫। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, যে হেতু তিনি দ্যুলোকে মেঘকে শয়িত করতঃ পৃথিবীকে (বৃষ্টি দানে) বিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বর্দ্ধমান্ এবং (শত্রুগণের) সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করিব।

৭। সোমজনিত মত্ততা হইলে ইন্দ্র দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যে হেতু তিনি বলকে ভেদ করিয়াছেন।

৮। তিনি গুহা মধ্যে লুক্কায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করতঃ অঙ্গিরাগণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করিয়াছিলেন।

৯। ইন্দ্র দ্যুলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করিয়াছেন; দৃঢ় (নক্ষত্র সকলকে) কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

১০। হে ইন্দ্র! সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় তোমার স্তোত্র সকল শীঘ্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি উকথদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর।

১২। কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয়, সোমপানার্থ শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলে ও সমস্ত শত্রুগণকে জয়(১) করিয়াছিলে।

---

(১) পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র অসুরগণকে জয় করিয়া নমুচিকে ধরিতে পারেন নাই। নমুচি তাঁহাকে ধরিয়াছিল। সে ইন্দ্রকে ধরিয়া বলিল "আমি তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি, যদি তুমি দিনে অথবা রাত্রে শুষ্ক অথবা আর্দ্র আয়ুধদ্বারা আমায় না বিনাশ কর" সুতরাং ইন্দ্র তাহাকে সন্ধ্যাকালে ফেনাদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন। সায়ণ। কিন্তু এ উপাখ্যান পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি মায়াদ্বারা সর্ব্বত্র প্রসরণশীল, দ্যুলোকে আরোহণেচ্ছু দস্যুগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি সোম পান করতঃ উৎকৃষ্টতর হইয়া সোমাভিষবহীন জনসংঘদিগের পরস্পর বিরোধীকরতঃ(২) বিনাশ কর।

---

১৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোসূক্তী এবং অশ্বসূক্তী ঋষি।

১। অনেকের আহূত, অনেকের স্তুত, সেই ইন্দ্রকে স্তব কর, বাক্যদ্বারা মহান্ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর।

২। দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করেন, শীঘ্রগমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্য্যদ্বারা ধারণ করেন।

৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! তুমি শোভা পাইতেছ, তুমি জেতব্য এবং শ্রবণযোগ্য (ধন) নিয়ত করিবার জন্য একাকী বৃত্রগণকে বধ করিতেছ।

৪। হে বজ্রবান্! তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, উহা অভিলাষপ্রদ, সংগ্রামে শত্রুদিগের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়।

৫। হে ইন্দ্র! যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্য্যাদি দান করিয়াছিলে, সেই হর্ষে হৃষ্ট হইয়া তুমি প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের কর্ত্তা হইয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় অদ্যও উকৃথ মন্ত্রোচ্চারণকারীগণ তোমার সেই বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পর্জ্জন্য যাহাদের স্বামী প্রতি দিবস সেই জল জয় কর।

৭। হে ইন্দ্র! স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্য্য, তোমার সেই বল কর্ম্ম এবং বরণীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছে, পৃথিবী তোমার যশ বর্দ্ধিত করিতেছে, অন্তরীক্ষ ও মেঘ তোমায় প্রীত করে।

---

(২) সোমাভিষববিহীন লোক বোধ হয় যজ্ঞবিরোধী অনার্য্যগণ।

৯। হে ইন্দ্র! মহান্, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করিতেছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হইতেছে।

১০। তুমি বর্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা, তুমি সুন্দর পুত্রাদির সহিত সমস্ত ধন ধারণ কর।

১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তুমি একাকী মহান্ শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেহ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না।

১২। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানা প্রকারে স্তুতি করে, সেই যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া শত্রুবল জয় কর।

১৩। (হে স্তোতা)! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্য্যাপ্ত ও পরি-ব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ কর্ম্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের জন্য স্তুতি কর।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তুত্য, নেতা, শত্রুদিগের অভিভবিতা ও সর্ব্বাপেক্ষা দাতা।

২। জলের তরঙ্গসমূহ সমুদ্রে যে রূপ শোভা পায়, উক্থসকল সেই-রূপ ইন্দ্রে শোভাপায়, সমস্ত শ্রবণীয় তাঁহাতে শোভা পায়।

৩। উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতেছি। তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভাপান, সংগ্রামে মহৎকার্য্য করেন এবং তিনি বলবান্।

৪। যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিস্তীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরগণের যুদ্ধে হর্ষযুক্ত।

৫। ধনপ্রাপ্ত হইলে সেই ইন্দ্রকেই পক্ষপাত বচনের জন্য আহ্বান কর। ইন্দ্র যাহাদের তাহারা জয়লাভ করে।

৬। সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয়; মনুষ্যগণ কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর করেন। এই ইন্দ্রই ধনের কর্ত্তা হন।

৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোকের কর্ত্তৃক আহূত, তিনি মহৎকার্য্যের দ্বারা মহান্।

৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের অবসাদকর, তিনি বহুকর্ম্মা, তিনি এক হইয়াও শত্রুগণের অভিভবিতা।

৯। চর্ষনিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অর্চ্চনামন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে, সামমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে।

১০। তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিঃ প্রকাশক, আয়ুধদ্বারা শত্রুগণের অভিভবকর।

১১। তিনি পূরয়িতা এবং বহুকর্ত্তৃক আহূত; তিনি আমাদিগকে সমস্ত শত্রুগণ হইতে নৌকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বলের দ্বারা ধন প্রদান কর, আমাদিগকে পথ প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিমুখে সুখ প্রদান কর।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আগমন কর, তোমার জন্য (সোম) অভিষুত হইয়াছে, এই সোম পান কর, আমাদের এই কুশোপরি উপবেশন কর।

২। হে ইন্দ্র! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।

৩। আমরা স্তোতা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমায় আহ্বান করিতেছি; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিষুত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোম-পায়িকে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা অভিষুত সোমযুক্ত, আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও, হে শিপ্রযুক্ত! তুমি অন্ন ভক্ষণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার কুক্ষিদ্বয়ে সোম সেক করিতেছি, সোমক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করুক; মধুর সোম জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি সুদাতা, এই মাধুর্য্যবান্ সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হউক, ইহা তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হউক।

৭। হে লোকপতি ইন্দ্র! স্ত্রীর ন্যায় সংবৃত এই সোম তোমার নিকট গমন করুক(১)।

৮। বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র (সোমরূপ) অন্নজনিত হর্ষ উদয় হইলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হইয়া আমাদের অগ্রে গমন কর; হে বৃত্রহা! তুমি শত্রুগণকে বধ কর।

১০। হে ইন্দ্র! যাহার দ্বারা তুমি সোমাভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সেই অঙ্কুশ দীর্ঘ হউক।

১১। হে ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ, (কুশে) বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সোমের অভিমুখে আগমন কর। নিকটে গমন কর ও পান কর।

১২। হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! তোমার সুখের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, হে আখণ্ডল! উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহূত হইয়াছ।

১৩। হে শৃঙ্গবৃষার পুত্র ইন্দ্র(২)! তোমরা যে উৎকৃষ্ট রক্ষক, কুণ্ডপার্য্য(৩) (যজ্ঞ) আছে তাহাতে (ঋষিগণ) মন দিয়াছিলেন।

(১) স্ত্রী যেরূপ সংবৃত হইয়া স্বামীর নিকট আসিয়া তাহার সুখ বর্দ্ধন করে, এই সোম তোমায় সেইরূপ করুক, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম।

(২) শৃঙ্গবৃষা এক জন ঋষির ন্যায়, ইন্দ্র তাহাকে পিতা বলিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) যে যজ্ঞে কুণ্ডে সোম পান করা যায়, তাহার নাম কুণ্ডপায়ী যজ্ঞ। সায়ণ।

১৪। হে বাস্তোষ্পতি! স্থূণা দৃঢ় হউক, আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্কন্ধে রক্ষা সমর্থক বল হউক, ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদিগের মিত্র হউন।

১৫। সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হইয়াও বহুতর শত্রুকে অভিভূত করেন। (স্তোতা) ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে।

---

১৮ সূক্ত।

অষ্টম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা; নবম ঋকের অগ্নি, সূর্য্য, ও বায়ু দেবতা; অবশিষ্টের আদিত্য দেবতা। ইরিম্বিঠ ঋষি।

১। এই সকল আদিত্যগণের নিকট মনুষ্য অপূর্ব্ব সুখ যাচ্ঞা করে।

২। এই আদিত্যগণের পথ শত্রুকর্ত্তৃক অপ্রতিগত ও অহিংসিত, অতএব সেই পালনশীল মার্গ সুখবর্দ্ধক।

৩। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাচ্ঞা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদিগকে সেই সুখ প্রদান করুন।

৪। হে দেবী, বহুলোকের প্রিয় অদিতি! তুমি প্রতিপালন করিলে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সহিত সুন্দরভাবে আগমন কর।

৫। অদিতির সেই পুত্রগণ দ্বেষ্টাগণকে পৃথক্ করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্ম্মকর্ত্তা রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে জানেন।

৬। অদিতি আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন, অদ্বয়া অদিতি রাত্রিকালেও রক্ষা করুন, সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৭। স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সহিত দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন; সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরিভূত করুন।

৮। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের হইতে পাপ পৃথক্ করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।

৯। অগ্নি নানা অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য্য সুখপ্রদ হইয়া তাঁপদান করুন, বায়ু তাপশূন্য হইয়া বাহিত হউন ও শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।

১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর, দুর্ম্মতি দূরীভূত কর। আদিত্যগণ আমাদিগকে পাপ হইতে পৃথক করুন।

১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, দুর্ম্মতিকে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, হে সর্ব্বজ্ঞগণ! শত্রুদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর।

১২। হে সুদানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হইতে মুক্ত করে, আমাদিগকে সেই কল্যাণ প্রদান কর।

১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদিগকে রাক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্য্যের দ্বারাই হিংসিত হউক; সে ব্যক্তি অপগত হউক।

১৪। যে দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদিগের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হউক।

১৫। হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ! তোমার পক্ববুদ্ধি স্তোতার নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও।

১৬। আমরা মেঘসম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজনা করিতেছি। হে দ্যাবাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হইতে দূর দেশে প্রেরণ কর।

১৭। হে বসু আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদিগকে সমস্ত দুরিত হইতে পার কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ুঃ প্রেরণ কর।

১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্ত্তমান, তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাদেরই হইব।

২০। মরুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট বৃহৎ শীতাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলার্থ যাচ্ঞা করি।

২১। হে মিত্র! হে অর্য্যমা! হে বরুণ! হে মরুৎগণ! তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এই তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর।

২২। হে আদিত্যগণ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাহাদের জীবনার্থ আয়ুঃ উত্তমরূপে বর্দ্ধিত কর।

---

১৯ সূক্ত।

ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশের ত্রসদস্যু রাজার দান দেবতা; ৩৪ ও ৩৫ ঋকের আদিত্য দেবতা; অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সোভরি ঋষি।

১। হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি (হব্য) স্বর্গে লইয়া যান; ঋত্বিক্‌গণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন।

২। হে মেধাবী সোভরি! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তিমান্ সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্ত্তা; আমরা তোমার ভজনা করি।

৪। অন্নের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করিয়া এবং জলদেবতাগণের সুখার্থ যজ্ঞ করুন!

৫। যে মনুষ্য সমিধ্‌দ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা (পরিচর্য্যা করে), যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হইয়া নমস্কারদ্বারা (পরিচর্য্যা করে)।

৬। তাহারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান্ হয়, তাহারই যশঃ সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্ত্যকৃত পাপ তাহার নিকট যাইতে পারে না।

৭। হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! তোমার (অঙ্গভূত) অগ্নি সমূহের দ্বারা উত্তমাগ্নিযুক্ত হইব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদিগকে কামনা কর।

৮। প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় ফলপ্রাপক। হে অগ্নি! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা।

৯। হে সুভগ অগ্নি! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যফল প্রাপ্ত হউক, সে প্রশংসনীয় হউক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হউক।

১০। হে অগ্নি! যাহার যজ্ঞের জন্য তুমি ঊর্দ্ধ হইয়া থাক, সে নিবাসশীল বীরযুক্ত হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা (জয়) ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় উহক, সে মেধাবী ও বীরগণের সহিত মিলিত হয়।

১১। বিশ্বের বরণীয়, রূপবান্ অগ্নি যাহার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন, তাহার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয়।

১২। হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্য দানে ত্বরাবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্ত্ত্যগণের উপরি ব্যাপ্ত কর।

১৩। যে হব্য দান ও নমস্কারের দ্বারা শোভন বলযুক্ত অগ্নির পরিচর্য্যা করে, অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামি তেজোবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্য্যা-করে, (সে সমৃদ্ধ হয়)।

১৪। যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্য্যা করে, সে কর্ম্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হইয়া দ্যোতমান অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে।

১৫। হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসাদিকে অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ কর।

১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যাহার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হইয়া এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হইয়া, হে অগ্নি! তোমার সেই তেজের পরিচর্য্যা করি।

১৭। হে মেধাবী দ্যুতিমান্ অগ্নি! যে মেধাবীগণ মনুষ্যদিগের সাক্ষিস্বরূপ, সুন্দরকর্ম্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তাহারাই উৎকৃষ্ট ধ্যান-যুক্ত হয়।

১৮। হে সুভগ! তাহারাই তোমার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, আহুতি প্রদান করে, দ্যুতিমান্ দিনে অভিষবার্থ উদ্যোগ করে, তাহারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তাহারাই তোমাতে অভিলাষ প্রাপ্ত হয়।

১৯। আহূত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হউক, যজ্ঞে কল্যাণকর হউক, স্তুতি কল্যাণকর হউক।

২০। হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদিগের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হব্যের দ্বারা তোমার ভজনা করিব।

২১। আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্ত্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হন।

২২। তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান্ অগ্নির উদ্দেশে, হে স্তোতা! অন্নবিষয়ে গান কর। অগ্নি সূনৃত বাক্যদ্বারা স্তুত ও ঘৃত-দ্বারা আহূত হইয়া (স্তোতাকে) শোভনবীর্য্য দান করে।

২৩। ঘৃতের দ্বারা আহূত অগ্নি যখন ঊর্দ্ধে এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন অসুর(১) (সূর্য্যের) ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন।

---

(১) ষষ্ঠ অষ্টকে অসুর শব্দ আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

৮ মণ্ডলের	১৯	সূক্তের	২৩	ঋকে	সূর্য্য	সম্বন্ধে।
,,	২০	,,	১৭	,,	মেঘ বা বল	,,
,,	২৫	,,	৪	,,	মিত্র ও বরুণ	,,
,,	২৭	,,	২০	,,	দেবগণ	,,
,,	৪২	,,	১	,,	বরুণ	,,
,,	৯০	,,	৬	,,	ইন্দ্র	,,
,,	৯৬	,,	৯	,,	বলবান্ শত্রু	,,
,,	৯৭	,,	১	,,	,, ,,	,,

অতএব শেষের দুইটী স্থান ভিন্ন আর সকল স্থানেই অসুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪ । যে মনুকর্ত্তৃক আহিত দ্যোতমান্ অগ্নি সুগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান্, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্য্যা করেন ।

২৫ । হে বলের পুত্র আহূত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি ! আমি(২) মর্ত্ত্য, আমি যেন তুমি হইতে পারি ।

২৬ । হে বসু ! তোমাকে মিথ্যাপবাদের জন্য তিরস্কার করিব না, হে (সত্য) ! তোমায় পাপের জন্য তিরস্কার করিব না । আমার স্তোতা (অনভিমত বচনদ্বারা) তোমার প্রতি আক্রোশ করিবে না । দুর্ব্বুদ্ধি-শত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধিদ্বারা (আমাদের বাধা দিতে না পারে) ।

২৭ । পুত্র পিতার উদ্দেশে যেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে সেইরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন ।

২৮ । হে বসু ! তোমার নিকটবর্ত্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্ত্য, আমি যেন সর্ব্বদা প্রীতি সেবা করিতে পারি ।

২৯ । হে অগ্নি ! তোমার পরিচর্য্যাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, তোমায় হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, হে বসু ! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধি, তোমাকেই আমার রক্ষক বলিয়া বলে । হে অগ্নি ! দানার্থহৃষ্ট হও ।

৩০ । হে অগ্নি ! তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্দ্ধিত হয় ।

৩১ । হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান্, নীড়বান্, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি ! তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে ; তুমি মহতী উষাসমূহের প্রিয়, রাত্রিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও ।

৩২ । সোভরিগণ রক্ষার্থ অগ্নির নিকট গমন করিতেছে, তিনি সহস্র তেজোবিশিষ্ট, সম্রাট্ এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আগমন করেন ।

---

(২) মূলে "যৎ অগ্নে মর্ত্ত্যঃ ত্বংস্যাং অহং" আছে । মর্ত্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হইবার অভিলাষ করিতেছেন । ২১ ও ২৪ ঋক হইতে প্রকাশ হইতেছে, যে মনু অগ্নি পূজার একজন অনুষ্ঠান কর্ত্তা ।

৩৩। হে অগ্নি! অন্য অগ্নি সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে মনুষ্যগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করতঃ অন্য স্তোতার ন্যায় দ্যোতমান্ অন্ন প্রাপ্ত হইব।

৩৪। হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ! সমস্ত হবিষ্মানগণের মধ্যে যাহাকে পারে লইয়া যাও (সেই ফল লাভ করে)।

৩৫। হে শোভমান্, শত্রুগণের অভিভবিতা আদিত্যগণ! তোমরা মনুষ্যদিগের বিনাশকর শত্রুবর্গকে (অভিভূত কর)। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্য্যমা! সেই আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হইব।

৩৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে ৫০ জন বন্ধু প্রদান করিয়াছেন; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য্য এবং সৎপতি।

৩৭। সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদিগের নেতা, পূজনীয় ধনদানার্হ ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যু অন্ন ও ধন দান করিয়াছিলেন (৩)।

২০ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি।

১। হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ! তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতকেও কম্পিত কর; আমাদিগের অন্যত্র থাকিও না।

২। হে দীপ্তনিবাসযুক্ত রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ় নেমিযুক্ত রথে আগমন কর। হে সকলের স্পৃহনীয়গণ! তোমরা সোভরিকে কামনা করতঃ অন্নের সহিত অদ্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

৩। কর্ম্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় (জলের) সেক্তা রুদ্রপুত্র মরুৎগণের উগ্র বল জানি।

(৩) "প্রযিয়োঃ ও বযিয়োঃ" পদের অর্থ বুঝা গেল না।

৪। হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ! তোমরা যখন কম্পিত কর, তখন দ্বীপ সকল পতিত হয়; স্থাবর পদার্থ দুঃখ প্রাপ্ত হয়; দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনশীল জল প্রগত হয়।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা গমন করিলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয়।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের দলের গমনার্থ দ্যুলোক বৃহৎ অন্তরীক্ষ ত্যাগ করতঃ ঊর্দ্ধগত হইয়াছেন। বহুবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করিতেছেন।

৭। দীপ্ত বলবান্, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করিতেছে।

৮। সোভরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্ময় রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হইতেছে। গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভাব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হউন।

৯। হে সোমবর্ষী অধ্বর্য্যুগণ! বৃষ্টিপ্রদ মরুৎগণের বলার্থ হব্য আহরণ কর। ঐ বলদ্বারা তাঁহারা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হয়েন।

১০। নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ, অশ্বযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদরূপযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদ, নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়াসে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন।

১১। মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই। দীপ্যমান সুবর্ণময় হার শোভা পাইতেছে। বাহুর উপরি ভাগে আয়ুধ সকল অত্যন্ত দ্যুতিলাভ করিতেছে।

১২। উগ্র বৃষ্টিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন না। হে মরুৎগণ! তোমাদের রথে ধনু সকল ও আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হইয়াছে, অতএব সেনামুখে তোমাদেরই জয় হয়।

১৩। উদকের ন্যায় সর্ব্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হইয়াই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থ পর্য্যাপ্ত হয়।

১৪। তাহাদিগকে বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর। আমরা আর্য্য স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক, তাঁহাদের দান মহত্ত্বযুক্ত।

১৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের রক্ষা লাভ করিয়া স্তোতা অতীত দিবসসমূহে সুভগ হইয়াছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য (তোমাদেরই) হয়।

১৬। হে নেতাগণ! তোমরা হব্যভক্ষণার্থে যে হবিষ্মান্ ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপদবা! মরুৎগণে দ্যুতিমান্ অন্ন এবং অন্ন সম্ভোগদ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাহাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

১৭। রুদ্রের পুত্র অসুরের বিধাতা(১), নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যাহাতে আমাদের কামনা করেন, এই স্তোত্র সেইরূপ হউক।

১৮। যে সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজমান) মরুৎগণকে পূজা করে, যাহারা সেক্তাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আগমন করতঃ মিলিত হও।

১৯। হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাক্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ যেরূপ, বলীবর্দ্দের স্তব করে, সেইরূপ স্তব কর।

২০। সমস্ত যুদ্ধে (যোদ্ধাগণ) আহ্বান করিলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আহ্বানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আহ্লাদকর, বৃষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাক্যদ্বারা বন্দনা করি।

২১। হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ একজাতি বলিয়া সমান বন্ধুযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরস্পর লেহন করিতেছে।

২২। হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ! মনুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করিতেছে। অতএব আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। সর্ব্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্ব্বদাই আছে।

২৩। হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা রুগণ! মরুৎ সম্বন্ধি ঔষধ আনয়ন কর।

---

(১) সায়ণাচার্য্য এই স্থলে অসুর শব্দে মেঘ অর্থ করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থ বোধ হয় বল বা বলবান্।

২৪। হে মরুৎগণ! যাহাদ্বারা সমুদ্রকে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা (যজমানের শত্রুকে) হিংসা কর, যাহাদ্বারা তৃষ্ণজকে কূপ প্রদান করিয়াছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিতগণ! সেই কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর।

২৫। হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্লীতে(২), সমুদ্রে ও পর্ব্বতে যে ঔষধ আছে।

২৬। তোমরা সেই সকল ঔষধ জানিয়া আমাদের শরীরার্থ আনয়ন কর। তদ্দ্বারা আমাদের চিকিৎসা কর। হে মরুৎগণ! আমাদের মধ্যে যাহাতে রোগীর রোগ শান্তি হয়, সেইরূপে বাধা প্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর।

---

(২) অর্থ কৃষ্ণবর্ণা নদী। আধুনিক চিনাব (Chenab) নদী। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১ সূক্ত।

শেষ দুইটী ঋকের চিত্র রাজার দান দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি।

১। হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র। আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানা রূপধারী।

২। হে ইন্দ্র! যজ্ঞ রক্ষার্থ তোমার নিকট যাইতেছি। এই ইন্দ্র শত্রুদিগের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করিতেছি।

৩। হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্ব্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র! আগমন কর। এই সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর।

৪। আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমান্। তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করিব। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমার যে তেজ আছে। সেই সমস্ত তেজের সহিত সোম পানার্থ আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিষন্ন হইয়া আমরা তোমারই স্তব করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্র! এই স্তোত্রের সহিত তোমার অভিমুখে তোমারই স্তব করিব। তুমি কেন বারম্বার চিন্তা করিতেছ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদিগের কর্ম্ম তোমরই নিকটে আছে।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা নূতনই হইব। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পূর্ব্বে জানিতাম না, যে তুমি মহান্। সম্প্রতি জানিয়াছি।

৮। হে শূর ইন্দ্র! আমরা তোমার সখিত্ব জানিয়াছি, তোমার ভোজ্য জানিয়াছি। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমার সখ্য ও ধন যাচ্ঞা করিতেছি। হে বাসপ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! গোযুক্ত সমস্ত অন্নে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

৯। হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্ব্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের রক্ষার্থ তাঁহাকেই স্তব করিতেছি।

১০। হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে, যে কেহ আনন্দিত হয়, সেই স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁহার স্তোতা বলিয়া আমাদিগকে শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ আনয়ন করিয়া দিন।

১১। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমাকে সহায় লাভ করিয়া গোবিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধে অতি ক্রোধান্বিত শত্রুকে নিরাকৃত করিব।

১২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! আমাদিগের হিংসাকারীগণকে যুদ্ধে জয় করিব। পাপবুদ্ধি লোককে পরাভূত করিব। মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করিব। কর্ম্ম বর্দ্ধিত করিব। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম সকল রক্ষা কর।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা (লাভ করিয়া থাক)।

১৪। হে ইন্দ্র! ধনবান্ মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে। যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে।

১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হইয়া সোমাভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষুত হইলে একত্রে উপবেশন করিব।

১৬। হে গোপ্রদ ইন্দ্র! আমরা তোমার। আমরা যেন ধনশূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর। তোমার দান কেহই হিংসা করিতে পারে না।

১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্য-বতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র! তুমিই দিয়াছ(১)।

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অযুত ধন-দানদ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন।

---

২২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র সোভরি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও রুদ্রবর্ত্মা, তোমরা সূর্য্যার জন্য যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, অদ্য রক্ষার্থে সেই দর্শনীয় রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এই রথকে প্রসন্ন কর। ইহা প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর আহ্বানযুক্ত ও সকলের স্পৃহনীয়। ইহা সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও উপদ্রবরহিত।

৩। শত্রুদিগের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্যুতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর গৃহগামী, হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্ম্ম রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে আমা-দের অভিমুখ করিব।

৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমা-দের সহিত গমন করে। তোমরা সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাক। হে জলপতিদ্বয়! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথে তিনটী বন্ধুর আছে, উহার বল্গা সুবর্ণনির্ম্মিত। উহা প্রসিদ্ধ হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্ব্বোক্ত রথে আগমন কর।

---

(১) চিত্র নামক রাজা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সোভরি তাঁহার যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুইটী ঋকের দ্বারা তাহার দানের স্তুতি করিয়াছিলেন। সায়ণ।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিতজল মনুকে প্রদান করতঃ তোমরা লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ(১)। হে জলপতি অশ্বিদ্বয়! তোমা-দিগকে অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি।

৭। হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকটে আগমন কর। হে অভিলাষপ্রদ দেবদ্বয়; এই পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষিকে প্রভূত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলে।

৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এই সোম অভিষুত হইয়াছে, সোমপানার্থ আগমন কর, হব্য-দায়ীর গৃহে পান কর।

৯। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! যাহাদ্বারা পক্থকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহা-দ্বারা অধ্রিগুকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা বভ্রু রাজাকে সোমপানে প্রীত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত শীঘ্র ও সত্বর আমাদের নিকট আগমন কর। আর আতুরের চিকিৎসা কর।

১১। আমরা মেধাবী ও স্বকার্য্যে ত্বরাবান্, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্বকার্য্যে ত্বরাবান্। তোমাদিগকে দিবসের এই কালে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

১২। হে বর্ষণশীল অশ্বিদ্বয়! সেই সমস্ত রক্ষার সহিত নানারূপ-বিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এই আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর, তোমরা হব্যাভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমার যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যাহাদ্বারা কূপকে বর্দ্ধিত কর, তাহার সহিত আগমন কর।

১৩। দিবসের এই কালে সেই অশ্বিদ্বয়কে যে অভিবাদন করতঃ তাঁহাদিগকে স্তব করিতেছি, তাহাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করিতেছি।

(১) অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া মনুষ্যগণকে কৃষি কার্য্য শিক্ষা করাইয়াছ।

১৪। তাঁহারা জলপতি ও রুদ্রবর্ত্মা। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাহাদিগকে আহ্বান করিব। হে অন্নধন রুদ্রদ্বয়! মনুষ্যশত্রুর হস্তে আমাদিগকে প্রদান করিও না।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! লোকের সহিত মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আনয়ন কর। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিব।

১৬। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, অভিলাষপ্রদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদ্বয়! শীঘ্রগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থ নিকটবর্ত্তী হও।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সোম পান করিয়া থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্যবিশিষ্ট করিয়া আগমন কর।

১৮। যাহার দান সুন্দর, যাহার বীর্য্য সুন্দর, যাহার সুন্দররূপ সকলের বরণীয়, বলবান্ ব্যক্তি যাহা অভিভব করিতে পারে না, সেই ধন আমরা ধারণ করিতেছি। হে অন্নধন অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আগমন হইলে সমস্ত ধন লাভ করিব।

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি।

১। অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁহার দীপ্তি কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; যাঁহার ধূম সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা কর।

২। হে সর্ব্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাৎসর্য্যশূন্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর।

৩। শত্রুদিগের বাধাপ্রদ এবং ঋকসমূহের দ্বারা অর্চ্চনীয় অগ্নি যাহাদিগের অন্ন ও (সোম) রস জ্ঞানপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহারা ধন লাভ করে।

৪। অত্যন্ত দীপ্তিমান, সন্তাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট, সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গত হইল।

৫। হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! সম্মুখভাগে বৃহৎ দীপ্তিদ্বার সুশোভিত হইয়া এবং স্তূয়মান হইয়া, তুমি দ্যুতিমতী শিখার সহিত উদ্গত হও।

৬। হে অগ্নি! দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করতঃ সুন্দর স্তোত্রের সহিত গমন কর। যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত।

৭। মনুষ্যদিগের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে এই বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতেছি। তোমাদের জন্যই তাঁহাকে স্তব করিতেছি।

৮। অদ্ভুত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বন্ধুসদৃশ এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থ্যপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

৯। হে যজ্ঞাভিলাষীগণ! এই যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবান্ অগ্নিকে হব্য-যুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর।

১০। আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞ সকল অঙ্গীরা অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী।

১১। হে জরারহিত অগ্নি! তোমার দীপ্যমান বৃহৎ রশ্মি সকল অভীষ্টবর্ষী হইয়া অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছে।

১২। হে বলপতি! তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীর্য্যযুক্ত ধন দান কর। আমাদের পুত্র ও পৌত্রে (যে ধন আছে তাহা) যুদ্ধ কালে রক্ষা কর।

১৩। মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হইয়া যখনই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত হন, তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন।

১৪। হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজোদ্বারা দগ্ধ কর।

১৫। যে হব্যদায়ী ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যশত্রু মায়াদ্বারাও তাঁহাকে বশ করিতে পারে না।

১৬। আপনাকে ধনবর্ষী করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্যশ্ব নামক ঋষি তোমাকে প্রীত করিয়াছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের জন্য তাঁহাকে সন্দীপিত করি।

১৭। তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, উশনা মনুর গৃহে তোমাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছিলেন(১)।

১৮। হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হইয়া তোমাকেই দূত করিয়াছিলেন। হে দেব অগ্নি! তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞার্হ হইয়াছিলে।

১৯। অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবর্ত্মা ও তেজোবিশিষ্ট এই অগ্নিকে বীর-মনুষ্য দূত করিয়াছে।

২০। আমরা স্রুক্ গ্রহণ করতঃ সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজোবিশিষ্ট মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

২১। যে মনুষ্য হব্যদায়ীগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে, সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অন্নলাভ করে।

২২। দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত স্রুক্ নমস্কারপূর্ব্বক আগমন করিতেছে।

২৩। আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম ও শুভ্রদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেছি।

২৪। হে ব্যশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল যূপের ন্যায় গৃহভব, মহান্ অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা অর্চ্চনা কর।

২৫। মেধাবীগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন অগ্নিকে রক্ষার্থ স্তব করিতেছে।

২৬। হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুশোপরি উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্য প্রদত্ত হব্য স্বীকার কর।

২৭। হে অগ্নি! বরণীয় বহু (ধন) আমাদিগকে দান কর। বহুলোকের স্পৃহনীয়, সুন্দর বীর্য্যবিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদি সহিত কীর্ত্তিযুক্ত ধন আমাদিগকে দান কর।

---

(১) সায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২৮। তুমি বরণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা। যাহারা সুন্দর সাম গান করে, তাহাদের উদ্দেশে সর্ব্বদা ধনাদি প্রেরণ কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদিগকে প্রদান কর।

৩০। হে অগ্নি! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান্, সম্যক্ শোভমান্ ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আনয়ন কর।

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা; শেষ তিনটী ঋকের সুষাম রাজার পুত্র বরুর দানের স্তুতি আছে, অতএব উহাই দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি।

১। হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিব। তোমাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা নেতা, সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুধর্ষক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, বৃত্রকে হনন করতঃ বৃত্রহা হইয়াছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান্ ব্যক্তিদিগেরও অধিক দান করিয়া থাক।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হইয়া নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদিগকে প্রদান কর। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি নির্গমন কালেই শত্রুগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমদের জন্য ধন প্রকাশ কর। হে শত্রুনাশক! তুমি স্তূয়মান হইয়া সাহঙ্কার মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

৫। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! প্রতিযোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণ বিষয়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতিরোধকারীগণও করে না।

৬। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র। স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইব, এইরূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয়। তুমি স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ কর, তাহার মানস পূর্ণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করিয়াছ, হে উগ্র, বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ! বিশ্বমনা নামক ঋষির সমস্ত কর্ম্মে উপস্থিত হও।

৮। হে বৃত্রহা! হে শূর! হে পুরুহূত ইন্দ্র! নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এই ধন আমরা লাভ করিব।

৯। হে সকলের নর্ত্তয়িতা ইন্দ্র। তোমার বল শত্রুগণ অভিভব করিতে পারে না। হে পুরুহূত! তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না।

১০। হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র! মহাফললাভার্থ উদর সিক্ত কর। হে মঘবা! তুমি দৃঢ় শত্রুপুর সকল ধনলাভার্থ নষ্ট কর।

১১। হে বজ্রবান্ মঘবা ইন্দ্র! আমরা পূর্ব্বে তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করিয়াছিলাম। তোমার ধন ও রক্ষা আমাদিগকে প্রদান কর।

১২। হে নর্ত্তয়িতা, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! অন্ন, দ্যুতিমান্, যশ ও বললাভার্থ তোমা ভিন্ন আর কাহারাও কাছে যাইব না।

১৩। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব ও অন্নের সহিত ধনাদি প্রেরণ করেন।

১৪। হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী ব্যশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ কর।

১৫। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান্, সামর্থ্যবান্, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেহ জন্মে নাই।

১৬। হে অধ্বর্য্যু! তুমি মদকর অন্নের সর্ব্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এই বীর ও বর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তব করে।

১৭। হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র! তোমার পূর্ব্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলিয়া অতিক্রম করিতে পারে না।

১৮। আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

১৯। হে মিত্রভূত ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, স্তুতি-যোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। এই ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুসেনা অভিভব করেন।

২০। হে ঋত্বিক্‌গণ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভি-লাষ করেন, সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে ঘৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল।

২১। যে ইন্দ্রের বীরকর্ম্ম অপরিমিত, যাঁহার ধন শত্রুগণ পাইতে পারে না এবং যাঁহার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে।

২২। সেই অহিংসনীয়, বলবান্, স্তোতাগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে ব্যশ্ব ঋষির ন্যায় স্তব কর। স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন(১)।

২৩। হে বৈয়শ্ব মনুষ্যগণের দশম(১), অতএব নূতন সুবিদ্বান্, সর্ব্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর।

২৪। আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজমানগণকে জানিতে পারে, হে বজ্রহস্ত! নিঋতিগণকে কিরূপে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা সেইরূপে তুমিই জান।

২৫। অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র! কর্ম্মকারী যজমানের জন্য আমাদিগকে তোমার আশ্রয় দান কর। কুৎস নামক ঋষির জন্য দুই প্রকারে শত্রুগণকে বধ করিয়াছ। আমাদিগকে সেই রক্ষা প্রদান কর।

২৬। হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য ধন যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি আমাদের সমস্ত শত্রু-সেনার অভিভবকারী হও।

---

(১) মনুষ্যগণের দেহে নয়টী প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাহাদের দশম প্রাণ। সায়ণ। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না।

২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে (আর্য্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর(২)।

২৮। হে বরুরাজা! সুষামরাজার উদ্দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ যাচকগণকে ধন দিয়াছিলে, সেইরূপ এক্ষণে ব্যশ্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্যশালিনী অন্নবতী (ঊষা)! তুমিও ধন দান কর।

২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সোমবান্! যজমানের দক্ষিণা সোমবিশিষ্ট ব্যশ্বপুত্রের নিকট আগমন করুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট স্থূল ধন আমাদের নিকট আগমন করুক।

৩০। হে ঊষাদেবী! যাহারা (কোথায়) এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা তোমার অগ্রবর্ত্তী। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কোথায়" তাহা হইলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শত্রুনিবারক এই (বরুরাজা) গোমতীতীরে অবস্থান করিতেছে, (বলিও)।

---

২৫ সূক্ত।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। ব্যশ্বপুত্র বৈয়শ্ব নামক ঋষি।

১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদ্বয়! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ, তোমাদিগকে লোকে (পূজা করে)। (হে ব্যশ্ব)! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর।

২। সুন্দর কর্ম্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনদাতা ও রথবান্, বহুকাল হইতে শোভনজন্মা, (অদিতির) তনয় এবং ধৃতব্রত।

৩। মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্ব্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসূর্য্য তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।

---

(২) এই ঋকে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে,। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখ এবং দাস অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে।

৪। মহান্, সম্রাট্, অসুর, সত্যবান্ দেব মিত্র ও বরুণ বৃহৎ যজ্ঞ প্রকাশিত করেন।

৫। মহান্ বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্ম্মা ও প্রভুত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অন্নের নিবাস স্থানে বাস করেন।

৬। (হে মিত্র ও বরুণ)! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর; জলবতী বৃষ্টি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক।

৭। (হে মিত্র ও বরুণ)! তোমরা সত্যবান্, সম্রাট্ এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা বৃহৎ দেবগণকে (গো) যূথের ন্যায় (হৃষ্ট করিবার জন্য) অভিদর্শন কর।

৮। সত্যবান্, সুকর্ম্মা মিত্র ও বরুণ সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইবার জন্য উপবেশন করুন; ধৃতব্রত, বলবান্ মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন।

৯। চক্ষে (দর্শন করিবার) পূর্ব্বেও পথবিৎ, (সকলের) প্রেরক, চিরন্তন মিত্র ও বরুণ অজ্রঃসহ তেজোবলে শোভিত হউন।

১০। অদিতিদেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান্ মরুৎগণ রক্ষা করুন।

১১। হে শোভনদানবিশিষ্ট (মরুৎগণ)! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগের নৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সহিত মিলিত হইব।

১২। আমরা অহিংসিত হইয়া হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে (স্তুতি করিব)। হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য স্তুতি শ্রবণ কর।

১৩। আমরা অত্যন্ত গুরু, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি; মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন।

১৪। পর্জ্জন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভীষ্টবর্ষী দেবগণ মিলিত হইয়া রক্ষা করুন।

১৫। তাঁহারাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জল যেমন বৃক্ষ উন্মূলিত করে, সেইরূপ তাঁহারা শীঘ্রগামী হইয়া যে কোন শত্রুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহাকে নাশ করে।

১৬। লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এই প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁহারই ব্রত পালন করিব।

১৭। পরে সাম্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হইব, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ব্রতও লাভ করিব।

১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তসমূহ রশ্মিদ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় উহাদিগকে পূর্ণ করেন।

১৯। সুন্দর বীর্য্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্যুতিমান্ আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

২০। (হে স্তোতা)! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশুযুক্ত অন্নের ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ।

২১। আমি দিবারাত্রি (মিত্র ও বরুণের) সেই তেজঃ এবং দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বরুণ! সর্ব্বদা দাতার অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

২২। তৈক্ষ্ণগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র (দানে প্রবৃত্ত হইলে) ঋজুগামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (সুষামার পুত্রের) যান শত্রুদিগের জীবনাদি হরণ করে।

২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদিগের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুশল ব্যক্তিগণের মধ্যে মনুষ্যগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্রবৃত্ত হউক।

২৪। নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করতঃ যেন সুন্দর রজ্জুবিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করিতে পারি।

২৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা; কেবল ২০ হইতে পাঁচটী ঋকের বায়ু দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা ঋষি।

১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল কেহ হিংসা করিতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র গমনার্থ রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুযাম-রাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থ যেরূপ আসিতে, সেইরূপ রক্ষার সহিত আগমন কর। হে বরুণ! (তুমি এই কথা বল)।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, বহু অন্নাভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলে, আমরা তোমাদিগকে হব্যদ্বারা আহ্বান করিব।

৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্ব্বাপেক্ষা বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য্য প্রদানার্থ তাহার স্তোম সকল দর্শন কর।

৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্ম্মকারী শত্রুগণ সম্মুখে আছে জানিও, তোমরা রুদ্র, তোমরা দ্বেষকারী শত্রুগণকে ক্লেশ প্রদান কর।

৬। হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্মাদকর কান্তিবিশিষ্ট জল-পতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বে অনবরত সমস্ত যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! বিশ্বপোষক ধনের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, তোমরা মঘবা, সুবীর এবং অপরাভবনীয়।

৮। হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেব্যমান হইয়া আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগণের সহিত আগমন কর।

৯। আপনাদিগের জন্য ধনদান লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা ব্যশ্বের ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, হে মেধাবীদ্বয়! অনুগ্রহ করিয়া এইখানে আগমন কর।

১০। হে ঋষি! অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আহ্বান বহুবার শ্রবণ করতঃ অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্ত্তী শত্রুগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন।

১১। হে নেতাদ্বয়! বৈয়শ্বের আহ্বান শ্রবণ কর, আমার আহ্বান-অবগত হও। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সর্ব্বদা মিলিত।

১২। হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাষপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতৃগণকে যাহা প্রদান কর ও উহাদের জন্য যাহা আনয়ন কর, তাহা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর।

১৩। বধূ যেমন বস্ত্রে আবৃতা(১), সেইরূপ যে ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা আবৃত হয়, তাহার পরিচর্য্যা করতঃ অশ্বিদ্বয় তাহার মঙ্গল করেন।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করিতে জানি। আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমরা আমার গৃহে আগমন কর।

১৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে আগমন কর, তোমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা সর্ব্ব-দ্রোহী শর যেমন সেইরূপ যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া দাও।

১৬। হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়! স্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমা-দিগের নিকট গমন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করুক ও তোমাদের প্রীতিকর হউক।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! যদি স্বর্গে, বা এই অর্ণবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাষবান্ যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তাহা হইলে হে অমরদ্বয়! আমাদের এই স্তোত্র শ্রবণ কর।

১৮। নদীগণের মধ্যে শ্বেতয়াবরী নামে(২) সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে।

১৯। হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! সুন্দর কীর্ত্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্টিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর।

---

(১) লজ্জাশীলাবধূ বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করিতেন।

(২) বিশ্বমনা ঋষি শ্বেতায়বরী নদীর তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

২০। হে বায়ু! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসপ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়েকে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রয়ে আগমন কর।

২১। হে যজ্ঞপতি, ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু! তোমার পালন যেন লাভ করিতে পারি।

২২। আমরা ত্বষ্টার জামতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাচ্ঞা করি, সোম অভিষব করতঃ মনুষ্যগণ ধনবান্ হয়।

২৩। হে বায়ু! তুমি স্বর্গের মঙ্গল লইয়া যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান্, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর।

২৪। হে বায়ু! তুমি অত্যন্ত সুন্দররূপবিশিষ্ট, তোমার সর্ব্বাঙ্গ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজমানের গৃহে তোমাকে সোমাভিষব প্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করিতেছি।

২৫। হে বায়ুদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে হৃষ্ট হইয়া আমাদের অন্ন, জল ও কর্ম্ম প্রদান কর।

---

২৭ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বিবস্বানের পুত্র মনু ঋষি।

১। এই যজ্ঞে উক্‌থ উচ্চারণ কালে অগ্নি সোমাভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মরুৎগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থ ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গমন করি।

২। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন কর, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট আগমন কর, দিনরাত্রি সোমাভিষব প্রস্তরের নিকট আগমন কর, হে বাসপ্রদ, সর্ব্বধনবান্ বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্ম্মের রক্ষক হও।

৩। পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করুক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বরুণ বিস্তৃত তেজোবিশিষ্ট মরুৎগণের সহিত গমন করুন।

৪। সমস্ত ধনসম্পন্ন, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মনুর সমৃদ্ধিকর হউন। হে সর্ব্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সহিত আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর।

৫। সমান প্রীতিযুক্ত ও পরস্পর মিলিত হইয়া বাক্য এবং ঋকের সহিত অদ্য আমাদের নিকট আগমন করুন। হে মরুৎগণ! হে মহতী-দেবী অদিতি! আমাদের এই গৃহে উপবেশন কর।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে, তাহাদিগকে (এই যজ্ঞে) প্রেরণ কর। হে মিত্র! হব্যের জন্য আগমন কর। ইন্দ্র, বরুণ এবং যুদ্ধে ত্বরাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশে উপবেশন করুন।

৭। হে বরুণ! আমরা মনুর ন্যায়(১) সোম অভিষব করিয়া ও অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া, ঘন ঘন হব্য স্থাপন করতঃ ও বর্হি চ্ছেদন করতঃ তোমাদিগকে আহবান করিতেছি।

৮। হে মরুৎগণ! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পূষা! আমার স্তুতির সহিত যজ্ঞে আগমন কর, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রও আগমন করুন। ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁহাকে বৃত্রহা বলিয়া স্তব করে।

৯। হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ! দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হইতে কেহ যেন কখন বরণীয় গহের হিংসা করিতে না পারে।

১০। হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থ এবং নূতন ধনার্থ শীঘ্র আমাদিগকে প্রস্তুত কর।

১১। হে সর্ব্বধনবান্ দেবগণ! আমি অন্নাভিলাষী। এখনই তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থ তোমাদের স্তুতি এই মাত্র করিতেছি।

১২। হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ! তোমাদের মধ্যে ঊর্দ্ধগামী বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন, তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষী সকল আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

---

(১) সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্বানের পুত্র মনুকেই এই সূক্তের ঋষি বলা হইয়াছে, কিন্তু (মনু) নিজে বক্তা হইলে "মনুর ন্যায় সোম অভিষব করিয়া" ইত্যাদি বলিতেন না। মনুবংশীয়গণ বোধ হয় সূক্তের রচয়িতা।

১৩। আমরা দ্যুতিমান্, স্তুতিদ্বারা স্তব করিয়া তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্ম্মরক্ষার্থ আহ্বান করিব, অভিলষিত লাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে আহ্বান করিব, অন্নলাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে লাভ করিব।

১৪। সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্রবৃত্ত হউন, অদ্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হউন।

১৫। হে দ্রোহরহিত তেজোময় দেবগণ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে বরুণ! হে মিত্র! যে তোমাদের পরিচর্য্যা করে, হিংসা সেই মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না।

১৬। হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদিগকে হব্য দান করে, সেই ব্যক্তি গৃহ বর্দ্ধিত করে, অন্ন বর্দ্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

১৭। সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে পথ অতিক্রম করে, অর্য্যমা, মিত্র ও বরুণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্রাণ করে।

১৮। হে দেবগণ! অগম্য এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এই অশনি কাহারও হিংসা করিতে না পারিয়া যেন বিনষ্ট হয়।

১৯। হে বলপ্রিয় দেবগণ! সূর্য্য উদিত হইলে অদ্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করিয়াছ, হে সর্ব্বধনবান্ দেবগণ! সূর্য্য গমন করিলে ধারণ করিয়াছ, প্রবোধকালে ধারণ করিয়াছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করিয়াছ।

২০। হে অসুরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্ব্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা তোমাদের সেই কল্যাণকর গৃহে তোমাদিগকে পূজা করিব।

২১। হে সর্ব্বধনবিশিষ্ট দেবগণ! অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে এবং মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ মনুর উদ্দেশে যে কমনীয় ধন ধারণ করিয়াছে।

২২। হে দীপ্তমান্ দেবগণ! তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সেই বহুলোকের ভোগযোগ্য ধনপ্রাপ্ত হইব। হে আদিত্যগণ! হবিঃ হোম করতঃ এই ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করিব।

২৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু ঋষি।

১। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যাযুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন করিয়াছিলেন(১); তাঁহারা আমাদিগকে জানুন এবং দুই প্রকার ধন প্রদান করুন।

২। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সহিত মিলিত হইয়া গমনশীল পত্নীগণের সহিত বষট্‌কারের দ্বারা আহুত হইয়াছেন।

৩। তাহারা সমস্ত অনুচরগণের সহিত সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে, উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হউন।

৪। দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেইরূপই হয়। দেবগণের কামনা কেহ হিংসা করিতে পারে না। অদাতা মর্ত্ত্যও পারে না।

৫। সপ্ত মরুৎগণের সপ্তপ্রকার ঋষ্টি (আয়ুধ) আছে, সপ্তপ্রকার আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে(২)।

২৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ, অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি

১। বভ্রুবর্ণ, সর্ব্বত্রগামী, রাত্রিসমূহের নেতা, যুবা ও একাকী সোমদেব হিরণ্ময় আভরণ প্রকাশ করেন।

২। দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত হয়েন।

(১) ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ।

(২) সপ্ত মরুতের উল্লেখ।

৩। দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্ত্তমান (ত্বষ্টা) লৌহময় কুঠার হস্তে ধারণ করিতেছেন।

৪। (ইন্দ্র) একাকী হস্তনিহিত বজ্র ধারণ করিতেছেন, বৃত্র সকল নাশ করিতেছেন।

৫। সুখকর, ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র রুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করিতেছেন।

৬। এক জন (পূষা) পথ রক্ষা করেন, তিনি তস্করের ন্যায় ধন সকল অবগত আছেন।

৭। একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হৃষ্ট হয়েন।

৮। দুইজন (অশ্বিদ্বয়) এক স্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চরণ করেন।

৯, ১০। পরস্পর উপমেয়ভূত দুই জন মিত্র ও বরুণ অত্যন্ত দীপ্তিশালী ও ঘৃতরূপ হব্যবিশিষ্ট। তাঁহারা দ্যুলোকের স্থান নির্ম্মাণ করেন। স্তোতাগণ মহাসামমন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকে দীপ্ত করেন।

---

৩০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

১। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার নাই, তোমরা সকলেই মহান্।

২। হে শত্রুভক্ষক, মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ(১), তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছ।

৩। তোমরা আমাদিগকে ত্রাণ কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদিগকে মিষ্ট কথা বল। হে দেবগণ! পিতা মনু হইতে আগত, পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না(২), দূরবর্ত্তী মার্গ হইতেও ভ্রষ্ট করিও না।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ। এই খানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে "মনু" বা "মনুষ্" অর্থে মনুষ্য করিলে সুন্দর অর্থ হয়।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে এ কথা কি রূপে বলিবেন?।

৪। হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে আছ, তামর সকলে এইখানে অবস্থিত হও, পরে সর্ব্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব সকলকে আমাদিগকে দান কর।

---

৩১ সূক্ত।

প্রথম চারিটী ঋকের যজ্ঞ দেবতা; পরে যজ্ঞ প্রশংসা দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

১। যে যজমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্দ্রের স্তোত্র পুনঃ পুনঃ কামনা করে।

২। যে (যজমান) ইন্দ্রকে পুরোডাষ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শক্র তাহাকে নিশ্চয়ই পাপ হইতে রক্ষা করেন।

৩। দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান্ রথ তাঁহারই হয়, সে তদ্দ্বারা শত্রুকৃত (বাধা) নষ্ট করতঃ সমৃদ্ধ হয়।

৪। পুত্রাদিযুক্ত ও বিনাশরহিত ধেনুসহিত অন্ন উহার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায়।

৫। হে দেবগণ! যে দম্পাতি(১) একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্যদ্বারা সোমমিশ্রিত করে।

৬। তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না।

৭। তাহারা দেবগণকে (দিব বলিয়া) অপলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে।

৮। তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

৯। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পাতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁহারা অমরত্বের জন্য

---

(১) মূলে "দম্পতি" আছে। স্ত্রীপুরুষে একত্র সোমাভিষবদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সংসার সুখ লাভ করণের কথা ৫ হইতে ৯ ঋকে পাওয়া যায়।

(অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ) লোমশ ও উধঃ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।

১০। আমরা পর্ব্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করিতেছি, দেবগণের সহিত মিলিত বিষ্ণুর (প্রদেয়) সুখ প্রার্থনা করিতেছি।

১১। দাতা ভজনীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা, শুভাগমন করিতেছেন, তিনি আগত হইলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হউক।

১২। (শত্রুগণকর্তৃক) অধৃষ্য দ্যোতমান্ পূষার সমস্ত (স্তোতাগণ) ভক্তিদ্বারা পর্য্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হইতেছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপ-শূন্য হইতেছেন।

১৩। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা যেরূপ রক্ষক, যজ্ঞের পথ সকলও সেইরূপ সুগম হউক।

১৪। হে দেবগণ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্য্যাকারী মনুষ্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক (অগ্নিকে স্তব করিতেছে)।

১৫। দেবাভিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারায় পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৬। হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হইবে না, হে সোমাভিষবকারী! বিনষ্ট হইবে না, হে দেবাভিলাষী! বিনষ্ট হইবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেহ কর্ম্মদ্বারা তাহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, সে কখনও (স্বস্থান) হইতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হইতে পৃথক হয় না।

১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পুজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। তাহার সুন্দর বীর্য্যবান্ পুত্র হয়, অশ্বসমূহযুক্ত ধনও তাহারই হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ঋষি।

১। হে কণ্বগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথাদ্বারা তাঁহার মত্ততা জন্মিলে ঋজীষ সোমের কার্য্যসমূহ কীর্ত্তন কর।

২। উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করতঃ সৃবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্রু দাস ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন।

৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম্ম সম্পাদন কর।

৪। মেঘের নিকট যেরূপ জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ ইন্দ্র তোমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ও তোমাদিগকে রক্ষা করুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তিনি (শত্রুগণের) দমনকারী ও শোভন হনুবিশিষ্ট।

৫। হে শূর! তুমি হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণের জন্য শত্রুনগরীর ন্যায় গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপাবৃত কর।

৬। হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিষুত সোমে অথবা স্তোত্রে অনুরক্ত হও, যদি অন্ন দান কর, তাহা হইলে দূরদেশ হইতে অন্নের সহিত নিকটে আগমন কর।

৭। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, হে সোমপায়ী! তুমি আমাদিগকে প্রীত কর।

৮। হে মঘবা! তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগকে অক্ষয় অন্ন দান কর, তোমার ধন প্রভূত।

৯। তুমি আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর; আমরা যেন অন্নবিশিষ্ট হই।

১০। ইন্দ্র (লোকগণকে) রক্ষা করিবার জন্য কাহু প্রস্তুত করেন এবং পালন করিবার জন্য সুকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি মহৎ উক্থবিশিষ্ট, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি।

১১। যিনি যুদ্ধে বহুকর্ম্মবিশিষ্ট হন, তৎপরে এই (শত্রু বধ) করেন এবং যিনি বৃত্রহন্তা, স্তোতাগণের জন্য যাঁহার অনেক ধন আছে।

১২। সেই শক্র আমাদিগকে শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের ছিদ্রসমূহ পরিপূর্ণ করেন।

১৩। যিনি ধনপালক, মহান্, সুপার এবং সোমাভিষবকারীর সখা; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১৪। তিনি আগমনশীল, মহান্, সংগ্রামে অচল, অন্ন জয়কারী এবং বলপূর্ব্বক বহুধনের ঈশ্বর।

১৫। উহাঁর সৎকার্য্যের কেহই নিয়ামক নাই, উনি দান করেন না, ইহা কেহই বলে না।

১৬। সোমপায়ী এবং সোমাভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ(১) থাকে না। সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি সোম পান করিতে পারে না।

১৭। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর।

১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান্ ইন্দ্র (শত্রুগণ কর্ত্তৃক) অপরিবৃত হইয়া শত ও সহস্র (শত্রু) বিদীর্ণ করিয়াছেন; তিনি যজ্ঞকারীর বর্দ্ধক।

১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মনুষ্যগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষুত (সোম) পান কর।

২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংসৃষ্ট তোমার এই (সোম) পান কর।

---

(১) তৎকালে ঋষিগণ ও ঋত্বিকগণও ঋণগ্রস্ত হইয়া ব্যাকুল হইতেন, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্ব্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্ত স্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি (আমাদের) দত্ত এই অভিষুত সোম পান কর।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিন (দিকে) আগমন কর(২), তুমি পঞ্চজনকে(৩) অতিক্রম করিয়া আগমন কর।

২৩। সূর্য্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেইরূপ (ধন) দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইরূপ আমার স্তুতি তোমার সহিত মিলিত হউক।

২৪। হে অধ্বর্য্যগণ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর।

২৫। তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করিয়াছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহে পক্ব (দুগ্ধ) প্রদান করিয়াছেন।

২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র বৃত্র, ঔর্ণবাভ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করিয়াছেন।

২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিভবকারী এবং প্রসহনশাল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রসাদলব্ধ স্তোত্র গান কর।

২৮। সোমরূপ অন্নের মত্ততা হইলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম্ম বিজ্ঞাপিত করেন।

২৯। সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে হিতকর অন্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক।

৩০। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক।

---

(২) অগ্র, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব। সায়ণ।

(৩) গন্ধর্ব্বগণ পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগন। সায়ণ। পঞ্চজন বা পঞ্চকৃষ্টি শব্দের সায়ণ যে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত অর্থ দিয়াছেন, তাহা আমি টীকায় প্রদর্শিত করিয়াছি। আমি যত দুর বুঝিতে পারিয়াছি, সিন্ধু নদীর শাখা-সমূহের কূলে পঞ্চ প্রদেশ খণ্ডের নিবাসীদিগকেই ঋগ্বেদের পঞ্চজন বলা হইয়াছে। "Five Nations."—*Max Müller*. এই মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে বৃত্রহা! আমরা সোম অভিষব করিয়াছি, (নিম্নাভিমুখে) জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিমুখে (গমন করিব), পবিত্র (সোম) প্রস্তুত হইলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে।

২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিষুত সোম নির্গত হইলে উক্থবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করিতেছে। ইন্দ্র কখন্ সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করতঃ (যজ্ঞ) স্থানে আগমন করিবেন?।

৩। হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্বগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমান্ (অন্ন) যাচ্ঞা করিতেছি।

৪। হে মেধ্যাতিথি! সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে (রথে) যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁহার রথ হিরণ্ময়, সোমজনিত মত্ততা হইলে পর সেই ইন্দ্রের স্তুতি কর।

৫। যাঁহার বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সুক্রতু যিনি সহস্রকর্ত্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি (যজ্ঞে) স্থির, সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি।

৬। যিনি ধর্ষক, যিনি (শত্রুগণকর্ত্তৃক) অপরিবৃত, যুদ্ধে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বনবান্, সোমপায়ী এবং বহুস্তুত (সেই ইন্দ্র) স্বকার্য্যে সমর্থ (যজমানের) (দুগ্ধপ্রদ) গাভীস্বরূপ।

৭। যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্ব্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাভিষব হইলে (ঋত্বিক্‌গণের) সহিত সোমপায়ী সেই ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে?।

৮। (শত্রুগণের) অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে(১), সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। (হে ইন্দ্র)! তোমাকে কেহ নিয়মিত

(১) দানযুক্ত মত্তহস্তীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়।

করিতে পারে না, তুমি সোমাভিমুখে আগমন কর। তুমি বীর্য্য প্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাক।

৯। ইন্দ্র উগ্র হইলে (শত্রুরা) তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান্ ইন্দ্র যদি স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন, (অন্যত্র) গমন করেন না, কেবল (তথায়) আগমন করেন।

১০। হে উগ্র! তুমি সত্যই এইরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষী-গণকর্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের (শত্রুকর্তৃক) অপরিবৃত। তুমি অভীষ্ট-বর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ।

১১। হে মঘবা! তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরন্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্ট-বর্ষী।

১২। হে অভীষ্টবর্ষী! তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হইয়া অভিষব করুন; হে ঋজুগামী! (ধন) দান কর, হে ইন্দ্র! অশ্বাভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করিয়াছেন।

১৩। হে বলবান্ ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানার্থে আগমন কর। সুকর্ম্মা ধনবান্ এই ইন্দ্র আমাদের নিকটে (আগমন না করিয়া) স্তুতি, স্তোত্র এবং উক্থ শ্রবণ করেন।

১৪। হে বৃত্রহা শতক্রতু! তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে যোজিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করিয়া তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনয়ন করুন।

১৫। হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্ত্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হউক।

১৬। যে বীর ইন্দ্র আমাদিগের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না।

১৭। ইন্দ্রই তাহা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর মন দুঃশাস্য, স্ত্রীর ক্রতু লঘু(২)।

১৮। সোমাভিমুখে গমনকারী অশ্বমিথুন (ইন্দ্রের) রথ বহন করে। এই প্রকারে অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্রের রথ) অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

১৯। (হে প্রায়োগি)! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, ঊর্দ্ধদেশ নিরীক্ষণ করিও না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, তোমার কশ ও প্লকপ্রদেশ যেন দেখিতে না পাওয়া যায়। যেহেতু তুমি স্তোতা হইয়াও স্ত্রী হইয়াছ(২)।

---

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নীপাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সহিত কণ্বের সুন্দর স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

২। এই যজ্ঞে সোমবান্ অভিষবপ্রস্তর শব্দ করতঃ ধ্বনির সহিত তোমাকে দান করুন। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৩। বৃক যেরূপ মেষীকে কম্পিত করে, সেইরূপ এই যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৪। কণ্বগণ রক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছে। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

---

(২) মেধ্যাতিথির ধন প্রদাতা প্রায়োগি পুরুষ হইয়াও স্ত্রী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই ঋকে উক্ত হইয়াছে। সায়ণ।

৫। বর্দ্ধক (বায়ুকে) যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেইরূপ আমি তোমাকে অভিযুত সোম প্রদান করিব। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৬। হে স্বর্গের পুরন্ধি! তুমি আমাদের নিকট আগমন কর। হে সমস্ত জগতের ধারক! তুমি আমাদের রক্ষার্থে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৭। হে মহামতি, সহস্ররক্ষাবান্, বহুধন ইন্দ্র! আমাদের নিকট আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যগণকর্ত্তৃক গৃহে নিহিত হোতা (অগ্নি) তোমাকে বহন করুন্। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

৯। শ্যেনপক্ষী যেরূপ তাহার পক্ষদ্বয় বহন করে, সেইরূপ মদস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১০। হে স্বামী! তুমি সর্ব্বতোভাবে আগমন কর, তোমার পানার্থ সোম স্বাহা করিতেছি। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১১। উক্থ পাঠ হইলে তুমি এই যজ্ঞে আমাদের সমীপে আগমন কর এবং আমাদিগকে প্রীত কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্ত-হব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১২। হে পুষ্টঅশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট (অশ্ব-গণের) সহিত আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্য-বিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৩। তুমি পর্ব্বত হইতে আগমন কর, অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৪। হে শূর! তুমি আমাদিগের জন্য সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৫। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সহস্র, অযুত ও শত (অভিলষিত) দানকর। ঐ ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্যুলোকে যাও।

১৬। আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান্ অশ্বপশু গ্রহণ করি।

১৭। ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবান্, আরোচমান, অল্প অল্প স্যন্দমান (অশ্বগণ) সূর্য্যের ন্যায় শোভা পায়।

১৮। পারাবত যখন এই সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম।

---

৩৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রিগোত্রীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

২। হে বলবান্ অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত প্রজ্ঞা, ভূতজাত, দ্যুলোক, পৃথিবী ও পর্ব্বতের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্ত্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সহিত(১) মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সহিত একত্রে এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

৪। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমার আহ্বান জ্ঞাত হও, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৫। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার (আহ্বান) সেবা করে, সেইরূপ তোমরা এই যজ্ঞে স্তোম সেবা কর। এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৬। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর।

৭। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদ্বয় বনে পতিত হয়, সেইরূপ তোমরা অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও। মহিষদ্বয়ের ন্যায় (উহা) অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমাভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, আগমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা জয় লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হইয়া গমন কর, সন্তান দান কর ও ধন দান কর এবং ঊষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বল দান কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্ম্মবান্ এবং মরুৎগণ-যুক্ত। তোমরা স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে আগমন কর।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, অঙ্গিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সহিত স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ঋভু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণেযুক্ত হইয়া স্তোতার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের সহিত একত্রে গমন কর।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম্ম জয় কর। রাক্ষস-গণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বল জয় কর ও মনুষ্যগণকে জয় কর। রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! ধেনু জয় কর এবং লোকসকল জয় কর, রক্ষগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে অভিষবকারীর সোম (পান কর)।

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শত্রুগণের গর্ব্ব খর্ব্বকারী। তোমরা যেরূপ অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিতে, সেইরূপ সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের মুখ্য স্তুতি শ্রবণ কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২০। হে অশ্বিদ্বয়! শ্যাবাশ্বের সুন্দর স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বরজ্জুর ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে আনয়ন কর, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে আগমন কর, (সোমের) অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এই প্রস্থিত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর, (সোমের) অভিমুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৪। হে দেবঅশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিষুত স্বাহাকৃত সোমে তৃপ্তিলাভ কর, যজ্ঞে আগমন কর, সোমের অভিমুখে আগমন কর, আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

---

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

২। হে মঘবা! স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে (সোমপানের দ্বারা) রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৩। তুমি দেবগণকে অন্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মরুৎ-গণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৫। তুমি অশ্বের জনক, গাভীর জনক। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৬। হে অদ্রিমান্! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি মরুৎগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবেগ অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ অভিষবকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাদ্বারা এই স্তোত্র রক্ষা কর, সোমাভিষবকারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

২। হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাগণকে অভিভূত করিয়া সমস্ত রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! এই ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হইয়া ও সমস্ত রক্ষাযুক্ত হইয়া শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৪। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এই লোকদ্বয় পৃথক করিয়া থাক। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া (জগতের) মঙ্গল ও প্রয়োগের ঈশ্বর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৬। হে শচীপতি ইন্দ্র! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেহ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ বৃত্রহা! মাধ্যন্দিন সবনের সোম পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বৰ্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১ হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক। যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, বৃত্রহন্তা এবং অপরাজিত। তোমরা আমাকে অবগত হও।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রস্তর-দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমরা আমাকে অবগত হও।

৪। হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিষুত সোমের অভিমুখে আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা নেতা, তোমরা যাহার দ্বারা হব্য বহন কর, সেই এই সবন সেবা কর, আগমন কর।

৬। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এই সুস্তুতি সেবা কর, আগমন কর।

৭। হে ধনজেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা প্রাতঃকালে মিলিত দেবগণের সহিত সোমপানার্থে আগমন কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোমাভিষবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিক্‌গণের আহ্বান সোমপানার্থে শ্রবণ কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, সেইরূপে আমি রক্ষার্থ ও সোমপানার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি।

১০। যাঁহাদের উদ্দেশে সাম গান করা হয়, আমি সেই স্তুতিমান্ ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি।

---

৩৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্বগোত্রীয় নাভাক ঋষি।

১। ঋক্‌মন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি (অগ্নি), (স্বর্গ ও পৃথিবী), এই উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্য্যে বিচরণ করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

২। হে অগ্নি! নূতন স্তোত্রের দ্বারা আমাদের অঙ্গে এই (শত্রুর) হিংসা দগ্ধ কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দগ্ধ কর। সমস্ত অভিগমনশীল মূঢ় শত্রুগণ এখান হইতে চলিয়া যাউক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। হে অগ্নি! তোমার মুখে সুখকর ঘৃতের ন্যায় স্তোত্র হোম করি। দেবগণের মধ্যে তুমি (আমাদের স্তুতি) অবগত হও, তুমি পুরাতন, সুখকর এবং দেবগণের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যাহা যাহা যাচ্ঞা করে, অগ্নি সেই সেই অন্ন প্রদান করেন। তিনি অন্নের দ্বারা আহূত হইয়া যজমানের শান্তিকর ও বিষয়োপভোগজনিত সুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের আহ্বানে (থাকেন)। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। সেই অগ্নি অভিভবকর নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা জ্ঞাত হন। তিনি সমস্ত (দেবগণের) হোতা, পশুগণে পরিবৃত এবং তিনি শত্রুর অভিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহ্য বিষয় জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি নূতন হব্যদ্বারা সুন্দররূপে আহুত হইয়া (ধনের) দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্হ, প্রজাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যেরূপ বিশ্বপোষণ করেন, সেইরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্হ। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে অগ্নি সপ্তমনুষ্য(১) বিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আশ্রিত, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থানবিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। কবি অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট স্থানে বাস করেন। সেই অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলঙ্কৃত হইয়া এই যজ্ঞে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের(২) যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে পূর্ব্বভাবী অগ্নি! তুমি এক হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যেও ধনের ঈশ্বর। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জল উহার চতুর্দ্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

(১) মূলে "সপ্তমানুষঃ" আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্ত সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশের নিবাসীগণ। পরের কথাগুলি হইতে এই অর্থই আরও প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) ৩৩ দেবের উল্লেখ।

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। নাভাক ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রু অভিভব করতঃ আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অভিভব করেন, আমরা সেইরূপ সেই ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অভিভব করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করিব না; সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ নেতাগণের নেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করিব। তিনি অশ্বে (আরোহণ) করতঃ কখন অন্নলাভার্থ আগমন করেন, কখন যজ্ঞলাভার্থ আগমন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদ্বয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরাই বন্ধুতাভিলাষী যজমানের কৃতকর্ম্ম ব্যাপ্ত কর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যজ্ঞ এবং বাক্যদ্বারা নাভাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চ্চনা কর(১), এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্ত্তমান, ইঁহারই ক্রোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্যুলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। নাভাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করিতেছেন। ইঁহারা সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবরুদ্ধ দ্বারবিশিষ্ট অর্ণবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজোবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। হে ইন্দ্র! প্রাচীন লোকে যেরূপ লতার শাখা চ্ছেদ করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদিগকে চ্ছেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অনুগ্রহে এই দাসকর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করিয়া লইব(২)। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

(১) নাভাক এই সূক্তের ঋষি হইলে স্বয়ং এই কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

(২) দাস অর্থে অনার্য্য বর্ব্বরজাতি।

৭। এই যে সকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করিব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হইতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্গের উপরে গমন করেন, তাঁহাদেরই হব্য বহন করতঃ যজমানগণ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছে। তাঁহারাই প্রসিদ্ধ সিন্ধুসমূহকে বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবান্ প্রেরক ইন্দ্র! তুমি প্রীতি প্রদান কর, তুমি বীর, তুমি ধন দান কর, তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে, তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে। ঐ প্রশস্তি সকল আমাদের কর্ম্ম সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে স্তোতাগণ! দীপ্ত ধনভাক্, ঋক্‌মন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম স্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনিই স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১১। হে স্তোতাগণ! উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক্ যাগ-যোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিমুখে গমন করেন, তিনি শুষ্ণের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১২। আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা ত্রিধাতু আশ্রয়-দ্বারা(৩) আমাদিগকে পালন করুন, আমরা ধনের স্বামী হইব।

---

(৩) মূলে "ত্রিধাতুনা শর্ম্মণা" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ ত্রিপর্ব্ব গৃহ করিয়াছেন।

৪১ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। নাভাক ঋষি।

১। হে স্তোতা! প্রভূত ধন লাভার্থ এই বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান মরুৎগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যগণের পশু সকলকে গোসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন(১)।

২। আমি সেই বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করিতেছি, পিতৃগণের স্তোমদ্বারা স্তব করিতেছি, নাভাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদীসমূহের নিকটে উদ্গত হন, তাঁহার সপ্তস্বসা, তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। সেই বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি ঊর্দ্ধে গমন করতঃ মায়াদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁহার কর্ম্মাভিলাষী প্রজাগণ তিন ঊষা বর্দ্ধিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক্সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্ম্মাণকারী। প্রাচীন পদ(২) এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়ই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হইয়া আমাদের গোসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৫। যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সেই বরুণ কবি হইয়া অনেক কবির কর্ম্মস্বরূপ দ্যুলোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। সমস্ত কবি কর্ম্ম (চক্রের) নাভির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্য্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেইরূপ আমাদের পরিভবার্থ যুদ্ধের জন্য শত্রুগণ অশ্ব যোজনা করিতেছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

(১) ৩৯, ৪০ ও ৪১ সূক্তের প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে "নভন্তাং অন্যকে সাম" শব্দগুলি আছে। ৪১ সূক্তেও সায়ণ ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে এই শব্দগুলির অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ৪১ সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ আদৌ নাই।

(২) স্বর্গ। সায়ণ।

৭। বরুণ এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি শত্রুগণের সমস্ত ব্যাপ্ত নগর বিনাশ করেন, তাহার রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। সেই সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হইয়া শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিক্‌সমূহে প্রজাদিগকে দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান্ পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। অন্তরীক্ষ অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণ বিচক্ষণ তেজত্রয় তিন ভুবনে প্রথিত হয়, সেই বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাহার কর্ম্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেইরূপ তিনি অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

---

৪২ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের বরুণ; অবশিষ্টের অশ্বিদ্বয় দেবতা। আর্চ্চনানা, অথবা নাভাক ঋষি।

১। সর্ব্বজ্ঞানী অসুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সমস্ত ভুবনের সম্রাটরূপে আসীন হইয়াছেন। বরুণের এই সকল কর্ম্ম অনেক।

২। এই রূপে বৃহৎ বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদিগকে ত্রিপর্ব্ববিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন, আমরা তাহার ক্রোড়ে বর্ত্তমান। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৩। হে দেববরুণ! এই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর কর্ম্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। যাহাদ্বারা সমস্ত দুরিত অতিক্রম করিতে পারি, তাদৃশ সুখে পারযোগ্য নৌকাতে অধিরোহণ করিব।

৪। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্রগণ এবং অভিষবপ্রস্তরসমূহ সোম পানার্থে স্বস্ব কার্য্যের দ্বারা তোমাদের অভিমুখে গমন করে। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন(১)।

৫। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! বিপ্র অত্রি যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোম-পানার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, (সেইরূপ আমি আহ্বান করি)। অশ্বি-দ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। হে নাসত্যদ্বয়! মেধাবীগণ যেরূপ তোমাদিগকে সোমপানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদ্বয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি।

১। আমাদের এই স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করিতেছেন। অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখন যজমানের হিংসা করেন না।

২। হে জাতবেদা সর্ব্বদর্শী অগ্নি! তুমি দান করিয়া থাক, অতএব তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করিতেছি।

৩। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান্, পশুগণের ন্যায় দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করিতেছেন।

৪। হরণশীল ও বায়ুপ্রেরিত ও ধুম চিহ্নিত অগ্নি সকল অন্তরীক্ষে পৃথক পৃথক গমন করিতেছে।

৫। পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এই অগ্নিসমূহ ঊষার প্রজ্ঞাপকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল।

৬। যখন অগ্নি পৃথিবীতে (শুষ্ক কাষ্ঠ) আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির গমন কালে পাংশু সকল কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়।

(১) সায়ণ এই ৪ ঋকে "বরুণ সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করুন" এই জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫ ও ৬ ঋকে "অশ্বিদ্বয় শত্রুগণকে হিংসা করুন" এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৭। অগ্নি ওষধি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে করতঃ ভক্ষণ করিয়া প্রকাশিত হয়েন না, তরুণ ওষধির প্রতি ধাবমান হন।

৮। অগ্নি জিহ্বাদ্বারা (বনস্পতিগণকে) অত্যন্ত অবনত করিয়া তেজোবলে প্রজ্বলিত হইয়া বনে শোভা পাইতেছেন।

৯। হে অগ্নি! জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর।

১০। হে অগ্নি! ঘৃতদ্বারা আহুত জুহুর মুখ তুমি লেহন কর, তোমার শিখা শোভা পাইতেছে।

১১। যাঁহার হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁহার অন্ন অভিলষণীয়, সেই সোমপৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি! তোমাকে আমরা নমস্কারপূর্ব্বক ও সমিধ্ প্রদানপূর্ব্বক যাচ্ঞা করিতেছি।

১৩। হে শুচি, আহুত অগ্নি! আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং মনুর ন্যায় আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে অগ্নি! তুমি বিপ্র, সাধু, এবং সখা। তুমি বিপ্র, সাধু ও সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হইতেছ।

১৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১৬। হে ভ্রাতঃ অগ্নি! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত! হে রোহিতনামক অশ্বযুক্ত! হে শুদ্ধকর্ম্মা! আমার স্তোত্র সেবা কর।

১৭। হে অগ্নি! আমার স্তুতি সকল তোমার নিকট গমন করিতেছে। এইরূপে গো সকল উৎসুক ও শব্দায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে গমন করে।

১৮। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রজাগণ অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রতি আসক্ত হয়।

১৯। মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবীগণ অন্নলাভার্থ অগ্নিকে প্রীত করে।

২০। হে অগ্নি! তুমি বলবান্, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ। যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তাহারা তোমার স্তব করিতেছে।

২১। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

২২। যে অগ্নি ঘৃতদ্বারা আহুত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন, সেই অগ্নিকে স্তব কর।

২৩। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা, তুমি শত্রু হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

২৪। মনুষ্যগণের ঈশ্বর, মহান্, কর্ম্মসমূহের অধ্যক্ষ এই অগ্নিকে স্তুতি করি তিনি শ্রবণ করুন।

২৫। সর্ব্বত্রগামী, বলযুক্ত, বলবান্, মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবান্ করিব।

২৬। হে অগ্নি! তুমি হিংসকগণকে হিংসা করিয়া সর্ব্বদা রাক্ষসগণকে দহন করিয়া তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা দীপ্ত হও।

২৭। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও।

২৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি।

২৯। এই সকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থ পৃথক্ পৃথক অন্ন প্রেরণ করিতেছে।

৩০। হে অগ্নি! তোমারই অনুগ্রহে আমরা সুকর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া প্রত্যহ সর্ব্বদর্শী হইয়া সমস্ত দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইব।

৩১। অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞে শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত, আমরা হর্ষযুক্ত মনে তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

৩২। হে অগ্নি! তুমি বিভাবসু, তুমি উদিত সূর্য্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করতঃ অন্ধকার নাশ করিতেছ।

৩৩। হে বলবান্ অগ্নি! তোমার যে দানযোগ্য বরণীয় ধন আছে, তাহা ক্ষীণ হয় না, আমরা তাহাই তোমার নিকট যাচ্ঞা করি।

৪৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা কর, হব্য-দ্বারা জাগরিত কর এবং উহাতে আহুতি প্রক্ষেপ কর।

২। হে অগ্নি! আমার স্তোত্র সেবা কর, এই মনোহর স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সূক্ত কামনা কর।

৩। দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও তাঁহার স্তব করি। তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।

৪। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হইলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল শিখা সকল প্রকাশ পায়।

৫। হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি! আমার ঘৃতদায়িনী স্রুক্ সকল তোমার নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর।

৬। অগ্নি হর্ষযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক্, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু, তাঁহাকে স্তব করিতেছি, তিনি শ্রবণ করুন।

৭। অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্য্যকারী এবং যজ্ঞে আশ্রিত। তাঁহাকে স্তব করি।

৮। হে অঙ্গিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি! ক্রমান্বয়ে এই সকল হব্য সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

৯। হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হইয়াই দেবগণকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

১০। অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ। তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করি।

১১। হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব, বা হিংসাকারী! আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর।

১২। কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রদ্বারা আপনার শরীর শোভিত করিয়া বিপ্রের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

১৩। বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাশূন্য যজ্ঞে আহবান করিতেছি।

১৪। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল তেজের সহিত যজ্ঞে আসীন হও।

১৫। যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধন লাভার্থ পরিচর্য্যা করেন, অগ্নি তাঁহাকেই ধন প্রদান করেন।

১৬। দেবগণের মস্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদ্‌স্বরূপ, পৃথিবীর পতি এই অগ্নি, জলের বীর্য্যস্বরূপ (ভূতসমূহকে) প্রীত করিতেছেন।

১৭। হে অগ্নি! তোমার নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

১৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই।

১৯। হে অগ্নি! মণীষীগণ তোমার (স্তুতি করেন), কর্ম্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্দ্ধিত করুক।

২০। হে অগ্নি! তুমি হিংসাশূন্য, বলবান্, দেবগণের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্ব্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি।

২১। অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্ম্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি, তিনি শুচি ও আহূত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

২২। হে অগ্নি! আমার কর্ম্ম ও স্তুতি সর্ব্বদা তোমায় বর্দ্ধিত করুক, আমরা যে বন্ধুর কার্য্য করিতেছি, তাহা অবগত হও।

২৩। হে অগ্নি! আমি যাহাই হই, তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্ব্বাদ সত্য হউক।

২৪। হে অগ্নি! তুমি বাসপ্রদ, বসুপতি এবং বিভাবসু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

২৫। হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করিতেছে।

২৬। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্ব্বভক্ষক ও বহুকর্ম্মা, তাঁহাকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করিতেছি।

২৭। যজ্ঞের নেতা, তীক্ষ্ণবিশিষ্ট, বলবান্ অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।

২৮। হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হউক, হে অগ্নি! তাহাকে সুখী কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি ধীর, হব্যদানার্থ উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্ব্বদা জাগরুক হইয়া অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করিতেছ।

৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হইতে আমাদিগের কর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দাও।

---

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি।

১। যে ঋষিগণ সম্যক্‌ভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা, তাহারা পরস্পর মিলিত করিয়া কুশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন।

২। এই ঋষিগণের সমিধ্ বৃহৎ, ইহাদিগের স্তোত্র প্রচুর এবং স্বরু, স্থূল, যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৩। কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিজবলে বলবান্ হইয়া শত্রুগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৪। বৃত্রহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উগ্র বলিয়া বিখ্যাত।

৫। বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার (শত্রুত্ব) আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্ব্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে।

৬। আরও হে মঘবান্! তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর, স্তোতা তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তাহা প্রদান কর, তুমি যাহাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয়।

৭। যুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথীগণের মধ্যে প্রধান রথী হন।

৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রজা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি প্রবৃদ্ধ হও, আমাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও।

৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র! আমাদের অভীষ্ট প্রদানার্থ সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা যেন তোমার শক্রগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বহুগোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলিয়া তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই।

১১। হে বজ্রবান্! আমরা মন্দ মন্দ গমন করতঃ অশ্ববান্, বহুধনবান্, বিচক্ষণ ও উপদ্রবরহিত হইব।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শক্রর মথনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলিয়া জানি।

১৪। হে কবি! হে ধৃষ্ণু! তুমি বণিক্, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাচ্ঞা করিতেছি। তখন সোম সকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদস্বরূপ।

১৫। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য ধনবান্ হইয়া দান করে না এবং তুমি ধনদাতা, তোমার অসূয়া করে, তাহার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

১৬। হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করিয়া পশুকে দেখে, সেইরূপ আমার এই সখা সকল সোমাভিষব করতঃ তোমায় দেখিতেছে।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থ দূর হইতে আহ্বান করিতেছি।

১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর ও আপনার বল দুর্দ্ধর্ষ কর; আমাদের হৃদয়ঙ্গম বন্ধু হও।

১৯। হে ইন্দ্র! আমরা যখন (দারিদ্র্য) দ্বারা ব্যথিত হইয়া তোমার নিকট গমন করিব ও তোমায় স্তব করিব, তখন আমাদিগকে গো দান করিবার জন্যই জাগরিত হও।

২০। হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হইয়া দণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করিব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করিব।

২১। বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

২২। হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, সেই অভিষুত সোম-পানার্থ তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর।

২৩। হে ইন্দ্র! মূঢ়লোক রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদ্বেষীকে কখন ভজনা করিও না।

২৪। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে মহাধনলাভার্থ মনুষ্যগণ গব্যমিশ্রিত সোম পানে মত্ত হউক, তুমি ও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হইতে পান করে, সেই-রূপ পান কর।

২৫। হে ইন্দ্র! হে বৃত্রহা! দূরদেশে যে নূতন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করিয়াছ, সভাস্থলে তাহার কথা কহ।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি কদ্রু ঋষির অভিষুত সোম পান করিয়াছ এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করিয়াছ, এই সময় ইন্দ্রের বীর্য্য অত্যন্ত দীপ্ত হইয়াছিল।

২৭। তুর্ব্বশু ও যদুর প্রসিদ্ধ কর্ম্ম সত্য জানিয়া তাহাদের জন্য সংগ্রামে অহ্নবায্যকে ইন্দ্র ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

২৮। হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দ্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি।

২৯। জলবর্দ্ধী; মহান্ ইন্দ্রকে ধনদানার্থ সোম অভিষুত হইলে উক্থ উচ্চারণ কালে (স্তব করি)।

৩০। যে ইন্দ্র জল নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিস্তীর্ণ মেঘকে তৃশোকের জন্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি জলের গমনার্থ পথ করিয়াছিলেন।

৩১। হে ইন্দ্র! তুমি হর্ষযুক্ত হইয়া যাহা ধারণ কর, যাহার পূজা কর এবং যাহা দান কর, (আমাদের জন্য) তাহা কর নাই কেন? সুখী কর।

৩২। হে ইন্দ্র! তোমার মত কর্ম্ম অল্প করিলেও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হয়। হে ইন্দ্র! তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক।

৩৩। হে ইন্দ্র! তুমি যাহার দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর, সেই কীর্ত্তি-সকল ও সেই স্তুতিসকল তোমারই যেন হয়।

৩৪। হে ইন্দ্র! এক অপরাধে আমাদিগকে বধ করিও না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদিগকে বধ করিও না।

৩৫। হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদিগের প্রহারকারী, দর্শনীয়, হিংসাসহ্যকারী দেব হইতে আমি নির্ভয় হই।

৩৬। হে প্রভূত ধনবান্ ইন্দ্র! তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তোমার মন আমাদের হইতে যেন না ফিরিয়া যায়।

৩৭। হে মনুষ্যগণ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সখাকে বলিতে পারে? আমি কাহাকে হনন করিব? কেবা আমার নিকট হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে?।

৩৮। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করিয়া (সেই সোম) ধূর্ত্তের ন্যায় (তোমার নিকট আগমন করে)। দেবগণ অধোমুখ হইয়া বহির্গত হন।

৩৯। সুন্দর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদিগকে এই ধন দান করিয়াছ।

৪০। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

৪১। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

৪২। হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া সকল লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

৪৬ সূক্ত।

২১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দানস্তুতি দেবতা; ২৫ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত এবং ৩২ ঋকটীর বায়ু দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অশ্বপুত্র বশ ঋষি।

১। হে বহুধনবান্, কর্ম্মপূরক ইন্দ্র! তোমার সদৃশ লোকেরই আমরা আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা।

২। হে ইন্দ্র! তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলিয়া জানি। ধনদাতা বলিয়া জানি।

৩। হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু! তোমার মহিমা স্তোতাগণ স্তুতিদ্বারা স্তুতি করে।

৪। দ্রোহরহিত মরুৎগণ যাহাকে রক্ষা করেন, অর্য্যমা ও মিত্র যাহাকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যই সুযোগ্য হয়।

৫। আদিত্যের অনুগৃহীত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, সুন্দর বীর্য্যবিশিষ্ট পুত্র লাভ করিয়া সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহনীয় ধনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করি।

৭। সর্ব্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত (মরুৎ সেনা) ইন্দ্রেরই। গমনশীল হরিগণ আনন্দার্থ বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিষুত সোমের নিকট আনয়ন করুন।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার যে হর্ষ বরণীয়, যাহাদ্বারা শত্রুদিগকে অতিশয় বধ কর, যাহাদ্বারা শত্রুর নিকট হইতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে যাহাকে পার হওয়া যায় না।

২৬। হে সোমপায়ী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্ত্তা বায়ু! যিনি অশ্বে গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর সাহায্যে গমন করেন, তিনিই তোমায় সোমপ্রদানার্থ সোমযুক্ত হইয়াছেন ও অভিষবকারীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

২৭। যে (পৃথুশ্রবা) আপনি আমাকে এই বিচিত্র ধন দান করিব মনে করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আপনার কার্য্যাধ্যক্ষ অরন্ব, অক্ষ, নহুষ ও সুকৃত্বকে আজ্ঞা করিলেন।

২৮। হে বায়ু! যিনি উচথ্য ও বপু নামক রাজা অপেক্ষাও অধিক বলবান্, সেই ঘৃতবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুক্কুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এই(৩), ইহা তোমারই অনুগ্রহ।

২৯। এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় ষষ্টিসহস্র সংখ্যক প্রিয় গাভীও লাভ করিলাম।

৩০। গাভীসমূহ যেন যূথে গমন করে, সেইরূপ বলীবর্দ্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে। বলীবর্দ্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে।

৩১। উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন। শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনিলেন।

৩২। আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বল্বূথ নামক দাসের নিকট শত (গো ও অশ্ব) গ্রহণ করিলাম(৪), হে বায়ু! এই লোক সকল তোমার, ইহারা ইন্দ্রকর্তৃক ও দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আনন্দিত হন।

---

(৩) অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথা এখনও আছে, কিন্তু কুক্কুর কি কখনও দ্রব্য বহন করিত? গাভী ও বলীবর্দ্দের উল্লেখ পরের ঋকে দেখ।

(8) "Professor Roth conjectures that the correct reading is *Satam Dásán,* I received a hundred slaves."—Muir's *Sanscrit Texts,* vol. V, p. 461.

৩৩। এক্ষণে তাহারা স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পুজনীয় (রাজদত্ত) কন্যা-কে(৫) অশ্বের পুত্র বশের অভিমুখে আনয়ন করিতেছেন।

৪৭ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। আপ্ত্যত্রিত ঋষি।

১। হে মিত্র! হে বরুণ! হব্যদায়ীকে তোমরা যে রক্ষা কর, তাহা মহৎ, তোমরা যে যজমানকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

২। হে আদিত্যগণ! তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করিতে হয়, তাহা জান। পক্ষীগণ যেমন (আপনাদের শিশুদের উপরে) পক্ষ বিস্তার করে, সেইরূপ আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৩। পক্ষীগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তাহা আমা-দিগকে প্রদান কর। হে সর্ব্বধনবান্ আদিত্যগণ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৪। প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ যাহার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তাহার জন্য ইহারা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

(৫) মূলে "যোষনা" আছে। বহুপশুর সহিত স্বর্ণাভরণবিশিষ্টা কন্যা বা দাসী ও রাজাদ্বারা দান করা হইয়াছিল। এই অষ্টম মণ্ডলে অনেক স্থানে রাজা-দিগের প্রভূত দানের উল্লেখ আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশে এরূপ দেখা যায় নাই। তাৎকালিক সমাজে সকলেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিল, কেবল ধনবানগণ ঋত্বিক্ ডাকাইয়া আড়ম্বরের সহিত বড় বড় যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে এই-রূপ ধনবান্ ও রাজাদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, যজ্ঞের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল, ঋত্বিক্গণের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল এবং লাভও বাড়িতে লাগিল, তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি।

৫। রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করিব, আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিত্যদত্ত রক্ষা লাভ করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৬। মনুষ্যগণ ক্লেশ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়, হে দেবগণ! তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজমানকে প্রাপ্ত হও, সে অল্প ধন লাভ করে। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৭। হে আদিত্যগণ! যাহার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও ক্রোধ তাহার বিঘ্ন করিতে পারে না, অপরিহার্য্য দুঃখও তাহার নিকট গমন করে না। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৮। হে আদিত্যগণ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকিব, যোদ্ধাগণ এইরূপে বর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে। তোমরা আমাদিগকে মহা-অনিষ্ট ও অল্পঅনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

৯। অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। তিনি ধনবান্, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমার মাতা। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১০। হে আদিত্যগণ! তোমরা আমাদিগকে শরণীয়, ভজনীয়, রোগরহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১১। হে আদিত্যগণ! চর সকল যেমন কুল হইতে দর্শন করে, সেইরূপ তোমরা উপর হইতে নিম্নমুখে আমাদিগকে দর্শন কর। অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদিগক ভাল পথে লইয়া চল। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১২। হে আদিত্যগণ! এই জগতে আমাদের হিংসক বলবান্ ব্যক্তির সুখ যেন না হয়। গোসমূহের সুখ হউক, ধেনুসমূহের সুখ হউক, অন্নাভি-

লাষী বীরের সুখ হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৩। হে আদিত্যদেবগণ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হইয়াছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত রহিয়াছে, আমি আপ্ত্যত্রিত, আমার যেন তাহার কোনটীই না হয়। উহাদিগকে দূরে স্থাপন কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৪। হে স্বর্গের দুহিতা (উষা)! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হইয়াছে। হে বিভাবরী! আপ্ত্যত্রিতের জন্য তাহা দূর করিয়া দাও। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৫। হে স্বর্গের দুহিতা! আভরণকারীর অথবা মাল্যকারীর(১) যে দুঃস্বপ্ন আছে, আপ্ত্যত্রিতের নিকট হইতে তাহা দূর হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৬। হে উষাদেবী! স্বপ্নে অন্নকর্ম্ম এবং ভাগ পাইলে আপ্ত্যত্রিত হইতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৭। যে প্রকারে (যজ্ঞার্থ) পশুর হৃদয়াদি এবং তাহার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে হয়, সেইরূপ আপ্ত্য-ত্রিতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করিব। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

১৮। আমরা অদ্য জয় করিব, আমরা অদ্য সুখ লাভ করিব, আমরা অদ্য অপাপ হইব। হে উষাদেবী! যে হেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব সেই ভয় অপগত হউক। তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা।

(১) মূলে "নিষ্কং . . কৃণবতে স্রজং বা" অর্থাৎ স্বর্ণকার বা মালাকার।

৪৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্ম্ম-বিশিষ্ট। আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অন্নের আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারি। বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্ত্যগণ এই অন্ন মনোহর বলিয়া ইহাদিগের নিকটে উপস্থিত হন।

২। হে সোম! তুমি হৃদয় মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেব-গণের ক্রোধ পৃথক কর। হে ইন্দ্র! তুমি ইন্দ্রের সখ্য লাভ করিয়া শীঘ্র অশ্ব যে রূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আমাদের ধন বহন কর।

৩। হে অমৃত সোম! আমরা তোমাকে পান করিব ও অমর হইব, পরে দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করিব ও দেবগণকে অবগত হইব(১)। শত্রু আমাদের কি করিবে? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করিবে?।

৪। হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের সখা, সেইরূপ আমরা তোমায় পান করিলে, তুমি হৃদয়ের সুখকর হও। হে অনেকের প্রশংসতি সোম! তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি আমাদের জীবনার্থ আয়ু প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। এই যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হইয়া গোসমূহকে যে রূপ পর্ব্বে পর্ব্বে রথ যোজনা করে, সেইরূপ পর্ব্বে পর্ব্বে আমাকে কর্ম্মে যোজিত করুক। আরও চরিত্রস্খলন হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং আমাকে ব্যাধি হইতে পৃথক্ করুক।

৬। হে সোম! তুমি পীত হইয়া, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাকে দীপ্ত কর, আমাদিগকে বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদিগকে অতিশয় ধনবান্ কর। হে সোম! এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থ স্তব করিতেছি, অতএব তুমি ধন-বান্ হইয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হও।

---

(১) মূলে এইরূপ আছে, "অপাম সোমং অমৃতাঃ অভূম অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান।" সোম পান করিয়া জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিবার কথা এখানে আছে।

৭। আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিষুত সোম পান করিব, হে রাজা সোম! তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। সূর্য্য এইরূপে দিবস সকলকে বর্দ্ধিত করেন।

৮। হে রাজা সোম! আমাদিগকে স্বস্তির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হইব। তুমি আমাদিগকে অবগত হও। হে ইন্দ্র! আমাদের শত্রু প্রবৃদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, ক্রোধ ও গমন করিতেছে। এই উভয় শত্রুরই দণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

৯। হে সোম! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্ম্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষন্ন হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিঘ্ন করি, তথাপি হে দেব! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা হইয়া আমাদিগকে সুখী কর।

১০। হে সোম! তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না, তুমি সখা, আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। সোমপীত হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! এই যে সোম আমাতে নিহিত হইয়াছে, ইহারই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করিতেছি।

১১। সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হউক, এই সকল পীড়া বলবান্ হইয়া আমাদিগকে একান্ত কম্পিত করিতেছে। মহান্ সোম আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা পান করিলে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য, আমরা ইহার নিকট গমন করিব।

১২। হে পিতৃগণ! যে সোম পীত হইলে মরণরহিত হইয়া, আমরা মর্ত্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সেই সোমের পরিচর্য্যা করিব, অতএব উহার অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব।

১৩। হে সোম! তুমি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, আমরা হব্যদ্বারা এই সোমের পরিচর্য্যা করিব, আমরা ধনের পতি হইব।

১৪। হে ত্রাণকর্ত্তা দেবগণ! আমাদিগকে মিষ্ট বাক্য বল, স্বপ্ন আমাদের যেন বশীভূত না করে, নিন্দকগণ যেন আমাদের নিন্দা না করে,

আমরা যেন সর্ব্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হইয়া স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারি।

১৫। হে সোম! তুমি সকল দিক্ হইতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্ব্বদর্শী, তুমি প্রবেশ কর। হে ইন্দ্র! তুমি একত্রে প্রীতিযুক্ত হইয়া রক্ষার সহিত পশ্চাৎভাগে ও সম্মুখভাগে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৪৯ সূক্ত(১)।

ইন্দ্র দেবতা।

১। আমি যাহাতে (ধন) লাভ করিতে পারি, এইরূপে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করতঃ অর্চ্চনা কর, তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোতাগণকে সহস্র সহস্র দান করিয়া থাকেন।

২। তিনি সগর্ব্বে গমন করিতেছেন, যেন শত সেনার (পতি), তিনি হব্যদায়ীর জন্য বৃত্রবধ করিতেছেন। তিনি বহুলোকের পালক, তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্ব্বতের রসের ন্যায় প্রীত করে।

৩। যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! তোমার জন্য তাহা অভিষুত হইয়াছে। হে বজ্রবান্ শূর! ধনার্থ জল সকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করিতেছে।

৪। তুমি সোমের পাপশূন্য, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, মধুরতম রস পান কর। কারণ তুমি প্রমত্ত হইলে আপনিই গর্ব্বিত হইয়া থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদিগকে (অভিলষিত) দান করিয়া থাক।

(১) ৪৯ হইতে ৫৯এই ১১টী সূক্তকে বালখিল্য কহে। সায়ণাচার্য্য এই বালখিল্য সূক্তগুলির টীকা দেন নাই, সুতরাং এগুলির অনুবাদ অতিশয় শ্রমসাধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, যে আটটী মাত্র বালখিল্য সূক্ত আছে, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রকাশিত গ্রন্থে একাদশটী দেখা যায়, বোধ হয় সায়ণ যে গ্রন্থলিপি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আটটী মাত্র ছিল। যাহা হউক এই বালখিল্য সূক্তগুলিকে অতি প্রাচীনকাল হইতে ঋগ্বেদের অন্য সূক্ত হইতে কতকটা পৃথকভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এই গুলি লইয়া গুণিলে ১০২৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছাড়িয়া গুণিলে ১০১৭ সূক্ত হয়।

৫। হে অন্নবান্ ইন্দ্র! কণ্বগণের উদ্দেশে তুমি যে প্রীতিকর দান করিয়াছ, সেই দান স্তোমকে স্বাদু করিতেছে, অভিষবণকারিগণ আহ্বান করিলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সেই স্তোম অভিমুখে দ্রুত আগমন কর।

৬। সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র, বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সহিত গমন করিব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেরূপ জল সেক করে, সেইরূপ স্তোত্র সকল তোমায় সিক্ত করিতেছে।

৭। এক্ষণে যেথানেই থাক, যজ্ঞেই থাক, অথবা পৃথিবীতেই থাক, সেই স্থান হইতেই, হে উগ্র মহামতি (ইন্দ্র)! তুমি উগ্র এবং আশুগামী (অশ্বের) সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

৮। তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তাহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি উহাদিগের সাহায্যে মনুষ্যগণের নিকট গমন কর এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থ জগতে গমন করিয়া থাক।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, হে মঘবা! যে হেতু তুমি মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথিকে ধন বিষয়ে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! যে হেতু তুমি কণ্ব, ত্রসদস্যু, পক্থ, দশব্রজ, গোশর্য ও ঋজিশ্বাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (ধন) দান করিয়াছিলেন।

---

৫০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। (ধন) লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট শক্রের অর্চনা কর। তিনি অভিষবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন।

২। ইহার অস্ত্রসমূহ শত শত এবং তুস্তর ইন্দ্রের অন্ন প্রভূত। যখন অভিযুত সোম সকল ইহাকে প্রমত্ত করে, তখন ইনি পর্ব্বতের ন্যায় খাদ্যদাতা হইয়া ধনবানুগণের প্রীতি উৎপাদন করেন।

৩। অভিষুত সোম সকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করিয়াছে, তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদায়রী উদ্দেশে গাভীগণের ন্যায় জলসমূহ আমার যজ্ঞে নিহিত হইয়াছে।

৪। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের রক্ষার্থ কর্ম্মসকল পাপশূন্য আহূয়মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করিতেছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহূত হইয়া স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হইতেছে।

৫। ইন্দ্র আমাদের সুযজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছেন। হে আস্বাদবান্ (ইন্দ্র)! তোমার স্তোতাগণ এই সোম সুস্বাদু করিতেছে, তুমি পুরুর পুত্রের আহ্বানকে প্রীতিকর কর।

৬। বীর, উগ্র, ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবান্! জলবিশিষ্ট কূপেরন্যায় সর্ব্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সহিত হব্যদায়ী (যজমানের মঙ্গলের) জন্য পান কর।

৭। হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র! তুমি দূরদেশেই থাক; পৃথিবীতেই থাক, অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করতঃ আগমন কর।

৮। তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তাহারা হিংসারহিত, উহা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে; ইহাদের সাহায্যে দস্যুগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করিয়াছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করিয়াছ (১)।

৯। হে শূর নিবাসপ্রদ (ইন্দ্র)! তোমার এতৎপরিমিত নূতন (ধনের) কথা জানি, তুমি এইরূপে কর্ত্তব্য ধনার্থ এতশকে এবং দশব্রজবিশিষ্ট বশকে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! হে বজ্রবান্! পবিত্র যজ্ঞে কণ্বকে এবং শত্রুনাশাভিলাষী দীর্ঘনীথকে এবং গোশর্য্যকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছ, অশ্বদ্বারা সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা কর।

---

(১) অর্থাৎ অনার্য্যদিগকে নিহত করিয়া মানব আর্য্যগণকে উন্নত করিয়াছ।

৫১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সাম্বরণি মনুর জন্য যেরূপে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, হে মঘবা! পুষ্ট এবং শীঘ্রগামী গোবিশিষ্ট মেধ্যাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ (সোম পান করিয়াছিলে)।

২। পার্ষদ্বান (ঋষি) বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্কণ্বকে উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া উপবেশন করাইয়াছিলেন। দস্যুগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্তৃক রক্ষিত করিয়া সহস্র গো রক্ষা করিয়াছিলে।

৩। যাঁহাকে উক্থের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সকলের জ্ঞাতা, রক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্রের অভিমুখে সেবার্থ নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর।

৪। উত্তম স্থানে যাঁহার উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চ্চণামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এই বিশ্বভুবন শব্দযুক্ত করিয়াছেন এবং বল উৎপাদন করিয়াছেন।

৫। যিনি আমাদের ধনদাতা সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা উহাঁর নূতন অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করিতে পারি।

৬। হে বাসপ্রদ, স্তুতিভাক্, মঘবা ইন্দ্র! তুমি দান করিব বলিয়া যাহাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে। তুমি এইরূপ, অতএব আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কখনও নিবৃত্ত প্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সহিত মিলিত হও। তুমি দেবতা, তোমার দান বারম্বার নিকটে আসিয়া মিলিত হয়।

৮। যিনি বলপূর্ব্বক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শুষ্ণকে বিনাশ করতঃ কূপ পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করতঃ স্তম্ভিত করিয়াছেন এবং যিনি পার্থিব হইয়া সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিয়াছেন।

৯। এই সমস্ত আর্য্য ও দাসগণ(১), যাহার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আর্য্য শ্বেতবর্ণ পবীরুর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সহিত মিলিত হন।

১০। ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ, মধুযুক্ত ঘৃতস্রাবী অর্চ্চণামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, ইহাঁর উদ্দেশে ধন প্রথিত হইতেছে, পুরুষোচিত বল প্রথিত হইয়াছে, অভিষুত সোম প্রথিত হইতেছে।

---

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। হে ইন্দ্র! বিবস্বান্(১) মনুর সোম পূর্ব্বে যেরূপে পান করিয়াছ, ত্রিতের মন যেরূপ যোগাইয়াছ, আয়ুর সহিত যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছ।

২। মাতরিশ্বা যজ্ঞীয় পৃষধ্র অভিষব করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বন্ধ দীপ্তিবিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোন্যের সোম পান করিয়া থাক।

৩। যিনি কেবল উক্‌থ ধারণ করেন, যিনি ধৃষ্টরূপে সোমপান করেন, যাঁহার উদ্দেশে মিত্রের কর্ম্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছিলেন।

৪। হে বেগবান্, শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যাহার যজ্ঞে স্তুতি কামনা কর, হে ইন্দ্র! সেই তোমাকে আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া, গোদোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেইরূপ আহ্বান করিতেছি।

---

(১) আর্য্য ও অনার্য্যগণের উল্লেখ। অনেক অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ষিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করিত, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারাই প্রথম "Hinduized Aborigines."

---

(১) মূলে "মনৌ বিবস্বতি" আছে। এখানে মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলিতেছে না, মনুকেই বিবস্বান বলিতেছে।

৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহান্, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্য্যকর্ত্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে গাভী ও অশ্ব প্রদান করুন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হইয়া বসুপতি ও শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিতেছি।

৭। তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও, তুমি উভয় প্রকার (প্রাণীকে) রক্ষা কর। হে ত্বরাবান্ আদিত্য! তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্যুলোকে অবস্থান করে।

৮। হে স্তুতিভাক্, দাতা মঘবা! তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ! তুমি যেমন কণ্ব ঋষির আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর, এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্ব্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোতার মেধা বর্দ্ধিত কর।

১০। ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুচি (পদার্থ সমূহকে) প্রেরণ করিয়াছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে প্রমত্ত করিয়াছিল।

---

৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। তুমি ধনীগণের উপমাস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষীগণের জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষ, শত্রুপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবা ইন্দ্র! আমি ধনার্থ তোমায় যাচ্ঞা করিতেছি

২। যিনি প্রত্যহ বর্দ্ধমান হইয়া আয়ু, কুৎস এবং অথিতিগ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অন্নাভিলাষী হইয়া আহ্বান করিতেছি।

৩। যে সোম সকল দূরদেশে লোকসমূহ মধ্যে অভিষুত হয়, যাহারা নিকটে অভিষুত হয়, সেই সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তর পেষণ করিয়া বাহির করুক।

৪। তুমি যেখানে সোম পান করিয়া তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শত্রু-গণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হউক। শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি কল্যাণতমঃ এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুস্বরূপ রক্ষা কার্য্যের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন কর।

৬। যুদ্ধে ত্বরাবান্, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করা, যাহারা কর্ম্মসমূহদ্বারা (সুফল) প্রবর্ত্তিত করেন, সেই উক্থউচ্চারণকারীগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

৭। তোমার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আছে (তাহা যেন আমরা পাই), আমরা রক্ষার্থ তোমারই হইব, যুদ্ধকালেও তোমারই হইব। আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করতঃ স্তুতি পাঠ করিব।

৮। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট (ইন্দ্র)! আমি অন্নাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী ও গবাভিলাষী হইয়া তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষালাভ করিয়া যুদ্ধে গমন করি। ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি।

---

৫৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ৩ ও ৪ ঋকে অন্যান্য দেবেরও স্তুতি আছে।

১। হে ইন্দ্র! স্তুতিকারীগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এই বীর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। তাহারা স্তুতি করিয়া বল লাভ করিয়াছিল। পৌরগণ কর্ম্ম-দ্বারা ঘৃত ক্ষরণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল।

২। হে ইন্দ্র! যাহাদের (সোমাভিষবে) তুমি প্রমত্ত হও, তাহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করিতেছে। যেরূপ সম্বর্ত্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের অভিমুখে এবং আমাদের সমীপে আগমন করুন। বসু ও রুদ্রগণ রক্ষার্থ আগমন করুন, মরুৎগণ আহ্বান শ্রবণ করুন।

৪। পূষা, বিষ্ণু, সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, জল, বায়ু, পর্ব্বত, বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শ্রবণ করুন।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে বৃত্রহা! একত্রে প্রমত্ত হইয়া সমৃদ্ধি ও দানার্থ সেই ধনের সহিত প্রবৃদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়।

৬। হে যুদ্ধপতি, সুকর্ম্মা ও নৃপতি! তুমিই আমাদের যুদ্ধে লইয়া যাও, শুনা যায় (দেবগণ) স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থ মিলিত হন।

৭। আর্য্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্ব্বাদ আছে, মনুষ্যগণের আয়ু আছে, হে মঘবা! আমাদিগকে ব্যাপ্ত কর, বৃদ্ধিকর অন্ন দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, হে শতক্রতু! তুমি আমাদিগের। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাকণের উদ্দেশে প্রচুর স্থূল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

---

৫৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। ইন্দ্রের কর্ম্ম ভূরি বলিয়া জানিয়াছি। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার ধন আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে।

২। আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেইরূপ শত শত বৃষ শোভা পাইতেছে, তাহারা মহত্ত্বে দ্যুলোককে যেন স্তম্ভিত করিতেছে।

৩। শতবেনু, শতশ্বা, শতম্লাত চর্ম্ম, শতবল্বজ স্তক এবং চারিশত অরুষী(১)রহিয়াছে।

৪। হে কণ্বগোত্রীয়গণ! তোমরা অন্নে অন্নে বিচরণ করতঃ অশ্বগণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ সুন্দর দেববিশিষ্ট হইয়াছ।

৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অন্যের অন্যূন, ইন্দ্রের উদ্দেশেই মহাঅন্ন প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। শ্যামবর্ণ পথ অক্রিতম করিয়া চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইতেছে।

---

৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

১। হে দস্যুগণের বৃকস্বরূপ! তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হইয়াছে, তোমার সেনা দ্যুলোকের ন্যায় বিস্তৃত।

২। তুমি দস্যুর বৃকস্বরূপ, তোমার নিত্যধন হইতে আমাকে দশসহস্র প্রদান কর।

৩। আমাকে একশত গর্দ্দভ, একশত মেষী(১) এবং একশত দাস প্রদান কর।

৪। অশ্বযূথের ন্যায় সেই প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ্ঞ ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁহাদের নিকট গমন করে।

৫। অগ্নি জাত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানবান্, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও বৃহৎ হইয়া শোভা পাইতেছেন, স্বর্গে সূর্য্যও শোভা পাইতেছেন।

---

(১) মূলে ঋক এই "শতং বেনুন্ শতং শুনঃ শতং চর্ম্মাণি ম্লাতানি শতং মে বল্বজ স্তকাঃ অরুষীনাং চতুঃশতং।" এসকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

---

(১) মূলে ঊর্ণাবতী আছে, অর্থ মেষী। পশুর সহিত দাসগণকেও দান করা প্রথা ছিল, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। "One hundred Slaves."—*Muir's Sanscrit Texts* (1884), Vol. v., p. 461.

৫৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা।

১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা যজনীয় ও দেবতা; তোমরা নিজ কর্ম্মবলে তৃতীয় সবন পান কর।

২। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ(১), তাঁহারা সত্য, তাঁহারা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন। হে দীপ্তিমান্ অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার, এই সোম যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছি। যাহারা সহস্র স্তুতি করে, যাহারা গোযাগে প্রবৃত্ত হয়, পানার্থ তাহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও।

৪। হে নাসত্যদ্বয়! এই তোমাদের ভাগ নিহিত হইয়াছে, এই তোমাদের স্তুতি, তোমরা আগমন্ কর, আমাদের জন্য মধুমান্ সোম পান কর, হব্যদায়ীকে কর্ম্মদ্বারা রক্ষা কর।

---

৫৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

১। সহৃদয় ঋত্বিক্গণ যাঁহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাক্য উচ্চারণ না করিলেও স্তুতিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বিষয়ে যজমানের কি জ্ঞান আছে?।

২। এক অগ্নি, বহু প্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বে প্রভূত হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন। এই একই সর্ব্বপ্রকারে হইয়াছেন(১)।

---

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ।

---

(১) "একং বৈ ইদং বি বভূব সর্ব্বং।" মূলে এই আছে।

৩। জ্যোতিষ্মান্, কেতুমান্, চক্রত্রয়বিশিষ্ট, সুখকর রথস্বরূপ ও উপবেশনযোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থ এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁহার সহিত মিলন হইলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

৫৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোমাভিষবে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, উহার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সবন সকলকে পোষণ কর, সোমাভিষবকারী যজমানকে দান কর।

২। ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা অন্তরীক্ষের পারে পথে গমন করিতেছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। (তাঁহাদের অনুগ্রহে) সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করিতেছে।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! একথা সত্য, যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃশ ঋষির সোম প্রবাহ দোহন করিতেছে, তোমরা শুভকর্ম্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদিগের কর্ম্মদ্বারা পালন করে, সেই হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন কর।

৪। ঘৃতক্ষরণশীল, প্রভূত দানশীল, কমনীয়, সপ্তভগিনীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট (হইয়াছেন)। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যাহারা তোমাদের উদ্দেশে ঘৃত ক্ষরণ করে, তাহাদের উদ্দেশে (যজ্ঞ) ধারণ কর এবং যজমানকে দান কর।

৫। দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্ত্তন করিব। আমরা ঘৃত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্য্যের পতি, তাঁহারা ত্রিসপ্তসংখ্যক (কার্য্যদ্বারা) আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা পূর্ব্বে ঋষিগণকে যে মনীষা বাক্য, স্তুতি এবং শ্রুত প্রদান করিয়াছ এবং যে সকল স্থান প্রদান করিয়াছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া তপঃ দ্বারা সেই সমস্ত দর্শন করিব।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ধনবৃদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ব্ব জন্মায় না, যজমানকে তাহাই প্রদান কর, আমাদিগকে প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর। আমরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারি এই জন্য আমাদের আয়ু রক্ষা কর। ইতি বালখিল্য সমাপ্ত।

---

৬০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি।

১। হে অগ্নি! অগ্নিগণের সহিত আগমন কর, তোমায় হোতা বলিয়া বরণ করিতেছি; ধৃতব্রতা হবিষ্মতী কুশে উপবেশন করাইয়া তোমাকে অলঙ্কৃত করুক।

২। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! স্রুক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছে। বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি।

৩। হে অগ্নি! তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা। হে পাবক! তুমি হোতা ও যাগযোগ্য। হে শুক্র! তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিপ্রগণ মননমন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে।

৪। হে যুবতম, নিত্য অগ্নি! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমায় কামনা করেন, তাহাদিগকে আনয়ন কর। হে বাসপ্রদ অগ্নি! সুনিহিত অন্নের সমীপে গমন কর, স্তুতিদ্বারা নিহিত হইয়া আনন্দিত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্ব্বতঃ বিস্তৃত। হে সমিদ্যমান, দীপ্ত অগ্নি! বিপ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্য্যা করিতেছে।

৬। হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি! দীপ্ত হও ও দীপ্ত কর। প্রজাগণের জন্য ও স্তোতার জন্য সুখ প্রদান কর। তুমি মহান্। আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখ প্রাপ্ত হউক। তাহারা শত্রুপরাভবকর ও সুঅগ্নিবিশিষ্ট হউক।

৭। হে অগ্নি! পৃথিবীস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ যে প্রকারে দগ্ধ কর, হে মিত্রগণের পূজক! আমাদের দ্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করিতে চায় তাহাকে সেই প্রকারে দগ্ধ কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগকে হিংসাকারী বলবান্ মনুষ্যের বশীভূত করিও না। যে মন্দ কথা কয়, তাহার বশীভূত করিও না। হে যুবতম! তোমরা রক্ষাকার্য্য হিংসাশূন্য আপদ্ হইতে উদ্ধারকারী ও সুখকর। উহা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে অগ্নি! আমাদিগকে এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর। হে বলপতি! তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর। হে বাসপ্রদ! চারি বাক্যের দ্বারা পালন কর।

১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্ত্তী ও বন্ধুস্বরূপ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব।

১১। হে পাবক অগ্নি! আমাদিগকে অন্নবর্দ্ধক, প্রশংসনীয় ধন প্রদান কর। হে সমীপবর্ত্তী ধনদাতা! আমাদিগকে সুনীতিদ্বারা অনেকের স্পৃহনীয় অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত ধন দান কর।

১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ত্বরাবান্ শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করিব, (তাহা প্রদান কর), তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, তুমি আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর। অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত কর; আমাদিগের ধনপ্রদ কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন কর।

১৩। বৃষভের ন্যায় শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করতঃ অগ্নি মস্তক কম্পিত করিতেছেন। অগ্নির হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র।

১৪। হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি! যেহেতু তুমি বর্দ্ধিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদিগকে বরণীয় বহুধন দান কর।

১৫। হে অগ্নি! মাতৃভূত বনে বর্ত্তমান (অরণিদ্বয়ে) নিদ্রা যাইতেছ। মনুষ্যগণ তোমাকে সম্যক বর্দ্ধিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হইয়া

হব্যদায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভাপাও।

১৬। হে অগ্নি! সেই তোমাকেই সপ্ত হোতা স্তব করে। তুমি দানশীল ও অক্ষীণ। তুমি তাপপ্রদ তেজোবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন কর।

১৭। হে (স্তোতাগণ)! তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান করি। আমরা বর্হি ছিন্ন করিয়াছি ও হব্য নিধান করিয়াছি, অগ্নি কর্ম্মধারী বহুলোকে বর্ত্তমান ও সমস্তলোকের হোতা।

১৮। হে অগ্নি! উত্তম সামযুক্ত গৃহে (যজমান) প্রজ্ঞাবলে প্রজ্ঞাবান্ লোকের সহিত তোমার স্তব করিতেছে। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থ আপন ইচ্ছায় নিকটবর্ত্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ কর।

১৯। হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুত্য! তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষসগণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, উহা কখন ত্যাগ কর না, তুমি মহান্, তুমি দ্যুলোকের পাতা, যজমান গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

২০। হে দীপ্তধন অগ্নি! রাক্ষসাদি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট না হউক, জাতুধানগণের পীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্ রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।

---

৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভর্গ ঋষি।

১। ইন্দ্র আমাদের এই উভয়বিধ বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের সহগামী কর্ম্মযুক্ত হইয়া মঘবান্ অত্যন্ত বল লাভ করতঃ সোমপানার্থ আগমন করুন।

২। দ্যাবাপৃথিবী সেই শোভমান বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহাকে বলের জন্য সংস্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য হে ইন্দ্র! তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হইয়া বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমাভিলাষী।

৩। হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! তুমি (জঠরে) অভিষুত সোম সেক কর, হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমাকে সংগ্রামে শত্রুগণের অভিভবকারী, কাহারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলিয়া জানি।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তোমার সত্য কেহ হিংসা করিতে পারে না, যাহাতে ক্রতুদ্বারা (ফল) কামনা করিতে পারি তাহাই হউক, হে হনুযুক্ত বজ্রবান্! তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করিব এবং শীঘ্র শত্রুগণকে অভিভব করিব।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করি।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরণ্ময়শরীর ও উৎস সদৃশ। তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর, তাহা কেহই হিংসা করিতে পারে না। অতএব যাহা যাচ্ঞা করি, তাহা আহরণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর। তুমি ধনদানার্থ পরিচর্য্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি বহুশত ও বহুসহস্র পশুযূথ প্রদানের অনুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থ স্তব করতঃ বিবিধ বাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিব।

৯। হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহঙ্কার বিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অনুগ্রহে সে আনন্দিত হয়।

১০। উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্ম্মা ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করিব।

১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা

সোম অভিষুত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব।

১২। উগ্র ও যুদ্ধে শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করিব। তাঁহার পূজা ধ্যানের ন্যায় (অবশ্য প্রদেয়)। তিনি অহিংসনীয়, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সহিত মিলিত বেগবান্ অশ্বকে জানেন, তিনি দাতা, তিনি (বহুলোকের মধ্যে) আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩। হে ইন্দ্র! যাহা হইতে আমরা ভয় পাই, তাহা হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন্! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থ রক্ষাকার্য্য সম্পাদনদ্বারা শত্রুগণকে ও হিংসাকারীগণকে বিনাশ কর।

১৪। হে ধনস্বামী! তুমিই মহাধনের পরিচর্য্যাকারীর গৃহের বর্দ্ধয়িতা। হে মঘবান্! হে স্তুতিভাক! তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি।

১৫। এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি বৃত্রহা, ইনি পরপালয়িতা ও বরণীয়। সেই ইন্দ্র আমাদের (পুত্র) রক্ষা করুন। শেষ পুত্র রক্ষা করুন, মধ্যম পুত্র রক্ষা করুন, আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে রক্ষা করুন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পশ্চাৎভাগ হইতে, পূর্ব্ব ভাগ হইতে ও অধোভাগ হইতে ও উত্তর ভাগ হইতে, সর্ব্ব দিক্ হইতে রক্ষা কর। হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্র শস্ত্র দূর করিয়া দেও।

১৭। হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৮। এই মঘবান্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সহিত মিলিত হন। হে শতক্রতু! তোমার সেই দুই অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক।

৬২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। যে হেতু ইন্দ্র সেবা করেন, অতএব উহার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উকৃথমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

২। অসহায়, অসদৃশ, অন্য দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৩। ধন দাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে ইন্দ্র! তুমি সামর্থ্যপ্রদ, তোমার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, তোমার উৎসাহবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করিব। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ইন্দ্র! তুমি এই স্তুতিপ্রযুক্ত অন্নাভিলাষী স্তোতার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার মন গর্ব্বিত হইতেও গর্ব্বিত, তুমি তীব্র সোম প্রদানদ্বারা পরিচর্য্যাকারী এবং নমস্কারদ্বারা অলঙ্কারকারী যজমানকে (অভিমত ফল প্রদান কর)। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেইরূপ আমাদিগকে দর্শন করিতেছ এবং প্রীত হইয়া প্রবৃদ্ধ সোমযুক্ত (যজমানের) উপযুক্ত বন্ধু হইতেছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করতঃ সমস্ত দেবগণ বীর্য্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি, বহুলোক স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার সেই উপমানভূত বল যজ্ঞার্থ স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি! তুমি বলের দ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৯। প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী (পুরুষকে বশীভূত) করে, সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। উহারা (সম্বৎসরাদি) কাল লাভ করে, ইন্দ্র উহাদিগকে জানাইয়া দেন, অতএব তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১০। হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে (যজমানগণ) তোমার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তাঁহারা তোমার উৎপন্ন বল প্রভুতরূপে বর্দ্ধিত করে, তোমায় বর্দ্ধিত করে, তোমার প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১১। হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না পাই, তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হইব। হে বৃত্রহা, বজ্রবান্ ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করিবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১২। আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করিব, মিথ্যা স্তব করিব না, ইন্দ্র যজ্ঞবিরতদিগকে প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা; কেবল শেষ ঋকের দেবগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্ম্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করিতেছেন। ইন্দ্রকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ কর্ম্ম সকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। সোমাভিষবে নিযুক্ত প্রস্তর সকল স্বর্গের নির্ম্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উক্থ ও স্তোত্র সকল উচ্চারণ করা উচিত।

৩। বিদ্বান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপাবৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পুরুষত্বের স্তুতি করি।

৪। ইন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্দ্ধয়িতা, স্তোতার কার্য্য নির্ব্বাহক, সুখকর, অর্চ্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদিগের রক্ষার্থে গমন করুন।

৫। স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারীগণ, হে ইন্দ্র! তোমারই কীর্ত্তিসকল গান করিতেছে, স্তোতাগণ শীঘ্রধন দানার্থ ইন্দ্রের স্তব করিতেছে।

৬। সমস্ত বীর্য্য, সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য ইন্দ্রেই বর্ত্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধ্বর বলিয়া জানেন।

৭। যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে, তখন ইন্দ্র আপনার মহিমায় শত্রুগণকে বধ করেন। আর্য্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাসস্থান।

৮। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি সেই সকল পৌরুষকর কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমায় এই স্তুতি করিতেছি, চক্রের পথ রক্ষা কর।

৯। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানা প্রকার অন্ন লব্ধ হইলে (লোক সকল) জীবনার্থে নানা প্রকার কর্ম্ম করে, পশুগণের ন্যায় তাহারা যব গ্রহণ করে।

১০। আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক্। তোমাদের সহিত যেন আমরা মরুৎবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্দ্ধনার্থ অন্নের পালক হই।

১১। তুমি যাগকালে প্রাদুর্ভূত ও তেজোবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সত্যই তোমার স্তব করিব, সহায়তায় জয় লাভ করিব।

১২। জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আহ্বানে আনন্দযুক্ত যে বৃত্রহন্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্রপাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আগমন করেন, তিনিও আমাদের রক্ষা করুন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ।

---

৬৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! স্তুতি সকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক, হে বজ্রবান্! ধন প্রদান কর; স্তুতি বিদ্বেষীগণকে বিনাশ কর।

২। লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহান্, তোমার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

৩। তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, মনুষ্যদিগের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করতঃ স্বর্গ হইতে গমন কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া থাক।

৫। তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্ব্ববিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ ।

৬। সোম অভিষুত হইলে আমরা দিবারাত্র তোমায় আহ্বান করি, আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর ।

৭। সেই বৃষ্টিপ্রদ, নিত্যতরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন্ স্তোতা তাঁহাকে স্তুতি করে? ।

৮। বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হইয়া কোন্ যজমানের যজ্ঞ অবগত হন?। কোন্ যজমান ইন্দ্রকে স্তব করিতে জানে? ।

৯। যজমানদত্ত দান তোমায় সেবা করে, হে বৃত্রহা! শাস্ত্র পাঠ কালে সুন্দর বীর্য্যযুক্ত স্তোত্র সকল তোমায় সেবা করে। তুমি কীদৃশ? কে যুদ্ধে নিকটবর্ত্তী হয়? ।

১০। বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমার জন্য সোম অভিষব করিতেছি, তাহার নিকট আগমন কর, দ্রুতগামী হও? এবং পান কর।

১১। এই সোম শর্য্যণাবতী(১), সুসোমা নদীতে তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আর্জীকীয়তে তোমায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে।

১২। তুমি অদ্য সেই মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর। হে ইন্দ্র! শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর ।

---

৬৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে হেতু লোকে পূর্ব্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক ও নিম্নদিক হইতে তোমাকে আহ্বান করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ।

---

(১) "মূলে শর্য্যণাবতী" আছে। সায়ণ পূর্ব্বে "শর্য্যণা" নদী বিশেষের নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে শর্য্যণা শব্দে শরতৃণ করিয়াছেন, সুসোমা সিন্ধু নদীর একটী নাম। আর্জীকীয়া বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটী নাম। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। তুমি দ্যুলোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও; ভূলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও।

৩। অতএব হে ইন্দ্র! তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান্ ও প্রভূত। সোমপানার্থ ও ভোগার্থ তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি।

৪। রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তোমার তেজঃ আহ্বান করুক।

৫। হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে। তুমি মহান্, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্য্যকারী, তুমি আগমন করতঃ সোম পান কর।

৬। আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থ আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৮। হে ইন্দ্র! অধ্বর্য্যু প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্তর দ্বারা অভিষব করিতেছে। তুমি প্রীত হইয়া উহা পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া দর্শন কর; শীঘ্র আগমন কর, আমাদিগকে মহাঅন্ন প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হউন। হে দেবগণ! মঘবা ইন্দ্র হিংসিত না হউন।

১১। আমি গোসহস্রের উপরি ধারিত, বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, আহ্লাদকর, নির্ম্মল হিরণ্য স্বীকার করি।

১২। আমি অরক্ষিত ও দুঃখী, আমার লোক সকল অপরিমিত ধনে ধনবান্ হউক। দেবগণ প্রীত হইলে অন্ন লাভ করা যায়।

---

৬৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কলি ঋষি।

১। তোমরা বাধাযুক্ত হইয়া বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ সাম গান করতঃ পরিচর্য্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, আমি সেইরূপ অভিষুত সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

২। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রশংসাকারী, সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন।

৩। যে শক্র পরিচর্য্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্ময়। যে আশ্চর্য্যভূত বৃত্রহা ইন্দ্র বহুল গোসমূহকে অপাবৃত-করতঃ চালিত করেন।

৪। যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন যজমানের উদ্দেশে উঠাইয়া দেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যাহা ইচ্ছা করেন, কর্ম্মদ্বারা তাহাই সিদ্ধ করেন।

৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যাহা কামনা করিয়াছ, তাহাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করিয়াছি, তাহা যজ্ঞই হউক, উক্থই হউক, আর বাক্যই হউক, প্রদান করিয়াছি।

৬। হে পুরুহূত ও বজ্রবান্ ও স্বর্ণযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিষুত হইলে মদযুক্ত হও। তুমিই স্তোত্রকারী সোমাভিষবকারীর উদ্দেশে সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক পরিমাণে কমনীয় ধনের দাতা হও।

৭। আমরা এক্ষণে এবং কল্য এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করিব। তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিষুত সোম আহরণ কর। স্তোত্র শ্রুত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।

৮। চোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদিগের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে পারে না, হে ইন্দ্র! সেই

তুমি প্রীত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্ম্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর।

৯। কোন্ পৌরুষকর কার্য্য ইন্দ্রের অনাচরিত আছে? উহাঁর কোন্ প্রকার পৌরুষ কার্য্য শ্রুতিগোচর না হয়? এই বৃত্রহা জন্মাবধি বিখ্যাত।

১০। ইন্দ্রের মহাবল কখন্ অধর্ষক হইয়াছিল? ইন্দ্রের হন্তব্য কবে অহিংসিত হইয়াছিল? হে ইন্দ্র সমস্ত সুদখোর দিবস গণনাকারীদিগকে(১) এবং বণিকদিগকে তাড়নাদিদ্বারা অভিভব করেন।

১১। হে বৃত্রহা, পুরুহূত, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভৃতির ন্যায় নূতন স্তোত্র প্রদান করি।

১২। হে বহুকর্ম্মবান্! বহুসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত। স্তোতাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সবন সকল অতিক্রম করিয়া আমাদের সবনে আগমন কর, হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা তোমার স্তোতা হইয়াছি। হে পুরুহূত মঘবা! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখপ্রদ নাই।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং এই নিন্দার হস্ত হইতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! তুমি উপায়জ্ঞ।

১৫। তোমাদেরই সোম অভিষুত হউক। হে কলিগণ(২)! ভীত হইও না। এই রাক্ষসাদি দূর হইয়া যাইতেছে। ইহারা আপনিই অপগত হইতেছে।

(১) মূলে "বেকনাটান অহঃ দৃশঃ" আছে।
(২) মূলে "কলয়" আছে।

৬৭ সূক্ত।

আদিত্যগণ দেবতা। সমদ নামক মহামীনের পুত্র মৎস্য; মিত্র ও বরুণের পুত্র মান্য, অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হইয়া এই স্তুতি করিয়াছিল, অতএব তাহারাই ঋষি(১)।

১। অভিমত ফল লাভার্থ, সুখপ্রদ, বলবান্ আদিত্যগণের নিকট রক্ষা যাচ্ঞা করিতেছি।

২। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আদিত্যগণ যেহেতু দুঃসহ বলিয়া জানেন, অতএব অংহস্তি পার করিয়া দিউন।

৩। আদিত্যগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তাহা হব্যদায়ী যজমানের জন্য।

৪। হে বরুণাদি! তোমরা মহান্, হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা মহতী; অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে আদিত্যগণ! আমরা জীবিত; ইদানীং আমাদিগের অভি-ধাবন কর। হে আহ্বান শ্রবণকারীগণ! মৃত্যুর পূর্ব্বে আগমন করিও।

৬। শ্রান্ত অভিষবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে, যে গৃহ আছে, তদ্দ্বারা প্রীত করিয়া আমাদিগের প্রতি মিষ্ট কথা কও।

৭। হে দেবগণ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিত্যগণ! আমাদের অভিলষিত প্রদান কর।

৮। জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্ম্মের জন্য আমাদিগকে জাল হইতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্রই বিখ্যাত এবং সকলের বশকারী।

৯। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে পরিহার কর। আমাদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করতঃ হিংসক রিপুদিগের জালদ্বারা আমাদিগকে বাধা দিও না।

---

(১) মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ এ সূক্তে নাই, সুতরাং মৎস্য এই সূক্তের ঋষি বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে, সে মাচধরা জাল নহে, সংসারের বিপদজাল, বা শত্রুতাজাল, বা পাপজাল। এই অর্থ করিলেই সূক্তের সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

১০। হে দেবীঅদিতি! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করিতেছি।

১১। হে অদিতি! সকলদিক হইতে রক্ষা কর। ক্ষীণ, উগ্রপুত্র-বিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে।

১২। হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা (অদিতি)! তুমি পুত্রের জীবনার্থ আমাদিগকে জীবিত রাখ।

১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদিগের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্ত্তি-যুক্ত ও দ্রোহরহিত হইয়া যাঁহারা আমাদিগের কর্ম্ম রক্ষা করেন।

১৪। হে আদিত্যগণ! সেই তোমরা, হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৫। হে আদিত্যগণ! এই জাল আমাদের হিংসা করিতে অক্ষম হইয়া অপগত হউক। লোকের দুর্ব্বুদ্ধিও অপগত হউক।

১৬। হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করিব।

১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ! যে পাপকারী শত্রু বারম্বার আমা-দের প্রতি গমন করিতেছে, আমাদের জীবনার্থ তাহাদিগকে পৃথক কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! (তোমাদের অনুগ্রহে) বন্ধন যেমন বদ্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ যে জাল আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, সেই জাল স্তুতিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হউক।

১৯। হে আদিত্যগণ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নাই। এই বেগ আমাদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ। তোমরা আমাদিগকে সুখী কর।

২০। হে আদিত্যগণ! বিবস্বানের আয়ুধ সদৃশ এই কৃত্রিম জাল পূর্ব্ব-কালে এবং এই কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না।

২১। হে আদিত্যগণ! দ্বেষকারীগণকে উন্মুলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্ব্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর।

পঞ্চম অধ্যায়।

৬৮ সূক্ত।

শেষ ছয়টী ঋকের ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্তুতি দেবতা; অপরগুলির ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে অত্যন্ত বলবান্ এবং সৎপতি ইন্দ্র তুমি বহুকর্ম্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী, আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্ত্তিত করিতেছি।

২। হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্ম্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি বিশ্বব্যাপ্ত মহত্ত্বের দ্বারা (জগৎ) আপূরিত করিয়াছ।

৩। তুমি মহান্, তোমার মহত্ত্বদ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হিরণ্ময় বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে।

৪। আমি সমস্ত (শত্রুগণের) প্রতিগমনকারী ও দুর্দ্দমনীয় বলের পাত ইন্দ্রকে তোমাদিগের লোকসমূহের গমনের সহিত এবং রথের গমনের সহিত আহ্বান করি(১)।

৫। নেতাগণ রক্ষার্থে যাঁহাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই সর্ব্বদা বর্দ্ধমান ইন্দ্রকে (সাহায্যার্থে) আগমনের জন্য (আহ্বান করি)।

৬। অপরিমিত শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও সুন্দর ধন-বিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে (আহ্বান করি)।

৭। যিনি নেতা এবং মনুষ্যগণের যজ্ঞমুখস্থিত আনুপূর্ব্বিক স্তুতি (শ্রবণ করিতে) সক্ষম, সেই ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ করিবার জন্য সোম পানে আহ্বান করি।

---

(১) ঋষি মরুৎগণকে, অথবা যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

৮। হে বলবান্! মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৯। হে বজ্রবান্! আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং তোমার সাহায্যে জলে (স্নান করিবার জন্য) এবং সূর্য্য (দর্শন করিবার জন্য) সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি।

১০। হে স্তুতির দ্বারা অত্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমি প্রাজ্ঞ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেইরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাচ্ঞা করি, তোমাকে স্তুতিদ্বারা যাচ্ঞা করি।

১১। হে বজ্রবান্! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার (ধনাদির) প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য।

১২। আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর আমাদের জীবনের জন্য (অভিলষিত) প্রদান কর।

১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি।

১৪। ছয় জন নেতা সোমজন্য, হর্যহেতু, উপভোগার্হ ধনযুক্ত হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া আমার নিকট আগমন করে।

১৫। ইন্দ্রোতের নিকট হইতে ঋজুগামী (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি, ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে হরিৎবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্ব-মেধের পুত্রের নিকট হইতে রোহিতবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি(২)।

১৬। অতিথিগ্বের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি; ঋক্ষের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দর অভীশু(৩) বিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি।

(২) ঋক্ষের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত তাঁহার পিতা অতিথিগ্বের সহিত আগমন করিয়া ঋষিকে অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) দীপ্তিবিশিষ্ট, অথবা লাগামবিশিষ্ট।

১৭। অতিথিগ্বের পুত্র শুদ্ধকর্ম্মা ইন্দ্রোতের নিকট হইতে বধূযুক্ত ছয়টী অশ্ব(৪), (ঋক্ষপুত্র ও অশ্বমেধপুত্রদত্ত অশ্বের) সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

১৮। দীপ্তিমতী, সেচনসমর্থ অশ্ববিশিষ্টা, দীপ্তিমতী এবং সুন্দর কশবতী (বড়বা) ও এই ঋজুগামী (অশ্বগণের) মধ্যে আছে।

১৯। হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দক মনুষ্যও যেন তোমাদিগের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে।

৬৯ সূক্ত।

একাদশ ঋকের প্রথমার্দ্ধের বিশ্বদেবগণ দেবতা; শেষার্দ্ধের বরুণ দেবতা; অবশিষ্ট ঋকগুলির বরুণ দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি।

১। যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটী স্তোভবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভোগার্থ বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্ম্মদ্বারা তোমাদিগের সৎকার করিতেছেন।

২। উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান কর), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ, (গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করিতেছেন।

৩। দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেশে যাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যাহাদের দুগ্ধে কূপ পূর্ণ হয়, সেই গাভী সকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করিতেছে।

৪। ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপে স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর।

৫। হরিনামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হইয়া কুশোপরি (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করিব।

---

(৪) বধূযুক্ত অশ্ব কি? অশ্বের সহিত বোধ হয় অশ্বী দানও করা হইয়াছিল, নিম্নের ঋক দেখ।

৬। ইন্দ্র যখন চারিদিক হইতে সমীপস্থিত মধুল াভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।

৭। যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্য্যের গৃহে গমন করি, তখন আদিত্যের এক বিংশতি স্থানে(১) মধুপান করিয়া উভয়ে মিলিত হই।

৮। হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চ্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ (অর্চ্চনা করে), সেই রূপ ইন্দ্রের অর্চ্চনা করুক।

৯। গর্ গর্ ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, গোধা(২) চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর।

১০। যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর।

১১। ইন্দ্র পান করিলেন, অগ্নি পান করিলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হইলেন, বরুণ এই গৃহে বাস করুন, বৎসের সহিত মিলিত গোসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরূপ উদকসমূহ বরুণের স্তুতি করিতেছে।

১২। হে বরুণ! তুমি সুদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্য্যাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে।

১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনার্থ ছাড়িয়া দেন, যে ইন্দ্র উপমাস্থল, যাঁহাকে সকলে পথ ছাড়িয়া দেন, সেই ইন্দ্র (যজ্ঞে) গমনকালে (জলের) নেতা হন।

১৪। শক্র (সংগ্রামে শত্রুদিগকে) অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন, সমস্ত দ্বেষকারীগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। কমনীয়, উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করতঃ মেঘ ভেদ করেন।

---

(১) একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচঋতু, তিনলোক, আর আদিত্য। সায়ণ।

(২) হস্তঘ্ন। সায়ণ।

১৫। এই ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নূতন রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড মৃগস্বরূপ, বহুকর্ম্মা (মেঘকে) পরিপক্ক করিতেছেন।

১৬। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী! তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপাদবিশিষ্ট, উজ্জ্বল হিরণ্ময় রথে আরোহণ কর, পরে আমরা দুজনে মিলিত হইব।

১৭। অন্নবানুগণ আপনিই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এই প্রকারে সেবা করিতেছে, পরে যখন গমনার্থ এবং হব্যদানার্থ (স্তুতি সকল) ইন্দ্রকে আবর্ত্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন (প্রাপ্ত হয়)।

১৮। প্রিয়মেধাগণ ইহাদিগের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্য স্থাপন করিয়াছেন।

---

৭০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। পুরুহন্মা ঋষি।

১। যিনি মনুষ্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাঁহার গমনে কেহ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্ত্তা, সেই জ্যেষ্ঠ বৃত্রহা ইন্দ্রকে স্তব করি।

২। হে পুরুহন্মা! রক্ষার্থ ইন্দ্রকে অলঙ্কৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুই প্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্য্যের ন্যায়।

৩। সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান্ ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৪। অন্যের অসহ্য, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনু সকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোক তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, পৃথিবী শত শত হইলেও তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, সহস্র সূর্য্যও প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তাহা এবং দ্যাবাপৃথিবী তোমার পরিমাণ করিতে পারে না।

৬। হে অভিলাষপ্রদ, অত্যন্ত বলবান্, ধনবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাপ্ত করিয়াছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদিগকে বিচিত্র রক্ষাকার্য্যদ্বারা রক্ষা কর।

৭। হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাহারই জন্য হরিদ্বয় যোজিত করেন; যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অন্ন পায় না।

৮। তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থ মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর। জললাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; নিম্নস্থল লাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত; সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত।

৯। হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন লাভের জন্য উত্থাপিত কর। হে শূর! হে মঘবা! হে ইন্দ্র! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্ত্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তাহার (ধন অপহরণ করিয়া) তুমি অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হও। হে তর্পণীয়, প্রভূত-ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি উরুদ্বয়ের মধ্যে আমাদিগকে আচ্ছাদিত কর; আর বধ কর, অস্ত্রের দ্বারা দাসকে মারিয়া ফেল(১)।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার সখা পর্ব্বত অন্যরূপ ব্রতধারী, অমানুষ, যজ্ঞরহিত, দেবদ্বেষী ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন; তিনি দস্যুকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন।

১২। হে বলবান্ ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য এই ভাজা যবের ন্যায় গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ কর; তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিতেছ, আরও অভিলাষ করিয়া আরও গ্রহণ কর।

---

(১) ১০ ও ১১ সূক্তে অনার্য্য শত্রুদিগের উল্লেখ।

১৩। হে সখাগণ! কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই হিংসাকারী ইন্দ্রকে কেমন করিয়া স্তুতি করিব? তিনি শত্রুগণের ভক্ষক এবং সুরী; তিনি কখনও অবনত হন না।

১৪। হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়ীগণ তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! তুমি এক এক করিয়া বহুতর প্রকারে স্তোতাগণকে বহুবৎস দান কর।

১৫। এই মঘবা তিন জন হিংসকের নিকট হইতে যুদ্ধে বিজিত, গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করতঃ আমাদের নিকট আনয়ন করুন। স্বামী এইরূপে হননার্থ অজাকে আনয়ন করে।

---

৭১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুদিতি এবং পুরুমীঢ় ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক অদাতাগণ হইতে লব্ধ মহাধনের দ্বারা পালন কর; শত্রুলোকের হস্ত হইতেও রক্ষা কর।

২। হে প্রিয়জাত অগ্নি! পুরুষস্বভবেসুলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা দিতে পারেনা এবং তুমিই রাত্রিবান্।

৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজোযুক্ত অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান কর।

৪। হে অগ্নি! যে অদাতা ধনবানগণ হব্যদায়ীকে তুমি পালন কর, সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেও।

৫। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয়।

৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী মর্ত্ত্যের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

৭। হে জাতবেদা! আমাদিগকে রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসাবুদ্ধি মর্ত্ত্যের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না।

৮। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমার ধন দান যেন রহিত করিতে না পারে।

৯। হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি! আমরা স্তোতা, তুমি আমাদিগকে মহাধন প্রদান কর।

১০। আমাদের স্তুতি সকল দাহকর শিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক। যজ্ঞ সকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভূত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অভিমুখে গমন করুক।

১১। স্তুতি সকল বলের পুত্র, জাতবেদা বরণীয় অগ্নির অভিমুখে গমন করুক, অগ্নি অমর, মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দুই প্রকার। মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মত্তকারী।

১২। দেবগণের যাগের জন্য তোমাদের অগ্নিকে স্তব করিতেছি, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, কর্ম্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, (শত্রু) উপস্থিত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, ক্ষেত্রের ফল লাভার্থ অগ্নিকে স্তব করিতেছি।

১৩। অগ্নি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার সখা, তিনি আমাদিগকে অন্নদান করুন। পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সেই বাসপ্রদ অঙ্গপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাচ্ঞা করি।

১৪। হে পুরুমীঢ়! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথাদ্বারা স্তব কর, তাঁহার শিখা দাহকর, ধনার্থ তাঁহাকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁহাকে স্তুতি করে, সুদিতির জন্য গৃহ যাচ্ঞা কর।

১৫। শত্রুগণকে পৃথক করিবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি; অগ্নি সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে রাজার ন্যায়, ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহ্বানযোগ্য হউন।

৭২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র হর্য্যত ঋষি।

১। তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর, অগ্নি আসিয়াছেন, অধ্বর্য্যু পুনরায় যজ্ঞ ভজনা করিতেছেন, উনি হবি প্রদান করিতে জানেন।

২। অগ্নির সহিত যজমানের সখ্য, সংস্থাপনকর্ত্তা, হোতা, তীক্ষ্ণ অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করিতেছেন।

৩। যজমানের অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তাঁহারা আপনাদের প্রজ্ঞাবলে সেই রুদ্র অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন (করিতে) ইচ্ছা করিতেছেন, জিহ্বাজাত (স্তুতি) দ্বারা নিন্দিত অগ্নিকে গ্রহণ করিতেছেন।

৪। যে অন্তরীক্ষ সমস্ত বৃহৎ বস্তুকে অতিক্রম করে। অন্নদাতা অগ্নি সেই অন্তরীক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছেন। তিনি শিখাদ্বারা মেঘকে বধ করিতেছেন এবং জলের উপর আরোহণ করিয়াছেন।

৫। বৎসরের ন্যায় (চঞ্চল), শ্বেতবর্ণ অগ্নি, এই জগতে নিরোধকারী ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন।

৬। এই অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অশ্ববিশিষ্ট যে প্রকাণ্ডযুগ ও রথের রজ্জু আছে।

৭। সপ্তঋত্বিক্ শব্দযুক্ত সিন্ধুনদীর ঘাটে জল দোহন করিতেছেন। দুই জন ঋত্বিক্ অপর পাঁচ জনকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

৮। পরিচর্য্যাকারী দশ (অঙ্গুলি) দ্বারা যাচিত হইয়া ইন্দ্র আকাশে মেঘ হইতে তিন প্রকার রশ্মিদ্বারা জলবর্ষণ করিয়াছিলেন।

৯। তিনবর্ণবিশিষ্ট, বেগবান্ অগ্নি নূতন শিখার সহিত যজ্ঞে গমন করিতেছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্য্যুগণ মধুদ্বারা উহার পূজা করিতেছেন।

১০। উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণত দীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত, অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হইয়া উহাকে সিক্ত করিতেছেন।

১১। আদরযুক্ত অধ্বর্য্যুগণ সমীপবর্ত্তী হইয়াই রক্ষাকারী অগ্নির বিসর্জ্জন সময়ে প্রকাণ্ডপাত্রে মধুসেক করিতেছেন।

১২। মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গো সকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ম্ম হিরণ্ময়।

১৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! দুগ্ধ দোহন করা হইলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং মিশ্রয়যোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর।

১৪। তাহারা আপনাদিগের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জানিয়াছে, বৎস যেমন জননীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ গো সকল আপন বন্ধুজনের সহিত মিলিত হইতেছে।

১৫। শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী (অগ্নির) অন্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর।

১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাক্ হইতে সূর্য্যের সপ্তরশ্মিদ্বারা বর্দ্ধিত অন্ন ও রস গ্রহণ করিতেছেন।

১৭। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য্য উদিত হইলে তিনি সোম স্বীকার করেন, উহা আতুরের ঔষধ। এই হর্য্যত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করিবার উপযুক্ত, তথা হইতে অগ্নি শিখাদ্বারা দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন।

---

৭৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সপ্তবধ্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ যোজিত কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

২। হে অশ্বিদ্বয়! অতিশয় বেগবান্ রথে নিমেষ মধ্যে আগমন কর। তোমাদের রক্ষ আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা ঘর্ম্ম নিবারণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৪। তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাইতেছ? শ্যেনপক্ষীর মত কোথায় পতিত হইতেছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৫। কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করিবে, তাহা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৬. যথাকালে অতিশয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করি, নিকটবর্ত্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অত্রির জন্য রক্ষাকারী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! মনোহর স্তুতিকারী অত্রির জন্য অগ্নিকে তাপ হইতে পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৯। সপ্তবধ্রি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করাইয়াছিলেন(১)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১০। হে বৃষ্টিপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! এই স্থানে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! জীর্ণ বৃদ্ধের ন্যায় তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আইস আইস বলিতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উভয়ের উৎপত্তি স্থান একই, তোমাদের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবাপৃথিবী এবং লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

(১) সপ্তবধ্রি পেটক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে নির্গত হইয়াছিলেন। ৫। ৭৮। ৫ ঋক দেখ।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করিওনা। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! উষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতিঃ নির্ম্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৭। কুঠারবিশিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষ চ্ছেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান্ সূর্য্য সেইরূপ তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিদ্বয়কে (আহ্বান করি)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

১৮। হে পরাভবকারী সপ্তবধ্রি! তুমি বৃক্ষপেটক মধ্যে আবৃত হইয়াছিলে, পরে তাহাকে নগরের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী হউক।

৭৪ সূক্ত।

শেষ তিনটী ঋকের শুতর্ব্বা নামক রাজার দানস্তুতি দেবতা; অপরগুলির অগ্নি দেবতা। গোপবন ঋষি।

১। তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করি।

২। যাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁহার উদ্দেশে হব্য দান করতঃ স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে।

৩। যিনি (স্তোতার) প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞে প্রদত্ত হব্যসমূহ দ্যুলোকে প্রেরণ করেন।

৪। যাঁহার শিখাসমূহে ঋক্ষপুত্র মহান্ শুতর্ব্বা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি।

৫। তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূর করেন, তাঁহার উদ্দেশে ঘৃত হোম করা হয়।

৬। বাধাবিশিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ করতঃ ও স্রুক সংযত করতঃ হব্যের দ্বারা তাহার স্তুতি করে।

৭। হে হৃষ্ট সুজাত, সুক্রতু, অমূঢ় এবং দর্শনীয় অগ্নি! আমরা তোমার এই নূতন স্তুতি করিলাম।

৮। হে অগ্নি! উহা অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ও তোমার প্রিয় হউক। তুমি উহা দ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

৯। উহা প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, উহা সংগ্রামে অন্নের উপরি প্রভূত অন্ন ধারণ করুক।

১০। যিনি বলপূর্ব্বক (শত্রুর) অন্ন ও প্রসংশনীয় (ধন) হিংসা করেন, সেই দীপ্ত এবং (ধনদ্বারা) রথপূরক অগ্নিকে মনুষ্যগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সৎপতি ইন্দ্রের ন্যায় (পরিচর্য্যা করুন)।

১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করিয়াছ; তুমি সর্ব্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তাহার আহ্বান শ্রবণ কর।

১২। লোক বাধাযুক্ত হইয়াও অন্ন লাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হও।

১৩। আমি আহূত হইয়া শত্রুগণের গর্ব্ব খর্ব্বকারী, ঋক্ষপুত্র শুতর্ব্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুষ্টয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মস্তক হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিব।

১৪। অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শুতর্ব্বা রাজার চারিটী অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হইয়া পক্ষী সকল যেরূপ তুগ্রকে বহন করিয়াছিল, সেইরূপ অন্ন বহন করিতেছ।

১৫। হে মহানদী পরুষ্ণী(১)! তোমাকে সত্যই বলিতেছি, হে জল! এই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ শুতর্ব্বা হইতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করিতে পারে না।

(১) আধুনিক রাবীনদী। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরাপুত্র বিরূপ ঋষি।

১। হে অগ্নি ! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আহ্বানে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর; তুমি হোতা, তুমি প্রধান হইয়া উপবেশন কর।

২। হে দেব! তুমি দেবগণের নিকট আমাদিগকে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বলিয়া বল এবং সমস্ত বরণীয় (ধন অথবা হব্য) সার্থক কর।

৩। হে যুবতম, বলের পুত্র আহূত অগ্নি! তুমি সত্যবান্ ও যজ্ঞার্হ।

৪। এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি।

৫। হে গমনশীল (অগ্নি)! ঋভুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিত করে, সেইরূপ তুমি একত্রে আহূত (দেবগণের) সহিত অতি নিকটবর্ত্তী যজ্ঞ আনমিত কর।

৬। হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর।

৭। আমরা গাভীগণের জন্য অনল্পচক্ষুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখাদ্বারা কোন্ পণির হিংসা করিব ?।

৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুগ্ধপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ (বৎসকে) পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের পরিত্যাগ করিও না।

৯। সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেইরূপ যেন শত্রুসকলের দুষ্ট বুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয়।

১০। হে অগ্নিদেব! মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রু নাশ কর।

১১। হে অগ্নি! আমরা গাভী লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর।

১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে এই সংগ্রামে পরিত্যাগ করিও না। তুমি ধন জয় কর, উহা (শত্রুগণের সহিত) ছিন্ন হইতেছে।

১৩। হে অগ্নি! এই বাধাসমূহ, অন্য লোকের ভয় (উৎপাদন করুক), তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্দ্ধিত কর।

১৪। যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম সেবা করে, তাহারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন।

১৫। শত্রু সেনা হইতে পৃথক (সেনাগণকে) অভিমুখীন কর; যাহাদের মধ্যে আমি আছি, তাহাদের রক্ষা কর।

১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পূর্ব্বের ন্যায় (এক্ষণে) তোমার রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাচ্ঞা করি।

---

৭৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় কুরুসুতি ঋষি।

১। এই প্রাজ্ঞ ইন্দ্রকে শত্রু চ্ছেদনের জন্য আহ্বান করি তিনি স্বীয় বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট।

২। এই ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হইয়া শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তক চ্ছেদ করিয়াছেন।

৩। ইন্দ্র বর্দ্ধিত ও মরুৎগণে মিলিত হইয়া বৃত্রকে বিদীর্ণ করিয়াছেন এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করিয়াছেন।

৪। যিনি মরুৎগণযুক্ত হইয়া সোমপানার্থে এই স্বর্গ জয় করিয়াছেন, ইনিই (সেই) ইন্দ্র।

৫। ইনি মরুৎগণযুক্ত, ঋজীষ, সোমবিশিষ্ট, ওজস্বী এবং মহান্, আমরা স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি।

৬। আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানার্থে পুরাতন স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি।

৭। হে সেচনসমর্থ, অনেকের আহূত শতক্রতু! তুমি মরুৎগণের সহিত এই যজ্ঞে সোম পান কর।

৮। হে বজ্রবান! তোমার এবং মরুৎগণের জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে, উক্থ মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছে।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে(১) অভিষুত সোম পান কর এবং বলপূর্ব্বক বজ্র তীক্ষ্ণ কর।

১০। তুমি অভিষবণ ফলকে অভিষুত সোমপান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।

১১। তুমি শত্রুগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কম্পনা করে; তুমি সর্ব্বদা দস্যুদিগকে বিনাশ কর।

১২। অষ্টদিক ও নবদিকব্যাপী(২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সেই স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।

---

৭৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুসুতি ঋষি।

১। ইন্দ্র জন্মিয়াই বহু কর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে?।

২। শবসী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহীশুব প্রভৃতি অনেকে আছে, তাহাদের নিস্তার করা উচিত।

৩। বৃত্রহা ইন্দ্র তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা (রথ চক্রের) অরসমূহের ন্যায় যুগপৎ আকর্ষণ করিলেন এবং দস্যুগণকে হনন করিয়া প্রবৃদ্ধ হইলেন।

৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটী কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করিলেন(১)।

---

(১) এইস্থানে ও অন্য অনেক স্থানে "দিবিষ্টষু" শব্দ আছে। যজ্ঞদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বিশ্বাস ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) চারিদিক ও চারি কোণ এবং আদিত্য লইয়া নবদিক। সায়ণ।

---

(১) ইন্দ্র জন্মিবামাত্রেই অতিশয় শূর ও সোমপ্রিয়, তাহা এই চারি ঋকে প্রদর্শিত হইল।

৫। ইন্দ্র মূলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করিবার জন্য চারিদিক হইতে মেঘকে হিংসা করিলেন।

৬। এই ইন্দ্র পক্ক অন্ন নির্ম্মাণ করতঃ বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করিয়া মেঘ সকলকে বিদ্ধ করিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার একমাত্র বাণ শতাগ্রবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্র-বিশিষ্ট; তুমি এই বাণকেই সহায় কর।

৮। স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থ সেই বাণদ্বারা (প্রভূত ধন) আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ ও চতুর্দ্দিকে পরিণত পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছ; বুদ্ধিতে উহাদের স্থিরভাবে ধারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন, তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত(২)। ইন্দ্র শত মহিষ ও ক্ষীর পক্ক অন্ন ও বরাহ দান করিয়াছেন(৩)।

১১। তোমার ধনুঃ বহু বাণক্ষেপী, সুনির্ম্মিত ও সুখকর, তোমার বাণ কার্য্যসাধন ক্রমেও স্বর্ণময়; তোমার বাহুদ্বয় রমণীয় এবং মর্ম্মভেদী, উহারা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্দ্ধক।

---

৭৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুসুতি ঋষি।

১। হে শূর ইন্দ্র! পুরোডাস নামক অন্ন আহার করতঃ শত এবং সহস্র গাভী দান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্ময় অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান কর।

---

(২) বিষ্ণুর অর্থ ঋগ্বেদে সূর্য্য। সূর্য্যরূপ বিষ্ণু জল (অর্থাৎ বৃষ্টি) উৎপন্ন করেন, তিনি ইন্দ্রদ্বারা প্রেরিত এবং তিনি উরুগতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।

(৩) মহিষ ও বরাহ খাদ্যদ্রব্য ছিল।

৩। হে শত্রু পরাজয়কারী, বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমারই কথা শুনা যায় তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক কর্ণাভরণ প্রদান কর।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন অন্য বর্দ্ধনকারী কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নাই, ঋত্বিক্‌গণের নেতাও নাই।

৫। ইন্দ্র কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন।

৬। ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না, নিন্দার পূর্ব্বেই স্থান নাই।

৭। ত্বরান্বিত, বৃত্রঘাতী, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্য্যাকারীর কর্ম্মদ্বারাই পূর্ণ আছে।

৮। হে ইন্দ্র! সমস্ত ধন তোমাতে সঙ্গত হইয়াছে, হে সোমপায়ী! সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হইয়াছে, সুদান সর্ব্বদাই কুটিলতারহিত।

৯। আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভিলাষী হইয়া তোমারই নিকট গমন করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র(১) ধারণ করিতেছি, হে মঘবা! পূর্ব্বছিন্ন, অথবা পূর্ব্ব সংগৃহীত যবের মুষ্টি পূর্ণকর।

---

৭৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। কৃশ ঋষি।

১। এই সোম কর্ত্তা, কেহ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, ইনি বিশ্বজেতা এবং উদ্ভিদ। ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য।

২। যাহা নগ্ন, ইনি তাহা আচ্ছাদিত করেন, যাহা রুগ্ন ইনি তাহা আরোগ্য করেন, সনন্ধ হইয়াও দর্শন করেন, পঙ্গু হইয়াও গমন করেন।

৩। হে সোম! তুমি শরীরকৃশকারী, অন্যকৃত অপ্রিয় কার্য্য হইতে রক্ষা কর।

(১) মূলে "দাত্র" আছে। শস্য কাটিবার কাস্তে।

৪। হে ঋজীষ সোমবান্! তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীর সকাশ হইতে আমাদিগের শত্রুর কার্য্য পৃথক্ কর।

৫। ধনাভিলাষীগণ যদি ধনির নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, ভিক্ষুকের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়।

৬। যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে, তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করে।

৭। হে সোম! তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর, সুখকর, যজ্ঞসম্পাদক, নিশ্চল এবং মঙ্গলকর।

৮। হে সোম! তুমি আমাদিগকে চঞ্চলাঙ্গ করিও না, হে রাজন! তুমি আমাদিগকে ভীত করিও না, আমাদের হৃদয় দীপ্তিদ্বারা বধ করিও না।

৯। তোমার গৃহে দেবগণের দুর্ম্মতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা! শত্রুদিগকে দূর কর, হে সোমসেবী! হিংসকদিগকে বিনাশ কর।

---

৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নোধার পুত্র একদ্যূ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন সুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না, হে শতক্রতু! তুমি আমাদের সুখী কর।

২। যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্ব্বে আমাদিগকে অন্ন লাভার্থ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখী করুন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আরাধীকে প্রবর্ত্তিত কর; তুমি অভিষবনকারীর রক্ষক; অতএব তুমি আমাদিগকে বহুধন প্রদান কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান! উহাকে সম্মুখভাগে আনয়ন কর।

৫। হে হন্তা ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে কেন শব্দ শূন্য হইয়া আছ, আমাদের রথকে প্রধান কর, অন্নাভিলাষী হইয়া অন্ন সমীপবর্ত্তী করিয়া দাও।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নাভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্ত্তব্য আছে? আমাদিগকে সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে জয়শীল কর।

৭। হে ইন্দ্র! দৃঢ় হও, তুমি নগরের ন্যায় মঙ্গলময়ী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক।

৮। নিন্দাভাক্ ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিক্‌সমূহে নিহিত ধন আমাদের হউক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করিয়াছ, তখনই আমরা উহা কামনা করিয়াছি, তুমিই আমাদের পালক, তুমিই আমাদের প্রতিপালন করিতেছ।

১০ হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্যূ ঋষি তোমাদিগকে ও দেবপত্নীগণকে বর্দ্ধিত করিতেছেন, তৃপ্ত করিতেছেন, তাহার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্ম্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন করুন।

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কম্বুগোত্রীয় কুসীদী ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদিগকে দিবার জন্য শব্দবান্ বিচিত্র, গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর।

২। হে ইন্দ্র! আমরা তোমায় জানি, তুমি বহুকর্ম্মা, বহুদাতা, বহুধনবান্ এবং বহুরক্ষাযুক্ত।

৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি দান করিতে ইচ্ছা করিলে, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ভয়ঙ্কর বৃষভের ন্যায় তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না।

৪। তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি স্বয়ং দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর ন্যায় যেন বাধা প্রদান না করেন।

৫। ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা করুন এবং তদনুরূপ গান করুন, তিনি সামস্তোত্র শ্রবণ করুন, ধনযুক্ত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য আগমন কর, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদিগকে ধন হইতে পৃথক করিও না।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি ধনের নিকট গমন কর, হে শত্রু অভিভবকারী! তুমি সাহঙ্কার মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তাহার ধন আহরণ কর।

৮। হে ইন্দ্র! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হইয়া আমাদিগকে প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুক; সে অন্ন সকলের প্রীতিকর। আমাদের স্তোতা সকল নানা অভিলাষযুক্ত হইয়া শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বপুত্র কুসীদী ঋষি।

১। হে বৃত্রহন্! যজ্ঞস্থ মধুর জন্য দূরদেশ হইতে ও সমীপদেশ হইতে আগমন কর।

২। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হইয়াছে, আগমন কর, পান কর এবং মত্ত হইয়া উহার সেবা কর।

৩। (সোমরূপ) অন্নদ্বারা মত্ত হও। উহা তোমার শত্রুনিবারক ক্রোধের জন্য পর্য্যাপ্ত হউক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হউক।

৪। হে শত্রুরহিত! শীঘ্র আগমন কর, যেহেতু তুমি দ্যুলোক হইতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উক্থমন্ত্রদ্বারা আহূত হইতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তরদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হইয়া তোমার আনন্দার্থ আহূত হইতেছে।

৬। হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শ্রবণ কর, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তি লাভ কর।

৭। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে রহিয়াছে, তাহা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর।

৮। জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমূর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর।

৯। শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষ তিরস্কৃত করিয়া পদদ্বারা যে সোম আহরণ করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর(১)।

---

(১) যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, যে গায়ত্রী শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া পদদ্বয়ে সোম আনিয়াছিলেন। উহা প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবনের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্যেনপক্ষী যে গায়ত্রীরূপ ধরিয়াছিল, সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নাই, পরে কল্পিত হইয়াছে।

৮৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কুসীদী ঋষি।

১। হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি।

২। হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা সর্ব্বদা আমাদের সহায় হউন, তাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ ও আমাদের বর্দ্ধক হউন।

৩। হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমাদিগকে বিস্তৃত বহু (শত্রুসেনা হইতে) পারে লইয়া যাও।

৪। হে অর্য্যমা! ভজনীয় ধন আমাদের হউক। হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হউক। আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি।

৫। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর। হে আদিত্যগণ! যাহা পাপিষ্ঠের তাহা আমার নিকট উপস্থিত হউক।

৬। হে সুন্দরদানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্দ্ধনার্থ তোমাদিগকেই আহ্বান করি।

৭। হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মরুৎগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট আগমন কর।

৮। হে সুন্দরদানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুইটী দুইটী করিয়া জন্ম গ্রহণ করায়, যে ভ্রাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব।

৯। তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিতি কর। অনন্তর আমি তোমাদিগকে স্তব করিতেছি।

---

৮৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কবির পুত্র উশনা ঋষি।

১। প্রিয়তম অতিথিও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।

২। দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিয়াছেন।

৩। হে সর্ব্ব কনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোক সকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।

৪। হে অঙ্গিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! তুমি সকলের বরণীয় ও শত্রুদিগের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করিব?।

৫। হে বলের পুত্র! কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা (হব্য) দান কবিব এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করিব?।

৬। তুমিই আমাদিগের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তমগৃহবিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর।

৭। হে দম্পতি অগ্নি(১)! তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুকর্ম্ম প্রীত কর। তোমার স্তুতি ধন লাভকর।

৮। যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, সুকর্ম্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান্ অগ্নির পরিচর্য্যা করে।

৯। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধু পালনের সহিত স্বগৃহে বাস করে, যাহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্রাদিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হন।

---

(১) গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।

৮৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। আঙ্গিরস কৃষ্ণ ঋষি।

১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শ্রবণ (করিয়া) মদকর সোম পানার্থ আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমায় আহ্বান করিতেছে।

৪। হে নেতাদ্বয়! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানার্থ শ্রবণ কর।

৫। হে নেতাদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিনটী বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৯। হে নাসত্য, অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৮৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বক ঋষি(১)।

১। হে দস্র ভিষক্‌দ্বয়! তোমরা উভয়ে সুখকর। তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে। তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! বিমনা নামক ঋষি পূর্ব্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করিয়াছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থ মন করিয়াছিলে। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয়! বিষ্ণাপুর উৎকৃষ্ট ধন বাঞ্ছা পূরণার্থ তোমরা তাঁহাকে ধন বৃদ্ধি প্রদান কর। সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! বীর, ধনভোগী, অভিষুতসোমযুক্ত, দূরেস্থিত বিষ্ণাপুকে আহ্বান করিতেছি, পিতার ন্যায় উহারও সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাদু। আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন। পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন। সত্যই তিনি সেনাযুক্ত শত্রুর অভিভব করেন। সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। (অশ্ব সকল) মোচন কর।

---

(১) কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণাপু বিনষ্ট হইলে, অশ্বিদ্বয় সেই নষ্ট পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ১। ১১৬। ২৩ ও ১। ১১৭। ৭ ঋক্ দেখ।

৮৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠের পুত্র দ্যুম্নীক, অথবা অঙ্গিরার পুত্র প্রিয়মেধা ঋষি, অথবা কৃষ্ণই ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! দ্যুম্নীক তোমার স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের ন্যায় তোমরা আগমন কর। হে নেতাদ্বয়! এই স্তোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে অভিষুত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল পান করে, সেইরূপ অভিষুত সোম পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে নেতাদ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হইয়া তোমরা হব্যের সহিত সোম পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা (যজমান) সমস্ত রক্ষার সহিত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। যে বর্হি আস্তৃত করিয়াছে, সেই যজমানের সর্ব্বদেব সেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে আগমন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! রসবান্ সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর বর্হিতে উপবেশন কর; পরে প্রবৃদ্ধ হইয়া গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগাদিতে গমন করে, সেইরূপ স্বর্গ হইতে আমাদের স্তুতি অভিমুখে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্নিগ্ধ রূপবান্ অশ্বের সহিত ইদানীং আগমন কর। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্দ্ধক অশ্বিদ্বয়! সোম পান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্ন লাভার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা সুন্দর গমনশীল ও বহুকর্ম্মা। আমাদের স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন কর।

---

৮৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৌতম নোধা ঋষি।

১। গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর ও সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।

২। ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দানযুক্ত, পর্ব্বতের ন্যায় বলের দ্বারা আবৃত ও বহুলোকের ভোজয়িতব্য, ইন্দ্রের নিকট শব্দবান্ শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাচ্ঞা করি।

৩। হে ইন্দ্র! বৃহৎ ও দৃঢ় পর্ব্বত সকলও তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, মাদৃশ স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেহই তাহা হিংসা করিতে পারে না।

৪। হে ইন্দ্র! কর্ম্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদিগের বিনাশক, তুমি আপনার কর্ম্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চ্চনামন্ত্র রক্ষার্থ তোমায় আবর্ত্তিত করিতেছে, গোতমগণ তোমাকে আবির্ভূত করিয়াছেন।

৫। হে ইন্দ্র! দ্যুলোকের পর্য্যন্ত প্রদেশ হইতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যস্ত করিতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করিতে ইচ্ছা কর।

৬। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তাহার কেহ নিরোধক নাই। তুমি ধন প্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হইয়া আমাদের উচথ্যের ধন লাভার্থে স্তোত্র অবগত হও।

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী বৃহৎ গান কর। যজ্ঞবর্দ্ধক (বিশ্বদেবগণ) দ্যুতিমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই গানদ্বারা দীপ্ত, সর্ব্বদা জাগরূক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২। স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শত্রুকৃত হিংসা দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পরে দ্যুতিমান্, যশোযুক্ত হইয়াছিলেন। হে বৃহৎ দীপ্তিবিশিষ্ট মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! দেবগণ তোমার সখ্যার্থ তোমায় বরণ করিয়াছিলেন।

৩। হে মরুৎগণ! ইন্দ্র মহান্, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে শত্রুবধার্থ উদ্যুক্ত ইন্দ্র! তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রগল্‌ভমনে আমাদিগকে তাহা প্রদান কর। হে ইন্দ্র! আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে তুমি অভিমুখে ধাবমান্ হউক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর।

৫। হে অপূর্ব্ব মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি বৃত্রহননার্থ যখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করিয়াছ।

৬। তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, হাস্যকর অর্চ্চনামন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি অপক্ক (গোসমূহে) পক্ক দুগ্ধ প্রেরণ করিয়াছ, দ্যুলোকে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ। সামদ্বারা প্রবর্গ্যের ন্যায় শোভন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর।

৯০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি।

১। সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা করুন, সবন সকল সেবা করুন। তিনি বৃত্রহা, তাঁহার মৌর্ব্বী অবিনশ্বর, তিনি স্তুতিদ্বারা সম্বোধন যোগ্য।

২। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মুখ্যধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি (স্তোতাগণকে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত কর। তুমি বহু ধনবিশিষ্ট এবং বলের পুত্র। তুমি মহান্, তোমার যোগ্য ধন সম্ভজনা করি।

৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! আমরা (তোমার জন্য) যে যথার্থভূত স্তোত্র করিতেছি। হে হর্য্যশ্ব! তুমি তাহাতে যোজিত হও, তুমি তাহা সেবা কর। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে, তাহাও সেবা কর।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি সত্য, তুমি কাহারও নিকট অবনত না হইয়া প্রভূত বৃত্রকে নাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাহাতে যায়, তাহা সম্যক্রূপে কর।

৫। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জ্জিত সোমবান্ হইয়া যশস্বী হইয়াছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য বৃত্রগণকে, মনুষ্যদিগের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছ।

৬। হে অসুর ইন্দ্র! তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, তোমারই নিকট (পৈত্রিক বিত্তের) ভাগের ন্যায় ধন যাচ্ঞা করি। হে ইন্দ্র! তোমার কীর্ত্তির ন্যায় গৃহ (দ্যুলোকে) প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার সুখ সকল আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুক।

৯১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অপালা ঋষি।

১। জলের অভিমুখে গমন কালে কন্যা পথে সোমও লাভ করিলেন; গৃহে আনয়ন কালে (সোমকে) বলিলেন ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি(১)।

(১) পূর্ব্বকালে অত্রির কন্যা অপালা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কোন কারণে ত্বক্ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতার আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, সোম ইন্দ্রের প্রিয় এই ভাবিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দানার্থে এক দিন নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। স্নান করিয়া পথে সোমও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে তিনি তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। খাইবার সময় দন্ত ঘর্ষণজাত যে শব্দ হইয়াছিল ইন্দ্র তাহাকেই অভিষব প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি সোম অভিষুত হইতেছে? তিনিও বলিলেন না, দন্ত ঘর্ষণজাত শব্দ হইতেছে। ইন্দ্র তাহা শুনিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মবাদিনী বলিলেন, আপনিত গৃহে গৃহে সোম

২। হে ইন্দ্র! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দন্তদ্বারা অভিষুত, ভ্রষ্টযব শক্তু, অপূপ এবং উক্থস্তুতি-বিশিষ্ট সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি, (এখন) তোমার সহিত অধিগত হইব না। হে সোম! ইঁহার উদ্দেশে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও।

৪। সেই ইন্দ্র বহুবার আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদিগকে বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদিগকে অনেক বার ধনবান্ করুন। আমরা পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইব।

৫। হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার উদর সমীপস্থিত প্রদেশ এই তিনটী স্থান আছে, ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কর।

৬। আমাদের পিতার যে উশর ক্ষেত্র আছে, আমার এই শরীর ও আমার পিতার মস্তক এই সমস্তকে লোমযুক্ত কর।

পানের জন্য গমন করেন, আপনি কেন ফিরিয়া যাইতেছেন? আপনি আমার দংষ্ট্রা হইতেই সোম পান করুন। পরে, ইন্দ্রই আসিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সোমকে বলিলেন, হে সোম! উপস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রথম আস্তে আস্তে পরে দ্রুত গমন কর। ইন্দ্র তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখ হইতেই সোম পান করিলেন। তখন অপালা বলিলেন আমি ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইন্দ্র আমার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বর প্রার্থনা কর। তখন অপালা বলিলেন আমার পিতার মস্তকে কেশ নাই এবং তাঁহার ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হয় না। এবং আমার গোপনীয় স্থান লোমশূন্য, আমাদের সকল দোষ দূর কর। ইন্দ্র উহার পিতার দোষ দুইটী পরিহার করিয়া উহাকে তিনবার আপনার রথ, শকট এবং যুগের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আকর্ষণ করিলেন তাহাতে উহার দোষযুক্ত ত্বক্ তিন বার উন্মুক্ত হইল। প্রথম বারের ত্বক্ হইতে শল্যকের উৎপত্তি হইল, দ্বিতীয় বার ত্বক্ হইতে গোধার উৎপত্তি হইল এবং তৃতীয় বারের ত্বক্ হইতে কৃকলাস হইল এবং ব্রহ্মবাদিনীর বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। সায়ণ। এই সূক্তেরও এক জন নারী ঋষি। কিন্তু প্রকৃত অত্রি কন্যাদ্বারা এ সূক্ত রচিত নহে, অত্রি কন্যা সম্বন্ধে একটী পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বংশীয়গণ এই সূক্ত বোধ হয় রচনা করিয়াছেন।

৭। হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং যুগের ছিদ্রে তিনবার (নিষ্কর্ষণদ্বারা) শোধন করতঃ অপালকে সূর্য্য সমান চর্ম্মবিশিষ্ট করিয়াছিলে।

৯২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্রুতকক্ষ বা সুকক্ষ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষরূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন দান করেন।

২। তোমরা সকলের আহূত, সকলের স্তুত, গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলিয়া সম্বোধন কর।

৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অন্নের দাতা, তিনিই নর্ত্তনকারী। মহান্‌ ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

৪। সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করিয়াছিলেন।

৫। সোমপানার্থ ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চ্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করেন।

৬। দ্যোতমান্‌ ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করিয়া বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন।

৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও।

৮। তিনি শত্রুদিগের সম্প্রহারক, সৎ, অন্যকর্ত্তৃক অনভিগত, অহিংসিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। ইঁহার কর্ম্ম কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্‌, তুমি শত্রুদিগের নিকট হইতে আমাদিগকে প্রভূত ধন দান কর, শত্রুদিগের ধনদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে ইন্দ্র! এই (দ্যুলোক) হইতেই শতবলযুক্ত ও সহস্র-বলযুক্ত অন্নদ্বারাযুক্ত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর।

১১। হে সমর্থ ইন্দ্র! আমরা কর্ম্মবান্, আমরা কর্ম্ম করিব। হে পর্ব্বতবিদারক, বজ্রবান্ ইন্দ্র! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করিব।

১২। (গোপাল) যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সন্তুষ্ট করে, হে শতক্রতু! তোমাকে সকল দিক্ হইতে উক্থস্তোত্রে সেইরূপ সন্তুষ্ট করিব।

১৩। হে শতক্রতু! সমস্ত বিশ্বই অভীষ্টযুক্ত, হে বজ্রবান্! আমরা অশংসনীয় অভীষ্ট যে লাভ করি।

১৪। হে বলপুত্র! অভীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই অবস্থান করে, অতএব হে ইন্দ্র! কোনও দেবতাই তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

১৫। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তুমিসর্ব্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রু-দূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, তুমি কর্ম্মদ্বারা আমাদিগকে চালিত কর।

১৬। হে শতক্রতু! যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্ব্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রমত্ত হইয়া ইদানীং আমাদিগকে প্রমত্ত কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রমত্ততা সর্ব্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্ত্তিযুক্তা, সর্ব্বাপেক্ষা পাপহন্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা বলদাতা।

১৮। হে বজ্রবান্, যথার্থকর্ম্মা, সোমপা, দর্শনীয় ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাহাই আমরা জানিব।

১৯। মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক; স্তুতিকারীগণ অর্চ্চনীয় সোমকে পূজা করুন।

২০। সমস্ত শ্রী যে ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাঁহাতে প্রীত হন, সোম অভিষুত হইলে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২১। হে দেবগণ! তোমরা ত্রিকদ্রুকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলে। আমাদের স্তুতিবাক্য সেই যজ্ঞকেই বর্দ্ধিত করুক।

২২। সিন্ধুসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র! তোমায় কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩ হে অভিলাষপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হইয়াছ। উহা তোমার জঠরে প্রবেশ করিতেছে।

২৪। হে বৃত্রহা ইন্দ্র! সোম তোমার কুক্ষির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হউক, ক্ষরণশীল সোম তোমার শরীরে পর্য্যাপ্ত হউক।

২৫। এই শ্রুতকক্ষ ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, ইন্দ্রের গৃহার্থ অত্যন্ত গান করিতেছে।

২৬। হে ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, তুমি তাহাদের পানার্থ পর্য্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমিই ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্য্যাপ্ত হউক।

২৭। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হইতেও তোমায় ব্যাপ্ত করুক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিব।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্য্য-বান্, তোমার মন সকলের আরাধনীয়।

২৯। হে বহু ধনবান্ ইন্দ্র! সমস্ত যজমান তোমার দান ধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হও।

৩০। হে অন্নপতি ইন্দ্র! তন্দ্রাযুক্ত স্তোতার ন্যায় হইও না, অভি-ষুত গব্যযুক্ত সোম পানে হৃষ্ট হও।

৩১। হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শূর সকল রাত্রিকালে আমাদের নিয়ন্তা না হউক। আমরা তোমার সহায়তায় তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

৩২। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা লাভ করিয়া, আমরা শত্রুদিগকে নিরাকৃত করিব, তুমি আমাদিগের এবং আমরা তোমার।

৩৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার স্তুতি করিয়া, তোমার যথার্থরূপ স্তোতা সকল তোমারই পরিচর্য্যা করিতেছে।

৯৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুকক্ষ ঋষি।

১। হে সূর্য্য (ইন্দ্র)! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নররহিতকর কর্ম্মযুক্ত, ঔদার্য্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দ্দিকে উদিত হও।

২। যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করিয়াছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করিয়াছিলেন।

৩। সেই কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদিগের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত, গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন প্রভূত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন।

৪। হে বৃত্রহা, সূর্য্য ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।

৫। হে প্রবৃদ্ধ, সৎপতি ইন্দ্র! যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সেই মনে করাই সত্য।

৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! তুমি সেই সকলেরই অভিমুখে গমন কর।

৭। আমরা মহান্ বৃত্রকে হননার্থ সেই ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান্ করিব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হউন।

৮। সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী, স্তুতিবান্ এবং সোমার্হ।

৯। স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত, বল সহিত অনভিভূত, মহান্, অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।

১০। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র! হে মঘবান্! তুমি যদি আমাদের কামনা কর, তবে তুমি স্তূয়মান হইয়া দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করিয়া দাও।

১১। (হে ইন্দ্র)! অদ্যাপিও কেহ তোমার বলের অথবা স্বকীয় রাজ্যের হিংসা করে না; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে ত্বরমাণ ব্যক্তিও হিংসা করে না।

১২। হে শোভন হনুবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে।

১৩। তুমি, কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান্ দুগ্ধ-স্থাপন করিতেছ।

১৪। যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মৃগরূপী (অহি) হইতে ভয় পাইয়াছিলেন।

১৫। তখন আমার ইন্দ্র (বৃত্রাসুরের) নিবারক হইয়াছিলেন, অজাত-শত্রু, বৃত্রহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৬। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! প্রসিদ্ধ, বৃত্রহন্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের (স্তুতি করিয়া) তোমাদিগকে প্রভূত ধন দান করি।

১৭। হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হইয়াছ, তখন (আমরা) এই গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হইব।

১৮। বৃত্রহন্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হউন, শক্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন।

১৯। হে অভিষ্টবর্ষী! তুমি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদিগকে প্রমত্ত করিবে? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে (ধন) প্রদান করিবে।

২০। অভীষ্টবর্ষী, সেচনসমর্থ বৃত্রহা, নিযুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কাহার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত বিহার করিতেছেন?।

২১। তুমি মত্ত হইয়া আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক ধনদান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলিয়া অবগত হও।

২২। জলবিশিষ্ট এই সকল সোম অভিষুত হইয়াছে, ইন্দ্র পান করুন, এই অভিলাষে ইহারা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করিতেছে। ইহারা ভক্ষিত হইলে প্রীতিকর হয়, ইহারা জলের নিকট গমন করে।

২৩। যজ্ঞে বর্দ্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বিসর্জ্জন করিতেছে।

২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সহিত প্রমত্ত, হিরণ্ময় কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অন্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে বহন করুক।

২৫। হে বিভাবসু! তোমার জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, কুশ আস্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান কর।

২৬। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ করুন, রত্ন প্রেরণ করুন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ করুন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চ্চনা কর।

২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বীর্য্যবান্ (সোম) ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর।

২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর।

২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর।

৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদিগকে সুখী করিতে ইচ্ছা কর, অতএব হে শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা! আমরা অভিষুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর, আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩২। শ্রেষ্ঠ বৃত্রহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুইপ্রকারে জ্ঞাত হয়েন। সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৩। হে বৃত্রহা! যেহেতু তুমি এই সোমসমূহের পানকর্ত্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর।

৩৪। ইন্দ্রই অন্নার্থ দাতা ও অমর ঋভুক্ষাদেবকে(১) আমাদের দান করুন। বলবান্ ইন্দ্র রাজকে আমাদের দান করুন।

---

(১) ঋভুক্ষা অর্থে ঋভু, স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

৯৪ সূক্ত ।

মরুৎগণ দেবতা ।　বিন্দু অথবা পূতদক্ষ ঋষি ।

১ । মঘবান্, মরুৎগণের মাতা গো সোম পান করাইতেছেন, তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্ব্বত্র পূজ্যা ।

২ । সমস্ত দেবগণ ইঁহার ক্রোড়ে বর্ত্তমান হইয়া আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য্য এবং চন্দ্রমা সর্ব্বলোক প্রকাশনার্থ ইহার সমীপে বর্ত্তমান ।

৩ । সর্ব্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্ব্বদা সোম পানর্থ মরুৎগণকে স্তব করিতেছে ।

৪ । এই সোম অভিষুত হইয়াছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় ইহার অংশ পান করুন ।

৫ । মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানত্রয়ে অবস্থাপিত, স্তুত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করিতেছেন ।

৬ । ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিষুত এবং গব্যযুক্ত সোম সেবার প্রশংসা করিতেছেন ।

৭ । প্রাজ্ঞ মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্য্যকগতিবিশিষ্ট হইয়া কবে দীপ্ত হইবেন ? শত্রুশোষক মরুৎগণ কবে শুদ্ধ বল হইয়া আগমন করিবেন ? ।

৮ । হে মরুৎগন ! তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজঃ স্বতঃই ধর্ষণীয় । তোমরা দ্যুতিমান, কবে তোমাদের রক্ষা লাভ করিব ? ।

৯ । যে মরুৎগণ সমস্ত পার্থিব পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিঃকে প্রথিত করিয়াছেন, সোমপানার্থ তাঁহাদিগকে (আহ্বান করিতেছি) ।

১০ । হে মরুৎগণ ! তোমাদিগের বল পবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতিমান্ ; এই সোম পানার্থ তোমাদিগকে সত্বর আহ্বান করিতেছি ।

১১ । যাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, এই সোমের পানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।

১২ । সর্ব্বতঃ বিস্তৃত, পর্ব্বতে স্থিত, জলবর্ষী মরুৎগণকে এই সোম পানার্থ আহ্বান করিতেছি ।

৯৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। তিরশ্চী ঋষি।

১। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিমুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিমুখে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে।

২। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! দীপ্তিমান্, অভিষুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এই অন্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র! চারিদিকে তোমার জন্য চরু পুরোডাসাদি নিহিত আছে।

৩। হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিষুত সোম আনন্দার্থ সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বহুতর প্রজার পালক ও রাজা।

৪। যে তিরশ্চী তোমার পূজা করিতেছে, তাহার আহ্বান শ্রবণ কর। তুমি মহান্, তুমিই সুবীরযুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদিগকে পূর্ণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সেই স্তোতার উদ্দেশে তুমি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রবৃদ্ধ, সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য্য সম্পাদন কর।

৬। যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উক্থ বর্দ্ধিত করেন, তাঁহাকেই স্তব করিব। আমরা তাঁহার বহুতর বীর্য্য সম্ভোগ করিবার অভিলাষে তাঁহার ভজনা করিব।

৭। শীঘ্র আগমন কর, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উক্থসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করিব(১), দশাপবিত্রের দ্বারায় শোধিত সোম বর্দ্ধিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক।

---

(১) পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বৃত্রবধ করিলে ব্রহ্মহত্যা তাহাতে প্রবেশ করে। তাহাতে তিনি ঋষিগণের নিকট গমন করিয়া বলেন, আমি অপবিত্র হইয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন। ঋষিগণ সামগানদ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তখন সোম ও হবিঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাদুর্ভূত হইল। এইঋকে ঋষিগণ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু ঋকে বৃত্র সংহারে ব্রহ্মহত্যা পাপ উৎপন্ন হওয়ার কথা নাই এবং ঋষিদিগের দ্বারা সে পাপ খণ্ডন করিবার কথাও নাই। বিশুদ্ধ স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করার কথা আছে মাত্র। বাল কোচিত পৌরাণিক গল্প অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদের অর্থ করিতে গেলে অনেক স্থানে আমরা ঋগ্বেদের পবিত্রভাব কলুষিত করি।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষা-কার্য্যের সহিত আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, আমাদিগকে ধন দাও। তুমি শুদ্ধ, হব্য-দায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ, বৃত্রগণকে বধ করিয়া থাক, তুমি শুদ্ধ, অন্ন ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।

---

৯৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মরুৎগণের পুত্র দ্যুতান ঋষি, অথবা তিরশ্চী ঋষি।

১। উষা সকল এই ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্দ্ধিত করিতেছেন। রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট হন। এই ইন্দ্রের জন্য সর্ব্বতোব্যাপ্ত মাতৃস্থানীয় সপ্ত সিন্ধু(১) মনুষ্যদের তরণার্থ সুখে পারযোগ্য হন।

২। অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতি সংখ্যক পর্ব্বত সানু-সমূহ বিদ্ধ হইয়াছিল। অভিলাষপ্রদ, প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র যাহা করিয়াছেন, মর্ত্ত্য, অথবা দেব তাহা করিতে পারে না।

৩। ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্ম্মিত, উহা তাঁহার হস্তে সম্বদ্ধ; তাঁহার হস্তে বহুতর বল আছে। যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মস্তকে শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি থাকে(২)। (তাঁহার আজ্ঞা) শ্রবণার্থ সকলে তাঁহার সমীপে আগমন করে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে যজ্ঞার্হদিগের মধ্যেও যজ্ঞার্হ মনে করি, অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদিগের কেতু বলিয়া মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমত ফলবর্ষক বলিয়া মনে করি।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শত্রুদিগের গর্ব্ব চূর্ণ কর, বজ্র, অহির হননার্থ ধারণ কর, যখন মেঘ সকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে, তখন চারি দিক্ হইতে অভিগমন করতঃ স্তুতিকারীগণ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে।

---

(১) ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "ক্রতব" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শিরস্ত্রাণ প্রভৃতীনি।"

৬। যিনি এই সমস্ত ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বস্তুজাত যাহার পরে উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সেই মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হইব, নমস্কারদ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখীন করিব।

৭। হে ইন্দ্র! যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হইয়াছিলেন, তাহারা বৃত্রের নিশ্বাস হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ তোমায় ত্যাগ করিয়া গেলেন। মরুৎগণের সহিত তোমার সখ্য হইল। পরে তুমি সমস্ত শত্রুসেনা(৩) জয় করিলে।

৮। হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্টি সংখ্যক মরুৎগণ একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞার্হ হইয়াছেন; আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট গমন করিব। আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করিব।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমার-বজ্রের কে প্রতিকূলতা করিতে পারে? হে ঋজীষী! তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধ-রহিত, দেবদ্রোহী অসুরদিগকে(৪) দূর করিয়া দাও।

১০। পশু লাভের জন্য মহান্, উগ্র, প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর। স্তুতিভাক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন।

১১। উক্থ বাহিত, মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ করুন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেরণ করুন।

১২। ইন্দ্র যাহা স্বীকার করেন, তাহা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর, স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা কর। হে স্তোতা! অলঙ্কৃত হও, রোদন করিও না, বাক্য শ্রবণ করাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করিবেন।

---

(৩)। মূলে "ত্রিঃ ষষ্টি মরুৎ" আছে। অন্যান্য স্থানে সাতজন মরুতের উল্লেখ আছে, এখানে তাহার নয় গুণ অর্থাৎ ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায়।

(৪) মূলে "অনায়ুধাস, অসুরা, অদেবা" আছে। অর্থ আয়ুধশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য, বলবান্ শত্রুগণ। বোধ হয় অনার্য্যদিগের উল্লেখ, ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋক্ দেখ।

১৩। দশসহস্র(৫) সৈন্যের সহিত দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন।

১৪। (ইন্দ্র বলিলেন), দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ! আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁহাকে সংহার কর।

১৫। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কর্ম্ম করিয়াছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রু-শূন্য সপ্তশত্রুর (শত্রু হইয়াছ), অন্ধকারাবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করিয়াছ।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই কার্য্য করিয়াছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হইয়া অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করিয়াছ, তুমিই আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছ, তুমি আপনার কার্য্যদ্বারা গোলাভ করিয়াছ।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কার্য্য করিয়াছ, হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদিগের উপদ্রবের হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করিয়াছিলে।

১৯। সেই ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিষুত সোম পানার্থ আনন্দিত। তাঁহার ক্রোধ কেহ সহ্য করিতে পারে না, তিনি দিবসের ন্যায় ধনবান্, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্ম্মকর্ত্তা, তিনি বৃত্রহা, তিনি সকল শত্রু সৈন্য বিনাশ করেন।

(৫) ইন্দ্রকর্ত্তৃক কৃষ্ণ নামক অনার্য্য যোদ্ধা ও তাহার সৈন্যের বিনাশের কথা আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

২০। সেই ইন্দ্র বৃত্রহা, তিনি মনুষ্যগণের পোষক, তিনি আহ্বান-যোগ্য, তাঁহাকে স্তুতিদ্বারা হোম করিব, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান্, তিনি কীর্ত্তিপ্রদ, অন্নের দাতা, তিনি আদরপূর্ব্বক কথা বলিয়া থাকেন।

২১। সেই বৃত্রহা ইন্দ্র মহান্, তিনি জাতমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আহ্বান যোগ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণের হিতকর বহুকার্য্য করতঃ পীত সোমের ন্যায় সখাগণের আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন।

---

৯৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রেভ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সুখবান্। তুমি অসুরগণের নিকট হইতে(১) যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করিয়াছ, হে ধনবান্! তাহার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্দ্ধিত কর, উহারা বর্হি আস্তীর্ণ করিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন (ধারণ কর), যজমান দক্ষিণাযুক্ত হইয়া সোমাভিষব করিলে তাহাকেই সে ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করিও না।

৩। অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধনবিনাশ করুক, তুমি তাহাকে কর্ম্ম-রহিত প্রদেশে স্থাপন কর।

৪। হে শক্র! হে বৃত্রহা! তুমি যে দূরদেশে থাক, বা যে নিকট দেশেই থাক, তথা হইতে, এই ভূলোক হইতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়, এই স্তুতিদ্বারা অভিবৃত সোমবান্ যজমান যজ্ঞে আনয়ন করিতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে বৃত্রহা! যদি বাপৃথিবীর কোন স্থানে থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাক, আগমন কর।

---

(১) এখানেও বোধ হয় অসুর অর্থে বলবান অনার্য্যগণ। অনার্য্যগণের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া তোমার উপাসক আর্য্যগণকে দাও, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম। নীচের ঋকে দুইটী যজ্ঞবিহীন ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ দেখ।

৬। হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অন্নের দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত কর।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সহিত একত্র সোম পানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদিগকে রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদিগের বন্ধু। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদের সহিত অভিষুত সোম মধুপানার্থ উপবেশন কর। হে মঘবা! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিষুত সোমে আমাদের সহিত (উপবেশন কর)।

৯। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, মর্ত্ত্যগণও পারে না। তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১০। সমস্ত সেনা পরস্পর মিলিত হইয়া শত্রু পরাজয় কর, নেতাকে তীক্ষ্ণ করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থ (সূর্য্যাত্মক) ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও (শত্রুদিগের) সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী প্রবৃদ্ধ ও বেগবান্ ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করিতেছে।

১১। রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানার্থ সম্যক্‌রূপে স্তুতি করিয়াছিল। স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্দ্ধনার্থ যখন (স্তুতি করে), তখন কর্ম্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন।

১২। রেভগণ নেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে, মেধাবীগণ মেষকে(২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমারা সুন্দর দীপ্তিযুক্ত এবং অদ্রোহী, তোমরা ত্বরাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের কর্ণে অর্চ্চনা মন্ত্রদ্বারা স্তব কর।

১৩। সেই মঘবান্, উগ্র, যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধনীয়, ইন্দ্রকে বারম্বার আহ্বান করি। পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্ত্তিত হউন। বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ করুন।

(২) ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথি ঋষিকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সায়ণ এ গল্পটী বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত; ঋগ্বেদের কবি বোধ হয় কেবল ইন্দ্রের যুদ্ধপ্রিয়তা, বা নরহিতকারিতা দেখিয়া মেষের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১৪। হে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! হে শক্র! হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী! সমস্ত ভূতজাত তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়।

১৫। হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করুক, হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! জলের ন্যায় বহুপাপ হইতে আমাদিগকে পার কর। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহনীয় ধন আমাদের অভিমুখে কবে প্রদান করিবে?।

সপ্তম অধ্যায়।

৯৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ ঋষি।

১। মেধাবী, মহান্, কর্ম্মকর্ত্তা, বিদ্বান্, স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি অভিভবিতা হও, তুমি সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়াছ; তুমি বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহান্।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যোতিঃদ্বারা দ্যুলোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে; দেবগণ তোমার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদিগের জয়কারী; তোমাকে কেহ গোপন করিতে পারে না; তুমি পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বতঃ বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি; তুমি আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইন্দ্র! যেহেতু তুমি দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিভূত করিয়াছ, অতএব তুমি সোমাভিষবকারীর বর্দ্ধক হও এবং স্বর্গের পতি হও।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপুরী ভেদ করিয়া থাক; তুমি দস্যুহন্তা, মনুষ্যের বর্দ্ধক এবং দ্যুলোকের পতি।

৭। হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল বিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার উদ্দেশে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করিতেছি।

৮। হে বজ্রবান্, শূর ইন্দ্র! নদীগণ যেরূপ উদকস্থান বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ তোমাকে প্রতি দিবস বর্দ্ধিত করি।

৯। গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎরথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাগ্মাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।

১০। হে শতক্রতু, বিচক্ষণ, বীর্য্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বল এবং ধন দান কর।

১১। হে নিবাসপ্রদ, শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।

১২। হে বলবান্, বহুকর্তৃক আহূত শতক্রতু! তুমি বলাভিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করিতেছি; তুমি আমাদিগকে সুন্দর বীর্য্যোপেত ধন দান কর।

---

৯৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমেধ ঋষি।

১। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অদ্য এবং কল্য সোম পান করাইয়াছে; তুমি এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের (স্তোত্র) শ্রবণ কর এবং গৃহে উপাগত হও।

২। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট, অশ্ববান্, স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করিতেছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সোম অভিষুত হইলে তোমার অন্ন উপমাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হউক।

৩। সমাশ্রিত (রশ্মিসমূহ) যেরূপ সূর্য্যকে ভজনা করে, সেইরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত (ধন) ভজনা কর; তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষ্যমান্ ধনসমূহ (উৎপাদন করেন), আমরা (উহা পৈতৃক) ভাগের ন্যায় ধারণ করিব।

৪। পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধন দাতা, সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছার বাধা দেন না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারীগণকে অভিভূত কর। হে শক্রগণের বাধক! তুমি অমঙ্গলনাশক, জনয়িতা, সমস্ত (শক্রগণের) হিংসক এবং বাধকগণের (বাধাদানকারী)।

৬। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেইরূপ মাতৃভূত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি বৃত্রকে বধ কর, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে খিন্ন হয়।

৭। জরারহিত, (শক্রগণের) প্রেরক, অপ্রতিহত, বেগশালী, জয়শীল, গমনশীল, রথিশ্রেষ্ঠ, অহিংসিত ও জলবর্দ্ধক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর।

৮। (শক্রগণের) সংস্কর্ত্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত, বলকৃৎ, বহুরক্ষাবিশিষ্ট, শতক্রতু, সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি।

১০০ সূক্ত।

দশম ও একাদশ ঋকের বাক্ দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমি পুত্রের সহিত (শক্র জয়ার্থে) তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে অভিগমন করেন; যখন তুমি আমাকে (শক্রধনের) ভাগ দান কর, অতএব আমার সহিত পৌরুষ প্রকাশ কর।

২। তোমাকে অগ্রে মদকর (সোমরূপ) অন্নদান করিতেছি, অভিষুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হউক। তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সখারূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুইজনে বহুসংখ্যক বৃত্র বধ করিব।

৩। হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাকে স্তুতি করিব(১)?।

(১) দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিতেছিল, তাহা এই ঋক হইতে অনুমান হয়, পরের দুইটী ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তিচ্ছলে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছেন।

৪। হে স্তোতা! এই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে দর্শন কর; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাদ্বারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেষ্টৃগণ আমাকে বর্দ্ধিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি।

৫। যখন যজ্ঞাভিলাষীগণ কমনীয় (অন্তরীক্ষের) পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করাইয়াছিল, তখন তাহাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিল যে, পুত্রযুক্ত প্রিয় এই ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে।

৬। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞে সোমাভিষবকারীর জন্য যাহা করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য্য বলিবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তাহা ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপাবৃত করিয়াছ।

৭। যে এক্ষণে প্রধাবিত হইতেছে, পৃথক্ থাকিতেছে না, যে তোমাদিগকে আবরণ করিতেছে না, ইন্দ্র তাহার মর্ম্মস্থানে বজ্রপাতিত করিয়াছেন।

৮। মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হইলেন, পরে স্বর্গে গমন করতঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করিলেন।

৯। যে বজ্র সমুদ্রের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আবৃত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শত্রুগণ উপহার ধারণ করিতেছে।

১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উন্মাদকর বাক্য যখন জ্ঞানরহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করতঃ যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন, জল দোহন করে। উহার যাহা শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা কোথায় গমন করিতেছে?।

১১। দেবগণ যে দীপ্তিমান্ বাক্‌দেবতাকে উৎপাদন করিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার পশুগণ সেই বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হইয়া আমাদের স্তুতি গ্রহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন করুন।

১২। সখে বিষ্ণু! তুমি অত্যন্ত পদবিক্ষেপ কর, হে দ্যুলোক! তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু! তুমি ও আমি বৃত্রকে বধ করিব, নদী সকলকে লইয়া যাইব, নদী সকল ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক।

১০১ সূক্ত।

পঞ্চমের শেষাংশের ও ষষ্ঠের আদিত্য দেবতা; সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা; নবমের ও দশমের বায়ুদেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের সূর্য্যদেবতা; ত্রয়োদশের উষা দেবতা; চতুর্দ্দশের পবমান দেবতা; পঞ্চদশ ও ষোড়শের গো দেবতা; অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরুণ। ভৃগুগোত্র জমদগ্নি ঋষি।

১। যে হব্যদায়ী (যজমানের) উদ্দেশে অভিমত সিদ্ধির জন্য মিত্র ও বরুণকে সম্বোধন করে, সেই মনুষ্য সত্যই এই প্রকারে যজ্ঞার্থ হবিঃ সংস্কার করে।

২। অতিশয় বর্দ্ধিতবল, মহাদর্শন, নেতা, দীপ্তিমান্, অতিশয় বিদ্বান্, সেই মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্য্যকিরণের সহিত কর্ম্ম লাভ করেন।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! যে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিমুখে গমন করে, সে দেবগণের দূত হয়, তাহার মস্তক স্বর্ণ ভূষিত হয় এবং সে মদকর ধন লাভ করে।

৪। যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও আনন্দিত হয় না, যে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও আনন্দিত হয় না, কথোপকথনের জন্যও আনন্দিত হয় না, তাহার সংগ্রাম হইতে আমাদিগকে আজি রক্ষা কর, তাহার বাহুদ্বয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবার্হ, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর, অর্য্যমা উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর, মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর।

৬। অরুণবর্ণ, জয়সাধন, বাসপ্রদ, (পৃথিব্যাদি), তিন জনের এক পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করিতেছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্য-দিগের স্থান সকল দেখিতে পান।

৭। হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বয়! তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ত-তম বাক্যে ও কার্য্যে আগমন কর, হব্য ভক্ষণের উদ্দেশে গমন কর।

৮। হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রাক্ষসরহিত দান আছে, তাহা যখন আহ্বান করিব, তখন তোমরা জমদগ্নিকর্তৃক

স্তূয়মান হইয়া পূর্ব্বমুখী ও স্তুতিবর্দ্ধনকারী নেতাস্বরূপ হইয়া আগমন কর।

৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে আগমন কর। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত হইয়াছিল।

১০। হে নিযুৎবান্ বায়ু! অধ্বর্য্যু ঋজুতম পথে গমন করিতেছে, তোমার ভক্ষণার্থ হবিঃ লইয়া যাইতেছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর।

১১। হে সূর্য্য! তুমি সত্যই মহান্, হে আদিত্য! তুমি মহান্, একথা সত্য। তুমি মহান্, তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে, হে দেব! তুমি মহান্, একথা সত্য।

১২। হে সূর্য্য! তুমি শ্রবণে মহান্, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান্, একথা সত্য। তুমি শত্রুবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেষ্টা, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনয়ী।

১৩। এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশযুক্তা ঊষা উৎপাদিত হইয়াছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করতঃ চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন।

১৪। তিন প্রজা অতিক্রমণ করতঃ গমন করিয়াছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চ্চনীয় অগ্নির চতুর্দ্দিক আশ্রয় করিয়াছিল। ভুবন মধ্যে আদিত্য মহান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, পবমান্, দিকসমূহে প্রবেশ করিলেন।

১৫। যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জনগণ! সেই নির্দ্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম।

১৬। বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্যউচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিশিষ্টা গো দেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জ্জন করে।

---

১০২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। এই সূক্তের ভৃগুগোত্রোৎপন্ন প্রয়োগ ঋষি, অথবা বৃহস্পতির পুত্র অগ্নি নামক ঋষি, অথবা সহের পুত্র গৃহপতি ও যবিষ্ঠ নামক ঋষি।

১। হে দ্যোতমান্ অগ্নি! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী যজমানের উদ্দেশে মহা অন্ন প্রদান কর।

২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! তুমি জ্ঞাত হইয়া আমাদের বাক্যের দ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর। আমরা স্তুতি ও পরিচর্য্যা করিতেছি।

৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায় লাভ করিয়া আমরা অন্ন লাভার্থ (শত্রুগণকে) অভিভব করি।

৪। আমি সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী শুচি অগ্নিকে, ঔর্ব্ব, ভৃগু ও অপ্নবাণের ন্যায় আহ্বান করি।

৫। বাতসদৃশ ধ্বনিবিশিষ্ট, পর্জ্জন্যসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান্, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৬। সবিতাদেবতার প্রসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়, সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৭। অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান্, বর্দ্ধমান্ ও বহুতম অগ্নিকে, হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অভিগমন কর।

৮। এই অগ্নি, আমাদিগের কর্ত্তব্যের রূপ নির্ম্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্য্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই।

৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন।

১০। হে স্তোতা! সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তব কর।

১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান্ অগ্নি যাজ্ঞিকগণের গৃহে আদীপ্ত হন। পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব কর।

১২। হে মেধাবী! অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য, বলবান্, মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর।

১৩। হে অগ্নি! যজমানের জন্য স্তুতি সকল ভগিনী সকলের ন্যায় তোমার গুনকীর্ত্তন করতঃ তোমার সেবা করিতেছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করিতেছে।

১৪। যে অগ্নির তিনটী অনাবৃত্ত অবদ্ধ বর্হি আছে, সেই অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয়।

১৫। অভীষ্টবর্ষী ও দ্যুতিমান্ অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁহার দৃষ্টিও সূর্য্যের ন্যায় মঙ্গলকর।

১৬। হে অগ্নিদেব! দীপ্তিসাধন ঘৃতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হইয়া জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর এবং যজ্ঞ কর।

১৭। হে অঙ্গিরা অগ্নি! দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

১৮। হে কবি অগ্নি! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয়, দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী, তোমার চারিদিকে দেবগণ উপবিষ্ট হইলেন।

১৯। হে অগ্নি! আমার গাভী নাই, আমার কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নাই, হে অগ্নি! এই সমস্তই আমি তোমায় দান করিয়াছি।

২০। হে যুবতম অগ্নি! তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য্য ধারণ করি, তখন সেই সকল পরশু ছিন্নকাষ্ঠ তুমি সেবা কর।

২১। তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠ সকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠ সকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করিয়া গমন করে, সে সমস্ত ঘৃতসদৃশ হউক।

২২। মনুষ্য কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করতঃ মনের দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করে ও ঋত্বিক্‌গণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে।

---

১০৩ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। সোভরি ঋষি।

১। যে অগ্নিতে কর্ম্ম সকল আহৃত হয়, সর্ব্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হইলেন। আর্য্যগণের বর্দ্ধনকর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য সকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।

২। দিবোদাসকর্ত্তৃক আহূত অগ্নি, মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। দিবোদাস বলেরদ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থিতি করিলেন।

৩। কর্ত্তব্যকর্ম্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর মনুষ্যগণ (কম্পিত হয়), অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা আপনি পরিচর্য্যা কর।

৪। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! তুমি যাহাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমায় হব্য, প্রদান করে সেই উক্থশংসী নিজেই সহস্রপোষক পুত্রলাভ করে।

৫। হে বহু ধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রুপুরস্থিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্ব্ব প্রকার ধন ধারণ করিব।

৬। যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে।

৭। হে দর্শনীয়, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাভিলাষীগণ রথবাহক অশ্বের ন্যায় যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করে, সেই তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবানুগণের দান প্রদান কর।

৮। হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবানু, সত্যবানু, বৃহৎ, দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর।

৯। ধনবান্, অন্নবান্ অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হইয়া যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, উঁহার নূতন অনুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সহিত বহুবার আমাদের অভিমুখে আগমন করুন।

১০। হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্হ অগ্নিকে স্তবক র

১১। জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞার্হ যে অগ্নি উদ্‌গত শ্রুতধন আবর্জিত করেন। কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির (জ্বালা) নিম্নাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দুস্তর, সেই অগ্নিকে স্তব কর।

১২। বাসপ্রদ, অতিথি অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন (কোন ব্যক্তিকর্তৃক) অবরুদ্ধ না হন।

১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মনুষ্যগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা (তোমার পরিচর্য্যা করে), তাহারা যেন হিংসিত না হয়; সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, হব্যদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্ম্মের জন্য উপাসনা করে।

১৪। হে অগ্নি! তুমি মরুৎগণের প্রিয়, আমাদের যাগকর্ম্মে সোম পানার্থ রুদ্রগণের সহিত আগমন কর, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট আগমন কর, প্রমত্ত হও।

নবম মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিযুত হইয়া স্বাদুতম ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও।

২। রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিস্ট হইয়া দ্রোণ-কলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিস্ট হন।

৩। তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে বৃত্র বধ কর; ধনবান্ (শত্রুগণের) ধন (আমাদিগকে) দান কর।

৪। তুমি মহান্, দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অন্নের সহিত গমন কর, বল ও অন্ন দান কর।

৫। হে ইন্দু! আমরা তোমার পরিচর্য্যা করি, প্রত্যহ ইহাই আমাদের কার্য্য; আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি।

৬। সূর্য্যের দুহিতা(২) তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিস্তৃত এবং নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পূত করেন।

৭। অভিষবণকালে যজ্ঞে ভগিনীভূত দশ অঙ্গুলিরূপ স্ত্রীগণ সেই সোমকেই গ্রহণ করে।

---

(১) সমস্ত নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবের অর্চ্চনা। অঙ্গিরা বা তদ্বংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সামবেদের তৃতীয়াংশ এই ঋগ্বেদে নবম মণ্ডল হইতে গৃহিত। সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়িত করিয়া পরে দশ অঙ্গুলি-দ্বারা চটকাইয়া রস বাহির করিত। পরে মেষ লোমের ছাকনিদ্বারা ছাকিয়া পাত্রে রাখিত এবং "সিদ্ধির" ন্যায় দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত।

(২) শ্রদ্ধাদেবী। (সায়ণ)। কিন্তু সূর্য্যদুহিতার সোমের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭। ঋকের টীকা দেখ।

৮। অঙ্গুলিগণ তাঁহাকেই প্রেরণ করে, চর্ম্মের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সোমকে অভিষব করে, ঐ (সোমাত্মক) মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে।

৯। অবধ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে দুগ্ধের দ্বারা সংস্কৃত করে।

১০। শূর ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধন দান করেন।

---

২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি।

১। হে সোম! তুমি দেবাভিলাষী হইয়া বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও, হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর।

২। হে সোম! তুমি মহান্, অভীষ্টবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক, তুমি পানীয় প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর।

৩। অভিযুত, অভিলষিতপ্রদ সোমের ধারা প্রিয় মধু দোহন করে, সুকর্ম্মা সোম জল আচ্ছাদন করে।

৪। যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম! তোমার অভিমুখে ক্ষরণশীল মহৎজল গমন করে।

৫। সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্গ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে সংস্কৃত হন।

৬। অভীষ্টবর্ষী, হরিতবর্ণ, মহান্ এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করেন এবং সূর্য্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।

৭। হে ইন্দু! মত্ততার জন্য তুমি যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্ম্মেচ্ছাসম্বন্ধীয় স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়।

৮। তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শত্রুধর্ষণশীল (যজমানের) জন্য উত্তমলোক সৃষ্টি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট মত্ততা যাচ্ঞা করি।

৯। হে ইন্দু! তুমি ইন্দ্রাভিষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও।

১০। হে ইন্দু! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর।

---

৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। শুনঃশেফ ঋষি।

১। মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।

২। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হইয়া গমন করেন।

৩। যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।

৪। ক্ষরণশীল এই বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন।

৫। এই ক্ষরণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন।

৬। মেধাবীগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে রত্নদান করতঃ জল মধ্যে প্রবেশ করেন।

৭। ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

৮। ক্ষরণশীল এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।

৯। হরিৎবর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিষুত হইয়া দশাপবিত্রে গমন করেন।

১০। এই বহুকর্ম্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।

---

৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাকুলোৎপন্ন হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! ভজনা কর, জয় কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

২। হে সোম! জ্যোতিঃ দান কর, স্বর্গ দান কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৩। হে সোম! বল এবং কর্ম্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৪। হে সোমাভিষবকারীগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৫। (হে সোম)! তুমি তোমার কর্ম্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে সূর্য্য লাভ করাও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৬। আমরা তোমার কর্ম্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সূর্য্য দর্শন করিব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৭। হে শোভনাস্ত্রবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৮। সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, (শত্রুগণকে) অভিভব করিয়া থাক, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৯। হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

১০। হে ইন্দু! তুমি আমাদিগকে নানাবিধ অশ্ববান্, সর্ব্বগামী ধন দান কর।

৫ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সমিদ্ধ, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান(১) সোম শব্দ করিয়াও (দেবগণকে) প্রীত করিয়া বিরাজিত হন।

২। জলের পৌত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন।

৩। স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টদাতা, দীপ্তিমান্, পবমান সোম মধুধারার সহিত তেজোবলে বিরাজিত হন।

৪। হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞে পূর্ব্বাগ্র বর্হি বিস্তার করতঃ তেজোবলে আগমন করেন।

৫। হিরণ্ময়ী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সহিত স্তুত হইয়া বৃহৎ দিক্সমূহে উদগমন করেন।

৬। সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা, বৃহতী, মহতী, দর্শনীয়া, দিবা রাত্রিকে কামনা করিতেছেন।

৭। মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করি পবমান সোম ইন্দ্র(২) এবং অভীষ্টবর্ষী।

৮। ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানামক তিনজন সুরূপা দেবী আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন করুন।

৯। অগ্রজাত, প্রজাপালক, পুরোগামী ত্বষ্টাকে আহ্বান করি, হরিৎবর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি।

১০। হে পবমান সোম! হরিৎবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিমান্, সহস্রশাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে মধুধারাদ্বারা সংস্কৃত কর।

১১। হে বিশ্বদেবগণ! বায়ু, বৃহস্পতি, সূর্য্য, অগ্নি, এবং ইন্দ্র তোমরা সকলে মিলিত হইয়া সোমের স্বাহা শব্দের নিকট আগমন কর।

---

(১) ক্ষরণশীল।
(২) দীপ্ত।

৬ সূক্ত।

পবমান দেবতা। কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে সোম! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দেবাভিলাষী, তুমি আমাদিগকে অভিলাষ করিয়া থাক। তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধু-ধারায় ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! যেহেতু তুমি স্বামী, অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবান্ অশ্ব প্রদান কর।

৩। তুমি অভিষুত হইয়া সেই পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর।

৪। জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল সোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে।

৫। দশ (অঙ্গুলিরূপ) স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবান্ অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্য্যা করে।

৬। দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিষুত এবং অভীষ্ট-বর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর।

৭। ইন্দ্রদেবের জন্য অভিষুত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু ইহার পয়ঃ আপ্যায়িত করে।

৮। যজ্ঞের আত্মা অভিষুত সোম অভিলাষ প্রদান করিয়া বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ব রক্ষা করেন।

৯। হে মদকর সোম! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া তাঁহার পানার্থে ক্ষরিত হইয়া যজ্ঞশালায় শব্দ উৎপন্ন কর।

৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে সৃষ্ট হইতেছেন।

২। সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে।

৩। অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন।

৪। কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান্ (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।

৫। যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।

৬। হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হইয়া মেষ লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ করতঃ স্তুতি সেবা করেন।

৭। যে এই সোমের কর্ম্মে প্রীত হয়, সে মদমত্ত বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।

৮। (যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।

৯। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্ন লাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বসু দান কর।

৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোমসমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিলষণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।

২। সেই সোম অভিষুত হইতেছে, চমষ মধ্যে আহ্বান করিতেছে এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উহা আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।

৩। হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।

৪। দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।

৫। তুমি মেষ লোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্যদ্বারা মিশ্রিত করিব।

৬। অভিষুত ও কলস মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের ন্যায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।

৭। হে সোম! আমরা ধনবান্, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।

৮। হে সোম! তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, (ধন) উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর।

৯। তুমি নেতাগণের দর্শক এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় (পান করি), আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।

---

৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। কবিপ্রান্তদর্শী সোম অভিষবণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিষুত হইয়া দ্যুলোকের অত্যন্ত প্রিয় পক্ষীগণের নিকট গমন করেন।

২। তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত, স্তুতিকারী, মনুষ্যের ভক্ষণের জন্য পর্য্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারাদ্বারা আগমন কর।

৩। জাতবিশুদ্ধ, মহান্ সেই পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্দ্ধয়িত্রী ও জনয়ত্রী ও মাতৃভুতা (দ্যাবাপৃথিবীকে প্রদীপ্ত করেন।

৪। নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীণরূপে বর্দ্ধিত করে, সেই সোম অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হইয়া দ্রোহরহিত সপ্তনদীকে প্রীত করেন।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম সেই (অঙ্গুলিগণ) অহিংসিত, বিদ্যমান্ সোমকে মহৎ কর্ম্মের জন্য ধারণ করে।

৬। বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত (নদী) দর্শন করেন, তিনি কূপরূপে পরিপুর্ণ হইয়া নদীগণকে তৃপ্ত করেন।

৭। হে পুরুষ সোম! কল্পনীয় দিবসে আমাদিগকে রক্ষা কর, হে পবমান সোম! যে সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তাহাদিগকে বিনাশ কর।

৮। হে সোম! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য সূক্তের জন্য শীঘ্র যজ্ঞপথে আগমন কর এবং পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর।

৯। হে শোধনকালীন সোম! তুমি পুত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও অশ্ব আমাদিগকে দান করিয়া থাক, তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ প্রদান কর।

১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।

২। সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেরূপ (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেই রূপ (ঋত্বিক্‌গণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।

৩। স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হয়েন এবং সপ্ত হোতাদ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়।

৪। অভিষুত সোম মহতী স্তুতিদ্বারা অভিষুত হইয়া মত্ত করিবার জন্য ধারারূপে গমন করেন।

৫। ইন্দ্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সূর সোম শব্দ করিতেছেন।

৬। স্তুতিকারী, পুরাতন, অভীষ্টবর্ষী সোমের আহারকারী মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন।

৭। সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্তহোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।

৮। আমি যজ্ঞের নাভিভূত, (সোমকে) আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।

৯। গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।

১১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে নেতাগণ! এই ক্ষরণশীল সোম দেবগণকে যাগ করিতে অভিলাষী, ইহার উদ্দেশে গান কর।

২। (হে সোম)! অথর্ব্বা (ঋষিগণ) তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্র দেবের জন্য গোদুগ্ধে সংস্কৃত করিয়াছেন।

৩। হে রাজা! তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে ক্ষরিত হও, অশ্বের জন্য সুখে ক্ষরিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে ক্ষরিত হও।

৪। তোমরা, বভ্রুবর্ণ, স্ববলভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক্ সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ কর।

৫। হস্তস্থিত অভিষব প্রস্তরদ্বারা অভিযুত সোম পূত কর, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর।

৬। নমস্কারের সহিত তাঁহার নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর।

৭। হে সোম! তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও।

৮। হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া তুমি পরিষিক্ত হইয়া থাক।

৯। হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর বীর্য্যযুক্ত ধন দান কর।

---

১২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অভিষুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।

২। মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবীগণ সোমপানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।

৩। মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গ স্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৪। সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।

৫। যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন।

৬। সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন।

৭। নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি (সোম মনুষ্য) গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।

৮। কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন।

৯। হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহু দীপ্তিবিশিষ্ট, সুন্দর গৃহবিশিষ্টধন দান কর।

অষ্টম অধ্যায়।

১৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছে।

২। হে রক্ষাভিলাষীগণ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থ অভিষুত সোমের উদ্দেশে গমন কর।

৩। বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।

৪। হে সোম! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্য সম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।

৫। সেই অভিষুত সোমদেব আমাদের সহস্র সংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।

৬। সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

৭। ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া গাভীর অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিক্‌গণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।

৮। সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।

৯। হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক, সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।

১৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।

২। বন্ধুভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্ম্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতি দ্বারা অলঙ্কৃত করে।

৩। তখন সোম গো দুগ্ধে মিশ্রিত হইলে সমস্ত দেবগণ বলবান্ সোমরসে প্রমত্ত হয়।

৪। সোম দশাপবিত্র বস্ত্রেরদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অধোদেশে ধাবিত হন, এই যজ্ঞে সখা (ইন্দ্রের) সহিত সঙ্গতন।

৫। যুবা অশ্বিকে যেরূপ মার্জ্জিত করে, সেইরূপ সোম গব্যের সহিত আপন শরীর মিশ্রিত করতঃ পরিচর্য্যাকারীর পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জ্জিত হইতেছেন।

৬। অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন। আমি উহাকে লাভ করিব।

৭। অঙ্গুলিসকল মার্জ্জনা করতঃ অন্নপতি সোমের সহিত মিলিত হইতেছে। এবং বলবান্ সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

৮। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে কামনা করিয়া গমন কর।

---

১৫ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত হইয়া কর্ম্মবলে শীঘ্র-গামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্ম্মিত (স্বর্গ স্থানে) গমন করিতেছেন।

২। যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।

৩। এই সোম (হবির্ধানে) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহ্বনীয়-দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।

৪। এই সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উহাঁর শৃঙ্গযূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।

৫। এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয় গমন করেন।

৬। এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বতদ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।

৭। মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূতরস প্রদান করিতেছেন।

৮। দশটী অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক্ উত্তম অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে।

১৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। হে সোম! অভিশাপকারীগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শত্রুপরাভবকর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে।

২। আমরা বলেরনেতা, জলের আচ্ছাদক, অন্নের সহিত বর্ত্তমান সোমকে কর্ম্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করিতেছি।

৩। শত্রুগণকর্ত্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান, অন্যের অনভিভবনীয় সোমকে দশাপবিত্রে নিক্ষেপ কর, ইন্দ্রের পানার্থ শোধিত কর।

৪। স্তুতিদ্বারা পূতপদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন ও পরে কর্ম্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করিতেছেন।

৫। হে ইন্দ্র! নমস্কারযুক্ত স্তোত্রের সহিত সোম সকল বলকর হইয়া মহাসংগ্রামার্থ তোমার নিকট গমন করিতেছেন।

৬। যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থ -সাম বীরের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৭। অন্তরীক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত (জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়) সেইরূপ বলকারক অভিষুত সোমের স্ফীতধারা পবিত্রে পতিত হইতেছে।

৮। হে সোম! তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হইয়া মেষলোমের প্রতি ধাবমান হও।

---

১৭ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশক, শীঘ্রগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

২। অভিষুত সোম, বৃষ্টি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ করতঃ দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করিতেছে।

৪। সোম কলসে যাইতেছেন, পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং উক্থ-মন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছেন।

৫। হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উঠিয়া স্বর্গকে প্রকাশিত করিতেছ এবং গমনশীল হইয়া সূর্য্যকে প্রেরিত করিতেছ।

৬। মেধাবীগণ পরিচর্য্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হইয়া যজ্ঞের মস্তকে (সোমের) স্তব করিতেছেন।

৭। হে সোম! নেতা মেধাবীগণ অন্নাভিলাষী হইয়া কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞার্থ সেই তোমাকেই শোধিত করিতেছেন।

৮। হে সোম! তুমি মধুর ধারাভিমুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হইয়া অভিষব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হইয়া যজ্ঞে পানার্থ (উপবেশন কর)।

১৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোম সবনকালে প্রস্তরে অবস্থিত। তিনি পবিত্রে ক্ষরিত হন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

২। হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুররস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৪। তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন। তুমি মাদক-পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৫। তিনি মাতৃদ্বয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৬। তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

৭। তিনি বলবান্, তিনি শোধিত হইবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।

---

১৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময় আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর।

২। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালক ও ঈশ্বর হইয়াছ। তোমরা আমাদের কর্ম্ম বর্দ্ধিত কর।

৩। অভিলাষপ্রদ সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিদ্বর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন।

৪। পুত্রস্থানীয় সোমের মাতৃস্থানীয় (বসতীরবী প্রভৃতি) সোমকর্তৃক পীত হইয়া অভিলাষপ্রদ সোমের সারবত্তার কামনা করিতেছে।

৫। মিশ্রিত হইবার সময় সোম অভিলাষিণী বসতীরবী প্রভৃতিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন, এই জল সকল হইতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন।

৬। হে পবমান সোম! যাহারা দূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে সমীপবর্ত্তী কর, শত্রুগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন অবগত হও।

৭। হে সোম! তুমি দূরেই থাক, বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ কর, তাহাদের অন্ন বিনাশ কর, তাহাদের শোষক তেজ বিনাশ কর।

---

২০ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। কবি সোম দেবগণের পানার্থ মেষলোমের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, শত্রুগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্দ্ধাকারীকে বিনাশ করুন।

২। সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন।

৩। হে সোম! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর, হে সোম! সেই তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।

৪। হে সোম! তুমি মহাকীর্ত্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়ীগণকে ধ্রুবধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর।

৫। হে সোম! তুমি সুকর্ম্মা, তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক।

৬। সেই সোম বাহক, অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান ও দুস্তর হস্তদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া পাত্রে অবস্থান করিতেছেন।

৭। হে সোম! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীর্য্য দান করিয়া দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করিতেছে।

২১ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই ক্লেদকর, দীপ্ত, অভিভবশীল, মদকর, লোকপালক সোম সকল ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

২। ইহাঁরা (অভিষবকারীকে) বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সহিত মিলিত হন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন।

৩। অনায়াসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন, সিন্ধুর ঊর্ম্মির ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন।

৪। এই সোম সংশোধিত হইয়া রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন।

৫। হে সোমগণ! ইহার নানারূপ কামনা পূরণার্থ (ধন) প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন।

৬। ঋভু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথীকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেইরূপ তোমরা এই যজমানের প্রজ্ঞা প্রদান কর। হে সোম! কেবল জলদ্বারা পরিষ্কৃত হও।

৭। সেই এই সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবান্ সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন।

---

২২ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। এই সোম সকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন।

২। এই সোম সকল মহাবায়ুর ন্যায়, মেঘের বৃষ্টির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন।

৩। এই সোম সকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত হইয়া প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করিতেছেন।

৪। এই সোম সকল শোধিত ও মরণরহিত, ইঁহারা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করিতে ক্লান্ত হন না।

৫। এই সোম সকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া ব্যাপ্ত হন। আরও এই উত্তম দ্যুলোকে ব্যাপ্ত করেন।

৬। নদী সকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাপ্ত করেন, আরও এই কর্ম্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া লওয়া হয়।

৭। হে সোম! তুমি পণিগণের নিকট হইতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাহাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপে শব্দ কর।

---

২৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। মধুর মদের ধারায় শীঘ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে সৃষ্ট হয়েন।

২। কোন পুরাণ অশ্ব নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্য্যকে দীপ্ত করে(১)।

৩। হে শোধিত সোম! যে হব্যপ্রদান করে না, তাহার গৃহ আমাদের জন্য প্রদান কর। আমাদিগকে প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর।

৪। গমনশীল সোম সকল মদকররস ক্ষরণ করেন এবং মধুস্রাবী-কোশও উৎপাদন করেন।

৫। জগতের ধারক সোম ইন্দ্রিয় বর্দ্ধনকর রস ধারণ করতঃ উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হইতে ত্রাণপ্রদ হইয়াছেন।

৬। হে সোম! তুমি যজ্ঞার্হ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হইতেছ এবং আমাদিগকে অন্ন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

৭। মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এই সোমকে পান করিয়া অনভিভবনীয় ইন্দ্র শত্রুগণকে হনন করিয়াছেন এবং এখনও হনন করিতেছেন।

---

(১) সায়ণ বলেন এস্থলে রূপকদ্বারা সোমেরই স্তুতি হইতেছে।

২৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জ্জিত হইতেছেন।

২। গমনশীল সোম সকল নিম্নাভিমুখ গামী জলসমূহের ন্যায় গমন করিতেছেন এবং পরে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতেছেন।

৩। হে শোধিত সোম! মনুষ্যগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেই খান হইতে ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছ।

৪। হে সোম! তুমি মনুষ্যগণের মদকর। হে শত্রুগণের অভিভব-কারী সোম! তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। তুমিও স্তুতিযোগ্য।

৫। হে সোম! তুমি যখন প্রস্তরদ্বারা অভিষুত হইয়া পবিত্রের অভিমুখে ধাবিত হও, তখন ইন্দ্রের উদরের জন্য পর্য্যাপ্ত হও।

৬। হে সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহা! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উক্থমন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অদ্ভুত।

৭। অভিষুত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শত্রুগণের বিনাশক।

---

২৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগস্ত্যের পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি।

১। হে হরিৎবর্ণ সোম! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পানার্থ ক্ষরিত হও।

২। হে শোধনকালীন সোম! আমাদের কর্ম্মদ্বারা ধৃত হইয়া শব্দ করতঃ স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্ম্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর।

৩। এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, বৃত্রহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হইয়া শোভিত হইতেছেন।

৪। শোধিত, কমনীয় সোম সমস্তরূপ মধ্যে প্রবেশ করতঃ যে স্থলে অমৃতগণ বাস করে সেই স্থানে গমন করিতেছে।

৫। শোভমান্ সোম শব্দ উৎপাদন করতঃ ক্ষরিত হইতেছেন, নিকট-বর্ত্তী ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছেন।

৬। হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।

---

২৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। দৃঢ়চ্যুত ঋষির পুত্র ইদ্ধবাহ ঋষি।

১। পৃথিবীর ক্রোড়দেশে সেই বেগবান্ সোমকে মেধাবীগণ অঙ্গুলি-দ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জ্জিত করিতেছেন।

২। স্তুতি সকল সহস্রধারাবিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি করিতেছে।

৩। সকলের ধারক ও বহু কার্য্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন।

৪। সোম পাত্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয়। পরিচর্য্যা-কারীগণ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন।

৫। অঙ্গুলি সকল সেই হরিৎবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করিতে-ছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রষ্টা।

৬। হে শোধনকারী সোম! তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরণ করি-তেছে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত, দীপ্ত ও মদকর।

---

২৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি।

১। এই সোম কবি ও চারিদিক্ হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।

২। এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।

৩। এই সোম মনুষ্যগণকর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিষুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।

৪। এই সোম আমাদের গো, হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।

৫। এই শোধনকালীন সোম সূর্য্যকর্ত্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর।

৬। এই বলবান্ সোম, অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষ-প্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

---

২৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি।

১। এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।

২। এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।

৩। এই মরণরহিত, বৃত্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন।

৪। এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী, অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ-কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।

৫। শোধনকালীন সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ সোম সূর্য্যকে এবং সমস্ত তেজঃ পদার্থকে শোধিত করিতেছেন।

৬। এই শোধনকালীন সোম বলবান্, অহিংসনীয় দেবগণের রক্ষক এবং অমঙ্গলবাদিদিগের বিনাশক। ইনি গমন করিতেছেন।

২৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি।

১। বর্ষণকারী, এই অভিষুত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্বসামর্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন।

২। স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্ম্মকর্ত্তা (অধ্বর্য্যুগণ) দীপ্তিমান্ প্রবৃদ্ধ স্তুতিযোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জ্জিত করিতেছেন।

৩। হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য দ্রোণ কলসকে পূর্ণ কর।

৪। হে সোম! সমস্ত ধন জয় করতঃ ধারা প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ কর।

৫। হে সোম! যাহারা দান করে না, তাহাদিগের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হইতে পারি।

৬। হে সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর।

---

৩০ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বিন্দু ঋষি।

১। বলবান্ এই সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হইতেছে, শোধনকালে ইনি স্বীয় ধ্বনি প্রেরণ করিতেছেন।

২। এই সোম অভিষবকারীগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শোধনকালে শব্দ করতঃ ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করিতেছেন।

৩। হে সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যগণের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহনীয় বল লাভ হউক।

৪। এই সোম শোধনকালে, ধারা প্রবাহে দ্রোণকলসে উপস্থিত হইবার জন্য (পবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে সোম! জলমধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও হরিৎবর্ণ। ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তরদ্বারা পেষণ করিতেছে।

৬। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমরা অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর মদকর সোমকে আমাদের বলার্থ ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষব কর।

---

৩১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উত্তম কর্ম্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করিতেছেন, এবং আমাদিগকে চেতন ধন প্রদান করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি অন্নের পতি, তুমি দ্যাবপৃথিবীর দ্যুতিযুক্ত পদার্থের বর্দ্ধক হও।

৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হউক, নদী সকল তোমার উদ্দেশে গমন করুক, তাহারা তোমার মহত্ত্ব বর্দ্ধন করুক।

৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলেরদ্বারা প্রবৃদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য বল চারিদিক্ হইতে তোমাতে সঙ্গত হউক। তুমি সংগ্রামে অন্নের প্রাপক হও।

৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য ঘৃত এবং অক্ষীণ দুগ্ধ দোহন করিতেছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছ।

৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সখিত্ব কামনা করিতেছি, তুমি উৎকৃষ্ট আয়ুধবিশিষ্ট।

---

৩২ সূক্ত।

সোম দেবতা। অত্রি গোত্রোৎপন্ন শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদায়ীর অন্নার্থ গমন করিতেছেন।

২। ইন্দ্র পান করিতে পারেন এই উদ্দেশে এই হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল প্রস্তরদ্বারা আহূত করিতেছে।

৩। হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে এই, সোম সেইরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে। এই সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয়।

৪। হে সোম! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করতঃ মিশ্রিত হইয়া মৃগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন কর।

৫। রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেইরূপ হে সোম! শব্দগণ তোমায় স্তুতি করিতেছে।

৬। সেই সোম মিত্রের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন, হে সোম! আমাদিগকে দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর। হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, ধন, মেধা এবং কীর্ত্তি দান কর।

---

৩৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। বিপশ্চিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করিতেছেন, মহিষগণ যেরূপ বনে গমন করে, সেইরূপ গমন করেন।

২। পিশঙ্গবর্ণ, দীপ্ত, সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করতঃ দ্রোণকলসে ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। অভিষুতসোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন।

৪। তিন বাক্য উদীরিত হইতেছে, প্রীতিদায়ক গো সকল শব্দ করিতেছে, হরিতবর্ণ (সোম) শব্দ করিয়া গমন করিতেছেন।

৫। স্তোতাকর্তৃক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জ্জিত হইতেছেন।

৬। হে সোম! ধনসম্বন্ধীয় চারটী সমুদ্রকে চারিদিক্ হইতে আমাদের নিকট আনয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কর।

---

৩৪ সূক্ত।

সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। অভিষুত সোম প্রেরিত হইয়া ধারা প্রবাহের পবিত্রে গমন করিতেছেন এবং দৃঢ় শত্রুপুরী সকলেকও বিশ্লথ করিতেছেন।

২। অভিষুত সোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎগণ ও বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিতেছেন।

৩। রসের সেক্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ কর, প্রস্তরদ্বারা অভিষব করিতেছে, কর্ম্মবলে সোমরস হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে।

৪। ত্রিত ঋষির মদকর সোম তাঁহার নিজের জন্য শুদ্ধ হইয়াছে, সেই সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ যজ্ঞাশ্রয়, প্রিয়তম, মনোহর, সোমসাধন সোমকে দোহন করিতেছেন।

৬। অকুটিল বাক্য সকল উচ্চারিত হইয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে। সোমও শব্দ করতঃ প্রীতিকর স্তুতি কামনা করিতেছেন।

---

৩৫ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র প্রভূবসু ঋষি।

১। হে শোধনকালীন সোম! তুমি ধারাপ্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান্ যজ্ঞ আমাদিগকে প্রদান কর।

২। হে সোম! হে জলপ্রেরক! হে শত্রুগণের কম্পোৎপাদক! তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও।

৩। হে বীর সোম! তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শত্রুগণকে অভিভব করিব। আমাদের অভিমুখে বরণীয় ধন প্রেরণ কর।

৪। যজমানদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করতঃ অন্নদাতা, সর্ব্বদর্শী, কর্ম্মজ্ঞ ও আয়ুধজ্ঞ সোম অন্ন প্রেরণ করেন।

৫। সেই সোমকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করিতেছি, স্তুতির প্রেরক পবিত্র সোমকে বাসিত করিব। এই সোম গোসমূহের পালক।

৬। সকল মনুষ্য কর্ম্মপতি, পবিত্র, প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে মন ধারণ করিতেছেন।

---

৩৬ সূক্ত।

সোম দেবতা। প্রভূবসু ঋষি।

১। রথযোজিত অশ্বেরন্যায় চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম স্থাপিত হইলেন, বেগবান্ সোম সংগ্রামে বিচরণ করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি বাহনকারী, জাগরূক, দেবাভিলাষী, তুমি মধুস্রাবী (দশাপবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হও।

৩। হে পুরাণ শোধনকালীন সোম! আমাদের স্বর্গীয় স্থান সকল প্রকাশিত কর এবং যজ্ঞ ও বলার্থ আমাদের প্রেরণ কর।

৪। যজ্ঞাভিলাষী (ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক) অলঙ্কৃত, তাহাদের হস্তদ্বারা মার্জ্জিত সোম মেষলোমময় (দশাপবিত্রে) শোধিত হইতেছে।

৫। সেই অভিষুত সোম হব্যদাতাকে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ধন ধারণ করুন।

৬। হে বলপতি সোম! তুমি স্তোতাগণের অশ্বাভিলাষী, গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হইয়া স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ কর।

---

৩৭ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি।

১। (ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।

২। সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দ করতঃ দ্রোণকালসে গমন করেন।

৩। বেগবান্, স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ, শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন।

৪। সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

৫। (অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।

৬। সেই মহান্, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্ত্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।

---

৩৮ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণ ঋষি।

১। সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।

২। এই ক্লেদযুক্ত হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানার্থ প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করিতেছেন

৩। দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।

৪। এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেরূপ উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।

৫। এই মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।

৬। পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ, সোম শব্দ করতঃ প্রিয় স্থানে গমন করিতেছেন।

৩৯ সূক্ত।

সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন বৃহৎমতি ঋষি।

১। হে মহামতি সোম! দেবগণের প্রিয়তম শরীরযুক্ত হইয়া শীঘ্র গমন কর, দেবগণ কোথায় বলিতে থাক।

২। অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করতঃ, এবং যাগকারীকে অন্ন প্রদান করতঃ অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত কর।

৩। অভিষুত সোম দীপ্তি ধারণ করতঃ এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত করতঃ শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন।

৪। এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হইয়া সিন্ধুর ঊর্ম্মিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করিয়া থাকেন।

৫। দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্য্যার্থ অভিষুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধু সেক করিতেছেন।

৬। সম্যক মিলিত স্তোতা সকল স্তব করিতেছেন, হরিৎবর্ণ সোমকে প্রস্তর সাহায্যে প্রেরণ করিতেছেন, (অতএব হে দেবগণ)! যজ্ঞস্থানে নিষন্ন হও।

৪০ সূক্ত।

সোম দেবতা। বৃহৎমতি ঋষি।

১। সর্ব্বদর্শী সোম শোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে কর্ম্মদ্বারা সকলে শোভিত করিতেছেন।

২। অরুণবর্ণ সোম দ্রোণকলসে আরোহণ করিতেছেন, পরে অভিলাষপ্রদ ও অভিষুত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপবিষ্ট হইতেছেন।

৩। হে সোম! হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত হইয়া আমাদের উদ্দেশে শীঘ্র মহান্ সহস্রসংখ্যক ধন চারিদিক্ হইতে ক্ষরিত কর।

৪। হে শোধনকালীন সোম! হে ইন্দু! তুমি বহুবিধ ধন আহরণ কর এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর।

৫। হে সোম! তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম বীর্য্যযুক্ত ধন আহরণ কর এবং স্তোতার স্তুতি বর্দ্ধিত কর।

৬। হে ইন্দু! হে সোম! তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দ্যাবা-পৃথিবীতে পরিবৃদ্ধ ধন আহরণ কর। হে বর্ষক ইন্দু! আমাদিগকে স্তুতি-যোগ্য ধন প্রদান কর।

৪১ সূক্ত।

সোম দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধ্যাতিথি ঋষি।

১। যে সোম সকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হইয়া কৃষ্ণত্বক্‌দিগকে হনন করিয়া বিচরণ করেন(১), তাহাদিগকে (স্তব কর)।

২। ব্রতরহিত দস্যুকে অভিভব করিয়া আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষস-বন্ধন ও রাক্ষস-হনন ইচ্ছায় স্তব করিব।

৩। অভিষবকালে বলবান্ সোমের দীপ্তি সকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং বৃষ্টির ন্যায় তাহার শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

৪। হে সোম! তুমি অভিষুত হইয়া গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহৎ অন্ন আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

৫। হে সর্ব্বদর্শী সোম! তুমি ক্ষরিত হও, আপন রসের দ্বারা, সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা দিন সকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ণ কর।

৬। হে সোম! আমাদের সুখকর ধারাদ্বারা নদী যেরূপ ভূমণ্ডলে গমন করে, সেইরূপ চারিদিকে গমন কর।

---

(১) কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যদিগের উল্লেখ।

৪২ সূক্ত।

সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি।

১। এই হরিৎবর্ণ সোম দ্যুলোক সম্বন্ধীয় জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষে সূর্য্যকে উৎপন্ন করতঃ অধোগামী জলসমূহে আবৃত হইয়া গমন করিতেছেন।

২। এই সোম পুরাতন স্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হইয়া দেবগণের অভিমুখে ধারাক্রমে গমন করিতেছেন।

৩। বর্দ্ধমান অন্ন শীঘ্র লাভের জন্য অপরিমিত বলবিশিষ্ট সোম সকল পরিপূর্ণ হইতেছেন।

৪। পুরাণ রসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন, এবং শব্দ করতঃ দেবগণকে উৎপাদন করিতেছেন।

৫। এই সোম অভিষবকালে সমস্ত বরণীয় ধন ও যজ্ঞবর্দ্ধক দেবগণের অভিমুখে গমন করে।

৬। হে সোম! তুমি অভিষুত হইয়া আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত, বীরযুক্ত, সংগ্রামযুক্ত ধন এবং প্রভূত অন্ন প্রদান কর।

৪৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি।

১। যে সোম অশ্বের ন্যায় দেবগণের মত্ততার জন্য গব্যদ্বারা মিশ্রিত হন, যিনি কমনীয়, সেই সোমকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করি।

২। সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতি সকল পূর্ব্ব কালের ন্যায় এই সোমকে ইন্দ্রের পানার্থ দীপ্ত করিতেছে।

৩। কমনীয় সোম বিপ্র মেধাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া কলসের প্রতি ধাবমান হইতেছেন।

৪। হে শোধনকালীন ইন্দু! আমাদিগকে উত্তম দীপ্তিযুক্ত ও বহু শ্রীযুক্ত ধন প্রদান কর।

৫। যুদ্ধগামী অশ্বেরন্যায় সোম পবিত্রে শব্দ করিতেছেন, যখন দেবাভিলাষী হয়েন, তখন শব্দ করেন।

৬। হে সোম! আমাদের অন্ন দানার্থ এবং স্তোতা মেধাবী বর্দ্ধনার্থ ক্ষরিত হও, হে সোম! সুন্দর বীর্য্যযুক্ত পুত্রও দান কর।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

সপ্তম অষ্টক

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

এই সপ্তম অষ্টকে নবম মণ্ডলের শেষ অংশ এবং দশম মণ্ডলের প্রথম অংশ আছে।

নবম মণ্ডলে সমস্তই সোমের স্তুতি। সুতরাং এই মণ্ডল হইতে আমরা সোমরস প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানিতে পারি। সোমসম্বন্ধে অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই উপাখ্যানগুলি রূপান্তরিত হইয়া কিরূপে সমুদ্রমন্থনদ্বারা অমৃত উদ্ধার প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশ রচিত হইবার অনেক পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে। সুতরাং অনেকগুলি অনুভব ও ধর্ম্মবিশ্বাস, যাহার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি, তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যম নরকের রাজা নহেন, তিনি স্বর্গসুখের প্রণেতা, তাঁহার বিহিত স্বর্গসুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ আমরা দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর জন্মকথা ও অন্যান্য বিবরণ, পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের স্বর্গবাসের কথা ও যজ্ঞভাগগ্রহণের কথা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র এই দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরের অনুভব আমরা ঋগ্বেদের পূর্ব্বপূর্ব্ব মণ্ডলেই পাইয়াছি, দশম মণ্ডলের প্রথম অংশেও পাইলাম, শেষ অংশে আরও স্পষ্টরূপে পাইব।

আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে টীকা দেওয়া হইয়াছে, পাঠক, তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, পূর্ব্বকালে অগ্নিদাহ প্রথা ও অস্থিসঞ্চয় প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীর চিতারোহণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিরূপে আধুনিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের একটী ঋক্ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কুপ্রথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঠক, তাহাও দেখিতে পাইবেন।

On Board the "Nuddea,"
Gibralter, 20*th May* 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বশেষ বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
সোমরস প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি	৯	৬৬	২
পর্জ্জন্য সোমের পিতা	৯	৮২	১
	৯	১১৩	৩
সূর্য্যের দুহিতা সোমের প্রণয়িনী	৯	৭২	১
	৯	৯৩	১
	৯	১১৩	৩
শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক সোম আহরণের বৈদিক উপাখ্যাণের উৎপত্তি।	৯	৬২	১
ঐ উপাখ্যানক্রমে রূপান্তরিত হইল	৯	৭৭	১
সমুদ্রমন্থনে অমৃত লাভ, গরুড়কর্ত্তৃক অমৃত আহরণ, অমৃতপানে দেবতাদিগের অমরত্ব লাভ, প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি।	৯	৪৮	১
	৯	১০৮	১
	৯	১১০	১
৩৩ জন দেবতার উল্লেখ	৯	৯১	১
অসুর	৯	৭৩	১
গন্ধর্ব্ব (আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্যরশ্মি)	৯	৮৩	২
	৯	৮৫	২
	৯	৮৬	৬
	৯	১১৩	৩
	০	১০	৩
	১০	১১	১
অপসরা (আদি অর্থ জলীয় বাষ্প)	৯	৭৮	১
নবম মণ্ডলের শেষে স্বর্গের প্রথম বিস্তীর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়।	৯	১১৩	৪
দশম মণ্ডল রচনার কাল নির্ণয়	১০	১	১
	১০	১৪	১
	১০	১৫	৪
যম ও যমীর জন্ম কথা	১০	১৭	১
যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি	১০	১০	১

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
যম ও যমীর প্রসিদ্ধ কথোপকথন . .	১০	১০	১
স্বর্গের বিস্তীর্ণ বর্ণনা, যম স্বর্গ-সুখের বিধাতা।	১০	১৪	১ ও ৪
	১০	১৬	১ ও ৩
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মন্ত্র	১০	১৪	১ হইতে ৩
	১০	১৬	১
পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন।	১০	১৪	২
	১০	১৫	১ ও ৪
এক ঈশ্বরের অনুভব	১০	৩১	১ ও ২
সত্যই বিশ্ব ভুবনের একমাত্র অবলম্বন .	১০	৩৭	১

আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পঞ্চজন, অর্থ পঞ্চজনপদের লোক	৯	৬৫	৩
স্তোতা, বৈদ্য, ছুতার, কর্ম্মকার, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল না।	৯	১১২	১ হইতে ৩
স্ত্রীলোকের পতিবরণ প্রথা	১০	২৭	৪ ও ৫
কন্যাকে বিবাহের সময় অলঙ্কার দান	৯	৪৫	১
	১০	৩৯	২
সতীদাহ প্রথা ছিল না। আধুনিক পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের একটী ঋক্ পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ কুপ্রথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।	১০	১৮	২ ও ৩
অগ্নিদাহ প্রথা	১০	১৫	৬
	১০	১৬	২
অস্থি সঞ্চয় অথবা মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন	১০	১৮	৪
বিধবার দেবরের সহিত বিবাহ প্রথা	১০	৪০	২
দ্যূতক্রীড়ার ভয়ঙ্কর ফল	১০	৩৮	১ ও ৩ ও ৪
আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ	১০	৩৩	১
কূপ খনন, পশুচারণ, কৃষিকার্য্য, মেষলোমের বস্ত্র বয়ন, রথ নির্ম্মাণ।	১০	২৫	২
	১০	১৯	১
	১০	২৭	২
	১০	৩৪	৫
	১০	২৬	২
	১০	৩৯	১
সিংহ, হরিণ, বরাহ, শৃগাল, শশক, গোধা, হস্তী, সর্প।	১০	২৮	২, ৩, ৪
	১০	৪০	৩
	৯	৮৬	৭
বৃষপাক করা ও ভক্ষণ	১০	২৭	১
	১০	২৮	১
সাংসারী ঋষিদিগের সম্পত্তি	৯	৬৯	১
দেববিশ্বাস শূন্য আর্য্যগণ	১০	৩৮	১

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
অনার্য্য আদিম বাসীদিগের উল্লেখ.	৯	৭৩	৩
	৯	৯২	২
	৯	৯৭	২
	৯	৯৮	১
	১০	২২	১
	১০	২৭	১
	১০	৩৮	১
বনমধ্যে দস্যু	১০	৪	১
তিন দিন ব্যাপী যুদ্ধ ও খাদ্যলাভ . .	৯	৮৬	৪
শর্য্যনাবতী (কুরুক্ষেত্রের নিকট নদী), আর্জীকীয়া (বেয়া নদী) সপ্ত নদী।	৯	৬৫	২ ও ৩
	৯	৬৬	১
	৯	১১৩	১ ও ২
	১০	৩৫	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

সপ্তম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৪৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অযাস্য ঋষি।

১। হে সোমরস! আমাদিগের প্রচুর ধনের জন্য তুমি আসিতেছ। তোমার তরঙ্গ ধারণপূর্ব্বক অযাস্য ঋষি দেবতাদিগের সম্মুখে চলিলেন।

২। সোমরস যিনি, তিনি কবি, অর্থাৎ কার্য্যেপটু। বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে স্তব করিলেন, যজ্ঞের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, ইহাতে সোমরসের ধারা অনেক দূর বিস্তার হইল।

৩। এই সোমরস সকলদিক্ দেখেন। ইনি সতর্ক ও সাবধান, ইনি লতা হইতে নিষ্পীড়িত হইয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে আসিতেছেন। ইনি পবিত্রের দিকে যাইতেছেন।

৪। হে সোমরস! হস্তে কুশধারী পুরোহিত তোমার পরিচর্য্যা করিতেছেন। তুমি আমাদিগের অন্ন কামনা কর, যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, আমাদিগকে পবিত্র কর।

৫। সেই সোমরসকে পাণ্ডতেরা বায়ুর উদ্দেশে এবং ভগ নামক দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। সেই সোমরস সর্ব্বদাই বর্দ্ধিষ্ণু। তিনি আমাদিগকে দেবতাদিগের নিকট লইয়া চলুন।

৬। হে সোমরস! তুমি এতাদৃশ। তুমি পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় স্বরূপ, তুমি সন্ততি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তুমি অদ্য আমাদিগের

ধন লাভের উপায় করিয়া দাও, তুমি প্রচুর অন্ন, প্রচুর বল উপার্জ্জন করিয়া দাও।

---

৪৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোমরস! যাঁহারা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের প্রতিই তোমার দৃষ্টি। দেবতাদিগের সমাগমের জন্য, ইন্দ্রের পানের জন্য, বিশিষ্ট আমোদের জন্য, তুমি জলকে পবিত্র কর।

২। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের দূতস্বরূপ হও। ইন্দ্রের উদ্দেশে তুমি পীত হইয়া থাক। আমরা তোমার সখা। দেবতাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের ধন আহরণ করিয়া দাও।

৩। অপিচ। তোমার লোহিতমূর্ত্তি আমরা দুগ্ধ সংযোগের দ্বারা সুবাসিত করিতেছি। তাহাতে আমোদ, তাহাতে সুখ। ধন লাভের দ্বার তুমি উদ্ঘাটন করিয়া দাও।

৪। যেমন অশ্ব পথে গমন কালে রথের ধুরাকে উল্লঙ্ঘন করে, তেমনি সোমরস পবিত্রকে অতিক্রম করিলেন, তিনি দেবগণের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

৫। সোমরস পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক যখন জল মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্তবকর্ত্তারা এক স্বরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং বাক্য প্রয়োগসহকারে গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৬। হে সোমরস! তুমি সেই ধারার আকারে ক্ষরিত হও, যে ধারা পান করিলে বিচক্ষণ স্তবকর্ত্তা চমৎকার বীরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

---

৪৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সোম লতাগুলি পার্ব্বতীয় প্রদেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সমাগমস্থল যজ্ঞস্থানে ক্ষরিত হইতেছেন, তাহারা সুপটু

ঘোটকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। [যাজ্ঞিকেরা তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতেছেন]।

২। যেমন পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিতা হইয়া কোন নববধূ স্বামীর নিকটে যাইয়া থাকে(১), সোমগুলি তদ্রূপ বায়ুর দিকে যাইতেছে।

৩। এই সমস্ত উজ্জ্বল সোমরসগুলি খাদ্যদ্রব্যসহকারে নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহারা প্রস্তর ফলকদ্বয়ের নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে।

৪। হে সুচতুর পুরোহিতগণ! দ্রুতপদে আগমন কর। মন্থনোপযোগী দণ্ডের সহিত শুক্লবর্ণ সোমরস ধারণ কর। এই আমোদবৃদ্ধিকারী পদার্থকে দুগ্ধ সংযোগদ্বারায় সুস্বাদু কর।

৫। হে সোমরস! তোমাকে পানপূর্ব্বক বীর্য্যবান্ হইয়া শত্রুর সম্পত্তি জয় করা যায়, বিস্তর অন্ন আহরণ করা যায়, [দুর্গম স্থানে] তুমি পথ প্রকাশ করিয়া দাও। ঈদৃশ গুণধারী, তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষরিত হও।

৬। এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। দশ অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্ব্বক ইঁহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইনি মত্ততা আনয়ন করেন, ইনি ইন্দ্রের আনন্দ বৃদ্ধি করেন।

৪৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভৃগুপুত্র কবি ঋষি।

১। উত্তমরূপে নিষ্পীড়িত হইয়া এই সোমরস বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইলেন। ইনি আনন্দভরে বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। এই সোমরসের উপযোগী যে যে উদ্যোগ, সকলই করা হইয়াছে। দস্যু বধের জন্য সকলে উদ্যোগী হইতেছেন। এই বলবান্ সোমরস সকল ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।

---

(১) বিবাহকালে পিতাকর্ত্তৃক কন্যাকে অলঙ্কার দানের উল্লেখ।

৩। যে পরিমাণে এই সোমরসের উপযোগী মন্ত্রগুলি পাঠ করা যাইতেছে, সেই পরিমাণে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, ইন্দ্রের প্রীতিকর পানীয়স্বরূপ হইতেছেন এবং বজ্রের ন্যায় [ইন্দ্রের সহায়স্বরূপ হইতেছেন]।

৪। যদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা এই সোমের শোধন করা যায়, তবে তিনি আপনা হইতেই কৃতকর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক পণ্ডিতকে নানা ধন দেওইয়া দেন।

৫। হে সোমরস! যেমন যুদ্ধভূমিতে ঘোটকদিগকে ঘাস বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, তদ্রূপ যাহারা রণে জয়ী হন, তুমি তাঁহাদিগকে [শক্রর নিকট অপহৃত] সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দাও।

৪৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! তুমি প্রকাণ্ড নভোমণ্ডলের একস্থানবাসীদিগের মধ্যবর্ত্তী। তুমি ধনের ধারণকর্ত্তা, তুমি মঙ্গলের ধারণ কর্ত্তা। আমরা শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি।

২। হে সোম! পরাভবকারী শক্রদিগকে তুমি বিনাশ কর। তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং তোমার অশেষবিধ মহৎকার্য্য অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। তুমি আনন্দের বিধাতা এবং শক্রপুরের ধ্বংসকারী।

৩। হে চমৎকার কার্য্যকারী সোম! এই নিমিত্ত শ্যেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেন না, তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা।

৪। এই সোম [বৃষ্টির] জল বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবাসী তাবং দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্ম্মের বিঘ্ন নিবারণ কর্ত্তা, ইহা জানিয়া সুপর্ণ সোম আহরণ করেন(১)।

১। বোধ হয় পুরাণে গরুড়কর্ত্তৃক যে অমৃত আহরণের বৃত্তান্ত আছে, শ্যেনকর্ত্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় ঋগ্বেদের উপাখ্যানই তাহার মূল। ঋগ্বেদে দেবগণের পানীয় অমৃতেরও উল্লেখ নাই, গরুড়েরও উল্লেখ নাই, সে সকল পৌরাণিক কথা কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি।

৫। এই সোম অতি সতর্ক, ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইনি কিঞ্চিৎ পরে নিজ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক প্রকাণ্ড বীর্য্য ধারণ করিলেন।

৪৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র জলের তরঙ্গ আনায়ন কর। অক্ষয় অন্নের মহা ভাণ্ডার উপস্থিত কর।

২। হে সোম! তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষ দেশ-জাত গোধন সকল অস্মদ্ ভবনে আসিয়া উপনীত হয়।

৩। হে সোম! তুমি দেবতাগণের সমাগম প্রার্থী, অতএব যজ্ঞেতে ঘৃতধারা ক্ষরণ কর। আমাদিগের নিকট বৃষ্টি উপস্থিত কর।

৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়নদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ধারা-রূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাহাতেই আমাদিগের অন্ন হইবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শ্রবণ করুন।

৫। ঐ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করিলেন, তাঁহার চির পরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

৫০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাবংশীয় উতথ্য ঋষি।

১। হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুগুর্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।

২। যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিনপ্রকার বাক্য নির্গত হইতে থাকে।

৩। এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বা-দলবৎ, যিনি প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইহাকে ঋত্বিকগণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।

৪। হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দ বিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃ-পার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।

৫। হে আনন্দ বিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্য গব্য, ক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

---

৫১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। উতথ্য ঋষি।

১। হে পুরোহিত! প্রস্তরফলকদ্বারা সোম নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহাকে কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ঢালিয়া দাও। ইন্দ্র ইঁহার পান কর্ত্তা, তাঁহার জন্য ইহার শোধন কর।

২। হে পুরোহিতগন! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গধামের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।

৩। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগী খাদ্যদ্রব্য সকল আছে, উহার চতুঃপার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন।

৪। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ত্বরিত আনন্দ বিধান কর, তোমার প্রকৃতি [দেহ] পুষ্ট কর, তুমি অভীষ্ট ফল বিতরণ কর এবং উপাসককে রক্ষা কর।

৫। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ধারারূপে বহমান হও, কুশময় পবিত্রের দিকে গমন কর, বিবিধ প্রকার অন্নের দিকে গমন কর।

---

৫২ সূক্ত ।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ ।

১ । সেই সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, তিনি ধনের বিতরণকর্ত্তা, তিনি খাদ্যদ্রব্যসহকারে বলকর হয়েন । হে সোম! নিষ্পীড়িত হইয়া কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও ।

২ । হে সোম! তোমার অতি চমৎকার সহস্রধারা বিস্তৃত হইয়া চিরাভ্যস্ত প্রকারে মেষলোমে যাইতেছ ।

৩ । হে সোম! চরুর মত যে খাদ্য, তাহা আনিয়া দাও, দেয় বস্তু আমাদিগকে আনিয়া দাও; প্রহার করিলে তুমি নিঃসৃত হইয়া থাক, এই তোমার প্রকৃতি, সেই প্রহার সহকারে নির্গত হও ।

৪ । যে সকল বিপক্ষ আমাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে, হে সর্ব্বজন কামনীয় সোমরস! সেই সকল ব্যক্তির তেজঃ হ্রাস করিয়া দাও ।

৫ । হে সোম! তুমি ধনের বিতরণ কর্ত্তা, আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার নির্ম্মল শতধারা বহমান করিয়া দাও ।

---

৫৩ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি ।

১ । হে প্রস্তরসমুদ্ভূত সোমরস! রাক্ষস ধ্বংসকারী তোমার তেজঃ সমস্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে, যে সকল বিপক্ষ চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিতেছে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও ।

২ । এই আমি নির্ভয় হৃদয়ে [বিপক্ষের] রথমধ্যনিহিত ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য এবং নিজ বলে বিপক্ষ সংহার করিবার উদ্দেশে সোমের গুণ গান করিতেছি ।

৩ । নির্ব্বোধ শত্রু এই ক্ষরিত সোমের প্রভাব কখনই সহ্য করিতে পারে না । যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহাকে বিনাশ কর ।

৪। সেই যে সোম, যিনি মদিরা ক্ষরিত করেন, যাঁহার বর্ণ দূর্ব্বা-দলবৎ, যিনি বলকর, তাঁহাকে ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ঋত্বিক্‌গণ নদীতে ঢালিয়া দিতেছেন।

৫৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দেখিয়া শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধায়ক।

২। এই সোমরস সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব সংসার নিরীক্ষণ করেন। ইনি সরোবরের দিকে ধাবিত হন। ইনি সপ্তসিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘেরিয়া আছেন।

৩। এই সোম যখন সংশোধিত হইতেছেন, ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত হয়েন। ইনি সূর্য্যদেবের ন্যায়।

৪। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক পীত হইবে, আমাদিগের যজ্ঞের জন্য গোধন এবং বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া দাও।

---

৫৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি।

১। হে সোম! প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও প্রচুর যব আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও এবং যাবতীয় কাম্যবস্তু আমাদিগকে দাও।

২। হে সোম! তোমার যে প্রকার গুণ কীর্ত্তন করিলাম, যেরূপ তোমার আহুত অন্নের স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাদিগের কুশে আসিয়া উপবেশন কর।

৩। হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধন আহরণ করিয়া দাও, অশ্বও আহরণ করিয়া দাও, অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর অন্নসহকারে ক্ষরিত হও, এই প্রার্থনা,

৪। যে তুমি জয়ী হইয়া থাক, কখন পরাজিত হওনা, যে তুমি শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়া উহাদিগকে নিপাত কর, সেই তুমি সহস্রজয়ী সোম ক্ষরিত হও।

৫৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই সোম কুশময় পবিত্রে বিস্তারিত হইতেছেন, ইহার কামনা, যে দেবতাদিগের কর্ত্তৃক পীত হয়েন, ইনি রাক্ষসগণকে ধ্বংস করিতেছেন এবং প্রচুর অন্নরাশি দান করিতেছেন।

২। এই সোমের বিশিস্ট কার্য্যোপযোগী শতধারা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করিবা মাত্র ইনি অন্ন দান করেন।

৩। হে সোম! যেমন নারী বল্লভকে আহ্বান করে, তদ্রূপ দশ অঙ্গুলি শব্দ করিতে করিতে তোমাকে শোধন করে। তোমার শোধন হইলে আমাদিগের অশেষ লাভ।

৪। বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রের জন্য, হে সোম! তুমি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও, তোমার গুণগানকারী প্রধান ব্যক্তিদিগকে পাপের তাড়না হইতে রক্ষা কর।

৫৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। স্বর্গের বৃষ্টিধারার ন্যায় তোমার ধারাগুলি অবাধে ক্ষরিত হইতেছে এবং আমাদিগকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছে।

২। এই হরিতবর্ণ সোমরস দেবতাদিগের প্রীতিকর, সকল কার্য্যের প্রতিই মনোযোগী; ইনি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষপ করিতে করিতে আসিতেছেন।

৩। সোমরসের সকল কার্য্যই উত্তম। যখন যাজ্ঞিকেরা ইঁহাকে শোধন করিতে থাকেন, ইনি রাজার ন্যায়, শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্ভয়ে যাইয়া আপন স্থান গ্রহণ করেন।

৪। হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে কি পৃথিবীস্থ, কি স্বর্গলোকস্থ, সমস্ত ধন সামগ্রী আমাদিগকে বিতরণ কর।

৫৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন, তিনি দেবতাদিগের অন্ন। নিষ্পীড়িত হইবার পর তাঁহার ধারা গড়াইয়া যাইতেছে। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

২। সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

৩। ধ্বস্রনামক দুই ব্যক্তির ও পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট সহস্র সহস্র ধন আমরা গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।

৪। ঐ দুই জনের নিকট ত্রিংশসহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন(১)।

৫৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে সোম! তুমি গোধন জয় করিয়া লও, তুমি অশ্ব জয় করিয়া লও, তুমি সকলই জয় কর, তাবৎ সুন্দর বস্তু জয় কর, তুমি সন্তানসন্ততি ও উত্তম উত্তম বস্তু সকল আহরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তুমি জল হইতে ক্ষরিত হও, কিরণ হইতে ক্ষরিত হও ওষধি হইতে ক্ষরিত হও, প্রস্তর হইতে ক্ষরিত হও।

(১) সায়ণ কহেন ধ্বস্র ও পুরুষন্তি দুইজন রাজার নাম, ইহার পরের ক ঋকে ত্রিংশসহস্র বস্ত্র দানের কথা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই।

৩। তুমি ক্ষরিত হইয়া সকল উপদ্রব নিবারণ কর। কর্ম্মিষ্ঠব্যক্তির কুশে যাইয়া উপবেশন কর।

৪। হে সোম! তুমি সকলই প্রদান কর। তুমি দর্শন দিয়াই তেজস্বী হও। তুমি সকল শত্রুর প্রতি ধাবমান হও।

---

৬০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় অবৎসার ঋষি।

১। তোমরা সকলে গায়ত্রীছন্দে সোমের গুণ গান কর। তিনি সকল দিক্ দেখেন। তাঁহার সহস্র চক্ষু।

২। তুমি সহস্র চক্ষু। তুমি অনেক পাত্রে পূর্ণ হইয়াছ। তোমাকে মেষলোমের উপর দিয়া তাঁহারা শোধন করিলেন, অর্থাৎ ছাকিলেন।

৩। এই ক্ষরণশীল সোম মেষলোম ভেদপূর্ব্বক ক্রত হইলেন। এক্ষণে কলসের মধ্যে দ্রুত বেগে যাইতেছেন। ইন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন।

৪। হে বহুদর্শি! তুমি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য সচ্ছন্দে ক্ষরিত হও, আমাদিগকে সন্তানসন্ততি ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

---

৬১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রীয় অমহীয়ু ঋষি।

১। হে সোম! তুমি সেই রস ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। যে রসের প্রভাবে নবনবতি সংখ্যক শত্রুপুরি যুদ্ধের সময় ধ্বংশ হইয়াছিল।

২। যে রসের প্রভাবে এক দিনের মধ্যে শম্বর নামক শত্রু সত্যকর্ম্মা দিবোদাস রাজার বশতাপন্ন হইল, তদনন্তর সেই প্রসিদ্ধ তুর্ব্বসু ও যদু বশতাপন্ন হইল।

৩। হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণ কর্ত্তা, তুমি অশ্ব ও গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর। প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

৪। তুমি যখন ক্ষরিত হইয়া পবিত্রকে আর্দ্র করিতে থাক, তখন আমাদিগের সখাস্বরূপ হও, ইহাই প্রার্থনা করি।

৫। তোমার যে সকল তরঙ্গ ধারাস্বরূপে বহমান হইয়া পবিত্রের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হয়, তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

৬। হে সোম! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ধন, জল, অন্ন আমাদিগকে প্রচুররূপে বিতরণ কর।

৭। নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি অদিতি সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।

৮। এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ইন্দ্রের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।

৯। হে সোম! তুমি মধুর রস ও সুন্দররূপ ধারণপূর্ব্বক ভগ নামক দেবতার জন্য এবং পূষা ও বায়ু ও মিত্র ও বরুণের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। তোমার যে অন্ন সঞ্চয়, তাহা ঊর্দ্ধলোকে, স্বর্গলোকে থাকে, তোমার অতি প্রবৃদ্ধ সুখকরী শক্তি এবং তোমার প্রভূত অন্ন পৃথিবী ভোগ করে।

১১। এই সোমের সাহায্যে আমরা মনুষ্যদিগের সকল খাদ্যদ্রব্য উপার্জ্জন করি এবং ভাগ করিবার ইচ্ছা হইলে ভাগ করিয়া লই।

১২। হে সোম! তুমি অন্নদাতা, অতএব আমাদিগের আরাধ্য ইন্দ্র ও বায়ুগণ ও বরুণদেবের উদ্দেশে ক্ষরিত হও।

১৩। সেই যে সোম, যাঁহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া স্থানে স্থানে রাখা হইয়াছে এবং ক্ষীর প্রভৃতি সংযোগে সুস্বাদু করা হইয়াছে, যাঁহাকে পান করিলে শত্রুদিগকে পরাজয় করা যায়, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সোমের দিকে যাইতেছেন।

১৪। যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাঁহাকেই আমাদিগের স্তুতিগীতিগণ উত্তমরূপে সংবর্দ্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তনপান না করাইলে জননীগণের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে তাঁহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চাহে।

১৫। হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধনকে নিরুপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর।

১৬। সোম ক্ষরিত হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত করিলেন, উহা আশ্চর্য্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল।

১৭। হে জ্যোতির্ম্ময় সোম! তুমি ক্ষরিত হইতেছ, তোমার সেই আনন্দকর রস অবাধে মেষলোমের দিকে যাইতেছে।

১৮। হে সোম! তোমার অতি প্রবৃদ্ধ দীপ্তিশালী রস ক্ষরিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্যমান্ করিয়া দৃষ্টিগোচর করিয়া দিতেছে।

১৯। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাদিগের সংসর্গ বাঞ্ছা করে এবং রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকে, যাহা আনন্দ বিধান করে এবং [সর্ব্ব লোকের] প্রার্থনীয় হয়, সেই রস ধারণপূর্ব্বক তুমি ক্ষরিত হও।

২০। হে সোম! তুমি বিপক্ষ শ্রেণীস্থ বৃত্রকে বধ করিয়াছ, প্রতিদিন অন্ন বিভাগ করিয়া দাও। তুমি গোধন বিতরণকারী এবং অশ্ব প্রদান কর।

২১। সুস্বাদু ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া, হে সোম! তুমি সত্বর আপন স্থান গ্রহণপূর্ব্বক দীপ্তিশালী হও; যেমন শ্যেনপক্ষী দ্রুতবেগে যাইয়া আপন স্থানে উপবেশন করে।

২২। হে সোম! যখন বৃত্র অবং জলভাণ্ডার রোধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সময়ে ইন্দ্রের বৃত্র সংহারস্বরূপ ব্যাপারের সময় তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। সেই তুমি এক্ষণে ক্ষরিত হও।

২৩। হে ধন বর্ষণকারী সোম! আমরা যেন বীরপুত্র সহকারে ধন সমস্ত জয় করিয়া লই। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের স্তুতিবাক্যসমূহের উন্নতি বিধান কর।

২৪। হে সোম! তোমার রক্ষায় রক্ষিত হইয়া আমরা যেমন বিপক্ষদগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিধন করি। হে সোম! আমাদিগের সৎকর্ম্মের সময় তুমি সতর্ক থাক।

২৫। এই সোম ক্ষরিত হইতেছেন; ইনি হিংসকদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নষ্ট করিতেছেন, ইনি ইন্দ্রের নিকট যাইতেছেন।

২৬। হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর; আমাদিগকে ধন, জন ও যশ বিতরণ কর।

২৭। হে সোম! যখন তুমি শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধন দান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর, তখন শত শত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না।

২৮। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ধন বর্ষণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও; দেশ মধ্যে আমাদিগকে যশস্বী কর; সকল শত্রু নিধন কর।

২৯। হে সোম! আমরা এক্ষণে তোমার বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তোমার অন্নে পুষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত বিপক্ষদিগকে যেন পরাজয় করিতে পারি।

৩০। হে সোম! বিপক্ষ সংহারের জন্য তোমার যে সকল সুশাণিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসহকারে আমাদিগকে পরাজয়রূপ অযশ হইতে রক্ষা কর।

৬২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। জমদগ্নি ঋষি।

১। এই দেখ সোমরসগুলি সমস্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দিবেন বলিয়া পবিত্রের নিকট শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হইতেছেন।

২। এই সকল অতি তেজস্বী সোমরস যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন, আমাদিগকে সন্তান সন্ততি ও অশ্ব দিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে চমৎকার বস্ত্রাদি দিতেছেন।

৩। এই সকল সোমরস আমাদিগের নিমিত্ত এবং গোধনের নিমিত্ত চমৎকার অন্নবিধান করিতে করিতে আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন।

৪। পর্ব্বতোৎপন্ন সোম আনন্দের জন্য নিষ্পীড়িত হইলেন এবং জলমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আপন স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন(১)।

৫। যে নির্ম্মল খাদ্যদ্রব্যকে দেবতারা প্রার্থনা করেন, তিনি সোম, পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিকেরা তাহাকে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক জলে শোধন করেন, [যজ্ঞ শেষে] গোধন তাহার আস্বাদন গ্রহণ করেন।

৬। অনন্তর অনুষ্ঠানকর্ত্তা ঋত্বিকেরা যজ্ঞস্থলে সেই সোমের আনন্দকর রসকে অমরত্ব লাভের জন্য সুশোভিত করেন; যেমন লোকে ঘোটককে সুশোভিত করিয়া থাকে।

৭। হে সোম! তোমার যে সমস্ত সুরস ধারা উপদ্রব নিবারণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে, তৎসহকারে পবিত্রে যাইয়া উপবেশন কর।

৮। হে সোম! তুমি মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া ইন্দ্রের পানের জন্য পাত্রে পাত্রে যাইয়া স্থান গ্রহণ কর।

৯। হে সোম! তুমি অতি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও। অঙ্গিরার সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ও ঘৃত দুগ্ধ আহরণ করিয়া দাও।

১০। এই দেখ বহুদর্শী সোমরস পাত্রে স্থাপিত হইয়াছেন, ক্ষরিত হইতেছেন এবং জলমধ্যস্থ খাদ্যদ্রব্যকে আন্দোলিত করিয়া আপনার সন্নিধান জানাইয়া দিতেছেন।

১১। এই যে সোম, ইনি ধন বর্ষণকারী, তাহাই ইহার একমাত্র কার্য্য, ইনি রাক্ষসদিগকে সংহার করেন এবং দাতা ব্যক্তিকে অশেষ ধন দিয়া থাকেন।

১২। হে সোম! তুমি অতি প্রচুর ধন ক্ষরণ করিয়া দাও, গো, অশ্ব, সকলি দাও, এমন ধন দাও, যাহাতে সকলের উল্লাস হয়, যাহা সকলেই পাইতে বাঞ্ছা করে।

---

(১) সোমরস পাত্রে ঢালার সহিত ও শ্যেনপক্ষীর উড়িয়া আসার সহিত, অনেক স্থানে তুলনা করা হইয়াছে। এই রূপ উপমা হইতে কি শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক সোম আহরণ-সম্বন্ধীয় বৈদিক উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে? এই সূক্তের ১৫ ঋক্ দেখ।

১৩। এই দেখ, মনুষ্যেরা সোমকে সেচন করিতেছেন, ইঁহাকে শোধন করা হইতেছে, ইহার যশ গান করা হইতেছে, কারণ ইনি অত্যন্ত কার্য্যক্ষম।

১৪। এই সোম অশেষ প্রকারে রক্ষা করেন, বিস্তর ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্ম্মাণ কর্ত্তা, ইঁহার ক্রিয়াশক্তি অদ্ভুত, ইনি আনন্দের বিধাতা; ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

১৫। এই সোম জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানা স্তুতিবাক্য লাভ করিয়া ইন্দ্রের পানের জন্য যথাযোগ্য পাত্রে সংস্থাপিত হইতেছেন। যেরূপ পক্ষী আপন কুলায়ে স্থান গ্রহণ করে।

১৬। যখন পথ প্রদর্শনকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি পাত্রে পাত্রে উপবেশন করতঃ যেন রণভূমিতে প্রবল বেগে অগ্রসর হইতে থাকেন।

১৭। ঋত্বিক্‌গণ সেই সোমকে ঋষিদিগের রথে [ঘোটকের ন্যায়] যোজনা করিতেছেন; সেই রথের তিন পৃষ্ঠ, তিন স্থান উন্নত, সপ্তছন্দ তাহার রজ্জু। এই রূপ রথে যোজনা করিলে দেবতাদিগের নিকট যাওয়া যায়(২)।

১৮। হে সোম নিষ্পীড়নকারীগণ! সেই সোম দ্রুতগামী অশ্ববৎ, তিনি ধন স্পর্শ করেন, অর্থাৎ আনিয়া দেন; যুদ্ধে যাইবার জন্য তাঁহাকে সজ্জিত কর।

১৯। সোম নিষ্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন এবং বিপক্ষের গোমুখ মধ্যে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

২০। হে সোম! মনুষ্যগণ তোমার সেই মধুময় রসের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য দোহন করিতেছেন।

---

(২) সায়ণ বলেন, তিন পৃষ্ঠ বলিতে তিন বার নিষ্পীড়ন অর্থাৎ চোয়ান। আর তিন স্থান উন্নত ইহার অর্থ তিন বেদ।

২১। দেবতারা যাহার নাম শুনিতে ভাল বাসেন, যাহার আস্বাদন অতি মধুর, হে ঋত্বিক্‌গণ! সেই সোমরসকে দেবতাদিগের নিমিত্ত পবিত্রের উপর রাখিয়া দাও।

২২। ঋত্বিক্‌গণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইহাদিগের শক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।

২৩। হে সোম! যে তুমি শোধন কালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক, সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।

২৪। হে সোম! আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।

২৫। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ বস্তু। যেমন আমরা তোমার স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করি, যেমন আমরা নানাবিধ কবিতা তোমার বিষয়ে রচনা করি, তেমনি তুমি ক্ষরিত হও।

২৬। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া তুল। তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণপূর্ব্বক আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া দাও।

২৭। হে সোম! তোমার মহিমাতেই এই সকল ভুবন সুস্থির হইয়া আছে। এই সমস্ত নদী তোমার দিকেই ধাবিত হইতেছে।

২৮। যেমন স্বর্গের বৃষ্টি অবাধে পতিত হয়, তদ্রূপ, হে সোম! তোমার ধারা সমস্ত শুক্লবর্ণ পবিত্রের দিকে ধাবিত হইতেছে।

২৯। তোমরা ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ সোম প্রস্তুত কর, কারণ ইহার দ্বারা বলের পুষ্টি, ধনের লাভ এবং আহারের আহরণ হইয়া থাকে।

৩০। বিবিধ কার্য্যোপযোগী সত্যস্বভাব সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পবিত্রে গিয়া বসিলেন এবং স্তবকর্ত্তা ব্যক্তিকে বলবীর্য্য দিতে লাগিলেন।

---

৬৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপগোত্রীয় নিধ্রুব ঋষি।

১। হে সোম! বলাধায়ক প্রচুর ধন ক্ষরণ কর এবং আমাদিগকে অশেষ খাদ্য আনিয়া দাও।

২। হে সোম! তোমার তুল্য আনন্দ দাতা কেহ নাই। তুমি আহার দাও, বল ও পুষ্টি প্রদান কর এবং ইন্দ্রের জন্য পাত্রে পাত্রে উপবেশন কর।

৩। নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ইন্দ্রের জন্য এবং বিষ্ণুর জন্য ক্ষরিত হইলেন। বায়ু যেন তাঁহার মধুর রস প্রাপ্ত হয়েন।

৪। এই সকল পিঙ্গলবর্ণ সোমরস জলের ধারাতে উৎপাদিত হইয়াছেন এবং দ্রুতবেগে রাক্ষসদিগের দিকে যাইতেছেন।

৫। ইহারা ইন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করে, বৃষ্টি আনয়ন করে, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করে, আর দানকুণ্ঠ কৃপণদিগের সর্ব্বনাশ করে।

৬। এই সমস্ত সোমরস নিষ্পীড়িত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রতি যাইবার জন্য আপন স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

৭। হে সোম! সেই ধারাসহকারে ক্ষরিত হও, যাহাদ্বারা মনুষ্য-কুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণপূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়া-ছিলে।

৮। শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।

৯। অপিচ। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিলেন।

১০। হে স্তবকারীগণ! তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং বায়ুর উদ্দেশে আনন্দ বিধাতা নিষ্পীড়িত সোমকে এই স্থান হইতে লইয়া মেষলোমে সেচন কর।

১১। হে ক্ষরৎ সোম! হিংসক শত্রু যে ধন নষ্ট করিতে না পারে, এরূপ শত্রুর দুর্লভ ধন আমাদিগকে দান কর।

১২। গোধন ও অশ্ব সহস্রসংখ্যক ধন আমাদিগকে বিতরণ কর এবং বলবীর্য্য ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।

১৩। সূর্য্যদেবের ন্যায় দীপ্তিশালী সোম প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া কলসের মধ্যে রস স্থাপন করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন।

১৪। এই সমস্ত শুক্লবর্ণ সোমরস জলধারাসহকারে আর্য্যদিগের গৃহে গোধন ও খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করিতেছেন।

১৫। বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরসগুলি দধি সংযোগে সুস্বাদু হইয়া পবিত্র অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন।

১৬। হে সোম! তোমার যে রস দেবতাগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুখকর ও আনন্দবিধাতা হয়, তুমি সেই মধুরতম রস ধারণপূর্ব্বক ধন দান করিবার জন্য পবিত্রে গমন কর।

১৭। মনুষ্যেরা সেই সোমকে শোধন করিতেছেন, যিনি হরিতবর্ণ ও তেজোযুক্ত এবং জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন এবং যিনি ইন্দ্রের আমোদ বৃদ্ধি করেন।

১৮। হে সোম! তুমি সুবর্ণ ও অশ্ব ও ধন, জন বিতরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব্য আহরণ কর।

১৯। যেরূপ যুদ্ধকালে, তদ্রূপ এই ক্ষণে তেজোযুক্ত সোমকে মেষ-লোমের উপরি সেচন কর, কারণ সোম ইন্দ্রের নিকট অতি মধুর।

২০। যাঁহারা আপনাদিগের রক্ষা প্রার্থনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শোধনযোগ্য সোমরসকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করেন। সোম শব্দ করিতে করিতে দ্রব মূর্ত্তিতে ক্ষরিত হয়েন।

২১। বুদ্ধিমানেরা সেই বৃষ্টি বিধাতা জলসেচনকারী সোমকে অঙ্গুলি সহযোগে ও স্তুতি পাঠ করিতে করিতে জলধারা দিতে দিতে সরাইয়া দেন।

২২। হে দীপ্তিশীল সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।

২৩। হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল ধন সমস্ত নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর।

২৪। হে সোম! তুমি কর্ম্মিষ্ঠ ও আনন্দবিধাতা। তুমি শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হও। দেবদ্বেষী লোককে অপদস্থ কর।

২৫। শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে নানাবিধ স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে উৎপাদিত হইলেন।

২৬। দ্রুতগামী শুভ্রবর্ণ সোমরস গুলি তাবৎ শত্রু সংহার করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন এবং উৎপাদিত হইলেন।

২৭। ক্ষরিত সোমগুলি স্বর্গলোক ও নভোমণ্ডল হইতে [আনীত হইয়া] পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে উৎপাদিত হইলেন।

২৮। হে সুচারু কর্ম্মকারী সোম! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া তাবৎ রাক্ষস শত্রুদিগকে সংহার কর।

২৯। হে সোম! রাক্ষসদিগকে নষ্ট করিতে করিতে এবং শব্দ করিতে করিতে উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট বল আমাদিগকে দান কর।

৩০। হে সোম! যাবতীয় দিব্য বস্তু ও যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী ও সর্ব্বপ্রকার কাম্য পদার্থ আমাদিগকে দান কর।

৬৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঋষি।

১। হে সোম! তুমি দীপ্তিমান্ বর্ষণকর্ত্তা। হে দেব! বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কার্য্য। বর্ষণ করতঃ তুমি ধর্ম্ম সমস্ত ধারণ কর।

২। বর্ষণই তোমার ধর্ম্ম। বর্ষণের জন্যই তোমার বল বীর্য্য, বর্ষণের জন্যই তোমার বিভাগ এবং বর্ষণের জন্যই তোমার রস। হে বর্ষণকারী! তুমিই যথার্থ বর্ষণকর্ত্তা।

৩। তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বর্ষণ কর। আমাদিগকে গোধন ও বেগবান্ অনেক অশ্ব বিতরণ কর। আমাদিগের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও।

৪। গো, অশ্ব প্রভৃতি কামনাপূর্ব্বক এবং লোকবল বাঞ্ছা করিয়া ঋত্বিকেরা বেগযুক্ত উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ সতেজ সোমরস সকল সৃষ্টি করিলেন।

৫। যজ্ঞকর্ত্তারা সোমকে সুশোভিত করিতেছেন, দুই হস্তে শোধন করিতেছেন। সেই সোম মেষলোমে ক্ষরিত হইতেছেন।

৬। যিনি দাতা, তাঁহার জন্য সোমরসেরা যেন কি নরলোক হইতে, কি দেবলোক হইতে, কি আকাশ হইতে সর্ব্বস্থান হইতে ধন আহরণ করিয়া দেন।

৭। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারা সমস্ত যেন কিরণ শ্রেণীর ন্যায় বাহির হইতে থাকে।

৮। হে সোম! তুমি সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন কর এবং অশেষ রসের আধার হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর।

৯। হে সোম! যখন তোমার রস সূর্য্যদেবের ন্যায় পবিত্রের উপর আরোহণ করে, তখন তুমি সেই পথে প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে থাক।

১০। যেরূপ রথী অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ সোম স্তবকর্ত্তাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণমাত্র চলিত হইলেন, যেহেতু তিনি চৈতন্যবিশিষ্ট এবং সকলের প্রীতিকর।

১১। তোমার সেই যে তরঙ্গ, যাহা দেবতাদিগের দিকেই ধাবিত হয় এবং যজ্ঞ মধ্যে স্থান গ্রহণ করে, তাহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইল।

১২। হে সোম! যে তুমি দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত এবং আনন্দের বিধাতা, সেই তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য আমাদিগের পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও।

১৩। হে সোম! ঋত্বিকেরা তোমাকে শোধন করিতেছেন, অতএব তোমার ক্ষরণ হউক, তাহা হইলেই আমাদের অন্ন লাভ হইবে। তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে গোধনের দিকে গমন কর।

১৪। হে হরিৎবর্ণ সোম! স্তুতি বাক্য তোমাকেই অর্শে। তোমাকে ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। এক্ষণে তুমি লোকে যাহা প্রার্থনা করে, এরূপ ধন ও অন্ন বিতরণ কর।

১৫। হে সোম! তোমার মূর্ত্তি দীপ্তিশীল। বলশালী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিগণ তোমাকে সংগ্রহ করিয়াছেন, যজ্ঞের জন্য তোমার শোধন হইতেছে, তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের নিকটে যাও।

১৬। সোমরসগুলি আকাশের দিকে প্রেরিত হইতেছে, অঙ্গুলি সহযোগে তাহাদিগকে উত্তোলন করা হইতেছে, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত হইতেছে।

১৭। সোমগুলিকে শোধন করা হইতেছে। তাহাদিগের স্বভাবই গতি। তাহারা অক্লেশে আকাশের দিকে যাইতেছে। তাহারা জলপাত্রে যাইতেছে।

১৮। হে সোম! আমাদিগকে তুমি স্নেহ কর, আমাদিগের তাবৎ ধন সম্পত্তি নিজ বলে রক্ষা কর এবং আমাদিগকে লোকবল দাও এবং বাসের জন্য গৃহ দাও।

১৯। হে সোম! তুমি যেন একটী সুচারু গতিশীল ঘোটক, ঋত্বিকেরা তোমাকে যোজনা করিলে, তুমি পরিমাণপূর্ব্বক পাদন্যাস করিতে থাক, এইরূপে তুমি জলপাত্রে যাইয়া স্থিতি কর।

২০। দ্রুতগামী সোম যখন সুবর্ণময় যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন, তখন নির্ব্বোধ লোকদিগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক উঠিয়া যায়।

২১। সুশ্রী পুরুষেরা স্তব করিলেন। সুবোধ লোকে যজ্ঞের দিকে মন দেন, নির্ব্বোধ লোকে তলাইয়া যায়।

২২। হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণপূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।

২৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচন রচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।

২৪। হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।

২৫। হে সোম! শোধন কালে তুমিই স্তবকারীদিগকে এরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, যাহা বুদ্ধিমত্তাসূচক এবং নানা প্রকার বাক্যালঙ্কারে সুশোভিত।

২৬। হে সোম! শোধন কালে তুমি আমাদিগের মুখে এরূপ বাক্য আনয়ন করিয়া দাও, যাহার রচনা অতি সুন্দর এবং যাহার উচ্চারণ করিয়া আমরা তোমার নিকট ধনের কামনা করিতে পারি।

২৭। হে সোম! বিস্তর লোকে তোমাকে ডাকিয়া থাকে। এই যজ্ঞে তুমি শোধন প্রাপ্ত হইয়া এই সকল ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট হও।

২৮। শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণপূর্ব্বক এবং ধারাসহযোগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত যাইয়া মিশ্রিত হইতেছে।

২৯। যেমন যোদ্ধারা [বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য] বসিতে বসিতে [গুড়ি মারিয়া] গিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তাঁহাকে চালাইয়া দিলেন।

৩০। হে সোমরস! তুমি কর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান্ ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বরুণের পুত্র ভৃগু ঋষি। অথবা ভৃগুতনয় জমদগ্নি ঋষি।

১। অঙ্গুলি গুলি যেন কয় ভগিনী, যেন তাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় কয়েকটী স্ত্রীলোক, সোম যেন তাঁহাদিগের স্বামী(১)। এই কয়েকটী স্ত্রীলোক অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহারা তাহাদিগের বলশালী মাননীয় স্বামীকে চালাইতেছে, ইহাদের বাসনা এই যে সোমরস ক্ষরিত হয়।

২। হে সোম! তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও, তুমি ঔজ্জ্বল্য গুণে সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি আহরণ করিয়া দাও।

৩। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ স্তব করা হইয়াছে, দেবতাদিগের আরাধনাপূর্ব্বক বৃষ্টি উপস্থিত কর। তোমার ক্ষরণের দ্বারা যেন আমরা উত্তমরূপ অন্ন লাভ করি।

৪। হে সোম! তুমি আপন ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল, আমরা সৎকর্ম্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, কারণ তুমি অভিলষিত ফল বর্ষণ করিয়া থাক।

৫। হে সোম! তোমার অস্ত্রশস্ত্র অতি চমৎকার, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে এই ভাবে ক্ষরিত হয়, যাহাতে আমাদিগের লোকবল হইতে পারে। তুমি সুচারুরূপে এই স্থানে আগমন কর।

(১) এই উপমাটী ঋগ্বেদের অনেক স্থলে ব্যবহার হইয়াছে, কার্য্যপটু অঙ্গুলিগুলিকে অগ্নি, বা ইন্দ্র, বা সোমদেবের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিতে ঋষিগণ ভাল বাসিতেন। এইরূপ উপমা হইতে অনুমান করা যায়, যে তৎকালে ধনাঢ্য বা রাজাগণের বহুদারপরিগ্রহ করিবার রীতি ছিল।

৬। যৎকালে দুই হস্তে তোমাকে শোধন করা হয় এবং সেই সঙ্গে তোমার উপর জল সেচন করা হয়; তৎকালে তুমি কাষ্ঠময় পাত্রে স্থাপিত হইয়া পরে তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য পাত্রে গমন কর।

৭। হে ঋত্বিক্‌গণ! যেরূপ ব্যশ্বঋষি গান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরা সোমের উদ্দেশে গান আরম্ভ কর, কারণ তিনি অতি প্রধান এবং চতুর্দ্দিকেই তাঁহার দৃষ্টি।

৮। সেই সোম শত্রুবর্গের নিবারণকর্ত্তা, তাঁহা হইতে মধুর রস নির্গত হয়, ইন্দ্রের পানের জন্য সেই হরিতবর্ণ রস প্রস্তরফলকের দ্বারা নিষ্পীড়িত হয়।

৯। হে সোম! তুমি ঈদৃশ বলশালী, তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের বাসনা যে সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পত্তি জয় করি।

১০। হে অভিলষিত ফলবর্ষণকারী সোম! তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার ক্ষমতার দ্বারা যেন আমরা সকল ধন লাভ করি।

১১। হে সোম! তুমি ভূলোক, দ্যুলোক এ উভয়ের ধারণকর্ত্তা এবং স্বর্গের দিকেই তোমার দৃষ্টি। তোমাকে আমি বলশালী জানিয়া যুদ্ধ অভিমুখে প্রেরণ করিতেছি।

১২। হে সোম! এই অঙ্গুলিদ্বারা আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তুমি হরিতবর্ণ আকারে ধারারূপে ক্ষরিত হও। তোমার সখাকে যুদ্ধের দিকে পাঠাইয়া দাও।

১৩। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর। আমাদিগের জন্য প্রচুর আহার আনিয়া দাও এবং আমরা কোন্ পথে যাইব তাহা দেখাইয়া দাও।

১৪। হে সোম! কলসগুলিকে স্তব করা হইয়াছে। অতএব তুমি ইন্দ্রের পানের জন্য ধারারূপে প্রবলবেগে উহার মধ্যে প্রবেশ কর।

১৫। তোমার যে সুতীক্ষ্ণ ও আনন্দকর রস, তাহা প্রস্তরফলকদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে। তুমি দর্পহারী হইয়া ক্ষরিত হও।

১৬। এই যে সোম ইহাকে স্তব করা হইতেছে, ইনি আকাশের দিকে যাইবার জন্য রাজার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি যাইতেছেন।

১৭। হে সোম! আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগকে শতশত গোধন ও ঘোটক এবং উত্তম উত্তম সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও।

১৮। হে সোম! দেবতাদিগের পানের জন্য তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে উজ্জ্বলরূপ এবং বিপক্ষ পরাভবকারী তেজঃ প্রদান কর।

১৯। হে সোম! যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে উপবেশন করে, তদ্রূপ তুমি তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এবং শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ কর(১)।

২০। এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র এবং বায়ু এবং বরুণ এবং অন্যান্য দেবতা এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে চলিয়াছেন।

২১। হে সোম! আমাদিগের সন্তানবর্গকে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা সহস্র প্রকার ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হই।

২২। যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ(২) নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।

২৩। কিম্বা যে সকল সোম আর্জীকদেশে, কিম্বা কৃত্বদেশে, কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে, কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে(৩)।

২৪। সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।

---

(১) সোমরসের কলসে প্রবেশের সহিত শ্যেনপক্ষীর কুলায় প্রবেশের উপমা, এটী ঋষিগণের বড় মনোগত উপমা।

(২) শর্য্যণাবতী নদীর উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

(৩) আর্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখা তীরস্থ জনপদের (আধুনিক পঞ্জাব প্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। "Five tribes"—*Muir.*

২৫। এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের সংসর্গ কামনা করেন, জমদগ্নি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, তিনি চালিত হইয়া গোচর্ম্মের উপর ক্ষরিত হইতেছেন।

২৬। যেরূপ অশ্বদিগকে জলমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদিগের গাত্র শোধন করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই সকল শুভ্রবর্ণ সোমরসগুলি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে করিতে জলের মধ্যে শোধিত হইতেছেন।

২৭। হে সোম! যখন তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হয়, তখন চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী ঋত্বিকেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে তোমাকে প্রেরণ করেন। তুমি উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হও।

২৮। হে সোম! তোমার সেই যে প্রভাব, যাহা সকলকে সুখী করে, যাহা ধনসম্পত্তি আনিয়া দেয়, শত্রু হইতে রক্ষা করে এবং সকল লোকের প্রার্থনীয় হয়, আমরা তাহা কামনা করিতেছি।

২৯। সেই বল আমাদিগকে মদমত্ত করে, সকলেই তাহা কামনা করে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় রক্ষা করে এবং সকলেই তাহা প্রার্থনা করে।

৩০। আমরা তোমার নিকট ধন ও জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি। হে সৎ-কর্ম্মকারী সোম! আমরা তোমার নিকট সন্তানসন্ততি প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু তুমি সকলকে রক্ষা কর এবং বিস্তর লোকে তোমাকে প্রার্থনা করে।

---

৬৬ সূক্ত।

অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শত সখ্যক বৈখানস ঋষি।

১। হে সোম! তুমি সকল দিক দর্শন কর, তুমি সখা, তুমি মান্য, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদিগের এই সমস্ত কবিতা শ্রবণপূর্ব্বক তুমি ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তোমার যে দুইটি পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

৩। হে সোম! তোমার চতুর্দ্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান ছিল, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে।

৪। হে সোম! তুমি আমাদিগের সখা, আমরা তোমার সখা, আমাদিগের রক্ষার জন্য উত্তম উত্তম নানাবিধ আহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে করিতে ক্ষরিত হও।

৫। হে সোম! তোমার যে শুভ্রবর্ণ কিরণসমূহ, তাহারা আপন তেজঃ বিস্তার করিতে করিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে।

৬। এই যে সপ্তনদী(১), ইহারা তোমারই আদেশে বহমান হইতেছে, এই সকল গাভী তোমারই দিকে ধাবমান হইতেছে।

৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর।

৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল, যে তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির যজ্ঞস্থলে সকল কার্য্য স্মরণ করাইয়া দাও।

৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটি অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎকালে তোমার কণা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষলোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে।

১০। হে সৎকর্ম্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল।

১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপে অন্তর্ধান হইয়া গেল যেরূপ নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।

(১) সপ্তনদীর উল্লেখ।

১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষীরপ্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জল প্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে।

১৪। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব আমরা প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তোমার বন্ধুত্ব উপলক্ষে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

১৫। হে সোম! যিনি গোধন অন্বেষণ করেন, যিনি মহান্, যিনি মনুষ্যমাত্রেরই তত্ত্বাবধান করেন, তুমি তাঁহার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।

১৬। হে সোম! তুমি অতি প্রধান, তুমি বলশালীদিগের অগ্রগণ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি যখনই যুদ্ধ করিয়াছ, তখনই জয়ী হইয়াছ।

১৭। সেই সোমসকল বলশালী অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তিনি সকল বীর অপেক্ষা অধিক বীর, তিনি সকল বদান্য অপেক্ষা অধিক দাতা।

১৮। হে সোম! তুমি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ কর, বংশ বৃদ্ধি কর; আমরা তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, তোমার সহায়তা অভিলাষ করি।

১৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং দূর হইতে রাক্ষসদিগকে পরাভব কর।

২০। অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চ জনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই অতি যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি।

২১। হে অগ্নি! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর, তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ কর। তুমি আমাকে হৃষ্ট পুষ্ট গোধন বিতরণ কর।

২২। এই যে সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইনি শত্রুবর্গকে পরাভব করেন, ইনি আমাদিগের স্তুতি বাক্য গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইতেছেন।

২৩। এই যে সোমরস, যাহাকে মনুষ্যেরা শোধন করেন, ইহার বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আছে, ইনি সুন্দর আহার বিতরণ করেন, দেবতাদিগের দিকেই ইহার গতি।

২৪। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইনি এক প্রকাণ্ড শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিলেন, সেই জ্যোতিঃ যথার্থ তাহা কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারসমূহকে নষ্ট করিল।

২৫। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাঁহার তেজঃ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিতবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হইতেছে।

২৬। এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, ইহাঁর তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইহার ধারা হরিতবর্ণ, দেবতারা ইহার সহায়, ইনি তাহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।

২৭। এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইঁহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইঁহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করেন। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন।

২৮। এই যে সোমরস, ইনি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষলোম-নির্ম্মিত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষরিত হইলেন। ইনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশকরিলেন।

২৯। এই যে সোমরস, ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন(২)।

৩০। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যাহা স্বর্গ হইতে আহরণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাণ দান কর এবং আমাদিগকে আনন্দিত কর।

(২) সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই এই সূক্ত হইতে উপলব্ধি হয়, প্রথমে সোম লতারূপে থাকে, তাহার দুইটী করিয়া পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে, (২ ঋক্)। প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে, (৭ ঋক্)। পরে রমণীগণ অঙ্গুলাদ্বারা তাহা চট্‌কাইয়া রস বাহির করে, (৮ ঋক্)। পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষলোমনির্ম্মিত পবিত্র অর্থাৎ ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয়, (৯ ঋক)। সে ছাঁকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলীদ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে, (১০, ১১, ১২ ঋক্)। সেই শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়, (১৩ ঋক)। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ, (২৪ ঋক)। অথবা ঈষৎ হরিতবর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলিয়াও কোন কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। গোচর্ম্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয়, (২৯ ঋক।

৬৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও পবিত্র এই কএক জন ঋষি।

১। হে ক্ষরণশীল সোমরস! তুমি আনন্দ দান কর, তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও।

২। হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগকে আনন্দিত ও উন্মত্ত কর, তুমি পণ্ডিত ও ধনদান কর্ত্তা, তুমি ইন্দ্রের আহার স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে যারপর নাই আহ্লাদিত কর।

৩। তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া অতি উত্তম জাজ্বল্যমান তেজঃ (তীব্রতা) ধারণ কর।

৪। হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হইতেছে এবং অল্প অল্প এরূপ শব্দ করিতেছে।

৫। হে সোমরস! তুমি যদি মেষলোমের মধ্য দিয়া নির্গত হও, তাহা হইলে নানাবিধ সম্পত্তি, নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং বলবীর্য্য এবং গোধন লাভ হইয়া থাকে।

৬। হে সোমরস! আমাদিগকে শতশত গোধন এবং সহস্র ঘোটক এবং নানাপ্রকার সম্পত্তি আনয়ন করিয়া দাও।

৭। এই সকল সোমরস মেষলোমের মধ্যদিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া মুহুর্মুহু ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপী হইল।

৮। সোমের রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ। সোমরস ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষকর্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়াছিল। সে নিজে ক্রিয়াতৎপর, যে ব্যক্তি ক্রিয়াতৎপর, তাহারই জন্য সে ক্ষরিত হয়।

৯। এই যে সোম, যিনি সকলকে কর্ম্মতৎপর করেন এবং ক্ষরিত হইয়া অতি মধুর রস প্রদান করেন, তিনি অঙ্গুলিদ্বারা চালিত হইতেছেন, এবং বচন রচনাদ্বারা তাঁহার গুণগান হইতেছে।

১০। পূষা নামক যে দেবতা, যিনি ছাগ বাহনে গমন করেন, তিনি যেন যখন যখন আমরা যাত্রা করি, তখনই আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাঁহার প্রসাদে যেন আমরা সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

১১। কপর্দ্দী নামক যে দেবতা, তাঁহার উদ্দেশে এই সোমরস ঘৃতের ন্যায়, মধুর ন্যায়, ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন অনেক সংখ্যক সুশ্রী নারী লাভ করি।

১২। হে তেজঃপুঞ্জ! তোমার নিমিত্ত নিষ্পীড়িত হইয়া ঘৃতের ন্যায় নির্ম্মলভাবে এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। আমরা যেন বহুসংখ্যক সুশ্রী নারী প্রাপ্ত হই।

১৩। হে সোম! তুমি কবিদিগের রচনাকে উত্তেজিত কর। প্রার্থনা করি, যে তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও। তুমি দেবতাদিগের জন্য রত্ন স্থাপন করিয়া থাক।

১৪। যেরূপ শ্যেনপক্ষী সুন্দর কুলায়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে(১)।

১৫। হে সোম! তোমার যে নিষ্পীড়িত রস, তাহা চতুর্দ্দিকে কলসের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছে।

১৬। হে সোম! তোমার তুল্য মধুর বস্তু কিছুই নাই। তুমি ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ক্ষরিত হও।

১৭। এই সকল সোমরস দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহারা রথের ন্যায় বিপক্ষদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করিয়া আনিয়া দেয়।

১৮। সেই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস, যাহাদিগের তুল্য আনন্দকর পদার্থ আর কিছুই নাই, তাহারা প্রস্তুত হইবার সময়ে শব্দ করিতে লাগিল।

---

(১) ১৪ ও ১৫ ঋকে শ্যেনপক্ষীর সহিত সোমের তুলনা।

১৯। এই সোমরস প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছে, ইহার গুণ গান করা হইয়াছে, ইহা পবিত্রের উপর যাইতেছে। যে তোমাকে স্তব করে, তাহাকে তুমি বীর্য্যবান্ কর।

২০। এই যে সোম, ইনি নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, ইহার গুণ গান করা হইয়াছে, ইনি রাক্ষসদিগকে হনন করেন, এক্ষণে পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইনি মেষলোমে যাইতেছেন।

২১। হে ক্ষরণশীল সোম! কি নিকটে, কি দূরে, যেখানে যত ভয় আমার উপস্থিত হয়, সে সমস্ত নষ্ট কর।

২২। সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন, কারণ পবিত্র করাই তাঁহার স্বভাব।

২৩। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ বিস্তারিত আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগের দেহ পবিত্র কর।

২৪। হে অগ্নি! তোমার শিখা মধ্যে যে পবিত্র গুণ আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর। সোমরস নিষ্পীড়নের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।

২৫। হে দেব সবিতা! পবিত্রদ্বারা এবং সোম নিষ্পীড়নদ্বারা এই উভয়ের দ্বারা আমার সর্ব্ব ভাগ শোধন কর।

২৬। হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্য্যক্ষম মূর্ত্তি, এই তিন মূর্ত্তিদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।

২৭। দেবতারা আমাকে পবিত্র করুন। বসুগণ তাঁহাদিগের নিজ কার্য্যদ্বারা পবিত্র করুন। হে অশেষ দেবতা! আমাকে পবিত্র কর। হে অগ্নি! আমাকে শোধন কর।

২৮। হে সোম! তোমার তাবৎ ধারা সহকারে বিশেষরূপে প্রবাহমান হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত কর, তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহার।

২৯। সেই যে সোমরস, যিনি সকলের প্রীতিপাত্র, যিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শব্দ করিতে থাকেন, যাঁহাকে আহুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হয়, আমরা নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিতেছি।

৩০। সর্ব্বস্থান আক্রমণকারী সেই বিপক্ষের কুঠার যাহাতে নষ্ট হইয়া যায়, হে দেব সোম! তুমি সেইরূপে ক্ষরিত হও, তুমি সেই পীড়াদায়ক শত্রুকেই সংহার কর।

৩১। যে ব্যক্তি পবমান সোম বিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালীনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।

৩২। যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোম বিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।

সূক্ত ৬৮।

পবমান সোম দেবতা। বৎস ঋষি।

১। সুমধুর সোমরসগুলি ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রবাহমান হইতেছে, তাহারা যেন দুগ্ধদায়িনী গাভীর ন্যায়। গাভীগণ হম্বা রব করিতে করিতে কুশের উপর উপবেশনপূর্ব্বক অতি পরিষ্কার দুগ্ধ দান করিতেছে।

২। সেই সোমরস শব্দ করিতে করিতে এবং লতাবর্গকে শিথিল করিতে করিতে হরিতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক সুস্বাদ হইতেছে এবং পবিত্রের মধ্য দিয়া মহাবেগে নির্গত হইয়া শত্রুবর্গকে সংহার করিতেছে এবং ধন বিতরণ করিতেছে।

৩। মত্ততা উৎপাদক যে সোম পরস্পর সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এই দুই যুগল ভুবন নির্ম্মল করিলেন, যিনি অক্ষয় দুগ্ধদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন, যে দুগ্ধ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্রকাণ্ড অসীম দুই ভুবন পৃথক করিয়াছেন, যিনি অগ্রসর হইতে হইতে অক্ষয় বল ধারণ করিলেন।

৪। সেই মেধাবী পুরুষ আপনার দুই জননীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে জল সমস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে আহারদ্বারা আপন স্থান আপ্যায়িত করিতেছেন। মনুষ্যগণ ঘনীভূত সোমরসকে যবের সহিত মিশ্রিত করিলেন, তিনি অঙ্গুলিদিগের সমাগম প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাবৎ প্রাণীকে রক্ষা করিতেছেন।

৫। সুচতুর বুদ্ধিদ্বারা ক্রিয়াকুশল সোম জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি জল হইতে উৎপন্ন, বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। সেই দুই জন একবারেই যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তাহাদিগের একটী গুহার মধ্যে সংস্থাপিত আছে, আর একটী প্রকাশ পাইতেছে।

৬। বুদ্ধিমান লোকগণ সেই আনন্দকর সোমের রূপ চিনিতে পারেন, যাঁহাকে শ্যেনপক্ষী অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আহরণ করিয়াছিল, তাহাতেই এক্ষণে উহা খাদ্যদ্রব্যস্বরূপ হইয়াছে। সেই সোমকে জলের মধ্যে শোধন করে, তাহাতে উহার বৃদ্ধি হয়, সে অতি চমৎকার ও তেজস্বী ও প্রশংসার যোগ্য হয়।

৭। হে সোম! দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া তোমাকে মেষলোমের উপর শোধন করিতেছে, তুমি নিষ্পীড়নের দ্বারা ঋষিদিগের কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছ, শোধনকালে তোমার উদ্দেশে নানা প্রকার স্তব পাঠ করা হইতেছে, তুমি পাত্রে পাত্রে সংস্থাপিত হইয়াছ। যাহারা দেবতাদিগের নাম লইয়া থাকে, তোমার কার্য্য এই যে, তুমি তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ কর।

৮। যখন সোমরস চমৎকাররূপে পাত্রে পাত্রে গমনপূর্ব্বক উহার মধ্যে উত্তমরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার উদ্দেশে মনোমত স্তব পাঠ করিয়া থাকে। এই সোমরস অতি মধুর ধারার আকারে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়, ইহার সাহায্যে শত্রুর সম্পত্তি জয় করিয়া লওয়া যায়, ইনি দেবতার ন্যায় অমর, ইহার প্রভাবে উত্তমরূপ বচন রচনা করা যায়।

৯। এই যে সোমরস ইনি আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দুগ্ধাদি সহযোগে সুস্বাদু হইতেছেন, আর যাহা কামনা করা যায় এবং যাহা প্রীতিকর, ইনি সেইরূপ বস্তুই আনিয়া দিতেছেন।

১০। হে সোমরস! তোমাকে সেচন করিতেছি, তুমি আমাদিগের জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হও। আর সেই যে দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহারা কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তাঁহাদিগকে

আমরা আহ্বান করি। হে দেবতাবর্গ আমাদিগকে ধনসম্পত্তি এবং কর্ম্মক্ষম সন্তান প্রদান কর।

৬৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। হিরণ্যস্তুব ঋষি।

১। যেরূপ ধনুকের সহিত বাণের যোজনা করা হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা স্তুতিবাক্য যোজনা করিতেছি। যেরূপ বৎস মাতার স্তনের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের সহিত আমরা সোমরস সংস্পৃষ্ট করিতেছি। যেরূপ প্রচুর দুগ্ধধারা দিতে দিতে গাভী সম্মুখে আসে, তদ্রূপ ইন্দ্র আসিতেছেন। ইন্দ্রের সময়ও সোমরস দেওয়া হইয়া থাকে।

২। ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হইতেছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হইতেছে, তাঁহার মুখ মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সোমরস ক্ষরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্দ্ধারীর হস্ত হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র যথাস্থানে যাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাইতেছে।

৩। সোমরস যে জলের সহিত মিশ্রিত হন, সেই জল তাঁহার বধূ তুল্য। তিনি সেই বধূর সহিত মিলিত হইবার জন্য মেষচর্ম্মের সর্ব্বভাগে ক্ষরিত হইতেছেন। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জগণ পৃথিবরী সন্তান স্বরূপ। যিনি পূণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তির জন্য হরিতবর্ণ সোমরস পৃথিবীর সন্তানদিগকে শিথিল অর্থাৎ ফলবান করিয়া দেন। সোমরস মদিরার ন্যায় লোককে মত্ত করেন, তিনি যজ্ঞকালে পাত্রেপাত্রে গমন করিতেছেন। যেরূপ মহিষ আপনার শৃঙ্গ শাণিত করে, সোমরস যেন তদ্রূপ করিতেছেন।

৪। বৃষ শব্দ করিতেছে, গাভীগণ তাহার দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ সোমরসকে দেখিয়া আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনা হইতে নির্গত হইতেছে। এই সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপানর শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন।

৫। হরিতবর্ণ অমর সোমরস শোধিত হইবার সময় এরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, যাহা বিনা যত্নে শুভ্র হইয়া আছে, অর্থাৎ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলেন। পরে তিনি আকাশের উপরিভাগে, পাপ নষ্ট হয়, এরূপ শোধন করিবার জন্য সূর্য্যদেবকে সংস্থাপন করিলেন। সেই সূর্য্যের আলোকে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদিত হইয়া গেল।

৬। এই সকল সোমরস সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা ইতস্তত ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা লোকদিগকে মদমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত করিয়া দেয়, ইহারা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হইতেছে, ইহারা মিলিত হইয়া বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছে। ইহারা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না।

৭। ঋত্বিক্‌গণ যখন সোমকে নির্গলিত করিল, তখন নদীর জল যেমন নিম্নাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ মত্ততাকারী সোমরসগুলি নিম্নাভিমুখে যাইতে লাগিল। হে সোমরস! আমাদিগের ভবনে দ্বিপদ, চতুষ্পদ সকলকে কুশলে রাখ, আমাদিগের গৃহে যেন খাদ্য দ্রব্য ও সন্তান সন্ততি অভাব না হয়।

৮। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি এবং সুবর্ণ এবং ঘোটক এবং গাভী এবং যব এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই (১)। তোমরাই আমার পিতৃতুল্য, তোমরা স্বর্গের মস্তকস্বরূপ এবং আমাদিগকে অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত আছ।

৯। এই সমস্ত হরিতবর্ণ সোমরস ইন্দ্রের দিকে যাইতেছে, যে প্রকার রথ সমস্ত যুদ্ধাভিমুখে যাইয়া থাকে। ইহারা নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমময় পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছে এবং যুবা হইয়া বৃষ্টি উপস্থিত করিতেছে।

১০। হে সোমরস! অতি সুস্বাদু ও নির্ম্মল হইয়া মহীয়ান ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও এবং বিপক্ষদিগকে পরাভব কর। যে তোমাকে স্তব করে, তাহাকে উত্তম উত্তম ধন দান কর। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! তোমরা উত্তম উত্তম বস্ত্র দিয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ কর।

---

(১) সন্তানসন্ততি এবং সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী ও যব তৎকালে সংসার সুখের প্রধান উপকরণ ছিল; ঋষিগণ তৎকালে সংসারী ছিলেন।

৭০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। রেণু ঋষি।

১। যৎকালে সোমরস যজ্ঞদিগের সহিত বৃদ্ধি পাইলেন, তৎকালে তাঁহার জন্য পূর্ব্ব পরম্পরাগত যজ্ঞ মধ্যে একুশটি ধেনু, একুশটি গাভী দুগ্ধ দোহন করিয়া দিল, তিনি চারিটি জলপাত্রে শোধনের নিমিত্ত প্রবেশ-পূর্ব্বক জলপাত্রগুলিকে সুশোভিত করিলেন।

২। তিনি নির্ম্মল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কার্য্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়া দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্ব গুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন।

৩। সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হউক, তাহাদ্বারা স্থাবর, জঙ্গম এই দুই প্রকার বস্তু রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। সেই ঔজ্জ্বল্যদ্বারা তিনি আমাদিগকে বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাঁহার উদ্দেশে স্তুতি পাঠ হইতে লাগিল।

৪। সেই সোমরস কর্ম্মক্ষম দশ অঙ্গুলির দ্বারা শোধিত হইতেছেন, তিনি আকাশ পথে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যবর্গ এবং দেবতা-বর্গ এই উভয়ের উপকারের জন্য বৃষ্টির উদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেন।

৫। তিনি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন। তিনি বৃষ্টির কারণ, তিনি আপন প্রতাপে দুর্ম্মতি লোকদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় শত্রুদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন।

৬। তিনি আপনার জননীর স্বরূপ দ্যুলোক ও ভূলোককে দর্শন করিয়া গো বৎসের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন, তিনি বায়ু-গণের ন্যায় শব্দ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্য অতি চমৎকার, তিনি দেখি-লেন যে, জলই লোকদিগের যথার্থ উপকারী, অতএব তিনি সর্ব্বাগ্রে জলই বিতরণ করিলেন, তাঁহার বাঞ্ছা যে, তিনি প্রশংসা প্রাপ্ত হন।

৭। সোম যেন একটি ভয়ঙ্কর বৃষভ, তাহাকে যখন কলসের মধ্যে ঢালা হয়, তখন তাহার যে দুই ধারা বিগলিত হইতে থাকে, তাহাই যেন তাহার দুই শৃঙ্গ, সতর্ক সাবধান সোম আপনার বল বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই দুই শৃঙ্গ শাণিত করিতে করিতে শব্দ করিতেছেন। তিনি তাহার আধারস্বরূপ সুগঠন কলসের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন, গো চর্ম্ম এবং মেষচর্ম্ম তাঁহাকে শোধন করিতেছেন।

৮। হরিতবর্ণ সোমরস যখন নির্ম্মল হইয়া ক্ষরিত হয়, তখন মেষ-লোমময় উন্নত শোধন যন্ত্রে তাঁহাকে কর্ম্মিষ্ঠ ঋত্বিক্‌গণ নিশ্চলভাবে সংস্থাপন করেন। সোমের সহিত দধি, দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে ত্রিবিধ উপকরণ সম্পন্ন করে, এই রূপে তিনি মিত্র ও বরুণ ও বায়ু এই তিন দেবতার সেবনীয় হন।

৯। হে সোম! তুমি অভিলাষ পূরণকর্ত্তা, তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য ক্ষরিত হও, তুমি ইন্দ্রের প্রীতিকর পানপাত্রে প্রবেশ কর, আপদ বিপদ আমাদিগকে আক্রমন না করিতে করিতে উহাদিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রান কর। যে ব্যক্তি পথ জানে, সে অবশ্যই জিজ্ঞাসা-কারী ব্যক্তিকে পথ বলিয়া দেয়। অর্থাৎ সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বলিয়া দেও।

১০। যেমন ঘোটককে চালাইলে সে যুদ্ধাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ তুমি কলসের দিকে ধাবমান হও। যেমন বিচক্ষণ ব্যক্তি নৌকা যোগে নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদিগকে বিপদ পার করিয়া দেও। বীর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের শত্রুবর্গকে সংহার কর।

---

৭১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ঋষভ ঋষি।

১। দক্ষিণা দান করা হইতেছে, সোমরস প্রবল বেগে কলসের মধ্যে যাইতেছেন, তিনি সতর্ক হইয়া হিংসাকারী রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে ভক্ত-দিগকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশ মধ্যে বৃষ্টির জল সঞ্চয়

করিতেছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের অন্ধকারস্বরূপ মলিনতা শোধন করিবার জন্য সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত করিতেছেন।

২। শত্রুবর্গের শোষণকারী সোমরস বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষ সংহারক যোদ্ধার ন্যায় আসিতেছেন, আপনার অসূর্য্য প্রতাপ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি জরা পরিত্যাগ করিতেছেন, পানীয় দ্রব্যস্বরূপ হইয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন, বিস্তারিত মেষচর্ম্মের উপর আপনার নির্ম্মল মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেছেন।

৩। প্রস্তরের দ্বারা এবং দুই হস্তের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া সোমরস ক্ষরিত হইতেছে, তাহার ভাব ভঙ্গী যেন বৃষের ন্যায়। তাহার গুণ গান করিলে তিনি আকাশ পথে সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, পাত্রে পাত্রে মিলিত হন, তাঁহাকে স্তব করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, জলের সহিত মিশ্রিত হন এবং দেবতারা যে যজ্ঞে আপ্যায়িত হন, সেই যজ্ঞে তিনি পূজিত হন।

৪। মাদকতা শক্তিধারী সোমরসগণ সেই ইন্দ্রকে সেচন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকে বাস করেন, যিনি মেঘদিগকে সঞ্চয় করেন, যিনি বিপক্ষের অট্টালিকা ধ্বংস করেন, যাহার জন্য উৎকৃষ্টদ্রব্য ভক্ষণকারী গাভীগণ আপনাদিগের উন্নত উধোভার হইতে অতি চমৎকার দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকে।

৫। দুই হস্তের দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানের সন্নিহিত প্রদেশে সোমরসকে রথের ন্যায় চালাইয়া দেয়। যৎকালে স্তুতি পাঠকারী ঋত্বিক্‌গণ সোমরসের আধার সংস্থাপন করেন, তখন তিনি গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হন এবং পাত্রে পাত্রে গমন করেন।

৬। যেমন শ্যেনপক্ষী আপন কুলায়ে প্রবেশ করে(১), তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস সুগঠিত সুবর্ণময় আধারে প্রবেশ করেন। সেই প্রীতি প্রদানকারী সোমরসকে স্তব করিতে করিতে যজ্ঞ স্থানে প্রেরণ করা হয়। এই পূজনীয় সোমরস ঘোটকের ন্যায় দেবতাদের নিকট গমন করেন।

৭। এই দীপ্তিশালী সুচতুর সোমরস বিশেষরূপে জলসিক্ত হইয়া শূন্য পথে কলসের মধ্যে পতিত হন। ইনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহাকে তিন বার নিষ্পীড়িত করা হইয়াছে। ইনি স্তবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও শব্দ

করিতে থাকেন, ইনি নানা পাত্রে এবং কলসে কলসে গতায়াত করেন, ইনি প্রতিদিন প্রভাত কালে শব্দ করিতে করিতে শোভমান হয়েন।

৮। এই সোমরসের সেই যে মূর্ত্তি, যাহা যুদ্ধস্থলে অবস্থিতিপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে পরাভব করে, তাহা জাজ্জ্বল্যমান রূপ ধারণ করিতেছেন। জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নৈবিদ্য সহকারে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে, সুন্দর স্তব প্রাপ্ত হইতেছে এবং দুগ্ধ ইত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছে।

৯। যেরূপ বৃষ গাভীর দলের সহিত মিলিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ এই সোমরস শব্দ করে। ইহারই প্রভাবে সূর্য্যের প্রভা আকাশে স্থাপিত হয়, ইনি গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইনি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান করেন।

---

৭২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। হরিমন্ত ঋষি।

১। হরিতবর্ণ সোমরসকে শোধন করা হইতেছে, ঘোটকের ন্যায় তাঁহাকে যোজনা করা হইতেছে, তিনি কলসের মধ্যে ক্ষীর দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তিনি যখন শব্দ করেন, তখন তাঁহাকে স্তব করে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপ স্তব করে, তাহার কামনা তিনি পূর্ণ করেন।

২। যখন সোমরস ইন্দ্রের উদর অর্থাৎ কলসের মধ্যে স্থাপিত হন, কিম্বা যখন সুগঠন বাহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদিগের দশ অঙ্গুলিদ্বারা তাহার সুমধুর ও প্রীতিকর রস শোধন করিতে থাকে, তখন অনেক বুদ্ধিমান লোক এক বাক্যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন।

৩। এই সোমরস ক্রমাগত দুগ্ধাদির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি এপ্রকার শব্দ করিতেছেন, যে সূর্য্যের কন্যা শুনিয়া আহ্লাদ পাইতে-ছেন(১)। গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি পরিতোষপূর্ব্বক ইহার গুণকীর্ত্তন করি-তেছেন। ইনি দুই হস্তে দশ অঙ্গুলির সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৪। এই যে সোমরস, যিনি প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক যজ্ঞস্থানে চালিত হন, যিনি গাভীগণের প্রেমাস্পদ স্বামীস্বরূপ,

---

(১) ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

অর্থাৎ বৃষের ন্যায় শব্দ করেন, যিনি অতি প্রাচীন, যাঁহাকে উপযুক্ত ঋতুর সময় সংগ্রহ করা হইয়াছে, যিনি অনেক কর্ম্ম সিদ্ধ করেন এবং মনুষ্যদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী হন, হে ইন্দ্র! সেই নির্ম্মল সোমরস তোমার জন্য ধারারূপে ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! এই সোমরস ধারারূপে নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যের দুই হস্তে চালিত হইয়া তোমার আহারের জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহার বলে বলবান্ হইয়া সকল কার্য্য সম্পূর্ণ কর এবং যজ্ঞস্থানে দর্পযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব কর। যেমন পক্ষী বৃক্ষে উপবেশন করে, তদ্রূপ সোম নিষ্পীড়নোপযোগী দুই প্রস্তর ফলকের উপর উপবেশন করেন।

৬। কর্ম্মদক্ষ, সুনিপুণ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সোমকে নিষ্পীড়িত করেন, তিনি শব্দ করিতে করিতে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া বিস্তর কার্য্য সিদ্ধ করেন, তখন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু এবং নানাবিধ স্তুতি-বাক্য একত্র মিলিত হইয়া যজ্ঞ স্থানে সোমরসের গমনাগমন প্রাপ্ত হন।

৭। এই সোমরস পৃথিবীর মধ্য স্থানস্বরূপ, প্রকাণ্ড আকাশমণ্ডলের আধারস্বরূপ, ইনি জলের তরঙ্গ মধ্যে এবং নদীর মধ্যে সিক্ত হইয়া থাকেন, ইনি ইন্দ্রের বজ্রের স্বরূপ, ইনি বৃষের ন্যায়, ইনি তাবৎ ধন আহরণ করিয়া দেন, ইনি মাদকতা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া লোকদিগের সুখের জন্য চমৎকার-ভাবে ক্ষরিত হয়েন।

৮। হে সুন্দর কর্ম্মকারী সোমরস! তুমি পার্থিব শরীরধারী লোক-দিগের জন্য শীঘ্র শীঘ্র ক্ষরিত হও, যে তোমার আন্দোলন করিতে করিতে স্তব করে, তাহাকে ধন দান কর। আমাদিগের গৃহমধ্যস্থিত সম্পত্তি হইতে আমাদিগেকে বঞ্চিত করিও না, আমরা যেন অশেষবিধ সম্পত্তি লাভ করিতে পারি।

৯। হে সোমরস! তুমি আমাদিগকে শতসহস্র পরিমাণে ঘোটক ও অন্যান্য পশু ও সুবর্ণ বিতরণ কর, তুমি আমাদিগকে বৃহৎ বৃহৎ দুগ্ধবতী গাভী ও খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেও, তুমি ক্ষরিত হইতে হইতে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের গুণগান গ্রহণ কর।

---

৭৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। পবিত্র ঋষি।

১। যাহার দ্বারা সোমরস নিষ্পীড়িত হন, সেই দুই খানি প্রস্তর-ফলক যেন যজ্ঞের স্কন্ধস্বরূপ নিষ্পীড়নের সময় সোমরসের ধারাগুলি সেই দুই স্কন্ধকে (অর্থাৎ ওষ্ঠ প্রান্তকে) প্রতিধ্বনিত করে। সোমরসগুলি যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়। সেই অসুর(১) সোমরস হইতেই দেবতা ও মনুষ্যদিগের বিহারার্থ তিন ভুবনের নির্ম্মাণ হইয়াছে। সেই সোমই যথার্থ। তাহাকে রাখিবার জন্য যে চারটি স্থালী প্রস্তুত করা হয়, সে চারিটি স্থালী নৌকারস্বরূপ হইয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে পার করিয়া দেয়।

২। প্রধান প্রধান ঋত্বিক্‌গণ সকলেই মিলিত হইয়া সুন্দররূপে সোমরসকে প্রেরণ করিতেছেন; তাঁহারা নানাবিধ ফল লাভের উদ্দেশে জলের মধ্যে সোমরসকে আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহারা অতি চমৎকার স্তব পাঠ করিতে করিতে মাদকতা শক্তিযুক্ত সোমরসের ধারার দ্বারা ইন্দ্রের তেজঃ বর্দ্ধিত করিতেছেন, যে হেতু ইন্দ্রের তেজঃ বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের মনে প্রীতি হয়।

৩। যাঁহাদিগের পবিত্র আছে, তাঁহারা বাক্যের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করেন। ইঁহাদিগের প্রাচীন পিতার ব্রত রক্ষা করেন। প্রকাণ্ড সমুদ্রকে বরুণ আচ্ছাদন করিলেন। পণ্ডিতেরাই ভিন্ন ভিন্ন আধারে আরম্ভ করিতে পারেন(২)।

---

(১) "অসুর" শব্দ এই সমস্ত অষ্টকে ছয় বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—
৯ মণ্ডলের ৭৩ সূক্তের ১ ঋকে অসুর শব্দ সোম সম্বন্ধে
ঐ „ ৭৪ „ ৭ „ „ „ „ „
ঐ „ ৯৯ „ ১ „ „ „ „ „
১০ „ ১০ „ ২ „ „ „ স্বর্গধারী দেব „
ঐ „ ১১ „ ৬ „ „ „ পুরোহিত „
ঐ „ ৩১ „ ৬ „ „ „ যজ্ঞ „
অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ঐ শব্দ এক বারও ব্যবহৃত হয় নাই।

(২) এই ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। সায়ণের কষ্টকল্পনা অবলম্বন না করিয়া কেবল অক্ষরার্থ মাত্র এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। ইহার পরের কয়েকটী সূক্তেরও অর্থ স্পষ্ট নহে।

৪। তাহারা সহস্রধারা বর্ষণকারী আকাশে অবস্থিত হইয়া নিম্নের দিকে শব্দ করিতেছে, আকাশের উচ্চ প্রদেশে জিহ্বাতে মধুধারণপূর্ব্বক পরস্পর পৃথকরূপে তাহারা অবস্থিতি করে। ইহার শীঘ্রগামী, সার সমস্ত একবারও চক্ষু উন্মিলন করে না। তাহারা পদে পদে পরস্পর মিলিত হইয়া পাপীদিগকে পাশবদ্ধ করে।

৫। পিতা এবং মাতার উপর অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যাহারা শব্দ করিয়াছিল, তাহারা গুণকীর্ত্তন লাভ করিয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে অধার্ম্মিক লোকদিগকে দগ্ধ করে। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ইন্দ্র দেখিতে পারেন না(৩) তাহার ক্ষমতাবলে সেই কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে ভুলোক ও দ্যুলোক হইতে দূর করিয়া দেয়।

৬। তাহারা শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে এবং সাতিশয় বেগধারণপূর্ব্বক পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠান হইয়া শব্দ করিয়াছিল। যাহাদিগের চক্ষু নাই ও কর্ণ নাই, তাহারা সত্যের পথ পরিত্যাগ করিল। দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকে কখন উত্তীর্ণ হয় না।

৭। সোম শোধন করিবার যে আধার, যাহা হইতে সহস্রধারা নিপতিত হয়, তাহা যখন বিস্তারিত হইল, তখন বিদ্বান্ কবিগণ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যে সারভূত পদার্থ আছে, তাহা রুদ্র এবং অন্নদাতা এবং দ্বেষহীন, তাহাদিগের গতি সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, সকলের প্রতি তাহাদিগের চক্ষু।

৮। তিনি সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, উত্তম কার্য্যকারী, কখন ছলনা করেন না। তিনি হৃদয় মধ্যে তিন পবিত্র সংস্থাপন করিলেন। তিনি বিদ্বান, তাবৎ ভুবন দৃষ্টি করেন। যাহারা সৎকর্ম্মে অনাবিষ্ট, যাহারা ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন।

৯। বরুণের জিহ্বার অগ্রভাগে তাঁহার ক্ষমতাবলে সৎকর্ম্মের সূত্র পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইল। পণ্ডিতেরাই তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক উপবেশন করেন। যাহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে অপারক হয়, তাহারা অধোগামী হন।

(৩) এই স্থানে এবং পরের কয়েকটী ঋকে বোধ হয় যজ্ঞ বিরোধী কৃষ্ণচর্ম্ম বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কক্ষীবান্ ঋষি।

১। যিনি জন্মগ্রহণ মাত্র শিশুর ন্যায় জলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠেন, যিনি বলবান্ ঘোটকের ন্যায় আকাশে উঠিতে যান, যিনি বারি বৃদ্ধিকারী নিজ ক্ষমতার দ্বারা আকাশকে সংযোজিত করেন, আমরা প্রশস্ত গৃহলাভের জন্য উত্তম স্তবের দ্বারা সেই সোমকে স্মরণ করি।

২। স্তম্ভের ন্যায় যিনি আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সুবিস্তৃত ও পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বত্র গমন করেন, তিনি এই দ্যুলোক ও ভূলোককে নিজ ক্ষমতার দ্বারা যোজনা করিয়া দিন। তিনি পরস্পর মিলিত এই দুই ভুবনকে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং অন্নদাতা।

৩। যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এবং বৃষের ন্যায় জল আনয়ন কর্ত্তা, যাঁহাকে স্তব করিলে এই স্থানে আসিবেন, তিনি যদি যজ্ঞে আগমন করেন, তবে পৃথিবীতে আগমনের জন্য প্রশস্ত পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, বিস্তর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে, সুমধুর সোমরস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করা আছে।

৪। তিনি সৎকর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ আকাশ হইতে অতি শ্রেষ্ঠ ঘৃত, দুগ্ধ দোহন করেন, অমৃত উৎপাদন করেন। দানশীল মনুষ্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি জল বর্ষণ করেন। তাহাতে সকলের হিত এবং সংসার রক্ষা হয়।

৫। সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিলেন। মনুষ্যের শরীরে দেবতার উপযুক্ত চর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। তিনি পৃথিবীর নিকটে গর্ভাধান করেন, তাহাতে আমরা পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া থাকি।

৬। যে সমস্ত সোমরসগুলি সহস্রধারাবর্ষণকারী স্বর্গ লোকে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিতি করে ও যাহারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে, তাহারা পৃথিবীতে পতিত হউক, সোমের সেই চারি অংশ আকাশকে আচ্ছাদন করে, সোম তাহাদিগকে আকাশ হইতে আনয়নপূর্ব্বক পৃথিবীতে স্থাপন

করিয়াছেন। তাঁহারা বৃষ্টিবর্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞের উপকরণ এবং দুগ্ধ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া দেয়।

৭। যখন সোম পাত্রে পাত্রে বিভক্ত হয়, তখন তিনি উহাদিগকে শুভ্রবর্ণ করিয়া দেন। সেই অসুর সোম মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং বিস্তর ধন দান করেন। তিনি আপনার জ্ঞানদ্বারা উত্তম উত্তম তাবৎ কর্ম্মের মধ্যে অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন এবং জল বর্ষণকারী মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া দেন।

৮। সোমরস ঘোটকের ন্যায় জলপূর্ণ-শুভ্রবর্ণ কলসের মধ্যে পতিত হইতেছেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন। তিনি কক্ষীবান্ ঋষিকে বিস্তর গাভী প্রদান করুন।

৯। হে সোম! যখন তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতে থাক, তখন তোমার রস ক্ষরিত হইয়া মেষলোমের দিকে ধাবমান হয়। হে মাদকতা শক্তিধারী সোম! কবিগণ তোমাকে সংশোধন করিলে ইন্দ্রের পানের জন্য সুস্বাদু হও।

৭৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কবি ঋষি।

১। সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন।

২। সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালন কর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের একরূপ একটী নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতা মাতা জানিতেন না।

৩। যখন ঋত্বিক্‌গণ সোমকে সুবর্ণময় চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে স্থাপন করেন, তখন সোমরস দীপ্তি পাইতে পাইতে শব্দের সহিত কলসে

প্রবেশ করেন, যজ্ঞের ঋত্বিকগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন, তিনি তিন বার নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপাদিত হইয়া যজ্ঞদিবসে প্রাতঃকালে শোভা পাইতেছেন।

৪। অন্ন-উৎপাদনকারী সোমরস গুণকীর্ত্তন সহকারে প্রস্তরদ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকে আলোকময় করিতে করিতে নির্ম্মলভাবে মেষলোমের দিকে ধাবমান হইতেছেন। নিত্য নিত্য মধুর ধারা ক্ষরিত হইতেছে।

৫। হে সোমরস! তুমি চতুর্দ্দিকে গতিবিধি করিয়া মঙ্গল বিধান কর, তুমি মনুষ্যদিগের কর্তৃক শোধিত হইয়া দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বস্তু সকলের সহিত মিশ্রিত হও। তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তিযুক্ত প্রখর রস আছে, তদ্দ্বারা ধন বিতরণকারী ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

৭৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কবি ঋষি।

১। এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্যপথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।

২। ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন। ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ, ইনি গাভী উপার্জ্জন ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।

৩। হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়াদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।

৪। বিশ্বের রাজা সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন, তাঁহার ক্ষমতা ঋষিদিগের অপেক্ষাও অধিক, তিনি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কামনা করেন, তিনি সূর্য্যের আলোকের সহিত মিশ্রিত হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার স্তবের উৎপাদনকর্ত্তা, তাহার কার্য্য অনির্ব্বচনীয়।

৫। হে সোম! বৃষ যেমন যূথের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি তুমি, কলসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ। সেই বৃষ জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে মাদকতা শক্তিতে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যেন তোমার আশ্রয় পাইয়া যুদ্ধে জয়ী হই।

৭৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই দেখ মধুর সোমরস, যাহার শক্তি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, যাহার রূপ আর সকলের অপেক্ষা সুশ্রী, তিনি শব্দ করিতে করিতে কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ঋতের গাভীগণ, যাহাদিগকে অনায়াসে দোহন করা যায়, যাহারা ঘৃত তুল্য দুগ্ধ দোহন করিয়া দেয়, তাহারা দুগ্ধ লইয়া এই সোমরসের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে।

২। শ্যেনপক্ষী আপন জননীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাহাকে আকাশ হইতে বায়ুপথের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ করিয়াছিল(১), সেই প্রাচীন দেবতা সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি যেন কৃশানু নামক বাণ নিক্ষেপকারী ব্যক্তির বাণপাত ভয়ে ভীত হইয়া উদ্বিগ্নভাবে মধুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৩। সেই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সোমরসগুলি সুরূপা নারীগণের ন্যায় দেখিতে সুশ্রী এবং তাবৎ পুণ্যকর্ম্ম ও তাবৎ আহুতির সময় উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা প্রচুর অন্ন ও গাভী দিবার জন্য আমাদের নিকটে আগমন করুন্।

৪। এই প্রবীন সোমরস, যাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে স্তব করিলাম, তিনি বিশিষ্টমনোযোগের সহিত আমাদিগের হিংসকদিগকে বিনষ্ট করুন। তিনি প্রভুর ভবনে গর্ভ আধান করেন। তিনি প্রচুর দুগ্ধ দানকারী গাভীগণের প্রতি ধাবমান হন।

৫। এই যে যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমরস, যিনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি বরুণের ন্যায় মহৎ, যাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যজ্ঞের সময় নিষ্পীড়নের দ্বারা তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইলে, তিনি মিত্রদেবতার

(১) শ্যেনপক্ষী আকাশ হইতে অথবা মুজবান্ পর্ব্বত হইতে (১০।৩৪।১) সোম আনিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আখ্যানটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও শতপথ ব্রাহ্মণে কিরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা ১।৮০।২ ঋকের টীকায় দেখ।

ন্যায় দুরদৃষ্ট নষ্ট করেন। ঘোটক যেমন শব্দ করিতে করিতে ঘোটকীগণের দলের মধ্যে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ তিনি আসিতেছেন।

---

৭৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এই শোভাধারি সোমরস শব্দ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহার যে সমস্ত অসার অংশ থাকে, মেষলোমময় পবিত্র বস্ত্রের দ্বারা তাহা ধরিয়া রাখে। এইরূপে শোধিত হইয়া ইনি দেবতাদিগের নিকট গমন করেন।

২। হে বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত সোমরস! ঋত্বিকেরা তোমাকে ইন্দ্রের উদ্দেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। তোমার যাইবার জন্য বিস্তর পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন তুমি প্রস্তরফলকে অবস্থিত থাক, তখন তোমার সহস্রসহস্র হরিতবর্ণ কিরণ নির্গত হয়।

৩। আকাশবিহারিণী কয়েক জন অপ্সরা(১) আসিয়া মধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক সুপণ্ডিত সোমরসকে প্রস্তুত করিল। যাহাতে যজ্ঞের গৃহ অভিষিক্ত হইয়া যায়, তাহারা তাহাকে এইরূপে ঢালাইয়া দিতেছে এবং ইনি যখন ক্ষরিত হন, ইহার নিকট অক্ষয় সুখ যাচ্ঞা করিতেছে।

৪। সোমের প্রভাবে আমরা গাভী জয় করি, রথ, সুবর্ণ, পরম সুখ সকলি জয় করি, আমরা জল জয় করি এবং নানাবিধ বস্তু উপার্জ্জন করি। ইনি মাদকতাশক্তিযুক্ত, ইহার তুল্য সুস্বাদু বস্তু আর কিছুই নাই, ইহার রস অতি চমৎকার, ইহার বর্ণ লোহিত, ইনি সুখের উৎপত্তিস্থান, এতাদৃশ এই সোমরসকে দেবতারা পান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(১) পৌরাণিক অপ্সরা কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু ঋগ্বেদের অপ্সরা কি?

পণ্ডিতবর গোলডষ্টুকর বিবেচনা করেন যে, সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট জলীয় বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করিলে তাহাকেই প্রথমে অপ্সরা কহিত। "Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds."—Quoted in Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V. (1884), p. 345. কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাহাই হউক, ঋগ্বেদ রচনার পূর্ব্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস [illegible] হইয়াছিল।

৫। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সম্পত্তি আমাদিগের যথার্থ কর। কি দূরে, কি নিকটে, আমাদিগের সকল শত্রু নষ্ট কর। আমাদিগকে সুবিস্তীর্ণ পথ প্রদান কর এবং ভয় সমস্ত নষ্ট কর।

---

৭৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যজ্ঞের সময় উজ্জ্বল ও শান্ত স্বভাব সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুক, আমাদিগের অন্নের হিংসাকারী শত্রুবর্গ নষ্ট হউক, আমাদিগের শত্রুরাও নষ্ট হউক, আমাদিগের সৎকর্ম্মগুলি দেবতারা গ্রহণ করুন্।

২। মাদকতাশক্তিধারী সোমরসগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুন্; তাঁহাদিগের প্রভাবে আমরা শত্রুর ধন জয় করিয়া লই। তাঁহার প্রভাবে আমরা কোন ব্যক্তির বাধা গ্রাহ্য না করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকি।

৩। সেই সোম নিজের শত্রুকে নষ্ট করেন এবং অপরের শত্রুকেও হিংসা করেন। মরুভূমির মধ্যে যেমন পিপাসা লাগিয়াই আছে, তিনি তেমনি শত্রুর পশ্চাৎ লাগিয়াই আছেন। হে রক্ষণশীল সোম! তাহা-দিগকে বিনাশ কর।

৪। হে সোম! তোমার প্রধান উৎপত্তিস্থান স্বর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। তথা হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে তোমার অবয়ব-গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা বৃক্ষরূপে জন্মিল। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক গোচর্ম্মের উপর তোমাকে শোধন করা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ দুই হস্ত প্রয়োগপূর্ব্বক জলমধ্যে তোমাকে প্রস্তুত করেন।

৫। হে সোমরস! প্রধান প্রধান ঋত্বিকগণ তোমার সুদৃশ্য সুশ্রী রস চালাইয়া দিতেছেন। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদিগের শত্রুমাত্রকে বধ কর। তোমার প্রখর ও প্রীতিকর মাদকতাশক্তিধারী রস নির্গত হউক।

---

৮০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বসুনামা ঋষি।

১। বিচক্ষণ সোমরসের ধারা ক্ষরিত হইতেছে। ইনি যজ্ঞের দ্বারা আকাশবাসী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। বৃহস্পতির শব্দ শুনিয়া ইনি উজ্জ্বল হইতেছেন। ইনি পুনঃ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্বস্থান আচ্ছাদন করিতেছেন।

২। হে অন্নদাতা! সুন্দর সুন্দর স্তুতিবাক্য তোমার প্রতি প্রেরিত হইলে, তুমি উজ্জ্বল হইয়া লৌহনির্ম্মিত আপন স্থানে আরোহণ কর। হে সোমরস! তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘ আয়ুঃ ও বিস্তর অন্ন প্রদান করিতে করিতে মাদকতাশক্তি ধারণপূর্ব্বক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিধারী সোমরস বলাধায়ক দ্রব দ্রব্যরূপে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি চমৎকার মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি বিশ্বভুবনে বিস্তারিত হইতেছেন। মনোবাঞ্ছা পূরণকারী নানাস্থান-বিহারী সোমরস যজ্ঞবেদীর উপর ক্রীড়া করিতে করিতে উজ্জ্বলভাবে বহিয়া যাইতেছেন।

৪। হে সোমরস! তোমার আস্বাদন দেবতার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। ঋত্বিকগণ দশ অঙ্গুলি প্রয়োগপূর্ব্বক সহস্র ধারারূপে তোমাকে প্রস্তুত করেন। হে সোমরস! তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছ, ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে সহস্রপ্রকার সম্পত্তি বিতরণ করিতে করিতে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও।

৫। সুনিপুণ-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তির দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া মনো-বাঞ্ছা পূরণকারী তোমার সুমধুর রস জলমধ্যে প্রস্তুত করে। হে সোমরস! তুমি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রকে মদমত্ত করিতে করিতে তাবৎ দেবতার নিকট গমন কর।

৮১ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সুগঠন ও ক্ষরণশীল সোমরসের তরঙ্গগুলি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করিতেছে, অর্থাৎ সোমরসগুলি নিষ্পীড়িত হইয়া অতি প্রশস্ত গব্যদধির দ্বারা সুস্বাদু হইয়া যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে সম্পত্তি দান করিবার জন্য বলশালী ইন্দ্রকে মদমত্ত করিয়া তুলিল।

২। যেরূপ রথবহনকারী ঘোটক দ্রুতবেগে যায়, তদ্রূপ মনোবাঞ্ছা পূরণকারী সোমরস কলসগুলির দিকে বহিয়া যাইতেছেন। এই জ্ঞানী সোমরস পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী এই দুই জাতি দেবতাদিগকে প্রীত করিতেছেন।

৩। হে সোমরস! তুমি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগের চতুপার্শ্বে সম্পত্তি ছড়াইয়া দাও, বিস্তর অন্ন আমাদিগকে বিতরণ কর, আমি তোমার দাস, হে অন্নদাতা! বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার কল্যাণ কর, সম্পত্তি যেন আমাদিগের দূরে আর কুত্রাপি বিতরণ করিও না।

৪। অতি বদান্য এই সকল দেবতা পরস্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন করুন, অর্থাৎ পূষা ও পবমান ও মিত্র ও বরুণ ও বৃহস্পতি ও মরুৎ ও বায়ু ও অশ্বিদ্বয় ও ত্বষ্টা ও সবিতা ও সুগঠন মূর্ত্তিধারিণী সরস্বতী সকলে আগমন করুন।

৫। দ্যুলোক ও ভূলোক এই দুই ভুবন, যাঁহারা সমস্ত বিশ্ব ঘেরিয়া আছেন এবং অর্য্যমা এবং অদিতি ও বিধাতা ও মনুষ্যগণের প্রশংসাভাজন ভগ নামক দেবতা ও প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ, এই সকল দেবতা ক্ষরণশীল সোমের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন।

৮২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। লোহিতবর্ণ সোমরসকে নিষ্পীড়নের দ্বারা প্রস্তুত করা হইল। তিনি মনোবাঞ্ছা পূরণকারী। তিনি রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। তিনি

জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া শব্দ করিতেছেন, তিনি শোধিত হইবার জন্য মেষলোমে মিলিত হইতেছেন, তিনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঘৃতযুক্ত আপন স্থানে উপবেশন করিতেছেন।

২। হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।

৩। পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা(১), সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপর বাস করেন। অঙ্গুলিবর্গ জলের নিকট দুগ্ধ, ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল। তিনি সুন্দর যজ্ঞ মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।

৪। হে পৃথিবীর সন্তান সোম! তোমাকে আর অধিক কি বলিব। স্ত্রী যেমন আপন স্বামীর অশেষ সুখ বিধান করে, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের সুখ বিধান করিয়া থাক। আমাদিগের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে তুমি দর্শন দাও, তাহাতেই আমাদের জীবনের মঙ্গল। তুমি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। আমাদিগের বিপদের সময় আমাদিগের উপর প্রহরীর কার্য্য কর।

৫। হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! যেরূপ তুমি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে আমাদিগের এই নূতন পুণ্যকর্ম্মের সময় প্রবল হও এবং ক্ষরিত হও; তুমি মনে করিলে শতশত সংখ্যায় সহস্র-সহস্র দান করিতে পার। এই সকল জল তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার সহিত মিলিত হইতেছে।

(১) এই স্থানে এবং ৯।১১৩।৩ ঋকে পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৮৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অঙ্গিরার সন্তান পবিত্র ঋষি।

১। হে সোম! তুমি যাগযজ্ঞাদি পবিত্রকার্য্যের অধিপতি। তোমার পবিত্র অঙ্গ বিস্তারিত হইয়াছে। যে তোমাকে পান করে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে তুমি বিস্তৃত হও। তাহার শরীর যদি দৃঢ় ও পরিপক্ক না হয়, তাহা হইলে সাধ্য নাই যে তোমাকে ধারণ করে। যাহাদের দেহ পরিপক্ক, তাহারাই তোমাকে ধারণ ও তোমার প্রীতিকর রস ভোগ করিতে পারে।

২। উত্তপ্ত সোমরস শোধনের জন্য শোধন যন্ত্র (ছাঁকুনী) বিস্তারিত আছে। ইহার প্রতানগুলি (ডাঁটা) অগ্নি স্থানের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া দীপ্যমান্ ভাবে গগনাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে রক্ষা করিতেছে। তাহারা সতেজভাবে আকাশের দিকে উঠিতেছে(১)।

৩। ইনি, [সোমরস] প্রভাত কালেই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছেন। ইনি অভিষেককারী অর্থাৎ জলাত্মক। ইনি অন্ন বিতরণকর্ত্তা, ইহার প্রভাবে ভুবন রক্ষা হয়। ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা, যখন পূর্ব্বপুরুষদিগকে সমাবৃত করিল, তখন তাঁহারা সন্তান উৎপাদন করিলেন, তাঁহারা অনেক মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন।

৪। যথার্থতঃ গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ সূর্য্যদেব(২) এই সোমরসের স্থান রক্ষা করেন। অদ্ভুত শক্তিধারী এই সোমরস দেবতার সন্তানদিগকে রক্ষা

---

(১) সায়ণ এই ঋকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(২) এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থে সায়ণ সূর্য্য করিয়াছেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্ব্বের নিবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করিলেন। এই সকল ও অন্যান্য ঋক্ হইতে অনুমান হয়, যে সায়ণের ব্যাখ্যা প্রকৃত, গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ সূর্য্য, বা সূর্য্য রশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্ব্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন লোকে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা শব্দদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়া গেলে, তখন অপ্সরাগণ গন্ধর্ব্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। (অথর্ব্ববেদ ৪। ৩৭। ১২ দেখ) সূর্য্যরশ্মিদ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি এই উপাখ্যানের আদি কারণ?

করেন। ইনি পাশের প্রভু, পাশের দ্বারা শত্রুকে গ্রহণ করেন। যাঁহার বলক্ষণ পুণ্যশীল, তাঁহারাই ইহার চমৎকার আস্বাদন গ্রহণ করেন।

৫। হে সোমরস! তুমি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং নির্ম্মল জল বস্ত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য পবিত্র যজ্ঞধামে আগমন কর। তুমি রাজা, শোধন কলসই তোমার রথ, তুমি সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সহস্রস্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় কর।

৮৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। হে সোমরস! তুমি দেবতাদিগের আনন্দ কর; সকল দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্র ও বরুণ ও বায়ুর জন্য ক্ষরিত হও। এক্ষণে আমাদিগের মঙ্গল কর এবং উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের মধ্যে যে ব্যক্তি যথার্থ দেবভক্ত, তাহাকেই ডাকিয়া লও।

২। যে সোম সকল ভুবনের উপর আধিপত্য করেন, সেই অমর সোম সেই সমস্ত যজ্ঞে আসিতেছেন। যাহা পূর্ব্বে পরস্পর সংবদ্ধ ছিল, ইনি তাহা পৃথক করিয়া দিতেছেন এবং সূর্য্য যেরূপ প্রভাত কাল করিয়া দেন, তদ্রূপ এই সোম আমাদিগকে আলোক দান করিতেছেন।

৩। যে সোমরসকে গাভীর দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত করে, উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কেবল যিনি একমাত্র দেবতাদিগের বলাধান করেন এবং ধন ও অন্ন আহরণ করিয়া দেন। যিনি নিষ্পীড়িত হইয়া ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ধারার আকারে ক্ষরিত হয়েন এবং ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাদিগকে মাতাইয়া দেন।

৪। সেই এই সোমরস ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি অসংখ্য ধন জয় করেন, ইনি প্রাতঃকাল অবধি ক্রমাগত আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ করিতেছেন। ইনি নানা দিক দিয়া কলসের মধ্যে যাইতেছেন। ইনি এরূপভাবে কলসের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, যে দেখিয়া ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা থাকিতেছে না।

৫। চতুর্দ্দিকে স্তোত্র পাঠ হইতেছে, সেই সোমরসের চতুর্দ্দিকে গাভী-গণ দুগ্ধ দিবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইতেছে, সোমরসের সহিত মিশ্রিত সেই দুগ্ধের মধুরতা আরও বৃদ্ধি হয়, সেই সোমরস চমৎকার সুখ দিয়া থাকেন। তিনি প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, সেই সঙ্গে কবিতা পাঠ হইতেছে। কারণ তিনি বুদ্ধিমান্ কবি, তাঁহার প্রভাবেই কবিতার স্ফূর্ত্তি। তিনি সর্ব্ব-প্রকার অন্ন বিতরণ করেন।

---

৮৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বেন ঋষি।

১। হে সোম! তোমাকে উত্তমরূপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও। রাক্ষস ও রোগ দূর হউক। যাহারা মুখে মনে ভিন্ন, তাহারা যেন তোমার রস আস্বাদনের আনন্দ অনুভব না করে। সোমরসগুলি যেন এই আমাদিগের যজ্ঞস্থানে ধনের সহিত উপস্থিত হয়।

২। যুদ্ধস্থলে আমাদিগকে প্রেরণ কর, তুমি অতি নিপুণ। তুমি দেবতা-দিগের প্রিয় আনন্দ। আমরা চতুর্দ্দিকে তোমার স্তব করিতেছি, শত্রু-দিগকে নষ্ট কর। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে রক্ষা কর, বিপক্ষদিগকে সংহার কর।

৩। হে সোম! তুমি বিনা বাধায় ক্ষরিত হইতেছ। তোমার তুল্য আনন্দ বিধাতা কেহ নাই। তুমিও যে, ইন্দ্রও সে। তোমার মত আহার আর নাই। বিস্তর বিদ্বান্ লোক তোমাকে স্তব করিতেছেন। তুমি এই ভুবনের রাজা। তোমার নিকটবর্ত্তী তাঁহারা হইতেছেন।

৪। এই আশ্চর্য্য সোমরস সহস্রধারায়, শতধারায় ইন্দ্রের জন্য অতি চমৎকার মধু ক্ষরিত করিতেছেন। আমাদিগের জন্য ক্ষেত্র জয় করিয়া দাও, জল জয় করিয়া দাও। হে সোম! তুমি সেচনকর্ত্তা (দ্রবাত্মক)। আমা-দিগের পথ প্রশস্ত করিয়া দাও। (আমরা যেন অবারিতগতি হই)।

৫। কলসের মধ্যে শব্দ করিতে করিতে তুমি ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইতেছ। মেষলোমময় পবিত্রের মধ্য দিয়া নানা গতিতে যাইতেছে।

তোমাকে শোধন করা হইলে, তুমি উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্যবাহী ঘোটকের ন্যায় গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের উদরে যাইতেছ।

৬। তুমি মধুরভাবে তাবৎ দেবতার জন্য ক্ষরিত হও। তুমি ইন্দ্রের জন্য মিষ্ট হও, সেই ইন্দ্রের নামোচ্চারণে কল্যাণ হয়, তুমি মিত্র ও বরুণ ও বায়ু ও বৃহস্পতির জন্য মিষ্ট হও। তুমি মধুপূর্ণ, তোমার বিনাশ নাই।

৭। এই দ্রুতগতিশীল সোমরসকে দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া শোধন করিতেছে। মেধাবী পুরুষদিগের স্তোত্রবাক্য ইহার প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে, সোমরসেরা ক্ষরিত হইতে হইতে সেই চমৎকার স্তোত্রবাক্যের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই সকল মাদকতাশক্তিধারী সোমরস ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছে।

৮। হে সোম! ক্ষরিত হইতে হইতে তুমি আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও, প্রশস্ত বাস্তুবাটী করিয়া দাও। আমাদিগের যজ্ঞের বিঘ্নকর্ত্তা যেন ক্ষমতাপন্ন না হয়, হে সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যেখানে যত ধন আছে, জয় করিতে পারি।

৯। এই বহুদর্শী সেচনকারী সোম আকাশে রহিলেন, এই কার্য্যকুশল সোম আর আর দীপ্তিশলী বস্তুদিগকে আরো দীপ্তিযুক্ত করিয়া দিলেন, ইনি রাজা, পবিত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছেন এবং মনুষ্যের হিতের জন্য সশব্দে স্বর্গের অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন।

১০। বেন নামক ব্যক্তিগণ আকাশের উন্নতস্থানে এই উন্নতস্থানবর্ত্তী সেচনকারী সোমকে সুমিষ্ট বচনে সম্ভাষণ করিতে করিতে এবং পরস্পর পৃথক্‌ভাবে দোহন করিতেছেন। এই দ্রবময় সোমরস জলে মিশ্রিত হইতেছেন, ইনি মধুর রসরূপী হইয়া পবিত্রে এবং বৃহৎ কলসের মধ্যে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যাইতেছেন।

১১। এই সুপর্ণ সোম(১) আকাশে উড়িতে ছিলেন, বেন নামক ব্যক্তিরা সাধ্য সাধনা করিয়া আনিয়াছে। এই সোম শিশুর ন্যায় শব্দ

(১) এখানে সোমকেই "সুপর্ণ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

করিতেছেন, ইহার প্রতি স্তোত্রবাক্য প্রেরিত হইতেছে। ইনি সুবর্ণের পক্ষী, পৃথিবীতে আসিয়া আছেন।

১২। ইনি গন্ধর্ব্ব(২), আকাশের ঊর্দ্ধভাগে ছিলেন। ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্তু নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, ইঁহার তেজঃ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক জননী তুল্য দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতিৰ্ম্ময় করিল।

৮৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রথম ১০ ঋক আকৃষ্ট ও মাষ নামে ঋষিগণ; দ্বিতীয় ১০ ঋক্ সিকতা ও যনীবাবরী নামক ঋষিগণ; তৃতীয় ১০ ঋক্ পৃশ্নি ও ইতিজ নামক ঋষিগণ; চতুর্থ ১০ ঋক্ আকৃষ্ট ও মাষ নামক ঋষিগণ; তদনন্তর ৫ ঋক্ অত্রি ঋষি; তদনন্তর ৩ ঋক্ গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার রসগুলি বিস্তার হইতেছে, ইহারা মানসবেগে অগ্রসর হইতেছে, ইহারা আনন্দকর, ইহারা শীঘ্রগামিনী ঘোটকীর শাবকের ন্যায় অবলীলাক্রমে ধাবিত হইতেছে। ইহারা পক্ষীর ন্যায় আকাশ হইতে পতিত হইতেছে। মধুর রসশালী অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিসম্পন্ন এই সোমরসগুলি কলসটীকে পরিপূর্ণ করিয়া উপবেশন করিতেছে।

২। মাদকতাশক্তিযুক্ত মধুরতাসম্পন্ন তোমার রসগুলি রথবাহ ঘোটকদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রস্তুত হইতেছে। মধুপূর্ণ ও পূর্ণপ্রবাহে প্রবহমাণ এই সকল সোমরস বজ্রধারী ইন্দ্রকে সেইরূপ আপ্যায়িত করিতেছে, যেরূপ গাভী আপন বৎসকে আপ্যায়িত করে।

৩। ঘোটককে চালাইয়া দিলে সে যেরূপ যুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হয়, হে সোম! তদ্রূপ দ্রুত বেগে তুমি আইস। তুমি স্বর্গীয় বস্তু তুল্য, তুমি প্রস্তরনির্ম্মিত কলসে আকাশ হইতে প্রবেশ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর এই সোম ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হইতেছে(১)।

---

(২) এখানেও গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য। সোমকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইতেছে।

(১) সায়ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

৪। হে সোম! চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপিনী তোমার ধারাগুলি মানসবেগে শূন্য পথ দিয়া কলসের মধ্যে যাইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। যে সমস্ত ঋষি তোমাকে প্রস্তুত ও শোধন করেন, তাহারা তোমার ধারাগুলি কলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছেন, যে হেতু ঋষিগণের সেবনীয় বস্তু।

৫। হে সোম! তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা। তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিরণপুঞ্জ সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্ব্বস্থানব্যাপী, সর্ব্ববস্তুর অবলম্বনস্বরূপ। এই রূপে তুমি ক্ষরিত হও।

৬। যখন সোম নিষ্পীড়িত হয়েন, তখন তিনি নিজে একস্থানবর্ত্তী, সুস্থির, কিন্তু তাঁহার কিরণপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যখন তিনি হরিতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমময় পবিত্রে শোধিত হয়েন, তখন তিনিও উপবেশনকর্ত্তা হইয়া নিজ বাসস্থান কলসের মধ্যে উপবেশন করেন।

৭। সোমরস যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ তিনি যজ্ঞের শোভাবিধাতা; তিনি দেবতাদিগের গৃহে গমন করেন। তিনি সহস্রধারারূপে কলসের মধ্যে যাইয়া থাকেন, তিনি রস সেচন করিতে করিতে সশব্দে মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করেন।

৮। তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছিলেন নদী মধ্যে, জলের তরঙ্গে মিলিত হইতেছেন(২)। তিনি ক্ষরণকালে উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রে আরোহণ করিতেছেন। তিনি পৃথিবীর ধারণকর্ত্তা, নাভিস্বরূপ, তিনি আকাশের আলোকস্বরূপ।

৯। সোম এরূপ শব্দ করিলেন, যে গগনের ঊর্দ্ধভাগ প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার অবলম্বনে লোক ও ভূলোক সুস্থির আছে। তিনি ইন্দ্রের বন্ধুত্বের অনুরোধে ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া কলসের মধ্যে গিয়া বসিতেছেন।

১০। এই সোম যজ্ঞের ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক আলোকস্বরূপ, ইনি সুমিষ্ট মধুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, ধনের

(২) অর্থাৎ ধারারূপ নদীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া কলসরূপ সমুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অধিপতি। ইনি বিবিধ অপ্রত্যক্ষ রত্ন দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিতরণ করেন। ইনি ইন্দ্রের পানোপযোগী অতি চমৎকার রস, ইঁহার মাদকতা-শক্তি নিরুপম।

১১। ইনি সবেগে, সশব্দে কলসে যাইতেছেন। ইনি দ্যুলোকের অধিপতি, সর্ব্বদ্রষ্টা; ইহার ধারা শতসংখ্যক। ইনি হরিতবর্ণ ধারণ করিয়া যজ্ঞের স্থানে স্থানে বসিতেছেন, ইনি পবিত্রের ছিদ্র পথে ক্ষরিত হইয়া রস বর্ষণ করিতেছেন।

১২। ইনি ক্ষরণকালে নদীর অগ্রে ধাবিত হয়েন, সেইরূপ বাক্যের অগ্রে এবং গাভীগণের অগ্রে ধাবিত হয়েন, এতাদৃশ ইহার বেগ। ইনি উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধের সম্মুখভাগে প্রচুর ধন জয় করেন। সেই রস সেচনকারী সোমকে নিষ্পীড়নকর্ত্তারা নিষ্পীড়ন করিতেছেন।

১৩। স্তোত্র শ্রবণে প্রীত হইয়া এই সোম চালিত অশ্বের ন্যায় যাইয়া মেষলোমের পবিত্রে তরঙ্গরূপে (প্রচুর পরিমাণে) যাইতেছে। হে ইন্দ্র! হে কবি! দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে তোমার যজ্ঞ হইলেই এই নির্ম্মল-সোম স্তোত্র শুনিতে শুনিতে ক্ষরিত হয়।

১৪। এই সোম এরূপ এক আলোকময় কবচে আচ্ছাদিত, যাহার কিরণ আকাশকে স্পর্শ ও পূর্ণ করিতেছে। যজ্ঞের সময় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি শূন্যপথে গতি করেন। ইনি স্বর্গের উৎপাদনকর্ত্তা। ইনি স্বর্গের প্রাচীন পিতা (ইন্দ্র) কে সেবা করেন(৩)।

১৫। ই সোম সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রের তেজঃ বাড়াইয়া ছিলেন, সেই ইন্দ্রের আগমনের জন্য ইনি ইন্দ্রকে পরম সুখী করিতেছেন। সেই সর্ব্বোচ্চস্থানে যথায় ইন্দ্রের ধাম, তথা হইতে তিনি সোম পানের প্রভাবে সকল যুদ্ধে গমন করেন।

১৬। সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতী-দিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

(৩) সায়ণের ব্যাখ্যা কতক বিভিন্ন।

১৭। হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্রসহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইঁহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।

১৮। হে সোম! যে যুদ্ধ তিন দিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে(৪), সেই অক্ষয় অন্ন বর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।

১৯। স্তোত্র বর্ষণকারী বিচক্ষণ সোম ক্ষরিত হইতেছেন. ইনি দিন ও প্রাতঃকাল ও সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি ধারার আকারে কলসে প্রবেশ করিতেছেন। ইনি বুদ্ধিমানদিগের স্তোত্রের ভাগী হইয়া ইন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হইতেছেন।

২০। এই প্রাচীন কবি সোম বুদ্ধিমান্ লোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন। ইনি কলসের মধ্যে সশব্দে যাইতেছেন। ইনি যেন ত্রিতের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। ইনি ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য মধু ঢালিয়া দিতেছেন।

২১। এই সোম শোধিত হইয়া প্রাতঃকালকে আলোকময় করেন, ইনি নদী (অর্থাৎ ধারা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইনি সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি একবিংশতি গাভী হইতে আপনার অনুপানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। এই আনন্দকর সোম হৃদয়ের মধ্যে যাইবার জন্য রমণীয়ভাবে ক্ষরিত হইতেছেন।

২২। হে সোম! তুমি শোধিত হইয়াছ। দিব্য ধামের দিকে ক্ষরিত হও। তুমি পবিত্রের পথ দিয়া কলসে যাও। শব্দ করিতে করিতে ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। মনুষ্যেরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছে। তুমি সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিয়াছ।

২৩। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া তুমি পবিত্রে ক্ষরিত হও। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। তুমি বিচক্ষণ, তুমি মানুষ চেন। তুমি অঙ্গিরার সন্তানদিগকে গাভীসমূহ দেখাইয়া দিয়াছিলে।

(৪) মূলে এই আছে, যথা "যানঃ দোহতে ত্রিঃ অহন্ অসশ্চুষীক্ষুমৎ বাজবৎ মধুমৎ সুবীর্য্যং।" তিন দিন যুদ্ধের পর ইক্ষু আদি খাদ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

২৪। হে পবিত্র সোম! সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তোমার আশ্রয় কামনা করিয়া তোমার গুণ গান করিয়া থাকে। পক্ষী তোমাকে দ্যুলোক হইতে (মর্ত্ত্যে) আনয়ন করিয়াছে। যাবতীয় স্তুতিবাক্য তোমার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

২৫। যখন সোমরস তরঙ্গবেগে মেষলোমময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকেন, তখন সাতটী গাভী তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকে! ঋতের যজ্ঞস্থানে প্রকাণ্ড দেহধারী আয়ুগণ (কতকগুলি ব্যক্তির নাম) জলের আধারের দিকে সেই কর্ম্মকুশল সোমকে প্রেরণ করিতেছে।

২৬। সোমরস ক্ষরণপূর্ব্বক তাবৎ শত্রুকে পরাজয় করিতেছেন; যজ্ঞকর্ত্তা ভক্তব্যক্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সেই সুশ্রী ও সুবোধ সোমরস আপনার মূর্ত্তি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছেন, ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় মেষলোমের দিকে ধাইতেছেন।

২৭। শতসংখ্যক ধারা জলের ন্যায় অবাধে বহমান হইয়া পরস্পর মিলনপূর্ব্বক হরিতবর্ণ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহাকে ক্ষীরে আচ্ছাদনপূর্ব্বক অঙ্গুলিগণ শোধন করিতেছে। তিনি বেদির তৃতীয়তলে দীপ্যমান্ অগ্নির উপর সংস্থাপিত হইতেছেন।

২৮। হে সোম! এই তাবৎ প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হইতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্বভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী।

২৯। হে সোম! তুমি বিশাল, বিস্তৃত সমুদ্র। হে কবি! তুমিই এই পাঁচ দিক (ঊর্দ্ধের দিক্ লইয়া পাঁচ) ধারণ করিয়াছ। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার জ্যোতিরাশি সূর্য্যের তুল্য।

৩০। হে সোম! এই ধূলিময় পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের উদ্দেশে পবিত্রেতে শোধন হইয়া থাক। উশিজ্ নামক ব্যক্তিগণ সর্ব্বাগ্রে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল। এই তাবৎ লোক তোমার দ্বারা চালিত হইয়াছে।

৩১। সোমরস শুদ্ধ করিতে করিতে মেষলোম অতিক্রম করিতেছে। এই দ্রবাত্মক হরিতবর্ণ রস জলে পড়িয়া শব্দ করিতেছে। ইহার ধ্যান করিতে করিতে ইহার অভিলাষীগণ ইহার স্তব করিতেছেন। ইনি যেন একটী শব্দায়মান শিশু, স্তুতিরা যেন (বাৎসল্যভরে) ইহাকে লেহন করিতেছে।

৩২। এই সোম যেন সূর্য্য কিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন, আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানিতেছেন। (অর্থাৎ দিনের মধ্যে তিন বার যজ্ঞ হয়), ইনি ঋতের নূতন নূতন স্তোত্র যোগাইয়া দিতেছেন। এই নরপতি সোম আপন পাত্রে যাইতেছেন।

৩৩। এই সোম যিনি নদীগণের রাজা, স্বর্গের অধিপতি, তিনি ক্ষরিত হইতেছেন। ঋত যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, সশব্দে সেই সমস্ত পথদিয়া যাইতেছেন। এই হরিতবর্ণ সোম সহস্রধারায় সিক্ত হইতেছেন। ইনি শোধন হইতেছেন, তদ্দর্শনে লোকের নানাবিধ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ধন আছে।

৩৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অদ্ভুত। তোমার প্রচুর রস, তুমি মেষলোমের পবিত্র স্বরূপ পথ দিয়া চালাইয়া দিতেছ। তুমি প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইয়াছ; অধ্যক্ষগণ তোমাকে অঙ্গুলিদ্বারা শোধন করিয়াছে, এখন তুমি প্রচুর ধন লাভের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধে যাইতেছ।

৩৫। হে সোম! তুমি অন্ন ও পরাক্রম উৎপাদন কর। শ্যেনপক্ষী যেমন আপনার বাসায় বসে, তেমনি তুমি কলসের মধ্যে উপবেশন কর(৫)। তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ইন্দ্রের আনন্দ ও মত্ততা উপস্থিত কর, যে হেতু তুমি মাদকতাশক্তিসম্পন্ন। তুমি দ্যুলোকের সমযোগ্য স্তম্ভস্বরূপ, তুমি চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি কর।

৩৬। এই যে নবীন-বালক সোম, যিনি বিশ্বজয়ী হইবার জন্য জন্মিয়াছেন, যিনি দিব্য লোকবাসী গন্ধর্ব্বের ন্যায় রূপবান্(৬), যিনি নরজাতির প্রতি কৃপাবান্, সেই সোমকে সাত জন ভগিনীতে মিলিয়া

(৫) শ্যেন পক্ষীর সহিত তুলনা।
(৬) এখানেও গন্ধর্ব অর্থে সূর্য্য।

জলের মধ্যে লালন পালন করে, কেন না তিনি পালিত হইলে সমস্ত বিশ্বভুবনের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

৩৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল ও পক্ষযুক্ত ঘোটকী যুতিয়া প্রভুর ন্যায় বিশ্বভুবনে গতিবিধি কর। সেই ঘোটকীরা যেন ঘৃত, দুগ্ধ, মধু আহরণ করিয়া দেয়। হে সোম! মনুষ্যগণ যেন তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিতেই ব্যাপৃত থাকে।

৩৮। হে ক্ষরণশীল সোম! নরজাতির প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি। তুমি রস বৃষ্টি করিয়া থাক। তোমার রসময় তরঙ্গ তুমি চতুর্দ্দিকে চালাইয়া দিয়া থাক। অতএব তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যে আমরা যেন অর্থ ও সুবর্ণ লাভ করি। যেন ত্রিভুবনে আমরা নিরুপদ্রবে প্রাণ ধারণ করি।

৩৯। হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যেন আমরা গাভী ও অশ্ব ও সুবর্ণ লাভ করি। তুমি ত্রিভুবনে গর্ভাধানকারী জনকের স্বরূপ সংস্থাপিত আছ। হে সোম! তুমি বিশ্বব্যাপী; তোমার প্রসাদে লোকবল পাওয়া যায়। তোমাকে এতাদৃশ জানিয়া বিদ্বান্‌গণ বিবিধ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করিতেছে।

৪০। এই যে সোম, ইনি অতি চমৎকার মধুর তরঙ্গ উঠাইতেছেন। জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মহিষের ন্যায় অবগাহন করিতেছেন। ইনি রাজা, পবিত্রই ইহার রথ, ইনি যুদ্ধে চলিলেন; ইনি সহস্র স্থানে গতিবিধি করিয়া প্রচুর অন্ন জয় করিতেছেন।

৪১। সোম সংসারের আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনস্বরূপ; তিনি আমাদিগের স্তুতিবাক্য অহর্নিশি উদয় করিয়া দিতেছেন, সেই স্তুতিবাক্য যাহার প্রভাবে আমরা সন্তানাদি লাভ করি, যাহা আমাদিগের জন্যে (অশেষ কাম্যবস্তুতে) পরিপূর্ণ আছে। হে সোম! তুমি ইন্দ্রকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাঁহার নিকট আমাদিগের জন্য সন্তান ও ধন ও ঘোটক ও উত্তম অট্টালিকা চাহিয়া দাও।

৪২। প্রভাত উপস্থিত হইবামাত্র সুবোধ ব্যক্তি সেই রমণীয় মূর্ত্তিধারী হরিতবর্ণ আনন্দকর সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করেন। সেই সোম সংসার রক্ষা করিবার উদ্দেশে নরলোকবাসী ও দিব্যলোকবাসী এই দুই

জাতীয় ব্যক্তিবর্গের বলাধান করিবার জন্য তাঁহাদিগের উদরে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

৪৩। (পুরোহিতগণ) তাঁহাকে (সোমকে) মাখিতেছেন, পৃথক্ করিতেছেন, উত্তমরূপে মাখিতেছেন, মধুসংযুক্ত করিতেছেন ও তৎপ্রতিভাবে মাখিতেছেন, যেহেতু সেই সোম ক্রতু অর্থাৎ কার্য্যেকুশল। যখন সিন্ধু, অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন, তিনি রস সেচন করিতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগন তাঁহাকে জলে লইয়া যান, যেরূপ লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে লইয়া যায়।

৪৪। সেই ক্ষরণশীল জ্ঞানী সোমের নাম করিয়া সকলে গান কর, তাঁহার প্রকাণ্ড ধারা অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছে। যেরূপ সর্প আপনার পুরাতন চর্ম্ম ত্যাগ করে(৭), সেইরূপ সেই ধারা যাইতেছে। সেই রসসেচনকারী হরিতবর্ণ সোম ক্রীড়াপ্রসক্ত ঘোটকের ন্যায় দৌড়িতেছেন।

৪৫। সেই সোম রাজার ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন; তিনি জলের স্রোতের ন্যায় সতেজে যাইতেছেন। সংসারে দিন পরিমাণ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত আছেন। তিনি হরিতবর্ণ, তিনি জলে স্নান করিয়াছেন, তিনি দেখিতে এমনি সুশ্রী, যেন তাঁহার শরীরে ঘৃত গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি ধনের ভাণ্ডারস্বরূপ। তিনি উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন।

৪৬। সোম দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, স্তম্ভস্বরূপ, তিনি উচ্চ হইয়া আছেন, তিনি মত্ততার উৎপাদক, তিনি সর্ব্বতোভাবে তিন প্রকার উপাদানে (ঘৃত ও দুগ্ধ ও সোমের নিজ রস) প্রস্তুত। তিনি সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন। সেই উজ্জ্বল সোমরস যখন শব্দ করেন, তখন স্তবকর্ত্তারা তাঁহাকে লেহন করেন, সেই সময়ে আবার ঋক্ উচ্চারণকারীরা শোধিত সোমের নিকটবর্ত্তী হন।

৪৭। হে সোম! শোধনকালে তোমার অস্থির ধারাগুলি একত্র মিলিত হইয়া মেষের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লোমগুলি অতিক্রম করিতেছে। সেই

(৭) সর্প পুরাতন চর্ম্মত্যাগ করে, সে বিষয় তৎকালে জানা ছিল।

সময়ে তুমি দুই পাত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হও। প্রস্তুত হইয়া তুমি কলসে যাইয়া উপবেশন কর।

৪৮। হে ক্রিয়াকুশল সোম! তুমি স্তবের দ্বারা পরিতোষিত হইতেছ, এখন মেষলোমের উপর সুমিষ্ট রস ঢালাইয়া দাও। তাবৎ রাক্ষসদিগকে ধ্বংস কর, অত্রির যজ্ঞে আমরা এই দীর্ঘছন্দের স্তব পাঠ করিতেছি, যেন আমরা বীরপুত্র লাভ করি।

---

৮৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। উশনা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ধাবমান হও, কলসে যাইয়া উপবেশন কর, অধ্যক্ষগণ তোমাকে শোধন করিতেছে, অন্নের দিকে যাও, ঘোটকের ন্যায় তোমাকে ধোয়াইয়া দিতেছে এবং বল্‌গা ধরিয়া তোমাকে কুশের দিকে লইয়া যাইতেছে।

২। সোমদেব উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি অমঙ্গল নষ্ট করেন, উপদ্রব নিবারণ করেন। তিনি দেবতাদিগের জন্মদাতা পিতা, তিনি দ্যুলোকের স্তম্ভস্বরূপ, পৃথিবীর আধারস্বরূপ।

৩। উশনা ঋষি বুদ্ধিমান্ ও এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও ধীর, তিনি এই সকল গাভীর নিগূঢ় ও গোপনীয় নাম পুণ্যানুষ্ঠানপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছেন।

৪। হে ইন্দ্র! এই লও, তোমার সোমরস, ইহা রস সেচনকারী, তুমিও বৃষ্টিবর্ষণকারী; তোমার নিমিত্ত ইহা পবিত্রের উপর ক্ষরিত হইতেছে। এই সোম শতদাতা, সহস্রদাতা, বিস্তরদাতা, ইনি ক্রমাগত যজ্ঞেতে অধিষ্ঠান হন।

৫। এই সকল সহস্রসংখ্যক সোমরস, ইহারা দুগ্ধের দিকে ধাবমান, বিস্তর চমৎকার অন্ন লাভ ইহাদিগের লক্ষ্য, পবিত্রের ছিদ্র পথ দিয়া ইহাদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে। অন্নই ইঁহাদের কামনা, অন্ন কামনাই ইহাদিগকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্য। ইহারা যেন যুদ্ধজয়ী ঘোটকের ন্যায়।

৬। এই সোমকে বিস্তর লোকে ডাকে। ইনি শোধিত হইয়া লোকদিগকে নানাবিধ অন্ন আহরণ করিয়া দেন। হে সোম! তোমাকে শ্যেনপক্ষী আনয়ন করিয়াছে, অন্ন পরিপূর্ণ করিয়া দাও, ধন দান করিতে করিতে অন্নের দিকে যাও।

৭। এই যে নিষ্পীড়িত সোম, ইনি পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে দৌড়িতেছেন, যেমন ঘোটককে ছাড়িয়া দিলে সে দৌড়িয়া যায়, যেমন তীক্ষ্ণ দুই শৃঙ্গ শানাইয়া মহিষ দৌড়িয়া যায়; অথবা যেমন বীরপুরুষ বিস্তর গাভী জয় করিবেন বলিয়া ধাবিত হয়েন।

৮। এই যে সোম, ইনি পরমধাম হইতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তরফলকের মধ্যে আসিয়াছেন। কোন্ নিভৃত স্থানে গাভীগণ ছিল, ইনি তাহা জানিতে পারিয়াছেন। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমের ধারা ক্ষরিত হইতেছে, যেরূপ আকাশের বিদ্যুৎ মেঘদ্বারা প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে নির্গত হয়।

৯। হে সোম! তুমি শোধিত হইয়া ইন্দ্রের সহিত একরথে আরোহণপূর্ব্বক বিস্তর গাভী আহরণ কর, তোমার স্বভাব যে, তুমি শীঘ্রই দান কর। প্রচুর ও বিস্তর অন্ন দাও, হে স্তব গ্রহণকর্ত্তা! তুমিই অন্নের অধিপতি, সে সমস্ত অন্নই তোমার।

৮৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই সোম প্রস্তুত করিতেছি। তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহা পান কর। তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ। তুমি তাহাকে মনোনীত করিয়াছ এই অভিপ্রায় যে, সে তোমার সাহায্য করিবে, সে তোমাকে মত্ত করিবে।

২। যে রূপ বিস্তর ভার বহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্রূপ সোমকে যোজনা করা হইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন। পরে তাবৎ ব্যক্তি ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।

৩। যে সোম, নিযুৎ নামক ঘোটকের অধিপতি, বায়ুদেবের ন্যায় অনবরত গমন করেন, অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় ডাকিবা মাত্র আসিয়া সুখ দান করেন। ধনদানকর্ত্তা ব্যক্তির ন্যায় যিনি সকলের প্রার্থনীয় এবং সূর্য্যের ন্যায় যিনি মানস বেগে গমন করেন, তাঁহারই নাম সোম।

৪। যে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, সেই তুমি বৃত্রদিগকে বধ করিয়াছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিয়াছ। ঘোটকের ন্যায় অহিদিগকে নিধন করিয়াছ। তুমি তাবৎ দস্যুর নিধনকর্ত্তা।

৫। বন মধ্যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ বল প্রকাশ করে, তদ্রূপ তুমি জলের মধ্যে আপনার বীর্য্য প্রকাশ কর। যেরূপ যুদ্ধে উদ্যত কোন বীর-পুরুষ বিপক্ষকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হয়েন, তদ্রূপ ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতে করিতে পূর্ণ রস প্রদান করিতেছেন।

৬। আকাশের মেঘ হইতে যেমন বারি বর্ষণ হয়, কিংবা যেমন নদী-গণ নিম্নের দিকে সমুদ্রে যায়, তদ্রূপ এই সমস্ত নিষ্পীড়িত সোমরস মেষ-লোম অতিক্রমপূর্ব্বক কলসের মধ্যে যাইতেছে।

৭। হে সোম! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগে বহমান হও; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায়) বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদিগকে সুমতি দাও। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদিগের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্র দিক্ দিয়া তোমার গতি।

৮। হে সোম! বরুণ রাজার ন্যায় তোমার সমস্ত কার্য্য। প্রকাণ্ড ও গভীর স্থানে তোমার অবস্থিতি। তুমি প্রেমাস্পদ বন্ধুর ন্যায় নির্ম্মল। তুমি সূর্য্যদেবের ন্যায় পূজনীয়।

---

৮৯ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যেরূপ আকাশ হইতে বৃষ্টি ক্ষরিত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সোম বহিতে বহিতে নানা পথে যাইতেছেন। সহস্রধারাতে তিনি আমাদিগের মাতৃভূতা পৃথিবীর অঙ্গে স্থান গ্রহণ করিতেছেন এবং কাষ্ঠময় পাত্রে সঞ্চিত হইতেছেন।

২। সোম নদীগণের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগণের) রাজা, ইনি বস্ত্র পরিধান করিলেন (দুগ্ধে মিশাইলেন)। ইনি যজ্ঞের সুগঠন নৌকায় আরোহণ করিলেন। এই যে সোম যাঁহাকে শ্যেনপক্ষী আহরণ করিয়াছেন, ইনি নিজে দ্রবময়, জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাড়ীয়া গেলেন। অগ্নি ইঁহার পিতা, অগ্নি যজ্ঞেরও পিতা, সেই অগ্নি সেই আপন সন্তান সোমকে পান করিলেন।

৩। এই যে সোম, যিনি সিংহ তুল্য, যিনি মধু বহাইয়া দেন, যিনি দেখিতে সুন্দর, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি, সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। ইনি বীর, ইনি যুদ্ধের সময় অগ্রগামী, ইনি, গাভী কোথায় ইহা জিজ্ঞাসা করেন, অর্থাৎ গাভী জয় করিয়া আনেন। ইঁহারই সাহায্যে বৃষ্টি সেচনকারী ইন্দ্র বিশ্বভুবন রক্ষা করেন।

৪। এই যে সোম, ইনি যেন একটী দুর্দ্দান্ত ঘোটক, ইঁহার পৃষ্ঠে মধু আছে, ইনি ক্রমাগত গমন করেন, ইঁহাকে প্রকাণ্ড চক্রযুক্ত রথ অর্থাৎ যজ্ঞে যোজনা করিয়া থাকে, আর শোধনকারিণী দশ অঙ্গুলি পরস্পর ভগিনীর ন্যায়, অথবা সপত্নীর ন্যায়, অথবা এক বংশোৎপন্ন স্ত্রীলোকের ন্যায়, ইহারা সোমস্বরূপ ঘোটকের গাত্র মার্জনা করিয়া দিতেছেন, ইঁহারা এই ঘোটককে উৎসাহিত করিতেছেন।

৫। চারিটী গাভী এই সোমের সেবা করিতেছে, তাহাদিগের দুগ্ধ যেন ঘৃতের ন্যায়, তাহারা একই আশ্রয় স্থানের মধ্যে উপবেশন করিয়াছে, তাহারা দুগ্ধ দানপূর্ব্বক ইঁহার সন্নিহিত হইতেছে। সেই বৃহৎ বৃহৎ গাভী ইঁহাকে ঘেরিয়া আছে।

৬। এই সোম দ্যুলোকের অবলম্বনকারীস্বরূপ; পৃথিবীর আধারস্বরূপ, সমস্ত জীবজন্তু ইঁহার হস্তগত। তুমি স্তব করিতেছ, তোমার নিকট আসিবার জন্য শীঘ্রগামী ঘোটক যোজনা করিতেছেন। তিনি মধুময় অংশু ধারণ করেন, তিনি বল উৎপাদন করিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৭। হে বলশালী সোম! দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যে অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি ইহার দিকে ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও, কারণ তুমিই বৃত্রের নিধনকর্ত্তা। আমাদিগের প্রার্থনা যেন তোমার প্রভাবে আমরা মনোমত অর্থ ও পুত্রসন্তান লাভ করি।

---

৯০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বশিষ্ট ঋষি।

১। পুরোহিতগণ সোমকে চালাইয়া দিলেন। তিনি রথের ন্যায় চলিলেন। অন্ন দান করা তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ইন্দ্রের নিকটে যাইবেন, সেই জন্য অস্ত্রশস্ত্র শাণ দিতেছেন, তিনি আমাদিগকে দিবার জন্য দুই হস্তে অশেষ ধন ধারণ করিয়া আছেন।

২। এই যে সোম, যাঁহাকে তিনবার নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, যিনি অন্ন বিতরণ করেন, তাঁহার উদ্দেশে পুরোহিতদিগের স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে। যেমন বরুণ নদীর পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, ইনি তেমনি জলের পরিচ্ছদ পরিতেছেন, ইনি রত্নের বিতরণকর্ত্তা, মনোমত অশেষ বস্তু দয়া করিয়া দিতেছেন।

৩। হে সোম! তুমি একাই একদল বীরের তুল্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমী জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা, যে তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেহ আঁটিতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর।

৪। হে সোম! কি বিশাল, তোমার যাইবার পথ, তুমি অভয় দান করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হইতে জল লাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গ লাভ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রচুর অন্ন লাভ হইয়া যায়।

৫। হে সোম! প্রার্থনা করি যে, তুমি ইন্দ্রকে মত্ত কর, বরুণ ও মিত্র ও বিষ্ণু ও বলবান্ বায়ু ও সকল দেবতাকে মত্ত কর। তাঁহাদিগের বিপুল আনন্দ উৎপাদন কর।

৬। হে সোম! এইরূপে তোমাকে স্তব করিলাম। তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর রাজার ন্যায় নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের পাপসমূহ ধ্বংস করিতে করিতে ক্ষরিত হও। সুন্দররূপে তোমার স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছে, অন্ন বিতরণ কর। তোমরা সকলে পান কর, তাহাতে যেন আমাদিগের কল্যাণ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

৯১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। বুদ্ধিমান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত সোমকে প্রেরণ করা হইল, যেরূপ যুদ্ধস্থলে রথচক্রের শব্দ হয়, তদ্রূপ তিনি শব্দ করিলেন। দশ ভগিনী মিলিয়া ঊর্দ্ধে ধারিত পবিত্রের উপর অগ্নি তুল্য সেই সোমকে এমনিভাবে ঢালিতেছে, যেন তিনি স্বীয় আধারে গিয়া পড়েন।

২। নহুষ সন্তানেরা উত্তম স্তব পাঠ করিতে করিতে সোমকে প্রস্তুত করিলেন, এখন ইনি স্বর্গবাসীদিগের নিকট যাইবেন। ইনি অমৃত, মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ ইঁহাকে মেষলোম ও গোচর্ম্ম ও জলের দ্বারা শোধন করিতেছে, ইনি যজ্ঞে যাইতেছেন।

৩। রস বর্ষণকারী সোম, জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইয়া এই উজ্জ্বল গব্য দুগ্ধের দিকে যাইতেছেন। তিনি ঋক্ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি স্তোত্র লাভ করেন, তিনি বীর, ধ্বংসবর্জ্জিত সহস্র পথ দিয়া পবিত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক যাইতেছেন।

৪। হে সোম! রাক্ষসদিগের পুরী দৃঢ় হইলেও ধ্বংস কর, ক্ষরিত হইয়া তুমি তাহাদিগের অন্ন আচ্ছাদন কর, (অর্থাৎ আহরণ করিয়া আমা-দিগকে দাও)। কি উপরে, কি নিকটে, কি দূরে, যে স্থান হইতে তাহাদিগকে কেহ আনয়ন করে ও তাহাদিগের নেতা হয়, তাহাকে এমনি ছেদন কর, যে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫। হে সর্ব্বলোকের প্রার্থনীয় সোম! আমি নবীন লোক, আমি তোমার উত্তমরূপ স্তব করিয়াছি, যেরূপ প্রাচীন লোকদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিয়াছ, তদ্রূপ আমাকেও প্রাচীন পথ সমস্ত দেখাইয়া দাও। তোমার এতাদৃশ যে সকল প্রকাণ্ড অংশ আছে, যাহা বিপক্ষেরা সহ্য করিতে

পারে না, যাহা বিপক্ষদিগকে সংহার করে, হে বহুকর্ম্মকারী, বহুশব্দকারী সোম! আমরা যেন সেই সমস্ত অংশ প্রাপ্ত হই।

৬। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগকে জল, স্বর্গ ও গোধন ও বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্র দাও। আমাদিগের ক্ষেত্রের মঙ্গল কর। আমাদিগের আকাশের গ্রহনক্ষত্র যেন জাজ্জ্বল্যমান থাকে। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হই।

৯২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। এই যে হরিদ্বর্ণ ও লতা তন্তুর আকারধারী সোম যাহাকে পবিত্রের উপর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইতঃস্তত সঞ্চালিত করা হইতেছে, ইনি যুদ্ধের রথের ন্যায় চলিলেন, ইহার অভিপ্রায় ধন দান করিবেন, শোধিত হইবার সময় ইনি ইন্দ্রের যোগ্য শ্লোকের স্তব প্রাপ্ত হইলেন; ইনি তৃপ্তি উৎপাদক বিবিধ অন্ন লইয়া দেবতাদিগের নিকট গেলেন।

২। মনুষ্যদিগের হিতৈষী বুদ্ধিমান সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। পরে আপন স্থানে গেলেন, যেরূপ হোমকর্ত্তা পুরোহিত যজ্ঞে উপবেশন করেন, ইনি তদ্রূপ পাত্রে পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন। সাতজন সুপণ্ডিত ঋষি ইহার দিকে যাইতেছেন।

৩। সুবোধ, পথপ্রদর্শনকারী এবং তাবৎ দেবতার প্রীতিপ্রদ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার স্তুতিবাক্যে প্রীতি-লাভপূর্ব্বক এই সুপণ্ডিত সোম পাঁচ জনপদের লোকের অনুগমন করি-তেছেন।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সেই সুপ্রসিদ্ধ তেত্রিশ দেবতা(১) লোচনের অগোচর স্থানে রহিয়াছেন। উন্নত স্থানে সংস্থাপিত মেষলোম-ময় পবিত্রের মধ্যে রাখিয়া দশ অঙ্গুলী তোমাকে শোধন করিতেছে। আর প্রকাণ্ড সপ্তনদী নিজ নিজ বারি দিয়া তোমাকে শোধন করিতেছে।

(১) ৩৩ দেবতার উল্লেখ।

৫। যে স্থানে তাবৎ স্তুতিবাক্য রচয়িতারা স্তব করিবার জন্য মিলিত হয়, সোমের সেই সত্যস্বরূপ স্থান আমরা যেন প্রাপ্ত হই। সেই সোম যাঁহার জ্যোঃতিদ্বারা আলোক উদয় হইয়াদিবসের আবির্ভাব করিয়াছে। যাঁহার জ্যোঃতি মনু রক্ষা করিয়াছে(২) এবং দস্যুর দিকে প্রেরিত হইয়াছে।

৬। যেমন পুরোহিত, যে বাটীতে যজ্ঞীয় পশু থাকে, সেই বাটীতে যায়; যেমন প্রকৃত রাজা যুদ্ধস্থলে যান; তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইতেছেন; যাইয়া বনচারী মহিষের ন্যায় জলের মধ্যে উপবেশন করিতেছেন।

৯৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। নোধা ঋষি।

১। দশ ভগ্নী, অর্থাৎ দশ অঙ্গুলী একসঙ্গে জল সেচন করিতে করিতে সোমকে শোধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালাইয়া দিতেছে। হরিদ্বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক সোম সূর্য্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন(১), বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করিলেন।

২। যেমন মাতৃবৎসল শিশুকে জননীরা ধারণ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বজনের রসবর্ষণকারী এই সোমরস জলদিগের দ্বারা ধারিত হইতেছেন। যেমন পুরুষ যুবতীর দিকে গমন করেন, ইনি তদ্রূপ আপন স্থানে যাইতেছেন; যাইয়া কলসের মধ্যে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

৩। সোম গাভীর দুগ্ধস্থান অপ্যায়িত করিয়াছেন। সেই সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। সেই সোম যখন উন্নত স্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইলেন, তখন ধৌত বস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাঁহাকে ঢাকিয়া দিল।

(২) এস্থানে মনু অর্থে আর্য্যমনুষ্য এবং দস্যু অর্থে অনার্য্যবর্ব্বর করিলে সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

(১) সায়ন সূর্য্যের পত্নী অর্থে দিক সমুদয় করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যা ও সোমসম্বন্ধে, ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি আমাদিগের প্রতি বৎসল হইয়া দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদিগকে ঘোটক ও ধন বিতরণ কর, তোমার বুদ্ধিতে যেন আমাদিগের প্রতি স্নেহ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া যেন প্রচুর ধন দিবার বুদ্ধি তোমার উপস্থিত হয়।

৫। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, আমাদিগের লোকবল করিয়া দাও এবং ধন মাপিয়া দাও, সকলের আহ্লাদ উৎপাদন করে, এরূপ জল আমাদেকে দাও। তোমাকে যে স্তব করে, যেন তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তিনি যেন প্রাতঃকালে ধন দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েন।

৯৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কণ্ব ঋষি।

১। ঘোটকের ন্যায় যখন এই সোমকে সুসজ্জিত করা হইল, কিম্বা যখন সূর্য্যের ন্যায় ইহার কিরণ নির্গত হইতে লাগিল, তখন অঙ্গুলীবর্গ পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারেই শোধন করিতে যাইতেছে, ইনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কবিদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইতেছেন, যেরূপ কোন গোপাল গোচারণের জন্য অতি সুন্দর গোষ্ঠে যায়, তদ্রূপ ইনি যাইতেছেন।

২। জলের আধারস্বরূপ যে আকাশ (সোম), সেই আকাশের দুই অংশ নিজ তেজে আচ্ছাদন করিতেছেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ সোমের কিরণসমূহ বিস্তারিত হইবে বলিয়া সমস্ত ভুবন বিস্তীর্ণ হইতেছে। যেমন গাভীগণ গোষ্ঠে শব্দ করে, তদ্রূপ যজ্ঞের উপযোগী চমৎকার স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে শব্দ করিতেছে।

৩। বুদ্ধিমান সোম যখন স্তুতিবাক্য সমস্ত গ্রহণ করেন; তখন বীরপুরুষের রথের ন্যায় তিনি সর্ব্বত্র গতি বিধি করেন। তিনি দেবতাদিগের ধন মনুষ্যদিগকে দেন, সেই ধনের বৃদ্ধির জন্যে যজ্ঞ ভবনে সোমকে স্তব করা উচিত।

৪। সম্পত্তির জন্য সোমের জন্ম, সম্পত্তির জন্য তিনি অংশু অর্থাৎ (ডাঁটা, লতাপ্রতান, আঁস) হইতে নির্গত হয়েন। স্তুতিকারী ব্যক্তিদিগকে তিনি সম্পত্তি ও অন্ন বিতরণ করেন। তাঁহার নিকট সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করা যায়, তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া সকল সংগ্রামে জয়ী হয়েন।

৫। হে সোম! যেন তোমার প্রসাদে সম্পত্তি ও অন্ন ও বল, বীর্য্য ও গো, অশ্ব প্রাপ্ত হই। তুমি প্রচুর জ্যোতি বিধান কর, দেবতাদিগকে আনন্দিত কর। সকলকেই তুমি অবলীলাক্রমে পরাভব কর। হে ক্ষরণশীল সোম! শত্রুদিগকে বধ কর।

৯৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রস্কন্ন ঋষি।

১। চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত হইতে হইতে হরিদ্বর্ণ সোম পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছেন, শোধিত হইতে হইতে কলসের মধ্যে বসিতেছেন; মনুষ্যদিগের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, তাঁহার মূর্ত্তি তাহাতে ধৌত বস্ত্রবৎ শুভ্রবর্ণ হইতেছে। একারণ তাঁহার উদ্দেশে হোমের বস্তু দিতেছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছে।

২। যেরূপ নাবিক নৌকাকে চালাইয়া দেয়; তদ্রূপ সোম প্রস্তুত হইতে হইতে যজ্ঞের উপযোগী বাক্য সমস্ত স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছেন। তিনি নিজে দেব; যজ্ঞস্থানে বক্তার মুখে দেবতাদিগের গোপনীয় নাম সকল উপস্থিত করিয়া দিতেছেন।

৩। স্তুতিবাক্যগুলি সোমের উদ্দেশে জলের তরঙ্গের ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে নমস্কার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইতেছে, তাঁহার সহিত এক হইয়া যাইতেছে, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে চায়, তিনিও তাহাদিগকে চান।

৪। যেরূপ পর্ব্বতের উচ্চস্থানে মহিষ থাকে, তদ্রূপ সেই সোম প্রস্তরনির্ম্মিত আধারে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই রস বর্ষণকারী অংশুরূপী (আঁস ডাঁটা) সোমকে ঋত্বিকেরা শোধনপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতেছে। সেই

শব্দকারী সোমের উদ্দেশে স্তুতিবাক্যগুলি যাইয়া মিলিত হইতেছে। সেই সোম তিন আধারে স্থাপিত হইয়া আকাশস্থিত শত্রু নিবারণকারী ইন্দ্রকে পরিপুষ্ট করিতেছেন।

৫। যেরূপ উপবক্তা নামক পুরোহিত হোতাকে বলিয়া দেয়, তদ্রূপ হে সোম! তুমি শোধিত হইবার সময় স্তুতিবাক্যগুলি স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও। যে সময়ে তুমি ও ইন্দ্র একত্রে যজ্ঞে উপস্থিত হও, তখন যেন আমরা সৌভাগ্যশালী ও বলবীর্য্য সম্পন্ন হই।

৯৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। প্রতর্দ্দন ঋষি।

১। এই দেখ সোম বীরপুরুষ ও সেনাপতির ন্যায় বিপক্ষদিগের গোধন হরণ করিবার জন্য রথের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, ইহার সেনা ইহাকে দেখিয়া উৎসাহিত হইতেছে। যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিরা ইহার সখা, তাহারা ইন্দ্রের আহ্বান করে, ইনি তাঁহাদিগের সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যে সকল দুগ্ধ আদি বস্তু দেখিয়া ইন্দ্র শীঘ্র আসিবেন, ইনি সেই সকল বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

২। অঙ্গুলিগণ ইহার হরিতবর্ণ অংশু নিষ্পীড়ন করিতেছে। ইঁহার নিষ্পীড়িত রস পবিত্রের সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়াও সংলগ্ন থাকিতেছে না, (অর্থাৎ অক্লেশে ছাঁকা হইতেছে)। সোম সেই পবিত্রস্বরূপ রথে আরোহণ করিতেছেন। সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সুপণ্ডিত সোম ইন্দ্রের সহিত স্তুতিবাক্যের দিকে যাইতেছেন(১)।

৩। হে সোম! এই যজ্ঞ দেবতাদিগের দ্বারা আকীর্ণ হইয়াছে, ইন্দ্র তোমাকে পান করিবেন, যাহাতে প্রচুররূপে তোমাকে তাঁহারা পান করেন, তদর্থে তুমি দিপ্যমান মূর্ত্তিতে ক্ষরিত হও। তুমি জল সৃষ্টি কর, দ্যুলোক ও ভূলোক অভিষিক্ত কর। আকাশ হইতে আসিয়া শোধিত হও এবং আমাদিগের উপকার কর।

---

(১) এই ঋকের সায়ণব্যাখ্যা পরিষ্কার নহে।

৪। হে ক্ষরণশীল সোম! যাহাতে আমরা পরাজয় বা নিধন না হই, যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল এবং সকল বিষয়ের বিশিষ্ট বৃদ্ধি হয়, তুমি তদর্থে ক্ষরিত হও। এই সকল বন্ধুবর্গ তাঁহাই কামনা করিতেছেন। আমিও তাহাই কামনা করিতেছি।

৫। সোম ক্ষরিত হইতেছেন। ইহা হইতেই স্তুতিবাক্য সমূহের উৎপত্তি, ইহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক ও অগ্নি ও সূর্য্য ও ইন্দ্র ও বিষ্ণুর উৎপত্তি।

৬। এই সোম শব্দ করিতে করিতে পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন, ইনি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, ইনি কবিদিগের শব্দবিন্যাস স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন, ইনি মেধাবীদিগের মধ্যে ঋষি তুল্য, ইনি বনচারী পশুদিগের মধ্যে মহিষবৎ; গৃধ্রদিগের পক্ষে পক্ষিরাজ স্বরূপ, অস্ত্রের মধ্যে স্বধিতি নামক সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র।

৭। যেরূপ সমুদ্র তরঙ্গকে প্রেরণ করে, তদ্রূপ সোম ক্ষরিত হইতে হইতে পুরোহিত মুখোচ্চারিত অতি চমৎকার স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছেন, ইনি অন্তর্যামী; ইনি দুর্নিবার বীর্য্য ধারণপূর্ব্বক শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষের গোধন লইবার উদ্দেশে শত্রু সৈন্যে প্রবেশ করিতেছেন।

৮। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদক; তোমার সহস্রধারা ক্ষরিতেছে; তুমি শত্রুদিগকে সংহার কর। তোমার নিকটে কেহ যাইতে পারে না; এতাদৃশ তুমি বিপক্ষ সৈন্যের দিকে গমন কর। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি পণ্ডিত; তুমি গাভীদিগকে প্রেরণ করিতে করিতে তোমার অংশুর তরঙ্গ ইন্দ্রের প্রতি প্রেরণ কর।

৯। সোম প্রীতি উৎপাদন করেন; তিনি চমৎকার; দেবতারা তাঁহার নিকটে যান; তিনি ইন্দ্রকে মত্ত করিবার জন্য সহস্রধারা ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে যুদ্ধস্থলগামী ঘোটকের ন্যায় যাইতেছেন।

১০। সেই সোম আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের উপার্জ্জিত বস্তু; তাঁহার অশেষ ধন আছে; তিনি জন্ম মাত্র জলে শোধিত হয়েন; প্রস্তরফলকে তাঁহাকে নিষ্পীড়িত করে। তিনি হিংসকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তিনি তাবৎ প্রাণীর রাজা। তিনি শোধিত হইতে হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি দেখাইয়া দিতেছেন।

১১। হে ক্ষরণশীল সোম! আমাদিগের সুবোধ পূর্ব্বপুরুষেরা তোমাকে আশ্রয় করিয়া পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তুমি দুর্দ্ধর্ষভাবে বিপক্ষদিগকে হিংসা করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দেও, আমাদিগকে ঘোটক ও সৈন্য ও ধন প্রদান কর।

১২। যেরূপ তুমি মনুর জন্য ক্ষরিত হইয়াছিলে, অন্ন দিয়াছিলে, বিপক্ষ সংহার করিয়াছিলে, অশেষ প্রকার কাম্যবস্তু দিয়াছিলে এবং হোমের দ্রব্য পাইয়াছিলে; তদ্রূপ এখন ক্ষরিত হও; ধন দান কর; ইন্দ্রকে আশ্রয় কর; যুদ্ধে অস্ত্রসমূহ উৎপাদন কর।

১৩। হে সোম! তুমি যজ্ঞবান্, অর্থাৎ যজ্ঞ তোমারই; তোমাতে মধু আছে; তুমি জলের বস্ত্র পরিধান করিয়া মেষলোমময় উন্নত আধারে ক্ষরিত হও। তাহার নিম্নস্থিত ঘৃতযুক্ত কলসে যাইয়া উপবেশন কর, ইন্দ্রের যত পানীয় বস্তু আছে, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর ও মত্ততাজনক।

১৪। হে সোম! তুমি আকাশ হইতে বৃষ্টির আকারে সহস্রধারায় ক্ষরিত হও; অশেষ বস্তু আহরণ কর; অন্ন বিতরণ কর। এই দেবতাবর্গ সমাকীর্ণ যজ্ঞ মধ্যে তুমি ধারায় ধারায় কলসে গমন কর; দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের পরমায়ু বর্দ্ধন কর।

১৫। এই সেই সোম স্তবের সহিত ক্ষরিত হইতেছেন; বেগবান্, ঘোটকের ন্যায় বিপক্ষদিগকে ছাড়াইয়া যাইতেছেন। গাভীর অতি চমৎকার দুগ্ধের ন্যায় ইঁহার আস্বাদন; প্রশস্ত পথের ন্যায় ইনি সুবিধা করিয়া দেন; সুশিক্ষিত ও সুবশীভূত অশ্বের ন্যায় ইনি কার্য্যোপযোগী হয়েন।

১৬। হে সোম! তোমার যুদ্ধাস্ত্র অতি সুন্দর! নিষ্পীড়ন করিয়া তোমাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন; তোমার সেই যে মনোহর মূর্ত্তি, যাহা আচ্ছাদিত আছে, তাহা ধারণ কর। যখন আমাদিগের অন্ন কামনা হয়, তখন ঘোটকের ন্যায় তুমি অন্ন আহরণ করিয়া দাও। হে দেব সোম! তুমি পরমায়ু বৃদ্ধি কর; গাভী আহরণ করিয়া দাও।

১৭। হরিতবর্ণ সোম যখন বালকের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দেবতারা ইহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দেন, ইহাকে সপ্ত প্রকার অলঙ্কারে

সুশোভিত করেন। পরে বুদ্ধিমান্ সোম কবিতা প্রাপ্ত হইয়া নিজে কবি হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করেন।

১৮। সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায়; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব; কবিদিগের পদ স্খলিত হইলেই তিনি বলিয়া দেন। তিনি প্রকাণ্ড; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে।

১৯। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতেছেন(২); তিনি এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাণ্ড হইয়া তাঁহার চতুর্থ স্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।

২০। সোম সুন্দর পুরুষের ন্যায় আপনার শরীর পরিষ্কার করিতেছেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় ধন দান করিতে ধাবিত হইতেছেন, যেমন বৃষ যূথের দিকে যায়, তিনি কলসে যাইতেছেন; তিনি শব্দ করিতে করিতে নিষ্পীড়নোপযোগী প্রস্তর ফলকদ্বয়ে বিসারিত হইতেছেন।

২১। হে সোম! প্রধান ব্যক্তিরা তোমাকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি ক্ষরিত হও। শব্দ করিতে করিতে মেষলোমের সর্ব্ব ভাগে বিস্তারিত হও, দুই ফলকের উপর ক্রীড়া করিতে করিতে কলসে প্রবেশ কর। তোমার আনন্দকর রস শোধিত হইয়া ইন্দ্রকে মত্ত করুক।

২২। ইঁহার বৃহৎ বৃহৎ ধারাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি ভিন্ন ভিন্ন কলসে প্রবেশ করিলেন। ইনি গান করিতে পটু, অতএব গান করিতে করিতে এই পণ্ডিত আসিতেছেন, লম্পট কোন বন্ধুব্যক্তির প্রণয়িনীর দিকে যেরূপ যায়, সেইরূপ আগ্রহের সহিত আসিতেছেন।

২৩। হে ক্ষরণশীল! শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে আসিতেছ। যেরূপ প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট যায়, সেইরূপে আসিতেছ। তোমাকে

(২) শ্যেনপক্ষীর সহিত তুলনা।

চতুর্দ্দিকে স্তব করিতেছে। যেরূপ পক্ষী উড্ডীন হইয়া বনে যাইয়া বসে, তদ্রূপ সোম শোধিত হইতে হইতে কলসে যাইয়া বসিতেছেন।

২৪। হে সোম! ক্ষরণ কালে তোমার দীপ্যমান ধারাগুলি রমণী-বর্গের ন্যায় চলিতেছে; তাহারা অতি সুন্দর এবং অনায়াসে নিষ্পীড়িত হইয়া আসে। দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কলসের মধ্যে আনীত হইয়া সেই উজ্জ্বল সর্ব্বজন কামনীয় সোম জলের মধ্যে শব্দ করিতেলাগিলেন।

---

৯৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সুবর্ণের দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করিল; তদ্দ্বারা শোধিত হইয়া ইনি আপনার রস দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন সুনির্ম্মিত ভবনে যান, তদ্রূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।

২। তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্তু পরিধান করিয়াছ; তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার বর্ণনা পাঠ করিতেছ, তুমি শোধিত হইতেছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয়ে সতর্ক ও সাবধান।

৩। সেই যে সোম, যিনি পৃথিবীতে সকল যশস্বী অপেক্ষা অধিক যশস্বী, তিনি আমাদিগের জন্য মেষলোমময় উচ্চস্থানস্থিত পবিত্রে শোধিত হইতেছেন। তুমি শোধিত হইতে হইতে শব্দ কর, আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিবাক্যের দ্বারা রক্ষা কর।

৪। তোমরা গান ধর। এস দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করি। বিপুল অর্থ লাভের জন্য সোমকে প্রেরণ কর। তিনি দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হইতেছেন, কলসের মধ্যে বসিতেছেন।

৫। সোম দেবতাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করিতে করিতে মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সহস্র ধারায় ক্ষরিত হইতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছে, তিনি আপনার পূর্ব্বতন স্থান গ্রহণ করিতেছেন, বিশিষ্ট সৌভাগ্য লাভের জন্য তিনি ইন্দ্রের নিকট গেলেন।

৬। হে উজ্জ্বল! স্তবকর্ত্তাকে ধন দিবার জন্য এস। যুদ্ধের জন্য তোমার উৎপাদিত মত্ততা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হউক। রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের সহিত যাও, অন্ন লইয়া এস। তোমরা সকলে স্বস্তিবচনের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব সোম দেবতাদিগের জন্য বৃত্তান্ত কহিতেছেন। ইঁহার ব্রত অতিমহৎ, ইনি সাধুদিগেরই বন্ধু, ইনি পবিত্রতার উৎপাদক, ইনি শব্দ করিতে করিতে বরাহ গতিতে আসিতেছেন।

৮। সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহ মধ্যে বেগে প্রবেশ করিল, কারণ দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে একত্রে মিলিত হইয়া বর্ণনা করিতেছে।

৯। তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন। তিনি অবলীলা-ক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরল স্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।

১০। গাভী দুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া ঘোটকের ন্যায় সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের বলাধান এবং মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন। তিনি রাক্ষস সংহার এবং বিপক্ষ পরাভব করিতেছেন, তিনি বলশালী রাজা, তিনি সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উৎপাদন করেন।

১১। মধুর ন্যায় সুস্বাদু ধারাযুক্ত হইয়া প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত সোম মেষলোমের মধ্য দিয়া ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি ইন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছেন। তিনি নিজে দেবতা, অন্যান্য দেবতার মত্ততা উৎপাদন করিতেছেন।

১২। সোমদেব শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের প্রিয়বস্তু দিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি দেবতাদিগের নিকট আপনার রস লইয়া যাইতেছেন। যে কালের যে ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই তিনি সম্পন্ন করেন। উচ্চ-স্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর দশ অঙ্গুলি তাঁহাকে লইয়া গেল।

১৩। রসবর্ষণকারী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণধারী সোম শব্দ করিয়া উঠিলেন। গাভীদিগকে শব্দ করাইতে করাইতে তিনি দ্যুলোকে ও ভূলোকে

গমন করে। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তাঁহার শব্দ শুনা যাইতেছে। তিনি আমাদিগের এই স্তুতিবাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে করিতে যুদ্ধে যাইতেছেন।

১৪। হে রসশালী সোম! দুগ্ধসহযোগে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি তোমার সুমধুর অংশু চালাইতে চালাইতে আসিতেছ। তুমি অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া আসিতেছ। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে সেচন করিতেছি।

১৫। তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, মত্ততার জন্য ক্ষরিত হও। জলবর্ষণকারী মেঘকে আপনার নিয়মের বশীভূত কর। তোমাকে চতুর্দ্দিকে সেচন করা হইয়াছে, তুমি উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক গোধন লাভের নিমিত্ত আগমন কর।

১৬। আমাদিগের এই সকল স্তব গ্রহণ কর, আমাদিগের সুগম পথ করিয়া দাও; আমাদিগকে নানা প্রকার কাম্যবস্তু দিতে দিতে প্রকাণ্ড কলসের মধ্যে ক্ষরিত হও; আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অনিষ্ট সমস্ত মুদ্গরের ন্যায় নিবারণ কর। উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে আগমন কর।

১৭। তুমি আমাদিগের জন্য দিব্যলোক হইতে এরূপ বৃষ্টি আনিয়া দাও, যাহা শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে এবং সত্বর ফল দান করে। হে সোম! পৃথিবীস্থিত এই সকল বায়ু প্রেমাস্পদ পুত্রের ন্যায় ইহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে তুমি আগমন কর।

১৮। আমি পাপে পরিবেষ্টিত, আমার পাপের বন্ধন মোচন করিয়া দাও। শোধিত হইতে হইতে তুমি আমাকে সরল পথ দেখাইয়া দাও এবং বলশালী কর। হে সোম! যখন তোমাকে প্রস্তুত করে, তখন তুমি ঘোটকের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলে। হে দেব! এই ব্যক্তির এই গৃহ রহিয়াছে, তুমি আগমন কর।

১৯। দেবতাবর্গে সমাকীর্ণ এই যজ্ঞে মত্ততার জন্য তোমার সেবা করা হইতেছে। তুমি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর ধারার আকারে আগমন কর। তুমি সহস্রধারা ধারণপূর্ব্বক সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট

হইয়া অবারিত বেগে উপস্থিত হও, যে হেতু তোমাকে উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করিয়া দিতে হইবে।

২০। যেরূপ ধাবন ক্ষেত্রে রশ্মি মোচন করিয়া দিলে এবং রথে যোজিত না থাকিলে ঘোটকেরা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল সোমরস ধাবিত হইতেছে, পান করিবার জন্য তোমরা নিকট-বর্ত্তী হও।

২১। হে সোম! এই দেবসমাগমে তুমি উজ্জ্বল রসের আকারে পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হও, সোম আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণ কাম্যবস্তু এবং ধন এবং বীরপুত্রপৌত্র প্রদান করুন।

২২। যেই মাত্র ভক্তিপূর্ণ অন্তঃকরণ হইতে স্তুতিবাক্য নির্গত হয়, অথবা যেই মাত্র অতি চমৎকার যজ্ঞীয় দ্রব্য অনুষ্ঠান কাল আহরণ করা হয়, অমনি গাভীর দুগ্ধ সাভিলাষে সোমের দিকে যাইয়া থাকে, তিনি তৎকালে কলসের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তিনি যেন উহাদিগের প্রেমাস্পদ স্বামীর তুল্য।

২৩। এই স্বর্গলোকবাসী সুপণ্ডিত সোম, যিনি দাতাদিগকে দান করেন এবং বদান্য ব্যক্তিদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন, তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞীয় রস সেচন করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মকার্য্যের সহায়স্বরূপ, ইনি বলশালী রাজার তুল্য, দশ অঙ্গুলী ইঁহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়াছে।

২৪। সতর্ক সাবধান সোম দেবতাদিগের রাজা, ইনি পবিত্র ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি দেবতা ও মনুষ্যবর্গ, এই দুই বর্গের নিমিত্ত দুই প্রকারে আগমন করেন। ইনি সকল ধনের অধিপতি, সুন্দর রূপে অনু-ষ্ঠিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে ইনি সহায়তা করিতেছেন।

২৫। অন্নদান করিবার জন্য, ইন্দ্র এবং বায়ুর জন্য, যজ্ঞের সময় সেই সোম ঘোটকের ন্যায় আসিতেছেন। সেই তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণ নানা প্রকার অন্ন দান কর। তুমি শোধিত হইতে হইতে আমাদিগের নিমিত্ত ধন আনিয়া দাও।

২৬। এই যে সমস্ত সোমরস দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধানের উদ্দেশে যাঁহাদিগকে সেচন করা হইতেছে, তাঁহারা আমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি

সমাকীর্ণ করিয়া দিন। তাঁহারা স্তব প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের উপযোগী হইতেছেন, তাঁহারা তাবৎ লোকের কামনীয়, তাঁহারা হোমকর্ত্তা পুরোহিতদিগের ন্যায় দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগের তুল্য আনন্দ বিধানকারী কেহই নাই।

২৭। হে দেব! দেবতারা তোমাকে পান করেন; এই দেবতা সমাকীর্ণ যজ্ঞে ক্ষরিত হও, প্রচুররূপে তোমার পান হইবেক। যুদ্ধে যেন আমরা বলশালী ও বিপক্ষ পরাভবকারী হই; তুমি শোধিত হইতে হইতে দ্যুলোক ও ভূলোককে আমাদিগের পক্ষে শুভকর করিয়া দাও।

২৮। ধারার সহিত মিলিত হইয়া, তুমি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিলে' তুমি ভয়ানক সিংহের ন্যায়, মানস অপেক্ষাও অধিক বেগশালী। অতি সরল যে সকল প্রাচীন পথ আছে, সেই পথ দিয়া আমাদিগের সুখ ও মনের প্রসন্নতার জন্য ক্ষরিত হও।

২৯। দেবতাদিগের জন্য উৎপন্ন হইয়া ইঁহার শতধারা প্রস্তুত হইল। কবিরা সহস্র প্রকারে সেই সমস্ত ধারার শোধন করিতেছেন, হে সোম! স্বর্গের গুপ্তধন তুমি ক্ষরণ করিয়া দাও; তুমি প্রকাণ্ড ধন সঞ্চয়ের অগ্রে অগ্রে গিয়া থাক।

৩০। স্বর্গীয় পদার্থের ন্যায় তাঁহার ধারাসৃষ্ট হইল, দিনের অধিপতির ন্যায় সেই পণ্ডিত মিত্র দেবতার নিকটে যাইতেছেন। যেরূপ পুত্র নানা প্রকারে পিতার উপকার করে, তদ্রূপ তুমি এই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র জয়ী কর।

৩১। তোমার মধুময় ধারাসমস্ত প্রস্তুত করা হইল, পরে তুমি মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক শোধিত হইলে। হে ক্ষরণশীল! তুমি দুগ্ধের আধারে গেলে; তুমি উৎপন্ন হইয়া স্তুতিবাক্যের দ্বারা সূর্য্যকে প্রীত করিলে।

৩২। হে শুভ্রবর্ণ সোম! তুমি যজ্ঞের পথে শব্দ করিতে করিতে অমৃতের আধারের ন্যায় শোভা পাইতেছ। তুমি মত্ততার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হইতেছ। তোমার স্তবের জন্য কবিদিগের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

৩৩। হে সোম! তুমি আকাশবিহারী সুপর্ণ(১), নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত কর। দেবতাদিগের সমাগমস্থানস্বরূপ এই যজ্ঞের কার্য্যে আপনার

(১) গগনবিহারী সুপর্ণের সহিত সোমের তুলনা।

ধারাগুলি বিস্তারিত করিতেছ। সোমের আধারভূত কলসের মধ্যে প্রবেশ কর। শব্দ করিতে করিতে সূর্য্যের কিরণে গমন কর।

৩৪। সোম বহনকর্ত্তা, তিনি তিন প্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন, সেই সকল শব্দই যজ্ঞানুষ্ঠানের আশ্রয়স্বরূপ ও স্তোতার অনুষ্ঠানের উপযোগী। যে রূপ গাভীগণ সম্ভাষণ করিতে করিতে বৃষের দিকে যায়, তদ্রূপ স্তুতিবাক্যগুলি সাভিলাষে সোমের দিকে যাইতেছে।

৩৫। নবপ্রসূত গাভীগণ সোমের কামনা করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্তবের দ্বারা সোমের সম্ভাষণ করেন। সোম প্রস্তুত হইতে হইতে ঘৃতাদি সংযোগে শোধিত হইতেছেন। ত্রিস্টুভছন্দঃ সোমকে স্তব করিতেছে।

৩৬। হে সোম! তোমাকে সেচন করা হইতেছে। তুমি শোধিত হইয়া ক্ষরিত হও, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়, উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে করিতে ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ কর। স্তবের বৃদ্ধি কর, স্তব বিস্তারিত কর।

৩৭। সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান্ সোম শোধিত হইয়া যজ্ঞস্থলে স্তবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পান পাত্রে উপবেশন করিলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুন পুরোহিতগণ আদরের সহিত দুই দুই জন করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে।

৩৮। তিনি শোধন হইয়া যেন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোঃতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যেন তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হন; যেরূপ কেহ কোন কার্য্য করিলে তাহাকে বেতন দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি যজ্ঞকর্ত্তাকে ধন দেন।

৩৯। তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন; রসসেচনকারী সোম শোধিত হইয়া আপনার জ্যোঃতিদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্ব্বত হইতে গাভী আহরণ করিয়াছিলেন।

৪০। রসের সমুদ্রস্বরূপ সেই সোম প্রথমেই সৃষ্ট হইয়া শব্দ করিলেন, তিনি সর্ব্বভূতের রাজা, তাঁহা হইতে প্রজা বৃদ্ধি হয়। রসবর্দ্ধণকারী জ্যোঃতির্ম্ময় সোম নিষ্পীড়িত হইবার সময় উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমময় পবিত্রের উপর, সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।

৪১। বিপুলমূর্ত্তি সোম মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তিনি দেবতাদিগের নিকট প্রচুর বৃষ্টি চাহিয়া লইলেন। তিনি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের বলাধান করিলেন, সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করিলেন।

৪২। হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর, মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর। মরুৎগণের দলকে মত্ত কর, হে সোম দেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোককে মত্ত কর।

৪৩। সরল পথে তুমি ক্ষরিত হও, পাপ নষ্ট কর। শত্রুদিগের বেগের বাধা দাও। গাভীর দুগ্ধ ও জলকে আশ্রয় কর। তুমি ইন্দ্রের সখা, আমরা তোমার সখা।

৪৪। তুমি মধুর ভাণ্ডার ক্ষরণ করিয়া দাও, ধনের প্রস্রবন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন ক্ষরণ করিয়া দাও। তুমি ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের রসনায় সুস্বাদু হও, আকাশ হইতে আমাদিগকে ধন আহরণ করিয়া দাও।

৪৫। সোম ধারার আকারে নিষ্পীড়িত হইলেন, তিনি ঘোটকের ন্যায় গমনকারী, তিনি নদীর ন্যায় সবেগে নিম্নের দিকে গেলেন। তিনি শোধিত হইয়া জলের আধারে বসিলেন, তিনি জল ও দুগ্ধে মিশ্রিত হইলেন।

৪৬। এই সেই বুদ্ধিমান্ সোম পাত্রে পাত্রে ক্ষরিত হইতেছেন, ভক্তের দিকে যাইতে তাঁহার বিশেষ ত্বরা আছে। তিনি সকল দিক দেখেন, তিনি প্রধান, তাঁহার তেজই যথার্থ। দৈবকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তিমান্ অভিলাষের ন্যায় তাঁহার সৃষ্টি হইয়াছে।

৪৭। এই সোম চিরাভ্যস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত শোধিত হইতেছেন, দুগ্ধদোহনকারিণী কন্যার জ্যোঃতি ইহার নিকট অন্তর্ধান হইয়া যাইতেছে। ইনি জল ও দুগ্ধ ও নিজ রস এই ত্রিমিশ্রিত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শব্দ করিতে করিতে জলের মধ্যে যাইতেছেন, যেরূপে হোমকর্ত্তা পুরোহিত সভায় গমন করেন।

৪৮। হে সোমদেব! তুমি প্রধান, তুমি ফলকদ্বয় হইতে অতি সুস্বাদু হইয়া জলের মধ্যে ক্ষরিত হও। শোধিত হইয়া তোমার রস মধুবৎ, যজ্ঞ তোমারই; তুমি সূর্য্যদেবের ন্যায়, তোমার স্তবই যথার্থ।

৪৯। শোধিত হইয়া স্তব লইতে লইতে বায়ুর পানের নিমিত্ত যাও, মিত্র ও বরুণের দিকে যাও; মানস তুল্য বেগশালী নরের দিকে যাও; বৃষ্টি-বর্ষণকারী রথারূঢ় বজ্রধারী ইন্দ্রের দিকে যাও।

৫০। তুমি এস, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন কর, তুমি শোধিত হইতেছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এই প্রকার গাভী লইয়া আইস। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ লইয়া আইস এবং রথযুক্ত অশ্ব আনয়ন কর।

৫১। স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদিগের দিকে লইয়া এস। শোধিত হইতেছ, সর্ব্বপ্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাহাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস।

৫২। এই প্রকারে ক্ষরিত হইয়া এই সমস্ত ধন আনিয়া দাও। আমা-দিগের স্তবে ও হোমে অধিষ্ঠান কর। তোমার নিষ্পীড়নফলক বায়ুর ন্যায় আন্দোলিত হইয়া ভক্তব্যক্তিকে যেন তোমার সর্ব্বজন কামনীয় রস দান করে।

৫৩। বিখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত তীর্থে তুমি এই রূপে ক্ষরিত হও, যেরূপ পরিপক্ক ফলপূর্ণ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া লোকে ফল পাতিত করে, তদ্রূপ সোম ষষ্টিসহস্র বিপক্ষের নিকট ধন হরণ করিলেন(২)।

৫৪। ঐ সোমের এই দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর, অর্থাৎ রস সেচন ও স্তুতি পাঠ ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন এবং তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম! শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।

৫৫। তিন খানি বিস্তারিত পবিত্রের মধ্য দিয়া তুমি আসিয়া থাক, শোধিত হইয়া তুমি একটী আধারের দিকে যাও। তুমি ধনস্বরূপ, তুমি দাতাকে দান কর। তুমি যজ্ঞকর্ত্তাদিগের পক্ষে ইন্দ্রের স্বরূপ।

৫৬। এই বুদ্ধিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সোম ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি বিশ্ব ভুবনের রাজা, ইনি যজ্ঞের সময় আপন রসের ধারা চালাইয়া দেন, ইনি মেষলোমের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন।

(২) ৫৩ ও ৫৪ ঋকে আনার্য্যবর্ব্বরদিগের উল্লেখ।

৫৭। বিপুল মূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ কবিগণ সোমকে আস্বাদন করিতেছেন এবং শকুনিপক্ষীর ন্যায় কবিতার পদ উচ্চারণ করিতেছেন। পণ্ডিতেরা দশ অঙ্গুলীদ্বারা তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছেন। তিনি জলের রসের সহিত আপনার মূর্ত্তি মিশ্রিত করিতেছেন।

৫৮। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার সাহায্যে আমরা যেন যুদ্ধে কার্য্যদক্ষ হইতে পারি। অতএব মিত্র ও বরুণ ও অদিতি ও সিন্ধু ও পৃথিবী ও দ্যুলোক ইঁহারা আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন।

---

৯৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অম্বরীষ ও ঋজিশ্বান্ ঋষি।

১। হে সোম! আমাদিগের নিকট এতাদৃশ ধন লইয়া এস, যাহাতে প্রভূত অন্ন পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বজনের কামনীয়, যাহাদ্বারা সহস্র প্রকার অভীষ্ট ফল লাভ হয়, যাহার জ্যোতি অতি চমৎকার, যাহা বলবানকে আরও বলশালী করে।

২। যেরূপ যোদ্ধা রথে আরোহণ করিয়া কবচ ধারণ করে, তুমি তদ্রূপ নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমে বিস্তীর্ণ হও। সোম কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা চালিত হইয়া ধারা প্রেরণ করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন।

৩। মাদকতাশক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে ঊর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তিশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।

৪। হে সোমদেব! সেই তুমি নিত্যকাল দাতা ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষাৎ ধনস্বরূপ হও। হে সোম! তুমি শতসহস্র প্রকার ধন বিতরণ কর।

৫। হে বৃত্রের নিধনকারি! হে ধন স্বরূপ! হে অনিবার্য্য বেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয় ধনের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।

৬। সেই সোম যখন প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হয়েন, তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনী (অঙ্গুলী) স্নান করাইয়া দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশালী হইয়া ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হয়েন।

৭। সেই উজ্জ্বল হরিতবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণধারী সোমকে মেষলোমের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শোধন করিতেছে। তখন তিনি মাদকতা শক্তি-সম্পন্ন হইয়া তাবৎ দেবতার নিকটে যাইতেছেন।

৮। এই সোম দ্যুলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তোমরা ইহার রস পান কর। তাহাতে তোমাদিগের বলাধান হয়। তিনি সেই সোম, যিনি পণ্ডিতদিগের জন্য প্রচুর অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। হে দ্যুলোক ও ভূলোক! হে মনুসন্ততিদ্বয়! সেই পর্ব্বতবাসী সোম যজ্ঞের সময় তোমাদের উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, উচ্চশব্দ সহকারে তাঁহাকে আঘাত (থেঁৎলাইতে) করিতে লাগিল।

১০। হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা আসিয়াছেন, তাঁহারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে।

১১। দিন দিন প্রাতঃকালে সোমরস পুরাতন নিয়মে পবিত্রের উপরি ক্ষরিত হইল। নির্ব্বোধ সুরশ্চিৎ নামক দস্যুরা প্রাতঃকালে তাঁহাকে দেখিয়া অন্তর্ধান ও দ্রবীভূত হইল(১)।

১২। হে বুদ্ধিমান্ বন্ধুগণ! এই দেখ, সেই সোম আমাদিগের সম্মুখ-ভাগে ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছে, ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিম্বা ইহাকে পান করিলে বল পাওয়া যায়, এস, তোমরা আমরা উভয়ে ভাগ করিয়া লই এবং পান করি।

---

(১) এ সুরশ্চিৎ দস্যুরা কাহারা?

৯৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। রেভ, সূনু নামক দুই ঋষি।

১। এই সুশ্রী অসুর সোমের জন্য পুরুষের ধারণযোগ্য ধনুকে গুণ যোজনা করিতেছে। পূজা করিবার জন্য পুরোহিতগণ এই অসুরের জন্য শুভ্রবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, দেবতারা দেখিতেছেন(১)।

২। সোম সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শোধিত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিতেরা ইহাকে চালাইবার জন্য স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি নানাবিধ অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছেন।

৩। ইহার যে অতি চমৎকার রস, যাহা ইন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয় বস্তু, যাহা গাভীগণ এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণ মুখে ধারণপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়াছেন, এস সেই রস আমরা শোধন করি।

৪। শোধন কালে তাঁহাকে প্রাচীন গাথার দ্বারা স্তব করা হইল। দেবতার নাম সম্বলিত অনেক স্তব তাঁহার জন্য প্রস্তুত হইল।

৫। যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা রসসেচনকারী সোমকে মেষলোমে শোধন করিতেছে। পণ্ডিতগণ দেবতাদিগের নিকট অগ্রে সংবাদ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দূত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

৬। যেরূপ পশুযোনিতে অপর পশু নিজ শুক্র আধান করে, তদ্রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাদকতাশক্তিসম্পন্ন সোম পাত্রে পাত্রে উপবেশন করিতেছেন, ইনি স্তবের স্বামী, স্তুতিবাক্য চাহিতেছেন।

৭। সোমদেব দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছেন, কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শোধন করিতেছেন। ইনি পবিত্রজলে প্রবেশ করিতেছেন' অভিপ্রায় যে অশেষ বস্তু দান করিবেন। প্রবেশ কালে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।

৮। হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তুমি বিস্তৃত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিতেছেন। তুমি ইন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিকর পানীয় স্বরূপ হইয়া পাত্রে পাত্রে যাইতেছ।

---

(১) অর্থাৎ (ছাকনি) বিস্তার করিতেছেন। সায়ণ।

১০০ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। দুর্দ্ধর্ষ পুরোহিতগণ ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ রমণীয় সোমকে স্তব করিতেছেন। ইনি যেন প্রথম বয়সের সন্তান, ইহাকে জননীরা স্নেহভরে লেহন করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি শোধিত হইতেছ, প্রচুর ধন পরিপূর্ণ করিয়া দাও। দাতা ব্যক্তির ভবনে তুমি সর্ব্বপ্রকার ধন সমর্পণ করিয়া থাক।

৩। যেরূপ মেঘবৃষ্টি করে, তুমি তদ্রূপ চমৎকার স্তব রচনা কর। হে সোম! তুমি স্বর্গীয় ও পৃথিবীস্থ দুই প্রকার ধন বিতরণ কর।

৪। যেরূপ যুদ্ধজয়ী ব্যক্তির ঘোটক চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ হে সোম! নিষ্পীড়নের পর তোমার ধারাগুলি মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রমপূর্ব্বক ধাবিত হইতেছে।

৫। হে কবি সোম! তুমি, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণের পানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, তাহাতে আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, আমরা বলশালী হইব।

৬। হে সোম! তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তোমার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। তোমার ন্যায় মধুর কিছুই নাই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও তাবৎ দেবতার জন্য, ধারারূপে পবিত্রের উপর ক্ষরিত হও।

৭। যে সময় তোমাকে রাখিয়া দেওয়া হয়, সেই সময়ে, যেমন গাভীগণ সদ্যোজাত বৎসকে স্নেহভরে লেহন করে, তদ্রূপ তোমাকে তোমার দুর্দ্ধর্ষ জননীরা (অর্থাৎ যে জলে সোমরস ঢালিয়া দেওয়া হয় সেই জল) তোমাকে লেহন করিতেছে।

৮। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিচিত্র কিরণ ধারণপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন আহরণ করিতে যাইতেছ। দাতা ব্যক্তির ভবনের তাবৎ অন্ধকার তুমি নিজবলে নষ্ট করিয়া থাক।

৯। তোমার কার্য্য কি মহৎ। তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছ। হে ক্ষরণশীল! মহত্ত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তুমি কবচ ধারণ (অর্থাৎ যুদ্ধবেশ ধারণ) করিয়া থাক।

পঞ্চম অধ্যায়।

১০১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অন্ধিগু, যযাতি, নহুষ, মনু ও প্রজাপতি ঋষিগণ।

১। হে বন্ধুগণ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অন্ন জয় করিয়া আনা হইয়াছে তৎসহকারে ব্যবহার করিবার জন্য হর্ষ কর, সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ দেখ, দীর্ঘ জিহ্বা সঞ্চালন করিতে করিতে কুক্কুর আসিতেছে, উহাকে তাড়াইয়া দিও।

২। সেই সোম, যিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিতান্ত উপযোগী, যিনি ঘোটকের ন্যায় পবিত্রধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরসহকারে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে।

৪। এই সমস্ত সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে, পবিত্রের উপর দিয়া ইহারা ক্ষরিত হইয়াছে, ইহাদের তুল্য মধুর বা আনন্দকর কিছুই নাই। হে সোমরস সকল! তোমরা যে মত্ততা উৎপাদন করিবে, তাহা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হউক।

৫। দেবতারা স্তব করিলেন, সোম ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিতেছেন; ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন, ইনি যজ্ঞের কামনা করিতেছেন।

৬। দিন দিন সোম সহস্রধারায় ক্ষরিতেছেন, ইনি সমুদ্রবৎ, ইহা হইতে বাক্যের স্ফূর্ত্তি হয়, ইনি ধনের অধিপতি এবং ইন্দ্রের বন্ধু।

৭। ইনিই পূষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইয়া যাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনিই পৃথিবী ও আকাশকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন।

৮। স্তুতিসমূহ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া ইঁহাকে উত্তমরূপে স্তব করিল। উজ্জ্বল সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতে হইতে পথ করিয়া লইলেন।

৯। হে সোম! তোমার সেই রস ঢালিয়া দেও, যাহা অতি তীব্র, অতি চমৎকার, যাহা পঞ্চ জনপদের মনুষ্যের উপকারে আইসে এবং যাহা পান করিয়া আমরা ধন লাভ করিতে পারি।

১০। এই দেখ সোমরসগুলি ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা উজ্জ্বল, ইহাদের তুল্য আমাদিগের পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, ইহারা নিষ্পীড়ন কালে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা নির্ম্মল, ইহাদিগের বিষয় ভাবিতেও আনন্দ আছে, ইহারা সকলই অবগত আছে।

১১। প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে, ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদিগের অন্ন।

১২। ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করে না।

১৩। যখন এই অন্নরূপী সোম প্রস্তুত হয়েন, কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে নীরব না করে। (অর্থাৎ কেহ যেন তাহার সশব্দ নিষ্পীড়নের বাধা না দেয়)। যেরূপ ভৃগু বংশীয়েরা মখ নামক ব্যক্তির প্রাণ বধ করিয়াছিল, তদ্রূপ এই যজ্ঞ বিঘ্নকর্ত্তা কুক্কুরকে নিধন কর(১)।

১৪। আমাদিগের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর তেমনি ভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন, যেরূপ কোন বালক তাহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত পিতা মাতার হস্তের উপর ঝাপিয়া পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি, কিম্বা যেরূপ বর কন্যার প্রতি যায়, তদ্রূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

---

(১) মূলে "শ্বানং অরাধসং" আছে।

১৫। তিনি বীর, তাহার কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্ত্তা নিজ গৃহে যান, তদ্রূপ তিনি কলসে যাইতেছেন।

১৬। মেষের লোমের ভিতর দিয়া সোম গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছেন, রস বর্ষণ এবং শব্দ করিতে করিতে ইনি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইন্দ্রের ভবনে চলিলেন।

১০২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। এই দেখ জলের পুত্র সোম, যজ্ঞের উপযোগী নিজ রস চালাইয়া দিতেছেন, ইনি দুই ধারাতে বিভক্ত হইয়া যাবতীয় প্রিয় বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

২। ত্রিতের যে দুই প্রস্তরফলক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত ছিল, সোম তাহার মধ্যে অর্পিত হইয়া দুই ফলক পৃথক করিলেন, অমনি পুরোহিতগণ সপ্তপ্রকার ছন্দ আবৃত্তি করিয়া প্রেমাস্পদ সোমকে স্তব করিতে লাগিলেন।

৩। আমি ত্রিত, তিনবার নিষ্পীড়ন করিয়াছি, হে সোম! তুমি সেই ত্রিগুণিত রস তোমার ধারাতে ধারণ কর। সামগানের সময় ধন আনিয়া দাও। কর্ম্মিষ্ঠ পুরোহিত ইঁহারি স্তব রচনা করিতেছেন।

৪। যখন সোম জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, কারণ তিনিই বেধা, অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে।

৫। যখন সোম নিজ কর্ম্মে উদ্যত হয়েন, দুর্দ্ধর্ষ তাবৎ দেবতা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন, মিলিত হইয়া সুদৃশ্য রমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করেন।

৬। যজ্ঞের সময় যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ অতি সুদৃশ্য, অতি পূজ্য বহুজন কামনীয় কর্ম্মিষ্ঠ সোমকে উৎপাদন করিলেন।

৭। যৎকালে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া পুরোহিতগণ সোমকে জলের সহিত মিশ্রিত করে, তখন তিনি পরস্পর সংলগ্ন দুই প্রস্তরফলকের মধ্যে আপন হইতেই যান, সেই ফলকদ্বয়ই যজ্ঞের প্রসূতিস্বরূপ।

৮। হে সোম! তোমার নিজ কার্য্যদ্বারা তুমি নির্ম্মল কিরণসহকারে আকাশের অন্ধকার নষ্ট করিলে। তুমি যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞোপযোগী তোমার রস চালাইয়া দিলে।

---

১০৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। দ্বিত ঋষি।

১। যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা সোম শোধিত হইতেছেন, ইনি স্তবের প্রতি অতি সন্তুষ্ট। যে স্তুতিবাক্য উপস্থিত হইতেছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে ইঁহাকে অর্পণ কর, ইঁহার পারিতোষিকের ন্যায় ইঁহাকে তাহা দাও।

২। দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইনি মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক যাইতেছেন। উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ইনি শোধিত হইয়া তিন আধারে সঞ্চিত হইতেছেন।

৩। মধুপূর্ণ কলসের উপরে যে মেষলোম আছে, তাহাতে সোম যাইতেছেন। ঋষিগণ সপ্তছন্দের স্তবের দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলেন।

৪। দুর্দ্ধর্ষ সোম সর্ব্বদেবময়, ইনি স্তবগুলি স্ফুর্ত্তি করিয়া দেন, ইনি শোধিত হইয়া উজ্জ্বলবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ফলকদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৫। হে অমর সোম! পুরোহিতগণ তোমাকে শোধন করিতেছেন, তুমি দাতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত এক রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবতাদিগের সমস্ত আহারীয় সামগ্রীর সহিত মিলিত হও।

৬। সোমদেব দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ইনি ক্ষরণশীল হইয়া যুদ্ধ ঘোটকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।

---

১০৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। নারদ ও পর্ব্বত দুই ঋষি।

১। হে বন্ধুগণ! চতুঃপার্শ্বে উপবেশন কর; সোম শোধিত হইতেছেন, ইঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুচারুরূপে গান কর; ইনি যেন একটী বালক, যজ্ঞীয় দ্রব্যের দ্বারা ইঁহাকে সুশোভিত কর; তাহাতে সম্পত্তি লাভ হইবেক।

২। এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহ লাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন, ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে, তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।

৩। যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধন বৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।

৪। হে সোম! তুমি আমাদিগকে ধন দান করিবে এইজন্য আমাদিগের স্তুতিবাক্যগুলি তোমাকে স্তব করিয়াছে। দুগ্ধের দ্বারা তোমার বর্ণ অন্যথাভূত করিতেছি।

৫। হে মত্ততার অধিপতি সোম! সেই তুমি দেবতাদিগের আহারসামগ্রী হইতেছ। যেরূপ বন্ধু বন্ধুকে পথ বলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমার তুল্য পথ বলিয়া দিবার লোক আর কে আছে?

৬। হে সোম! তুমি পূর্ব্ববৎ আমাদিগের বন্ধুর কার্য্য কর; যে কোন নাস্তিক ও মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করিতে আসে, তাহাকে তাড়াইয়া দেও; আমাদিগের পাপ খণ্ডন কর।

---

১০৫ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। পর্ব্বত ও নারদ দুই ঋষি।

১। হে বন্ধুগণ! মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য সোম শোধিত হইতেছে, সেই সোমকে তোমরা গানের দ্বারা সন্তুষ্ট কর, যেরূপ বালককে

আহারের দ্রব্য দিয়া আহ্লাদিত করে, তদ্রূপ সোমকে যজ্ঞীয় দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট করা হইতেছে, সেই সঙ্গে স্তব পাঠ করা হইতেছে।

২। এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতি বাক্যসহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।

৩। এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছেন, ইঁহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইঁহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।

৪। হে সোম! তোমার শুভ্রবর্ণ রস আমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিতেছি, তোমার বর্ণ অতি চমৎকার; তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে; তুমি আগমন কর এবং গো, অশ্ব সঙ্গে লইয়া এস।

৫। হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন সোম! তুমি দেবতাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহারীয় বস্তু; যেরূপ বন্ধু বন্ধুর উপকার করে, তদ্রূপ তুমি যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের উপকার কর, তাঁহাদিগের মুখ উজ্জ্বল কর।

৬। হে সোম! তুমি পূর্ব্ববৎ আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর; যে কোন দেবশূন্য মায়াবী রাক্ষস আমাদিগের অনিষ্ট করে, তুমি বল প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে পরাভব কর।

---

১০৬ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নি, চক্ষু ও মনু ঋষি।

১। এই সমস্ত সোমরস এইমাত্র নিষ্পীড়িত ও প্রস্তুত হইয়াছে, ইহারা সকল বস্তুই দিতে জানে; প্রার্থনা, যেন ইহারা বৃষ্টি বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয়।

২। যুদ্ধের উপলক্ষে এই সোমকে ভাগ করিয়া পান করিতে হইবেক, ইনি প্রস্তুত হইয়াছেন, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন। যেরূপ তাবৎ লোকে জানে, তদ্রূপ ইনিও জানেন, যে ইন্দ্র কেমন বিজেতা পুরুষ।

৩। যখন পুনঃ পুনঃ সোম পান করিয়া ইন্দ্র মত্ত হয়েন, তখন তিনি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত উত্তম উত্তম ধন গ্রহণ করিতে থাকেন। তিনি তখন বৃষ্টিবর্ধনকারী বজ্র ধারণপূর্ব্বক জলের রোধকর্ত্তা বৃত্রকে পরাজয় করেন।

৪। হে সোম! সতর্ক হইয়া এস। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। যাহাতে তাবৎ বস্তু লাভ হইতে পারে, এরূপ প্রদীপ্ত তেজঃ তাঁহার শরিরে পরিপূর্ণ-রূপে প্রদান কর।

৫। হে সোম! তুমি অতি সতর্ক; তুমি সহস্রপথ দিয়া গমন কর, তুমি সেবককে পথ দেখাইয়া দেও; তুমি সমস্ত সংসার নিরীক্ষণ কর; অতএব প্রার্থনা, যে যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ইন্দ্রের এপ্রকার মত্ততা উৎ-পাদন কর।

৬। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার লোক তোমার তুল্য আর কেহ নাই; দেবতাদিগের নিকট তোমার তুল্য মধুর কিছুই নাই। তুমি সশব্দে সহস্র পথে গমন কর।

৭। হে উজ্জ্বল সোম! দেবতাদিগের পানের জন্য ধারায় ধারায় প্রবল বেগে গমন কর। আমাদিগের কলসকে মধুময় রসে পরিপূর্ণ কর।

৮। হে সোম! তোমার রসগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রের মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহাকে যাইয়া সম্ভাষণ করিতেছে। দেবতাবর্গ অমরত্ব পাইবার জন্য তোমার সুখকর রস পান করিলেন।

৯। হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ! তোমরা শোধিত হইতেছ; আমা-দিগের চতুঃপার্শ্বে এইরূপে ধাবমান হও, যে আমরা ধন লাভ করি। তোমরা দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করিয়া পৃথিবীতে জল বহাইয়া দেও এবং তাবৎ বস্তুর লাভ বিষয়ে সহায়তা কর।

১০। ক্ষরণশীল সোম শব্দ করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইতেছে; তিনি শোধিত হইতে হইতে তরঙ্গের আকারে মেষের লোম অতিক্রম করিতেছেন।

১১। দ্রুতগামী সোম মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, স্তুতিবাক্যসহকারে তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে; তিন বার

নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন এবং স্তবের দ্বারা প্রতিধ্বনিত হইতেছেন।

১২। যুদ্ধের বলবান্ ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী সোমকে কলসের দিকে চালিয়া দেওয়া হইতেছে। তিনি শোধিত হইতে হইতে এবং নানা-বিধ স্তবের জন্ম দান করিতে করিতে ক্ষরিত হইলেন।

১৩। অতি চমৎকার ঔজ্জ্বল্যধারী সোম দ্রুতবেগে কুটিল পবিত্রের মধ্য দিয়া ক্ষরিতেছেন। তাঁহাকে যাহারা স্তব করে, তাহাদিগকে তিনি লোকবল ও কীর্ত্তি প্রদান করিতেছেন।

১৪। হে সোম! তুমি এই ধারার আকারে ক্ষরিত হও; তোমার মধুপূর্ণ ধারা সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। তুমি চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে করিতে পবিত্র অতিক্রম করিতেছ।

---

১০৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ভরদ্বাজ কশ্যপ প্রভৃতি সপ্ত ঋষি।

১। এই যে সোম, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয়দ্রব্য, যিনি যজ্ঞাধ্যক্ষ-দিগের হিতসাধন করিতে করিতে জলের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হয়েন, যাহাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই নিষ্পীড়িত সোমকে এই দিকে উত্তমরূপে সেচন কর।

২। হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোম-দ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সহিত এবং আহার সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।

৩। সোম কর্ম্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদনকর্ত্তা, তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৪। হে সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব! তুমি সুবর্ণের আকরস্বরূপ, তুমি উত্তম উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ।

৫। আকাশস্বরূপ গাভীর উধঃ হইতে হইতে অতি মধুর বৃষ্টি বারি দোহন করিতে করিতে সোম তাহার চিরপরিচিত যজ্ঞস্থানে যাইয়া উপবেশন করিতেছেন। সেই সর্ব্বদ্রষ্টা সোমকে সপ্রক্ষালনপূর্ব্বক যজ্ঞাধ্যক্ষগণ শোধন করিলেন। তিনি তখন দ্রুতবেগে যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতে চলিলেন।

৬। হে সতর্ক সোম! তুমি শোধিত হইতে হইতে অতি সুন্দররূপে মেষলোমের সর্ব্বাংশে বিস্তারিত হইলে। তুমি মেধাবী এবং অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, মধুপূর্ণ রসের দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞ অভিষিক্ত কর।

৭। সোমের তুল্য পথ দেখাইয়া দিবার লোক আর কেহ নাই, ইনি পণ্ডিত ও মেধাবী ও ঋষিতুল্য, ইনি রস সেচন করিতে করিতে ঝরিতেছেন। হে সোম! তুমি কবি, তুমি দেবতাদিগের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু হইয়াছ, তুমি সূর্য্যকে আকাশে আরোহণ করাইয়াছ।

৮। নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সোমকে প্রস্তুত করিতেছেন, তিনি উচ্চস্থানস্থিত মেষলোমের পবিত্রদ্বারা ঝরিতেছেন। তাহার উজ্জ্বল ধারা ঘোটকের ন্যায় দ্রুত যাইতেছে, তিনি আনন্দ বর্দ্ধনকারী ধারার আকারে যাইতেছেন।

৯। সোম দুগ্ধবিশিষ্ট, কেননা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে, তিনি তৎসংশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার যে সকল রস সকলে ভাগ করিয়া লইতে হইবেক, তাহারা যেন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল (অর্থাৎ কলসের মধ্যে), তিনি মত্ততার উৎপাদনকর্ত্তা, মত্ততার জন্য তাঁহাকে আঘাত করিতেছে (থেঁৎলাইতেছে)।

১০। হে সোম! প্রস্তরের দ্বারা তুমি নিষ্পীড়িত হইতে হইতে মেষের লোমকে আচ্ছাদন করিতেছ। দুই ফলকের উপরিস্থিত কলসের মধ্যে সোম প্রবেশ করিতেছেন, যেন কোন ব্যক্তি নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পরে উজ্জ্বল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছেন।

১১। মেষলোম আচ্ছাদন কালে সোমকে শোধন করিতেছে, তিনি যেন যুদ্ধের ঘোটকের ন্যায় সজ্জিত হইতেছেন। তিনি যখন ক্ষরিত হয়েন, স্তবকারী মেধাবী পণ্ডিতদিগের উচিত তাঁহাকে অভিনন্দন করা।

১২। হে সোম যেমন নদী জলের দ্বারা স্ফীত হয়, তদ্রূপ তুমি দেবতাদিগের পানের জন্য স্ফীত হইতেছ। মদিরার ন্যায় তুমি সতেজ, তোমার লতার রস লইয়া মধুক্ষরণকারী কলসের মধ্যে তুমি যাইতেছ।

১৩। যেরূপ প্রিয় পুত্রকে সুশোভিত করিতে হয়, তদ্রূপ সোমকে সুশোভিত করিতে হয়; তিনি উজ্জ্বল হইয়া শুভ্রবর্ণ পবিত্রের উপর বিস্তারিত হইলেন। দুই হস্তের অঙ্গুলিগণ তাঁহাকে জলের দিকে চালাইয়া দিতেছে। যেন বলবান্ লোকে রথ চালাইয়া দিতেছে।

১৪। এই সমস্ত সোমরস, যাহারা দ্রুতগামী, পণ্ডিত, আনন্দকর এবং যাবৎ বস্তু দিতে পারে, তাহারা কলসের উপরিস্থিত উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।

১৫। সোম যিনি, তিনি রাজা, তিনি দেব, তিনি প্রধান, সত্য, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষরিত হইয়া কলসে যাইতেছেন। মিত্র ও বরুণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া তিনি চলিয়াছেন। তিনি অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।

১৬। এই উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায় সোমদেব কলসের মধ্যে যজ্ঞের অধ্যক্ষদিগের কর্তৃক সংধাবিত হইতেছে।

১৭। মরুৎ পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত হইয়া, মত্ততার উৎপাদনকারী সোম ক্ষরিত হইতেছেন। তিনি সহস্রধারায় মেষলোমকে অতিক্রম করিতেছেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে সুশোভিত করিতেছেন।

১৮। বুদ্ধিমান্ সোম দুই ফলকের উপর শোভিত হইতেছেন এবং স্তুতিবাক্য উৎপাদন করিতে করিতে দেবতাদিগের নিকট যাইতেছেন। তিনি জলের বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এবং মস্তকে ক্ষীর ধারণ করিয়া কাষ্ঠময় পাত্রে উপবেশন করিতেছেন এবং তাঁহাকে আচ্ছাদন করা হইতেছে।

১৯। হে সোম! তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য আমি প্রত্যহ তোমাকে আহ্বান করি। বিস্তর রাক্ষস আমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে এবং আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে; হে পিঙ্গলবর্ণধারী! আমাকে রক্ষা কর, রাক্ষসদিগকে নিধন কর।

২০। হে সোম! কি দিন, কি রাত্রি, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভের জন্য তোমার নিকটে উপস্থিত আছি। হে পিঙ্গলবর্ণধারী! তুমি নিজ

কিরণে সূর্য্য অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিষ্ঠান কর। যেরূপ পক্ষীগণ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ আমরা তোমার নিকট যাইতে ব্যস্ত।

২১। হে সুন্দর অঙ্গুলিধারী সোম! তুমি কলসের মধ্যে শোধিত হইবার সময় শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল! সুবর্ণময়, পিঙ্গলবর্ণ সর্ব্বজন কামনীয় বিস্তর অর্থ তুমি আনিয়া দিয়া থাক।

২২। মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রস বর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাক। হে ক্ষরণশীল সোম! দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর।

২৩। হে সোম! সর্ব্বপ্রকার কবিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্ন লাভের নিমিত্ত গমন কর। হে সোম! তুমি শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদিগের আনন্দ-বিধাতা। তুমি কলসকে ধারণ করিয়া (আশ্রয় করিয়া) থাক।

২৪। হে সোম! পুনঃ পুনঃ তোমাকে সঞ্চয় করা হইতেছে, তুমি মর্ত্ত্যলোকে ও দিব্যলোকে ক্ষরিত হও। হে পণ্ডিত! মেধাবী ব্যক্তিরা তোমাকে মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তোমার শুভ্রবর্ণ রস চালাইয়া দিতেছেন।

২৫। এই যে সোমরস সকল, যাঁহাদিগের সঙ্গে দেবতারা আছেন, ইন্দ্র যাঁহাদিগকে সেবন করেন, যাঁহারা স্তব ও অন্ন লাভের জন্য যাইয়া থাকেন, তাঁহারা ধারার আকারে প্রস্তুত হইয়া পবিত্রকে অতিক্রম করিতেছেন।

২৬। প্রস্তুতকর্ত্তারা চালাইয়া দিতেছে, সোম জলের বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক কলসের দিকে যাইতেছেন, তিনি জ্যোঃতি উৎপাদন করিতেছেন, ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধৌত বস্ত্রের ন্যায় হইতেছেন এবং স্তুতির প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১০৮ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। গৌরিবীতি, শক্তি, উরু, ঋজিশ্বা, উর্দ্ধসদ্মা, কৃতযশা ও ঋণঞ্চয় ইহারা ঋষি।

১। হে সোম! তুমি মত্ততার উৎপাদনকারী, দীপ্তিমান ও কর্ম্মে অতি পটু, তুমি যারপর নাই মধুপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎ বস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।

৩। হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক(১)।

৪। তুমি সেই সোম, যাঁহার সাহায্যে অঙ্গিরবংশসম্ভূত দধ্যঙ নামক ব্যক্তি তাঁহার নিজের অপহৃত গাভীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাঁহার সাহায্যে তাঁহার মেধাবী পুত্রেরা সেই গাভী প্রাপ্ত হয়; যাঁহার সাহায্যে সুচারুরূপে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইয়া দেবতারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিগণ অন্নলাভ করিয়া থাকেন।

৫। এই দেখ, সেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাদকতাশক্তিসম্পন্ন হইয়া ধারার আকারে ক্ষরণপূর্ব্বক মেষলোম পথে নির্গত হইতেছেন, যেন জলের একটী তরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছেন।

৬। হে সোম! তুমি আকাশ হইতে ক্ষরণশীল জল সমস্ত মেঘের মধ্য হইতে নিজ বলে নির্গত করিয়াছিলে, তুমি গোসমূহ ও ঘোটকসমূহকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই তুমি দুর্দ্ধর্ষ কবচধারী বীরের ন্যায় শত্রু সংহার কর।

৭। হে পুরোহিতগণ! এই যে সোম, যিনি ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী, যিনি স্তবের যোগ্য, যিনি জল বর্ষণ করেন, আপনার তেজঃ বিকীর্ণ করেন, যিনি কাষ্ঠময় পাত্রে পাত্রে সঞ্চিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়েন, সেই সোমকে প্রস্তুত কর, সেই সোমকে চতুর্দ্দিকে সেচন কর।

৮। যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হইয়া থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হয়েন, যজ্ঞে যাহার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁহার বৃদ্ধি; যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।

---

(১) অমৃত পান করিয়া দেবগণের অমরত্ব লাভ কল্পস্বরূপ পৌরাণিক গল্প সোমরসের বৈদিক বর্ণনা হইতে উৎপন্ন।

৯। হে অন্নের অধিপতে দেব! দেবতাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তুমি উজ্জ্বল ও প্রভুত অন্নরাশি আহরণ করিয়া দাও এবং আকাশস্থিত মেঘকে দ্বিখণ্ড করিয়া বৃষ্টিবর্ষণ কর।

১০। হে সুনিপুন সোম! তুমি দুই ফলক সহযোগে প্রস্তুত হইয়া রাজ্য ভারবহনকারী নরপতি রাজার ন্যায় আগমন কর। আকাশ হইতে জলের স্রোত বর্ষণ কর, গোধনের অভিলাষী যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন কর।

১১। এই যে সোম, যিনি মাদকরস বর্ষণ করেন, সহস্রধারায় ক্ষরিত হয়েন, তাবৎ সম্পত্তি ধারণ করেন, পুরোহিতেরা, তাহাকে দোহন, অর্থাৎ প্রস্তুত করিতেছেন।

১২। রসবর্ষণকারী সোম জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি শব্দ করিতেছেন, আপনার কিরণদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন। কবিরা তাঁহাকে স্তব করিলে তিনি দুগ্ধের সংসর্গে শুভ্র মূর্ত্তি হইতেছেন, তাঁহার ক্ষরণ ক্রিয়াদ্বারা তিনটি আধার পরিপূর্ণ হইতেছে।

১৩। যে সোম অন্ন ও গাভী ও ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।

১৪। আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুৎগণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। তাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।

১৫। হে সোম! যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তোমার আধারভূত পাত্র সকল তোমার অস্ত্র শস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তুমি যারপর নাই মধুর ও মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রের পানের জন্য ক্ষরিত হও।

১৬। হে সোম! যেমন নদীগণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের আহ্লাদ উৎপাদনকারী কলসে প্রবেশ কর। মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুর জন্য তোমাকে নিবেদন করা হইয়াছে। তুমি স্বর্গধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বনস্বরূপ।

---

১০৯ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নি নামক ঋষিগণ।

১। হে সোম! তুমি সুস্বাদু হইয়া ইন্দ্র ও মিত্র ও পূষা ও ভগের নিমিত্ত অগ্রসর হও।

২। হে সোম! ইন্দ্র এবং তাবৎ দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ ও বলাধান হইবে।

৩। হে সোম! তুমি শুক্রবর্ণ এবং দেবতাদিগের পেয়বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও।

৪। হে সোম! তুমি সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তুমি দেবতাদিগের পিতা, তুমি সর্ব্বস্থানে ক্ষরিত হও।

৫। হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখ সাধন কর।

৬। তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।

৭। হে সোম! তুমি উজ্জ্বল হইয়া এবং সুন্দর ধারার আকার ধারণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ মেষলোমের মধ্য দিয়া পূর্ব্বের মত আনুপূর্ব্বিক ক্ষরিত হও।

৮। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ যথা নিয়মে সোমকে উৎপাদন করিতেছেন, তিনি শোধিত হইয়া মাদকতাশক্তিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি ক্ষরিত হইয়া আমাদিগকে তাবৎ ধন আনিয়া দিন।

৯। সোম শোধিত হইয়া প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদিগের তাবৎ ধন উৎপন্ন করুন।

১০। হে সোম! ঘোটকের ন্যায় তোমাকে প্রক্ষালনকরা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান ও বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।

১১। নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সেই রসরূপী সোমকে শোধন করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যে আনন্দ ও প্রচুর ধন পাইবেন।

১২। সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন; দেবতাদিগের জন্য পবিত্রের উপর তাঁহাকে শোধন করিতেছে।

১৩। সুশ্রী সোম কবি, তিনি ভগ দেবতার মত্ততা উৎপাদন করিবার জন্য জলের আধারে ক্ষরিত হইলেন।

১৪। সোম ইন্দ্রের মনোহর শরীরে পুষ্টি আধান করেন, তাহাতে তিনি বৃত্র নামক তাবৎ রাক্ষসকে নিধন করেন।

১৫। যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ সোমকে প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলে, সকল দেবতা পান করিতেছেন।

১৬। প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রমপূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।

১৭। জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।

১৮। হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্যক্ষগণ তোমাকে সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।

১৯। দ্রুতগামী সোম সহস্রধারায় পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

২০। বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্রের মত্ততার জন্য এই সোমকে মধুর রসের সহিত মিশ্রিত করিতেছে।

২১। হে উজ্জ্বল সোম! তুমি জলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছ, দেবতাদিগের বলাধানের জন্য তোমাকে অবলীলাক্রমে শোধন করিতেছে।

২২। ইন্দ্রের জন্য এই প্রখর সোমরস প্রস্তুত হইতেছেন, ইনি জল আলোড়ন করিতেছেন এবং উহার সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।

১১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক দুই ঋষি।

১। হে অবিচলিত পরাক্রমশালী সোম! অন্নদানের জন্য তুমি শত্রুদিগের অভিমুখে গমন কর। তোমার সাহায্যে আমরা ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করি। শত্রু সংহার করিবার জন্য তুমি যাইতেছ।

২। হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এই লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে ক্ষরণশীল! তুমি বিবিধ অন্নের জন্য চলিতেছ।

৩। হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্য্যকে নিজ বলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোমার জ্ঞান অতি মহৎ, তাহাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়া দিয়া থাক।

৪। হে অমৃত তুল্য সোম! অমৃত তুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধার-ভূত আকাশের উপর মানুষদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছ, অন্ন ভাগ করিয়া দিতে দিতে তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে যাইয়া থাক।

৫। যেরূপ কোন ব্যক্তি লোকদিগের জল পানের নিমিত্ত অক্ষয় জল-পূর্ণ জলাশয় খনন করে, কিম্বা যেমন কেহ দুই হস্তের অঞ্জলিদ্বারা জল ভরিতে থাকে, তদ্রূপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র ভেদ করিয়া যাইয়া থাক।

৬। যখনই সূর্য্যদেব অন্ধকার অপনয়ন করিলেন, তখনই দিব্য লোক-বাসী বসুরুচ্ নামক কতগুলি ব্যক্তি এই পরমাত্মীয় সোমকে দর্শন করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিল।

৭। হে সোম! তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথম কুশচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন ও বল লাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি আমা-দিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর।

৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা

হইয়াছিল(১)। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাহাকে স্তব করিতে লাগিল।

৯। হে ক্ষরণশীল! এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে সমস্ত প্রাণী-বর্গ তুমি নিজ বলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, তদ্রূপ তুমি করিয়া থাক।

১০। সোমের সহস্রধারা, তাঁহার সাতিশয় বেগ, তিনি শোধিত হইবার সময় বালকের ন্যায় মেষলোমের উপর ক্রীড়া করেন; এইরূপে তিনি ক্ষরিত হইলেন।

১১। এই যে সোম, যিনি শোধিত হইয়া মধু তুল্য হয়েন, যিনি যজ্ঞের স্বামী, উজ্জ্বল ও সুরস, যিনি অন্ন দান করেন, কাম্যবস্তু দিতে জানেন এবং পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

১২। হে সোম! তুমি প্রতিযোদ্ধাদিগকে পরাভব কর, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দিগকে দূরীভূত কর, উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে সংহার করিয়া থাক; এতাদৃশ তুমি ক্ষরিত হও।

---

১১১ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অনানত ঋষি।

১। যেমন সূর্য্য নিজ মণ্ডলসংযুক্ত কিরণমালাদ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, তদ্রূপ সোম এই উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণপূর্ব্বক সকল শত্রু সংহার করিতেছেন। প্রস্তুত হইবার পর ইঁহার ধারা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিতেছে, ইনি শোধিত হইয়া হরিতবর্ণ ও তেজোময় হইতেছেন। সপ্তছন্দের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া ইনি তাবৎ বস্তুর দিকে নিজ তেজঃ বিস্তার করিতেছেন।

---

(১) সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে, ইত্যাদি, বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় "সমুদ্র" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং সমুদ্র হইতে অমৃত-মন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হইল।

২। হে সোম! পণিগণ যে গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহা কোথায় ছিল, তুমি তাহা জানিতে। তুমি যজ্ঞস্থানে স্তুতিবাক্য লাভ করিতে করিতে জলের দ্বারা শোধিত হও। যেরূপ দূর হইতে সামধ্বনি শুনা যায়, তদ্রূপ তথায় তোমার শব্দ শুনা যায়। তিন আধারে স্থাপিত মূর্ত্তিদ্বারা তুমি অন্ন দান কর এবং ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।

৩। অতি সুদৃশ্য স্বর্গীয় রথ কিরণমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া সতর্ক-ভাবে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইন্দ্র যাহাতে জয়ী হয়েন, সেই নিমিত্ত পুরুষবর্গের প্রশংসা বাক্য ইন্দ্রকে আহ্লাদিত করিয়া উচ্চারিত হইতে থাকে, হে সোম! যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তখন তুমি এবং বজ্র ইন্দ্রের নিকট একত্র হইয়া থাক।

১১২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। শিশু ঋষি।

১। হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগেরও কার্য্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষ (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে চাহে(১)। অতএব তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ ও শান দিবার নিমিত্ত উজ্জ্বল প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া সেই বাণ ক্রয় করিবার উপযুক্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে(২)। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী(৩)। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ

(১) ছুতার ও বৈদ্য ও স্তোতাদিগের উল্লেখ পাওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা হইয়াছিল। স্তোত্র পাঠকগণ লোভের উপায় বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং যজ্ঞকর্ত্তা ধরিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ এই ঋকে পাইলাম।

(২) প্রস্তরে শাণ দিয়া কাষ্ঠ হইতে কর্ম্মকারগণ বাণ প্রস্তুত করিত।

(৩) জাতি বিধি সৃষ্টি হইবার পর স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক হইতে পারিতেন না. ঋগ্বেদ রচনার সময় এত অস্বাস্থ্যকর বিধি ছিল না।

গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনাতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৪। সুন্দর বহন করিতে পারে এতাদৃশ ঘোটক সুগঠন রথে যোজিত হইতে ইচ্ছা করে, নর্ম্মসচিবেরা (মোসাহেব) হাস্য পরিহাস কামনা করে, পুরুষাঙ্গ রোম-বিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ প্রার্থনা করে। ভেক জলের কামনা করে। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (অর্থাৎ আমি তোমার ক্ষরিত হওয়া সেইরূপ প্রার্থনা করি)।

---

১১৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

১। শর্য্যনাবৎ নামক সরোবর মধ্যে যে সোম আছেন, তাঁহা বৃত্র-সংহারকারী ইন্দ্র পান করুন। তাহাতে তাঁহার বলাধান হইবে, তিনি অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিবেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও(১)।

২। হে রসসেচনকারী সোম! হে সকল দিকের অধীশ্বর! আর্জীক(২) নামক দেশ হইতে আসিয়া ক্ষরিত হও। পবিত্র ও সত্য বচনসহকারে এবং শ্রদ্ধা ও পুণ্যকর্ম্মের সহিত তোমাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। সোম পর্জ্জন্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সূর্য্যের দুহিতা(৩) সোমকে স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়াছে, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে রস আধান করিলেন। হে সোম! তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

---

(১) শর্য্যনাবৎ নামে সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে। সায়ণ।

(২) আর্জীকীয়া নদীর আধুনিক নাম বেয়া। তাহারই নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

(৩) সূর্য্যদুহিতা সম্বন্ধে ১।১১৬।১৭ ঋকের টীকা দেখ। পর্জ্জন্য বৃষ্টিদেবতা সোমলতা বৃষ্টিদ্বারা বর্দ্ধিত। গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ যদি সূর্য্যরশ্মি হয়, তবে গন্ধর্ব্ব দ্বারা সোমলতার রস আধানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি।

৫। হে সোম! তোমার বলই যথার্থ, তুমিই মহৎ; তোমার ধারা-গুলি ক্ষরিতেছে। তুমি রসশালী; তোমার রসসমস্ত যাইতেছে। হে হরিতবর্ণধারী! মন্ত্রের দ্বারা পুত হইয়া ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৬। হে ক্ষরণশীল! যে স্থানে ব্রহ্মা নামক পুরোহিত ছন্দোময়বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তরের দ্বারা সোমকে প্রস্তুত করিয়া সেই সোমের দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করেন এবং সকলের নিকট পূজিত হয়েন। সেই স্থানে তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৭। যে ভুবনে(8) সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে; হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৮। যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৯। সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভো-মণ্ডলের ঊর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১০। যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

১১। যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

---

(8) এই স্থান হইতে পাঁচটী ঋকে স্বর্গধামের বিস্তীর্ণ বর্ণনা আছে, ইহার পূর্ব্বে স্থানে স্থানে স্বর্গের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, বর্ণনা কোথাও নাই। নবম মণ্ডলের শেষে প্রথম স্বর্গ বর্ণনা পাইলাম। দশম মণ্ডলে এই রূপ বর্ণনা আরও দেখিতে পাইব।

১১৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে ব্যক্তি ক্ষরণশীল সোমের তাবৎ আধারে তাঁহার পরিচর্য্য করে, যে তাঁহার মনের মত কার্য্য করে, তাহাকে সৌভাগ্যশালী কহে হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

২। হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্রের রচয়িতারা যে সকল স্তুতিবাক্য রচনা করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার নিজের বাক্য বৃদ্ধি কর এবং সোম রাজাকে নমস্কার কর। তিনি সকল উদ্ভিজ্জের শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৩। অনেক সূর্য্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে সাত দিক আছে এবং হোমকর্ত্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্য্যদেব আছেন, হে সোম! তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৪। হে সোমরাজ! তোমার জন্য যে হোমের দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যেন আমাদিগের কোন বস্তু অপহরণ না করে। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

দশম মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাণ্ড ও সুন্দর মূর্ত্তিধারী অগ্নি অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আলোকযুক্ত হইলেন। তিনি দীপ্যমান শিখাসম্পন্ন হইয়া তাবৎ গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ করিলেন।

২। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোকের সুশ্রী সন্তানস্বরূপ, তাঁহাদিগের হইতেই তোমার উৎপত্তি, তুমি ওষধি অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যে সঞ্চিত থাক। তুমি আশ্চর্য্য বালক, তোমার শত্রুস্বরূপ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাক, ওষধী অর্থাৎ কাষ্ঠ তোমার মাতা, তুমি শব্দ করিতে করিতে তোমার সেই মাতৃবর্গের দিকে ধাবিত হও।

৩। অগ্নি বিষ্ণু, কেননা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপী, ইনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জানেন, ইনি প্রকাণ্ড হইয়া আমি যে ত্রিত, অমাকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন। ইহার জল মুখে করিয়া অর্থাৎ জল যাচ্ঞা করিতে করিতে যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিরা একমনে তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন।

৪। তোমার মাতাস্বরূপ ওষধীবর্গ (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জগণ), খাদ্যদ্রব্যের ধারণকর্ত্রী, তাঁহারা নানাবিধ অন্নসহকারে তোমার পূজা করেন, যে হেতু তুমি অন্নের বৃদ্ধি করিয়া দাও। তুমি আবার সেই ওষধিবর্গের প্রতি যাইয়া থাক, তাহাতে তাহারা অন্যরূপ অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, তুমি মনুষ্য জাতীয় প্রজাদিগের হোতাস্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান কর।

---

(১) ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সহিত যেরূপ সামবেদের বিশেষ সম্পর্ক, সেই রূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব্ববেদের বিশেষ সম্পর্ক। অথর্ব্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমশ নির্দ্দেশ করিব। প্রথম মণ্ডলের ন্যায় দশম মণ্ডল নানা বংশীয় ঋষিকর্ত্তৃক রচিত।

৫। অগ্নির রথ নানা বর্ণ, ইনি যজ্ঞের হোতা, ইনি যজ্ঞের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জানাইয়া দেন, ইনি সকল দেবতার অধিপতি ইন্দ্রের প্রতি যাইয়া থাকেন, ইনি লোকদিগের নিকট অতিথির ন্যায় পূজ্য; ইহাকে বিপুল সম্পত্তির জন্য স্তব করিতেছি।

৬। হে অগ্নি! তুমি সুবর্ণময় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পৃথিবীর নাভি, অর্থাৎ মধ্যস্থানস্বরূপ উত্তর বেদির উপর অধিষ্ঠান করিয়া এবং লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিয়া দীপ্তি পাইতে পাইতে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিতেছ।

৭। যে রূপ পুত্র জননীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ, হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার আলোকে পরিপূর্ণ কর। হে যুবা পুরুষ! তুমি ভক্তদিগের নিকট গমন কর। হে বলশালী! তুমি দেবতাদিগকে এই স্থানে লইয়া আইস।

---

২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে যুবা পুরুষ! যজ্ঞের অভিলাষী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট কর। হে ঋতুর অধিপতি! কোন্ সময় যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা তুমি জান, অতএব সময় বুঝিয়া যজ্ঞ কর। দেবলোকে যাঁহারা পুরোহিতের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া যজ্ঞ কর; কেননা তুমি হোমকর্ত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২। হে অগ্নি! তুমিই হোতা, তুমিই পোতা, আর তুমি মেধাবী, সত্যনিষ্ঠ এবং লোকদিগকে ধন দান করিয়া থাক। এস আমরা যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিই। পূজনীয় অগ্নিদেব দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করুন।

৩। যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ করুন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের কাল নিরূপণ করেন।

৪। হে দেবতাবর্গ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান; তোমাদের অবিদিত কিছুই নাই; যদি আমরা তোমাদিগের কোন কার্য্য নষ্ট করি, অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিন।

৫। মনুষ্যগণ দুর্ব্বল, ইহাদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁহার তুল্য যাজ্ঞিক কেহ নাই।

৬। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র পতাকা স্বরূপ; এতাদৃশ তোমাকে তোমার জন্মদাতা উৎপাদন করিয়াছেন। সেই তুমি এই স্থানে এস, এস্থানে যজ্ঞের অধ্যক্ষগণ আছেন। এস্থানে স্তুতি পাঠ হইতেছে। এই সমস্ত সর্ব্বজনহিতকর চমৎকার অন্ন দেবতাদিগের উদ্দেশে নিবেদন কর।

৭। দ্যাবাপৃথিবী হইতে তোমার জন্ম, জল হইতে তুমি জন্মিয়াছ, যিনি উত্তম নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সেই ত্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। পিতৃলোকে যাইবার কোন পথ, তাহা তুমি জান; অতএব তুমি এরূপ ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর, যাহাতে ঐ পথ আলোকময় হইয়া উঠে।

৩ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে রাজন্! সেই প্রভু অগ্নির স্বভাবই অগ্রসার হওয়া, যিনি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর, তিনি বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেন। তিনি সচেতন হইয়া বিপুল আলোকে শোভা পাইতেছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে দূর করিয়া শুক্লবর্ণ দীপ্তি ধারণ করিতেছেন।

২। এই অগ্নি পলায়নোদ্যত কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিকে পরাভব করিলেন; সেই বৃহৎ পিতা অর্থাৎ সূর্য্যের পত্নী উষাদেবীকে জন্ম দান করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধে আলোক বিস্তার করিয়া সূর্য্যের কিরণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক গগনবিসারী নিজ তেজের দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন।

৩। অগ্নি নিজে সুরূপ, সুরূপা দীপ্তির সহিত সমাগত হইয়া আসিতেছেন, তিনি উপপতির ন্যায় উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি আপনার শ্বেতবর্ণ কিরণসহকারে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে পরাভব করিতেছেন।

৪। এই প্রকাণ্ড অগ্নির প্রদীপ্ত কিরণসমূহ স্তবকর্ত্তাদিগকে ক্লেশ দেয় না; অগ্নি হিতৈষী বন্ধুর ন্যায়; তিনি পূজ্য এবং অভিলষিত ফলদাতা; তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর; তাঁহার দীপ্তি অন্ধকার নষ্ট করতঃ অগ্রসর হইতেছে, সকলে তাহা জানিতে পারিতেছে।

৫। এই প্রকাণ্ড দীপ্তিশালী অগ্নির শিখা সমস্ত বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি অতি চমৎকার ক্রীড়াশীল, অতি তেজস্বী ও অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নিজ কিরণের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছেন।

৬। এই অগ্নির শিখা দৃষ্ট হইতেছে, ইনি চলিয়াছেন; ইঁহার উত্তাপযুক্ত কিরণসমূহ বায়ুর ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল, ইঁহার স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্ব্বদিকে বিস্তারিত হওয়া; ইঁহার চিরপরিচিত শুভ্রবর্ণ শব্দায়মান শিখাসমূহ শোভা পাইতেছে।

৭। হে অগ্নি! সেই তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় দেবতাদিগকে লইয়া আইস, দ্যুলোক ও ভূলোক দুই যুবতীর ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে তুমি অগ্রসর হইয়া উপবেশন কর। তুমি নিজে সৌম্য ও বেগবান্, তোমার অশ্বগণও সৌম্য ও বেগবান্, সেই ঘোটকদিগকে লইয়া তুমি এস্থানে আগমন কর।

---

৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। আমাদিগের যজ্ঞে তুমি পূজনীয় হইয়া উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি, তোমাকে স্তব করি, হে অগ্নি! হে প্রাচীন রাজা! মরুভূমির মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ের ন্যায় তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক।

২। হে যুবাপুরুষ ! যেমন গাভীগণ উষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে শীত হইতে রক্ষা পায়, তদ্রূপ লোকে তোমার শরণাগত হয়। মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করে। তুমি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে দ্যুলোক, ও ভূলোক মধ্যে দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া বিচরণ কর।

৩। পৃথিবী যেন তোমার মাতা, তুমি যেন তাঁহার বিজয়ী পুত্র। সেই মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর করেন। হে উজ্জ্বল! যে রূপ পশুকে ছাড়িয়া দিলে সে গোষ্ঠের দিকে যায়, তদ্রূপ তুমি আকাশের দিকে অভিমুখ হইয়া গমন কর।

৪। হে অগ্নি ! তোমার মোহ নাই, আমরাই মূর্খ। তোমার মহত্ত্ব অমরা অবগত নহি, তুমিই তাহা জান। সেই অগ্নি কাষ্ঠসমূহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক শয়ন করিতেছেন, জিহ্বাদ্বারা ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি প্রজাবর্গের অধিপতি হইয়া আহুতি আস্বাদন করিতেছেন।

৫। যজ্ঞকর্ত্তারা একমন হইয়া যে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন, সেই অগ্নি কোথাও পুরাতন কাষ্ঠের উপর নূতন হইতেছেন, তিনি ধূমস্বরূপ পতাকা তুলিয়া কাষ্ঠের উপর শুভ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। তিনি স্নান করেন না, বৃষের ন্যায় জলের দিকে যাইতেছেন।

৬। যেরূপ অসংসাহসিক দুই দস্যু বন মধ্যে পথিককে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করে(১), তদ্রূপ আমার দুই হস্ত দশ অঙ্গুলি প্রয়োগ-পূর্ব্বক যজ্ঞ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি মন্থন করিতেছে। হে অগ্নি! তোমার নিমিত্ত এই নূতন স্তব রচনা করিলাম। তোমার শুভ্রালোকবিসারী অবয়ব লইয়া তুমি যেন রথ যোজনাপূর্ব্বক এস্থানে আগমন কর।

৭। হে জ্ঞানবান্ অগ্নি! এই যজ্ঞীয় দ্রব্য তোমাকে দিলাম, এই নমস্কার করিলাম, এই স্তব যেন সর্ব্বদাই তোমার সম্ভাষণের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি। হে অগ্নি! আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে রক্ষা কর; অনন্য-মনা হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর।

---

(১) বন মধ্যে দস্যুর উল্লেখ।

৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। এক যে অগ্নি, ইনি সমুদ্রের ন্যায় ধনের আধারস্বরূপ, ইনি নানারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি আমাদিগের মনের অভিলাষ সকল অবগত আছেন। ইনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের নিকটবর্ত্তী রাত্রিকালে দেখা দেন। হে অগ্নি! মেঘের মধ্যে তোমার যে বিদ্যুৎস্বরূপ স্থান আছে, তথায় গমন কর।

২। যজ্ঞকর্ত্তারা আহুতি সেচন করিতে করিতে সকলে এক প্রকার নীলবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ঘোটকী লাভ করিলেন। অগ্নি যজ্ঞের স্থানস্বরূপ, পণ্ডিতেরা সেই অগ্নি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া থাকেন। অগ্নির ভিন্ন নিগূঢ় নামসমূহ তাঁহারা ভিন্ন হৃদয়ে ধারণ করেন।

৩। দুই অরণি যজ্ঞের অবলম্বনস্বরূপ, তাহাদিগের কার্য্য অতি আশ্চর্য্য, তাহারা একত্র হইল এবং যথা সময়ে অগ্নিরূপী বালককে জন্ম দান করিয়া লালন পালন করিল। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ সেই অগ্নির যে সন্তান, আমরা যেন তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করি।

৪। যে সকল প্রাচীন পুরোহিত ও যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা যজ্ঞের কার্য্যের প্রবর্ত্তকস্বরূপ, অগ্নি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহার অন্ন কামনাতে অগ্নির সেবা আরম্ভ করিলেন। যে দ্যুলোক ও ভূলোক তাবৎ বস্তুর আস্বাদনকারী, অগ্নি তাহারই মধ্যে বাস করেন, সেই অগ্নিকে যজ্ঞকর্ত্তারা ঘৃত ও মধুপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য অর্পণপূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিতেছেন।

৫। অগ্নি মধু জানেন, তিনি মধুর অভিলাষী হইয়া তাঁহার স্বকীয় সপ্তসংখ্যক লোহিতবর্ণ শিখা আবির্ভূত করিলেন, অভিপ্রায় যে সকলে অনায়াসে আলোকসহকারে চতুর্দ্দিক দেখিতে পায়। তিনি প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়া আকাশে সেই সমস্ত শিখা প্রেরণ করিলেন, তিনি যেন সূর্য্যের আলোক আবরণ করিতে পারে, এরূপ ঔজ্জ্বল্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ধারণ করিলেন।

৬। পণ্ডিতেরা সাত মর্য্যাদা, অর্থাৎ সীমা, অর্থাৎ অকর্ত্তব্যকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন; যে কেহ তাহার একটীও করে সেই পাপী(১)। অগ্নি মনুষ্যকে পাপ হইতে রুদ্ধ রাখেন, তিনি নিকটবর্ত্তী মনুষ্যের ভবনে থাকেন, সূর্য্যকিরণের বিচরণ মার্গে এবং জলের মধ্যেও থাকেন।

৭। অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন(২)। তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্য্যরূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমা-দিগের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয়রূপী।

(১) সাত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম যথা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন, পুনঃপুনঃ পাপাচরণ, পাপ করিয়া প্রকাশ না করা। সায়ণ। কিন্তু সায়ণের এই ব্যাখ্যা পৌরাণিক মত সঙ্গত, বৈদিক নহে।

(২) এস্থলে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের যে অপরিণত অবস্থা ছিল, তাহাকে অসৎ বলা হইয়াছে। আর সৃষ্টির পরবর্ত্তী অবস্থা সৎ। সায়ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি।

১। এই সেই অগ্নি, যজ্ঞের সময় যাঁহাকে স্তব করিয়া তাঁহার আশ্রয় পাওয়া যায় এবং নিজ গৃহে অশেষ প্রকার শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট এবং সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর আলোকে পরিচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

২। যিনি দুর্দ্ধর্ষ এবং যজ্ঞের অধিপতি এবং দীপ্তিশীল, তিনি উজ্জ্বল-কিরণমণ্ডলের দ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন। যিনি নিজ মিত্রস্বরূপ যজমান-দিগের প্রতি বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিবার জন্য উত্তম ঘোটকের ন্যায় অক্লিষ্ট ভাবে আসিতেছেন।

৩। তিনি সর্ব্বপ্রকার দেবারাধনার প্রভু, তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার প্রভুত্ব আরম্ভ হয়, যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি সেই অগ্নিতে মনোমত হোমের দ্রব্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রথ বিপক্ষ-দিগের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হয়।

৪। সেই অগ্নি নিজ বলে বলী হইয়া এবং স্তবসমূহ গ্রহণ করিতে করিতে দ্রুত গমনে দেবতাদিগের উদ্দেশে যাইতেছেন। তিনি স্তব করেন, হোম করেন, দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তিনিই প্রধান যজ্ঞকর্ত্তা; তিনি দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতেছেন।

৫। সেই যে অগ্নি, যিনি ভোগ্যবস্তু দান করেন, ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পান, তোমরা তাঁহাকে নমস্কার ও স্তবের দ্বারা সংবর্দ্ধনা কর। তিনি ধনের কর্ত্তা, তিনি বিপক্ষপরাভবকারী দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, তাঁহাকে মেধাবী ব্যক্তিগণ স্তুতি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত করেন।

৬। দ্রুতগামী ঘোটকেরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ অশেষ ধন সেই অগ্নির সহিত যাইয়া মিলিত হয়। হে অগ্নি! তুমি ইন্দ্রের সহিত একত্র হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তোমার আশ্রয় প্রদান কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্র মহত্ব লাভ করিলে এবং স্থান গ্রহণ করিয়াই আহুতিযোগ্য হইলে। অতএব তোমাকে দেখিয়াই দেবতারা তোমার নিকটে আসিলেন; তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন।

---

৭ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে অগ্নি! আকাশ ও পৃথিবী হইতে কল্যাণ আহরণপূর্ব্বক আমাদিগকে দাও। হে দেব! আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সর্ব্বপ্রকার অন্ন আহরণ কর। হে সৌম্যমূর্ত্তি! আমরা যেন তোমার জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হই; হে দেব! তোমাকে যে এত বৃহৎ বৃহৎ স্তব অর্পণ করিতেছি, সেই কারণে আমাদিগকে রক্ষা কর।

২। হে অগ্নি! তোমার জন্য এই সমস্ত স্তব প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি যে সকল গাভী ও ঘোটক ও ধন দিয়াছ, তাহারই জন্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করা হইতেছে। হে সৌম্যমূর্ত্তি! হে ধনস্বরূপ! যখন মনুষ্য তোমার নিকট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার অনেক প্রকার স্তব আসিয়া উপস্থিত হয়।

৩। অগ্নিকে আমি পিতা ও আত্মীয় জ্ঞান করি; অগ্নিই ভ্রাতা; অগ্নিই চিরকালের বন্ধু, যেমন আকাশস্থ শুভ্রবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলকে লোকে আরাধনা করে, তদ্রূপ আমি প্রকাণ্ড অগ্নির মূর্ত্তিকেই সেবা করিয়া থাকি।

৪। হে অগ্নি! এই সকল স্তব সম্পন্ন হইয়াছে, এই স্তব হইতেই আমরা সকল বস্তু পাইয়া থাকি। আমি সেই ব্যক্তি, যাহার ভবনে তুমি নিত্য নিত্য দেবতাদিগকে আহ্বান কর এবং রক্ষা কর। সেই আমি যেন যজ্ঞবান্ হই, যেন লোহিতবর্ণ ঘোটক ও প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই, যেন উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন দিনে তোমার উপর হোমের দ্রব্য অর্পণ করি।

৫। উজ্জ্বলমূর্ত্তিধারী পুরুষেরা অগ্নিকে আধান করিলেন, প্রাচীন বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা উচিত; তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের সমাপনকর্ত্তা। মনুষ্যবর্গ বাহুসঞ্চালনপূর্ব্বক সেই অগ্নিকে জন্ম দান করিলেন। তিনি রূপধারী দেবতাদিগকে আহ্বান করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সংস্থাপন করা হইল।

৬। হে দেব! দিব্যলোকবাসী দেবতাদিগকে তুমিই নিজেই অর্চ্চনা কর। অপরিণতমতি নির্ব্বোধ মনুষ্য তোমার কি সাহায্য করিবে। যেরূপ তুমি সময়ে সময়ে দেবতাদিগকে অর্চ্চনা কর, তদ্রূপ হে সৌম্যমূর্ত্তি! তোমার, আপনার উদ্দেশেও তুমি যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

৭। হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হও, আমাদিগের গাভীগণের রক্ষাকর্ত্তা হও, আমাদিগের অন্নের উৎপাদনকর্ত্তা এবং অন্নের সঞ্চয়কর্ত্তা হও। হে পূজনীয়! হোম করিবার সামগ্রী সমস্ত আমাদিগকে দান কর, সাবধান হইয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা কর।

---

৮ সূক্ত।

প্রথমে অগ্নি, পরে ইন্দ্র দেবতা। ত্রিশিরা ঋষি।

১। প্রকাণ্ড পতাকা লইয়া অগ্নি যাইতেছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন, শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থান ব্যাপিয়া ফেলিলেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে (অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

২। অগ্নি অল্পবয়স্ক বৃষের ন্যায় আমোদ করিলেন, দেখ তাঁহার শিখাই তাহার ককুদ। বৎসটী দেখিতে সুশ্রী, কত খেলা খেলিতেছে, শব্দ করিতেছে। দেবারাধনার কালে কত উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে এবং সর্ব্বাগ্রে আপনা হইতেই আপন স্থানে যাইতেছে।

৩। দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নির পিতা মাতার তুল্য, তাহাদিগের মস্তকে ইনি আরোহণ অর্থাৎ শিখা বিস্তার করেন। এই বীরের অস্থির-মূর্ত্তিকে যজ্ঞে আধান করা হইল। ইনি যখন চলিলেন, তখন যজ্ঞ স্থানের

লোকেরা চতুর্দ্দিগব্যাপী ইহার দীপ্তিবিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের নিকটবর্ত্তী হইল।

৪। হে ধন স্বরূপ! প্রতি দিন প্রভাতে তুমি অগ্রে আসিয়া থাক। রাত্রি ও দিনের সন্ধিসময়ে তুমি দীপ্তিশালী হও। তুমি নিজ দেহ হইতে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ উৎপাদনপূর্ব্বক যজ্ঞের জন্য সপ্তস্থানে উপবেশন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি মহত্ত্বযুক্ত যজ্ঞের চক্ষুস্বরূপ। যখন তুমি যজ্ঞের জন্য গমন কর, তৎকালে তুমি আবরণকারী রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাক। হে বুদ্ধিমান্! তুমি জলের পৌত্র(১)। যাহার আহুতি গ্রহণ কর, তুমি তাহার দূত হইয়া থাক।

৬। হে অগ্নি! তুমি যে আকাশে বিযুৎ নামক ঘোটকের সহিত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হও, তথায় তুমি যজ্ঞের নির্ব্বাহকর্ত্তা এবং জলের প্রেরণকর্ত্তা হইয়া থাক। তুমি আকাশের দিকে তোমার মস্তক উত্তোলন কর। হে অগ্নি! সর্ব্ববস্তু প্রদানকারিণী শিখাস্বরূপ তোমার জিহ্বার উপর তুমি হোমের দ্রব্য বহন কর।

৭। ত্রিত যজ্ঞ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা যে, যজ্ঞের মধ্যে পিতার ধ্যান করিয়া নানা বিপদে রক্ষা পান। তিনি প্রার্থনার অনু-রোধে পিতামাতার নিকটে উপযুক্ত বাক্য বলিতে বলিতে যুদ্ধের অস্ত্র লইতে গেলেন।

৮। আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে(২) বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন।

---

(১) জলের পুত্র মেঘ, মেঘের পুত্র বিদ্যুৎ, অর্থাৎ অগ্নি। সায়ণ।

(২) "The three-headed seven-rayed (monster)."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 230.

৯। শিষ্টপালনকর্ত্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্ব্বব্যাপি তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন(৩)।

---

৯ সূক্ত।

জল দেবতা। সিন্দুদ্বীপ ঋষি অথবা ত্রিশিরা ঋষি।

১। হে জল! তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করিয়া দাও। তুমি অতি চমৎকার বৃষ্টি দান কর।

২। হে জলগণ! তোমরা স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তোমাদিগের যে রস অতি সুখকর, আমাদিগকে তাহার ভাগী কর।

৩। হে জলগণ! যে পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপক্ষয় কামনায় আমরা তোমাদিগকে মস্তকে নিক্ষেপ করি। তোমরা আমাদিগের বংশ বৃদ্ধি কর।

৪। জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞের জন্য সুখ বিধান করুন, পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন।

৫। অভিলষিত বস্তুর অধীশ্বর জলেরাই আছেন, মনুষ্যদিগকে তাঁহারাই বাস করাইয়া থাকেন; সেই জলদিগকে আমি ঔষধের জন্য প্রার্থনা করি।

৬। সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের সুখকর অগ্নিও আছেন।

৭। হে জলগণ! আমার দেহরক্ষাকারী ঔষধ পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

---

(৩) ইন্দ্রের ও ত্রিতের ত্বষ্টার সহিত বৈরভাব ছিল এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন, এরূপ একটী বৈদিক আখ্যান আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার প্রাকৃতিক অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

৮। হে জলগন! যাহা কিছু দুষ্কৃত আমার আছে, অথবা যে কোন হিংসার কার্য্য করিয়াছি, কিংবা অভিসম্পাত করিয়াছি, অথবা মিথ্যা কথা কহিয়াছি, সে সমস্ত অপসারিত কর।

৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রস পাইয়াছি। হে অগ্নি! জলবিশিষ্ট হইয়া তুমি এস। আমাকে তেজোযুক্ত কর(১)।

---

১০ সূক্ত।

যম ও যমী দেবতা। এবং তাঁহারাই ঋষি।

১। [যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃভগিনী, তন্মধ্যে যমী যমকে কহিতেছেন(১)]—বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।

২। (যমের উত্তর)—তোমার গর্ভসহচর তোমার সহিত এপ্রকার সম্পর্ক কামনা করেন না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগিনী অগম্যা। আর এস্থান নির্জ্জন নহে, যেহেতু সেই মহান্ অসুরের স্বর্গ ধারণকারী বীরপুত্রগণ পৃথিবীর সর্ব্বভাগ দেখিতেছেন(২)।

---

(১) ৬—৯ এই কয়েক ঋচ্ প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্তের ২০ হইতে ২৩ ঋকের সহিত এক।

---

(১) এই সূক্তটী অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে ভগ্নী যমী ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছেন। এই সূক্তের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য পাঠক ১। ৩৫। ৬ ঋকের যম ও যমী-সম্বন্ধে টীকাটী পাঠ করিবেন। যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি; দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি।

(২) অসুরের বীর পুত্রগণ বোধ হয় দেবগণ বা দেবগণের চর, ৮ ঋক দেখ।

৩। (যমীর উক্তি)—যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এপ্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা এরূপ সংসর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর। তুমি পুত্র জন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর।

৪। (যমের উত্তর)—একার্য্য পূর্ব্বে কখন আমরা করি নাই। আমরা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কহি নাই। গন্ধর্ব্ব আমাদিগের পিতা, আর আপ্যা যোষা আমাদিগের উভয়ের মাতা(৩); সুতরাং আমাদিগের উভয়ের অতি নিকট সম্পর্ক।

৫। (যমীর উক্তি)—নির্ম্মাণকর্ত্তা ও প্রসবিতা ও বিশ্বরূপ দেব-ত্বষ্টা(৪), আমাদিগকে গর্ভাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রীপুরুষবৎ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় অন্যথা করিতে কাহারো সাধ্য নাই। আমাদিগের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন।

৬। এই প্রথম দিন কে জানে? কে বা দেখিয়াছে? কেই বা প্রকাশ করিয়াছে? মিত্র ও বরুণের আবাসভূত এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড। অতএব হে আহন(৫)! তুমি নরদিগকে ইহার কি বল!।

---

(৩) সায়ণ গন্ধর্ব্ব অর্থে বিবস্বান্ বা সূর্য্য এবং আপ্যা যোষা অর্থে সরণ্যু বা সূর্য্যপত্নী ঊষা করিয়াছেন। "In X. 10. 4. I take Gandharva for Vivasvat, Apya Yoshá for Saranyu in accordance with Sayana, though differing from Professor Kuhn."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 529, note.

(৪) মূলে "জনিতা ** দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ" আছে। সায়ণ "সবিতা" শব্দ বিশেষ্য করিয়া জনিতা ও ত্বষ্টা ও বিশ্বরূপ শব্দকে তাহার বিশেষণ শব্দ করিয়াছেন। কিন্তু ত্বষ্টাই বোধ হয় বিশেষ্য, সবিতা প্রভৃতি শব্দগুলি বোধ হয় বিশেষণ। "The divine Twashtri, the creator, the vivifier, the shaper of all forms."—*Muir.* "Janita is not father, but creator, and belongs to Tvashta Savita Visvarupah, the father of Saranyu, or the creator in general in his solar character of Savitar."—*Max Muller.*

(৫) এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সায়ণ এই ৬ ঋক্‌টী যমীর উক্তি করিয়াছেন। সুতরাং, "আহনঃ" যমের বিশেষণঃ করিয়াছেন। Muir এই ঋক্ যমীর উক্তি করিয়া "আহনঃ" অর্থে "O! Wanton woman!" করিয়াছেন।

৭। তুমি যম, আমি যমী, তুমি আমার প্রতি অভিলাষযুক্ত হও, এস এক স্থানে উভয়ে শয়ন করি। পত্নী যেমন পতির নিকট, তদ্রূপী আমি তোমার নিকট নিজ দেহ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিই। রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় এস, আমরা এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

৮। (যমের উত্তর)—এই যে সকল দেবতাদিগের গুপ্তচর, ইহাদের সর্ব্বত্র গতিবিধি, ইহারা চক্ষুঃ নিমীলন করে না। হে ব্যথাদায়িনী(৬) যাও, শীঘ্র অন্যের নিকট গমন কর; রথ ধারণকারী চক্রদ্বয়ের ন্যায় তাহার সহিত এক কার্য্য কর।

৯। কি দিবসে, কি রাত্রিতে, যজ্ঞের ভাগ যেন যমকে দান করা হয়, সূর্য্যের তেজঃ যেন পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়। দ্যুলোক ও ভূলোক স্ত্রীপুরুষবৎ যমের আত্মীয়। যমী যাইয়া যমের ভ্রাতা ভিন্ন অন্য পুরুষের আশ্রয় করুক(৭)।

১০। ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে, যখন ভ্রাতা ভগ্নীতে সহবাস করিবে। হে সুন্দরি! আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। তিনি যখন রেতঃ সেক করিবেন, তখন তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন কর।

১১। (যমীর উক্তি)—সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে সত্ত্বেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্চ্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি; তোমার শরীরে আমার শরীরে মিলাইয়া দাও।

১২। (যমের উত্তর)—তোমার শরীরের সহিত আমার শরীর মিলাইতে ইচ্ছা নাই। ভগিনীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, তাহাকে পাপী কহে। আমি ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত আমোদ আহ্লাদের চেষ্টা দেখ। হে সুন্দরি! তোমার ভ্রাতার তাদৃশ অভিলাষ নাই।

১৩। (যমির উক্তি)—হায়! যম! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পুরুষ দেখিতেছি! এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে

(৬) এখানেও "অহনঃ" শব্দ আছে।
(৭) Muir এই ঋক্ যমীর উক্তি করিয়াছেন।

পারিতেছি না, যেরূপ রজ্জু ঘোটককে বেষ্টন করে, কিম্বা যেরূপ লতা বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ আমাকে তুমি বিমুখ!

১৪। (যমের উত্তর)—হে যমি! তুমিও অন্য পুরুষকেই উত্তমরূপে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তাহারি তুমি মন হরণ কর, সেও তোমার মনোহরণ করুক। তাহারই তুমি সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। হবির্দ্ধান ঋষি।

১। সেই মহত্ত্বযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি বৃষ্টিবর্ষণের মূলীভূত, তিনি উজ্জ্বল আকাশ হইতে আশ্চর্য্য দোহন প্রক্রিয়াদ্বারা জল দোহন করিলেন। যেরূপ বরুণ, তদ্রূপ তিনিও নিজ জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আছেন। তিনি যজ্ঞের মূল, প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞের উপযুক্ত সর্ব্বসময়েই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

২। গন্ধর্ব্বী ও অপ্যা যোষণা(১) স্তব করিতেছেন। নদ যে স্তব করিতেছে, তাহাতে আমার মনঃ সংযোগ হউক। অদিতিদেবী আমাদিগকে তাবৎ অভিলষিত ফলের মধ্যে লইয়া চলুন। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বাগ্রে স্তব করিতেছেন(২)।

৩। যেই মাত্র গগনবিহারিণী, শব্দায়মানা, কল্যাণমূর্ত্তি চিরপরিচিতা ঊষাদেবী মনুষ্যকে দেখা দিলেন, তখনই যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করা হইল; যাহারা যজ্ঞের অভিলাষী, এই অগ্নি তাহাদিগের প্রতিই প্রীতিযুক্ত; ইনি দেবতাদিগকে আহ্বান করেন।

৪। শ্যেনপক্ষী অগ্নিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞে সেই দ্রবমূর্ত্তি সর্ব্ব-ব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সোমকে আনিয়া দেন। যখন আর্য্য মনুষ্যগণ সৌম্যমূর্ত্তি ও

---

(১) অপ্যা যোষণা অর্থে ঊষা। পূর্ব্বের সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ। গন্ধর্ব্ব অর্থে যদি সূর্য্য হয়, তবে গন্ধর্ব্বী অর্থেও সূর্য্যপত্নী ঊষা।

(২) সায়ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন.

৬। এক্ষণে অমৃতের আহুতি দুঃসাধ্য, কারণ একবংশীয়া ও ভিন্ন রূপধারিণী দেবতা রহিয়াছেন। হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি যমের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সাবধানতাসহকারে তাহাকে রক্ষা কর(১)।

৭। সেই অগ্নি উপস্থিত থাকিলেই যজ্ঞে দেবতাদিগের আমোদ হয়, এই নিমিত্ত অগ্নিকে যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির গৃহে স্থাপনা করা হয়। দেবতারা সূর্য্যের আলোক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন এবং চন্দ্রেতে রাত্রি সমস্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা নিরন্তর দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৮। যে নিগূঢ় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি উপস্থিত থাকিলে দেবতারা নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার বিষয় আমরা অবগত নহি। এই যজ্ঞে মিত্র ও অদিতি ও সবিতাদেব যেন আমাদিগকে বরুণদেবের নিকট নিরপরাধী বলিয়া জানাইয়া দেন।

৯। আমাদিগের গৃহে সর্ব্বদেবতার উদ্দেশে এই যে যজ্ঞ হইতেছে, ইহাতে হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের কথা শ্রবণ কর। অমৃত ক্ষরণ করে, এতাদৃশ রথ যোজনা কর। দেবতাদিগের জনকজননী দ্যাবাপৃথিবীকে আমাদিগের নিকট লইয়া আইস। তুমি এই স্থানেই থাক, দেবতাদিগের নিকট হইতে অপসৃত হইও না(২)।

---

১৩ সূক্ত।

হবির্দ্ধান নামক শকটদ্বয় ইহার দেবতা, অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়। বিবস্বত ঋষি।

১। হে শকটদ্বয়! আমি প্রাচীনমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য আরোপণ করিয়া তোমাদিগকে যোজনা করিতেছি। আমার স্তুতিবাক্য পণ্ডিত ব্যক্তির আহুতির ন্যায় দেবতাদিগের নিকট গমন করুক। যেন যে সকল অমৃতের পুত্র অর্থাৎ দেবগণ দিব্যধামে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহারা সকলে শ্রবণ করুন।

---

(১) সায়ণ এই ঋক্ ব্যাখ্যা করেন নাই, ইহার অর্থ অপরিষ্কার।

(২) পূর্ব্বের সূক্তের শেষ ঋকের সহিত এই ঋক্ একই।

২। যৎকালে তোমারা যমক সন্তানের ন্যায় গমন কর, তখন দেবপূজা-কারী মনুষ্যগণ তোমাদিগের উপর হোমের দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া আরোপণ করে। তোমরা নিজ স্থানে যাইয়া অবস্থিতি কর। আমাদিগের সোমের জন্য উত্তম স্থান গ্রহণ কর।

৩। যজ্ঞের যে পঞ্চ উপকরণ আছে, (অর্থাৎ ধানা ও সোম ও পশু ও পুরোডাশ ও ঘৃত), তাহা আমি যথাযোগ্যরূপে বিনিয়োগ করিতেছি। যথা নিয়মে চারি প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিতেছি। ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক উপস্থিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। যজ্ঞের নাভি স্বরূপ যে বেদী, তথায় আমি শোধন কার্য্য সমাধা করিতেছি।

৪। দেবদিগের মধ্যে কাহাকে মৃত্যু সদনে পাঠান যায়? প্রজা-দিগের মধ্যে কাহাকে অমৃতের ন্যায় করা যায়? যজ্ঞকর্ত্তারা মন্ত্রপূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে যম আমাদিগের প্রিয় এই শরীর পরিহার করেন, অর্থাৎ ধ্বংস করেন না।

৫। স্তোতৃবর্গ পরিবেষ্টিত সোমদেবের উদ্দেশে সপ্তছন্দ উচ্চা-রিত হইতেছে। সোম পিতাস্বরূপ, তাঁহার পুত্রস্বরূপ পুরোহিতগণও স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। দুই খানি শকট দেবতা ও মনুষ্যদিগের জন্য দীপ্তি পাইতেছে, দুই খানি শকটই কার্য্য করিতেছে এবং দেবতা ও মনুষ্য-দিগের পুষ্টি সাধন করিতেছে।

---

১৪ সূক্ত।

পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা। যম ঋষি।

১। হে অন্তঃকরণ! তুমি বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর। তিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, তিনি অনেকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার নিকটই সকল লোকে গমন করে(১)।

---

(১) সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে বোধ হয় এই সূক্ত অপেক্ষা জ্ঞাতব্য সূক্ত আর একটী নাই। পর কালের সুখ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা স্থানে স্থানে উল্লেখ

২। আমরা কোন্ পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন। সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজনিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।

৩। মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যম অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে (এবং বৃহস্পতি ঋক্ব নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে)। যাহারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা করে এবং যাহা-দিগকে দেবতারা সংবর্দ্ধনা করেন, সকলেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ স্বাহা-দ্বারা আনন্দিত হয়েন, কেহবা স্বধাদ্বারা।

৪। হে যম! এই আরব্ধ যজ্ঞে আসিয়া উপবেশন কর, তুমি এই যজ্ঞ জান, তোমার সঙ্গে অঙ্গিরানামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আইস। তোমার উদ্দেশে কবিদিগের মুখোচ্চারিত মন্ত্র সকল চলিতে থাকুক। হে রাজা! এই হোমের দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আমোদ কর।

৫। হে যম! নানা মূর্ত্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃ-লোকদিগের সহিত এস, এই স্থানে আমোদ কর। তোমার যে পিতা বিব-স্বৎ, তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। এই যজ্ঞে কুশের উপর আসিয়া উপ-বেশন কর।

৬। অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বন্ নামক এবং ভৃগু নামক, আমাদিগের পিতৃলোকগণ এই মাত্র আসিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী,

---

পাইয়াছি, নবম মণ্ডলের সর্ব্বশেষ সূক্তের পূর্ব্বের সূক্তে একটী বর্ণনাও পাইয়াছি, এই সূক্তে সেই পরকালিক সুখের বর্ণনা আছে, সেই সুখবিধানকর্ত্তা যমের কথা আছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উচ্চার্য্য মন্ত্র গুলিও আছে।

যমের কথা পূর্ব্বমণ্ডলসমূহে আমরা কদাচ পাইয়াছি। এই দশম মণ্ডলে তাঁহার কথা এবং পরকালের কথা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। বোধ হয় ঋগ্বেদের রচনা কালের প্রথম অংশে পরকাল বিশ্বাস তত দৃঢ়ীভূত হয় নাই, ক্রমে যেরূপ, সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল, সেইরূপ উপাসনায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নহে, ঋগ্বেদের যম পুণ্য-কর্ম্মের পুরস্কারবিধাতা। তবে তাঁহার দুইটী হিংসক কুক্কুরের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা আরও বলিয়াছি, যে যমের আদি অর্থ সূর্য্য, বা দিবস। সূর্য্যরূপ যম কিরূপে স্বর্গসুখবিধাতা যম হইলেন, তাহা পাঠক ১।৩৫।৬ ঋকের টীকায় দেখিবেন।

সেই যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকগণ যেন আমাদিগের শুভানুধ্যান করেন; যেন আমরা তাঁহাদিগের প্রসন্নতা লাভ করিয়া কল্যাণভাগী হই(২)।

৭। (যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি)—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথ দিয়া, যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।

৮। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অস্ত (নামক গৃহে) প্রবেশ কর(৩) এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।

৯। (শ্মশানে দাহ কালে উক্তি)—(হে ভূত প্রেতগণ)! দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবাদ্বারা, জলদ্বারা ও আলোকদ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃতব্যক্তিকে দিয়া থাকেন।

১০। (যমদ্বারবর্ত্তী দুই কুক্কুরের বিষয়ে উক্তি)—হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর(৪)।

১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ, যাহারা পথ রক্ষা করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে

---

(২) ৩ হইতে ৬ ঋকে প্রকাশ হইতেছে, যে পুন্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ দেবদিগের সহিত স্বর্গবাস করেন এবং দেবদিগের সহিত যজ্ঞের ভাগী, এরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদ রচনাকালে প্রচলিত ছিল।

(৩) "Leave evil there, then return home, and take a form."—*Max Muller.*

"Enter thy home, laying down again all imperfection."—*Roth.* (Translated by Muir.)

"Throwing off all imperfection again go to thy home."—*Muir.*

(৪) ৭ হইতে ১০ ঋকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে ঋগ্বেদের যম পরকালের সুখের বিধাতা। তথাপি যমের কুক্কুর মনুষ্যের ভয়ের পদার্থ তাহা ১০ হইতে ১২ ঋকে প্রকাশ।

সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত-ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।

১২। সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয়না(৫) এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্য্যের দর্শন পাই।

১৩। যমের জন্য সোম প্রস্তুত কর, যমের জন্য হোমের দ্রব্য হোম কর। এই যে যজ্ঞ, অগ্নি যাহার দূত হইতেছেন এবং যাহাকে নানা সজ্জায় সুশোভিত করা হইয়াছে, এই যজ্ঞ যমের দিকেই যাইয়া থাকে।

১৪। যমের সেবা কর, ঘৃতযুক্ত হোমের দ্রব্য তাঁহার জন্য হোম কর। দেবতাদিগের মধ্যে যম যেন বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদিগকে দীর্ঘপরমায়ু প্রদান করেন।

১৫। যমরাজার উদ্দেশে অতি মিষ্ট হোমের দ্রব্য হোম কর। যে সকল পূর্ব্বকালের ঋষি আমাদিগের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে নমস্কার করি।

১৬। যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন, তিনি ছয় স্থানে(৬) এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন। ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী প্রভৃতি সকল ছন্দই যমের প্রতি প্রয়োগ করা হয়।

---

(৫) "মূলে অসুতৃপৌ" আছে। "Insatiable."—*Muir.* কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যাহারা প্রাণ (অসু) ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হয়।"

(৬) সায়ণ কহেন ছয় স্থানে যথা, দ্যুলোক, ভূলোক, জল, উদ্ভিজ্জ, ঊর্ক ও সূনৃতা।

১৫ সূক্ত।

পিতৃলোক দেবতা(১)। শঙ্খ ঋষি।

১। অধম, উত্তম ও মধ্যম তিন শ্রেণীর পিতৃলোকগণ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যাঁহারা হিংসাধর্ম্মবিহীন হইয়া আমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যজ্ঞের সময় আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। যে সকল পিতৃলোক অগ্রে কিংবা পশ্চাৎগত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবীলোকে আছেন, অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান্ লোকদিগের(২) মধ্যে আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে অদ্য এই নমস্কার করিলাম।

৩। পিতৃলোকগণ বিলক্ষণ পরিচিত, আমি তাঁহাদিগকে পাইয়াছি, এই যজ্ঞের সুসম্পাদনের উপায়ও আমি পাইয়াছি। যে সকল পিতৃলোক কুশে উপবেশন করিয়া হব্যের সহিত সোমরস গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন।

৪। হে কুশে উপবেশনকারী পিতৃলোকগণ! এক্ষণে আমাদিগকে আশ্রয় দাও। তোমাদের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি, ভোগ কর। এক্ষণে এস, আমাদিগকে রক্ষা কর ও আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান কর। আমাদিগকে কল্যাণভাগী, অকল্যাণ বর্জ্জিত ও পাপরহিত কর।

৫। কুশের উপর এই সমস্ত মনোহর দ্রব্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, পিতৃলোকগণ সোমরস গ্রহণের জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। তাঁহারা আগমন করুন, আমাদিগের মন্ত্রপাঠ শ্রবণ করুন, আহ্লাদ প্রকাশ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে পিতৃগণ! তোমরা দক্ষিণ দিকে ভূমিনিহিতজানু হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক এই যজ্ঞকে প্রশংসা কর। আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন

(১) এই পিতৃলোক সম্বন্ধে সূক্তটীও বিশেষ জ্ঞাতব্য। পুণ্যাত্মা পিতৃলোক দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, দেবদিগের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন, মনুষ্যের হিত সাধন করেন, ইত্যাদি বিশ্বাস এই সূক্তে লক্ষিত হয়।

(২) "Who are now among the powerful races (the gods)."—*Muir.*

কিছু অপরাধ করা আমাদিগের সম্ভব; কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমাদিগকে হিংসা করিও না।

৭। এই সকল লোহিতবর্ণ (অগ্নিশিখার নিকটে) বসিয়া দাতা-লোককে ধন দান কর। হে পিতৃগণ! তাহার পুত্রদিগকে ধন দান কর, তাহাদিগকে এই যজ্ঞে উৎসাহযুক্ত কর।

৮। সোমপানকারী যে সকল পূর্ব্বতন পিতৃলোকগণ উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া(৩) সোমপান ব্যাপার যথা নিয়মে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারাও হোমের দ্রব্য কামনা করেন, যমও কামনা করেন, যম তাঁহাদিগের সহিত একত্রে সুখী হইয়া যথা ইচ্ছা এই সকল হোমের দ্রব্য ভোজন করুন।

৯। হে অগ্নি! যে সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনাপূর্ব্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্ম-প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদিগের নিকট এস, তাঁহারা বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা যজ্ঞে উপবেশন করেন, তাঁহারাই পিতৃলোক, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে।

১০। যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহন করেন, হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী, যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস(৪)।

১১। হে অগ্নিস্বত্ব! পিতৃগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই স্থানে আগমন কর এক এক আসনে প্রত্যেকে উপবেশন কর। এস্থানে কুশের উপর

(৩) মূলে "বসিষ্ঠাঃ" আছে। "The eager Vasishthas."—*Muir.*

(৪) পূর্ব্বপুরুষগণ পুণ্যবলে স্বর্গধামে যাইয়া দেবগণের সহিত একরথে আরোহণ করেন, অর্থাৎ দেবদিগের তুল্য পদ লাভ করেন। দশম মণ্ডলে এ বিশ্বাস আমরা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই, পূর্ব্বের মণ্ডলে সে রূপ দেখা যায় না, বোধ হয় স্বর্গের বিশ্বাস এবং পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কার বিধাতা যমের প্রতি বিশ্বাস এবং পিতৃ-লোকদিগের পূর্ণ দেবত্ব লাভ বিশ্বাসে ঋগ্বেদ রচনাকালের —ভাগেই বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।

হোমের দ্রব্য সমস্ত প্রসারিত আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন দাও এবং পুত্রপৌত্রাদি দাও।

১২। হে অগ্নি! তুমি জাতবেদা। তোমাকে স্তব করা হইয়াছে, তুমি হোমের দ্রব্য সমস্ত সুগন্ধযুক্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়াছ। তুমি পিতৃলোকদিগকে তাহা দিয়াছ। তাঁহারা 'স্বধা' 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করুন। হে দেব! এই সমস্ত প্রসারিত হোমের দ্রব্য তুমি ভোজন কর।

১৩। এই স্থানে যে সকল পিতৃলোক আসিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা আসেন নাই, যাঁহাদিগকে আমরা জানি, কিংবা যাঁহাদিগকে আমরা না জানি, হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি জান, তাঁহারা কে কে। হে পিতৃলোকগণ! 'স্বধা' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক এই সুসম্পন্ন যজ্ঞ ভোগ কর।

১৪। হে স্বপ্রকাশ অগ্নি(৫)! যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিংবা যাঁহারা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ(৬) হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

---

(৫) মূলে "স্বরাট্," শব্দ আছে। অর্থ "স্বপ্রকাশ অগ্নি।" কিন্তু শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু. যজু. ১৯। ৬০) ইহার অর্থ যম করিয়াছেন এবং পণ্ডিতবর Roth ও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) মূলে "যে অগ্নি দগ্ধাঃ যে অনগ্নি দগ্ধা" আছে। অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ১১ ঋকে যে "অগ্নি সত্ত শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থও অগ্নি দগ্ধ করিয়াছেন।

১৬ সূক্ত(১)।

অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না(২), ইহাকে ক্লেশ দিও না; ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তম রূপে পক্ক হয়, তখনই ইঁহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেও।

২। হে অগ্নি! যখন ইহার শরীর উত্তম রূপে পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।

৩। হে মৃত! তোমার চক্ষুঃ সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়ব-গুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

৪। এই মৃতব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তী আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত-ব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও(৩)।

৫। হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর।

---

(১) এ সূক্তটীও অতিশয় জ্ঞাতব্য। মৃত্যুর পর পরলোকে গমনের কথা ইহাতে আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এই সূক্তেরও কয়েকটি ঋক্ উচ্চার্য্য।

(২) অগ্নিদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) ৩ ও ৪ ঋক, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। মৃত্যুর পর চক্ষু, নিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি সূর্য্য, বা বায়ু, বা মৃত্তিকা, বা জল, বা উদ্ভিজ্জে যায়, কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে, এইরূপ বিশ্বাস প্রতীয়মান হইতেছে।

ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবনপ্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক; হে জাতবেদা! সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক।

৬। হে মৃত! কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী অর্থাৎ কাক, তোমার শরীরের যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, কিংবা পিপীলিকা, বা সর্প, বা হিংস্র জন্তু যে অংশে ব্যথা দিয়াছে, এই সর্ব্বভক্ষণকারী অগ্নি তাহা নীরোগ করুন, আর সোম, যিনি স্তোতাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিও তাহা নীরোগ করুন।

৭। হে মৃত! তুমি গোচর্ম্মের সহিত অগ্নি শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর, তোমার প্রচুর মেদের দ্বারা তুমি আচ্ছাদিত হও, তাহা হইলে এই যে দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি, যিনি বলপূর্ব্বক ও অহঙ্কারের সহিত তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি একেবারে তোমার সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইতে পারিবেন না।

৮। হে অগ্নি! এই চমসকে বিচলিত করিও না, ইহা সোমপানকারী দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করে। এই যে দেবতাদিগের পান করিবার জন্য চমস রহিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া মৃত্যুরহিত দেবতাগণ আহ্লাদিত হয়েন।

৯। মাংস ভোজনকারী এই অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি। ইহা অশুদ্ধবস্তু বহন করিতেছে, যম যাহাদিগের রাজা, এই অগ্নি তাহাদিগের নিকট গমন করুক। আর এই স্থানেই আর এক অগ্নি রহিয়াছেন, ইনিই বিবেচনাপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন করুন।

১০। এই যে মাংস ভোজনকারী অগ্নি, অর্থাৎ চিতার অগ্নি, তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমি অপসারিত করি। আর এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে আমি পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ দিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ইনিই পরমধামে যজ্ঞ লইয়া গমন করুন।

১১। যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন এবং যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন, তিনি দেবতাদিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন, তিনি দেবতাদিগের ও পিতৃলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়া দেন।

১২। হে অগ্নি! যত্নপূর্ব্বক তোমাকে সংস্থাপন করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। যজ্ঞকামনাকারী দেবতাবর্গ ও

পিতৃলোকদিগের নিকট তুমি যত্নপূর্ব্বক হোমের দ্রব্য তাঁহারা ভোজন করিবেন বলিয়া বহন কর।

১৩। হে অগ্নি! তুমি যাহাকে দাহ করিলে, পুনর্ব্বার তাহাকে নির্ব্বাপিত কর। কিঞ্চিৎ জল এই স্থানে উপস্থিত হউক এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত পরিণত দূর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক।

১৪। হে পৃথিবী! তুমি শীতল, তোমাতে অনেক শীতল উদ্ভিজ্জ আছে। তুমি আহ্লাদকারিণী, তোমাতে অনেক আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ আছে। ভেকী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই বৃষ্টি আনয়ন কর, আর এই অগ্নিকে সন্তুষ্ট কর।

১৭ সূক্ত।

সরণ্যু, পূষা, সরস্বতী, জল, সোম দেবতা। দেবশ্রবা ঋষি।

১। ত্বষ্টানামক দেব আপন কন্যার (সরণ্যুর) বিবাহ দিতেছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন, তখন মহান্ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন।

২। সেই মৃত্যুরহিত (সরণ্যুকে) মনুষ্যদিগের নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন তুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণ্যু যমজ দুইটী সন্তানকে ত্যাগ করিলেন(১)।

৩। পূষাদেব, যিনি জ্ঞানী, যাহার পশু নষ্ট হয় না, যিনি ভুবনে রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তোমাকে এই স্থান হইতে উত্তম স্থানে লইয়া যাউন। সেই যে অগ্নি, তিনি তোমাকে ধনদানকারী দেবতাবর্গ ও পিতৃলোকদিগের নিকট লইয়া সমর্পণ করুন!

(১) এই দুইটী প্রসিদ্ধ ঋকে অশ্বিদ্বয় ও যম ও যমীর জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আমি ১।৩।১ ঋকের টীকায় দিয়াছি, পাঠক সেই টীকা দেখিবেন। মক্ষমূলরের মতে বিবস্বান অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে ঊষা, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা, যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি।

৪। বিশ্বসংসারের যিনি জীবনস্বরূপ, সেই পূষাদেব তোমার জীবন রক্ষা করুন। তিনি তোমার যাইবার পথের অগ্রভাগে আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। যে স্থানে পুণ্যবানেরা আছেন, যে স্থানে তাঁহারা গিয়াছেন, সেই দেব সবিতা তোমাকে সেই স্থানে রাখিয়া দিন।

৫। পূষাদেব এই সমস্ত দিকই জানেন, তিনি যেন আমাদিগকে সেই পথ দিয়া লইয়া যান, যে পথে কিছু ভয় নাই। তিনি কল্যাণ দান করেন, তাঁহার মূর্ত্তি আলোক বেষ্টিত, তাঁহার সঙ্গে সকল বীরপুরুষ উপস্থিত আছে। তিনি আমাদিগকে জানেন, তিনি সাবধান হইয়া আমাদিগের সম্মুখে আগমন করুন।

৬। সেই পূষা সকল পথের শ্রেষ্ঠপথে দর্শন দিলেন, তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দর্শন দিলেন। তাঁহার যে দুই প্রেয়সী (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী) আছে, যাহারা একসঙ্গে থাকে, তিনি বিশেষ বুঝিয়া তাহাদিগের উভয়েরই মনোরঞ্জন করেন।

৭। যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্য আহ্বান করিতেছে, দেবতার যখন যজ্ঞ বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন সুকৃতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতাব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।

৮। হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত একরথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের দ্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস, এই যজ্ঞে আহ্লাদ কর; আমাদিগকে আরোগ্য ও অন্ন দান কর।

৯। হে স্বরসতি! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও।

১০। জলগণ আমাদিগের জননীস্বরূপ, আমাদিগকে শোধন করুন, ইঁহারা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবহমান হইতেছন, সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদিগের মলাপনয়ন করুন। এই দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বহিয়া লইয়া যান। ইঁহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইয়া আসিতেছি।

১১। দ্রবাত্মক সোমরস অতি সুন্দর দীপ্তিশীল অংশু (আঁস) হইতে ক্ষরিত হইলেন, এই স্থানে, আর ইহার পূর্ব্বতম স্থানে, অর্থাৎ আধারে তিনি ক্ষরিত হইলেন। আমরা সাতজন হোমকর্ত্তা তুল্যরূপে আধার মধ্যে বিহার-কারী সেই দ্রবাত্মক সোমকে হোম করিতেছি।

১২। হে সোম! তোমার যে দ্রবাত্মক রস ক্ষরিত হইতেছে, অথবা তোমার যে অংশু (আঁস) পুরোহিতের হস্ত হইতে প্রস্তরফলকের নিকট পতিত হইয়াছে, কিম্বা যাহা পবিত্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে আমি মনে মনে নমস্কারপূর্ব্বক হোম করিতেছি।

১৩। তোমার যে রস বাহির হইয়াছে আর তোমার যে অংশু স্রুক-নামক পাত্রের নিম্নে পতিত হইয়াছে, এই দেব বৃহস্পতি তাহা সেচন করুন, তাহাতে আমাদিগের ধন লাভ হইবেক।

১৪। উদ্ভিজ্জবর্গ দুগ্ধতুল্য রসে পরিপূর্ণ, আমার স্তুতিবাক্য রসময় দুগ্ধের সাররসপূর্ণ, এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমাকে শোধন কর।

---

১৮ সূক্ত।

মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা, অগ্নিসংস্কার ইহারা দেবতা। সংকুসুক ঋষি।

১। হে মৃত্যু! তুমি আর এক পথে ফিরিয়া যাও, দেবলোকে যাইবার যে পথ, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাও। তোমার চক্ষুঃ আছে, তুমি শুনিতে পাও, সেই নিমিত্ত তোমাকে কহিতেছি। আমাদিগের সন্তানসন্ততি, বা লোকজনকে হিংসা করিও না।

২। তোমরা মৃত্যুর পথ ছাড়িয়া যাও, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইবে; তোমাদিগের গৃহ, সন্তানসন্ততি ও ধনে পরি-পূর্ণ হইবে; তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হও।

৩। এই সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, ইহারা মৃতদিগের নিকট প্রত্যা-গমন করিয়াছে, আমাদিগের যজ্ঞ অদ্য কল্যাণকর হইয়াছে। আমরা প্রকৃষ্ট-রূপে নৃত্য ও হাস্য করিতে থাকি, আমরা উৎকৃষ্ট ও অতিদীর্ঘআয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি, ইহাতে মৃত্যুকে রোধ করা হইবে। ইহাদিগের মধ্যে আর কেহ যেন এই অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। ইহারা শত বৎসর জীবিত থাকুক। মৃত্যু যেন এই পর্ব্বতের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিকটে না আসিতে পারে।

৫। যেরূপ পরে পরে দিন সকল যায়, যেরূপ ঋতুর পর ঋতু অবাধে চলিয়া যায়, যেমন যে শেষে আসিয়াছে, সে অগ্রে মরে না, হে বিধাতঃ! ইহাদিগের আয়ুর ব্যবস্থা এই রূপ কর(১)।

৬। তোমরা জরাদ্বারা আচ্ছন্ন হও, দীর্ঘপরমায়ুর উপর আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিয়মে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া তোমরা কর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন কর। এই স্থানে সুজন্মা ত্বষ্টাদেব তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমাদিগের দীর্ঘআয়ুঃ করিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই তোমরা জীবিত থাকিবে।

৭। এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধু অশ্রু পাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন(২)।

---

(১) অর্থাৎ অকালমৃত্যু যেন না হয়। এই ঋকে "ধাতা" অর্থে বোধ হয় পরের ঋকের উল্লিখিত ত্বষ্টা।

(২) মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।" শেষ শব্দটীর একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদসম্মত এইটী প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত এই "অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নেঃ" করিয়া এই ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ প্রাচীনশাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।

"This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands and thousands of lives been sacrificed, and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled, mistranslated, and misapplied."—Max Muller's *Selected Essays* (1881), vol. I, p. 335.

৮। হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে(৩)।

৯। মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের তেজঃ ও বল লাভ হইবে। হে মৃত! তুমি এই স্থানেই অর্থাৎ শ্মশানে থাক, আমরা অনেক বীরপুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবতীয় আস্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন জয় করিতে পারি।

১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি সর্ব্বব্যাপিনী, ইঁহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন।

১১। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইঁহাকে পীড়া দিও না। ইঁহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যে রূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক, প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থানস্বরূপ হউক(৪)।

---

(৩) ইহা মৃতব্যক্তির বিধবার প্রতি শ্মশানে প্রবোধবাক্য, সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহা এই ঋকে প্রমাণ হইতেছে।

(৪) সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন মৃতব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা হয়, তখন ঐ ঋক কয়েকটী পাঠ করা হয়, কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নাই। ঋকগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হইত।

১৩। তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূনা অর্থাৎ খুটীকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।

১৪। যেমন বাণের উপর পর্ণ (অর্থাৎ পালক) বক্রভাবে সংস্থাপন করে, তদ্রূপ আমি এই বক্র অর্থাৎ ক্লেশকর দিবসে অর্পিত হইলাম। যেরূপ ঘোটককে রশ্মিদ্বারা রুদ্ধ করে, তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

১৯ সূক্ত।

গাভী দেবতা। মথিত ঋষি(১)।

১। হে গাভীগণ! তোমরা ফিরিয়া যাও, আমাদিগের পশ্চাৎ আসিও না। হে বহুমূল্য গাভীগণ! আমাদিগকে দুগ্ধ দান করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ ধন দানকর্ত্তা অগ্নি ও সোম আমাদিগকে যেন ধন দান করেন।

২। আবার এই গাভীদিগকে ফিরাইয়া দাও, আবার এই গাভীদিগকে লইয়া এস। ইন্দ্র যেন ইহাদিগকে রুদ্ধ করেন, অগ্নি যেন তাড়াইয়া লইয়া আসেন।

৩। আবার ইহারা ফিরিয়া আসুক ও এই গাভীগণের প্রভুর নিকটে যাইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হউক। হে অগ্নি! এই গাভীদিগকে এই স্থানেই রক্ষা কর, ইহারা ধনস্বরূপ, এই স্থানেই ইহারা থাকুক।

৪। যিনি গোপা অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনিয়া চিনিয়া লউন, বাটীতে ফিরাইয়া আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাইয়া দিন।

৫। যে রাখাল চতুর্দ্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ফিরিয়া এস, গাভীগণকে ফিরাইয়া আনিয়া দাও। আমরা যেন জীবন্ত গাভীদিগের দুগ্ধাদি ভোগ করিতে পাই।

৭। হে দেবতাবর্গ! প্রচুর অন্ন ও ঘৃত ও দুগ্ধ তোমাদিগকে সর্ব্বদা নিবেদন করিয়া দিয়া থাকি। অতএব যে কেহ যজ্ঞভাগগ্রহণকারী দেবতা থাকুন, তাঁহারা আমাদিগকে ধন দান করুন।

(১) এই সূক্তে গাভীচারণের কথা আছে।

৮। হে নিবর্ত্তন! অর্থাৎ হে গোচারণকারী পুরুষ! গাভীগণকে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া এস।

---

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিমদ অথবা বসুকৃৎ ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদিগের মন যাহাতে উত্তমরূপে স্তব করিতে উন্মুখ হয়, তাহা কর।

২। অগ্নিকে স্তব করি, তিনি আহুতি ভোজনকারী দেবতাদিগের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, তাঁহার যৌবনের অন্ত নাই; তিনি দুর্দ্ধর্ষ; তিনি সৎকর্ম্ম উপদেশ দিবার বন্ধু। যেমন গাবৎসেরা গাভীর দুগ্ধস্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে। স্বর্গবাসী এই সমস্ত দেবতা তাঁহার ক্রিয়াকলাপকে তেমনি আশ্রয় করিয়া আছেন।

৩। তিনি পুণ্যকর্ম্মসমূহের আধারস্বরূপ; তাঁহার দীপ্তিই তাঁহার ধ্বজা; স্তবকর্ত্তারা তাহাকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে। ইনি পুঞ্জ পুঞ্জ অভি-লষিত ফল দিতে দিতে দীপ্তি পাইতেছেন।

৪। তিনি লোকদিগের আশ্রয়স্থান; তিনিই পথস্বরূপ; তিনি প্রজ্বলিত হইয়া আকাশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ও মেঘ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইলেন; তাঁহার কার্য্য কি অদ্ভুত!

৫। তিনি মনুষ্যের নিকট হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। তিনি যজ্ঞে প্রকাণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ-বিস্তারিত হইয়া উঠিলেন। তিনি গৃহ মাপিতে মাপিতে (অর্থাৎ ব্যাপন করিতে করিতে) সম্মুখে আসিতে-ছেন।

৬। সেই অগ্নিই মঙ্গলময়, তিনিই হোমের দ্রব্য, তিনিই যজ্ঞ, তাঁহার পথ শীঘ্রই অগ্রসর হয়। সেই শব্দায়মান অগ্নির প্রতি দেবতারা আসিতেছেন।

৭। তিনি যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ; পরম সুখ লাভের জন্য তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে কহে, তিনি প্রস্তরের পুত্র এবং জীবনের আধার।

৮। আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে যে সকল ব্যক্তি এরূপ আছেন, যাঁহারা আহুতিদ্বারা অগ্নির সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়েন।

৯। এই অগ্নির গমনের জন্য যে বৃহৎ রথ আছে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সরলভাবে গমন করে, তাহা রক্তবর্ণও বটে, তাহা বহুমূল্য। বিধাতা তাহা সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি বলের পৌত্র; তুমি অক্ষয়ধনে পরিবেষ্টিত, বিমদ নামে ঋষি নিজ বুদ্ধি প্রয়োগপূর্ব্বক তোমার এই স্তুতিবাক্য সকল বলিলেন। তুমি এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তব প্রাপ্ত হইয়া ধন ও বল ও উত্তম বাসস্থান ও তাবৎ বস্তু বিতরণ কর।

---

২১ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের অহ্বানকর্ত্তা; স্বরচিত এই সমস্ত স্তবের দ্বারা তোমাকে সম্বোধন করিতেছি। যজ্ঞের কুশবিস্তার করা হইয়াছে। তোমার যে শির, অর্থাৎ শয়নশীল, অর্থাৎ মৃত্তিকাস্পর্শকারী পবিত্রতাজনক শিখা আছে, তাহা তুমি বিমদের প্রতি প্রেরণ কর।

২। হে অগ্নি! যাহারা তোমাকে সুশোভিত করে, তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু হয় এবং বিস্তর ঘোটক প্রাপ্ত হয়। এই সরলগামী রসসেককারী আহুতি তোমাতে যাইতেছে। তুমি বিমদ, অর্থাৎ আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ।

৩। যজ্ঞকর্ত্তারা আহুতিপূর্ণ পাত্র লইয়া, যেন তোমাকে আর্দ্র করিয়া দিবেন, এইরূপে তোমার নিকটে উপবেশন করিয়াছেন। তুমি কথন কৃষ্ণ, কথন শুভ্র, নানা শোভা ধারণ করিতেছ। আমি বিমদ, আমার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছ।

৪। হে বলশালী হে অমর! যে প্রকার ধন তোমার ইচ্ছা হয়, সেই সমস্ত বিবিধ প্রকার ধন আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞের সময় অন্নদান করিব। আমি বিমদ, আমার নিমিত্ত বৃদ্ধি পাইতেছ।

৫। অথর্ব্বা নামক ঋষি অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এই অগ্নি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞকার্য্য জানেন। ইনি যজ্ঞকর্ত্তার দূতস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগকে সংবাদ দেন। ইনি যমের প্রিয়পাত্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

৬। যজ্ঞের সময় হোমকার্য্য আরম্ভ হইলে, তোমার আরাধনা করা হয়। তুমি দাতাব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ধন বিতরণ কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

৭। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে যজ্ঞের সময় পুরোহিত করিয়া স্থাপন করে, কারণ তুমি পুরোহিতের ন্যায় সুশ্রী, তোমার অবয়ব যেন ঘৃতাক্তের ন্যায় চিক্কণ, তুমি শিখাদ্বারা সকলই জানিতে পার, তোমার মূর্ত্তি শুভ্র। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ।

৮। হে অগ্নি! তুমি শ্বেতবর্ণ শিখাসহকারে প্রকাণ্ডমূর্ত্তি ধারণ কর। তুমি বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাক, তুমি ভগিনীর গর্ব্ভে রেতঃ সেক কর। আমি বিমদ, আমার জন্য কমনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছ। [সায়ণ কহেন উদ্ভিজ্জগণ অগ্নির ভগিনী; অগ্নি হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে উদ্ভিজ্জদিগের বীজ রোহণ।]

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। আজি ইন্দ্র কোথায় আছেন, শুনা গেল? আজি তিনি কোন্ ব্যক্তির নিকট বন্ধুর ন্যায় হইয়াছেন, শুনা গেল? তিনি কি ঋষিদিগের ভবনে, অথবা কোন নিভৃতস্থানে স্তবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছেন?।

২। ইন্দ্র অদ্য এই স্থানে আসিতেছেন, শুনা যাইতেছে। সেই বজ্রধারী স্তবযোগ্য ইন্দ্রকে আমি স্তব করিতেছি। তিনি ভক্তদিগের বন্ধুর ন্যায় অসাধারণ অর্থাৎ প্রচুর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।

৩। সেই ইন্দ্র অতুল বলের অধিকারী ; তাঁহার তুলনা নাই ; তিনি প্রচুর ধন দিয়া থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করেন।

৪। হে বজ্রধারী দেব! বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী দুই অশ্ব রথে যোজনা করিয়া উজ্জ্বলপথে সেই দুই ঘোটককে প্রেরণ করিতে থাক, যুদ্ধের পথ তুমিই সৃষ্টি কর, অর্থাৎ দেখাইয়া দাও। তখন তোমাকে স্তব করা হয়।

৫। সেই দুই অশ্বের চালনা করিতে পটু, এমন কোন দেবতা, বা মনুষ্য নাই। তুমি নিজেই সেই দুই বায়ুতুল্য বেগশালী ঘোটককে চালাইয়া দিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া থাক।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা তোমাদিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হইতে মনুষ্যের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবার সময় পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করিয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের নিজের কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, কেবল আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আসিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি, যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ভক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করি এবং এতাদৃশ বল প্রার্থনা করি, যাহাদ্বারা অমানুষ অর্থাৎ রাক্ষস প্রভৃতিকে নিধন করিতে পারি।

৮। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানেনা, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাস-জাতিকে হিংসা কর(১)।

৯। হে শূর ইন্দ্র! তুমি শূরদিগের সঙ্গে আমাদিগেকে রক্ষা কর। তোমার নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমরা যেন বিপক্ষ সংহার করি, যেরূপ সেবকেরা প্রভুকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তোমার প্রদত্ত প্রচুর বস্তুদ্বারা আমরা যেন বেষ্টিত হই।

(১) অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের স্পষ্ট উল্লেখ। তাহাদিগকে "অকর্ম্মা অমন্তঃ অন্য ব্রতঃ অমানুষঃ" বলা হইয়াছে।

১০। হে বজ্রধারী! যখন কবিগণ বুদ্ধিবলে নক্ষত্রলোকবাসী দেবতা-দিগের উদ্দেশে স্তব রচনা করেন, তখন তুমি বৃত্রকে বধ করিবার জন্য তরবারিদ্বারা যুদ্ধ করিতে, সেই সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলে।

১১। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! দান করাই তোমার কর্ম্ম। যুদ্ধস্থলে অতিশীঘ্র শীঘ্রই তুমি তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন কর। তুমি সহগামী লোকদিগের সঙ্গে শুষ্ণের সকল বংশ ধ্বংস করিয়াছ।

১২। হে শূর ইন্দ্র! আমাদিগের এই সমস্ত মহতী বাসনা যেন বৃথা না হয়। হে বজ্রধারী! অমাদিগের পক্ষে সেই সকল বাসনা যেন ফলবতী হইয়া সুখকারী হয়।

১৩। তোমারঅনুগ্রহ যেন আমাদিগের পক্ষে সফল হয়, যেন আমা-দিগের হিংসা না হয়, যেরূপ গাভীর দুগ্ধাদি লোকে ভোগ করে, তদ্রূপ আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের ফল ভোগ করি।

১৪। দেবতাদিগের ক্রিয়াদ্বারা এই পৃথিবী হস্ত পদ বিহীন হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া তুমি শুষ্ণ নামক অসুরকে হিংসা করিয়াছ।

১৫। হে শূর ইন্দ্র! সোমরস পান কর, পান কর। তুমি ধনবান্, তুমি ধনস্বরূপ, তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না। যজ্ঞকর্ত্তা স্তবকর্ত্তা ব্যক্তি-দিগকে রক্ষা কর। আমাদিগকে প্রচুর ধনে ধনী কর।

২৩। সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে ইন্দ্র বিবিধকর্ম্মপটু হরিতবর্ণ ঘোটকদিগকে রথে যোজনা করেন, যাঁহার দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে, তাঁহাকে পূজা করি। তিনি আপনার শ্মশ্রু কম্পমান করিয়া(১) বিস্তর সেনা ও অন্ন লইয়া বিপক্ষ সংহার করিতে ঊর্দ্ধে গেলেন।

---

(১) শ্মশ্রু ধারণ করা বোধ হয় সে কালে রীতি ছিল।

২। এই ইন্দ্রের হরিতবর্ণ যে দুই ঘোটক বন মধ্যে উত্তম ঘাস খাইয়াছে, ইনি তাহাদিগকে লইয়া বিস্তর ধনে ধনবান্ হইয়া বৃত্রকে নষ্ট করিলেন। ইনি প্রকাণ্ডমূর্ত্তি, বলবান্ ও দীপ্তিশীল। ইনি ধনের অধিপতি। আমি দাস অর্থাৎ দস্যুজাতির নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিতেছি।

৩। যখন ইন্দ্র স্মুবর্ণময় বজ্র ধারণ করেন, তখন তিনি সেই রথে বিদ্বান্ লোকদিগের সঙ্গে আরোহণ করেন, যে রথ হরিতবর্ণ দুই ঘোটক বহন করে। ইনি চিরবিখ্যাত ধনবান্, ইনি সর্ব্বজন বিদিত অন্নরাশির অধিপতি।

৪। যেরূপ বৃষ্টি পশুযূথকে আর্দ্র করে, তদ্রূপ ইন্দ্র হরিতবর্ণ সোম-রসের দ্বারা আপনার শ্মশ্রু আর্দ্র করিতেছেন। পরে তিনি সুশোভন যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন, তথায় যে মধুময় সোমরস প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা পান করিয়া আপনার শ্মশ্রুসমূহ সেইরূপে সঞ্চালন করিতেছেন, যেরূপে বায়ু বনকে আন্দোলন করে(২)।

৫। শত্রুরা নানা বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, ইন্দ্র আপনার বাক্যমাত্র-দ্বারা তাহাদিগকে নীরব করিয়া শত সহস্র বিপক্ষ সংহার করিলেন। পিতা যেরূপ অন্ন দিয়া পুত্রকে বলিষ্ঠ করেন, তদ্রূপ তিনি লোকদিগকে বলিষ্ঠ করেন। আমরা সেই ইন্দ্রের উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা কীর্ত্তন করি।

৬। হে ইন্দ্র! বিমদবংশীয়েরা তোমাকে বিশেষ বদান্য জানিয়া তোমার উদ্দেশে অতি চমৎকার ও অতি বিস্তারিত স্তব রচনা করিয়াছেন। এই রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন কি সামগ্রী তাহা আমরা জানি। যেরূপ গোপাল গাভীকে ভোজনের লোভ দেখাইয়া আপনার নিকটে আনয়ন করে, তদ্রূপ আমারও ইন্দ্রকে আনয়ন করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তোমাতে আর বিমদ ঋষিতে এই যে সমস্ত বন্ধুত্বের বন্ধন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা যেন শিথিল হইয়া না যায়। হে দেব! ভ্রাতা ও ভগনীতে যেমন মনের ঐক্য, তেমনি তোমার মনের ঐক্য আমরা জানি। আমাদিগের সঙ্গে তোমার কল্যানকর বন্ধুত্ব যেন সংঘটন হয়।

(২) এস্থকেও ইন্দ্রের শ্মশ্রুর উল্লেখ।

২৪ সূক্ত।

প্রথমে ইন্দ্র, পরে অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! প্রস্তরফলকে নিষ্পীড়িত হইয়া এই সুমধুর সোমরস তোমার নিমিত্ত রহিয়াছে। পান কর। হে প্রভূতধনশালী! আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক প্রচুর ধন অর্পণ কর। বিমদের উদ্দেশে তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ।

২। তোমাকে আমরা যজ্ঞীয় সামগ্রীদ্বারা, স্তবের দ্বারা এবং হোমের বস্তুদ্বারা আরাধনা করিতেছি। তুমি সকল কর্ম্মের প্রভু, সকল কর্ম্ম সফল করিয়া থাক। অতি উত্তম অভিলষিত বস্তু আমাদিগকে দেও। বিমদের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। তুমি বিবিধ অভিলষিত বস্তুর স্বামী; তুমি উপাসককে উপাসনা-কার্য্যে প্রেরণ কর। তুমি স্তবকর্ত্তাদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমাদিগকে শত্রুর হস্ত হইতে এবং পাপ হইতে রক্ষা কর।

৪। হে কর্ম্মিষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের কার্য্য অদ্ভুত। তোমরা নাসত্য। যখন বিমদ তোমাদিগকে স্তব করাতে তোমরা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিমন্থন করিয়া দিলে, তখন দুজনে একত্র হইয়াই একত্র অগ্নি-মন্থন করিয়া দিয়াছিলে, পৃথক্ পৃথক্ নহে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যখন দুই খানি অরণি অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ তোমাদিগের হস্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইল এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল, তখন তাবৎ দেবতা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতারা অশ্বিদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন পুনর্ব্বার ঐরূপ কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমার বহির্গমন যেন মধুময় অর্থাৎ প্রীতিকর হয়, আমার পুনরাগমন যেন তদ্রূপ মধুময় হয়, অর্থাৎ আমি যেন, যখন যে স্থানে যাই প্রীতিলাভ করি। হে দেবতাদ্বয়! তোমাদিগের দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদিগকে সকল বিষয়ে মধুপূর্ণ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর।

---

২৫ সূক্ত ।

সোমদেবতা । বিমদ ঋষি ।

১ । হে সোম ! আমাদিগের মনকে এই রূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রেরণ কর, যেমন যেন নিপুণ ও কর্ম্মিষ্ঠ হয় । যেমন গাভীগণ ঘাসের প্রতি রত হয়, তদ্রূপ অন্নের প্রতি স্তবকর্ত্তারা যেন রত হয় । বিমদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুমি বৃদ্ধি পাইতেছ(১) ।

২ । হে সোম ! পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমার চিত্ত হরণ করতঃ সকল স্থানে উপবেশন করিতেছেন । আর আমার মনে ধন লাভের জন্য নানা কামনা উদয় হইতেছে । বিমদের জন্য ইত্যাদি ।

৩ । হে সোম ! আমার এই পরিণত বুদ্ধির দ্বারা আমি তোমার তাবৎ কার্য্য পরিমাণ করিয়া দেখিতেছি । যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও । বিপক্ষ সংহার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর । বিমদের জন্য ইত্যাদি ।

৪ । হে সোম ! যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায় (২), তদ্রূপ আমাদিগের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে । আমাদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি এই যজ্ঞকে ধারণ অর্থাৎ সুসম্পাদন কর । যেরূপ বারিপানাভিলাষী ব্যক্তি ঘাটের নিকট পানপাত্র ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি ধারণ কর ।

৫ । বিবিধ ফল লাভের অভিলাষী হইয়া সেই সমস্ত ধীর ব্যক্তি অনেক প্রকার কার্য্য করিয়া তোমার পরিতোষ করিয়াছেন, কারণ তুমি মহান্, তুমি মেধাবী । অতএব তুমি গাভী ও অশ্বে সমাকীর্ণ গোষ্ঠ আমাদিগকে দান কর ।

---

(১) বিমদ ঋষির প্রণীত বিস্তর শ্লোকে "বি বঃ মদে বিবক্ষসে" এই রূপ এক একটী ধুর (ধুয়া) দৃষ্ট হয় । সায়ণ এই রূপ ধুব অংশের এক প্রকার যথা কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু বোধ হয় ইটী গানের ভনিতার মত (বঃ) এই শব্দের এস্থলে কোন অর্থ দেখা যায় না । কেবল নৃত্য ও গানের সময় যেরূপ দু একটা অতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর পাদ পূরণস্বরূপ প্রয়োগ হয়, ইহাও তদ্রূপ বোধ হয় ।

(২) পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এক্ষণে যেরূপ কূপই জল পাইবার এক মাত্র উপায়, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল ।

৬। হে সোম! আমাদিগের পশুদিগকে রক্ষা কর এবং নানা মূর্ত্তিতে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ বিশ্বভুবন রক্ষা কর। তুমি আমাদিগের প্রাণধারণের জন্য সমস্ত ভুবন অন্বেষণ করিয়া জীবনের উপায় আহরণ করিয়া দিয়া থাক। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৭। হে সোম! তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ হও। কারণ তুমি দুর্দ্ধর্ষ। হে রাজা! শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও। আমাদিগের নিন্দক যেন আমাদিগকে কিছুই না করিতে পারে। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৮। হে সোম! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর। তুমি আমাদিগের অন্ন আহরণ করিয়া দিবার জন্য সতর্ক থাক। তোমার মত আমাদিগকে ক্ষেত্র, অর্থাৎ ভূমি দান করিবার লোক কেহ নাই। আমাদিগের অনিষ্টকারী লোকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং পাপ হইতে ত্রাণ কর। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

৯। যখন ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমাদিগের সন্তানদিগকে সেই যুদ্ধে বলিদান দিতে হয়, যখন যুদ্ধকারী শত্রুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে থাকে, তখন, হে সোম! তুমি ইন্দ্রের সহায় হও, তাঁহার আপদ্ বিপদ্ রক্ষা কর, কারণ তোমার মত শত্রু সংহারকারী কেহ নাই। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

১০। এই সেই সোম স্ফীত হইতেছেন, ইনি ত্বরায় মত্ততা উৎপাদন করেন, ইন্দ্র ইহাঁকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন। ইনি মহাপণ্ডিত, কক্ষীবান্ ঋষির বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন। বিমদের জন্য ইত্যাদি।

১১। ইনি বুদ্ধিমান্ দাতাব্যক্তিকে গাভী ও অশ্ব আনিয়া দেন; ইনি সপ্ত পুরোহিতকে অভিলষিত বস্তু দিয়াছেন; ইনি অন্ধ ও পঙ্গুকে তাহাদিগের বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

---

২৬ সূক্ত।

পূষা দেবতা। বিমদ ঋষি।

১। উত্তম উত্তম স্তব প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই সকল স্তব পূষাদেবের প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছে। অতএব সেই মহীয়ান্, সর্ব্বদা রথ যোজনা-পূর্ব্বক আসিয়া দাতা দুই জনকে (অর্থাৎ যজমান ও তাঁহার বনিতাকে) রক্ষা করুন।

২। এই মেধাবী যজমানব্যক্তি, পূষাদেবের মণ্ডল মধ্যে যে প্রচুর জলের ভাণ্ডার আছে, তাহা যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবীতে আনয়ন করেন, সেই পূষাদেব যেন ইঁহার স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন(১)।

৩। সেই পূষাদেব সোমের তুল্য রসসেচনকারী; তিনি উত্তম স্তবের প্রতি কর্ণপাত করেন, সেই সুশ্রী পূষাদেব বারি সেক করেন, আমাদিগের গোষ্ঠ মধ্যে বারি সেচন করেন।

৪। হে পূষাদেব! আমরা তোমাকে মনে মনে ধ্যান করিতেছি, তুমি আমাদিগের স্তবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও, তোমার সেবার জন্য পুরোহিতগণ ব্যস্তসমস্ত হয়।

৫। সেই পূষাদেব যজ্ঞের অর্দ্ধাংশের ভাগী, তিনি রথে অশ্বযোজনা-পূর্ব্বক গমন করেন, তিনি মনুষ্যদিগের হিতকারী ঋষিবিশেষ; তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বন্ধুস্বরূপ, তাহার শত্রুদিগেকে দূর করিয়া দেন।

৬। গর্ভাধান গ্রহণ করিবার যোগ্য সুন্দরমূর্ত্তিধারিণী ছাগী এবং যে ছাগল, সে সকল পশুর প্রভু পূষাদেব। তিনিই মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন, তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন(২)।

৭। প্রভু পূষা অন্নের অধিপতি, প্রভু পূষা সকলের পুষ্টিকর। সেই সৌম্যমূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ পূষা ক্রীড়াস্থলে আপনার শ্মশ্রু সমস্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন।

---

(১) পূষা সূর্য্য একই, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, এই নিমিত্ত তাঁহার মণ্ডল মধ্যে জল-ভাণ্ডার।

(২) ছাগই পূষার বাহন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই স্থানে মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌত করণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮। হে পূষা! ছাগলেরা তোমার রথের ধুরা বহন করিতে লাগিল, তুমি বহুকাল পূর্ব্বে জন্মিয়াছ, কখন আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, সকল যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

৯। সেই মহীয়ান্ পূষাদেব নিজ বলের দ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা করুন। তিনি অন্নের বৃদ্ধি সম্পাদন করুন, তিনি আমাদিগের এই নিমন্ত্রণের প্রতি কর্ণপাত করুন।

---

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—হে স্তবকারী ভক্ত! আমার এইরূপ স্বভাব যে, সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী যজমানকে আমি অভিলষিত ফল দিয়া থাকি। আর যে হোমের দ্রব্য আমাকে না দেয়, সে সত্যকে নষ্ট করে। যে কেবল চতুর্দ্দিকে পাপ করিয়া বেড়ায়, তাহার আমি সর্ব্বনাশ করি।

২। ঋষি কহিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে এবং কেবল তাহাদিগের নিজের উদর পূরণ করিয়া স্ফীত হইয়া উঠে, আমি যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই, তখন, হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে(১) পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকি।

৩। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—এমন কাহাকেও আমি দেখি না, যে ব্যক্তি দেবশূন্য ও দৈবকর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়াছে এ কথা বলিতে পারে। যখন আমি যুদ্ধে যাইয়া তাহাদিগকে সংহার করি, তখন সকলে সেই সমস্ত বীরত্বের বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করে।

৪। যে সময়ে আমি সহসা অতর্কিতরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন যত ঋষিগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। প্রজার মঙ্গলের

---

(১) এখানে "বৃষভ" পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ও ৩ ঋকে দেবশূন্য শত্রুদিগের উল্লেখ আছে। তাহারা বোধ হয় অনার্য্যগণ।

জন্য আমি সর্ব্বত্র বিহারকারী শত্রুকে পরাভব করি, তাহার চরণ ধারণ করিয়া আমি তাহাকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করি।

৫। যুদ্ধে আমাকে নিবারণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই; আমি যদি ইচ্ছা করি, পর্ব্বতেরাও আমাকে রোধ করিতে পারে না। আমি যখন শব্দ করি, তখন যাহার কর্ণ নিতান্ত নিস্তেজ, সেও ভীত হয়, অর্থাৎ তাহার কর্ণকুহরে পর্য্যন্ত সেই শব্দ প্রবেশ করে। এমন কি কিরণমালী সূর্য্য পর্য্যন্ত দিন দিন কম্পিত হইতে থাকেন।

৬। আমি ইন্দ্র. আমাকে যাহারা মানে না, যাহারা দেবতাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে এরূপ সোমরস বলপূর্ব্বক পান করে, যাহারা বাহুচালনা করিতে করিতে হিংসা করিবার জন্য আসিতে থাকে, আমি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই। আমি মহীয়ান্, আমি সকলের বন্ধু, আমাকে যাহারা নিন্দা করে, আমার বজ্রের প্রহার তাহাদিগেরই প্রতি প্রেরিত হয়।

৭। (ঋষি বলিতেছেন)—হে ইন্দ্র! তুমি দর্শনও দিলে, বৃষ্টিও বর্ষণ-করিলে, তুমি সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি প্রথমেও শত্রু বিদীর্ণ করিয়াছ, পরেও করিয়াছ। সেই ইন্দ্র এই বিশ্বভুবনের অপর পারে আছেন, এই সর্ব্বব্যাপী দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে পরাভব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।

৮। (ইন্দ্র বলিতেছেন)—গাভীগণ অনেকগুলি একত্র হইয়া যব ভক্ষণ করিতেছে; আমি ইন্দ্র, তাহাদিগের স্বত্বাধিকারীর ন্যায় তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছি, দেখিতেছি যে তাহারা রাখালের সহিত চরিতেছে। সেই সমস্ত গাভীকে আহ্বান করিবামাত্র তাহারা আপনাদিগের স্বত্বাধিকারী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্বামী গাভীদিগের নিকট হইতে কতই দুগ্ধ দোহন করিয়া লইয়াছেন।

৯। তোমাতে ও আমাতে একত্র হইয়া এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে এই সকল যবভক্ষণকারী ও ঘাসভক্ষণকারীদিগকে দেখিতেছি। এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, এস আমরা দাতাব্যক্তির প্রতীক্ষা করি! সেই

পারোপকারী ব্যক্তি যেন পৃথগ্‌ভূতকে একত্র করিতে পারে, অর্থাৎ সকল পশু একত্র সংগ্রহ করিতে পারে(২)।

১০। নিশ্চয় জানিও, আমি এই স্থানে যাহা কহিতেছি, সত্য। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ, সকলি আমি সৃষ্টি করি। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করিতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার ধন অপহরণ করিয়া ভক্তদিগকে ভাগ করিয়া দিই(৩)।

১১। যাহার চক্ষুঃবিহীন কন্যা কখন ছিল, কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই অন্ধকন্যাকে আশ্রয় প্রদান করে? যে ইহাকে বহন করে, যে ইহাকে বরণ করে, কেই বা তাহার প্রতি বর্ষাক্ষেপ (অর্থাৎ হিংসা) করে(৪)?।

১২। কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে(৫)।

---

(২) এই অনুবাদটী নিতান্ত আনুমানিকরূপে করা হইয়াছে। সায়ণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই, কেন বলিতে পারি না। এই ঋকে ও পূর্ব্বের ঋকে পশুচারণের কথা আছে।

(৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ করা অন্যায়।

(৪) অন্ধকন্যার বিষয়ে সায়ণ কহেন, যে জগতের মূলীভূত প্রকৃতিই সেই অন্ধকন্যা। ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাকে আশ্রয় দেন; অর্থাৎ প্রলয়কালে নিজের সহিত একীভূত করিয়া লন। কিন্তু এ পৌরাণিকমত সঙ্গত ব্যাখ্যা, প্রকৃতি ও প্রলয় প্রভৃতি কথা ঋগ্বেদে অপরিচিত। অন্ধকন্যার বিবাহ হয় না, এই মাত্র বোধ হয় ঋকের অর্থ। পরের ঋক দেখ।

(৫) ভদ্র ও সুগঠন কন্যা অনায়াসে মনোমত পতি বরণ করিতে পারে এই ঋকের মর্ম্ম। তৎকালে বোধ হয় কন্যা নিজ পতি বরণ করিতেন। এক্ষণে পূর্ব্ব ঋকের সায়ণের পৌরাণিক ব্যাখ্যা কি পাঠকের সঙ্গত বোধ হয়? এই দুইটী ঋকের Muir কৃত অনুবাদ ও তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতেছি।

11. "Who knowingly will desire the blind daughter of any man who has one? Or who will hurl a javelin at him who carries off or woos such a female?"

12 "How many a woman is satisfied with the great wealth of him who seeks her! Happy is the female who is handsome: she herself loves [or chooses] her friend among the people.

"May we not infer from this passage that freedom of choice in the selection of their husbands was allowed, sometimes at least, to women in those times?"

Sanscrit Texts, vol V (1884), pp. 458-59.

১৩। সূর্য্যদেব চরণদ্বারা আলোক উদ্গিরণ করিতেছেন, নিজ মণ্ডল-স্থিত আলোক গ্রাস করিতেছেন, আপন মস্তকের আবরণকারী কিরণ-সমূহ লোকের মস্তকের দিকে প্রেরণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া আপন সন্নিধানে আলোক প্রেরণ করিতেছেন, আবার নিম্ন দিকে বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আলোক বিস্তার করিতেছেন।

১৪। যেরূপ পত্রহীন বৃক্ষের ছায়া থাকে না, তদ্রূপ এই প্রকাণ্ড চির-বিচরণশীল সূর্য্যের ছায়া নাই। (দ্যুলোকস্বরূপ) মাতা স্থির হইয়া রহিলেন, (সূর্য্যস্বরূপ) গর্ভস্থ শিশু পৃথক্ হইয়া দুগ্ধ পান করিতেছে। এই গাভী অপর এক গাভীর বৎসকে স্নেহভরে লেহন করিয়া নির্ম্মাণ করিল। এই গাভী আপনার উধঃ রাখিবার স্থান কোথা পাইল?।

১৫। সাত জন পুরুষ নিম্নস্থান হইতে আগমন করিলেন; আট জন উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সুধীর নয় জন পশ্চিম হইতে উপস্থিত হইলেন, দশজন পূর্ব্বদিক হইতে। সকলে সেই যজ্ঞভোজনকারী ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন(৬)।

১৬। দশ জনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে কপিল বর্ণধারী একজন আছেন, তাঁহাকে ক্রতু সাধনের জন্য প্রেরণ করা হইল। মাতা সন্তুষ্ট হইয়া জলের মধ্যে গর্ভাধান গ্রহণ করিলেন(৭)।

১৭। পুরুষগণ স্থূলকায় মেষপশু পাক করিল। পাশক্রীড়াস্থলে পাশগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আর দুইজন প্রকাণ্ড ধনু ধারণপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা আপনাদিগের দেহ শুদ্ধ করিতে করিতে জলের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

(৬) কেহ কেহ কহেন, ইন্দ্র যখন তুমুল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে যে সকল ঝটিকা উঠে, তাহাদিগের কথা হইতেছে।

(৭) সায়ণ কহেন, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন সেই কথা এস্থলে নিগূঢ়ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা যে নিতান্ত অযথা ও অমূলক, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল যে ঋগ্বেদের অপরিচিত তাহা পাঠককে বলা অনাবশ্যক। ১৪ ঋকের ন্যায় এই ঋকেও মাতা অর্থে বোধ হয় আকাশ, কপিল ও গর্ভ অর্থ বোধ হয় সূর্য্য।

১৮। চীৎকার করিতে করিতে তাহারা চতুর্দ্দিকে গমন করিল, অর্দ্ধেক পাক করিতেছে, আর অর্দ্ধেক পাক করিতেছে না। এই সমস্ত কথা সবিতা-দেব আমাকে কহিয়াছেন। কাষ্ঠ যাঁহার অন্ন, অর্থাৎ অগ্নি, তিনি ঘৃতস্বরূপ অন্ন ভাগ করিয়া দিতেছেন।

১৯। দেখিলাম, বিস্তর লোক দূর হইতে আসিতেছে, অযত্নসিদ্ধ আহারদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সেই সকল লোকের প্রভু দুই দুই ব্যক্তিকে যোজিত করিতেছে, তাহার বয়স নবীন, সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সংহার করিতেছে।

২০। আমি প্রমর, আমার এই দুই বৃষ যোজিত রহিয়াছে, ইহা-দিগকে তাড়াইও না, পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা কর। ইহার ধন জলে নষ্ট হইতেছে। যে বীর গাভীদিগকে মার্জ্জন করিতে জানে, সে উপরে উঠিয়াছে।

২১। এই যে বজ্র প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের নিম্নভাগে ঘোরতর বেগে পতিত হইয়াছে, ইহার পর আরও স্থান আছে। যাহারা স্তব করে, তাহারা অক্লেশে সেই স্থান পার হইয়া যায়।

২২। প্রত্যেক বৃক্ষের (অর্থাৎ প্রত্যেক কাষ্ঠনির্ম্মিত ধনুকের) উপর গাভী (অর্থাৎ গাভীর স্নায়ু নির্ম্মিত ধনুর্গুণ) শব্দ করিতে লাগিল। পুরুষকে ভক্ষণ করে (অর্থাৎ শত্রুদিগকে সংহার করে), এরূপ পক্ষীগণ (অর্থাৎ বাণ সমস্ত) নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত ভুবন ভয় পাইল, তখন সকলে ইন্দ্রকে সোমরস দিতে লাগিল এবং ঋষিও তাহা শিক্ষা করিলেন।

২৩। মেঘগণ দেবতাদিগের সৃষ্টিকালে সর্ব্ব প্রথম দেখা দিয়াছিল। সেই মেঘ ইন্দ্র ছেদন করাতে, তাহার মধ্য হইতে জল নির্গত হইল। পর্জ্জন্য, বায়ু ও সূর্য্য এই তিন দেবতা যথাক্রমে পৃথিবীর উদ্ভিজ্জদিগকে পরিপক্ক করে। আর বায়ু ও সূর্য্য এই দুই দেবতা প্রীতিকর জলকে বহন করিতে থাকে।

২৪। সেই সূর্য্যই তোমার প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ। যজ্ঞের সময় সূর্য্যের সেই প্রভাব গোপন করিও না, অর্থাৎ বর্ণনা ও স্তব করিতে শৈথিল্য করিও না, সেই সূর্য্য স্বর্গকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি জলকে গোপন অর্থাৎ শোষণ করেন, তিনি পরিষ্কারক। তিনি নিজের গতি কখন ত্যাগ করেন না।

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। (ইন্দ্রের পুত্র বসুক্র তাহার পত্নী কহিতেছে)—আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার শ্বশুর এলেন না। তিনি যদি আসিতেন, তাহা হইলে ভৃষ্টযব (যবভাজা) খাইতেন, সোমরস পান করিতেন। উত্তম আহারাদি করিয়া পুনর্ব্বার নিজ গৃহে যাইতেন।

২। তিনি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পৃথিবীর উন্নত বিস্তীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, যে আমাকে উদর-পূর্ণ করিয়া সোমরস পান করিতে দেয়, আমি তাহাকে সকল যুদ্ধে রক্ষা করি।

৩। হে ইন্দ্র! যখন অন্ন কামনাতে তোমার উদ্দেশে হোম করা হয়, তখন তাহারা শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তরফলক সহযোগে মাদকতাশক্তিযুক্ত সোম-রস প্রস্তুত করে, তুমি তাহা পান কর। তাহারা বৃষভসমূহ(১) পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমার ক্ষমতা এপ্রকার করিয়া দাও, যে আমি ইচ্ছা করিলে, যেন নদীর জল বিপরীত দিকে যায়; যেন তৃণভোজী হরিণ সিংহকে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, যেন শৃগাল বরাহকে বন হইতে তাড়াইয়া দেয়(২)।

৫। হে ইন্দ্র! আমি বালক, তুমি প্রাচীন ও বুদ্ধিমান্, আমার সাধ্য কি, যে আমি তোমার স্তব করিতে পারি। তবে তুমি সময়ে সময়ে আমাদিগকে উপদেশ দাও, সেই নিমিত্ত তোমার স্তব কিঞ্চিদংশে করিতে সমর্থ হই।

৬। (ইন্দ্র কহিতেছেন)। আমি প্রাচীন, আমাকে সকলে এইরূপে স্তব করে যে, আমার কার্য্যভার স্বর্গ অপেক্ষাও গুরুতর। আমি একসঙ্গে সহস্রাধিক শত্রুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। আমার জন্মদাতা আমাকে এইরূপ জন্ম দিয়াছেন, যে আমার শত্রু কেহ থাকিবেক না।

(১) এখানেও "বৃষভ" পাক করার উল্লেখ পাওয়া যায়।
(২) সিংহ ও হরিণ, বরাহ ও শৃগালের উল্লেখ।

৭। হে ইন্দ্র! দেবতারা আমাকে তোমারই তুল্য প্রাচীন ও প্রত্যেক কর্ম্মে পারক এবং অভিলষিত ফলদাতা বলিয়া জানেন। আমি আহ্লাদের সহিত বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছি; আমি নিজ মহত্বগুণে দাতাকে গোধন দেখাইয়া দিয়াছি।

৮। দেবতারা আসিলেন, কুঠার ধারণ করিলেন, জল কাটিয়া দিলেন, মনুষ্যদিগের উপকারার্থে জল বর্ষণ করিলেন। নদীমধ্যে সেই সুন্দর জল রাখিয়া দিলেন, আর যে স্থানে মেঘের মধ্যে জল দেখেন, তাহাই দগ্ধ করিয়া নির্গত করিয়া দেন।

৯। ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশকও(৩) তাহার প্রতি প্রেরিত ক্ষুরকে গ্রাস করে, আমি দূর হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া ফেলিতে পারি। ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎও বশ হইয়া থাকে, বাছুরও আপনার দেহ স্ফীত করিয়া বৃষের দিকে ধাবমান হয়।

১০। যেরূপ সিংহ পিঞ্জরে রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে আপনার পদ ঘর্ষণ করে(৪), তদ্রূপ শ্যেনপক্ষী আপনার নখ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। যদি মহিষ রুদ্ধ হইয়া তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তাহা হইলে গোধা তাহার নিমিত্ত জল আহরণ করিয়া দেয়। (অর্থাৎ ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে এইরূপ ঘটে)।

১১। যাহারা যজ্ঞের অন্নদ্বারা দেহ পুষ্টি করে, তাহাদিগের জন্য গোধা অক্লেশে জল আহরণ করিয়া দেয়। তাহারা সর্ব্বপ্রকার রসযুক্ত সোম পান করে এবং শত্রুদিগের দেহ ও বল ধ্বংস করিয়া দেয়।

১২। যাঁহারা সোমরসের যজ্ঞ করিয়া, নিজ দেহ পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তম কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া সুকর্ম্মান্বিত হয়েন। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্টবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদিগকে অন্ন আহরণ করিয়া দাও। কারণ দিব্যধামে তোমার "দানবীর" এই নাম প্রসিদ্ধ আছে।

---

(৩) শশকের উল্লেখ।

(৪) তখন কি এক্ষণকার ন্যায় লোকের দর্শনার্থে সিংহকে পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া রাখিত। গোধার উল্লেখও এই ঋকে আছে।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসুক্র ঋষি।

১। হে শীঘ্রগামী অশ্বিদ্বয়! এই সুনির্ম্মল স্তব তোমাদিগের উদ্দেশে যাইতেছে। যেরূপ পক্ষী সভয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপন শাবককে বৃক্ষের কুলায় মধ্যে সংস্থাপন করে, আমি তাদৃশ যত্নে এই স্তব প্রস্তুত করিয়াছি। কত দিন এই স্তবে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি আসিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। তিনি নেতাব্যক্তিদিগেরও নায়ক, তিনি মনুষ্যের হিতার্থী, তিনি রাত্রিতে সোমের ভাগ গ্রহণ করেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি নেতা ব্যক্তিদিগেরও নায়ক। অদ্যকার প্রাতঃকাল ও অন্য অন্য প্রাতঃকাল যেন তোমার স্তবে ক্ষেপণ করিতে পারি। তোমাকে স্তব করিয়া ত্রিশোক নামক ঋষি শতব্যক্তির সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং কুৎস নামে ঋষি তোমার সহিত এক রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! কোন্ প্রকারের মত্ততা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর? তুমি আমাদিগের স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাবেগে যজ্ঞগৃহের দ্বারাভিমুখে এস। কবে আমি উত্তম বাহন পাইব? কবে আমি স্তবের দ্বারা অন্ন ও অর্থ আপনার নিকটে আকর্ষণ করিতে পারিব?।

৪। হে ইন্দ্র! কবে অর্থ হইবে? কোন্ স্তব পাঠ করিলে তুমি মনুষ্যদিগকে তোমার মত করিবে? কবে আসিবে? হে কীর্ত্তিশালী! তুমি যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সকলকে ভরণপোষণ কর, স্তব করিলেই তুমি ভরণপোষণ কর।

৫। যেরূপ পতি আপনার পত্নীর কামনা পূর্ণ করে, তদ্রূপ যাহারা তোমার কামনা পূর্ণ করে, অর্থাৎ ইচ্ছামত যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ দাও, যে হেতু তুমি সূর্য্যের ন্যায় দাতা, হে বজ্রুরূপধারী! যাহারা চির প্রচলিত স্তুতিবাক্য তোমার উদ্দেশে পাঠ করে এবং অন্ন দেয়, তাহাদিগকে অর্থ দাও।

৬। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে অতি সুন্দর সৃষ্টি প্রক্রিয়াদ্বারা বিরচিত এই যে দ্যাবাপৃথিবী, ইহারা তোমার দুই জননীর তুল্য। এই যে ঘৃতযুক্ত

সোমরস প্রস্তুত করা হইয়াছে ইহা পান করিয়া তুমি যেন প্রীত হও; এই মধুর রসযুক্ত অন্ন যেন তোমার পক্ষে সুস্বাদু হয়।

৭। সেই ইন্দ্রের জন্য পাত্র পূর্ণ করিয়া মধুরস দেওয়া হইল, কারণ তিনি যথার্থই ধন দান করেন। তিনি পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হইয়া উঠিলেন; তিনি মনুষ্যের হিতৈষী; তাঁহার কার্য্য ও পৌরুষ আশ্চর্য্য।

৮। চমৎকার বলশালী ইন্দ্র বিপক্ষ সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শত্রুসৈন্য ইঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। হে ইন্দ্র! যেমন জগতের হিতার্থে সুবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় তুমি যুদ্ধের জন্য রথে আরোহণ করিয়া থাক, তদ্রূপ এখনও রথে আরোহণ কর।

---

৩০ সূক্ত।

জল দেবতা। কবষ ঋষি।

১। মনের যেরূপ শীঘ্রগতি, তদ্রূপ শীঘ্রগতিতে সোমরস যজ্ঞকালে দেবতাদিগের উদ্দেশে জলের দিকে গমন করুক। মিত্র ও বরুণের জন্য বিস্তর অন্ন পাক এবং তীব্র বেগশালী সেই ইন্দ্রের জন্য সুন্দর রচনা-বিশিষ্ট স্তব কর।

২। হে পুরোহিতগণ! হোমের দ্রব্যের আয়োজন কর। জল তোমাদিগের প্রতি স্নেহযুক্ত, সেই জলের দিকে আগ্রহের সহিত গমন কর। লোহিতবর্ণ পক্ষীর ন্যায় এই যে সোম নিম্নে পতিত হইতেছে, হে সুন্দর-হস্তসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তাহাকে তরঙ্গের আকারে যথাস্থানে নিক্ষেপ কর।

৩। হে পুরোহিতগণ! জলের সমুদ্রে গমন কর; অপাংনপাৎ নামক দেবতাকে হোমের দ্রব্যদ্বারা পূজা কর। তিনি যেন অদ্য তোমাদিগকে পরিষ্কার জলের তরঙ্গ প্রদান করেন। তাঁহার উদ্দেশে মধুযুক্ত সোম প্রস্তুত কর।

৪। যিনি বিনা কাষ্ঠে জলের মধ্যে জ্বলিতে থাকেন, যাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ স্তব করেন, সেই অপাংনপাৎ নামক দেবতা এতাদৃশ

সুরস জল যেন দান করেন, যাহা পান করিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন।

৫। যে সকল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সোম অতি চমৎকার হইয়া উঠেন; পুরুষ যেরূপ সুরূপা যুবতীগণের মিলনে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ যে জলের সহিত মিলনে সোম আনন্দিত হয়েন; হে পুরোহিতগণ! এতাদৃশ জল আনয়ন করিতে গমন কর। যখন আনয়ন করিয়া সেই জল সেচন করিবে, যেন তদ্দ্বারা সোমলতা শোধন হইয়া যায়।

৬। যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদিগের দিকে গমন করে, তখন যেমন যুবতীরা সেই যুবার প্রতি অনুকূল হয়, তদ্রূপ জল সোমের প্রতি অনুকূল হইতেছে। পুরোহিতগণ ও তাঁহাদিগের যে স্তুতিবাক্য সকল, ইঁহাদিগের সহিত জলস্বরূপ দেবদিগের বিশেষ পরিচয় আছে, উভয়েই স্বস্ব কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

৭। হে জলগণ! তোমরা রুদ্ধ হইলে, যিনি তোমাদিগের নির্গত হইবার পথ করিয়া দেন, যিনি তোমাদিগকে বিষম নিরোধ হইতে মোচন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের প্রতি মধুপূর্ণ ও দেবতাদিগের মত্ততাজনক তরঙ্গ প্রেরণ কর।

৮। হে ক্ষরণশীল জলগণ! তোমাদিগের গর্ভস্বরূপ যে মধুর রসযুক্ত প্রস্রবণ আছে, তাহার সুমধুর তরঙ্গ সেই ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ কর। হে ধনশালী জলগণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, আমার এই আহ্বানে যজ্ঞের জন্য ঘৃতদান করা হইতেছে এবং তোমাদিগকে স্তব করা হইতেছে।

৯। হে জলগণ! তোমাদিগের যে তরঙ্গ উভয় বিষয়ে গমন করে, (অর্থাৎ ইহলোক পরলোকের হিতকর হয়), এতাদৃশ মত্ততাজনক তরঙ্গ ইন্দ্রের পানের জন্য প্রেরণ কর। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহা মদক্ষরণ করিবে, যাহা কামনা উদ্রিক্ত করিবে; যাহার উৎপত্তি আকাশে; যাহা ত্রিলোকে বিচরণ করতঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

১০। যে ইন্দ্র জলের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন, তাঁহার আজ্ঞায় জলগণ দুই ধারায় অর্থাৎ নানা ধারায় পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া সোমের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহারা ভুবনের জননীস্বরূপ, ভুবনের রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপ। তাহারা

সোমের সঙ্গে একত্রে স্ফীত হয়, তাহারা আত্মীয়স্বরূপ। হে ঋষি! এতাদৃশ জলগণকে বন্দনা কর।

১১। হে জলগণ! দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য আমাদিগের যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা কর; ধনলাভের জন্য আমাদিগের নিকট পবিত্রতা প্রেরণ কর। যজ্ঞানুষ্ঠান কালে তোমাদিগের দুগ্ধস্থানের দ্বার মোচন করিয়া দাও, আমাদিগের পক্ষে সুখকর হও।

১২। হে জলগণ! তোমারা ধনের প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহরণ কর। ধন ও উত্তম সন্তানদিগের রক্ষাকর্ত্তৃস্বরূপ হও; সরস্বতী যেন স্তবকর্ত্তাব্যক্তিকে অন্ন দান করেন।

১৩। হে জলগণ! তোমরা যখন আসিতেছিলে, আমি দেখিলাম, তোমরা ঘৃত, দুগ্ধ, মধু লইয়া আসিতেছ; পুরোহিতগণ স্তবের দ্বারা তোমাদিগের সম্ভাষণ করিতেছিল; উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, এতাদৃশ সোমরস তোমরা ইন্দ্রকে ভরিয়া দিতেছিলে।

১৪। এই সকল জল আসিতেছে; ইহারা ধনের আধার; জীবের হিতকর। হে পুরোহিত বন্ধুগণ! ইহাদিগের স্থাপনা কর। ইহারা বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপরিচিত; ইহারা সোমরসের অনুকূল। ইহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন কর।

১৫। জলগণ আগ্রহের সহিত কুশের দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছে; হে পুরোহিতগণ! ইন্দ্রের নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কর। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদিগের দেবপূজা সুসাধ্য হইয়াছে।

---

৩১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। কবষ ঋষি।

১। আমাদিগের স্তব যেন দেবতাদিগের নিকট গমন করে। যজ্ঞের দেবতা যিনি, তিনি যেন সকল শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেই সমস্ত দেবতার সহিত আমাদিগের যেন বন্ধুত্ব হয়; আমরা যেন সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাই।

২। মনুষ্য যেন সর্ব্বপ্রকারে অর্থের চেষ্টা করে, পর যেন সত্যের পথে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যেন সে নিজ কর্ম্মের দ্বারা কল্যাণের ভাগী হয়, যেন মনে সে সুখ লাভ করে।

৩। যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। যজ্ঞীয়দ্রব্য সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ অংশ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে, তাহারা রক্ষার উপায়স্বরূপ। সোম যে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার আস্বাদন আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহাতে আমাদিগের দেবতারা যে কি প্রকার তদ্বিষয়ের জ্ঞান হইল।

৪। অবিনাশী প্রজাপতি দাতৃজনোচিত অন্তঃকরণ ধারণপূর্ব্বক যেন কৃপা করেন। যেন সবিতাদেব যজ্ঞকর্ত্তাকে শুভফল দান করেন, যেন ভগ ও অর্য্যমা স্তবের দ্বারা প্রসন্ন হইয়া স্নেহযুক্ত হয়েন, যেন আর সকল সুন্দরমূর্ত্তি দেবতা তাহার প্রতি আনুকূল্য করেন।

৫। এই স্তবকর্ত্তাব্যক্তির নিকট স্তব পাইবার লালসাতে যখন দেবতাগণ কোলাহল করিয়া মহাবেগে আসিলেন, তখন যেন প্রাতঃকালের ন্যায় পৃথিবী আমাদিগের পক্ষে আলোকময়ী হয়। যেন সুখকর নানাবিধ অন্ন আমাদিগের নিকট আগমন করে।

৬। আমার এই যে স্তব, তাহা এক্ষণে চিরপরিচিত বিস্তারিত ভাব ধারণপূর্ব্বক সকল দেবতার নিকট যাইবার জন্য বিস্তারিত হইয়াছে। আমার এই যে যজ্ঞ, তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া তুল্য স্থান অধিকারপূর্ব্বক নানাবিধ শুভফল দান করিবার জন্য আসুন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব।

৭। সেই বনই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি, যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পুরাতন দিবা ও উষাসমূহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, ইহারা কেমন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, কখন জীর্ণ বা পুরাতন হয় না, এক ভাবে অবস্থিত আছে(১)।

---

(১) চিরস্থায়ী দ্যুলোক ও ভূলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ঋষি তাহাদিগের উৎপত্তির আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত নীচের ঋকে দেখ।

৮। দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন, ইহাদিগের উপর আরো এক আছে। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু, যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময়ে তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন(২)।

৯। কিরণসমূহধারী সূর্য্যদেব পৃথিবীকে অতিক্রম করেন না, বায়ু বৃষ্টিকে নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে না, মিত্র ও বরুণ আবির্ভূত হইয়া বনমধ্যে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তারিত করেন।

১০। রেতঃসেক প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধাগাভী প্রসব করিলে, যেরূপ হয়, অরণি অর্থাৎ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ সেইরূপ অগ্নিকে প্রসব করে। সেই অরণি লোকের ক্লেশ দূর করে, যাহারা অরণিকে রক্ষা করেন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ব্যথা পাইতে হয় না। অগ্নি অরণিদ্বয়ের পুত্রস্বরূপ, তিনি পূর্ব্বকালে দুই অরণিস্বরূপ মাতা পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই যে অরণি-স্বরূপ গাভী, সে শমী বৃক্ষে জন্ম গ্রহণ করে; তাহারি অন্বেষণ করা হইয়া থাকে(৩)।

১১। কথিত আছে, কণ্ব ঋষি নৃষদের পুত্র। সেই অন্ন সম্পন্ন শ্যামবর্ণ কণ্ব ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি সেই শ্যামবর্ণ কণ্বের জন্য দীপ্তিযুক্ত নিজ উধঃ স্ফীত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থাৎ অগ্নির জন্য আরও কেহই তেমন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে নাই।

---

(২) যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্য্যের আকাশ পরি-ক্রমের পূর্ব্ব হইতে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? আমি অনুমান করি ঋষি-সকল দেবগণের উপরস্থ, সকল দেবগণের পূর্ব্বস্থ, এক পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(৩) সায়ণ কহেন শমী বৃক্ষের উপর যে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে, তাহা হইতে অরণি কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়।

৩২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি ইন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন, ইন্দ্র তাহার সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আপনার অশ্বদ্বয়কে সেই দিকে প্রেরণ করিতেছেন, অশ্ব দুটী বিচিত্র গতিতে আসিতেছে। যজমান প্রসন্নমনে উত্তম উত্তম সামগ্রী দিতেছে, ইন্দ্রও উত্তম উত্তম বর লইয়া আসিতেছেন। যখন ইন্দ্র সোমরস ও আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদ পান, তখন আমাদিগের স্তব ও আমাদিগের হোমের দ্রব্য উভয়ই গ্রহণ করেন।

২। হে ইন্দ্র! তোমাকে বিস্তর লোকে স্তব করে। তুমি আলোক বিস্তার করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গীয় ধামে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃ লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাক। তোমার যে দুই ঘোটক তোমাকে যজ্ঞে বহন করিয়া আনে, তাহারা আমাদিগকে ধনবান্ করুক, কারণ ধন আমাদিগের নাই, ধনের জন্যই আমরা এই সকল প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিতেছি।

৩। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই অতি চমৎকার ধন, ইন্দ্র আমাকে দিতে ইচ্ছুক হউন। পত্নী মিষ্ট বচনের দ্বারা স্বামীকে আপনার নিকটে আহ্বান করিতেছেন। সোমরস উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া, সেই পৌরুষ সম্পন্নের প্রতি যাইতেছে।

৪। স্তুতিস্বরূপ গাভীগণ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিদ্বারা আলোকযুক্ত কর। স্তবসমূহের যে প্রাচীন ও পূজনীয় মাতা আছেন, তাঁহার সাত পুত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দ) সেই স্থানে উপস্থিত আছেন।

৫। দেবতাদিগের নিকট যে অগ্নি গমন করেন, তিনি তোমাদিগের হিতার্থে দেখা দিয়াছেন, তিনি একাকী রুদ্রদিগের সঙ্গে শীঘ্র আপন স্থানে গমন করেন, এই যে অমর দেবতাগণ, ইঁহাদিগের বলের হ্রাস হইতেছে, অতএব বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞীয় মধু ইঁহাদিগের জন্য ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে ইঁহারা বর দিবেন।

৬। দেবতাদিগের উদ্দেশে যে সমস্ত পুন্যানুষ্ঠান হয়, বিদ্বান্ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করেন; তিনি বলিয়া দিয়াছেন, যে অগ্নি জলের মধ্যে নিগূঢ়-ভাবে সমর্পিত আছেন। হে অগ্নি! সেই উপদেশ অনুসারে আমি তোমার দিকে আসিয়াছি।

৭। যদি কেহ কোন স্থান না জানে, তবে সে যে ব্যক্তি জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ পাইলে, সে সেই অভিলষিত স্থানে উপনীত হইতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশের এই গুণ যদি জল অন্বেষণ কর, তবে যে স্থানে জল আছে, সেই স্থানে যাইতে পারিবে।

৮। অদ্যই ইনি জীবন পাইয়াছেন, এই কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জননীর উধঃ চোষণ করিয়াছেন। এই যুবা অবস্থাতেই ইহার জরা উপস্থিত হইয়াছে। ইনি অক্লিষ্টকর্ম্মা, ধন্যাঢ্য ও মনঃ প্রসাদ-সম্পন্ন হইয়াছেন(১)।

৯। হে কলস! হে কুরুশ্রবণ! তুমি যজ্ঞ দিতেছ, তোমার জন্য এই সকল স্তব রচনা করিলাম। সেই মঘবান্ ইন্দ্র, তোমাদিগের পক্ষে দাতা হউন, আর এই যে সোম, যাঁহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তিনিও দাতা হউন।

---

(১) বোধ হয়, অগ্নি ত্বরিত উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয় ইহাতে গোবৎসের সহিত রূপক করিয়া বর্ণনা করা অভিপ্রেত। সায়ণের ব্যাখ্যা নিতান্ত অসঙ্গত।

অষ্টম অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত(১)।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কবষ ঋষি।

১। যিনি লোকদিগকে স্বকার্য্যে প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি পূষাকে অন্তরে বহন করিলাম, (স্মরণ করিলাম)। তাবৎ দেবতা আমাকে রক্ষা করিলেন। চতুর্দ্দিকে রব উঠিল যে, দুর্দ্ধর্ষ ঋষি আসিতেছেন।

২। (বোধ হয়, পিতৃশোকে কুরুশ্রবণ রাজার উক্তি)—আমার পর্শুকা-গুলি (পাঁজরা) সপত্নীগণের ন্যায় আমাকে তেমনি সন্তাপ দিতেছে। মনের অসুখ আমাকে ক্লেশ দিতেছে, আমি দীনহীন ক্ষীণ হইতেছি। পক্ষীর মত আমার মন অস্থির হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্র! যেরূপ মূষিকেরা স্নায়ুকে চর্ব্বণ করে, আমি তোমার ভক্ত হইয়াও আমার মনের পীড়া আমাকে তদ্রূপ চর্ব্বণ করিতেছে। হে মঘবা ইন্দ্র! একবার আমাদিগের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। আমাদিগের পিতৃতুল্য হও।

৪। আমি কবষ ঋষি, ত্রসদস্যুর পুত্র কুরুশ্রবণ রাজার নিকটে যাচ্ঞা করিতে গেলাম, কারণ তিনি দাতাগণের শ্রেষ্ঠ।

৫। আমার দক্ষিণা সহস্রসংখ্যায় দত্ত হইত এবং সকলে স্তব অর্থাৎ শ্লাঘা করিত; আমি রথারূঢ় হইলে তিনটী হরিতবর্ণ ঘোটক সুন্দর-রূপে বহন করে।

৬। আমার পিতার কীর্ত্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থলস্বরূপ ছিল, তাঁহার বাক্য সেবকদিগের নিকট যেন রমণীয় ক্ষেত্রের ন্যায় প্রীতিকর হইত।

---

(১) এই সূক্তে আত্মীয় মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে।

৭। (কবষের সান্ত্বনা বাক্য)—হে কুরুশ্রবণ! যাঁহার কীর্ত্তি দৃষ্টান্ত দিবার স্থল, তুমি তাঁহার পুত্র। তুমি মিত্রাতিথি রাজার নপ্তা। আমার নিকটে এস, কারণ আমি তোমার পিতার বন্দনাকর্ত্তা অর্থাৎ অনুগতলোক।

৮। যদি জীবিতব্যক্তির জীবন ও মৃতব্যক্তির মৃত্যু আমার প্রভুত্বের অধীন হইত, তাহা হইলে আমার সেই পরম উপরকারী তোমার পিতা অবশ্য জীবিত থাকিতেন।

৯। একশত আত্মা অর্থাৎ প্রাণ থাকিলেও দেবতাদিগের অভিপ্রায়ের বিপরীতে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই হেতুতেই আমাদিগের সহচরদিগের সহিত আমাদিগের বিচ্ছেদ হয়।

---

৩৪ সূক্ত।

অক্ষ (অর্থাৎ খেলিবার পাশা) ও দ্যূতকার দেবতা(১)। কবষ ঋষি।

১। বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মূজবান্ নামক পর্ব্বতে যে চমৎকার সোমলতা জন্মে(২), তাহার রস পান করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভিতককাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে।

২। আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবল মাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম।

৩। যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ

---

(১) এই সূক্তে পাশা খেলার অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছা এবং ভয়ানক ফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(২) মূজবান্ নামক পর্ব্বতে সোমলতা জন্মে।

নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারো নিকট সমাদর পায় না।

৪। পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে(৩)। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ তাহাকে দেখিয়া কহে, আমরা ইহাকে চিনি না, ইহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাও।

৫। আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদিগকে দেখিলে তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া যাই। কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গলমূর্ত্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টানারী উপপতির নিকট গমন করে(৪), আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদিগের ভবনে গমন করি।

৬। দ্যূতকার আপনার বুক্ ফুলাইয়া আস্ফালন করিতে করিতে ক্রীড়াসভায় আসে, কহে, আমি জিতিব। পাশাগুলি কখন ইহার অভিলাষ পূর্ণ করে; সে বিপক্ষ দ্যূতকারের প্রতি যাহা কিছু অভিপ্রায় করে, সকলি কখন সিদ্ধ হইয়া যায়।

৭। কিন্তু কখন সেই পাশা যেন অংকুশযুক্ত, অর্থাৎ যেন আঁকুশি-দ্বারা আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহারা যেন বাণের ন্যায় বিদ্ধ করিতে, ছুরিকার ন্যায় কর্ত্তন করিতে এবং তপ্ত বস্তুর ন্যায় সন্তাপ দিতে থাকে। যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে পাশাগুলি যেন পুত্রজন্মের তুল্য, যেন মধুময়, যেন তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করে, আর পরাজিত ব্যক্তিকে তাহারা যেন নিধন করে।

৮। এই যে তিপ্পান্নটী পাশার দল দেখিতেছ, ইহারা মিলিত হইয়া ছকের উপর বিহার করিয়া বেড়ায়, যেমন সত্যস্বরূপ সূর্য্যদেব বিশ্ব-ভুবনে বিহার করেন। যিনি যত বড় দুর্দ্ধর্ষ হউন, ইহারা কাহারো বশীভূত নয়। রাজা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে নমস্কার করে।

(৩) অর্থাৎ পত্নী ব্যভিচারিণী হয়।

(৪) মূলে "নিষ্কৃতিং জারিণী ইব" আছে।

৯। ইহারা কখন নীচে নামিতেছে, কখন উপরে উঠিতেছে। ইহা-দিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা দেখিতে শ্রীযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসিয়া আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।

১০। দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা ব্যাকুল। যে তাহাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফিরিয়া পাইব কি না এই ভাবিয়া সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

১১। আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীত নিবারণের জন্য অগ্নি সেবা করিতে হয়, (অর্থাৎ গাত্রের বস্ত্র পর্য্যন্ত থাকে না)।

১২। হে পাশাগণ! যে তোমাদিগের দলের মধ্যে প্রধান ও সেনা-পতি ও রাজার তুল্য, আমি তাঁহার প্রতি আমার এই দশ অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি, আমি তোমাদিগের নিকট অর্থ চাহি না, ইহা সত্য করিয়া কহিতেছি।

১৩। হে দ্যূতকার! পাশা কখন খেলিও না, বরং কৃষিকার্য্য কর(৫)। তাহাতে যাহা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর। তাহাতে পত্নী পাইবে ও অনেক গাভী পাইবে। এই যে প্রভু সূর্য্যদেব, ইনি আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন।

১৪। হে পাশাগণ! আমাদিগের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদিগের কল্যাণ কর। তোমাদিগের দুর্দ্ধর্ষপ্রভাব আমাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিও না। আমাদিগের শত্রুই যেন তোমাদিগের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয়। অপরে যেন তোমাদিগকে ব্যবহার করিতে ব্যাপৃত থাকে।

(৫) মূলে এই আছে "অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ কৃষিং ইৎ কৃষস্ব।"

৩৫ সূক্ত।

বিশ্বেদেবগণ দেবতা। লুশ ঋষি।

১। সেই সকল অগ্নি জাগরিত হইলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ইন্দ্র আছেন; প্রভাত যখন অন্ধকারকে বিদেশে প্রেরণ করে, তখন সেই সমস্ত অগ্নি আলোক ধারণপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত হইল। বিপুলমূর্ত্তি দ্যুলোক ও ভূলোক চৈতন্যযুক্ত হউক। দেবতারা অদ্য যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, এই প্রার্থনা করি।

২। আমরা প্রার্থনা করি যে, দ্যাবাপৃথিবী যেন রক্ষা করেন, যেন জননীতুল্য নদীগণ এবং নির্ঝরধারী পর্ব্বতগণ(১) আমাদিগকে রক্ষা করেন। সূর্য্য ও ঊষাদেবীর নিকট এই প্রার্থনা, যেন আমরা অপরাধী না হই। যে সোমকে প্রস্তুত করা যাইতেছে, তিনি যেন আমাদিগের মঙ্গল করেন।

৩। দ্যাবা ও পৃথিবী আমাদিগের মাতৃতুল্য, আমরা যেন সেই দুই মহতী দেবতার নিকট নিরপধারী থাকি, যেন তাঁহারা আমাদিগের সুখ বিধান করেন। ঊষাদেবী যেন আমাদিগের পাপ মুছিয়া লয়েন এবং পাপ নষ্ট করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৪। এই যে ঊষা দেবী, যিনি ধনদানকারিণী এবং যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাভীর ন্যায়, তিনি আমাদিগকে উত্তম ধন বিতরণ করুন, আমরা তাহা ভাগ করিয়া লই। আমরা যেন দুষ্টলোকের কোপ হইতে দূরবর্ত্তী থাকি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৫। যে সকল ঊষা সূর্য্যকিরণের সহিত মিলিত হইয়া আলোক ধারণ-পূর্ব্বক অন্ধকারকে অপসারিত করেন, তাঁহারা অদ্য আমাদিগকে অন্ন দান করুন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

---

(১) মূলে "পর্ব্বতান শর্য্যনাবতঃ" আছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটস্থ পর্ব্বত এরূপ অর্থও হইতে পারে। সায়ণ অন্য স্থানে কুরুক্ষেত্রের নিকটে একটী সরোবরের নাম শর্য্যনাবৎ বলিয়াছেন।

৬। উষা যেন আমাদিগের আরোগ্যসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হন, বিপুল জ্যোতিঃসহকারে অগ্নিগণ উদয় হউন। অশ্বিদ্বয় শীঘ্রগামী রথ যোজনা করিয়াছেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৭। হে সূর্য্যদেব! অতি চমৎকার ধনভাগ অদ্য আমাদিগকে বিতরণ কর, কারণ তুমিই কামনা পূর্ণ করিবার কর্ত্তা। যাহাতে ধন জন্মিতে পারে, এপ্রকার স্তুতি পাঠ করিতেছি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৮। মনুষ্যগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে যজ্ঞকার্য্য সংকল্প করে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠান আমার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক। প্রতি প্রভাতে সূর্য্যদেব সকল বস্তু স্পষ্ট করিয়া দিয়া উদয় হয়েন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

৯। যজ্ঞের নিমিত্ত অদ্য এই যে কুশ বিস্তার হইতেছে, সোম প্রস্তুত করিবার জন্য দুই প্রস্তর সংযোজিত হইতেছে, এই সময়ে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দ্বেষরহিত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হওয়া যাউক, হে যজমান! তুমি সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব আদিত্যগণ যেন তোমাকে সুখী করেন। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইতেছে, যাহাতে দেবতাগণ একত্র হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই যজ্ঞে প্রকাণ্ড দ্যুলোকবর্ত্তী দেবতাদিগকে আনয়ন কর, সাতজন হোতাকে আনয়ন কর, ইন্দ্র ও মিত্র ও বরুণ ও ভগকে আনায়ন কর। আমি ধনলাভের জন্য সকলকে স্তব করি। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১১। হে প্রসিদ্ধ আদিত্যগণ! তোমরা আইস, তাহাতেই সকল বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলে একত্র হইয়া যজ্ঞকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি ও পূষা ও অশ্বিদ্বয় ও ভগ ও প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা কল্যাণ ভিক্ষা করি।

১২। হে দেবগণ! অতএব তোমাদের যজ্ঞের সাফল্য আজ্ঞা কর। হে আদিত্যগণ! ধন পরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। আমাদিগের

পশু ও পুত্রপৌত্র ও পরমায়ুঃ সকল বিষয়ে আমরা প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কল্যাণ কামনা করি।

১৩। সকল মরুৎ আমাদিগকে সর্ব্ববিধায় রক্ষা করুন। যাবতীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হউন। যাবতীয় দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আগমন করুন। সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও সম্পত্তি আমাদিগের লাভ হউক।

১৪। হে দেবগণ! যাহাকে তোমরা অন্ন দানপূর্ব্বক রক্ষা কর, যাহাকে ত্রাণ কর, যাহাকে পাপমুক্ত করিয়া শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কর, যে তোমাদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া ভয় কাহাকে বলে জানে না, আমরা যেন দেবকার্য্যের জন্য ব্যগ্র হইয়া তাদৃশ ব্যক্তি হই।

---

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। লুশ ঋষি।

১। উষাদেবী ও রাত্রিদেবী এবং বিপুলমুক্তিধারিণী সুগঠন শরীরা দ্যাবাপৃথিবী এবং বরুণ ও মিত্র ও অর্য্যমা ও ইন্দ্র ও মরুদ্গণ ও পর্ব্বতবর্গ এবং জলগণ ও আদিত্যগণ ইঁহাদিগকে আমি যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। দ্যাবাপৃথিবী ও জলগণ ও স্বর্গকে আহ্বান করিতেছি।

২। প্রশস্ত চিত্তবতী ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। দুষ্টাশয়া নিঃঋতি যেন আমাদিগর উপর আধিপত্য করিতে না পান। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৩। ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী ও অদিতিদেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অবিনাশী জ্যোতিঃ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৪। সোম নিষ্পীড়নের উপযোগী প্রস্তর শব্দ করিতে করিতে রাক্ষসদিগকে দূরীকৃত করুক, দুঃস্বপ্ন ও নিঃঋতি ও যত শত্রু সকলকে দূর করুক। আমরা যেন আদিত্যদিগের নিকট এবং মরুদ্গণের নিকট সুখ লাভ করি। আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৫। ইন্দ্র আসিয়া কুশের উপর উপবেশন করুন, স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে উচ্চারিত হউক, বৃহস্পতি ঋক্‌ ও সামের দ্বারায় অর্চনা করুন, আমরা যেন উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হই। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৬। হে অশ্বিযুগল! আমাদিগের যজ্ঞ যাহাতে দেবলোককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা কর। যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন দূর কর। আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া সুখী কর। যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করা হইয়াছে, তাহার কিরণসমূহ দেবতাদিগের প্রতি প্রেরণ কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৭। যে মরুৎগণ সকলকে পবিত্র করেন, যাঁহারা দেখিতে সুশ্রী, যাঁহাদিগের হইতে কল্যাণের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা ধন বৃদ্ধি করিয়া দেন, যাঁহাদিগের নাম করিলে মনে আনন্দ হয়, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করিতেছি; বিশিষ্টরূপ অন্ন লাভের জন্য তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৮। যে সোম জলপান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জলের সহিত মিশ্রিত হন, প্রাণিবর্গ যাঁহা হইতে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়; যিনি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন, যাঁহার নাম করিলে আনন্দ হয়, যিনি যজ্ঞের শোভাস্বরূপ, যাঁর দীপ্তি চমৎকার, সেই সোমরসকে আমরা পরিপূর্ণ করিতেছি, তাঁহার নিকট বল প্রার্থনা করিতেছি। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

৯। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হই, আমাদিগের পুত্রগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়, আমরা যেন কোন বিষয়ে অপরাধী না হই, আমরা পুত্রপৌত্রাদির সহিত সেই সোমরস ভাগ করিয়া লইয়া পান করি, স্তুতি বিদ্বেষীগণ যেন সর্ব্বপ্রকার পাপে পরিপূর্ণ হয়। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১০। হে দেবগণ! তোমরা মানবের নিকট যজ্ঞ লাভ করিবার উপযুক্ত, তোমরা শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করি, তাহা দান কর। যাহাতে জয়ী হই, এরূপ জ্ঞান দান কর। ধন ও লোকবল ও যশ দান কর। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১১। দেবতারা যেরূপ মহৎ ও প্রকাণ্ড ও অবিচলিত ও আমরা তাঁহাদিগের নিকট সেইরূপ বিশিষ্ট রক্ষা প্রার্থনা করি। আমরা যেন ধন ও লোকবল প্রাপ্ত হই। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১২। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট আমরা যেন বিশিষ্ট সুখ লাভ করি; মিত্র ও বরুণের নিকট অপরাধী না হইয়া আমরা যেন কল্যাণ প্রাপ্ত হই, সূর্য্য যেন আমাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শান্তি দান করেন। দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা ভিক্ষা করি।

১৩। যে সকল দেবতা সত্যস্বভাব সূর্য্য ও মিত্র ও বরুণের কার্য্যের সময় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা আমাদিগকে সৌভাগ্য ও লোকবল ও গাভী ও পুণ্যকর্ম্ম দান করুন ও বিবিধ প্রকার ধন বিতরণ করুন।

১৪। কি পশ্চিম দিকে, কি পূর্ব্ব দিকে, কি উত্তর দিকে, কি দক্ষিণ দিকে, সূর্য্যদেব আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন। আমাদিগকে দীর্ঘপরমায়ুঃ প্রদান করুন।

---

৩৭ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অভিতপা ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! যে সূর্য্যদেব মিত্র ও বরুণকে দেখিতে পান, যাঁহার দীপ্তি অতি উজ্জ্বল; যিনি দূর হইতে সকল বস্তু দৃষ্টি করেন, যিনি দেবতাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল বস্তু পরিষ্কার করিয়া দেন, যিনি আকাশের পুত্রস্বরূপ, সেই সূর্য্যদেবকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর।

২। সেই যে সত্যবাক্য(১) আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণিবর্গ যাহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করে।

---

(১) মূলে "সত্যোক্তিঃ" আছে। সত্যই আকাশ ও দিবা ও প্রাণিবর্গ, বৃষ্টি ও সূর্য্য ও বিশ্বভুবনের অবলম্বন।

৩। হে সূর্য্যদেব! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক রথে যোজনাপূর্ব্বক আকাশ পথে গমন কর, তখন কোনও দেবরহিত জীব তোমার নিকটে আসিতে পায় না। তোমার সেই চিরপরিচিত অসাধারণ জ্যোতিঃ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায়, সেই অসাধারণ জ্যোতিঃ ধারণপূর্ব্বক তুমি উদয় হও।

৪। হে সূর্য্যদেব! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারায় আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর, আমাদিগের পাপ ও রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর।

৫। হে সূর্য্যদেব! তুমি অক্লিষ্টভাবে বিশ্বভুবনের ক্রিয়াকলাপ রক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছ, তুমি প্রাতঃকালের হোম হইলে উদয় হও। হে সূর্য্য! অদ্য আমরা যখন তোমার নাম উচ্চারণ করি, তখন যেন দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞ সফল করেন।

৬। দ্যাবাপৃথিবী এবং জলগণ এবং ইন্দ্র এবং মরুৎগণ আমাদিগের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করুন। সূর্য্যের কৃপা দৃষ্টি থাকিতে আমরা যেন দুঃখভাগী না হই। আমরা যেন দীর্ঘজীবী হইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশালী থাকি।

৭। হে বন্ধুবর্গের সৎকারকারী সূর্য্যদেব! যেমন তুমি দিন দিন উদয় হও, আমরা যেন প্রত্যহই তোমাকে প্রশস্ত মনে, প্রশস্ত চক্ষে দর্শন করি, যেন প্রত্যহই নীরোগ শরীরে সন্তানসন্ততি পরিবৃত হইয়া তোমার নিকট কোন দোষে দোষী না হইয়া তোমার দর্শন পাই। যেন আমরা চিরজীবী হইয়া তোমার দর্শন পাই।

৮। হে সর্ব্বত্রদৃষ্টিকারী সূর্য্য! তুমি বিপুল জ্যোতিঃ ধারণ কর, তোমার দীপ্তি উজ্জ্বল, সকলের চক্ষেই তুমি সুখকর। যখন তোমার সেই মূর্ত্তি আকাশের ঊর্দ্ধদেশে আরোহণ করে, আমরা যেন জীবন্ত শরীরে তাহা নিত্য দর্শন করি।

৯। তোমার যে পতাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ পায়, আবার প্রতি রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অন্তর্ধান হয়, হে পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী

সূর্য্য ! তুমি তোমার সেই চমৎকার পতাকা লইয়া দিন দিন উদয় হও, আমরাও যেন কোন দোষের দোষী না হইয়া উহার দর্শন পাই।

১০। তোমার দৃষ্টি আমাদিগের কল্যাণ করুক, তোমার দিবস ও তোমার কিরণ, তোমার শীতলত্ব ও তোমার উত্তাপ কল্যাণকর হউক, আমরা গৃহেই অবস্থিতি করি, বা পথেই যাত্রা করি, সর্ব্বদা তাহা কল্যাণ করুক। হে সূর্য্য ! বিবিধ সম্পত্তি আমাদিগকে বিতরণ কর।

১১। হে দেবগণ ! আমাদিগের অধিকারভুক্ত যে দুই প্রকার প্রাণি-বর্গ আছে, অর্থাৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ, সকলকে তোমরা সুখী কর। সকল প্রাণীই আহার করুক, পান করুক, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ হউক এবং আমাদিগের সংসর্গে তাহারা অবিচ্ছিন্ন সচ্ছন্দতা লাভ করুক।

১২। হে ধনসম্পন্ন দেবতাগণ ! কথায় হউক, বা মানসিক ক্রিয়াদ্বারা হউক, যাহা কিছু অপরাধের কার্য্য আমরা দেবতাদিগের নিকট করিয়া থাকি, উহার পাপ তোমরা সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর, যে ব্যক্তি দানধর্ম্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে।

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুষ্কবান্ ইন্দ্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ! এই যে সংগ্রাম, যথায় যশোলাভ হইয়া থাকে, যথায় প্রহার প্রতি প্রহার চলিতে থাকে, তুমি তথায় বীরমদে মত্ত হইয়া চীৎকার কর এবং শত্রুর নিকট বিজিত গাভীদিগকে বণ্টন করিয়া দাও। এদিকে দীপ্যমান বাণসমূহ প্রবল শত্রুদিগের উপর পতিত হইতে থাকে, সেই ব্যাপার দর্শনে তাবৎ লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

২। অতএব হে ইন্দ্র ! প্রচুর ধনধান্য ও গাভীদ্বারা আমাদিগের গৃহ পরিপূর্ণ কর। হে শক্র ! তুমি জয়ী হইলে আমরা যেন তোমার স্নেহের পাত্র হই। আমরা মনে যে ধন কামনা করি, তাহা আমাদিগকে দান কর।

৩। হে বহুতর লোকের স্তুতিভাজন ইন্দ্র! আর্য্য জাতিয়ই হউক, বা দাস জাতীয়ই হউক(১), যে কেহ দেবরহিতলোক আমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বাসনা করে, সেই সকল শত্রু যেন অক্লেশে আমাদিগের নিকট পরাজিত হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যেন তাহাদিগকে যুদ্ধে নিধন করি।

৪। যাঁহাকে অল্পলোকেও পূজা করে, বহুতর লোকেও পূজা করে, যিনি দুরন্ত সংগ্রামে জয়ী হইয়া উত্তম উত্তম বস্তু জয় করিয়া লয়েন, যিনি যুদ্ধে স্নান করেন এবং সর্ব্বজনের নিকট বিখ্যাতকীর্ত্তি হয়েন, আশ্রয় পাই-বার জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্র! তুমিই তোমার ভক্তদিগকে উৎসাহযুক্ত কর, তোমাকে আবার কে উৎসাহিত করিবে? আমরা জানি, তুমি আপনিই আপনার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। অতএব কুৎসের হস্ত হইতে আত্মমোচন কর এবং এই স্থানে এস। তোমার মত ব্যক্তি কেন মুষ্কদ্বয়ের বন্ধন সহ্য করিতেছে।

---

৩৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষানাম্নীনারী ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে সর্ব্বত্রবিহারী সুগঠন রথ আছে, যে রথকে উদ্দেশপূর্ব্বক আহ্বান করা যজমান ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি দিন কর্ত্তব্য; আমরা ক্রমাগত সেই রথেরই নাম করিতেছি, যেমন পিতার নাম করিতে আনন্দ হয়, তদ্রূপ উহার নামে আনন্দ হয়।

২। আমাদিগকে মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত কর, আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন কর, বিবিধ বুদ্ধির উদয় করিয়া দাও, তাহাই আমরা কামনা করি। হে অশ্বিদ্বয়! অতি প্রশংসিত ধনের ভাগ আমাদিগকে দাও। যেরূপ সোমরস প্রীতিপ্রদ হয়, আমাদিগকে যজমানদিগের নিকট তদ্রূপ প্রীতি ভাজন করিয়া দাও।

---

(১) মূলে "দাসঃ আর্য্যঃ বা" আছে। অর্থাৎ অনার্য্য আদিমবাসীগণ, অথবা দেবভক্তি বিরত আর্য্য শত্রুই হউক।

৩। পিতৃভবনে একটী স্ত্রীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, তোমারা তাহার সৌভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনয়ন করিয়া দিলে। যাহার চলৎ-শক্তি নাই, অথবা যে অতি নীচ, তোমরা তাহারও আশ্রয়স্বরূপ, তোমা-দিগকেই অন্ধের ও দুর্ব্বলের ও রোগের জ্বালায় রোরুদ্যমান ব্যক্তির চিকিৎ-সক বলিয়া লোকে উল্লেখ করে।

৪। যেমন পুরাতন রথকে কেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গতি-বিধি করে, তদ্রূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়া-ছিলে। তোমারাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন-করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদিগের দুজনের সেই সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার যোগ্য।

৫। তোমাদিগের সেই সমস্ত পূর্ব্বতন বীরত্বের কার্য্য আমি লোকের নিকট বর্ণনা করিতেছি। তদ্ব্যতীত, তোমারা দুজনেই অতি নিপুণ চিকিৎসক, সেই নিমিত্ত তোমাদিগের আশ্রয় পাইবার আশয়ে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে নাসত্যদ্বয়! আমি এই রূপে স্তব করিতেছি, যে যজমান তাহাতে অবশ্যই বিশ্বাস করিবেক।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের দুজনকে ডাকিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ আমাকে শিক্ষা দাও, আমার কেহ আপ্তবন্ধু নাই, আমি অজ্ঞান, আমার জাতিকুটুম্ব নাই, বুদ্ধি নাই। আমার কোন দুর্গতি উপস্থিত হইবার অগ্রেই দুর্গতি দূর কর।

৭। শুন্ধ্যুব নামে পুরুমিত্র রাজার যে কন্যা ছিল, তোমরা রথে করিয়া তাহাকে লইয়া বিমদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলে। বধ্রিমতী যখন তোমা-দিগকে ডাকিলেন, তাহা তোমরা শুনিয়াছিলে। তোমরা সেই নারীর প্রসব বেদনা দূর করিয়া সুখে প্রসব করাইয়াছিলে।

৮। কলি নামক যে স্তোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনর্ব্বার যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলে। তোমরাই বন্দন নামক ব্যক্তিকে কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। তোমরাই ছিন্নপদা বিস্পলাকে লৌহের চরণ দিয়া তৎক্ষণাৎ চলৎশক্তিবিশিষ্টা করিয়াছিলে।

৯। হে অভিলষিত বস্তুবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! রেভ নামক ব্যক্তিকে যখন শত্রুগণ মৃত প্রায় করিয়া গুহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল, তোমরাই

তাহাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। অত্রি ঋষি যখন সপ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তোমারাই সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার নিরূপদ্রবস্থানতুল্য করিয়া দিয়াছিলে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই পেদু নামক রাজাকে অপর নবনবতি ঘোটকের সহিত একটি চমৎকার শুভ্রবর্ণ ঘোটক দিয়াছিলে। ঐ ঘোটক বিলক্ষণ তেজস্বী, উহাকে দেখিলে শত্রুসৈন্য পলায়ন করে, উহা মনুষ্য-দিগের নিকট বহুমূল্য ধনস্বরূপ, উহার নামে আনন্দ হয়, উহাকে দেখিলে মনে সুখ জন্মে।

১১। হে ক্ষয়রহিত রাজদ্বয়! তোমাদিগের দুজনের নাম কীর্ত্তনে আনন্দ হয়, তোমরা পথে যাইবার সময় তোমাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে সকলে স্তব করে, তোমরা যদি পত্নীসমেত কোন ব্যক্তিকে তোমাদিগের রথের অগ্রভাগে সংস্থাপনপূর্ব্বক আশ্রয় দান কর, তাহাকে কোন পাপ, কোন দুর্গতি, বা কোন বিপদ স্পর্শ করিতে পারে না।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! ঋভু নামক দেবতারা তোমাদিগের যে রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে রথের উদয় হইলে আকাশের কন্যা উষা আবির্ভূত হয়েন এবং সূর্য্য হইতে অতি সুন্দর দিন ও রাত্রি জন্মগ্রহণ করে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক তোমরা আগমন কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক পর্ব্বতে যাই-বার পথে গমন কর; শযু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধ গাভিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধবতী করিয়া দাও। তোমাদিগের এপ্রকার ক্ষমতা যে, যে বর্ত্তিকা বৃকের গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তোমরা সে বর্ত্তিকাকে উহার মুখগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে।

১৪। যেরূপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে(১), তদ্রূপ হে অশ্বিদয়! তোমাদিগের জন্য এই স্তব প্রস্তুত করিলাম। যে রূপ জামাতাকে কন্যা দিবার সময় তাহাকে বসন ভূষণে অলস্কৃত করিয়া সম্প্রদান করে(২), তদ্রূপ এই স্তবকে আমি অলঙ্কৃত করিয়াছি। যেন নিত্যকাল আমাদিগের পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(১) ভৃগুসন্তানগণ রথ নির্ম্মাণ করিত, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই পাইয়াছি।
(২) কন্যাকে বিবাহের সময় অলস্কৃতা করিয়া অর্পণ করা যায়।

৪০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষা ঋষি(১)।

১। হে কর্ম্মসমূহের উপদেশকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের প্রকাণ্ড রথ যখন প্রাতঃকালে গমন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ধন বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই সমুজ্জ্বল রথকে কোন যজমান আপনার যজ্ঞের সাফল্য সম্পাদন করিবার জন্য স্তব করে? তোমাদিগের সেই রথ কোথায় যায়?।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায় বা কালযাপন কর ও যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে(২), অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে তদ্রূপ সমাদরের সহিত কে তোমাদিগকে আহ্বান করে?।

৩। তোমরা যেন বৃদ্ধ দুই রাজার তুল্য, তোমাদিগের নিদ্রাভঙ্গের জন্য যেন প্রাতঃকালে স্তুতি পাঠ করা হইয়াছে। প্রতিদিন তোমরা যজ্ঞ পাইবার জন্য কাহার ভবনে যাইয়া থাক? কাহার পাপ ধ্বংস করিয়া থাক? হে কর্ম্মে উপদেশকারীদ্বয়! কাহার যজ্ঞে দুটী রাজ পুত্রের ন্যায় যাইয়া থাক?।

৪। যে রূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মৃগদিগকে(৩) বাঞ্ছা করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে আমি দিন রাত্রি যজ্ঞের দ্রব্য লইয়া আহ্বান করিতেছি।

---

(১) কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায়, তাঁহার বিবাহ হয় নাই, পরে অশ্বিদ্বয় তাহার রোগ ভাল করিয়া দিলে, তিনি পতিলাভ করেন, তাহা ১। ১১। ৭ ঋকের টীকায় বলা হইয়াছে, সেই ঘোষা এই সূক্তের ঋষি। ঘোষা নামে প্রকৃত কোনও নারী ছিলেন কি না সন্দেহ, ঘোষাকর্ত্তৃক এ সূক্ত রচিত, তাহা বোধ হয় না, তাঁহার গল্প অবলম্বন করিয়া এবং অশ্বিদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য গল্প অবলম্বন করিয়া এই সূক্ত রচিত হইয়াছে, সুতরাং ঘোষারই নাম এই সূক্তের ঋষিস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১।১১২ ও ১। ১১৭ সূক্তের টীকায় অশ্বিদিগের সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প বিবৃত হইয়াছে, সে গুলি পুনরায় এখানে বিবরণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

(২) এতদ্দ্বারা বোধ হয়, বিধবার অসচ্চরিত্র অবলম্বন করা প্রকটিত হইতেছে না, স্বামির মৃত্যুর পর বিধবা স্বামির ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথাই বোধ হয় উল্লিখিত হইতেছে। মনু ৯। ৬৯ ও ৭০ দেখ। পণ্ডিতবর Roth এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। *Illustrations of the Nirukta*, p. 32.

(৩) মূলে "মৃগাবারণা" আছে। ইহার অর্থ কি হস্তী? ব্যাধগণ কি হস্তী ধরিত?।

হে উপদেশকারীদ্বয়! কালে কালে তোমাদিগের উদ্দেশে লোকে হোম করিয়া থাকে, তোমরাও লোকদিগের নিকট অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও, কারণ তোমরা তাবৎ কল্যাণের অধিপতি।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! হে উপদেশকারীদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, আমি চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক তোমাদিগের কথাই কহি, তোমাদিগের বিষয়ই জিজ্ঞসা করি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকটে তোমরা অবস্থিতি কর, রথারূঢ় ও ঘোটকসম্পন্ন আমার যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাকে দমন করিয়া রাখ।

৬। হে কবিদ্বয়! তোমরা রথের উপর আরোহণ করিয়াছ। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কুৎসের ন্যায় রথে আরোহণপূর্ব্বক স্তবকারীব্যক্তির ভবনে গমন কর, তোমাদিগের যে মধু আছে, তাহা এত প্রচুর যে মক্ষিকাগণ মুখে গ্রহণ করিতে থাকে। যে রূপ কোন নারী ব্যাভিচারে রত হয়(৪), তদ্রূপ মক্ষিকাগণ তোমাদিগের মধু গ্রহণ করে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যু নামক ব্যক্তিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, তোমরা বশ নামক রাজাকে এবং অত্রিকে এবং উশনাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। যে ব্যক্তি দাতা, সেই তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমাদিগের আশ্রয়ে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তাহাই কামনা করি।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাই কৃশ নামক ব্যক্তি এবং শৈয়ুব এবং তোমাদিগের পরিচর্য্যাকারীব্যক্তি এবং বিধবাকে রক্ষা করিয়াছিলে। তোমরাই যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাত মুখ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে।

৯। আমি ঘোষা, আমি নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে। তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করাতে তাঁহার জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হইয়া ইঁহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইনি রোগশূন্য ঐ সকল সুখভোগ করিবার উপযুক্ত সামর্থ ইঁহার জন্মিয়াছে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন পর্য্যন্ত করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে

(৪) মূলে "নিষ্কৃতং ন যোষণা" আছে। এই মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকের টীকা দেখ।

সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদনপূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তাহাদিগের সেই সুখ আমি অবগত নহি। তোমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর, অর্থাৎ যুবাস্বামী ও যুবতীস্ত্রীর পরস্পর সহবাসে কি প্রকার সুখ হয়, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। হে অশ্বিদয়! স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামির গৃহে গমন করি, ইহাই আমার কামনা।

১২। হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ সমস্ত পূর্ণ হউক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ বিধানকর্ত্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতি-গৃহে গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়পাত্র হই।

১৩। আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া থাকি, অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণ বিধাতাদ্বয়! আমি যে তীর্থে (অর্থাৎ ঘাটে) জল পান করি, তাহা সুবিধাযুক্ত করিয়া দাও। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে, তবে তাহাকে বিনাশ কর।

১৪। হে প্রিয়দর্শন অশ্বিদ্বয়! হে কল্যাণ বিধাতদ্বয়! অদ্য তোমরা কোথায় কোন ব্যক্তির ভবনে আমোদ আহ্লাদ করিতেছ? কে তোমা-দিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? কোন্ বুদ্ধিমান যজমানের গৃহে তোমরা গমন করিয়াছ?

---

৪১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহস্ত ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের উভয়ের সাধারণ একখানি রথ আছে, যাহাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে এবং স্তব করে, যাহা তিন খানি চক্রের উপর যজ্ঞে যজ্ঞে গমন করে। যাহা সর্ব্বত্র বিচরণপূর্ব্বক যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে। আমরা প্রতিদিন প্রভাতকালে সুরোচিত স্তবের দ্বারায় সেই রথকে আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্যদ্বয়! হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে রথ প্রাতঃকালে যোজনা করা হয় এবং প্রাতঃকালে গমন করে এবং মধু বহন করে, তোমরা সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক যজ্ঞ কর্ত্তাব্যক্তিদিগের নিকট গমন কর এবং তোমাদিগকে যে স্তব করে, তাহার হোতৃপরিবেষ্টিত যজ্ঞে গমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি সুহস্ত, আমি মধু হস্তে করিয়া অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতেছি, আমার নিকটে আগমন কর। অথবা অগ্নিধ্র নামক যে বলিষ্ঠ-পুরোহিত দান করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার নিকট আগমন কর, যদিচ তোমরা অন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যজ্ঞে গমন করিয়া থাক, তথাপি আমার ভবনে মধুপান করিতে আগমন কর।

---

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণাখ্য ঋষি।

১। যেমন ধনুর্দ্ধারী বাণক্ষেপকারীব্যক্তি অতি সুন্দর বাণ ক্ষেপণ করে, তদ্রূপ তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্রমাগত স্তব প্রয়োগ করিতে থাক, অতি পরিষ্কার ও অলঙ্কৃত করিয়া স্তব প্রয়োগ কর, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমার সহিত যে স্পর্দ্ধা করে, এমনি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিবে, যে সে পরাজিত হয়, হে স্তুতিকারী! ইন্দ্রকে সোমের দিকে আকর্ষণ কর।

২। হে স্তুতিকারী! যেমন দোহন করিয়া গাভীর নিকট হইতে লোকে নিজ প্রয়োজন সাধন করে, তদ্রূপ বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রদ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে জাগরিত কর। যেমন ধনপূর্ণ পাত্রকে লোকে নিম্নমুখ করিয়া তদন্তর্গত ধন ঢালিয়া লয়, তদ্রূপ বীর ইন্দ্রকে কামনা সিদ্ধির জন্য অনুকুল করিয়া লও।

৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেন "ভোজ" এই নাম দেয়? অর্থাৎ তুমি দাতা বলিয়াই তোমাকে ঐ নাম দেয়। আমি শুনি, যে তুমি লোককে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তেজস্বী করিয়া দাও, অতএব আমাকে তীক্ষ্ণ কর। হে ইন্দ্র! আমার বুদ্ধি যেন কর্ম্মকার্য্য বিষয়ে নৈপুণ্যযুক্ত হয়। যাহাতে ধন উপার্জ্জন করা ভাগ্যে ঘটে, আমার এই প্রকার শুভাদৃষ্ট করিয়া দাও।

৪। হে ইন্দ্র! লোকে যখন যুদ্ধস্থলবর্ত্তী হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নাম লয়। যে যজ্ঞকারী ইন্দ্র তাহার সহযোগী হয়েন। আর যে তাঁহার জন্য সোম প্রস্তুত না করে, তিনি উহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাঞ্ছা করেন না।

৫। যে অন্নসম্পন্নব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রখর সোমরস প্রস্তুত করে এবং যেমন ধনাঢ্য লোকে গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু ধন বিতরণ করে, তদ্রূপ যে তাঁহাকে অকাতরে সোমরস দেয়, ইন্দ্র তাহার সহায় হয়েন এবং তাহার শত্রুগণ বলিষ্ঠ ও বহুসৈন্য পরিবৃত হইলেও তিনি উহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পৃথক করিয়া দেন এবং তিনি বৃত্রকে বধ করেন।

৬। যে ইন্দ্রকে আমরা স্তব করিলাম, যিনি ধনসম্পন্ন এবং আমাদিগের কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। শত্রু ইঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করুক। শত্রুর দেশের তাবৎ সম্পত্তি ইহার করতলগত হউক।

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তর লোকেই তোমাকে ডাকে। তোমার যে ভয়ানক বজ্র আছে, তদ্দ্বারা নিকটের শত্রুকে দূর করিয়া দাও। হে ইন্দ্র! আমাকে যবপূর্ণ গাভীযুক্ত সম্পত্তি বিতরণ কর, যে তোমার স্তব করে, তাহার স্তুতিকে রত্ন ও অন্নপ্রসবিনী কর।

৮। প্রখর সোমরসগুলি বহুল ধারাতে মধুর রস বর্ষণ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ইন্দ্র সোমরসদাতাকে কখনই বারণ করেন না, কখনই বলেন না, যে (আর না) বরং সোমরস প্রস্তুতকারী-ব্যক্তিকে বিস্তর অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন।

৯। যেমন দ্যূতক্রীড়ানিরতব্যক্তি যাহার নিকট হারিয়াছে, তাহাকেই ক্রীড়াকালে অন্বেষণপূর্ব্বক হারাইয়া দেয়, তদ্রূপ যে অনিষ্ট করে, ইন্দ্র সেই শত্রুকেই পরাস্ত করেন। যে দেবভক্তব্যক্তি দেবপূজাতে ধন ব্যয় করিতে কৃপণতা না করেন, ধনবান ইন্দ্র তাহাকেই ধনী করেন।

১০। কষ্টকর দারিদ্রদুঃখ হইতে আমরা যেন গাভীদিগের দ্বারা উত্তীর্ণ হই। হে পুরুহূত! আমরা যেন যবের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পাই। আমরা যেন রাজাদিগের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া নিজ বলপ্রভাবে বিস্তর সম্পত্তি জয় করিতে পারি।

১১। বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাপাত্মা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকে এবং মধ্যভাগে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদিগের সখা, আমরা তাঁহার সখা; তিনি আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করুন।

---

৪৩ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। আমার স্তবগুলি সকলে মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে উদ্দেশপূর্ব্বক স্তব করিয়াছে, তাহারা সকলই লাভ করাইতে পারে, যেমন নারীবর্গ নিজের স্বামীকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ স্তুতিগণ সেই শুদ্ধস্বভাব-দাতা ইন্দ্রের আশ্রয় পাইবার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তোমার দিক্ হইতে আমার মন অন্যত্র যায় না। আমি তোমারি উপর আমার অভিলাষ সংস্থাপন করিয়াছি। রাজা যেমন নিজ ভবনে, তদ্রূপ তুমি কুশের উপর উপবেশন কর। এই সুন্দর সোম হইতে তোমার পানকার্য্য সম্পন্ন হউক।

৩। ইন্দ্র দুর্গতি ও অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুন। সেই ধনদাতা ইন্দ্র সকল ধন ও সকল সম্পত্তির অধিপতি। সেই যে কামনাবর্ষণকারী তেজস্বী ইন্দ্র, তাঁহারই আদেশে এই সপ্তসিন্ধু নিম্নদিকে প্রবহমান হইয়া অন্ন বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ শস্যের উপচয় করিতেছে।

৪। যেরূপ পক্ষিগণ সুন্দর পত্রধারী বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ আনন্দবর্দ্ধনকারী পাত্রস্থিত সোমরসগণ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিল। সেই সোমরসের তেজের দ্বারা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মনুষ্যদিগকে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ দান করুন।

৫। দ্যূতক্রীড়াকারীব্যক্তি যেমন ক্রীড়াকালে আপনার বিজেতাকে অন্বেষণপূর্ব্বক পরাস্ত করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃষ্টিরোধকারী সূর্য্যকে পরাভব করেন। হে ইন্দ্র! হে ধনশালি! কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেহই তোমার সেই বীরত্বের অনুরূপ কার্য্য করিতে পারে নাই।

৬। ধনদাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যে বর্ত্তমান আছেন। অভিলাষ সিদ্ধিকারী ইন্দ্র সকলের স্তবেই অবধান করেন। যাহার সোমযাগে ইন্দ্র প্রীতি লাভ করেন, সে প্রখর সোমরসের দ্বারা যুদ্ধাভিলাষী শত্রুদিগকে পরাস্ত করে।

৭। যেমন জল সমস্ত নদীর দিকে যায়, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহগণ হ্রদে যাইয়া পড়ে, তদ্রূপ সোমরসগুলি ইন্দ্রের মধ্যে যায়। যজ্ঞস্থানে পণ্ডিতগণ তাঁহার তেজের বৃদ্ধি করিয়া দেন, যেরূপ স্বর্গীয় বারিপাতসহকারে বৃষ্টি যব শস্যের বৃদ্ধি সম্পাদন করে।

৮। যেরূপ একটী বৃষ কুপিত হইয়া আর এক বৃষের প্রতি ধাবিত হইতেছে দেখা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্র মেঘের প্রতি ধাবিত হইয়া আপনার আশ্রিত স্বরূপ জল সমস্তকে নির্গত করেন; যে ব্যক্তি সোমযাগ করে, অকাতরে দান করে এবং হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করে, সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া ধনদাতা ইন্দ্র জ্যোতিঃ দান করেন।

৯। ইন্দ্রের বজ্র তেজের সহিত উদয় হউক, যজ্ঞের কথা যেরূপ পূর্ব্বকালে, তদ্রূপ একালেও হইতে থাকুক। ইন্দ্র নিজে উজ্জ্বল হইয়া পরিষ্কার আলোক ধারণপূর্ব্বক শোভাযুক্ত হউন, সাধু ব্যক্তিবর্গের পালনকর্ত্তা ইন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হউন।

১০। ১১। পূর্ব্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সহিত এক।

---

৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কৃষ্ণ ঋষি।

১। যে ইন্দ্র দেখিতে স্থূলকায়, অথচ যিনি আপনার বিপুল ও দুর্দ্ধর্ষ বলের দ্বারা আর সমস্ত বলশালী পদার্থকে হীনবল করিয়া দেন, সেই ধনাধিপতি ইন্দ্র রথে আরোহণপূর্ব্বক আমোদ করিবার জন্য আগমন করুন।

২। হে নরপতি ইন্দ্র! তোমার রথ সুগঠন, তোমার রথের দুই অশ্ব সুশিক্ষিত, তোমার হস্তে বজ্র রহিয়াছে; হে প্রভু! এই মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক

শীঘ্র সরল পথ দিয়া নিম্নে আগমন কর। তোমার পানের নিমিত্ত সোমরস প্রস্তুত আছে, তাহা তোমাকে পান করাইয়া তোমার বল আরও আমরা বাড়াইয়া দিব।

৩। যে ইন্দ্র আর সকল নায়কের নায়ক যাঁহার হস্তে বজ্র আছে, যিনি বিপক্ষদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দেন, যিনি দুৰ্দ্ধর্ষ, যাঁহার ক্রোধ কখন বৃথা যায় না, তাঁহাকে তাঁহার বহনকারী দুৰ্দ্ধর্ষ ঘোটকগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনুক।

৪। হে ইন্দ্র! যে সোমরস শরীরকে পালন অর্থাৎ শারিরীক পুষ্টি বিধান করে, যাহা কলসের মধ্যে সম্মিলিত হইয়া আছে, যাহা বলকে সংধারিত করে, তুমি সেই সোমরস আপন উদরে সেচন কর। আমার বল বৃদ্ধি করিয়া দাও, আমাদিগকে তোমার আত্মীয় করিয়া লও, কারণ তুমি বুদ্ধিমানদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী প্রভুস্বরূপ হইতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! সম্পত্তি সমস্ত আমার নিকট আগমন করুক, কারণ আমি স্তব করিতেছি। আমি সোম সঞ্চয়পূর্ব্বক উত্তম উত্তম কামনা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছি, তুমি এস। তুমি সকলেরই অধিপতি। এই কুশে উপবেশন কর। তোমার পানের জন্য যে সোম পাত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, কাহারো সাধ্য নাই, যে সে গুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পান করে।

৬। যাঁহারা পূর্ব্বকাল হইতে যজ্ঞে দেবতাদিগের নিমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা অতি মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সকলে স্বতন্ত্রভাবে সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞস্বরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহারা কুকর্ম্মান্বিত, তাহারা ঋণী রহিল, অর্থাৎ অঋণী হইতে পারে নাই এবং সেই অবস্থাতেই নিম্নগামী হইল (তলাইয়া গেল)।

৭। ইদানীন্তনকালে, যাহারা সে প্রকার দুর্ম্মতি, তাহারাও তদ্রূপ অধোগামী হউক। তাহাদিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগের কি গতি হইবে, কিছুই স্থিরতা নাই। যাহারা পূর্ব্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান করিয়া থাকে, তাহারা এতাদৃশ ধামে উপনীত হয়, যথায় অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে।

৮। ইন্দ্র যখন সোমপান করিয়া মত্ত হয়েন, তখন তিনি সর্ব্বত্রসঞ্চারী কম্পান্বিত মেঘদিগকে সুস্থির করেন, গগন ক্রন্দন অর্থাৎ শব্দ করিয়া উঠে, তিনি আকাশকে আন্দোলিত করেন। যে দ্যাবা ও পৃথিবী পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাদিগকে তিনি সেই অবস্থায় সঞ্চারণ করেন এবং বিবিধ স্তব উচ্চারণ করেন।

৯। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত এই এক সুগঠিত অঙ্কুশ আমি হস্তে ধারণ করিয়া আছি। ইহাদ্বারা তুমি খুরপুট বিক্ষেপকারীদিগকে অর্থাৎ হস্তীদিগকে দণ্ড করতঃ বশীভূত কর। এই যে সোমযাগ হইতেছে, ইহাতে তুমি আসিয়া স্থান গ্রহণ কর। দেখিও যেন এই সোমযাগে আমরা সৌভাগ্যশালী হই।

১০।১১। পূর্ব্ব সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকের সহিত অভিন্ন।

৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি।

১। অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যুৎরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলের মধ্যে। এইরূপে সেই নরহিতকারী অগ্নি নিরন্তর জাজ্বল্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান করিতে জানেন, তিনি তাঁহাকে স্তব করেন।

২। হে অগ্নি! আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্ত্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি। তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি; আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি।

৩। নরহিতকারী বরুণদেব সমুদ্র মধ্যে জলের অভ্যন্তরে তোমাকে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছেন। আর আকাশের ঊধঃস্বরূপ যে সূর্য্য তন্মধ্যেও তুমি প্রজ্জ্বলিত আছ। আর তোমার তৃতীয় স্থান মেঘলোক, তথায় বৃষ্টি-বারিতে তুমি বাস কর, প্রধান প্রধান দেবতারা তোমার তেজঃ বৃদ্ধি করেন।

৪। অগ্নির ঘোরতর শব্দ উত্থিত হইল, আকাশে যেন বজ্রপাত হইতেছে; অগ্নি পৃথিবীকে লেহন করিতেছেন, লতা প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যদিও এই মাত্র জন্মিয়াছেন, তথাপি বিশেষরূপে প্রজ্জ্বলিত ও বিস্তারিত হইয়াছেন। দ্যাবা ও পৃথিবীর মধ্যে কিরণ বিস্তার করাতে তাঁহার শোভা হইয়াছে।

৫। অগ্নি যখন প্রভাতের প্রথম ভাগেই প্রজ্জ্বলিত হয়েন, তখন তাঁহার কি শোভা হয়। তিনি কত শোভা আবিষ্কৃত করেন। তিনি অশেষ সম্পত্তির আধারস্বরূপ। তিনি স্তুতিবাক্য সকল স্ফূরিত করিয়া দেন, সোমরসকে রক্ষা করেন। তিনি নিজেই ধনস্বরূপ, তিনি বলের পুত্র, তিনি জলের মধ্যে বিরাজ করেন।

৬। তিনি সকল বস্তুকে প্রকাশ যুক্ত করেন, তিনি জলের মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি জাতমাত্রে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিপূর্ণ করি-লেন। যখন পঞ্চজনপদের মনুষ্য তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, তখন তিনি সুকঠিন মেঘের দিকে উদ্যত হইয়া সেই মেঘ ভেদপূর্ব্বক জল আনয়ন করিলেন।

৭। অগ্নি হোমের দ্রব্য কামনা করেন, সকলকে পবিত্র করেন, চতুর্দ্দিকেও গতিবিধি করেন, তাঁহার মেধা চমৎকার, তিনি নিজে অমর হইয়া মরণধর্ম্মান্বিত মনুষ্যদিগের মধ্যে সমর্পিত আছেন। সুরঞ্জিত ধূম ধারণ-পূর্ব্বক তিনি গতিবিধি করিয়া থাকেন এবং শুক্লবর্ণ আলোকের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন।

৮। তিনি দেখিতে জ্যোতির্ম্ময়, তাহার দীপ্তি অতি মহৎ, তিনি দুর্দ্ধর্ষ দীপ্তিসহকারে যাইতে যাইতে শোভা ধারণ করেন। সেই অগ্নি বৃক্ষের কাষ্ঠ অন্নস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমর অর্থাৎ অনির্ব্বাণশীল হইয়া উঠিলেন, দিব্যলোক ইঁহাকে জন্ম দিয়াছেন, দিব্যলোকের জন্মদানশক্তি কি সুন্দর!

৯। হে মঙ্গলময় শিখাধারী নবীন অগ্নি! যে ব্যক্তি অদ্য তোমার জন্য ঘৃতযুক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে তুমি উত্তম উত্তম ধনের দিকে লইয়া যাও, সেই দেবভক্তব্যক্তিকে সুখসচ্ছন্দের দিকে লইয়া যাও।

১০। যখনই উত্তম উত্তম অন্নসহকারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তুমি যজমানের প্রতি অনুকূল হও। প্রত্যেক স্তব উচ্চারিত হইবার সময় অনুকূল হও। সে যেন সূর্য্যের নিকটে প্রিয় হয়, অগ্নির নিকট প্রিয় হয়। তাহার যে পুত্র জন্মিয়াছে, অথবা যে পুত্র জন্মিবে, সকলের সহিত সে যেন শত্রু মর্দ্দন করে।

১১। হে অগ্নি! প্রতিদিন যজমানগণ তোমার নিকট উত্তম উত্তম নানা বস্তু পূজা দেয়। বুদ্ধিমান্ দেবতাগণ তোমার সহিত একত্র হইয়া ধন কামনা পূর্ণ করিবার জন্য গাভীপরিপূর্ণ গোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল।

১২। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহার মূর্ত্তি সুগঠন, যিনি সোম রক্ষা করেন, ঋষিরা সেই অগ্নিকে স্তব করিলেন। দ্বেষবিবর্জ্জিত দ্যাবাপৃথিবীকে আমরা ডাকিতেছি। হে দেবতাগণ! আমাদিগকে লোকবল ও ধনবল প্রদান কর।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

অষ্টম অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৭।

ভূমিকা।

অষ্টম অষ্টকে দশম মণ্ডলের শেষ অংশ আছে। ঋগ্বেদ সংহিতা এই খানে সমাপ্ত হইল।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা আমরা ঐ মণ্ডলের প্রথম অংশ দেখিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলাম। পরলোকের সুখের বিস্তীর্ণ বিবরণ, পিতৃলোকদিগের বিবরণ, যম ও যমী সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিবরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র, প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পাঠক সপ্তম অষ্টকের ভূমিকা দেখুন।

দশম মণ্ডলের শেষ অংশটী দেখিলেও সেই মত স্থিরীকৃত হয়। ঋগ্বেদের প্রথম নয় মণ্ডলে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই, অথবা অতি সংক্ষেপে উল্লখিত হইয়াছিল, এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে তাহার বিস্তীর্ণ বর্ণনা ও আলোচনা পাওয়া যায়। ঋষিগণ কেবল যে "বিশ্বকর্ম্মা" বা "প্রজাপতি" বা "পুরুষ" নামে এক ঈশ্বরের অনুভব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এবং সৃষ্টি সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ দিতে সাহস করিয়াছেন। ফলতঃ বেদান্তে, অর্থাৎ উপনিষদে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাই, তাহার প্রথম উৎপত্তি এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে পাওয়া যায়।

ইহার আধুনিকত্বের আর একটী লক্ষণ দেখা যায়। ঋত্বিক্ ও স্তোতাসম্প্রদায়ক্রমে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাধ্যান্যের সহিত জনসামজের ধর্ম্মভীরুতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই দশম মণ্ডলের শেষ ভাগে যে সপত্নীদমন মন্ত্র, গর্ভসঞ্চার মন্ত্র, পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র, প্রভৃতি বালকোচিত, সূক্তগুলি দেখিতে পাই, তাহাতে জন সাধারণের ধর্ম্মভীরুতা ও চিন্তাশক্তির অবনতি অনুভূত হয়।

একটী বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করা উচিত। আমরা দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি। এই আধুনিক সূক্ত-গুলিও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে অতি প্রাচীন অপেক্ষাও

প্রাচীন। স্মৃতি ও পুরাণে যেরূপ সমাজ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাই, দশম মণ্ডলের অতি আধুনিক অংশের বর্ণনাও তাহা অপেক্ষা অনেক পুরাতন। ঋগ্বেদের অতিশয় আধুনিক অংশের রচনার সময়ও ঋগ্বেদের দেবগণের উপাসনা ছিল, পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ হয় নাই এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" হইয়া দাঁড়ায় নাই। সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে "জাতি" বিভাগের কোনও নিদর্শন নাই, দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তে যে মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হাস্যজনক।

আমি তৃতীয় অষ্টকের ভূমিকার পাঠকদিগকে অবগত করিয়াছিলাম যে অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কার্য্য শেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্থ অষ্টকটী আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মুদ্রাযন্ত্রে দিয়া আসিয়াছিলাম। অবশিষ্ট চারিটী অষ্টক সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিয়া এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইতেছি, এবং এই অবসরে পাঠকবৃন্দের নিকট এই প্রবাস হইতে পুনরায় সস্নেহে বিদায় লইলাম।

ON BOARD THE "NUDDEA,"
London, 26th May 1886.

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

আধুনিক সূক্ত।

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পাঠক নিম্নলিখিত টীকাগুলি দেখিবেন।

সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
৬১	২
৭২	৩
৮১	১
৮৫	১
৮৬	৪
৯০	১, ২ ও ৪
৯৭	১
১০৯	১
১১৪	৩
১২১	১
১২৯	১
১৩০	২
১৩৬	১
১৩৭	১
১৩৮	২
১৪৫	১
১৫১	১
১৫৫	১
১৫৭	১
১৫৯	১
১৬১	১
১৬২	১
১৬৩	১
১৬৪	১
১৬৫	২
১৬৭	১
১৭০	১
১৭৩	১
১৭৭	৩
১৮১	১
১৮৩	১
১৮৪	১
১৮৯	১
১৯০	১
১৯১	১

ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	দশম মণ্ডল। সূক্তের সংখ্যা।	দশম মণ্ডল। টীকার সংখ্যা।
এক ঈশ্বরের অনুভব — বিশ্বকর্ম্মা	৮১ ও ৮২	সমস্ত সূক্ত।
এক ঈশ্বরের অনুভব — পুরুষ	৯০	,, ,,
এক ঈশ্বরের অনুভব — হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতি	১২১	,, ,,
ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এক পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র	১১৪	৩
জীবাত্মা, ইত্যাদি	১৭৭	১ হইতে ৩
সৃষ্টির কথা	৮২	১ ও ৪
	১২৯	সমস্ত সূক্ত
পুণ্যদ্বারা স্বর্গলাভ	৫৬	২
	৬৩	১
	৭৩	৩
পিতৃলোকগন স্বর্গে বাস করেন ও যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন	৫৬	৩ ও ৪
	৩০	১
অসুনীতি, নিঃঋতি ও অনুমতি	৫৯	১
	৫৯	২
বাস্তোষ্পতির জন্ম বিবরণ	৬১	১ ও ২
অদিতি	৭২	১ ও ২
ক্রোধ	৮৩	৪
সোম	৮৫	১ ও ৩
সূর্য্যার বিবাহ	৮৫	৩
বিশ্বাবসু	৮৫	৬
	১৩৯	১
অপ্বা	১০৩	১
বেন	১২৩	১
যম	১৩৫	১
	১৫৪	১
কেশী	২৩৬	১
দক্ষিণা ও দান	১০৭	১
	১১৭	১
শ্রদ্ধা	১৫১	১
উর্ব্বশী ও পুরুরবা	৯৫	১ হইতে ৩
৩৩৩৯ দেব	৫২	১
অসুর	৫৫	২
রাক্ষস	৮৭	১
ঋগ্বেদের ঋক্ ও শব্দের সংখ্যা	১১৪	৪
৭ জন পুরোহিত	১১৪	৫
ত্ররিন্দ্রচাত্ব	১০৯	১
সরমা	১০৮	১
বৃষাকপি	৮৬	৪

আচারব্যবহার সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ।

বিষয়।	দশম মণ্ডল। সূক্তের সংখ্যা।	দশম মণ্ডল। টীকার সংখ্যা।
ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্যদিগের নিবাস স্থান	৭৫	৪
অশ্মন্বতী, সরস্বতী, সরয়ূ, সিন্ধু এবং সিন্ধুর শাখা সকলের প্রাচীন নাম।	৫৩	১
	৬৪	১
	৭৫	১ হইতে ৪
আর্য্য ও অনার্য্য	৪৯	১ ও ২
	৬২	১
	৬৯	১
	৭৩	৩
	৮৩	১ হইতে ৩
	৮৬	৩
	১০২	২
	১৩৮	১
কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রাম	৬৮	১ ও ২
	৯৩	১
	৯৯	১
	১০১	১
	২১৭	১
জাতি বিভাগ ছিল না	৭১	২ হইতে ৪
জাতি বিভাগ ছিল এরূপ দেখাইবার জন্য মিথ্যা প্রমাণ সৃষ্টি করণ	৯০	৩
গাভী ও বৃষ খাদ্যদ্রব্য	৭৯	১
	৮৬	১ ও ২
	৮৯	১
	৯১	১
	১৬৯	১
মনুষ্যের জীবন শত বৎসর	৮৫	১২
	১৬১	১
মৃতপুত্রের জন্য খেদ	৫৬	১
মৃত ভ্রাতার জন্য খেদ	৫৭	১
	৫৮	১ ও ২
	৬০	১
ভাষা সমালোচনা	৭১	সমস্ত সূক্ত।
ছন্দঃ সমূহ	১৩০	২
ঋগ্বেদের বিকৃত অর্থ করণ	১২১	১

ঋগ্বেদ সংহিতা।

অষ্টম অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৪৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎসপ্রি ঋষি।

১। যে অগ্নি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হোতা হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে আধান করা হইয়াছে। তুমি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহ রক্ষাপূর্ব্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দিবেন।

২। এই অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন; যেমন একটী গাভী হারাইয়া গেলে তাহার পদচিহ্ন দর্শনে অনুসন্ধান হয়, তদ্রূপ অগ্নি পরিচর্য্যাকারীরা তাঁহার সন্ধান করিলেন। ভৃগুবংশীয়েরা অগ্নির কামনা করিলেন, অগ্নি নিভৃতস্থানে ছিলেন, সেই সুপণ্ডিত ঋষিগণ অগ্নি পাইবার ইচ্ছায় নমোবাক্য বলিতে বলিতে তাঁহাকে পাইলেন।

৩। বিভুবসের পুত্র ত্রিত বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিয়া অগ্নিকে ভূমির উপর প্রাপ্ত হইলেন। অগ্নি যজমানদিগের অট্টালিকাতে নবীন মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক অতি সুখকর হইয়াছেন, তিনি জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রাপ্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ হইয়াছেন।

৪। অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিক্‌গণ মনুষ্যসমাজে অগ্নিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সে অগ্নি এক্ষণে সোমপানে মত্ত হয়েন, হোতা হয়েন, নমোবাক্য দ্বারা অনুকূল

হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, হোমের দ্রব্য দেবতাদিগের নিকট বহন করেন।

৫। হে হোতা! যে অগ্নি জয়শীল, যিনি অতি মহৎ, যিনি বুদ্ধিমান্‌দিগকে আশ্রয় দেন, তুমি উপযুক্ত মত তাঁহার স্তবকার্য্য নির্ব্বাহ কর, সেই অগ্নি বিপক্ষদিগের পুরী ধ্বংস করেন, তিনি অরণি, অর্থাৎ অগ্নি মন্থনকার্য্যের প্রসবস্বরূপ, তিনি অতি চমৎকার পদার্থ, তাঁহাকে স্তব করিলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে হোমের দ্রব্য দিয়া তাঁহার দ্বারা যত অনুষ্ঠান করাইয়া লয়।

৬। সেই অগ্নির তিন মূর্ত্তি, তিনি শিখা পরিবেষ্টিত হইয়া আলোকের দ্বারা যজমান্‌দিগের গৃহ পরিপূর্ণ করতঃ যজ্ঞগৃহ মধ্যে আপন স্থানের অভ্যন্তরে উপবেশন করেন। তথায় মনুষ্যগণের যাহা কিছু দেয়, সকলি তিনি সংগ্রহপূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা শত্রুদমন করিতে করিতে ঐ সমস্ত হোমের দ্রব্য দেবতাদিগকে দিতে যান।

৭। এই যে যজমান্ এই ব্যক্তির অনেকগুলি অগ্নি আছেন, তাঁহারা সকলেই জরাবিহীন, শত্রুবর্গের শাসনকর্ত্তা ও চমৎকার ধূম নির্গত করেন। তাঁহারা পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শ্বেতবর্ণ ধারণ করেন, শীঘ্র শীঘ্র পরিপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, কাষ্ঠে উপবেশন করেন এবং সোমরসের ন্যায় গতিবিধি করেন।

৮। অগ্নি কাঁপিতে কাঁপিতে পৃথিবীর উত্তম উত্তম সামগ্রী জিহ্বাসহযোগে ধারণ, করিতেছেন মনে মনেও জানিতেছেন। মনুষ্যগণ তাঁহাকে আধান করিলেন, কারণ তিনি সোমরস পানে মত্ত হইয়া পবিত্রতা উৎপাদন করেন, শুভ্রবর্ণ ধারণ করেন, হোতার কার্য্য সম্পাদন করেন। যজ্ঞ পাইবার উপযুক্ত তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

৯। ইনি সেই অগ্নি, যাঁহাকে দ্যাবা ও পৃথিবী জন্মদান করিয়াছেন, জল ও ত্বষ্টা ও ভৃগুবংশীয়েরা বলের দ্বারা যাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তবের যোগ্য; মাতরিশ্বা ও অপরাপর দেবতারা মনুষ্যের যজ্ঞ করিবার জন্য যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তোমাকে দেবতারা আধান করিয়াছেন; তোমাকে যজ্ঞ দিবার জন্য মনুষ্যগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাসহকারে আধান করেন; সেই তুমি যজ্ঞের সময় স্তবকারী ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, দেবভক্তব্যক্তি যেন বিশিষ্ট যশ প্রাপ্ত হয়।

---

৪৭ সূক্ত।

বৈকুণ্ঠইন্দ্র দেবতা। সপ্তগু ঋষি(১)।

১। হে ধনের অধিপতি ইন্দ্র! আমরা ধন কামনা করিয়া তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলাম। হে বীর! আমরা জানি, তুমি বিস্তর গোধনের স্বামী। আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, রক্ষা করিতে উত্তমরূপ পার, সুন্দররূপে নেতার কার্য্য কর, তোমার কীর্ত্তিতে চারি সমুদ্র সমুজ্জ্বল, তুমি নানা সম্পত্তি ধারণ কর, তুমি মুহুর্মুহু স্তব পাইবার যোগ্য, সকলেই তোমাকে প্রার্থনা করে; আমরা তোমাকে এইরূপ জানি। আমাদিগকে নানাবিধ; ইত্যাদি। (পূর্ব্ব ঋকের শেষ অংশ)।

৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে এরূপ একটী পুত্রস্বরূপ ধন দান কর, যে স্তোত্ররত ও দেবভক্ত হয়, যে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, বিশালকায়, গম্ভীরবুদ্ধি, সুপ্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেজস্বী, শত্রুদমনক্ষম ও প্রিয়দর্শন হয়। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন উপার্জ্জন কর, তুমি বুদ্ধিমান, লোকদিগকে তারণ কর, সম্পত্তি পূর্ণ করিয়া দাও; তোমার বৃদ্ধি ক্রমাগতই হইতেছে, তোমার বল অতি সুন্দর, তুমি দস্যুদিগকে নিধন কর, তাহাদিগের পুরী ধ্বংস করিয়া থাক, আমাদিগকে নানাবিধ ইত্যাদি।

---

(১) বিকুণ্ঠা নামে অসুরনারী ইন্দ্রের তুল্য পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করাতে ইন্দ্র নিজেই তাহার গর্ভে জন্মিয়া বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র হয়েন। সায়ণ। কিন্তু ইহা পৌরাণিক আখ্যান, বৈদিক নহে।

৫। তোমার বিস্তর অশ্ব আছে, রথ আছে, অনুগামী লোক আছে, তোমার শতসহস্র গোধন আছে, তুমি বলবান্, তোমার উৎকৃষ্ট অনুচরবর্গ আছে, তোমার পারিষদেরা বুদ্ধিমান, তুমি সকলি দিতে পার। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৬। আমি সপ্তগু, আমি যাহা ধ্যান করি, তাহা সত্য হয়, আমার বুদ্ধি সুন্দর, আমি বিস্তর মন্ত্রের স্বামী; দেবতাবিষয়িনী সুমতি আমার উপস্থিত হইতেছে। আমি অঙ্গিরার গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নমোবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাদিগের নিকট যাইয়া থাকি। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৭। আমি যে সকল সুন্দর ভাবযুক্ত স্তবসমূহ প্রস্তুত করি, ঐ সকল স্তব আমি মনের সহিত পাঠ করি, ঐ সকল স্তব শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে; তাহারা আমার দূতের ন্যায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইতে যাইতেছে। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

৮। হে ইন্দ্র! আমি তোমার নিকট যাহা যাচ্ঞা করি, তুমি তাহা আমাকে দাও, এরূপ একখানি প্রকাণ্ড বাস্তুবাটী দাও, যেরূপ কাহারো নাই, দ্যাবা ও পৃথিবী তাহা অনুমোদন করুন। আমাদিগকে নানাবিধ, ইত্যাদি।

---

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র ঋষি।

১। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হইয়াছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করিয়া লই। প্রাণীগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি।

২। আমি অথর্ব্বা ঋষির বক্ষঃস্থল রোধ করিয়াছিলাম। অমি বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কাড়িয়া ত্রিতকে দিয়াছিলাম। আমি দস্যুদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া ছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার নিকট গাভীসমস্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম।

৩। আমার জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, দেবতারা আমার জন্য কার্য্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্য্যের সৈন্যের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, যে যাহা কিছু করিয়াছে, বা যাহা ভবিষ্যতে করিবে, সকলেতেই আমার উপর নির্ভর করে।

৪। যখন কেহ স্তবের সহিত সোমরস দিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করে, তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য; পশু বাণ দ্বারা জয় করিয়া দি এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি।

৫। কেহ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট জয় করিয়া লইতে পারে নাই, মৃত্যুর নিকট কখন আমি নত হই নাই। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত করিয়া যাহা ইচ্ছা আমার নিকট যাচ্ঞা কর। দেখিও আমার বন্ধুত্ব যেন কখন তোমরা হারাইও না(১)।

৬। এই যে সকল শত্রু, যাহারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দুই দুই জন করিয়া অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, যাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে এমন প্রহার করিলাম যে, তাহারা নিধন হইল। তাহারা নত হইল, আমি নত হইবার নহি।

৭। যদি একজন আসে, তাহাকেও আমি পরাভব করি; যদি দুই জন আসে, তাহাদিগকেও পরাভব করি; তিন জন আসিয়াই বা আমার কি করিতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দ্দন করিবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দ্দন করে, আমিও তদ্রূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি, ইন্দ্র যাহাদের প্রতি বিমুখ, সেই সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা, অর্থাৎ পরাভব করিতে পারে?।

৮। আমিই গুঙ্গুদিগের দেশে প্রজাবর্গের মধ্যে অতিথিগুর পুত্রকে স্থাপন করিয়াছি, তিনি তাহাদিগের শত্রু সংহার করিতেছেন, বিপদ নিবারণ করিতেছেন এবং মূর্ত্তিমান ভক্ষ্যভোজ্যের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। সেই সময়ে পর্ণয় এবং করঞ্জ নামক শত্রুদ্বয়কে বধ করা

(১) ইন্দ্রকেই এই সূক্তের ঋষি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, বোধ হয় পুরুবংশীয়দিগের কোনও স্তোতাদ্বারা এই সূক্ত রচিত।

হইয়াছিল এবং বৃত্রের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাঁহাতে আমার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

৯। আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রয় স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান্ ও ভোগবান্ হয়, তোমরা তাহার সহিত বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ কর, এই দুই কার্য্য তোমাদিগের তাহার নিকট সম্পন্ন হইবে। সেই ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি নিজেই তাহার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়, সকলে তাহাকে স্তব করে।

১০। দৃষ্ট হইল যে দুই জনের মধ্যে এক জন সোমযাগ করিতেছে। পালনকর্ত্তা ইন্দ্র তাহার পক্ষে বজ্র ধারণপূর্ব্বক তাহাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিলেন। আর তাহার যে শত্রু সেই তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, সে অন্ধকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

১১। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ইঁহারা সকলেই দেবতা; আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁহাদিগের স্থান উৎখাত করি না, তাঁহারা আমাকে এই উদ্দেশে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন করিব। সেই নিমিত্তই আমাকে কেহ পরাজয় বা হিংসা করিতে পারে না, কেহ আমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না।

---

৪৯ সূক্ত।

বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র ঋষি। তিনিই দেবতা।

১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি, উহাতে আমারি ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আমি যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির উৎসাহদাতা হইয়া থাকি; আর যাহারা যজ্ঞ না করে, তাহাদিগকে সকল যুদ্ধেই পরাভব করি।

২। স্বর্গের দেবতারা এবং ভূচর ও জলচর জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এই নাম দিয়াছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তাহারা অদ্ভুত লীলা-বিশিষ্ট এবং অতি বেগবান্। আমি অন্ন উপার্জ্জনের জন্য দুর্দ্ধর্ষ বজ্র ধারণ করি।

৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বারা বধ করিয়াছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য্য সাধন করিয়া কুৎস নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তি বধের জন্য বজ্র ধারণ করিয়াছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে "আর্য্য" এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি(১)।

৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা করিয়াছিল, আমি উহার পিতার ন্যায় বেতসু প্রদেশ উহার বশীভূত করিয়া দিলাম এবং তুগ্র ও স্মদিভ এই দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত করিয়া দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। আমি পুত্রের ন্যায় তাহাকে প্রিয়বস্তু প্রদান করি, তাহাতে সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে।

৫। যৎকালে শ্রুতর্ব্বা আমার শরণাগত হইল এবং স্তব করিতে লাগিল, আমি মৃগয় নামক ব্যক্তিকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি, আমি ষড্‌গৃভিকে সব্যের বশীভূত করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি সেই ইন্দ্র, যেমন বৃত্রের হন্তা হইয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছিলাম, সেইরূপ দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে করিয়াছি(২), সেই সময়ে ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছিল, আমি তাহাদিগের পশ্চাৎ সংলগ্ন হইয়া সূর্য্যলোক সমুজ্জ্বলিত এই ভুবনের বহির্ভূত করিয়া দিলাম।

৭। আমার যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে, তাহারা আমাকে বহন করে, আমি সেই বহনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দ্বিখণ্ড করি, ঐ দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে।

৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করিয়াছি। যে যত বড় বন্ধনকর্ত্তা হউক, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্ত্তা। তুর্ব্বস ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে

(১) আর্য্য এবং অনার্য্যদিগের উল্লেখ।

(২) অনার্য্য শত্রুদিগের মধ্যে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। নিম্নঋকেও দস্যুদিগের উল্লেখ আছে।

আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন করিয়াছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করিয়াছি। নবনবতি নগরকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি।

৯। আমি জল বর্ষণ করিয়া থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাহাদিগকে স্বস্ব স্থানে রাখিয়া দিয়াছি। আমার সকল কার্য্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।

১০। গাভীর দেহে আমি এতাদৃশ বস্তু রাখিয়া দিয়াছি, যাহা দেবত্বষ্টা রচনা করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ গাভীগণের আপীনমধ্যে মধু অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছি। সেই আপীন নদীর ন্যায় দুগ্ধ বহন করে। তাহা সোমের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে অতি চমৎকার করিয়া তুলে।

১১। (পরোক্তিতে কহিতেছেন)—এই রূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে দেবমনুষ্যদিগকে সৌভাগ্য-সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ধন আছে, তাঁহার ধনই যথার্থ। হে ইন্দ্র! হে ঘোটকবিশিষ্ট! হে বিবিধ কার্য্যকারী! তোমার কার্য্য তোমার নিজের আয়ত্ত। দেবমনুষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার সেই সমস্ত কার্য্যের স্তব করিতেছেন।

---

৫০ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। হে যজমান্! তোমার প্রভূত পরিমাণ যজ্ঞীয় অন্ন দেখিয়া ইন্দ্র আনন্দিত হইতেছেন; তিনি সকলের নেতা, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাকে অর্চনা কর। তিনি সেই ইন্দ্র, যাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি, বিপুল কীর্ত্তি এবং সুখসম্পত্তির বিষয় দ্যুলোক ও ভূলোক প্রশংসা করিয়া থাকে।

২। সেই ইন্দ্র সকলের নিকট স্তবের ভাগী, সকলের প্রভু, তিনি বন্ধুর ন্যায় মনুষ্যের হিতকারী; মাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বদাই তাঁহার সেবা করা উচিত। হে বীর! হে শিষ্টপালনকর্ত্তা! সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্যের

সময় ও বলসাধ্য ব্যাপারের সময় এবং মেঘ হইতে বৃষ্টিবারি লাভের জন্য তোমার স্তব করা হইয়া থাকে।

৩। হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে? যাঁহারা তোমার নিকট অন্ন ও ধন ও সুখসম্পত্তি পাইবার অধিকারী? তাঁহারা কে? যাঁহারা তোমাকে অসূর্য্য বল দিবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন? যাঁহারা নিজের উর্ব্বরা ভূমিতে বৃষ্টিবারি পাইবার জন্য এবং পুরস্কার পাইবার জন্য সোমরস প্রেরণ করেন?।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মহৎ হইয়াছ, তুমি সকল যজ্ঞেই যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী হইয়াছ, তুমি সকল যুদ্ধে প্রধান প্রধান শত্রুর ধ্বংসকর্ত্তা হইয়াছ। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শনকারী! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছ।

৫। তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব যজ্ঞকর্ত্তাদিগকে শীঘ্র রক্ষা কর। মনুষ্যগণ অবগত আছে যে, তোমার নিকট মহতী রক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি জরারহিত হও এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; এই সমস্ত সোমযাগ যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা কর।

৬। হে বলের পুত্র, অর্থাৎ হে বলশালি! এই যে সমস্ত সোমযাগ, তুমি নিজে ধারণ করিয়া থাক, সে গুলি যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহা তুমি কর। তোমার নিকট চমৎকার আশ্রয় পাইবার জন্য এই সোমপাত্র, এই সম্পত্তি, এই যজ্ঞ ও মন্ত্র ও পবিত্রবাক্য উদ্যত হইয়াছে।

৭। হে মেধাবী! যে সকল স্তোত্রপরায়ণ স্তোতাগণ, তুমি নানাপ্রকার ধন দিবে বলিয়া একত্র হইয়া তোমার নিমিত্ত সোমযাগ করে, সোমস্বরূপ অন্ন প্রস্তুত হইবার পর যখন আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হয়, তখন যেন তাহারা স্তুতিস্বরূপ উপায় দ্বারা সুখলাভে অধিকারী হয়।

৫১ সূক্ত।

পর্য্যায়ক্রমে অগ্নি ও দেবতাবর্গ ঋষি। পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারাই দেবতা।

১। (অগ্নি হবির্বহন কার্য্যে উত্ত্যক্ত হইয়া জলে লুকাইত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দেবতাদিগের উক্তি)—হে অগ্নি! তুমি প্রকাণ্ড ও স্থূল আচ্ছাদনে বেষ্টিত হইয়া জলে প্রবেশ করিয়াছিলে। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার যে সমস্ত নানা প্রকার দেহ আছে, কেবল এক জন মাত্র দেবতা তাহা দেখিতে পাইয়াছেন।

২। অগ্নির উক্তি—কে আমাকে দেখিয়াছে? তিনি কোন দেবতা, যিনি আমার নানা প্রকারের দেহ দেখিতে পাইয়াছেন? হে মিত্র! হে বরুণ! অগ্নির সেই সকল দীপ্যমান ও দেবতাসম্মিলনকারী দেহগুলি কোথা রহিয়াছে, বল দেখি?।

৩। (দেবতাদিগের উক্তি)—হে জাতবেদা অগ্নি! নানা মূর্ত্তিতে জল মধ্যে ও ওষধি মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট হইয়াছ, তোমাকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, হে বিচিত্র কিরণধারি! তোমাকে যম দেখিয়া চিনিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন যে, তুমি তোমার দশস্থান অপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তি পাইতেছ(১)।

৪। (অগ্নির উক্তি)—হে বরুণ! আমি হোতার কার্য্য হইতে ভয় পাইয়া চলিয়া আসিয়াছি, আমার ইচ্ছা যে, দেবতারা আর আমাকে হোতার কার্য্য নিযুক্ত না করেন। এই নিমিত্ত আমার দেহগুলি নানা স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, আমি অগ্নি, আর ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহি।

৫। (দেবতাদিগের উক্তি)—এস অগ্নি! দেবপূজক মনুষ্য যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে অলঙ্কার, অর্থাৎ যজ্ঞের সকল আয়োজন করিয়াছে তুমি কিন্তু অন্ধকারে অর্থাৎ গুপ্তস্থানে রহিলে। দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য যাইবার জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। প্রসন্ন চিত্ত হইয়া হোমের দ্রব্য বহন কর।

---

(১) অগ্নির দশস্থান যথা—পৃথিবী প্রভৃতি তিন ভুবন, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, তিন দেবতা, আর জল ও ওষধি ও বনস্পতি ও প্রাণির শরীর এই দশ। সায়ণ।

৬। (অগ্নির উক্তি)—অগ্নির পূর্ব্বতন ভ্রাতাগণ, যেমন রথী দূরপথ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। হে বরুণ! এই নিমিত্ত ভয়প্রযুক্ত, আমি দূরে চলিয়া আসিয়াছি। যেরূপ শ্বেতহরিণ ধনুকের গুণ দেখিলে বাণের ভয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি।

৭। (দেবতাগণ)—হে জাতবেদা অগ্নি! তোমাকে আমরা অনন্ত পরমায়ুঃ দিতেছি, তাহা হইলে তোমার আর মৃত্যুভয় নাই, অতএব হে কল্যাণমূর্ত্তি! প্রসন্ন চিত্ত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ভাগে ভাগে হব্য বহন কর।

৮। (অগ্নি)—হে দেবগণ! যজ্ঞের প্রথম হবির্ভাগ এবং শেষ হবির্ভাগ (প্রযাজ ও অনুযাজ) এবং অতি বিপুল ভাগ আমাকে দাও এবং জলের সারভাগ ঘৃত এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন প্রধান ভাগ এবং অগ্নির দীর্ঘ পরমায়ুঃ বিধান কর।

৯। (দেবতাগণ)—প্রযাজ ও অনুযাজ তোমারই হউক। অতি বিপুল ও অসাধারণ হবির্ভাগ তুমি পাইবে। এই সমুদায় যজ্ঞ তোমারই হউক। চারিদিক তোমার নিকট নত হউক।

---

৫২ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে, আমি এই স্থানে আসন লইয়া যে মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা বলিয়া দাও। আমার কোন ভাগ এবং তোমাদিগের কোন ভাগ তাহা আমাকে বলিয়া দাও এবং যে পথ দিয়া তোমাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য লইয়া যাইব, তাহা বলিয়া দাও।

২। আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি, সকল দেবতা ও মরুৎগণ আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। হে অশ্বিদ্বয়! নিত্য নিত্য তোমাদিগকে অধ্বর্য্যুর কার্য্য করিতে হয়। উজ্জ্বল সোম স্তোতাস্বরূপ হইতেছেন, তিনি তোমাদিগের দুজনের আহুতিস্বরূপ, অর্থাৎ তোমরা পান কর।

৩। যিনি হোতা হয়েন, তাঁহাকে কি করিতে হয়, তিনি যজমানের যে কিছু হোমের দ্রব্য হবন করেন, দেবতারা উহা প্রাপ্ত হয়েন। নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে এই হোম হইয়া থাকে; দেবতাগণ সেই ব্যাপারে অগ্নিকে হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪। আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমারে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন। বিদ্বান অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞের আয়োজন করেন; এই সেই যজ্ঞ যাহার পাঁচটী পথ; তিন আবৃত্তি (অর্থাৎ তিনবার সোমরসের নিষ্পীড়ন হয়) এবং সাতটী সূত্র (অর্থাৎ সাত ছন্দের স্তব পাঠ করা হয়)।

৫। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তানসন্ততি দাও; আমি ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ সৈন্য জয় করেন।

৬। তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয়জন দেবতা(১) অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছেন। তাঁহাকে ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কুশ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাকে হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছেন।

(১) ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ। অন্যান্য স্থানে আমরা ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাইয়াছি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সেই ৩৩ সংখ্যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি এবং দুইটি শূন্য দিয়া পরে যোগ করিয়া এই সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, যথা,—

৩৩
৩০৩
৩০০৩
৩৩৩৯

৫৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি।

১। মনে যাহার কামনা করিতেছিলাম, এই সেই অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি যজ্ঞের বিষয় জানেন, ইনি আপনার অঙ্গ সম্পূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার মত যজ্ঞকর্ত্তা কেহ নাই, এই দেব সমাকীর্ণ যজ্ঞে তিনি আমাদিগকে যজ্ঞ দিন, তিনি আমাদিগের অগ্রে যজ্ঞস্থানের মধ্যে বসিয়াছেন।

২। এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ত্তা হোতা অগ্নি বেদিতে বসিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন, অন্নসমস্ত সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইনি সেগুলি নিবেদন করিয়া দিতেছেন। যজ্ঞভাগভাগী দেবতাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ঘৃত দিয়া পূজা করা যাউক, যাহারা স্তবের যোগ্য, তাঁহাদিগকে স্তব করা যাউক।

৩। আমাদিগের এই যে দেবরীতি, অর্থাৎ দেবতাদিগের আগমন স্বরূপ যজ্ঞ কার্য্য, অগ্নি তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। যজ্ঞের যে নিগূঢ় জিহ্বা তাহা আমরা পাইয়াছি। তিনি সুগন্ধ ধারণপূর্ব্বক পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই যে আমাদিগের দেবভোজন ব্যাপার, তাহা তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

৪। যে বাক্যের উচ্চারণ করিলে আমরা অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ করি। হে পঞ্চজন-পদের লোকসকল! তোমরা অন্নভোজনকারী এবং যজ্ঞে অধিকারী, তোমরা আমার হোমকার্য্যে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।

৫। পৃথিবীতে উৎপন্ন যে পঞ্চজনপদের লোক আছে, যাহারা যজ্ঞে অধিকারী, তাহারা আমার হোমকার্য্যে সমাগত হউক। পৃথিবী আমাদি-গকে পৃথিবী সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আকাশ আমাদিগকে আকাশ সংক্রান্ত পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। হে অগ্নি! যজ্ঞ বিস্তার করিতে করিতে ইহলোকের দীপ্তি বিধাতা সূর্য্যের অনুসারী হও। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে গুলিকে রক্ষা কর। সেই অগ্নি স্তবকর্ত্তাদিগের কার্য্য

সমাজস্বরূপ সম্পাদন করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি স্তবের যোগ্য হও, দেবতাবর্গকে আনয়নপূর্ব্বক প্রকাশ কর ।

৭। (দেবতারা যজ্ঞে আসিবার সময় পরস্পর কহিতেছেন)—হে দেবতাগণ! তোমরা সোমরস পানে অধিকারী, অতএব রথে যোজনা করিবার উপযুক্ত ঘোটকদিগকে রথে যোজনা কর। রজ্জু (ঘোড়ার রাস) পরিষ্কৃত কর, ঘোটকদিগকে সুশোভিত কর। আটজন সারথি বসিতে পারে এতাদৃশ প্রকাণ্ড রথ চালাইয়া দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রিয়বস্তু যজ্ঞীয় হবির নিকট পঁহুছিবে ।

৮। অশ্মন্বতী নামে(১) এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব।

৯। ত্বষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মিষ্ঠ। তিনি অতিসুন্দর পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাহার শিল্প জানেন। তিনি উত্তম লৌহ নির্ম্মিত কুঠার শাণিত করেন, তদ্দ্বারা ব্রহ্মণস্পতি পাত্র নির্ম্মাণোপযোগী (কাষ্ঠ) ছেদন করেন।

১০। হে বিদ্বান কবিগণ! যে সকল কুঠার দ্বারা অমৃত পানের জন্য পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাক, সেই সকল কুঠার উত্তমরূপ শাণিত কর। হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা গোপনীয় বাসস্থান প্রস্তুত কর; যদ্দ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলে।

১১ সেই সকল ঋভুগণ মৃতগাভীর মধ্যে একটী গাভী রাখিলেন এবং উহার মুখমধ্যে একটী বৎস রাখিলেন, তাঁহাদিগের বাঞ্ছা ছিল দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপায় তাঁহাদিগের কুঠার সেই দাতা ঋভুগণ প্রত্যহ আপনাদিগের উপযুক্ত উত্তম উত্তম স্তব গ্রহণ করেন এবং শত্রু জয় তাঁহারা অবশ্যই করিবেন।

---

(১) অশ্মন্বতী নদী কোথায়।

৫৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহদুক্থ ঋষি।

১। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার সেই মহতী কীর্ত্তি আমি বর্ণনা করিতেছি। যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিলেন, তখন তুমি, দেবতাদিগকে রক্ষা করিলে, দাসজাতিকে সংহার করিলে; একজন প্রজা, অর্থাৎ যজমানকে বল প্রদান করিলে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আপন শরীর বৃদ্ধি করিয়া এবং নিজ কার্য্য সমস্ত ঘোষণা করিতে করিতে যে সকল বলসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিলে, সে সকলি মায়া মাত্র, তোমার যুদ্ধ সকলও মায়ামাত্র। একালেত তোমার শত্রু নাই। তবে কি পূর্ব্বকালে ছিল? তাহাও সম্ভব নয়।

৩। আমাদিগের পূর্ব্বতন কোন্ ঋষিই বা তোমার অখিল মহিমা অন্ত পাইয়াছিল? তুমি আপন দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে এক সঙ্গে উৎপাদন করিয়াছিলে(১)।

৪। তুমি মহান্! তোমার চারি অপূর্ব্ব দুর্দ্ধর্ষ শরীর আছে, হে ধনশালী! তুমি সেই শরীর সকল গ্রহণপূর্ব্বক তোমার গুরুতর কার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর।

৫। কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সর্ব্ব প্রকার অসাধারণ সম্পত্তি তুমি অধিকার কর। হে ইন্দ্র! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমিই দান করিবার আজ্ঞা কর, তুমিই নিজে দান কর।

৬। যিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে জ্যোতিঃ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি মধু দিয়া সোমরস প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে

(১) "Indra is praised for having made heaven and earth; and then, when the poet remembers that heaven and earth had been praised elsewhere as the parents of the gods, and more specially as the parents of Indra, he does not hesitate for a moment, but says, 'What poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten thy father and thy mother together from thy own body.,"—Max Muller's *India, What can it teach us?* (1883), p. 161.

বৃহৎ উকথ্ নামক বেদমন্ত্র রচনাকর্ত্তা এই চমৎকার ওজস্বি স্তব উচ্চারণ করিলেন।

---

৫৫ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। তোমার সেই শরীর দূরে আছে, মনুষ্যগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তাহা গোপন করে, যখন দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়া অন্নের জন্যে তোমাকে ডাকে, তুমি তখন তোমার নিকটবর্ত্তী মেঘরাশিকে প্রদীপ্ত কর এবং পৃথিবী হইতে আকাশকে ঊর্দ্ধকৃত করিয়া ধরিয়া রাখ।

২। তোমার সেই যে গোপনীয় শরীর, যাহা বিস্তর স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহার শক্তি প্রকাণ্ড। তাহা দ্বারা তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সৃষ্টি কর। যে যে জ্যোতির্ম্ময় বস্তু উৎপাদন করিতে ইচ্ছা হইল, সেই সমস্ত প্রাচীন বস্তু উহা হইতে উৎপন্ন হইল, পঞ্চ জনপদের মনুষ্য তাহা দ্বারা উপকৃত হইল।

৩। ইন্দ্র আপন শরীরে দ্যাবা ও পৃথিবী ও মধ্য ভাগ সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে পঞ্চ জাতি প্রাণী ও সপ্তসংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব আপনার জ্যোতির্ম্ময় নানাবিধ কার্য্যের দ্বারা সংধারণ করেন, তাঁহার সেই কার্য্য একই ভাবে চলিতেছে। চৌত্রিশ দেবতা এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করে(১)।

৪। হে ঊষা! তুমি আলোকধারী পদার্থদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম আলোক দিয়াছ, যাহা পুষ্টিযুক্ত আছে, তুমি তাহাকে আরো পুষ্টি-

---

(১) এ ঋকের অর্থ অস্পষ্ট। মূলে এই রূপ আছে "আরোদসী আপৃণাৎ আ উত মধ্যং পঞ্চ দেবান্ ঋতুশঃ সপ্ত সপ্ত চতুস্ত্রিংশতা পুরুধা বিচষ্টেস রূপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন।" সায়ণ বলেন পঞ্চজাতি যথা-দেব, মনুষ্য, পিতৃ, অসুর ও রাক্ষস। সপ্ত সংখ্যক যাবতীয় তত্ত্ব যেমন সপ্ত মরুৎ সপ্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

যুক্ত কর. তুমি উপরে আছ, কিন্তু নিম্নে মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার বন্ধুত্ব ইহা তোমার মহত্ত্বের ও অসাধারণ অসুরত্বের(২) লক্ষণ।

৫। যখন যুবা থাকে, কত কার্য্য করে, যুদ্ধে কত শত্রু তাহার ভয়ে পলায়ন করে, তথাপি বহুকালের বৃদ্ধকাল তাহাকে গ্রাস করে। দেবতার একবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ, সে গত কল্য জীবিত ছিল, অদ্য মরিয়া গেল।

৬। দেখ, উজ্জ্বল একটি পক্ষী আসিতেছে, তাহার অদ্ভুত বল, সে বৃহৎ ও প্রাচীন ও বলশালী, তাহার কুলায় কুত্রাপি নাই। সে যাহা করিতে চায়, তাহা সত্যই হইবে, বৃথা হইবে না। অতি চমৎকার সম্পত্তি সে জয় করে এবং দান করে।

---

(২) ঋগ্বেদের দশম অষ্টকে "অসুর" শব্দ ১৮ বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা —

৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে অসুর শব্দ বলবান্ শত্রু সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
৫৫ ,, ৪ ,, অসুরত্ব শব্দ উষার ক্ষমতা সম্বন্ধে।
৫৬ ,, ৬ ,, অসুর ,, সূর্য্য ,,
৭৪ ,, ২ ,, ঐ ,, প্রবল অর্থে ব্যবহৃত।
৮২ ,, ৫ ,, ঐ ,, দেবগণ সম্বন্ধে।
৯২ ,, ৬ ,, ঐ ,, মেঘ ,,
৯৩ ,, ১৪ ,, ঐ ,, রাম রাজা ,,
৯৬ ,, ১১ ,, ঐ ,, ইন্দ্র ,,
৯৯ ,, ২ ,, অসুরত্ব ,, বল ,,
৯৯ ,, ১২ ,, অসুর ,, ইন্দ্র ,,
২৪ ,, ৩ ,, ঐ ,, দেবগণ ,,
১২৪ ,, ৫ ,, ঐ ,, দেবগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
১৩২ ,, ৪ ,, ঐ ,, মিত্র ,,
১৩৮ ,, ৩ ,, ঐ ,, দেব শত্রু পিপ্রু,,
১৫১ ,, ৩ ,, ঐ ,, দেব শত্রুদিগের,,
১৫৭ ,, ৪ ,, ঐ ,, দেবশত্রুদিগের ,,
১৭০ ,, ২ ,, ঐ ,, দেব শত্রুদিগের,,
১৭৭ ,, ১ ,, ঐ ,, দেব শত্রু ,,

দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য মণ্ডলের অনেক পরে রচিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশম মণ্ডলের শেষ ভাগের সূক্তগুলি প্রায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই সকল সূক্তে "অসুর" শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। বজ্রধারী ইন্দ্র এই সকল মরুৎদেবতাদিগের এতাদৃশ বল প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন এবং বৃত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিলেন। মহীয়ান্ ইন্দ্র যখন সেই কার্য্য করেন, তখন মরুৎগণ আপনা হইতেই বৃষ্টি উৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

৮। সেই ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তাঁহার তেজঃ সর্ব্বত্রগামী; তিনি রাক্ষসদিগকে নিধন করেন, তাঁহার মন বিশ্বব্যাপী তিনি সত্বর জয়ী হয়েন, তিনি আকাশ হইতে আসিয়া সোমপানপূর্ব্বক, শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং বীর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিয়া দস্যুজাতীয়দিগকে বধ করিলেন।

---

৫৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৃহদুক্‌থ ঋষি(১)।

১। এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, আর এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশদ্বারা তুমি (অগ্নি ও বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশ কালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ (সূর্য্যের) ভুবনে তুমি প্রিয় হও।

২। হে বাজিন! (পুত্রের নাম)। পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও।

৩। হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও(২)। উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভুত হও।

---

(১) ঋষি আপন মৃতপুত্রের সম্বন্ধে এই সূক্ত রচনা করিয়াছেন।

(২) পুণ্যকর্ম্মের ফল উত্তম স্বর্গলাভ, তাহা প্রকাশ হইতেছে।

৪। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়া কলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন(৩)।

৫। তাঁহারা নিজ ক্ষমতা বলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াছেন(৪) যে সকল প্রাচীন ভুবনে কেহ যায় নাই, তাহারা তথায় গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ শরীর দ্বারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়াছেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের পুত্রস্বরূপ দেবতাবর্গ তৃতীয় কার্য্যদ্বারা স্বর্গবিৎ ও অসুর সূর্য্যকে দুই প্রকারে সংস্থাপন করিলেন, (অর্থাৎ তাঁহার উদয়ের মূর্ত্তি আর তাঁহার অস্তগমনের মূর্ত্তি), অপিচ আমার পিতৃ পুরুষগণ সন্তান উৎপাদন-পূর্ব্বক সন্ততিদিগের শরীরে পৈতৃক বল সংস্থাপন করিলেন এবং চিরস্থায়ী বংশ রাখিয়া গেলেন।

৭। যেরূপ লোক নৌকাযোগে জল পার হয়, যেরূপ স্থলপথে পৃথিবীর ভিন্ন দিক অতিক্রম করে, যেরূপ স্বস্তিদ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, তদ্রূপ বৃহদুক্থ ঋষি নিজ ক্ষমতাবলে আপন মৃত পুত্রকে অগ্নি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে ও সূর্য্য প্রভৃতি দূরবর্ত্তী পদার্থে একীভূত করিয়া দিলেন।

---

৫৭ সূক্ত।

মন দেবতা। বন্ধু ও শ্রুত বন্ধু ও বিপ্রবন্ধু এই তিন ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদিগের মধ্যে না আসে।

---

(৩) পুন্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ দেবত্ব প্রাপ্তহইয়াছেন।

(৪) তাঁহারা অখিলব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়াছেন।

২। এই যে অগ্নি, যাঁহা হইতে যজ্ঞ সিদ্ধি হয়, যিনি পুত্রস্বরূপ হইয়া দেবতাদিগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছেন, তাঁহার হোম হউক, আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হই।

৩। নরাশংস সম্বন্ধীয় সোমদ্বারা মনকে আহ্বান করি এবং পিতৃলোক-দিগের স্তবের দ্বারা মনকে আহ্বান করি।

৪। তোমার মন পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করুক, প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তুমি কার্য্য কর, বল প্রকাশ কর, জীবিত হও এবং সূর্য্যকে দর্শন কর(১)।

৫। আবার আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ মনকে ফিরাইয়া দেন, দেবলোকগণ ফিরাইয়া দেন, আমরা যেন প্রাণ ও তাহার আনুষঙ্গিক সকল-কেই প্রাপ্ত হই।

৬। হে সোম! আমরা যেন দেহমধ্যে মনকে ধারণ করি, আমরা যেন সন্তানসন্ততিযুক্ত হইয়া তোমার কার্য্যে মিলিত হই।

---

৫৮ সূক্ত।

মৃত সুবন্ধুর মন, প্রাণ, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি(১)।

১। তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।

২। তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে তাঁহাকে আমরা, (ইত্যাদি প্রথম ঋকের শেষ অংশের সহিত অভিন্ন)।

৩। চতুর্দ্দিকে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ খসিয়া খসিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরবর্ত্তী দেশে তোমার যে মন গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৪। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকের অতি দূরবর্ত্তি প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

---

(১) সুবন্ধু নামক মৃতভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া।

(১) মৃতভ্রাতা সুবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া এই সূক্ত রচিত।

৫। তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জলপরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৬। তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৭। তোমার যে মন দূরবর্ত্তী জলের মধ্যে, কি বৃক্ষলতাদির মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

৮। তোমার যে মন দূরবর্ত্তী সূর্য্য, কি উষার মধ্যে গিয়াছে, তাহাকে আমরা,। (ইত্যাদি).।

৯। তোমার যে মন দূরস্থিত পর্ব্বতমালার উপর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা; (ইত্যাদি)।

১০। তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১১। তোমার যে মন দূরের দূর, তাহারাও দূর, কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি)।

১২। তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আমরা, (ইত্যাদি),(২)।

---

৫৯ সূক্ত।

ঋষি নিঋতি, অসুনীতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি তিন ঋষি।

১। সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্ম্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ়ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যাহার পরমায়ুর হ্রাস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নিঋতি অতি দূরে গমন করুন।

(২) মৃতভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে, না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্য্যে না উষায়, পর্ব্বত মালায় না দূরের দূর তাহা হইতেও দূর অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, ঋষি তাহাই কল্পনা করিতেছেন।

২। আমরা পরমায়ুস্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সাম গানসহকারে অন্ন স্তূপাকার করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা নিঃঋতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতি লাভ করুন, নিঋ´তি. (ইত্যাদি শেষ ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

৩। আমার যেন নিজ পুরস্কারদ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্ব্বত দ্বারা রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নিঋ´তি যেন কর্ণপাত করেন। নিঋ´তি. (ইত্যাদি)।

৪। হে সোম! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, নিঋ´তি, ইত্যাদি।

৫। হে অসুনীতি(১)! আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যত দূর সূর্য্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে অসুনীতি! আমাদিগকে আবার চক্ষু দান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই। হে অনুমতি(২)! যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে সুখী কর।

---

(১) "অসুনীতি" অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সায়ণ।

"It appears to be employed as the personification of a god or goddess.—Muir's *Sanscrit Texts* (1884), vol. V, p. 297, note.

"Guide of Life."—*Max Muller.* "There is nothing to show that Asuniti is a female deity." "It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may also be a simple invocation—one of the many names of the deity."—*Max Muller.*

নিঋ´তি অর্থে পাপ দেবতা, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এস্থানে মৃত্যু দেবতা করিলে ভাল অর্থ হয়। এবং অসুনীতি অর্থে প্রাণ রক্ষাকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয়।

"According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 398.

৭। পৃথিবী পুনর্ব্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্ব্বার দ্যুলোক-দেবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্ব্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদিগকে এরূপ হিতকরঃ বাক্য প্রদান করুন, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়।

৮। যে দ্যাবাপৃথিবী অতি মহৎ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের জননীস্বরূপ তাঁহারা সুবন্ধুর কল্যাণ করুন। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া দিন, হে সুবন্ধু! কিছুতেই যেন তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে।

৯। স্বর্গে যে দুই ঔষধ, বা যে তিন ঔষধ আছে, অতএব পৃথিবীতে যে এক ঔষধ বিচরণ করে, সে সমস্ত সুবন্ধুর উপকারে আসুক। দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী, (ইত্যাদি পূর্ব্বতন ঋকের শেষ ভাগের সহিত অভিন্ন)।

১০। হে ইন্দ্র! যে বৃষ উশীনর পত্নীর শকট বহন করিয়াছিল, সেই শকটবাহী বৃষকে প্রেরণ কর। (দ্যুলোক ইত্যাদি)

---

৬০ সূক্ত।

রাজা অসমাতি, প্রভৃতি দেবতা। বন্ধু, প্রভৃতি ঋষি।

১। অসমাতি রাজার অধিকৃত প্রদেশ অতি উজ্জ্বল, মহ মহৎ লোকে ঐ প্রদেশের প্রশংসা করে, আমরা নমস্কার পরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম।

২। অসমাতি রাজা বিপক্ষ সংহার করেন, তাঁহার মূর্ত্তি অতি উজ্জ্বল, রথে আরোহণ করিলে যেরূপ অনেক অভিপ্রায় সিদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ তাঁহার নিকট গমন করিলে অনেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিনি ভজেরথ নামক রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিষ্টের পালনকর্ত্তা।

৩। তিনি হস্তে তরবারি ধারণ করুন, আর না করুন, তাঁহার এরূপ বলবীর্য্য যে, সিংহ যেমন মহিষদিগকে অতিশায়িত করে, তদ্রূপ তাবৎ লোককে অতিশায়িত করেন।

৪। ধনশালী ও শত্রুসংহারকারী ইক্ষাকু রাজা সেই প্রদেশের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পঞ্চ জনপদের মনুষ্য যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন সর্ব্বলোকের দৃষ্টির সুবিধার জন্য আকাশে সূর্য্যকে রাখিয়া দিয়াছ, তদ্রূপ তুমি রথারূঢ় অসমাতি রাজার অনুগামী হইবার জন্য বীরবর্গকে নিযুক্ত কর।

৬। হে রাজন্! অগস্ত্যের নপ্তাদিগের (দৌহিত্রদিগের) জন্য লোহিত বা দুই ঘোটকরথে যোজনা কর। যে সকল ব্যবসায়ী নিতান্ত কৃপণ, কথন দান করে না, তাহাদিগের সকলকে পরাভব কর।

৭। এই যে অগ্নি আসিয়াছেন, ইনি মাতাস্বরূপ, পিতাস্বরূপ, প্রাণ পাইবার ঔষধস্বরূপ। হে সুবন্ধু! তোমার এই শরীর রহিয়াছে, তুমি ইহাতে আগমন কর, ইহার মধ্যে প্রবেশ কর।

৮। যেমন রথ ধারণ করিবার জন্য রজ্জুদ্বারা যুগ কাষ্ঠ রথে বন্ধন করে, তদ্রূপ এই অগ্নি তোমার মনকে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে তুমি জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তোমার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

৯। যেমন এই বিস্তীর্ণপৃথিবী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষদিগকে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ এই অগ্নি, (ইত্যাদি পূর্ব্বঋকের শেষ ভাগ)।

১০। বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হইতে আমি সুবন্ধুর মন আহরণ করিয়াছি। ইহাতে সে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন হইবে, তাহার মৃত্যু অবস্থা অপগত হইবে।

১১। বায়ু নীচের দিকে বহন করে, সূর্য্য উপর হইতে নীচের দিকে উত্তাপ দেন। গাভীর দুগ্ধ নীচে রদিকে দোহন করা যায়, তদ্রূপ হে সুবন্ধু! তোমার অকল্যাণ নীচে গমন করুক(১)।

১২। আমার এই হস্ত কি সৌভাগ্যশালী, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, ইহা সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, ইহার স্পর্শে কল্যাণ হয়।

---

(১) ৭ হইতে ১১ ঋকে সুবন্ধুর মৃত্যুর কথা।

৬১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। নাভানেদিষ্ট ঋষি।

১। নাভানেদিষ্টের পিতা ও মাতা ও অপরাপর ভাগকারী ভ্রাতাগণ বিষয় ভাগ করিবার সময় নাভানেদিষ্টকে ভাগ না দিয়া রুদ্রের স্তব করিতে কহেন, তাহাতে নাভানেদিষ্ট রুদ্রের স্তব উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞের ষষ্ঠদিনে তাঁহারা যাহা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, তাহা তিনি সপ্ত হোতাকে বলিয়া দিয়া যজ্ঞ সমাপন করাইয়া দিলেন।

২। রুদ্রদেব স্তবকর্ত্তাদিগকে ধনদান করিবার জন্য ও তাহাদিগের শত্রু নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপণ করিতে করিতে বেদীতে যাইয়া অধিষ্ঠান করিলেন, মেঘ যেমন জল বর্ষণ করে, তদ্রূপ রুদ্রদেব শীঘ্র গমনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে অধ্বর্য্যু আমার হস্তের অঙ্গুলিধারণপূর্ব্বক বিস্তর হোমের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদিগের নাম নির্দ্দেশসহকারে চরু পাক করিতেছেন, তোমরা সেই স্তবকারী অধ্বর্য্যুর এই যজ্ঞোদ্যোগ দেখিয়া মনের ন্যায় দ্রুত বেগে যজ্ঞস্থানে ধাবমান হইয়া থাক।

৪। যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল, (অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল, তখন হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আমি আহ্বান করি। তোমরা আমার যজ্ঞে আগমন কর, আমার অন্ন গ্রহণ কর, আমার গ্রহণকারী দুই ঘোটকের ন্যায় তাহা ভোজন কর। আমাদিগের কোন রূপ অনিষ্ট চিন্তা করিও না।

৫। যে শুক্র, বীরপুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উন্মুখ হইল। তিনি তখন মনুষ্যবর্গের হিতার্থে তাহা নিষেক করিয়া ত্যাগ করিলেন। আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে সেই শুক্র সেক করিলেন।

৬। যখন পিতা যুবতী কন্যার উপর(১) পূর্ব্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হইলেন এবং উভয়ের সঙ্গমন হইল, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল।

৭। যখন পিতা নিজ কন্যাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইয়া শুক্র সেক করিলেন। সুচারু ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতারা তাহা হইতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোষ্পতিকে নির্ম্মাণ করিলেন(২)।

৮। যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে ফেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সেই বাস্তোষ্পতি আমার নিকট হইতে প্রতিগমন করিলে, তিনি যে পদে আসিয়া ছিলেন, সেই পদে ফিরিয়া গেলেন, অঙ্গিরাগণ আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দিয়াছেন, তাহা তিনি অপসারিত করিলেন না। স্পর্শকুশল, অর্থাৎ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াও তিনি সেই সকল গাভী গ্রহণ করিলেন না।

৯। প্রজাবর্গের উৎপীড়নকারী ও অগ্নির দাহজনক রাক্ষসাদি সহসা এই যজ্ঞে আসিতে পারিতেছে না, যে হেতু রুদ্র যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন। রাত্রিকালেও বিবস্ত্র রাক্ষসেরা যজ্ঞীয় অগ্নির নিকট আসিতে পারে না। যজ্ঞে রধারণকর্ত্তা সেই অগ্নি কাষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক এবং অন্ন বিতরণ করিতে করিতে উৎপন্ন হইলেন এবং রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০। অঙ্গিরাগণ নয়মাস যজ্ঞ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গাভী লাভ করে, তাঁহারা চমৎকার স্তবের সাহায্যে যজ্ঞবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তাঁহারা ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানে

(১) পিতা রুদ্র, কন্যা উষা। সায়ণ।

(২) বাস্তোষ্পতির জন্ম বিবরণ ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। বিবরণটী পৌরানিক গল্পের মত, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পূর্ব্বে বাস্তোষ্পতির নাম পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার জন্মের এরূপ গল্প পাই নাই।

শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণা-বিহীন যজ্ঞ (সত্র নামক যজ্ঞে দক্ষিণা থাকে না) অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অবিনাশী ফল লাভ করিলেন।

১১। যখন সেই অঙ্গিরাগণ অমৃততুল্য দুগ্ধ দোহনকারিণী গাভী উজ্জ্বল ও পবিত্র দুগ্ধ যজ্ঞে বিনিয়োগ করিলেন, তখন চমৎকার স্তবের সাহায্যে নূতন সম্পত্তির ন্যায় অভিষিক্ত বৃষ্টিবারি প্রাপ্ত হইলেন।

১২। এই রূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র স্তবকর্ত্তাকে এত দূর স্নেহ করেন, যে যাহার পশু হারাইয়া গিয়াছে, সে নিজে জানিতে না জানিতেই সেই অতি ধনাঢ্য অতি কুশল নিষ্পাপ ইন্দ্র সমস্ত গোধন উদ্ধার করিয়া দেন।

১৩। সুস্থির ইন্দ্র যখন বহুবিস্তারী শুষ্ণের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুসন্ধান-পূর্ব্বক নিধন করেন, কিংবা যখন নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ণ করেন, তখন তাঁহার পারিষদগণ নানা প্রকারে তাঁহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করেন।

১৪। যে সকল দেবতা স্বর্গের ন্যায় যজ্ঞস্থানে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা অগ্নির তেজকে "ভর্গ" এই নাম দেন। তাঁহার আর নাম জাত-বেদা অগ্নি। হে হোমকারী অগ্নি! তুমিই যজ্ঞের হোতা! তুমিই অনুকূল হইয়া আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৫। হে ইন্দ্র! সেই দুই উজ্জ্বলমূর্ত্তী রুদ্রপুত্র নাসত্য আমার স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন। যে রূপ মনুর যজ্ঞে তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন, তদ্রূপ আমি কুশ বিস্তার করিয়াছি, আমার যজ্ঞে প্রীতিলাভ করুন, প্রজাবর্গকে ধন প্রেরণ করুন এবং যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

১৬। এই যে সর্ব্বসৃষ্টিকারী সোম, যাঁহাকে সকলে স্তব করে, তাঁহাকে আমরাও স্তব করি। এই ক্রিয়াকুশল সোম নিজেই নিজের সেতু, ইনি জল পার হইতেছেন। যেরূপ দ্রুত গতিশালী ঘোটকগণ চক্রের পরিধি কম্পিত করে, তিনি কক্ষীবান্‌কে এবং অগ্নিকে তেমনি কম্পিত করিয়াছিলেন।

১৭। সেই অগ্নি ইহলোক পরলোক উভয় স্থানের বন্ধু, তিনি তারণ-কর্ত্তা; তিনি যাগকারী; অমৃততুল্য দুগ্ধদায়িনী গাভী যখন আর প্রসব

হইত না, তখন তাহাকে প্রসববতী করিয়া তিনি দুগ্ধদায়িনী করিলেন। মিত্র ও বরুণকে উত্তম উত্তম স্তবের দ্বারা সন্তুষ্ট করি। চমৎকার স্তবের দ্বারা অর্য্যমাকে সন্তুষ্ট করি।

১৮। হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ আত্মীয়(৩)। আমি তোমাকে স্তব করিতেছি, আমার কামনা যে গাভী লাভ করি। সেই দ্যুলোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তিস্থান এবং সূর্য্যেরও অধিষ্ঠানভূত। আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর?।

১৯। এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস; এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়; আমি সকলই। স্তোতাগণ যজ্ঞ হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন। এই যজ্ঞ স্বরূপা গাভী নিজে উৎপন্ন হইয়া এই সমস্ত উৎপাদন করিয়াছেন।

২০। এই অগ্নি আনন্দের সহিত গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থান গ্রহণ করিতেছেন, ইনি উজ্জ্বল, ইহলোকে ও পরলোকে সহায়, এবং কাষ্ঠদিগকে পরাভব করেন, ইহার শিখাশ্রেণী উর্দ্ধে উঠিতেছে। ইনি স্তবের যোগ্য, ইঁহার মাতা অরণি এই সুস্থির সুখকর অগ্নিকে শীঘ্র প্রসব করিতেছেন।

২১। আমি নাভানেদিষ্ট উত্তম উত্তম স্তব উচ্চারণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আমার স্তুতিবাক্যগুলি ইন্দ্রের প্রতি গিয়াছে। হে ধনশালী অগ্নি! শ্রবণ কর। আমাদিগের এই ইন্দ্রকে যজ্ঞ দান কর। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র, আমার স্তবে তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ।

২২। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! হে নরপতি! তুমি জানিবে যে, আমরা প্রভূত ধনের কামনা করিয়াছি। আমরা তোমার নিকট স্তব প্রেরণ করিয়া থাকি, হোমের দ্রব্য দিয়া থাকি, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে হরিদ্বয় ঘোটক বিশিষ্ট ইন্দ্র! তোমার নিকট গমনপূর্ব্বক আমরা যেন অপরাধী না হই।

২৩। হে উজ্জ্বলমূর্ত্তি মিত্র ও বরুন! গাভীর কামনায় অঙ্গিরাগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন, সর্ব্বত্রগামী যম স্তবের ইচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট গমন

(৩) সূর্য্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট। সায়ণ।

করিলেন, আমি নাভানেদিষ্ট সেই স্তব বলিয়া দিলাম এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াদিলাম, সেই হেতু আমি তাঁহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় বিপ্র হইলাম।

২৪। এক্ষণে আমরা গোধন পাইবার জন্য অবলীলাক্রমে স্তব করিতে করিতে জয়শীল বরুণের নিকট যাইতেছি। শীঘ্রগামী ঘোটক সেই বরুণের পুত্র। হে বরুণ! তুমি মেধাবী ও অন্নদানও করিয়া থাক।

২৫। হে মিত্র ও বরুণ! অন্নসম্পন্ন পুরোহিত স্তবসমূহ প্রয়োগ করিতেছেন, অভিপ্রায় এই যে, তোমরা আমাদিগের প্রতি আনুকূল্য করিবে, কারণ তোমাদিগের বন্ধুত্ব অতি হিতকর। তোমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ হইলে সকল স্থানেই স্তুতিবাক্য সকল উচ্চারিত হইবে। চির পরিচিত পথ যেরূপ সুখকর হয়, তদ্রূপ তোমাদিগের বন্ধুত্ব যেন আমাদিগের স্তুতিবাক্য সকল সুখকর করে।

২৬। পরমবন্ধু সেই বরুণ দেবতাবর্গ সমেত উত্তম উত্তম স্তব ও নমবাক্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। গাভীর দুগ্ধের ধারা তাঁহার যজ্ঞের জন্য বহমান হইতেছে।

২৭। হে দেবতাগণ! তোমরাই যজ্ঞলাভের অধিকারী। আমাদিগের উত্তমরূপ রক্ষার জন্য তোমরা সকলে মিলিত হও। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উদ্যোগী হইয়া আমাকে অন্ন দিয়াছ, তোমাদিগের মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে গোধন লাভ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬২ সূক্ত।

বিশ্বদেব, প্রভৃতি দেবতা। নাভানেদিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা যজ্ঞীয়দ্রব্য ও দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রের বন্ধুত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক। হে মেধাবীগণ! আমি মানব আসিয়াছি, আমাকে তোমরা যজ্ঞ সমাপনের জন্য নিযুক্ত কর।

২। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা আমাদিগের পিতাস্বরূপ, তোমরা গোধন তাড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিলে। তোমরা এক বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়া গোধনের অপহরণকারী বল নামক শত্রুকে নিধন করিয়াছিলে। তোমরা দীর্ঘায়ুঃ হও। আমি মানব, ইত্যাদি [পূর্ব্ব ঋকের শেষভাগের সহিত অভিন্ন]।

৩। যে তোমরা যজ্ঞ প্রভাবে আকাশে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ এবং সকলের জননীভূতা পৃথিবীকে সুবিস্তীর্ণ করিয়াছ, সেই তোমরা উৎকৃষ্ট সন্তানসন্ততি সম্পন্ন হও। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৪। এই আমি নাভানেদিষ্ঠ তোমাদিগের ভবনে আসিয়া মনোহর বক্তৃতা করিতেছি। হে দেবপুত্র ঋষিগণ! শ্রবণ কর। হে অঙ্গিরাগণ! তোমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃ লাভ কর। আমি মানব, (ইত্যাদি)।

৫। সেই সমস্ত অঙ্গিরা ভিন্ন ভিন্ন মুর্ত্তিধারী; তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ গম্ভীর, অর্থাৎ কেহ সন্ধান পায় না। সেই অঙ্গিরাগণ অগ্নির পুত্র, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইলেন।

৬। তাঁহারা অগ্নির চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইলেন, নানা মুর্ত্তিতে গগনের চতুর্দ্দিকে উদয় হইলেন। কেহ নবগু অর্থাৎ নয় মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন; কেহ দশগ্ব, অর্থাৎ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। যিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধনদান করিতেছেন।

৭। তাঁহারা ইন্দ্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অশ্বযুক্ত ও গোধনযুক্ত গোষ্ঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা বিস্তীর্ণ কর্ণযুক্ত একসহস্র গাভী আমাকে দান করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞীয় অন্ন উৎসর্গ করিয়াছেন।

৮। এই মনুর বংশ শীঘ্র বৃদ্ধি হউক, ইনি জলসংযুক্ত আর্দ্রবৃক্ষ বীজের ন্যায় শীঘ্র অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, কারণ ইনি শত অশ্ব ও সহস্রগাভী এখনই দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

৯। তিনি স্বর্গের উচ্চ প্রদেশের ন্যায় উন্নতভাবে অবস্থিত আছেন, তাঁহার তুল্য কার্য্য করিতে কাহার সাধ্য নাই। সাবর্ণ্য মনুর দান নদীর ন্যায় ধরাতলে বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

১০। যদু ও তুর্ব্বা নমে দাস জাতীয় দুই রাজা(১) গাভীবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং অতি সুন্দর বাক্য কহিতে কহিতে সেই মনুর ভোজনের জন্য আয়োজন করিয়া দেয়।

১১। মনু সহস্রগাভী দান করেন, তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি, তাঁহার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তাঁহার দান সূর্য্যের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া সর্ব্বত্র গতিবিধি করুক। দেবতাগণ সেই সাবর্ণি মনুর পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করুন। তাঁহার নিকট আমরা অনবরত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

---

৬৩ সূক্ত।

পথ্যাস্বস্তি ও বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি।

১। যে সকল দেবতা অতি দূরদেশ হইতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব করেন, যাঁহারা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদিগের অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন; যাহারা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হয়েন, তাঁহারা আমাদিগের মঙ্গল করুন।

২। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের সকল নামই নমস্কার করিবার যোগ্য, বন্দনীয় এবং যজ্ঞে উচ্চারণযোগ্য। যাঁহারা অদিতির গর্ভে

(১) দাস রাজাদিগের উল্লেখ।

জন্মিয়াছেন, কিংবা জলে, কিংবা পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাঁহা সকলে আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন।

৩। সকলের জননীভূতা পৃথিবী যাহাদিগের জন্য মধুময় দুগ্ধ বহাই দেন, এবং মেঘ সমাকীর্ণ অবিনাশী আকাশ অমৃত ধারণ করেন, সে সকল অদিতি সন্তান দেবতাদিগকে স্তব কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহ দিগের ক্ষমতা অতি প্রশংসনীয়, তাহারা বৃষ্টি আহরণ করেন, তাহাদিগে কার্য্য অতি সুন্দর।

৪। সেই সকল প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা লোকের নিকট পূজা পা বার জন্য অমরত্বগুণ লাভ করিয়াছেন। তাহারা অনিমেষ নয়নে মনুষ্য দিগকে দর্শন, অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদিগের রথ জ্যোতির্ম্ম তাহাদিগের কার্য্যের বিঘ্ন নাই, তাহারা নিষ্পাপ; তাহারা লোকে মঙ্গলের জন্য স্বর্গের উন্নত প্রদেশে বাস করেন।

৫। যাঁহারা উত্তম শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উজ্জ্বলমূর্ত্তিতে যজ্ঞে আসি য়াছেন, যাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া স্বর্গে বাস করেন, সেই সকল প্রধান দেব তাকে নমোবাক্যে এবং সুরচিত স্তবের দ্বারা সেবা কর এবং মঙ্গলে জন্য অদিতিকে সেবা কর।

৬। হে জ্ঞানসম্পন্ন সমস্ত দেবতা! তোমরা যতগুলি আছ, তোমর যে স্তব প্রাপ্ত হইয়া থাক, কে তোমাদিগের জন্য সেই স্তব প্রস্তুত করে হে বংশবৃদ্ধিসম্পন্ন দেবতাগণ! যে যজ্ঞ পাপ হইতে ত্রাণপূর্ব্বক কল্যা বিতরণ করে, কে তোমাদিগের জন্য সেই যজ্ঞের আয়োজন করে?।

৭। মনু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সাতজন হোতা লইয় যে সকল দেবতার উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট হোমের দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন সেই সমস্ত দেবতাগণ! আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং সুখী করুন আমাদিগের সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিন এবং কল্যাণ বিতরণ করুন।

৮। যাহাদিগের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞান সুন্দর, যাহারা স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগতের অধীশ্বর, হে তাদৃশ দেবতাগণ! এক্ষণে আমাদিগকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সকল পাপ হইতে পার কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

৯। আমরা সকল যজ্ঞে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি, তাঁহাকে আহ্বান করিতে আনন্দ হয়। তাবৎ দেবতাবর্গকেও আহ্বান করি, তাঁহারা পাপ হইতে মুক্তি দেন, তাঁহাদিগের কার্য্য সুন্দর, আমরা কল্যাণ ও ধন লাভের জন্য অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ভগ, দ্যাবাপৃথিবী ও মরুৎগণকে আহ্বান করিয়া থাকি।

১০। আমরাম ঙ্গলের জন্য দ্যুলোকস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়া যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই(১)। এই নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার বিষয়ে কোন ভয়ই নাই; ইহা অতি বিস্তীর্ণ; ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়; ইহার ক্ষয় নাই; ইহার গঠন অতি চমৎকার; ইহার চরিত্র সুন্দর; ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী।

১১। হে যজ্ঞভাগগ্রাহী তাবৎ দেবতাগণ! আমাদিগকে আশ্রয় দিবে ইহা স্বীকার কর। সাংঘাতিক দুর্গতি হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। এই সত্যস্বরূপ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। শ্রবণ কর, রক্ষা কর এবং কল্যাণ বিতরণ কর।

১২। হে দেবতাগণ! আমাদিগের রোগ ও সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম বুদ্ধি দূর কর। দান না করিবার বুদ্ধি যেন আমাদিগের না হয়। দুষ্টাশয় ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দূর কর। আমাদিগের শত্রুবর্গকে অতিদূরে লইয়া যাও। আমাদিগকে বিশিষ্ট সুখ ও কল্যাণ দান কর।

১৩। হে অদিতি সন্তান দেবতাগণ! তোমরা যাহাকে উত্তম পথ দেখাইয়া দিয়া সমস্ত পাপ হইতে পার করিয়া কল্যাণে উপনীত কর, এতাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই শ্রীবৃদ্ধিশালী হয়, তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে না, সে ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়।

১৪। হে দেবতাগণ! অন্ন লাভের জন্য তোমরা যে রথকে রক্ষা কর, হে মরুৎগণ! যুদ্ধের সময় সঞ্চিত ধন লাভের জন্য তোমরা যে রথ রক্ষা কর; হে ইন্দ্র! তোমার সেই যে রথ,—যাহা প্রাতঃকালে যুদ্ধে গমন করে, তাহাকে ভজনা করা উচিত, যাহাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, আমরা যেন সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক কল্যাণভাগী হই।

---

(১) দেবত্ব প্রাপ্তির কথা।

১৫। কি সুপথে, কি মরুভূমিতে, আমাদিগের কল্যাণ হউক; জলে, কি যুদ্ধে আমাদিগের কল্যাণ হউক; যে স্থানে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ হইতেছে, এরূপ সৈনমধ্যে আমাদিগের কল্যাণ হউক; যথায় পুত্র উৎপন্ন হয়, আমাদিগের সম্বন্ধীয় সেই স্ত্রীযোনিতে কল্যাণ হউক। হে দেবতাগণ! ধন লাভের জন্য আমাদিগের মঙ্গল বিধান কর।

১৬। যে পৃথিবী পথে গমন কালে মঙ্গল করিয়া থাকেন; যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনে পরিপূর্ণ; যিনি রমণীয় যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত আছেন; তিনি কি গৃহে, কি অরণ্যে আমাদিকে রক্ষা করুন; দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমরা যেন সুখে তাঁহাতে বাস করি।

১৭। হে সমস্ত অদিতি সন্তানগণ! হে অদিতি! ধ্যানপরায়ণ প্লুতি তনয় গয় এই রূপে তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। অমরদিগের প্রসাদে মনুষ্যগণ প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাবৎ দেবতাগণকে গয় স্তব করিলেন।

---

৬৪ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। গয় ঋষি।

১। যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তম রূপে রচনা করি? কে আমাদিগেকে কৃপা করেন? কে সুখ বিধান করেন? কেই বা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসেন?।

২। অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে; দেবতাদিগের স্তব সকল হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে; উৎকৃষ্ট ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; মনের প্রার্থনা সকল উপস্থিত হইয়াছে; আমার মনের অভিলাষগুলি দেবতাদিগের দিকেই বাঁধা আছে। তাঁহারা ব্যতীত সুখদাতা আর কেহ নাই।

৩। মনুষ্যগণ যাঁহাকে বর্ণনা করেন, সেই পূষাদেবকে স্তবের দ্বারা পূজা কর; দেবতারা যাঁহাকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই দুদ্ধর্ষ অগ্নিকে স্তবের দ্বারা পূজা কর। সূর্য্য ও চন্দ্র ও যম ও দিব্যলোকবাসী ত্রিত ও বায়ু ও ঊষা ও রাত্রি ও অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর।

৪। জ্ঞানী অগ্নি কি প্রকারে এবং কি বাক্যদ্বারা বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন। বৃহস্পতি নামক দেবতা সুরচিত স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েন। অজ এক-পাদ ও অহির্বুধ্ন আমাদিগের আহ্বানকালে সুরচিত স্তব সকল শ্রবণ করুন।

৫। হে অবিনাশী পৃথিবী! সূর্য্যের জন্ম ব্যাপারের সময় তুমি, মিত্র ও বরুণ এই দুই রাজার পরিচর্য্যা করিয়া থাক। সেই সূর্য্য বৃহৎ রথে আরোহণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গমন করেন, তাঁহার জন্ম নানা মূর্ত্তিতে হয়; সপ্তঋষি তাঁহার আহ্বানকর্ত্তা।

৬। ইন্দ্রের যে সকল ঘোটক নিজে হইতে যুদ্ধের সময় বিস্তর ধন শত্রুদিগের নিকট হরণ করিল; যাহারা, যেন যজ্ঞের সময়, সর্ব্বদাই সহস্র ধন দান করেন, যাহারা সুশিক্ষিত ঘোটকের মত পরিমিত রূপে চরণ ক্ষেপ করে, তাহারা সকলে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুক, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনই পরাঙ্মুখ নহে।

৭। হে স্তবকর্ত্তাগণ! রথযোজনাকারী বায়ুকে এবং বহুকার্য্যকারী ইন্দ্রকে এবং পুষাকে স্তব করিয়া তোমাদিগের বন্ধুত্ব স্বীকার করাও। তাহারা সকলে এক মন ও অনন্যমনা হইয়া সূর্য্যের প্রসব সময়ে অর্থাৎ প্রভাতে যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন।

৮। প্রবাহশালিনী ত্রিগুনিত সপ্ত সংখ্যক প্রকাণ্ড নদী এবং জল, বনতরুগণ, পর্ব্বত, অগ্নি, কৃশানু নামক দেব, বাণক্ষেপকারী গন্ধর্ব্বগণ, তিষ্য, রুদ্র এবং রুদ্রদিগের মধ্যে প্রধান রুদ্র, আশ্রয় পাইবার জন্য ইহা-দিগের সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

৯। সরস্বতী, সরযু, এবং সিন্ধু(১) এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন। জল প্রেরণকারিণী জননী-স্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃততুল্য, মধুতুল্য, জল দান করুন।

১০। সেই বিপুল দীপ্তিশালিনী দেবতা এবং দেব পিতা ত্বষ্টা নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। আমরা উত্তম

(১) স্বরস্বতী, সরযু ও সিন্ধু নদীর উল্লেখ।

উত্তম স্তব উচ্চারণ করিতেছি, আমাদিগকে ইন্দ্র এবং বাজ এবং রথপতি ভগ রক্ষা করুন।

১১। মরুদগণ দেখিতে তেমনি রমণীয়, যেমন অন্ন পরিপূর্ণ গৃহ রমণীয়! রুদ্রপুত্র মরুৎগণের স্তবে মঙ্গল হইয়া থাকে। লোকদিগের মধ্যে আমরা গোধনে ধনী হইয়া যেন যশস্বী হই। যেন সর্ব্বদাই আমরা স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে ভজনা করি।

১২। হে মরুৎগণ! হে ইন্দ্র! হে দেবতগণ! হে বরুণ! হে মিত্র! তোমাদিগের প্রসাদে আমি যে সুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি, যেরূপ গাভী দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই সুমতিকে পরিপূর্ণ কর। তোমরা আমার স্তব শ্রবণপূর্ব্বক অনেক বার রথারোহণে যজ্ঞে আসিয়াছ।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বার আমাদিগের বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ, তদ্রূপ এখনও কর। আমরা যে স্থানে সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞবেদী সংস্থাপন করি, তথায় পৃথিবী আমাদিগের আত্মীয়ের ন্যায় কার্য্য করুন।

১৪। সেই সর্ব্বজনবিদিত দ্যাবাপৃথিবী অতি মহতী জননীস্বরূপা, সেই দুই দেবী যজ্ঞের সময় নিজ পুত্র দেবতাদিগের সহিত আগমন করেন, তাঁহারা উভয়ে দুই ভুবনকে নানা উপায়ে ধারণ করিয়া রাখেন। তাঁহারা পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর শুক্র, অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সেচন করেন।

১৫। সেই হোমের মন্ত্র সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর বিষয়ই উল্লেখ করে, সেই মন্ত্র প্রধান ব্যক্তিদিগকে পালন করে, সে অবিশ্রান্ত দেবতাদিগকে স্তব করিতেছে। সেই মন্ত্রে মধু উৎপাদনকারী প্রস্তর বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। বিদ্বানগণ স্তবের দ্বারা দেবতাদিগকে যজ্ঞকামুক করিয়াছেন।

১৬। এই রূপে গয় ঋষি, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহার বিস্তর স্তবের সঞ্চয় আছে, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান জানেন; সেই মেধাবী গয় ঋষি বিশিষ্ট ধন কামনাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাবৎ দেবতাদিগকে উত্তম উত্তম স্তব ও স্তবের দ্বারা এই রূপে অপ্যায়িত করিলেন।

১৭। পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের সহিত অভিন্ন।

৬৫ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। বসুকর্ণ ঋষি।

১। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, বায়ু, পূষা, সরস্বতি, আদিত্যগণ, বিষ্ণু মরুৎগণ, বৃহৎ স্বর্গ, সোম, রুদ্র, অদিতি, ব্রহ্মণস্পতি, ইঁহারা সকলে পরস্পর মিলিত আছেন।

২। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইহারা শিষ্টপালন কর্ত্তা, ইঁহারা যুদ্ধের সময় একত্র হইয়া নিজ ক্ষমতাদ্বারা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং প্রকাণ্ড আকাশ আপন তেজে পরিপূর্ণ করেন। ঘৃতযুক্ত সোমরস তাঁহাদিগের বল বাড়াইয়া দেয়।

৩। সেই মহৎ অপেক্ষাও মহৎ ও অবিচলিত ও যজ্ঞবৃদ্ধিকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে আমি যজ্ঞ অবগত হইয়া স্তবসমূহ প্রেরণ করিতেছি, যাঁহারা সুশ্রী মেঘ হইতে জল বর্ষণ করেন, সেই পরম বন্ধু দেবতাগণ আমাদিগকে ধন দান করিয়া শ্রেষ্ঠ করুন।

৪। সেই দেবতারা সকলের নায়কস্বরূপ সূর্য্যকে এবং আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদিকে এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ও পৃথিবীকে নিজবলে স্বস্থানবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ধনদানকারী ব্যক্তিবর্গের ন্যায় উত্তম দান করিয়া মনুষ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ করিতেছেন। মনুষ্যদিগের নিকট ধন প্রেরণ করেন, একারণ তাঁহাদিগকে স্তব করা হইতেছে।

৫। মিত্র ও দাতাবরুণকে হোমের দ্রব্য নিবেদন কর। তাঁহারা দুই জন রাজার রাজা, তাঁহারা কখন অমনোযোগী হয়েন না, তাঁহাদিগের ধাম উত্তমরূপে সংধারিত হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতেছে। দুই দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাদিগের নিকট যাচকের ভাবে অবস্থিত আছেন।

৬। যে গাভী অপ্রার্থিত হইয়া পবিত্রস্থান যজ্ঞে আগমন করে, যে দুগ্ধ দানপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করে। সেই গাভী আমার প্রস্তাবমতে দাতাবরুণকে এবং অন্য অন্য দেবতাকে হোমের দ্রব্য দান করুণ এবং দেবতার সেবক যে আমি, আমাকে রক্ষা করুন।

৭। যাঁহারা নিজ তেজে আকাশপূর্ণ করেন, অগ্নিই যাঁহাদিগের জিহ্বা, যাঁহারা যজ্ঞের বৃদ্ধি করেন, তাঁহারা অপান আপন স্থান বুঝিয়া যজ্ঞস্থানে বসিতেছেন। তাঁহারা আকাশকে উন্নত করিয়া জল নির্গত করিয়াছেন এবং যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের শরীর ভূষিত করিয়া দেন।

৮। দ্যাবা ও পৃথিবী ইঁহারা সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, ইঁহারা সকলের মাতা পিতৃস্বরূপ, সকলের পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, উভয়েরই স্থান এক; উভয়েই যজ্ঞস্থানে বাস করেন। উভয়ে এক মনা হইয়া সেই মহীয়ান্ বরুণকে ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ দিতেছেন।

৯। মেঘ আর বায়ু, ইঁহারা বৃষ্টি বর্ষণকারী জলের ভাণ্ডার ধারণ করেন। ইন্দ্র ও বায়ু, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, ইঁহাদিগকে এবং অদিতি-সন্তান দেবতাদিগকে এবং অদিতিকে আহ্বান করিতেছি। যাঁহারা পৃথিবীতে, বা আকাশে, বা জলে থাকেন, তাহাদিগকেও ডাকিতেছি।

১০। হে ঋভুগণ! যে সোম দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা ত্বষ্টা ও বায়ুর নিকট তোমাদের মঙ্গলের জন্য গমন করে; অপিচ বৃহস্পতি ও বৃত্রনিধন-কারী সুবুদ্ধি ইন্দ্রের নিকট গমন করে, ইন্দ্রের প্রীতিপ্রদ সেই সোমকে আমরা ধনের জন্য যাচ্ঞা করি।

১১। সেই দেবতারা পুণ্যকর্ম্ম ও গাভী ও অশ্ব উৎপাদন করিয়া-ছেন, বৃক্ষলতা ও বনতরু এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্য্যকে আকাশে আরোপিত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের দান অতি চমৎকার, তাঁহারা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করি-য়াছেন।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভুজ্যুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া-ছিলে, বধ্রিমতী নাম্নী রমণীকে পিঙ্গলবর্ণ এক পুত্র দিয়াছিলে, বিমদ ঋষিকে সুরূপাভার্য্যা আনিয়া দিয়াছিলে এবং বিশ্বক ঋষিকে বিষ্টাপু নামক পুত্র দান করিয়াছিলে।

১৩। অস্ত্রধারিণী ও বজ্রের ন্যায় নির্দ্দোষযুক্তা দৈববাণী এবং এক পাদ অজ এবং আকাশে ধারণকর্ত্তা ও নদী ও সমুদ্রের জল এবং

তাবৎ দেবতা ইঁহারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আর নানা ভাব ও নানা চিন্তা যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেই সরস্বতীও শ্রবণ করুন।

১৪। যাঁহাদিগের সঙ্গে নানা ভাব ও নানা চিন্তা বিদ্যমান আছে, যাঁহাদিগের উদ্দেশে মনু যজ্ঞ করিয়াছেন, যাঁহারা অমর, যাঁহারা যজ্ঞ উত্তমরূপ জানেন, যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য গ্রহণ করেন, যাঁহারা সকলি অবগত আছেন, সেই সকল দেবতাগণ আমাদিগের সমস্ত স্তব এবং উত্তমরূপে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করুন।

১৫। বশিষ্ঠবংশসম্ভূত এই ঋষি অমর দেবতাদিগকে বন্দনা করিয়াছেন। সেই দেবতারা সমস্ত ভুবন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে অদ্য উৎকৃষ্ট ধন দান করুন। হে দেবতাগণ! তোমরা মঙ্গল বিধানপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

---

৬৬ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যে সকল দেবতা সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্রই যাঁহাদিগের প্রধান, যাঁহারা অমর, যজ্ঞের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন এবং অতি চমৎকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের মন উৎকৃষ্ট, যাঁহারা যজ্ঞকে আলোকময় করেন, সেই বহুঅন্নসম্পন্ন দেবতাদিগকে ডাকিতেছি।

২। যাঁহারা ইন্দ্রকর্তৃক উৎপাদিত হইয়া এবং বরুণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের গতিপথ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই শত্রু সংহারকারী মরুৎগণের স্তব চিন্তা করি। হে বিদ্বান্‌গণ! ইন্দ্রপুত্রদিগের যজ্ঞ আয়োজন কর।

৩। ইন্দ্র বসুদিগের সহিত আমাদিগের গৃহ রক্ষা করুন। অদিতি আদিত্যদিগের সহিত আমাদিগের সুখ বিধান করুন। রুদ্রদেব রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগকে সুখী করুন। ত্বষ্টা পত্নীসমেত আমাদিগের সুখ বর্দ্ধন করুন।

৪। অদিতি, দ্যাবাপৃথিবী, প্রধান সত্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু, মরুৎগণ, প্রকাণ্ড স্বর্গ, অদিতি সন্তান দেবতাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ এবং উত্তমদাতা সূর্য্য, ইহাদিগকে ডাকিতেছি যে, ইঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫। জলাধিপতি বিবিধ বুদ্ধিযুক্ত বরুণ, ব্রতরক্ষাকারী পূষা, মহীয়ান্ বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞসৃষ্টিকারী সর্ব্বজ্ঞ অমরগণ, ইঁহারা আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৬। যজ্ঞ অভিলষিত ফল দান করুক, যজ্ঞভাগগ্রাহীগণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন, দেবতারা এ হোমের দ্রব্য আয়োজনকারীরা এবং যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দ্যাবাপৃথিবী এবং পর্জ্জন্য এবং স্তবকারীগণ সকলেই আমাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

৭। অন্ন পাইবার জন্য অভিমত ফলদানকারী অগ্নি ও সোমকে স্তব করিতেছি। বিস্তর লোকে তাঁহাদিগকে দাতা বলিয়া প্রশংসা করে। পুরোহিতগণ তাঁহাদের উভয়কে যজ্ঞ উপলক্ষে পূজা দিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহ দান করুন।

৮। যাঁহারা কর্ত্তব্য পালনে সদা উদ্যোগী, যাঁহারা বলবান্, যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করেন, যাঁহাদিগের ঔজ্জ্বল্য অতি মহৎ, যাঁহারা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন অগ্নি যাঁহাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যাঁহারা সত্যের সপক্ষস্বরূপ, সেই দেবতাগণ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিলেন।

৯। দেবতারা নিজ কার্য্যদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ও জল, বৃক্ষলতাদি এবং যজ্ঞের উপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া আকাশ ও স্বর্গ নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিলেন। তাহারা যজ্ঞের সহিত আপন দেহ মিলিত করিয়া যজ্ঞ বিভূষিত করিলেন।

১০। ঋভুগণের হস্ত সুন্দর, অর্থাৎ কৌশলসম্পন্ন; তাঁহারা আকাশের ধারণকর্ত্তা। বায়ু আর মেঘ ইঁহাদিগের শব্দ অতি মহৎ। জল ও বৃক্ষলতাদি আমাদিগকে স্তববাক্য শিখাইয়া দিন। আর ধন দানকর্ত্তা ভগ ও অর্য্যমা ইঁহারা সকলে আমার যজ্ঞে আগমন করুন।

১১। সমুদ্র, নদী, ধূলিময় পৃথিবী, আকাশ, অজ, একপাদ, শব্দকারী মেঘ, অহির্বুধ্ন্য, ইঁহারা আমার বাক্য সকল শ্রবণ করুন। আর প্রজাবান্ তাবৎ দেবতাও আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

১২। হে দেবগণ! আমরা মনুসন্তান, তোমাদিগকে যজ্ঞ দিতে যেন সমর্থ হই। আমাদিগের চিরপ্রচলিত যজ্ঞকে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর। হে অদিতি সন্তানগণ! রুদ্রগণ! বসুগণ! তোমাদিগের দানশক্তি অতি চমৎকার। আমরা এই মন্ত্র সকল পাঠ করিতেছি, পরিতোষপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১৩। যে দুই ব্যক্তি দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তাঁহাদিগের উদ্দেশে উত্তমরূপে যজ্ঞের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, আমাদিগের নিকটস্থ ক্ষেত্রপতিকে এবং তাবৎ অবিনাশী দেবতাকে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রার্থনা করি, তাঁহারা প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কখন অমনোযোগী হয়েন না।

১৪। বসিষ্ঠ সন্তানগণ পিতার দৃষ্টান্তে স্তব করিল, তাহারা মঙ্গল কামনাতে বসিষ্ঠ ঋষির ন্যায় দেব পূজা করিল। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় আসিয়া সন্তুষ্টমনে অভিলষিত অর্থ দান কর।

১৫। [পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের সহিত অভিন্ন]।

---

৬৭ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। অযাস্য ঋষি।

১। আমাদিগের পিতা এই সপ্তশীর্ষকযুক্ত মহৎ স্তব রচনা করিয়াছেন। সত্য হইতে ইহার উৎপত্তি। তাবৎ লোকের হিতকারী, অযাস্য ঋষি ইন্দ্রের প্রশংসা করিতে করিতে চতুর্থ একটী স্তব সৃষ্টি করিয়াছেন(১)।

২। অঙ্গিরার বংশধরেরা যজ্ঞের সুন্দর স্থানে যাইতে মনস্থ করিল। তাহারা সত্যবাদী, তাহাদিগের মনের ভাব সরল, তাহারা স্বর্গের পুত্র, মহাবলে বলী, তাহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

---

(১) এই সূক্তের সায়ণের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্টকল্পনা বোধ হয়।

৩। বৃহস্পতির সহায়গণ হংসের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদিগের সাহায্যে তিনি প্রস্তরময় দ্বার খুলিয়া দিলেন। অভ্যন্তরে রুদ্ধ গাভীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি উৎকৃষ্টরূপে স্তব ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া উঠিলেন।

৪। গাভীগণ নিম্নের দিকে একটী দ্বারের দ্বারা এবং উপরের দিকে দুইটী দ্বারের দ্বারা অধর্ম্মের আলয় স্বরূপ সেই গুহা মধ্যে রুদ্ধ ছিল। বৃহস্পতি অন্ধকারের মধ্যে আলোক লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনটী দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গাভীগণকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৫। তিনি রাত্রে নিভৃতভাবে শয়নপূর্ব্বক পুরীর পশ্চাৎভাগ বিদীর্ণ করিলেন এবং সমুদ্রতুল্য সেই গুহার তিনটী দ্বারই খুলিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে তিনি পূজনীয় সূর্য্য, আর গাভী একসঙ্গে দর্শন পাইলেন, তখন তিনি মেঘের ন্যায় বীরহুঙ্কার ছাড়িতে ছিলেন।

৬। যে বল গাভী রুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে ইন্দ্র আপনার হুঙ্কার-রবেই ছেদন করিলেন, এইরূপে ছেদন করিলেন, যেন তাহার প্রতি অস্ত্রই প্রয়োগ করিয়াছেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বন্ধুদিগের সহিত সোমপান ইচ্ছা করিয়া, তিনি পণিকে কাঁদাইলেন, তাহার গাভী কাড়িয়া লইলেন।

৭। তিনিই সত্যবাদী, দীপ্তিমান্, ধনদানকারী সহায়দিগের সহিত গাভীরোধকারী বলকে বিদীর্ণ করিলেন। আর ব্রহ্মণস্পতি বিপুলমূর্ত্তি, বদান্য, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেবতাদিগের সহিত সেই গোধন অধিকার করিলেন।

৮। তাহারা এইক্ষণে গাভীর অধিকারী হইয়া সরল চিত্তে স্তুতিবাক্য-দ্বারা গোপতি দেবতাকে ধন্যবাদ করিল। পরস্পর সাহায্যকারী নিজ সহায়দিগের সহিত বৃহস্পতি গাভীগণকে বাহির করিয়া আনিলেন।

৯। যখন সেই বৃহস্পতি যজ্ঞে আসিয়া সিংহনাদ করেন, তখন যেন আমরা সেই জয়ী, দাতাবীরপুরুষ, বৃহস্পতিকে সকল যুদ্ধে সকল বীরজন সমাগমস্থলে উত্তম উত্তম প্রশংসাবচনের দ্বারা সংবর্দ্ধনা করি এবং অভিনন্দন করি।

১০। যখন সেই বৃহস্পতি নানাবিধ অন্নদান করিলেন, যখন আকাশ পথ দিয়া তিনি পরমধামে গমন করিলেন, তখন বুদ্ধিমানগণ সেই বদান্য

বৃহস্পতিকে নানা প্রকারে সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন, তাহা করিতে করিতে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হইল।

১১। অন্নলাভের জন্য আমার যে প্রার্থনা, তাহাকে সফল কর, আমি ভক্তই আছি, আমাকে নিজ আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা কর। তাবৎ শত্রু পরাজিত ও দূর হউক। বিশ্বব্যাপিনী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের এই বাক্য শ্রবণ করুণ।

১২। ইন্দ্র অতিবৃহৎ একজলপূর্ণ মেঘের মস্তক বিদীর্ণ করিলেন। অহি, অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করিলেন, সপ্ত সিন্ধু বহাইয়া দিলেন। হে দ্যাবা-পৃথিবী! দেবতাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর।

---

৬৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। যেরূপ জল সেচনকারী কৃষাণগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে(১), অথবা যেরূপ মেঘবৃন্দের নির্ঘোষ হয়, অথবা যেমন তরঙ্গবর্গ পর্ব্বতে অভিঘাত কালে কলরব করে, তদ্রূপ বৃহস্পতির উদ্দেশে প্রশংসা ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল।

২। অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সূর্য্যদেবকে গাভীগণের সহিত সংসৃষ্ট করিলেন, অর্থাৎ গুহাবর্ত্তিনী গাভীদিগের নিকট সূর্য্যের আলোক আনয়ন করিলেন। ভগদেবের ন্যায় তাঁহার তেজঃ চতুর্দ্দিগ্‌ব্যাপী হইল। যেমন স্ত্রী পুরুষের বন্ধুবর্গ পতিপত্নী মিলন করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনি গাভীদিগকে লোকদিগের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন। হে বৃহস্পতি! যুদ্ধের সময় যেমন ঘোটকদিগকে ধাবিত করে, তদ্রূপ গাভীদিগকে ধাবিত কর।

৩। যেমন যবের কুশূল (মরাই) হইতে যব বাহির করে(২), তদ্রূপ বৃহস্পতি গাভীদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পর্ব্বত হইতে বাহির করিলেন।

---

(১) পক্ষীগণ উক্ত বীজ না খাইয়া যায় এই জন্য কৃষকগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

(২) যবের মরাইয়ের উল্লেখ।

তাহাদিগের গাভী অতি সুন্দর, ক্রমাগত তাহারা চলিতে লাগিল; তাহাদিগের বর্ণ এমনি মনোহর এবং আকৃতি এমনি সুগঠন, যে দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়।

৪। বৃহস্পতি গাভী উদ্ধার করিয়া যেন সৎকর্ম্মের আকরস্থান মধুবিন্দু সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি এমনি দীপ্তিযুক্ত হইলেন, যেন সূর্য্যদেব আকাশে উল্কা নিক্ষেপ করিতেছেন, তিনি প্রস্তরের আচ্ছাদন হইতে গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগের খুরপুটের দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেমন নীচে হইতে জল উঠিবার সময় ধরাতল বিদীর্ণ করে।

৫। যেমন বায়ু জল হইতে শৈবাল অপসারিত করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি আকাশ হইতে অন্ধকার অপসারিত করিলেন। যেমন বায়ু মেঘসমূহকে বিকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ বৃহস্পতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক বলের গোপন স্থান হইতে গাভীদিগকে নিষ্কাশিত করিলেন।

৬। যখন হিংস্র বলের অস্ত্র, বৃহস্পতির অগ্নিতুল্য প্রতপ্ত উজ্জ্বল অস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ন হইয়া গেল, তখন তিনি গোধন অধিকার করিলেন, যেমন দন্তগণ আহারের দ্রব্য মুখের মধ্যে পরিবেশন করিয়া দিলে জিহ্বা তাহা অধিকার করে, তিনি সেই বহুমূল্য গোধন প্রকাশিত করিলেন।

৭। যখন সেই গোপন স্থান মধ্যে গাভীগণ শব্দ করিতেছিল, তখনই বৃহস্পতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে গাভী রুদ্ধ আছে। যেমন পক্ষী ডিম্বভঙ্গ করিয়া শাবককে নিষ্কাশিত করে, তদ্রূপ তিনি আপনিই পর্ব্বত মধ্য হইতে গাভীদিগকে তাড়াইয়া আনিলেন।

৮। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মৎস্য অল্পজলে থাকিলে ক্লেশ পায়, তদ্রূপ সেই মধুর ন্যায় পরম অভিলষিত গোধন প্রস্তররুদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছে। যেমন কাষ্ঠ হইতে চমস নামক পানপাত্র কুঁদিয়া বাহির করে, তদ্রূপ বৃহস্পতি কোলাহলসহকারে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই গোধন বাহির করিলেন।

৯। তিনি প্রভাত, স্বর্গ, অগ্নি, সকলি পাইলেন, অর্থাৎ গোধনোদ্ধার কার্য্যদ্বারা আবার যেন রাত্রি প্রভাত হইল, অগ্নি যেন প্রজ্বলিত হইল।

তিনি সূর্য্যালোক প্রবেশ করাইয়া গুহামধ্যের অন্ধকার নষ্ট করিলেন। বলে গাভীদিগকে রুদ্ধ করিয়াছিল, বৃহস্পতি সেই গাভী উদ্ধার করিয়া যেন তাহার অস্থি মধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া আনিলেন।

১০। যেমন শীতকাল অরণ্যের সকল পত্র অপহরণ করে, তদ্রূপ বলের সকল গাভী বৃহস্পতিকর্তৃক গৃহীত হইল। যাহা কেহ কখন করে নাই, কেহ কখন অনুকরণ করিতে পারিবে না। এই রূপ কার্য্য তিনি করিলেন, তাঁহার এই কার্য্যদ্বারা পুনর্ব্বার সূর্য্য চন্দ্রের উদয় হইল।

১১। যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, তদ্রূপ পিতাস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে নক্ষত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহারা অন্ধকার রাত্রিতে রাখিয়া দিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন। বৃহস্পতি পর্ব্বত ভেদ করিয়া গোধন লাভ করিলেন।

১২। যিনি পূর্ব্বতন অনেক ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন মেঘলোকবাসী হইয়াছেন, সেই বৃহস্পতিকে এই নমস্কার করিলাম। সেই বৃহস্পতি আমাদিগকে গাভী ও ঘোটক ও সন্তান ও ভৃত্য ও অন্ন দান করুন।

---

৬৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সুমিত্র ঋষি।

১। বধ্র্যশ্ব [সুমিত্রের পিতা]। যে অগ্নি স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর, তাহার স্থাপনাও চমৎকার এবং আগমনও রমণীয়, সুমিত্র নামক ব্যক্তিগণ যখন সর্ব্বসমক্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, অগ্নি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ত হয়েন, তাঁহাকে সকলে স্তব করিতে থাকে।

২। বধ্র্যশ্বের অগ্নি ঘৃতদ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ঘৃতই তাঁহার আহার, ঘৃতই তাঁহাকে স্নিগ্ধ করে। ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশিষ্টরূপে বিস্তারী হইলেন। ঘৃত ঢালিয়া দেওয়াতে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।

৩। হে অগ্নি! যেরূপ মনু তোমার মূর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। আমার এই কার্য্য সংপ্রতি করা হইয়াছে। অতএব তুমি ধনবান্ হইয়া দীপ্যমান হও, আমাদিগের স্তুতিবাক্য গ্রহণ কর, শত্রু সৈন্য বিদীর্ণ কর, এই স্থানে অন্ন স্থাপন কর।

৪। যে তোমাকে বধ্রি অশ্ব প্রথমে স্তব করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তুমি আমাদিগের গৃহ ও দেহ রক্ষা কর; তুমিই এই যাহা কিছু দিয়াছ, আমার সেই দান সমস্ত রক্ষা কর।

৫। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! দীপ্যমান হও; রক্ষাকর্ত্তা হও, লোক-দিগকে যে হিংসা করে, সে যেন তোমাকে পরাভব না করে। বীরের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং শত্রু পাতনকারী হও। আমি সুমিত্র, বধ্রি অশ্বের অগ্নিস্তব রচনা করিলাম।

৬। হে অগ্নি! পর্ব্বতের যে সকল উত্তম উত্তম জঙ্গম ধন, তাহা তুমি দাসদিগের নিকট জয় করিয়া আর্য্যদিগকে দিয়াছ(১), তুমি দুর্দ্ধর্ষ বীরের ন্যায় শত্রু নিপাত কর; যাহারা যুদ্ধ করিতে আসে, তাহাদিগের প্রতি অগ্রসর হও।

৭। এই অগ্নি দীর্ঘতন্তু, অর্থাৎ ইঁহার বংশ অতি বিস্তারিত, ইনি প্রধান দাতা, ইনি সহস্রস্থান আচ্ছাদন করেন, শতসংখ্য পথ দিয়া গমন করেন, ইনি উজ্জ্বল দীপ্তিশালীদিগের মধ্যেও দীপ্তিশালী, প্রধান পুরোহিতগণ ইহাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। হে অগ্নি! দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয়-দিগের ভবনে দীপ্যমান থাক।

৮। হে জাতবেদা অগ্নি! তোমার গাভীকে বড় সুখে দোহন করা যায়। তাহার দোহনে কোন বাধা বিঘ্ন নাই। সে মনোযোগী হইয়া অমৃত দোহন করিয়া দেয়। দেবভক্ত সুমিত্রবংশীয় প্রধান ব্যক্তিগণ দক্ষিণাসম্পন্ন হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছে।

৯। হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! হে জাতবেদা! মরণরহিত দেবতারাই নিজে তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যখন মনুষ্যগণ মহিমার বিষয়

---

(১) আর্য্য ও দাসের উল্লেখ।

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলি কহিয়াছেন। তোমার সম্মানাকরী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি জয়ী হইয়াছ।

১০। হে অগ্নি! যেমন পিতা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লালন করে, তদ্রূপ বধ্রি অশ্ব তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। হে যুবা অগ্নি! ইহার নিকট কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তুমি পূর্ব্বতন সকল হিংসককে নষ্ট করিয়াছ।

১১। বধ্রি অশ্বের অগ্নি সোমরস প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া শত্রুদিগকে চিরকালেই জয় করিয়া আসিতেছেন। হে বিচিত্র কিরণধারী অগ্নি! তুমি হিংসককে বিশেষ মনোযোগের সহিত দগ্ধ করিয়াছ। যাহাদিগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগকে অগ্নি বিদীর্ণ করিয়াছেন।

১২। বধ্রি অশ্বের এই যে অগ্নি, ইনি শত্রুনিধনকারী চিরকাল প্রজ্বলিত আছেন, নমস্কারবাক্য ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি! যাহারা আমাদিগের অনাত্মীয়, কিংবা যাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি তাহাদিগের সম্মুখীন হও।

---

৭০ সূক্ত।

আপ্রি দেবতা। সুমিত্র ঋষি।

১। বেদীর স্থানে এই যে সমিধ আমি দিয়াছি, তুমি তাহার প্রতি অভিলাষী হও, উহা গ্রহণ কর। বেদীর উপরি ভাগে তুমি উত্তম কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে এই দেবযজ্ঞ উপলক্ষে ঊর্দ্ধাভিমুখ হও, তাহা হইলে দিন সকল সাফল্য লাভ করিবে।

২। দেবতাদিগের অগ্রে অগ্রে যিনি আসেন, যিনি নরাশংস যজ্ঞের পদ্ধতি অনুসারে নমোবচনসহকারে পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নানা বর্ণধারী ঘোটকযোগে এই স্থানে আগমন করুন।

৩। যে সকল মনুষ্যের যজ্ঞীয়দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সর্ব্বদাই অগ্নিকে দূতের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ইল, অর্থাৎ স্তব করে। বহন করিতে বিলক্ষণ পটু ঘোটক সকল যে রথে যোজিত আছে, সেই রথযোগে

দেবতাদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এই স্থানে হোতা হইয়া উপবেশন কর। এইরূপ স্তব কর।

৪। দেবতারা যে যজ্ঞ গ্রহণ করিতেছেন, সেই যজ্ঞ উভয় পার্শ্বে বিস্তারিত হউক, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘতা প্রাপ্ত হউক। আমাদিগের পক্ষে সুগন্ধযুক্ত হউক। অবিচলচিত্তে দেবতাদিগের উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা ইহা কামনা করিতেছেন। হে বহ্নিরূপ অগ্নি! তুমি তাঁহাদিগকে পূজা দেও।

৫। হে দ্বারদেবীগণ! তোমরা আকাশের অত্যুন্নত স্থানকেও স্পর্শ কর, পৃথিবীতলের সহিতও আশ্রয়যুক্ত হইয়া থাক। তোমরা বিশেষ প্রযত্ন-সহকারে সাভিলাষমনে রথ প্রস্তুত করিয়া সেই উজ্জ্বল রথ ধারণ কর।

৬। উৎকৃষ্ট শিল্পসহকারে বিরচিত এই যে যজ্ঞস্থান, ইহাতে দ্যুলোকের দুহিতাস্বরূপ উষাদেবী, আর রাত্রিদেবী উপবেশন করুন। হে উষা ও রাত্রি! তোমরাও দেবতাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাও তোমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত; তোমাদিগের যে বৃহৎ সুন্দর ক্রোড়দেশ তাহাতে দেবতারা উপবেশন করুন।

৭। সোম প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তর সজ্জিত হইয়াছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, বেদীর নিকটে সুন্দর সুন্দর স্থান রচনা করা হই-য়াছে। দুই জন সুবিদ্বান্ ঋত্বিক্ দৈব হোতাদ্বয় সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন, ইঁহারা এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য সমস্ত দেবোদ্দেশে নিবেদন করুন।

৮। হে দেবিত্রয়! (ইলা, সরস্বতী ও মহী) এই উৎকৃষ্ট কুশময় আসন তোমাদিগের জন্য বিস্তারিত করা হইয়াছে, উপবেশন কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় এই যজ্ঞে হোমের দ্রব্য উত্তমরূপে আয়োজন করা হইয়াছে। ইড়াদেবীও ঘৃতপদী ইঁহারা গ্রহণ করুন।

৯। হে দেবত্বষ্টা! তুমি সুশ্রী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি অঙ্গিরা-দিগের সহায় হইয়াছ, তুমি জান কোন্ দেবতার কোন্ ভাগ, তোমার উৎ-কৃষ্ট ধন আছে, তুমি সেই ধন দান করিয়া থাক। এক্ষণে দেবতাদিগকে তাঁহাদিগের খাদ্য প্রদান কর।

১০। হে বনস্পতি, অর্থাৎ বনতরু হইতে নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠ! তুমি জ্ঞান, অতএব রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দেবতাদিগের অন্ন বহন করিয়া লইয়া যাও। হোমের দ্রব্য সেই বনস্পতি লইয়া যাউন এবং নিজে আস্বাদ করুন। আমার যজ্ঞকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষা করুন।

১১। হে অগ্নি! যজ্ঞের জন্য বরুণকে লইয়া আইস, স্বর্গ হইতে ইন্দ্রকে এবং আকাশ হইতে মরুৎগণকে লইয়া আইস, যজ্ঞভাগাধিকারীগণ সকলে কুশে উপবেশন করুন। অবিনাশী দেবগণ স্বাহা শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হউন।

---

৭১ সূক্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি।

১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাঁহাদিগের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল, তাহা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ হয়(১)।

২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব, অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্ত-ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।

৪। কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্রেম পরিপূর্ণা সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী

---

(১) এই সূক্তটী অতিশয় জ্ঞাতব্য। ইহাতে ভাষা ও বাক্য ও অর্থের কথা সমালোচিত হইয়াছে।

ভার্য্যা আপন স্বামির নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।

৫। পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে, সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য হয় না। কেহ বা পুষ্পফল বিহীন অর্থাৎ অসারবাক্য অভ্যাস করে, তাহার যে বাক্য, উহা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে, কাল্পনিক মায়াময় গাভি মাত্র।

৬। বিদ্বান্ বন্ধুকে যে ত্যাগ করে, তাহার কথায় কোন ফল নাই। সে যাহা কিছু শুনে, বৃথাই শুনে; সে সৎকর্ম্মের পন্থা অবগত হইতে পারে না।

৭। যাহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখ বা কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়, সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগভীর। কেহ কেহ বা স্নান করিবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

৮। যখন অনেক স্তোতা(২) একত্র হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনাপূর্ব্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না। কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ(৩) বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্ব্বত্র বিরচণ করেন।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল, বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি প্রয়োগ, বা সোমযাগ কিছুই করে না(৪),

(২) মূলে "ব্রাহ্মণা" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম," বা স্তোত্র উচ্চারণকারী।

(৩) মূলে "ব্রহ্মাণঃ" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম," বা স্তোত্র বিশারদ।

(৪) মূলে আছে "ন ব্রাহ্মণাসঃ ন সুতে করাসঃ।" "ব্রাহ্মণ" শব্দে আধুনিক অর্থ করিলে, এখানে কোনও সঙ্গত অর্থ হয় না। "যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং সোমযাগ করে না, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া,"—ইত্যাদি অর্থ সঙ্গত হয় না। ফলতঃ এই ঋক্‌দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার রচনা কালে জাতি বিভাগ ছিল না। যাহারা ইহকাল ও পরকাল পর্য্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জাতিগুণে স্তোতা হইত না। যাহারা ঐ ধর্ম্ম ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক, বা তন্তুবায় হইত, জাতি দোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না। বুদ্ধি বা কর্ম্মঅনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিত, জন্ম অনুসারে নহে।

তাহারা পাপযুক্ত, অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।

১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য্য করে, ইহা সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয়, কারণ যশের দ্বারা দুর্নাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপকৃত হওয়া যায়।

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋকৃসমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর এক জন গায়ত্রীছন্দে সাম গান করেন; যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাতবিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন, অপর এক জন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যগুলি ক্রমশ সম্পন্ন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

৭২ সূক্ত।

দেবগণ দেবতা। বৃহস্পতি ঋষি।

১। দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে কহা যাইতেছে। ভবিষ্যতে যখন স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইবে, তখনও দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিবেন।

২। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবকর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।

৩। দেবোৎপত্তির পূর্ব্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ সকল জন্ম গ্রহণ করিল(১)।

৪। উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্ সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন(২)।

৫। হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্ত্তি ও অবিনাশী।

৬। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই হেতুতে প্রচুর ধূলি উদয় হইল।

৭। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন, এই সমুদ্রতুল্য আকাশ মধ্যে সূর্য্য নিগূঢ় ছিলেন, দেবতারা সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিলেন।

৮। অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি তন্মধ্যে সাতটী লইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্ত্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন(৩)।

---

(১) সায়ণ কহেন, উত্তানপদ্ বলিতে বৃক্ষ।

(২) অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা এবং দক্ষ আবার অদিতির পুত্র।

(৩) অদিতির ৮ পুত্র সম্বন্ধে ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখ।

৯। পূর্ব্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আর মার্ত্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন(৪)।

---

৭৩ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। গৌরিবীতি ঋষি।

১। যখন ইন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা বীর ইন্দ্রকে প্রসব করিলেন, তখন মরুৎগণ এই বলিয়া ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিলেন যে, তুমি বলপ্রকাশ ও যুদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছ, তুমি বীর, উৎসাহযুক্ত, তেজস্বী ও অত্যন্ত অভিমানী।

২। শত্রুসংহারকারী মরুৎগণের সৈন্য ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। তাহারা বিস্তর স্তবের দ্বারা ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধনা করিল, গাভীগণ যেমন বিশাল গোষ্ঠের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ গর্ভ, অর্থাৎ বৃষ্টিবারি সকল বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্গত হইল।

৩। তুমি যে চরণে গমন কর, তাহা অতি মহৎ। তুমি যেখান দিয়া গেলে, সেই স্থানে অন্নসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে ইন্দ্র! তুমি এক সহস্র বৃককে মুখে ধারণ করিতে পার, অশ্বিদ্বয়কে ফিরাইতে পার।

৪। তোমার যুদ্ধে যাইবার ত্বরা থাকিলেও যজ্ঞে গমন কর। অশ্বিদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্ব ধারণ কর। হে ইন্দ্র! প্রচুর পরিমাণ ধন আনিয়া দাও। হে বীর অশ্বিদ্বয়! ধনসমূহ দান করুন।

৫। যজ্ঞ উপলক্ষে আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্র নিজ মিত্র গতিশীল মরুৎগণের সহিত যজমানকে অর্থ দেন। তিনি যজমানের জন্য দস্যুর ছল ও কপটতা সমস্ত ধ্বংস করিলেন। তিনি বৃষ্টিবারি সেক করিলেন, ক্লেশকর অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করিলেন।

৬। শত্রুগণ ইঁহার নিকট তুল্য নামধারী, অর্থাৎ ইনি সকলকেই ধ্বংস করেন। উষার শকট যেরূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র শত্রু ধ্বংস

---

(৪) এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন।

করেন। উৎসাহযুক্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত বন্ধুস্বরূপ মরুৎগণের সহিত ইনি বিপক্ষের উত্তম উত্তম আবাস স্থান ধ্বংস করিলেন।

৭। যজ্ঞানুষ্ঠানোদ্যত নমুচিকে তুমি বধ করিয়াছ। দাসজাতীয়কে ঋষির নিকট নিস্তেজ করিয়া দিয়াছ। তুমি মনুকে সুবিস্তীর্ণ পথ সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ, সেগুলি দেবলোকে যাইবার অতি সরল পথ হইয়াছে(১)।

৮। তুমি এই বিশ্বজগৎ তেজে পরিপূর্ণ কর। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, হস্তে বজ্র ধারণ কর। দেবতারা তোমার পশ্চাৎ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়া অনান্দিত হয়েন; তুমি মেঘদিগকে অধোমুখ করিয়া দাও, অর্থাৎ জল ঢালাইয়া দেওয়াও।

৯। জলের মধ্যে ইঁহার যে চক্র সংস্থাপিত আছে, সেই চক্র যেন ইঁহার জন্য মধু ছেদন করিয়া দেয়। হে ইন্দ্র! তুমি তৃণ লতাদির মধ্যে যে দুগ্ধ সংস্থাপন করিয়াছ, তাহা গাভীদিগের আপীন হইতে অত্যন্ত শুভ্র মূর্ত্তিতে নির্গত হয়।

১০। কেহ কহে, ইন্দ্রের উৎপত্তি অশ্ব হইতে। কিন্তু আমি জ্ঞান করি, তাঁহার উৎপত্তি তেজঃ হইতে। ইনি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া শত্রুর অট্টালিকার উপর দাঁড়াইয়াছেন,। ইন্দ্র কোথা হইতে জন্মিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

১১। সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাহাদিগের প্রার্থনা ছিল। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন করিয়া দেও।

(১) এই ঋকে দাসজাতিদিগের উল্লেখ আছে এবং মনুষ্যের দেবত্ব লাভের উল্লেখ আছে।

৭৪ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। ইন্দ্র বুঝি ধন দান করিবার জন্য স্থানান্তরে আকৃষ্ট হইয়াছেন? বুঝি বা দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে স্তবের দ্বারা, কি যজ্ঞের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন? অথবা যুদ্ধে ধন উপর্জ্জান করে, এতাদৃশ ঘোটকেরা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে? অথবা যে সকল যশস্বীব্যক্তি আশ্চর্য্যরূপ শত্রু সংহার করিতেছে, তাহারাই বা ইন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছেন?।

২। ইঁহাদিগের প্রবল নিমন্ত্রণধ্বনি আকাশপূর্ণ করিল, দেবতা-দিগেকে চালিত করিয়া দিল, তাঁহারা যজ্ঞভাগলোলুপ চিত্তে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহারা যজ্ঞভাগের জন্য চতুর্দ্দিকে চাহিতেছেন। আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহারা নিজ নিজ ধন বর্ষণ করিতে উদ্যত।

৩। অবিনাশী দেবতাদির জন্য এই স্তুতি উচ্চারণ করিলাম। তাঁহারা যজ্ঞে উত্তম উত্তম নানা বস্তু বিতরণ করেন। তাঁহারা আমা-দিগের স্তব ও যজ্ঞ দুই সফল করুন এবং নিরূপন ধনরাশি ধরিয়া দিন।

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি বহুপরিমাণ গোধন বিপক্ষের নিকট কাড়িয়া লইতে চায়, তাহারা তোমাকেই স্তব করে। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবী, ইনি একবার মাত্র প্রসব হয়েন, কিন্তু অনেক সন্তান প্রসব করেন, (অর্থাৎ প্রচুর শস্যাদি এককালে উৎপন্ন করিয়া দেন)। ইনি সহস্র ধারায় সম্পত্তিস্বরূপ দুগ্ধদান করেন; যাঁহারা এই পৃথিবীস্বরূপ গাভীকে দোহন করিতে চান, তাঁহারা ইন্দ্রকেই স্তব করেন।

৫। হে কর্ম্মনিষ্ঠ পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র কাহারো নিকট নত হয়েন না, যিনি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে দমন করেন, যিনি মহান্ ও ধনশালী, যাঁহাকে স্তব করিলে শুভ হয়, যিনি মনুষ্যের হিতার্থে বজ্র ধারণপূর্ব্বক বিবিধ শব্দ করেন, তাঁহার শরণাগত হও।

৬। শত্রুপুরী ধ্বংসকারী ইন্দ্র যখন অতি বিপুল শত্রুকে সংহার করিলেন, তখন তিনি বৃত্রের নিধনকারী হইয়া পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে জানিল যে, তিনি অতি বলবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভু। ইঁহাকে যাহা করিতে প্রার্থনা করিবে, ইনি তাহাই করবেন।

---

৭৫ সূক্ত।

নদী দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি।

১। হে জলগণ! যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিন শ্রেণীতে চলিল, সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ।

২। হে সিন্ধু নদী! যখন তুমি অন্নশালী, অর্থাৎ শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার নানা পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর।

৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইঁহার শব্দ প্রবণ করিলে জ্ঞান হয়, যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন?।

৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু বৎসের নিকট তাহাদিগের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটী নদী শ্রেণীকে লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ।

৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতি ও শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুদ্বৃধা নদী!

হে বিতস্তা ও সুষোমা সংগত আর্জীকীয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর(১)।

৬। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্রে যাইয়া থাক(২)।

৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে, তাঁহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাঁহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী আছে, ইঁহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্ঠব দর্শনা।

৮। সিন্ধু চিরযৌবনা ও সুন্দরী; ইঁহার উৎকৃষ্ট ঘোটক, উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইঁহার

(১) "Satudri (Sutlej)."

"Parushni (Iravati, Ravi)." "It was this river which the ten kings when attacking the Tritsus under Sudas tried to cross from the west by cutting off its water, but their stratagem failed, and they perished in the river."—*Rig Veda*, 7. 18. 8.

"Asikni, which means black." "It is the modern Chinab."

"Marudvridha, a general name for river. According to Roth the combined course of the Akesines and Hydaspes."

"Vitastá, the last of the rivers of the Punjab, changed in Greek into Hydaspes." "It is the modern Behat or Jilam."

"According to Yaska the Arjikiya is the Vipas." "Its modern name is Bias or Bejah."

"According to Yaska the Sushomá is the Indus."

Max Muller's *India, What can it teach us* (1883), pp. 165 to 173.

(২) ৫ ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের (অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ঋকে পশ্চিম দিকের (অর্থৎ কাবুল প্রদেশর) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। মক্ষমুলরকৃত ৬ ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"First thou goest united with the Trishtámá on this journey, with the Susartu, the Rasá (Ramhá Araxes?), and the Sveti,—O Sindhu, with the Kubhá (Kophen, Cabul river) to the Gomoti (Gomal), with the Mehatnu to the Krumu (Kurum)—with whom thou proceedest together."

তীরে সীলমা খড় আছে। ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত (৩)।

৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ(৪)।

৭৬ সূক্ত।

সোমনিষ্পীড়ন উপযোগী প্রস্তর দেবতা। জরৎকর্ণ ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! প্রভাত হইলেই তোমাদিগকে সজ্জিত করি। তোমরা সোম দিয়া ইন্দ্র ও মরুৎ ও দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিয়াছ। সেই দুই দ্যাবাপৃথিবী যেন একত্র হইয়া আমাদিগের প্রত্যেক গৃহে সেবা গ্রহণপূর্ব্বক গৃহ ধনে পূর্ণ করেন।

২। নিষ্পীড়নকর্ত্তা যখন প্রস্তরকে হস্তে ধারণ করিল, তখন সে যেন হস্তগৃহীত ঘোটকের ন্যায় হইল এবং চমৎকার সোম প্রস্তুত করিল। প্রস্তর-যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি শত্রুজয়োপযোগী পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রস্তর ঘোটক দান করে, তাহাতে প্রচুর ধন লাভ হয়।

---

(৩) "Rich in horses, in chariots, in garments, in gold, in booty, in wool, and in straw, the Sindhu, handsome and young, clothes herself in sweet flowers."—*Max Muller*.

(৪) "He (the poet) takes in at one swoop three great river systems, or, as he calls them, three great armies of rivers,—those flowing from the north-west into the Indus, those joining it from the north-east, and in the distance the Ganges and the Jumna with their tributaries. * * I call a man, who for the first time could *see* those three marching armies of rivers, a poet."

"It shows the widest geographical horizon of the Vedic poets, confined by the snowy mountains in the north, the Indus and the range of the Suleiman mountains in the west, the Indus or the sea in the south, and the valley of the Jumna and Ganges in the east. Beyond that the world, though open, was unknown to the Vedic poets."—Max Muller's *India, What can it teach us* (1883), pp. 163 and 174.

৩। যেমন পূর্ব্বকালে মনুর যজ্ঞে সোমরস আসিয়াছিল, তদ্রূপ এই প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত সোম জলে প্রবেশ করুন। গাভীদিগকে জলে স্নান করাইবার সময়ে এবং গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে এবং ঘোটকদিগকে স্নান করাইবার সময় যজ্ঞকালে এই অবিনাশী সোমরসদিগের আশ্রয় লওয়া যায়।

৪। হে প্রস্তরগণ! কর্ম্মবিঘ্নকারী রাক্ষসাদিকে নষ্ট কর, নিঋতিকে রুদ্ধ কর, দুর্ম্মতি দূর কর, আমাদিগের ধন ও জন সম্পাদন করিয়া দাও। দেবতাদিগের প্রীতিকর শ্লোকের স্ফূর্ত্তি করিয়া দাও।

৫। যাঁহারা আকাশের অপেক্ষাও অধিক তেজোযুক্ত, যাঁহারা বিভ্বা অপেক্ষাও অধিক শীঘ্র কর্ম্মকারী, যাঁহারা বায়ু অপেক্ষাও সোম প্রস্তুত করিতে অধিক পটু এবং যাঁহারা অগ্নি অপেক্ষাও অধিক অন্নদাতা, সেই প্রস্তরদিগকে পূজা কর।

৬। এই সকল প্রস্তর উজ্জ্বল বাক্যদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, এই যশস্বী প্রস্তর অন্নস্বরূপ সোমের রস প্রস্তুত করুক। ইহাদিগের সাহায্যে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কোলাহল করিতে করিতে এবং পরস্পরকে ত্বরা দিতে দিতে অতি চমৎকার মধু প্রস্তুত করেন।

৭। এই সকল প্রস্তর চালিত হইয়া সোম প্রস্তুত করিতেছে, সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত রস ইহারা দোহন করিতেছে। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ গাভীর আপীন হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছেন। সোমে সেচন করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ইহা হোম করিতে হইবেক, অতএব এখন মুখে অর্পণ করিতেছেন না।

৮। হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! হে প্রস্তরগণ! তোমরা ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করিতেছ, উত্তমরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন কর। দিব্যলোকের জন্য তোমাদের চমৎকার সম্পত্তি উপস্থিত কর; আর পৃথিবীস্থিত সোমযাগকারী ব্যক্তির জন্য উত্তম ধন লইয়া আইস।

৭৭ সূক্ত ।

মরুৎ দেবতা। স্যূম রশ্মি ঋষি।

১। মরুৎগণ স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘনির্গত বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ধন বর্ষণ করিতেছেন। প্রচুর হোম দ্রব্যযুক্ত যজ্ঞের ন্যায়, ইহারা উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ হয়েন। মরুৎদেবতাদিগের এই বৃহৎগণকে আমি পূজা, বা স্তব করি নাই, শোভার জন্যও আমার স্তব করা হয় নাই।

২। এই মরুৎগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, পুণ্যদ্বারা দেবতা হইয়াছেন, ইহারা শরীর শোভার্থ অলঙ্কার ধারণ করেন। বিস্তর সৈন্য একত্র হইয়াও মরুৎগণকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা এখনও স্তব করি নাই বলিয়া এই সকল দ্যুলোকের পুত্রগণ, অর্থাৎ মরুৎগণ এখনও দেখা দেন নাই, মহাবল পরাক্রান্ত এই সকল অদিতি সন্তানগণ এখনও বৃদ্ধিযুক্ত হয়েন নাই।

৩। এই সকল মরুৎ আপনা হইতেই স্বর্গের ও পৃথিবীর উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে বাহির হয়েন, তদ্রূপ ইহারা বাহির হয়েন। ইঁহারা বীরপুরুষের ন্যায় বলবান্, ইঁহারা স্তব কামনা করেন, বিপক্ষদিগকে দূর করে এতাদৃশ মনুষ্যের দীপ্তিসম্পন্ন।

৪। হে মরুৎগণ! যখন তোমরা পরস্পর প্রতিঘাত কর, এবং বৃষ্টিপাত হইতে থাকে, তখন পৃথিবী তাহাতে কাতর হয়েন না, দুর্ব্বলও হয়েন না। এই নানাবিধ যজ্ঞীয় সামগ্রী তোমাদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপে দেওয়া হইয়াছে, তোমরা অন্নসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ন্যায় একত্র হইয়া এস।

৫। রজ্জুদ্বারা রথেযোজিত ঘোটকের ন্যায় তোমরা দ্রুতগামী, প্রভাতকালের আলোকে যেন তোমরা আলোকযুক্ত হইয়াছ; শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তোমরা বিপক্ষ দূর কর এবং নিজের কীর্ত্তি নিজে উপার্জ্জন কর, প্রবাসে গমনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তোমরা চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক বারি সেচন করিয়া থাকে।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অতি দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ গুপ্ত-ধন বহন করিয়া আনিয়া থাক। চমৎকার সম্পত্তি লাভ করিয়া তোমরা দ্বেষকারীদিগকে গোপনে গোপনে দূর করিয়া দিয়া থাক।

৭। যে মনুষ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপন হইলে মরুৎগণকে দান করেন, তাঁহার অন্ন ও সম্পত্তি ও পুত্রাদি লাভ হয়, তিনি দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে সোম পান করেন।

৮। সেই মরুৎগণ যজ্ঞভাগে অধিকারী, যজ্ঞের সময় রক্ষা করেন, অদিতি আকাশের জলদ্বারা সুখ বিতরণ করেন। তাঁহারা ত্বরিত রথে আসিয়া আমাদিগের বুদ্ধিকে রক্ষা করুন, তাঁহারা যজ্ঞে যাইয়া প্রচুর যজ্ঞ সামগ্রী অভিলাষ করুন।

---

৭৮ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। মরুৎগণ স্তোতাদিগের মত উত্তম উত্তম স্তবের ধ্যান করিতে পারেন, যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, সেই যজমানদিগের ন্যায় উত্তম কার্য্য করেন, রাজাদিগের ন্যায় তাঁহারা সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করেন, গৃহস্বামীদিগের ন্যায় তাঁহারা নিষ্পাপ।

২। অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগের দীপ্তি; তাঁহাদিগের বক্ষঃ স্থলে যেন স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে; তাঁহারা বায়ুর ন্যায় নিজে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করেন; তাঁহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় প্রধান হয়েন এবং উত্তম নেতার কার্য্য করেন, তাঁহারা সোমরসের ন্যায় সুন্দর সুখ বিধান করেন এবং যজ্ঞে গমন করেন।

৩। তাঁহারা বায়ুর ন্যায় যাইতে যাইতে কম্পিত করিয়া যান, অগ্নিজিহ্বার ন্যায় চাকচিক্যময় হয়েন, কবচধারী যোদ্ধাদিগের ন্যায় বীরত্ব করেন; পিতৃলোক দিগের স্তবের ন্যায় সুফল দান করেন।

৪। তাঁহারা রথচক্রের অরসমূহের ন্যায় এক নাভি, অর্থাৎ এক আশ্রয় ধরিয়া আছেন, বিজয়ী বীরের ন্যায় দীপ্তিশালী, দান করিতে উদ্যত মনুষ্যদিগের ন্যায় জলবিন্দু সেক করেন; স্তুতিবাক্য উচ্চারণকারীদিগের ন্যায় সুন্দর শব্দ করেন।

৫। তাঁহারা ঘোটকদিগের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী। রথারূঢ় ধনস্বামিদিগের ন্যায় উত্তম দান করেন। তাঁহারা নদীর ন্যায় নিম্ন দিকে জল

লইয়া যান, অঙ্গিরাদিগের ন্যায় যেন সাম গান করেন; তাঁহাদিগের মূর্ত্তি নানাবিধ।

৬। জল প্রেরণকারী মেঘের ন্যায় তাঁহারা নদী নির্ম্মাণ করেন। বিদীর্ণকারী অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় সকলি তাঁহারা ধ্বংস করেন। বৎসল মাতার শিশুদিগের ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া করেন। বহুলোকসমূহের ন্যায় তাঁহারা দীপ্তিসহকারে গমন করেন।

৭। প্রভাতের কিরণের ন্যায় তাঁহারা যজ্ঞ আশ্রয় করেন, বিবাহার্থ বরের ন্যায় তাঁহারা অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক শোভাযুক্ত হয়েন; নদীর ন্যায় তাঁহারা ক্রমাগত চলিয়াছেন, তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র চাকচক্য প্রকাশ করিতেছে, দূর পথের পথিকের ন্যায় তাঁহারা বহুযোজন পথ অতিক্রম করেন।

৮। হে মরুৎদেবতাগণ! আমরা স্তবের দ্বারা তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতেছি, আমাদিগকে উৎকৃষ্ট ভোগ দাও, উৎকৃষ্ট রত্ন দাও; স্তবের অনুরোধে বন্ধুত্ব কর। চিরকালই তোমরা রত্ন বিতরণ করিয়া থাক।

---

৭৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সপ্তি ঋষি।

১। এই অগ্নি অমর, মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে ইঁহার মহত্ত্ব দেখিতেছি। ইহার হনু দুটী নানামূর্ত্তি ও পরিপূর্ণাকৃতি, ইহারা পরিপূর্ণ হইতেছে এবং চর্ব্বণ না করিয়া বিস্তর বস্তু আহার করিতেছে।

২। ইঁহার মস্তক নিভৃতস্থানে আছে, দুই চক্ষুও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইনি চর্ব্বণ না করিয়া কেবল জিহ্বাদ্বারা কাষ্ঠসমূহ ভোজন করিতেছেন, মনুষ্যদিগের মধ্য অনেকগুলি লোক হস্ত উন্নত করিয়া নমোবাক্য বলিতে বলিতে ইহার নিকট আসিয়া ইহার আহার যোগাইতেছে।

৩। এই অগ্নিরূপী বালক আপনার মাতা পৃথিবীর উপর অগ্রসর হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লতাগুলি গ্রাস করিতে যান, তাহাদিগের অপ্রকাশ মূল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে। পৃথিবীর উপর যে, যে গগনস্পর্শী বৃক্ষ আছে, তাহাকে ইনি পক্ব অন্নের ন্যায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার জিহ্বাস্পর্শে বৃক্ষ প্রজ্বলিত হইল।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি তোমাদিগেকে এই কথা সত্য কহিতেছি, এই বালক জাতমাত্র আপনার দুই মাতাকে গ্রাস করে, (অর্থাৎ অরণি-দ্বয় হইতে জন্মিয়া তাহাদিগকেই দগ্ধ করে)। আমি মনুষ্য, অগ্নি দেবতা, ইঁহার বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, তিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, কি জ্ঞানহীন, তাহা আমি জানি না?।

৫। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে শীঘ্র শীঘ্র অন্নদান করে, গব্যঘৃত ও অন্যান্য ঘৃত হোম করে, ইহার পুষ্টি বিধান করে, অগ্নি সহস্র চক্ষে তাহার উপর দৃষ্টি রাখেন। হে অগ্নি! তুমি তাহার প্রতি সর্ব্ব প্রকারে অনুকূল থাক।

৬। হে অগ্নি! তুমি কি দেবতাদিগের মধ্যে কোন অপরাধ পাইয়া ক্রোধ ধারণ করিয়াছ? আমি জানি না, এই জন্য তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? যেমন খড়্গদ্বারা কোন গাভীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে, তদ্রূপ তুমি ক্রীড়া কর, আর না কর, কিন্তু তুমি উজ্জ্ব লহইয়া তোমার আহারীয়দ্রব্য ভোজন কালে পর্ব্বে পর্ব্বে উহা কর্ত্তন কর(১)।

৭। এই অগ্নি বনে জন্মিয়া এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছেন, যেন সরল রজ্জুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দ্রুতগামী কতকগুলি ঘোটক রথে যোজনা করিয়াছেন, এই বন্ধু কাষ্ঠস্বরূপ ধন পাইয়া বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছেন এবং সকলি চূর্ণ করি-তেছেন, ইনি বৃক্ষ গ্রাস করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিপুলমূর্ত্তি হইয়াছেন।

---

৮০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৈশ্বানর অগ্নি ঋষি।

১। অগ্নি এরূপ ঘোটক দান করেন, যাহাতে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুর অন্ন লুণ্ঠনপূর্ব্বক আমরা গৃহ পরিপূর্ণ করি। অগ্নি যে পুত্র প্রদান করেন, সে কর্ম্ম-তৎপর হইয়া যশস্বী হয়। অগ্নি দ্যুলোক ও ভূলোককে শোভাময় করিয়া বিচরণ করেন। অগ্নি নারীকে বহুবীরপ্রসবিনী করেন।

---

(১) মূলে এই রূপ আছে "অত্রবে অদন, বিপর্ব্বশঃ চর্কত গাং ইব অসিঃ।" খাদ্যের জন্য গাভী পর্ব্বে পর্ব্বে কাটা হইত, তাহা এই ঋক্ হইতে অনুমিত হয়।

২। অগ্নিকার্য্যের উপযোগী সমিৎকাষ্ঠ কল্যাণকর হউক। অগ্নি প্রকাণ্ড দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন। অগ্নিই এক ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইবার সাহস প্রদান করেন। অগ্নি মহৎ মহৎ অভিলাষ সকল দয়া করিয়া পূর্ণ করেন।

৩। অগ্নি জরৎকর্ণ নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নিই জরুথ নামক শত্রুকে জলের মধ্য হইতে নির্গত করিয়া দগ্ধ করিয়াছেন। যখন প্রতপ্ত কুণ্ডের মধ্যে অত্রি পতিত হয়েন, তখন অগ্নিই তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অগ্নি সুমেধ ঋষিকে সন্তানবান্ করিয়াছিলেন।

৪। অগ্নি পুত্রস্বরূপ মহামূল্য পদার্থ দান করেন, অগ্নি ঋষিকে সহস্র দান করেন; অগ্নি হোমের দ্রব্য লইয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দেন, অগ্নির বৃহৎ বৃহৎ অনেক স্থান আছে।

৫। ঋষিগণ স্তবের দ্বারা অগ্নিকে আহ্বান করেন, বিপদগ্রস্ত পথিকগণ অগ্নিকে আহ্বান করেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীরা অগ্নিকে আহ্বান করে, অগ্নি এক সহস্র গাভী বেষ্টন করিয়া থাকেন।

৬। মনুষ্যজাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, নহুষের সন্তান মনুষ্যগণও তাহাই করেন। গন্ধর্ব্বদিগের নিকটও অগ্নি যজ্ঞকালে স্তব প্রাপ্ত হয়েন। অগ্নির গতি যেন ঘৃতের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে।

৭। ঋভুগণ অগ্নির জন্য বৈদিক স্তব রচনা করিয়াছেন। হে অগ্নি! তোমার এই সুরচিত বৃহৎ স্তব পাঠ করিলাম। হে যুবা অগ্নি! এই স্তবকারীকে রক্ষা কর। বিস্তর সম্পত্তি আনিয়া দাও।

---

৮১ সূক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। বিশ্বকর্ম্মা ঋষি(১)।

১। আমাদিগের পিতা সেই যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবনে হোম করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষসহকারে ধনের কামনা করিয়া প্রথমাগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পশ্চাদাগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।

২। সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থলে কি ছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন? সেই বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন?।

৩। সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ(২), ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।

৪। সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বানগণ! তোমরা একবার আপন

(১) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দশম মণ্ডলের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের পর রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশে আমরা স্থানে স্থানে এক পরমেশ্বরের অনুভব দেখিতে পাইয়াছি। দশম মণ্ডলের অনেক সূক্তে আমরা সেই অনুভবের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ঋষিগণ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্যকেই ভিন্ন ভিন্ন দেব বিবেচনা করিয়া স্তুতি করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা সেই কার্য্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮১ ও ৮২ সূক্তে সেই বিশ্বের নিয়ন্তাকে বিশ্বকর্ম্মা নাম দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, সায়ণ বলেন ৮১ সূক্তের প্রথম ঋকে প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রলয়, প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদের অপরিচিত। প্রকৃতির কার্য্যের স্তুতি হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরের অনুভব এই ঋগ্বেদের ধর্ম্ম।

(২) এগুলি উপমা মাত্র। ইহাদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অপরিমিত দর্শনশক্তি কার্য্যশক্তি, গতি প্রভৃতিমাত্র প্রকটিত হইতেছে।

আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন(৩)?।

৫। হে বিশ্বকর্ম্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্ত্তি ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর।

৬। হে বিশ্বকর্ম্মা! কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দ্দিকের তাবৎ লোক নির্ব্বোধ। ইন্দ্র আমাদিগের প্রেরণকর্ত্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি করিয়া দিন।

৭। অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্ম্মাকে রক্ষার জন্য ডাকিতেছি, তিনি বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁহাতে সংলগ্ন হয়, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কার্য্যমাত্রই চমৎকার, তিনি আমাদিগের তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

---

৮২ সূক্ত।

ঋষি ও দেবতা পূর্ব্ববৎ।

১। সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন(১)। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল।

২। বিশ্বকর্ম্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্তঋষির

---

(৩) অর্থাৎ কোনও নির্ম্মাণের উপকরণ, বা অবলম্বনই ছিলনা। শূন্য হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

---

(১) বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল, এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায়, বেদেও সেইরূপ দেখা যায়। ঋগ্বেদের রচনাকালে নীল আকাশকে জলীয় বলিয়া অনুমান করা হইত, তাহা হইতেই বোধ হয়, এই কথা উৎপন্ন হইয়াছে।

পরবর্ত্তী যে স্থান, তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এই রূপ কহেন, সেই বিদ্বান্‌দিগের অভিলাষ সকল অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

৩। যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন(২), অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।

৪। স্থাবরজঙ্গমস্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠন হইলে পর, যে সকল ঋষি এই সমস্ত প্রাণি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ঋষিগণ প্রভুত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৫। যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন, যাহা অসুর দেবগণকে(৩) অতিক্রম করিয়া আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে এক স্থানে মিলিত দেখিতেছেন?।

৬। সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে, ইহাই জলগণ আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন।

৭। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজঝটি-কাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে(৪), তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে।

---

(২) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তাহা এই ঋকের ঋষি অনুভব করিয়াছেন।

(৩) মূলে "দেবেভিঃ অসুরৈঃ" আছে। সায়ণ দেবগণ ও অসুরগণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

(৪) সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সেই কথাই বলিতেছেন, মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না, কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে।

৮৩ সূক্ত।

মন্যু দেবতা। মন্যু ঋষি।

১। হে মন্যু, (অর্থাৎ ক্রোধের অধিষ্ঠাতা দেবতা)! হে বজ্রতুল্য! হে বাণসদৃশ! যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্য্যা করে, সে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার তেজ ও বল ধারণ করে, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাসজাতি ও আর্য্য-জাতি উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারক হই(১), কারণ, তুমি বলের কর্ত্তা, নিজে বলরূপ ও বলবান।

২। মন্যুই নিজে ইন্দ্র, মন্যুই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহ্নি। মনুষ্যজাতীয় তাবৎ প্রজা মন্যুকে স্তব করে। হে মন্যু! তপস, অর্থাৎ আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩। হে মন্যু! অতি বিপুল মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এস, তপস, অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করিয়া শত্রুদিগকে ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহার-কারী, বৃত্র নিধনকারী এবং দস্যুজাতির প্রাণবধকারী(২)। আমাদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও।

৪। হে মন্যু! তোমার তেজ সকল কে পরাভব করে? তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দিপ্তিশীল, শত্রু জয়কারী, চতুর্দ্দিক দর্শনকারী, শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ এবং বলবান্। আমাদিগের সেনাবর্গকে তেজোযুক্ত কর।

৫। হে উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন! যজ্ঞ ভাগের আয়োজন করিতে না পারিয়া, আমি তোমাকে পূজা দিতে বিমুখ হইয়াছি, যদিচ তুমি মহান্, তথাপি আমি পূজা দি নাই। হে মন্যু! এই রূপে তোমার যজ্ঞ সম্পাদনে শৈথিল্য করিয়া এখন লজ্জা পাইতেছি। তুমি নিজ গুনে আপন ইচ্ছায় আমাকে বল দিতে এস।

৬। হে মন্যু! এই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি অনুকূল হইয়া আমার নিকট আসিয়া অবতীর্ণ হও। তুমি আক্রমণ সহ্য করিতে

(১) দাসজাতি ও আর্য্যজাতির উল্লেখ।

(২) দস্যুজাতির কথা।

সমর্থ, তুমি সকলের ধারণ কর্ত্তা। হে বজ্রধারী মন্যু! আমার নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমি দস্যুদিগকে বধ করিতে পারি(৩)।

৭। নিকটে এস, আমার দক্ষিণ হস্তের দিকে অবস্থিত হও, তাহা হইলে বৃত্রদিগকে নিধন করিতে পারি(৪), তোমার নিমিত্ত মধুর উৎকৃষ্ট অংশ হোম করিতেছি, উহাদ্বারা প্রাণ ধারণ সম্পন্ন হইবেক। এস, তোমাতে আমাতে সর্ব্বাগ্রে গোপনে মধু পান করা যাউক।

৮৪ সূক্ত।

ঋষি দেবতা ও পূর্ব্ববৎ।

১। হে মন্যু! মরুগণ তোমার সহিত এক রথে আরোহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া তীক্ষ্ণবাণ লইয়া যুদ্ধেরঅস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিতে করিতে অগ্নি মূর্ত্তিতে নেতার কার্য্য করিতে করিতে যুদ্ধ যাত্রা করুন।

২। হে মন্যু! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শত্রু পরাভব কর, তুমি সহ্য করিতে সমর্থ, তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে; তুমি আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হও। শত্রুদিগকে নিধন করিয়া তাহাদিগের অন্ন ভাগ করিয়া দাও। তেজঃ সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দেও।

৩। হে মন্যু! আমাদিগের হিংসককে পরাজয় কর; ভাঙিতে ভাঙিতে, মারিতে মারিতে, নিধন করিতে করিতে, শত্রুদিগের সম্মুখীন হও। তোমার দুর্দ্ধর্ষ বল কে রোধ করিবে? তুমি একাই সকলকে বশীভূত কর, কিন্তু নিজে নিজেরি বশ।

৪। হে মন্যু! তুমি এক, অনেকে তোমাকে স্তব করে। প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর, তোমাকে সহায় পাইলে আমাদিগের উজ্জ্বলতা

(৩) পুনরায় দস্যুজাতির উল্লেখ।

(৪) ক্রোধই শত্রু বিজয়ের একটি প্রধান সাধন; শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে, সেই ক্রোধকে দেবরূপ, এই সূক্তে ও পরের সূক্তে স্তুতি করা হইতেছে।

কখন নষ্ট হয় না, আমরা জয় লাভের জন্য প্রবল সিংহনাদ করিতে থাকি।

৫। তুমি ইন্দ্রের ন্যায় বিজয়ী, তোমার কোন অপভাষা, বা নিন্দা নাই, এই স্থানে তুমি আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হও। হে সহনশীল! তোমার প্রিয় নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি, যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি জন্মিয়াছ, তাহা আমরা জানি।

৬। হে বজ্রতুল্য! হে বাণতুল্য! শত্রুপরাভব করা তোমার সহজ, অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ। হে শত্রুপরাভবকারী! তুমি উৎকৃষ্ট তেজ ধারণ কর, হে মন্যু! তোমাকে বিস্তর লোকে ডাকে। আমরা তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি, অতএব যখন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আমাদিগের প্রতি স্নেহবান হইও।

৭। বরুণ এবং মন্যু তাঁহাদিগের দুই জনের ধন একত্র মিশ্রিত করিয়া আমাদিগকে দান করুন, শত্রুগণ মনের মধ্যে ভয় প্রাপ্ত ও পরাজিত হউক এবং বিলীন হইয়া যাউক।

---

৮৫ সূক্ত।

সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা ঋষি।

১। সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, সূর্য্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, ঋতপ্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, উঁহারই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করিয়া আছেন।

২। সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবান্ হয়েন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হইয়াছে, অপিচ, এই সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে(১)।

---

(১) এখানে সোম অর্থে চন্দ্র করিলে সুন্দর অর্থ হয়। ইহার পরের ঋকেও "প্রকৃত সোম" অর্থে চন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। নবম মণ্ডলে ও ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে, সোম অর্থে সোমরস, এই দশম মণ্ডলের কোনও স্থলে চন্দ্র অর্থে ঋষিগণ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার করিতে আমি অক্ষম। পণ্ডিতবর Roth এই ৮৫ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। *Nirukta*, p. 147.

৩। যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোকে ভাবে, তাহার সোম পান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না।

৪। হে সোম! স্তোতাগণ(২) গোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তোমাকে গোপন করিয়া রাখেন। তুমি পাষাণের শব্দ শুনিতে থাক, পৃথিবীর কেহই তোমাকে পান করিতে পায় না।

৫। হে দেবসোম! তোমাকে যে পান করা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইয়া আবার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। বায়ু সোমকে রক্ষা করেন, যে রূপ সংবৎসরকে মাসগুলি রক্ষা করে, উভয়ের আকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপ এক।

৬। সূর্য্যার, অর্থাৎ সূর্য্যদুহিতার বিবাহকালে রৈভী (নাম্নী ঋকৃগুলি) ঐ সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল, নরাশংসী (নামক ঋকৃগুলি) উহার দাসী হইল। সূর্য্যার অতি সুন্দর বস্ত্র গাথা (অর্থাৎ সামগান) দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল।

৭। যখন সূর্য্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তখন চৈতন্য স্বরূপ উপবর্হন, (অর্থাৎ উপঢৌকন) সঙ্গে চলিল, চক্ষুই তাঁহার অভ্যঞ্জন, (অর্থাৎ তৈল, হরিদ্রা, ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া)। দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁহার কোশস্বরূপ হইয়াছিল।

৮। স্তবসমূহ তাহার রথের প্রতিধি, অর্থাৎ চক্রাশ্রয় ছিল; কুরীর নামক ছন্দ রথের অভ্যন্তরভাগ হইল। অশ্বিদ্বয় সূর্য্যার বর হইলেন, অগ্নি অগ্রগামি দূতস্বরূপ হইলেন।

৯। সূর্য্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য্য যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বরস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন(৩)।

---

(২) মূলে "বার্হত" শব্দ আছে। "বৃহ" ধাতু হইতে উৎপন্ন সুতরাং অর্থ বোধ হয় "ব্রহ্ম," অর্থাৎ স্তোত্র উচ্চারণকারী। "Lofty ones."—Weber. *Ind. Stud.*, v. 178.

(৩) সূর্য্যার বিবাহ সম্বন্ধে ১। ১১৬। ১৭ ঋকের টীকা দেখ, তথায় সোম অর্থে সোমরস করিয়া আমি টীকা লিখিয়াছিলাম। সূর্য্যকন্যার বিবাহার্থী যে সোম, তিনি সোমলতা, না চন্দ্র, তাহা বিচার করা কঠিন। সূক্ত রচয়িতা কি অর্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন?।

১০। মনই তাঁহার শকট হইল, আকাশই ঊর্দ্ধাচ্ছাদন হইল। দুই শুক্র, (অর্থাৎ দুটী শুকতারা) তাঁহার শকটবাহী হইল; এই রূপে সূর্য্যা পতির গৃহে গমন করিলেন।

১১। ঋক্ ও সামদ্বারা বর্ণিত দুই বৃষ তাঁহার শকট, এই স্থান হইতে বহিয়া লইয়া গেল। হে সূর্য্যা! দুই কর্ণ তোমার রথচক্র হইল, আর সেই রথের পথ আকাশে, ঐ পথে সর্ব্বদা গতায়াত হইয়া থাকে।

১২। যাইবার সময় তোমার দুই রথচক্র অতি উজ্জ্বল হইল, সেই রথে বিস্তারিত অক্ষ সংস্থাপিত ছিল। সূর্য্যা পতিগৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া মনঃ স্বরূপ শকটে আরোহণ করিলেন।

১৩। পতিগৃহে গমনকালে সূর্য্য সূর্য্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়(৪), অর্জ্জুনী, অর্থাৎ ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়(৫)।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন ত্রিচক্রযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যার বিবাহদান গ্রহণ করিলে, তখন সকল দেবতা তোমাদিগের সেই গ্রহণকার্য্য অনুমোদন করিলেন, পূষা তোমাদিগের পুত্র হইয়া তোমাদিগকে কন্যার বরস্বরূপ বরণ করিলেন।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বর হইয়া সূর্য্যাকে বরণ করিতে নিকটে গমন করিলে, তখন তোমাদিগের একখানি চক্র কোথায় ছিল, তোমরা পথ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কোথায় দাঁড়াইয়া ছিলে?।

১৬। স্তোতাগণ জানেন যে, কালে কালে অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ দুইখানি চক্র প্রসিদ্ধ আছে, আর অতি গোপনীয় একখানি যে চক্র আছে, তাহা বিদ্বানেরা জানেন।

১৭। সূর্য্যা ও দেবগণ এবং মিত্র ও বরুণ, ইঁহারা প্রাণিবর্গের শুভচিন্তা করেন, ইঁহাদিগকে নমস্কার করিলাম।

---

(৪) মূলে "অঘাসু হন্যতে গাবঃ" আছে।

(৫) মূলে "অর্জ্জন্যো পরি উহ্যতে" আছে।

১৮। এই দুইটী শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব্ব, পশ্চিমে বিচরণ করেন, ইঁহারা ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞে যান, একজন, (অর্থাৎ চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করিতে করিতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিতীয়, (অর্থাৎ সূর্য্য) ঋতুগণ বিধান করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন।

১৯। সেই সূর্য্য দিনের পতাকা, অর্থাৎ জ্ঞাপনকর্ত্তা, প্রত্যহ নূতন, নূতন হইয়া প্রভাতের অগ্রে আসিয়া থাকেন। আসিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। চন্দ্র দীর্ঘআয়ুঃ বিতরণ করেন।

২০। হে সূর্য্যা! তোমার পতিগৃহেতে যাইবার রথে সুন্দর পলাশ, তরু, সুন্দর শাল্মলীবৃক্ষ আছে, [অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠে নির্ম্মিত] ইহার মুর্ত্তি উৎকৃষ্ট, সুবর্ণের ন্যায় প্রভা। উহা উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত, উহার সুন্দর চক্র, উহা সুখের আবাস স্থান। তোমার পতিগৃহে অতি প্রচুর উপঢৌকন লইয়া যাও।

২১। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্বাবসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃ গৃহে বিবাহ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও(৬)।

২২। হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার-দ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী, অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি সংসর্গিণী করিয়া দাও(৭)।

২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কন্টকবিহীন হয়, অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতি পত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়।

(৬) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

(৭) কন্যা বিবাহ লক্ষণপ্রাপ্তা হইলে পর, তাহার বিবাহ দেওয়া বিধেয়, এই মত ২১ ও ২২ ঋকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়।

২৪। হে কন্যা! সুন্দরমূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এই রূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি।

২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে(৮)। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হয়েন।

২৬। পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।

২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামির সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।

২৮। নীল ও লোহিত বর্ণ হইতেছে; ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, কৃত্যার আক্রমণ হইয়াছে। এই নারীর জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা স্বামী নানা বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে।

২৯। মলিন বস্ত্র ত্যাগ কর। স্তোতাদিগকে ধন দান কর। এই কৃত্যাপাদযুক্তা হইয়াছে, অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে। পত্নী পতির সহিত এক হইয়া যাইতেছে(৯)।

৩০। যদি পতি বধুর বস্ত্রদ্বারা আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই কৃত্যা আক্রমণ করে, উজ্জ্বল শরীরও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়।

---

(৮) অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

(৯) "কৃত্যা" অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ ইহার অর্থ পাপ দেবতা করিয়াছেন।

৩১। যাহারা বরের নিকট হইতে বধূর নিকট লব্ধ আহ্লাদজনক উপঢৌকন সরাইয়া লইতে আসে, তাহারা যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতাগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিন, অর্থাৎ বিফলপ্রয়াস করিয়া দিন।

৩২। যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য এই পতি পত্নীর নিকটে আসে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক। পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক।

৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, ইহাকে দেখ। ইহাকে সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে, ব্রহ্মা নামা ঋত্বিক্ বিদ্বান সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে(১০)।

৩৫। দেখ, সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, ইহার বস্ত্র কোথাও অর্দ্ধেক ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও চতুর্দ্দিকে ছিন্ন। যিনি ব্রহ্মা নামক, ঋত্বিক্ তিনি তাহা শোধন অর্থাৎ নবীকৃত করেন।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্য্যমা ও অতি বদান্য সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহকার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন(১১)।

৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যগণ বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যারপর নাই কল্যাণ সম্পন্না করিয়া পাঠাইয়া দাও। সে কামবশ হইয়া নিজ উরুদ্বয় আমাদিগের নিকট বিসারিত করে, আমরা কামবশ হইয়া তাহাতে শেপপ্রহার করিয়া থাকি।

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সমেত সূর্য্যাকে অগ্রে তোমার

(১০) এই ঋকগুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে বোধ হয় সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(১১) এটী স্বামীর উক্তি।

নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তুমি সন্তানসন্ততি সমেত বনিতাকে পতি-দিগের নিকট সমর্পণ করিলে।

৩৯। অগ্নি আবার লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে(১২)।

৪০। প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।

৪১। সোম সেই নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নিধন পুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন(১৩)।

৪২। হে বরবধূ! তোমরা এইস্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্র-দিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর(১৪)।

৪৩। প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর(১৫)।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাস দাসী, (ইত্যাদি পূর্ব্বঋকের শেষ অংশের সহিত এক)।

৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইঁহার গর্ভে দশ পুত্র সংস্থাপন কর, পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

---

(১২) মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর।

(১৩) কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

(১৪) এটী বরবধূর প্রতি উক্তি।

(১৫) ৪৩ হইতে ৪৬ ঋক্ বধূর প্রতি উক্তি। ৪৭ সূক্ত বর বধূর উক্তি।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবর-গণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন(১৬)।

(১৬) এই সূক্তের অনেকাংশ পাঠ করিতে করিতে এক্ষণকার স্ত্রীআচারের ব্যাপারের সহিত কিছু কিছু সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সূক্তের অনেক স্থান পূর্ব্ব-কালে বিবাহের সময় মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করা হইত, এপ্রকার অনুমান করিলে বোধহয় বিশেষ ভ্রম হইবেক না।

চতুর্থ অধ্যায়।

৮৬ সূক্ত।

ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবতা। ইন্দ্র, প্রভৃতিই ঋষি।

১। সোম প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদিগকে ইন্দ্র বিদায় দিলেন; কিন্তু তাহারা ইন্দ্রকে স্তব করিল না, কিন্তু আমার সখা, অর্থাৎ আমার পুত্র বৃষাকপি সেই সোম পানে মত্ত হইল, হৃষ্টপুষ্টদিগের মধ্যে প্রধান হইল। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষাকপিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিগমন রিকতেছ। অথচ আর কুত্রাপি সোমপান করিতে পাইতেছ না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যে ধনস্বামী দাতাব্যক্তির ন্যায় হরিৎবর্ণ মৃগ-মূর্ত্তীধারী এই বৃষাকপিকে পুষ্টিকর বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করিতেছ, এই বৃষাকপি তোমার কি উপকার করিয়াছে? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদী যে এই বৃষাকপিকে তুমি রক্ষা করিতেছ, বরাহ অনুসরণকারী কুক্কুর ইহার কর্ণে দংশন করিয়াছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৫। আমি উত্তম উত্তম সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্ সাজাইয়া রাখিয়া-ছিলাম, এই বানর, অর্থাৎ বৃষাকপি সকলি নষ্ট করিয়া দিল। আমার ইচ্ছা যে, ইহার মস্তক ছেদন করি, এই দুষ্টাশয়ের প্রতি ভদ্রতা করিতে পারি না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৬। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)—কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গ সৌষ্ঠববতী নহে, কোনও নারীই আমা অপেক্ষা বিলাসগতি জানে না, কোন নারীই আমা অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে স্বামীর নিকট শয়ন করিতে, অথবা রতিরঙ্গ সময়ে উরুদ্বয় উৎক্ষেপন করিতে জানে না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৭। (বৃষাকপি কহিতেছে)—হে মাতঃ! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ ও উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনিই হইবেক। পতি সংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৮। (ইন্দ্র কহিতেছেন)—হে ইন্দ্রাণী! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি সুন্দর। তুমি বীরের পত্নী হইয়া বৃষাকপিকে কেন দ্বেষ করিতেছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

৯। (ইন্দ্রাণী কহিতেছেন)—এই হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতিপুত্রবিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দ্রের পত্নী; মরুৎগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১০। যখন একত্রে হোম হয়, বা যুদ্ধ হয়, পতিপুত্রবতী ইন্দ্রাণী তথায় গমন করেন। তিনি যজ্ঞের বিধানকর্ত্রী, তাঁহাকে সকলে পূজা করে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১১। এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার পতিকে অন্যান্য ব্যক্তির মত জরাগ্রস্ত হইয়া মরিতে হয় না। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১২। হে ইন্দ্রাণী! আমার বন্ধু বৃষাকপি ব্যতিরেকে প্রীতি লাভ করি না। সেই বৃষাকপিরই সরস হোমদ্রব্য দেবতাদিগের নিকটে যাইতেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৩। হে বৃষাকপিবনিতে! তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রযুক্তা এবং আমার সুন্দরী পুত্রবধূ। তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন(১), তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৪। আমার জন্য পঞ্চদশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়(২), আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি, আমার উদরের দুই পার্শ্ব পূর্ণ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

---

(১) এখানে বৃষ ভক্ষণের কথা পাওয়া যায়।

(২) এখানেও ১৫ কি ২০ বৃষ পাক করিবার কথা পাওয়া যায়।

১৫। হে ইন্দ্র! তোমার ভক্ত তোমার জন্য যে দধিমন্থ পূজা দেয়, উহা, প্রস্তুত হইবার সময় যূথ মধ্যে গর্জ্জনকারী বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। ঐ মন্থ তোমার হৃদয়কে সুখী করুক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৬। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সে সমর্থ হয় না। উপবেশন করিলে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সেই সমর্থ হয়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৭। উপবেশনকালে যাহার লোমাবৃত পুরুষাঙ্গ বল প্রকাশ করিয়া উঠে, সে সমর্থ হয় না। যাহার উরুদ্বয়ের মধ্যে পুরুষাঙ্গ লম্বমানভাবে থাকে, সেই পারে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৮। হে ইন্দ্র! এই বৃষাকপি পরধন গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বধ করুক, সে খড়্গ ও সূনা ও অভিনব চরু (পশুহত্যা স্থান) ও দারুকাষ্ঠপূর্ণ একখানি শকট প্রাপ্ত হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

১৯। এই আমি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছি। দাস-জাতি ও আর্য্যজাতি অন্বেষণ করিতেছি। যাহারা যজ্ঞান্ন পাক করে, অথবা সোমরস প্রস্তুত করে, তাহাদিগের নিকট সোম পান করিতেছি(৩)। সুবুদ্ধি কে, তাহা আমি নিরূপণ করিয়াছি। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২০। মরুদেশ, আর ছেদন করিবার উপযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ, এ উভয়ের কত যোজনই বা অন্তর? হে বৃষাকপি! নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২১। হে বৃষাকপি! পুনর্ব্বার এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্য্যদেব, ইনি যেমন অস্তধামে গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

২২। হে বৃষাকপি! হে ইন্দ্র! তোমরা ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া গৃহে গমন করিলে, সেই বহুভোজী হরিণ কোথায় গেল? লোকদিগের সেই শোভা-সম্পাদক কোথায়? ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

---

(৩) দাস অর্থাৎ অনার্য্যদিগের মধ্যেও অনেকে আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি করিত, এই ঋক্ হইতে প্রকাশ হয়।

২৩। পর্শু নামে মানবী এককালে বিংশতি সন্তান প্রসব করিল। যাহার উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, হে বাণ! তাহার মঙ্গল হউক। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ(৪)।

---

৮৭ সূক্ত।

রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি দেবতা। পায়ু ঋষি।

১। রাক্ষসনিধনকারী বলবান্ সুবিস্তারিত বন্ধুস্বরূপ অগ্নিকে আহুতি-যুক্ত করিতেছি। গৃহে গমন করিতেছি। অগ্নি যজ্ঞ সহযোগে তীক্ষ্ণ ও প্রজ্বলিত হইয়া দিবারাত্র আমাদিগকে শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করুন(১)।

২। হে জাতবেদা! লৌহের ন্যায় দৃঢ় দন্ত ধারণপূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে শিখাদ্বারা স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা মূঢ় দেবতা, অর্থাৎ অপদেবতাদিগকে আক্রমণ কর। মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে ছেদন করিয়া মুখ মধ্যে ধারণপূর্ব্বক চর্ব্বণ কর।

৩। হে দন্তদ্বয়ধারী অগ্নি! হিংসাশীল ও তীক্ষ্ণ হইয়া দুই দিকেই দন্ত বসাইয়া দাও। হে শোভাময়! আকাশে উঠিয়া যাও। রাক্ষসদিগকে আক্রমণদ্বারা তাড়না কর।

৪। হে অগ্নি! যজ্ঞদ্বারা বাণগুলিকে নত করিয়া এবং বাণের অগ্রভাগ বজ্রদ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ সকল অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয়ে আঘাত কর, উহাদিগের পার্শ্বদ্বয়বর্ত্তী বাহু সকল ভঙ্গ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! রাক্ষসের চর্ম্ম বিদীর্ণ কর। প্রাণবধকারী বজ্র শীঘ্র উহাকে নিধন করুক। হে জাতবেদা! উহার ভিন্ন ভিন্ন দেহসন্ধি

---

(৪) বৃষাকপির প্রকরণ একটী দুরূহ অংশ। যদি এরূপ জ্ঞান করা যায়, যে বৃষাকপি এক জাতীয় বানর, একদা ঐ বানর কোন যজমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট করিয়া নষ্ট করিয়াছিল। যজমান এরূপ কল্পনা করিল, যে ঐ বানর ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র উহার ধৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই কল্পনার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা, ইত্যাদি রচনা করিলেন। এইপ্রকার জ্ঞান করিলে বৃষাকপি সূক্তের প্রায় সর্ব্বাংশে ব্যাখ্যাত হয়। এ সূক্তটী বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

---

(১) এই সূক্তটী সমস্তই রাক্ষসদিগের বধ সম্বন্ধে।

চ্ছেদন কর। চ্ছেদন করা হইলে মাংসাশী, পশুমাংস লোভী হইয়া উহার নিকটে গমন করুক।

৬। হে জাতবেদা অগ্নি! যেখানেই তুমি রাক্ষসকে দেখ, সে দণ্ডায়মান থাকুক, অথবা ইতস্তত বিচরণ করুক, আকাশে থাকুক, অথবা পথে গমন করুক, তুমি তীক্ষ্ণবাণ ক্ষেপণপূর্ব্বক তাহাকে বিদ্ধ কর।

৭। হে জাতবেদা! আক্রমণকারী রাক্ষসের হস্ত হইতে আক্রান্তব্যক্তিকে ঋষ্টিনামক অস্ত্রদ্বারা রক্ষা কর। হে অগ্নি! উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমমাংসভোজীদিগকে বধ কর। এই সকল পক্ষী তাহাকে ভোজন করুক।

৮। হে অগ্নি! বলিয়া দাও, কোন্ রাক্ষস এই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, হে অতিযুবা অগ্নি! কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া তুমি সেই রাক্ষসকে আক্রমণ কর। তুমি মনুষ্যদিগের উপর তোমার কৃপাময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে ঐ রাক্ষসকে দমন কর।

৯। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা এই যজ্ঞ রক্ষা কর, এই যজ্ঞ ধনের অনুকূল; হে শুভ চিত্রধারী! এই যজ্ঞ সম্পন্ন কর। হে মনুষ্য দর্শনকারী! তুমি উজ্জ্বল হইয়া রাক্ষসদিগকে নিধন কর, তোমাকে যেন রাক্ষসেরা পরাভব করিতে না পারে।

১০। হে মনুষ্য দর্শনকারী! রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, মনুষ্যদিগকে দৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মস্তক ছেদন কর। শীঘ্র উহার পার্শ্বদেশ ছেদন কর। ঐ রাক্ষসের তিনটি চরণ ছেদন কর।

১১। হে অগ্নি! যে রাক্ষস অসত্যদ্বারা সত্যকে নষ্ট করে, সেই রাক্ষস তিনবার তোমার বন্ধনসীমার মধ্যে আগমন করুক, অর্থাৎ দগ্ধ হউক। হে জাতবেদা! শিখাদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া স্তবকারীর সমীপেই ইহাকে ভাঙিয়া ফেল।

১২। রাক্ষস খুরতুল্য নখের দ্বারা সাধুদিগকে আঘাত করে, সেই রাক্ষসের প্রতি তুমি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া থাক, শব্দকারী রাক্ষসের প্রতি এক্ষণে সেই দৃষ্টি প্রয়োগ কর। অথর্ব্ব নামক ঋষির ন্যায় তুমি সত্য ধ্বংসকারী নির্ব্বোধকে দিব্য তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।

১৩। হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছেন, দেখ চীৎকার করিতে করিতে কটু কথা কহিতেছে। অতএব মনে ক্রোধোদয় হইলে যে বাণ ক্ষেপণ করা হয়, তদ্দ্বারা রাক্ষসদিগের হৃদয় বিদ্ধ কর, কারণ ঐ সকল কটু কথা প্রয়োগ করা রাক্ষসদিগের প্রবর্ত্তনাতে ঘটে।

১৪। উত্তাপের দ্বারা রাক্ষসদিগকে বধ কর; হে অগ্নি! বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিধন কর। শিখাদ্বারা সেই মূঢ় নির্ব্বোধ অপদেবতাদিগকে ধ্বংস কর, উজ্জ্বল হইয়া সেই প্রাণসংহারকারীদিগকে নষ্ট কর।

১৫। দেবতাগণ অন্য পাপ নষ্ট করিয়া দিন। অতি বিরস দুর্ব্বাক্য সকল সেই রাক্ষসের দিকে গমন করুক। সেই বাক্য চোর, অর্থাৎ মিথ্যা-বাদী রাক্ষসকে বাণগণ মর্ম্মস্থানে আনীত করুক। রাক্ষস বিশ্বব্যাপী অগ্নির বন্ধনে পতিত হউক।

১৬। যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া দাও।

১৭। গাভীর যে দুগ্ধ এক বৎসর ধরিয়া সঞ্চয় হয়, হে মনুষ্য দর্শনকারী অগ্নি! রাক্ষস যেন সেই দুগ্ধ পান না করে। হে অগ্নি! যে রাক্ষস সেই অমৃত তুল্য দুগ্ধপানের প্রয়াসী হয়, সে পুরোবর্ত্তী হইলে শিখাদ্বারা তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ কর।

১৮। রাক্ষসগণ গাভীদিগের যে দুগ্ধ পান করে, উহা যেন তাহাদিগের বিষতুল্য হয়, সেই দুষ্টাশয়দিগকে ছেদন করিয়া অদিতির নিকট বলিদান দাও। সূর্য্যদেব ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করুন। তৃনলতাদির যে অসার পরি-ত্যজ্য অংশ আছে, রাক্ষসেরা তাহাই গ্রহণ করুক।

১৯। হে অগ্নি! ক্রমাগত রাক্ষসদিগকে মারিয়া ফেল, যুদ্ধে রাক্ষসেরা যেন তোমার উপর জয়ী না হয়, আমমাংসভোজী রাক্ষসদিগকে সমূলে ধ্বংস কর, তাহারা যেন তোমার দিব্য অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ না করে।

২০। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে ও পূর্ব্বে রক্ষা কর। তোমার অতি উজ্জ্বল, অবিনাশী, অতি উত্তপ্ত শিখা আছে, তাহারা পাপাত্মা রাক্ষসকে ভস্মীভূত করুক।

২১। হে দীপ্ত অগ্নি! তুমি কবি, অর্থাৎ কার্য্যকুশল, অতএব ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা আমাদিগের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম রক্ষা কর। হে বন্ধু অগ্নি! আমি তোমার সখা, তোমার জরা নাই, কিন্তু আমি যেন দীর্ঘ আয়ুঃ ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই। তুমি অমর, আমরা মৃত্যুশীল, আমাদিগকে রক্ষা কর।

২২। হে অগ্নি! বলের পূরণকর্ত্তা, বুদ্ধিমান্, তোমার মূর্ত্তি দেখিলেই ভীত হইতে হয়, তুমি নিত্য নিত্য রাক্ষসদিগকে বধ কর, তোমাকে বিশিষ্ট রূপে ধ্যান করি।

২৩। হে অগ্নি! বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে বিষের দ্বারা, তীক্ষ্ণ শিখার দ্বারা এবং ঋষ্টি নামক উত্তপ্ত অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ কর।

২৪। হে অগ্নি! যে রাক্ষসগণ স্ত্রীপুরুষে কোথায় কি আছে, দেখিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দগ্ধ কর। হে বুদ্ধিমান্! তুমি দুর্দ্ধর্ষ, তোমাকে আমি স্তবের দ্বারা উত্তেজিত করিতেছি, তুমি জাগ্রত হও।

২৫। হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্ব্বত্র নষ্ট করিয়া দাও, যাতুধান রাক্ষসের বল বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

---

৮৮ সূক্ত।

অগ্নি ও সূর্য্য উভয়ে মিলিত দেবতা। মূর্দ্ধন্বান্ ঋষি।

১। পান করিবার উপযুক্ত যে হোমদ্রব্য, অর্থাৎ সোমরস, যাহা চিরকাল নূতন থাকে, যাহা দেবতারা সেবন করেন, তাহা স্বর্গগামী আকাশস্পর্শ অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে। সেই সোমরসের উৎপাদন পরিপূরণ ও ধারণের জন্য দেবতারা সুখকর অগ্নিকে বর্দ্ধিত করেন।

২। অন্ধকার ভুবনকে গ্রাস করে। তাহাতে ভুবন অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়, অগ্নি জন্মিলে সেই সমস্ত ভুবন প্রকাশ পায়। সেই অগ্নির বন্ধুত্ব লাভে সকলেই প্রীত হয়, দেবতারা, পৃথিবী, আকাশ, জল, বৃক্ষাদি সকলই সন্তুষ্ট।

৩। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা আমাকে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাই আমি জরারহিত প্রকাণ্ড অগ্নিকে স্তব করিতেছি। তিনি নিজ কিরণে পৃথিবী,

আকাশ উভয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থান এবং দ্যুলোক ও ভূলোক ছাইয়া ফেলিলেন।

৪। তিনিই সর্ব্ব প্রথম হোতা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করেন, যজমানগণ বর চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে ঘৃতসংযুক্ত করেন। সেই অগ্নি পশু, পক্ষী, স্থাবরজঙ্গম, প্রভৃতি সকলি অবিলম্বে রচনা করেন।

৫। হে অগ্নি! হে জাতবেদা! হে ভুবনের মস্তকস্বরূপ! তুমি যখন দীপ্তসূর্য্যের সহিত একত্রে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে আমরা ধ্যান, স্তবস্তুতির দ্বারা উপাসনা করি। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করিয়া যজ্ঞের উপযোগী হও।

৬। রাত্রিকালে অগ্নিই তাবৎ সংসারের মস্তকস্বরূপ হয়েন, পরে প্রাতে তিনি সূর্য্যরূপে উদয় হয়েন। তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক সকল স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বিচরণ করেন, ইহা যজ্ঞসম্পাদনকারী দেবতাদিগেরই ক্রিয়াকৌশল।

৭। যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সুশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর রক্ষাকারী সকল দেবতা সূক্ত পাঠ করিতে করিতে হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন।

৮। দেবতারা প্রথমে সূক্ত সৃষ্টি করিলেন, পরে অগ্নি, পরে হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি ইঁহাদিগের শরীর রক্ষাকারী যজ্ঞস্বরূপ হইলেন, আকাশ, পৃথিবী ও জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় আছে।

৯। যে অগ্নিকে দেবতারা উৎপাদন করিলেন, সর্ব্বমেধ নামক যজ্ঞের সময় যে অগ্নিতে সকল বস্তুরই হোম হয়, তিনি সরল গতি ধারণপূর্ব্বক নিজ প্রকাণ্ড শিখাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকে তাপ দিতে লাগিলেন।

১০। দেবলোকে দেবতারা নানা ক্ষমতাদ্বারা কেবল স্তব সহকারেই সেই অগ্নিকে উৎপাদন করিলেন, যিনি দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেন। সেই সুখকর অগ্নিকে তাঁহারা ত্রিবিধ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। সেই অগ্নি নানা প্রকার বৃক্ষাদিকে পরিণত অবস্থায় উপনীত করেন।

১১। যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা যখন এই অগ্নিকে আর অদিতি পুত্র সূর্য্যকে আকাশে স্থাপন করিলেন, যখন তাঁহারা উভয়ে যুগ্মরূপী হইয়া

বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাবৎ প্রাণিবর্গ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল।

১২। দেবতারা তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে সমস্ত ভুবনের জন্য দিনের কেতুস্বরূপ করিয়াছেন। সেই অগ্নি বিশিষ্ট দীপ্তিশালী প্রভাতকে বিস্তার করেন এবং যাইতে যাইতে শিখাদ্বারা অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করেন।

১৩। ক্রিয়াকুশল যজ্ঞভাগগ্রাহী দেবতারা অবিনাশী ও তাবৎ মনুষ্যের হিতকারী অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন। ইনি যখন স্থূল ও বৃহৎ হয়েন, তখন আকাশে চিরকাল বিচরণশীল নক্ষত্রকে দেবতার সমক্ষেই প্রভাহীন করিয়া দেন।

১৪। বৈশ্বানর অগ্নি নিত্য নিত্য দীপ্তিশালী হয়েন, সেই ক্রিয়াকুশল অগ্নির অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রপাঠ করিতেছি। তিনি আপন মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছাদন করেন এবং ঊর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তাপ দেন।

১৫। কি দেবতা, কি পিতৃলোক, কি মনুষ্যবর্গ, ইঁহাদিগের আমি দ্বিবিধ গতি শ্রবণ করিয়াছি। এই বিশ্বভুবন অগ্রসর হইতে হইতে সেই গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ মাতা পিতার মধ্যে জন্ম লাভ করে(২), তাহাদিগের ঐ দুই ব্যতীত গতি নাই।

১৬। যে সূর্য্য মস্তক, অর্থাৎ উর্দ্ধস্থান হইতে জন্মিয়াছেন, যাঁহাকে স্তবের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়, তিনি যখন বিচরণ করেন, তখন দ্যাবা-পৃথিবী তাঁহাকে ধারণ করেন, সেই পরিত্রাণকর্ত্তা কখন নিজ কর্ম্মে শৈথিল্য করেন না, তিনি দীপ্তি পাইতে পাইতে সকল ভুবনের দিকে অতি সুখে অবস্থিত থাকেন।

১৭। যে স্থানে নিম্নস্থিত অগ্নি আর ঊর্দ্ধস্থিত অগ্নি পরস্পর এই বলিয়া বিবাদ করেন যে, আমরা উভয়েই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিক জ্ঞানীকে তখন বন্ধুগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান

(২) সায়ন কহেন, ভগবদ্গীতা অনুসারে মোক্ষ আর সংসার, এই দুই গতি আছে। কিন্তু এব্যাখ্যা আধুনিক, বৈদিক নহে।

করিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে কে ঐ প্রশ্নের নির্ণয় করিতে পারে।

১৮। হে পিতৃগণ! তোমাদিগের নিকট তর্ক বিতর্কের কথা কহিতেছি না, কেবল উত্তমরূপে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, সূর্য্য কয় জন, উষা কয় জন, জলই বা, অর্থাৎ জলদেবীই বা কয় জন।

১৯। হে বায়ু! যে পর্য্যন্ত রাত্রিগণ উষার মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া না দেন, তখনই নিমন্ত্রিত পার্থিব অগ্নি আসিয়া যজ্ঞের নিকটে স্থান গ্রহণ করেন, তিনি হোতা, তিনিই স্তোত্রকারী।

---

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রেণু ঋষি।

১। সকল অধ্যক্ষের প্রধান ইন্দ্রকে স্তব কর। তাঁহার মহিমা পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত সকলের তেজঃ হীন করিয়াছে। তিনি মনুষ্যদিগকে ধারণ করেন, তাঁহার মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক, তাঁহার তেজঃ সমস্ত সংসার পরিপূর্ণ করে।

২। বীর্য্যবান্ ইন্দ্র আপনার তেজঃ সমস্ত তেমনিভাবে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত করিতে থাকেন, যেমন রথী চক্র ঘূর্ণিত করে। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার সমস্ত যেন একটী অস্থায়ী ও অদৃশ্য সৃষ্টিস্বরূপ, তাহাকে ইন্দ্র আপন জ্যোতিঃদ্বারা নষ্ট করেন।

৩। হে স্তবকারী! আমার সহিত মিলিত হইয়া সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এরূপ একটী নূতন স্তব উচ্চারণ কর, যাহা নিকৃষ্ট না হয়, যাহা পৃথিবী ও স্বর্গে উপমারহিত হয়। তিনি যজ্ঞে উচ্চারিত স্তবগুলি পাইবার জন্য যেরূপ ইচ্ছুক হয়েন; শত্রুদিগের দর্শন পাইবার জন্যও তদ্রূপ ব্যস্ত হয়েন। তিনি বন্ধুকে অনুসন্ধান করেন না, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার জন্য অনুসন্ধান করেন না।

৪। ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনায়ন করিয়াছি, যেমন অক্ষদ্বারা চক্রে ধারিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন।

৫। যাঁহাকে পান করিলে মনে তেজঃ উদয় হয়, যিনি শীঘ্র প্রহার করেন, যিনি বীরত্ব করিয়া শত্রুদিগকে কম্পান্বিত করেন, যিনি অস্ত্রশস্ত্রধারী ও সরল গতিশীল, সেই সোম অরণ্যসমূহকে বৃদ্ধিযুক্ত করেন। কিন্তু বর্দ্ধিত হইয়াও সেই অরণ্যসমূহ ইন্দ্রের সহিত সমতুল হইতে পারে না, কিংবা তাঁহার ভারের লাঘব করিতে পারে না।

৬। দ্যাবাপৃথিবী, বা মরুদেশ, বা আকাশ, বা পর্ব্বতগণ যে ইন্দ্রের সমতুল্য হইতে পারে না, তাঁহার নিমিত্ত সোমরস ক্ষরিত হইতেছে। ইহার ক্রোধ যখন শত্রুদিগের উপর চালিত হয়, তখন ইনি বিলক্ষণ হিংসা করেন, দুর্ভেদ্যদিগকেও ভেদ করেন।

৭। যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, শত্রুর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, অপক্ব কলসের ন্যায় পর্ব্বতকে ভঙ্গ করিলেন। আপন সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাশিত করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি ভক্তের ঋণ মোচন কর, তুমি অবিচলিত। খড়্গ যেমন গ্রন্থি ছেদন করে; তদ্রূপ তুমি অকল্যাণ নষ্ট কর। যে সকল ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের কার্য্য নষ্ট করে, তাহারা জানে না যে, তাঁহাদের কার্য্য তাহাদিগের পক্ষে হিতকর বন্ধুর কার্য্যের ন্যায়; ইন্দ্র তাহাদিগকেও হিংসা করেন।

৯। যে সকল দুষ্টাশয় ব্যক্তি মিত্র ও অর্য্যমা ও বরুণ ও মরুৎগণকে দ্বেষ করে, হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য শব্দকারী ও বৃষ্টিবর্ষণকারী উজ্জ্বল বজ্র শাণিত কর।

১০। কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্ব্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের উপর ইন্দ্রেরই আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করিবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়।

১১। কি রাত্রি, কি দিন, কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র, কি সুবিস্তীর্ণ বায়ু, কি পৃথিবীর সীমা, কি নদী, কি মনুষ্য, সকল অপেক্ষাই ইন্দ্র প্রধান, সকলকেই ইন্দ্র অতিক্রম করিয়া আছেন।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার অস্ত্র, ভঙ্গ হইবার নহে, দীপ্তিময়ী উষা পতাকার ন্যায় তোমার অস্ত্র জ্যোতির্ম্ময় হউক। যেরূপ আকাশ হইতে প্রস্তর পতিত হইয়া বৃক্ষ ধ্বংস করে, তদ্রূপ তুমি অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে অতি উত্তপ্ত ও গর্জ্জনকারী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর।

১৩। যখন ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন মাস সকল ও বনসমূহ ও উদ্ভিজ্জবর্গ ও পর্ব্বতগণ এবং পরস্পর সংযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী, ইঁহারা সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

১৪। হে ইন্দ্র! যে অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া পাপাত্মা রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিলে, তোমার সেই নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র কোথায় রহিল? যেরূপ গোহত্যা-স্থানে গাভীগণ হত হয়(১), তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।

১৫। যে সকল রাক্ষস শত্রুতা করিতে করিতে এবং অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে আমাদিগকে বেষ্টন করিল, হে ইন্দ্র! তাহারা গাঢ় অন্ধকারে পতিত হউক, নিতান্ত জ্যোতির্ম্ময় রজনীও তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হউক।

১৬। লোকসকল তোমার উদ্দেশে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, স্তবকারী ঋষিদিগের মন্ত্রগুলি তোমাকে আহ্লাদিত করে। তোমাকে এই যে সকলে মিলিয়া আহ্বান করা হইতেছে, তাহা তুমি ঘোষণা করিয়া দাও। তাবৎ পূজকের প্রতি অনুকূল হইয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তোমার স্তবগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট স্তব লাভ করি। আমরা বিশ্বামিত্র সন্তান, রক্ষার জন্য তোমার স্তব করিতেছি, আমরা যেন নানা বস্তু লাভ করি।

১৮। সেই স্থূলকায় ধনশালী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। এই যুদ্ধের সময় যখন অন্ন ইত্যাদি দ্রব্য বণ্টন হইবেক, তখন তিনিই প্রধান-রূপে অধ্যক্ষতা করিবেন। যুদ্ধে তিনি স্বপক্ষ রক্ষার জন্য উগ্রমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক শত্রুদিগকে হিংসা করেন, বৃত্রদিগকে বধ করেন, ধন সমস্ত জয় করেন।

---

(১) গোহত্যা প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, নচেৎ গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে।

৯০ সূক্ত।

পুরুষ দেবতা। নারায়ণ ঋষি।

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন(১)।

২। যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবেক, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহন করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি তদনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

৬। যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।

৭। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুস্বরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারাও সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন।

৮। সেই সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্ম্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য এবং গ্রাম্য।

---

(১) এই প্রসিদ্ধ সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। ঈশ্বর কেবল এক, এই বিশ্বভুবন তাঁহারই অন্তর্গত, এই বিশ্বাস এই সূক্তে প্রকটিত হয়। এই সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত।

৯। সেই সর্ব্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক ও সামসমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল, যজুও তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল(২)।

১০। ঘোটকগণ এবং অন্যান্য দন্ত পঙক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণ ও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল।

১১। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ, কি হইল?।

১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল(৩)।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল।

১৫। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটী পরিধি অর্থাৎ বেদী নির্ম্মাণ করা হইল, এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ হইল(৪)।

১৬। দেবতারা যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্ব প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

---

(২) এই সূক্তটী কত আধুনিক, তাহা এই ঋকের দ্বারা কতক প্রকাশ হইতেছে, ইহার রচনাকালে ঋক্, সাম ও যজুবের মন্ত্রগুলি পৃথক পৃথক করা হইয়াছে।

(৩) ঋগ্বেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিকভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৪) বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা, এ অনুভবটীও ঋগ্বেদের সময়ের নহে, ঋগ্বেদে আর কোথাও পাওয়া যায় না, ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব। "It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed. * * Penetrated with a sense of the sanctity

৯১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অরুণ ঋষি।

১। সতর্ক সাবধান স্তবকারিগণ অগ্নিকে স্তব করিতেছেন, বরণীয় অগ্নি বেদির উপর উপবেশনপূর্ব্বক অন্ন লাভের জন্য প্রজ্বলিত হইতেছেন, তিনি তাবৎ যজ্ঞ সামগ্রির হোমকর্ত্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশালী; তাঁহার সহিত যে বন্ধুত্ব করে, তিনি তাহার প্রতি বন্ধুতাচরণ করেন।

২। তিনি সুশ্রী প্রত্যেক গৃহের অতিথিস্বরূপ, তিনি গমনকারী ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক বন আশ্রয় করিতেছেন। তিনি লোকের হিতকারী কোন ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন না, তিনি প্রজাবর্গের হিতকারী, প্রত্যেক প্রজার ভবনে গমন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি নানা বলে বলী, তোমার কার্য্য অতি সুন্দর, তুমি ক্রিয়া কৌশলবান্, ধনস্বরূপ সকল বস্তুই লাভ কর, দ্যুলোক ও ভূলোক যে সমস্ত ধন ধারণ করে, তুমি সেই সকল ধনের প্রভু।

৪। যজ্ঞবেদির উপর যথাকালে ঘৃতযুক্ত উপবেশনস্থান প্রস্তুত করা হয়, হে অগ্নি! তাহা কোন্ স্থান? তুমি নিজে তোমার জন্য চিনিয়া লও এবং বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন কর। তোমার শিখা সমস্ত প্রভাতের আভার ন্যায় অথবা সূর্য্যের কিরণের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া দৃষ্ট হইতে থাকে।

৫। তোমার বিচিত্র শোভাগুলি জলবর্ষণকারী মেঘ হইতে উদ্ভূত বিদ্যুতের ন্যায়, অথবা প্রভাতের আগমনসূচক আভাসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকে, তুমি তখন যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া ওষধি অর্থাৎ শস্যাদি এবং বন অর্থাৎ কাষ্ঠ, ইত্যাদি অন্বেষণ করিতে থাক, উহারা তোমার মুখে অন্নস্বরূপ হয়।

---

and efficacy of the rite, and familiar with all its details, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purusha himself as forming the victim."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 373.

৬। ওষধিগণ সেই অগ্নিকে যথাকালে গর্ভস্বরূপ ধারণ করে, জলগণ জননীর ন্যায় তাঁহাকে জন্মদান করে। বনস্থিত লতাগণ গর্ভবতী হইয়া দিন দিন একভাবে তাঁহাকে প্রসব করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া সঞ্চালিত হও এবং চমৎকার অন্ন সমস্তের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি কর। হে অগ্নি! যখন তুমি দগ্ধ করিতে উদ্যত হও, তোমার প্রবল ও অক্ষয় শিখাগণ রথারূঢ় যোদ্ধাদিগের ন্যায় পৃথক পৃথক হইয়া বল প্রকাশ করে।

৮। অগ্নি লোককে মেধাযুক্ত করেন, তিনি যজ্ঞের সিদ্ধি বিধাতা, তিনি হোমকর্ত্তা, অতি মহৎ ও জ্ঞানবান্, অল্প হোমের দ্রব্যই দেওয়া হউক, আর অধিক পরিমাণেই বা দেওয়া হউক, অগ্নিকেই সকল সময়ে বরণ করা হয়; আর কাহাকেও নহে।

৯। হে অগ্নি! যজমানগণ যজ্ঞের সময় তোমাকে পাইবার অভিলাষী হইয়া তোমাকেই হোতারূপে বরণ করে। তৎকালে দেবভক্ত মনুষ্যগণ হোমদ্রব্য আহরণ ও কুশসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত অন্ন সমস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন।

১০। হে অগ্নি! তোমাকেই হোতা ও যথা সময়ে পোতার কার্য্য করিতে হয়। যজ্ঞকারীব্যক্তির জন্য তুমিই নেষ্টা ও অগ্নী। তুমি প্রশাস্তা ও অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মার কার্য্য সম্পাদন কর। তুমিই আমাদিগের গৃহে গৃহপতি স্বরূপ।

১১। হে অগ্নি! যে মনুষ্য তোমাকে অমর জানিয়া যজ্ঞ কাষ্ঠ দান করে এবং হোম দ্রব্য অর্পণ করে, তুমি তাহার হোতা হও, দেবতাদিগের নিকট তাহার জন্য দূতের কার্য্য কর, দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ কর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর এবং অধ্বর্য্যুর কার্য্য কর।

১২। অগ্নির উদ্দেশে এই সমস্ত ধ্যান, বেদবাক্য এবং স্তব করা হইতেছে। জাতবেদা অগ্নি নিজ অর্থস্বরূপ, এই স্তব সকল অর্থের কামনাতে তাহাতে যাইয়া মিলিত হইতেছেন। শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনকারী অগ্নি এই সকল স্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হয়েন।

১৩। স্তবের কামনাকারী সেই প্রাচীন অগ্নির উদ্দেশে আমি অতি নূতন এই চমৎকার স্তব উচ্চারণ করিব, তিনি শ্রবণ করুন। যেরূপ নারী

প্রণয় পরবশ হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক পতির বক্ষস্থলে নিজদেহ মিলিত করে, তদ্রূপ আমি যেন এই অগ্নির হৃদয়ের মধ্যেস্থান স্পর্শ করি।

১৪। যে অগ্নির উপরও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে(১), যিনি জলের পালনকর্ত্তা, যাহার পৃষ্ঠে সোমরস, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।

১৫। যেমন স্রুক নামক পাত্রে ঘৃত স্থাপন করা হয়, যেমন চমু নামক পানপাত্রে সোমরস রক্ষা করা হয়, তদ্রূপ হে অগ্নি! তোমার মুখে হোমের দ্রব্য হোম করা হইয়াছে। তুমি অন্ন ও অর্থ ও উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদি এবং বিপুল যশ দান কর।

---

৯২ সূক্ত।

নানা দেবতা। শম্পাতি ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞের রথী, অর্থাৎ প্রধান স্বরূপ, যিনি সকল প্রজার অধিপতি, যিনি হোতা, রাত্রিকালের অতিথি এবং প্রভাতে সমৃদ্ধ হয়েন, তাঁহাকে স্তব কর। তিনি শুষ্ককাষ্ঠে প্রজ্বলিত হয়েন, অশুষ্ককাষ্ঠে চুরচুর'শব্দ করেন ও অভিলাষ সিদ্ধ করেন, যজ্ঞের পতাকাস্বরূপ আকাশে অবগাহন করেন।

২। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহারা উভয়ে এই অগ্নিকে শীঘ্র প্রস্তুত করিলেন, ধারণকর্ত্তা ও যজ্ঞের সম্পাদনকর্ত্তা। ইনি মহৎ, ইনি পুরোহিত এবং উজ্জ্বলের বংশধর। ঊষাদেবীগণ ইহাকে সূর্য্যের ন্যায় চুম্বন করিতেছে।

৩। স্তবযোগ্য এই অগ্নি যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহাই প্রকৃত পথ, আমরা যাহা হোম করিতেছি, তাহা তিনি ভোজন করুন। যখন তাঁহার প্রবল শিখাগণ অক্ষয়, অর্থাৎ দীপ্তিশীল হইল, তখন দেবতাদিগের জন্য বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

---

(১) এখানে ঘোটক, বৃষ ও মেষ আহুতি দিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। যজ্ঞকাষ্ঠের আশ্রয়ভূতা অদিতি, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ এবং স্তব-যোগ্য অসীম পৃথিবী, অগ্নিকে নমস্কার করেন। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ ও সবিতা, পবিত্র বলধারী এই সকল দেবতা আবির্ভূত হয়েন।

৫। বেগবান্ মরুৎগণের সহায়তা পাইয়া নদীরা বহমান হয় এবং অসীম ভূমি আচ্ছাদন করে। সর্ব্বত্রবিচরণকারী ইন্দ্র সর্ব্বত্রগমন করিয়া ঐ মরুৎগণের সাহায্যে আকাশে গর্জ্জন করেন এবং মহাবেগে জগতে জল সেচন করেন।

৬। মরুৎগণ যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন জগৎকে যেন কর্ষণ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা যেন আকাশের শ্যেনপক্ষী, তাহারা মেঘের আশ্রয়। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা এবং অশ্বারূঢ় ইন্দ্র, অশ্বারূঢ় সেই মরুৎ দেবতাদিগের সহিত ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন।

৭। স্তবকারীগণ ইন্দ্রের নিকট রক্ষা প্রাপ্ত হইল, সূর্য্যের নিকট দৃষ্টি-শক্তি এবং বর্ষণকারী ইন্দ্রের নিকট পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহারা উৎকৃষ্ট-রূপে ইন্দ্রের পূজা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞকালে ইন্দ্রের বজ্রকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

৮। সূর্য্যও আপন অশ্বদিগকে ইন্দ্রের ভয়ে চালাইয়া থাকেন এবং পথে গমন কালে সকলকে প্রীত করেন। সেই অতি মহান্ ইন্দ্রকে কে না ভয় করে? তিনি ভয়ানক এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী, আকাশে শব্দ করিতে থাকেন, বিপক্ষ পরাভবকারী বজ্রধ্বনি তাঁহরই ভয়ে প্রতি দিন আবির্ভূত হয়।

৯। অদ্য সেই কর্ম্মক্ষম রুদ্রকে নমস্কার ও অনেক স্তব অর্পণ কর। তিনি শত্রুদিগকে ক্ষয় করেন। তিনি অশ্বারূঢ় উৎসাহবান্ মরুৎগণকে আপনার সহায় পাইয়া আকাশ হইতে জল সেচন করিয়া মঙ্গলকর হয়েন এবং আপন যশ বিস্তার করেন।

১০। বৃহস্পতি এবং সোমাভিলাষী অন্যান্য দেবতা প্রজাদিগের জন্য অন্ন সঞ্চিত করিলেন। অথর্ব্বা নামে ঋষি সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবতা-দিগকে তুষ্ট করিলেন। দেবতারা এবং ভৃগুবংশীয়েরা বল প্রকাশপূর্ব্বক গমন করিয়া সেই যজ্ঞ অবগত হইলেন।

১১। নরাশংস নামক সেই যজ্ঞে চারি অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, বহু-বৃষ্টিবর্ষণকারী দ্যাবাপৃথিবী, যম, অদিতি, ধনদানকারী ত্বষ্টাদেব, ঋভুগণ,

রুদ্রের পত্নী, মরুৎগণ ও বিষ্ণু, ইহারা সেই যজ্ঞে স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১২। অভিলাষী হইয়া আমরা যে সকল বৃহৎ বৃহৎ স্তব করিতেছি, আকাশবাসী অহির্বুধ্ন্য যজ্ঞের সময় তাহা শ্রবণ করুন। হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য্য চন্দ্র! তোমরা আকাশে বাস কর, তোমরা মনে মনে ইহার স্তব অবগত হও।

১৩। সকল দেবতার হিতকারী ও জলের বংশধর পূষাদেব আমাদিগের পশু, ইত্যাদিকে রক্ষা করুন। বায়ুও যজ্ঞের জন্য রক্ষা করুন। ধনের জন্য আত্মাস্বরূপ বায়ুকে তোমরা স্তব কর। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আহ্বান করিলে কল্যাণ হয়। তোমরা পথে গমন কালে সেই স্তব শ্রবণ কর।

১৪। এই সমস্ত প্রজাকে যিনি অভয় দিবার প্রভু, যিনি আপনার কীর্ত্তি আপনি উপার্জ্জন করেন, তাঁহাকে স্তবের দ্বারা স্তব করি। তাবৎ দেবনারীদিগের সহিত অবিচলিত অদিতিকে এবং রাত্রির স্বামী চন্দ্রকে স্তব করি। তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন।

১৫। বয়োজ্যেষ্ঠ অঙ্গিরা এই যজ্ঞে বাক্য উচ্চারণ করিলেন। প্রস্তরগুলি ঊর্দ্ধ হইয়া যজ্ঞীয় সোম প্রস্তুত করিল। তাহা পান করিয়া বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র স্থূলকায় হইলেন, তাঁহার অস্ত্র উৎকৃষ্ট বৃষ্টিবারি সৃষ্টি করিল।

---

৯৩ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। তান্ব ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা বিলক্ষণ বিস্তারিত হউন। আপনার বৃহন্মূর্ত্তি হইয়া নারীর ন্যায় আমাদিগের গৃহে আগমন করুন। সেই সকল সুবিদিত কার্য্যদ্বারা আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন, এই সকল কার্য্যদ্বারা উত্তাপের সময় রক্ষা করুন।

২। যিনি বিশিষ্টরূপ অধ্যয়ন করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুদ্বারা দেবতাদিগের মনোরঞ্জন করেন, সেই ব্যক্তিরই প্রকৃতরূপে সকল যজ্ঞ দেবতাদিগের সেবা করা হয়।

৩। দেবতারা সকলের প্রভু; তাঁহাদিগের দান অতি মহৎ। তাঁহারা সকলে সর্ব্বপ্রকার বলে বলী। তাঁহারা সকলে যজ্ঞের সময় যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়েন।

৪। অর্য্যমা ও মিত্র ও সর্ব্বত্রগামী বরুণ এবং যে রুদ্রকে স্তব করিলে মনুষ্যগণের সুখ লাভ হয়। তিনিও মরুৎগণ এবং ভগ, ইহারা অমৃতের রাজা, স্তবের যোগ্য এবং পুষ্টিবিধানকর্ত্তা।

৫। যখন অহির্বুধ্ন্য জলের সহিত একত্র হইয়া উপবেশন করেন। তখন সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উপবেশনপূর্ব্বক দিবারাত্র জলস্বরূপ ধন বর্ষণ করেন।

৬। কল্যাণের অধিপতি অশ্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বরুণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদের রক্ষিত ব্যক্তিগণ বিস্তর ধন প্রাপ্ত হয়, মরুভূমি তুল্য দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়।

৭। আমরা স্তব করিতেছি, রুদ্রপুত্র বায়ুগণ, অশ্বিদ্বয়, সকল দেবতা, রথারূঢ় ভগ, বলবান্ ঋভু, ঋভুক্ষা এবং সর্ব্বত্রগামী ইন্দ্র, এই সকল সর্ব্বজ্ঞ দেবতা রক্ষা করুন।

৮। ইন্দ্র, ঋভু, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইতেছেন; হে ইন্দ্র! যখন তুমি বেগবান্ ঘোটক যোজনা কর, তখন যজ্ঞকর্ত্তাব্যক্তির আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সোম পান হয়, তাহা অসামান্য। তাঁহার উদ্দেশে যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, উহা মানুষের উপযুক্ত নহে, উহা পৃথক প্রকারের যজ্ঞ।

৯। হে দেবসবিতা! এই রূপ কর, আমাদিগকে যেন লজ্জিত হইতে না হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে স্তব করা হইয়া থাকে, ইন্দ্র আমাদিগের বলস্বরূপ; তিনি এই সকল ব্যক্তির যজ্ঞে আসিবার জন্য আপনার উজ্জ্বল রথ চক্রে যেন বায়ুগণকে যোজনা করিলেন, অর্থাৎ মহাবেগে আগমন করিলেন।

১০। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগের পুত্রদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর, সেই অন্ন যেন তাবৎ লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়, যেন তাহা বলকর হয়, যেন তাহা ধন লাভের জন্য এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপযোগী হয়।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যখন আমাদিগের নিকট আসিতে ইচ্ছা কর, তখন স্তবকারী এই ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুক না, ইহাকে যজ্ঞ করিবার সময় রক্ষা কর। হে ধনদাতা! তোমাকে যাহারা স্নেহ করে, তাহাদিগের সংবাদ লও।

১২। আমার এই বিস্তৃত স্তব দীপ্তির সহিত সূর্য্যের উদ্দেশে যাইতেছে ও মনুষ্যদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। যে রূপ তষ্টা (ছুতার) অশ্বে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তর রথ নির্ম্মাণ করে। ইহাকে আমি তেমনি-ভাবে রচনা করিয়াছি।

১৩। যাঁহাদিগের নিকট ধন কামনা করি, তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই সুবর্ণময়, অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট স্তব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছি। যেরূপ যুদ্ধের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হয়, অথবা ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তব গুলিও তদ্রূপ(১)।

১৪। যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে ঘোটক যোজনা করিয়া পথে গমন করেন, (অর্থাৎ যজ্ঞে যাইবার জন্য), তাঁহাদিগের বর্ণনযুক্ত স্তব আমি দুঃশীম ও পৃথবান্‌ ও বেন ও অসুর রাম এই সকল ধনাঢ্য রাজার নিকট পাঠ করিয়াছি।

১৫। এই স্থানে তাম্ব ও পার্থ্য ও মায়ব এই কয়েক জন ঋষি সপ্তসপ্তি গাভী তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিলেন।

---

৯৪ সূক্ত।

সোমনিষ্পীড়ীত করিবার প্রস্তর দেবতা। অর্বুদ ঋষি।

১। এই সকল প্রস্তর কথা কহুক, অর্থাৎ শব্দ করুক; আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা কহিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও। যখন ক্ষিপ্রকারী ও

---

(১) এক খানি চক্রের পরিধিতে অনেক গুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সেই চক্র ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ঘটীগুলি জলে পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাকে ঘটীচক্র কহে। এরূপ ঘটীচক্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়, আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখিয়াছি।

দৃঢ়তর এই প্রস্তরগুলি একত্র হইয়া স্তব করিবার ভঙ্গিতে শব্দ করে, তখন হে সোম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! ইন্দ্রের জন্য সোমপাত্র পূর্ণ কর।

২। এই প্রস্তরগণ একশত ব্যক্তি, অথবা একসহস্র ব্যক্তির ন্যায় শব্দ করিতেছে, ইহারা হরিদ্বর্ণ মুখ দিয়া চীৎকার করিতেছে। যজ্ঞের সময় এই সকল পুণ্যবান্ প্রস্তর অগ্নির অগ্রেই হোমের দ্রব্য ভোজন করে।

৩। ইহারা শব্দ করিতেছে। ইহারা মুখে সোমস্বরূপ মধু ধারণ করিয়াছে। যেমন মাংসাশীরা মাংস পাক হইলে আহ্লাদ সূচক রব করে, ইহারাও সেইরূপ রব করিতেছে। নবীন বৃক্ষের শাখা ভক্ষণ কালে সুন্দর রূপে ভক্ষণ করিতে করিতে বৃষগণ যেরূপ শব্দ করে, ইহারাও তদ্রূপ শব্দ করিতেছে।

৪। ইহারা মুখে ধারণপূর্ব্বক মত্ততাজনক সোমরস প্রস্তুত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে। সোমনিষ্পীড়নকারী অঙ্গুলিদিগের সঙ্গে সংরব্ধ করিয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে; ইহাদিগের শব্দে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

৫। ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয়, যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে, যেন মৃগ বিচরণ স্থানে কৃষ্ণশার হরিণেরা চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত রসকে ইহারা নিম্নে পাতিত করিতেছে, যেন সূর্য্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিস্তর শুক্র নির্গত করিল।

৬। যেমন বলবান্ ঘোটকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া রথের ধুরা ধারণপূর্ব্বক রথ বহন করে, প্রস্রাব ত্যাগ করে এবং শরীর আয়ত করে, তদ্রূপ এই প্রস্তরগুলিও আয়ত হইয়া সোমরস বর্ষণ করিতেছে। ইহারা সোম গ্রাস করিতে করিতে শ্বাসসহকারে শব্দ করিল, ঘোটকদিগের ন্যায় ইহাদের মুখনির্গত এই শব্দ আমি শ্রবণ করিতেছি।

৭। এই অবিনাশী প্রস্তরদিগের গুণকীর্ত্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশঅঙ্গুলিকে যেন প্রস্তরস্বরূপ ঘোটকদিগের দশটী বরত্রা বোধ হয়, অথবা দশটী যোক্ত্র (ঘোড়ার সাজ), অথবা দশটী যোজনা (অর্থাৎ রথের যুতিবার রজ্জু), অথবা

দশটী প্রগ্রহ (রাস্) বলিয়া জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটী রথধুরা একত্র হইয়া ইহারা বহন করিতেছে।

৮। সেই প্রস্তরগুলি দশটী অঙ্গুলিকে বন্ধন রজ্জুস্বরূপ পাইয়া শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগের উৎপাদিত সোমরস হরিদ্বর্ণ হইয়া আসিতেছে। সোমের অংশু (ডাঁটা) নিষ্পীড়িত হইয়া অন্নরূপ ধারণপূর্ব্বক অমৃত রস নির্গত করে, তাহার প্রথম যে অংশ ইহারাই পাইয়া থাকে।

৯। সেই প্রস্তরগণ সোম ভক্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চুম্বন করিতেছে, অর্থাৎ ইন্দ্রের রথে উপনীত হইতেছে। অংশু (ডাঁটা) হইতে রস নির্গত করিয়া গোচর্ম্মের উপর যাইতেছে। তাহারা সোমের যে মধু নির্গত করিয়া দেয়, তাহা পান করিয়া ইন্দ্র স্ফীত ও বিস্তারিত হইতেছেন এবং বৃষের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছেন।

১০। হে প্রস্তরগণ! সোমের অংশু (ডাঁটা) তোমাদিগকে রস দান করিবে, তোমরা যেন ভগ্ন হইও না। তোমরা যাহার যজ্ঞে উপস্থিত থাক, তাহারা সর্ব্বদাই অন্নবান্ ও কৃতেভাজন হয়, তাহারা ধনবান্ লোকের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোযুক্ত হয়।

১১। হে প্রস্তরগণ! তোমরা নিজে ভগ্ন না হইয়া অন্যকে ভগ্ন কর, তোমাদিগের পরিশ্রম নাই, শৈথিল্য নাই, মৃত্যু নাই, জরা নাই, রোগ নাই, তৃষ্ণা নাই, স্পৃহা নাই, তোমরা স্থূল, অথচ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়া বিষয়ে তোমাদিগের যথেষ্ট পটুতা আছে।

১২। তোমাদিগের পিতাস্বরূপ পর্ব্বতগণ যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্থির আছে, তাহারা পূর্ণাভিলাষ হইয়াছে, কোন কারণে নিজ স্থান ত্যাগ করে না। তাহারা জরারহিত, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ সংযুক্ত হইয়া (পক্ষীদিগের) কলরব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক পূর্ণ করে।

১৩। যে রূপ রথারোহীগণ রথচর্য্যা ক্ষেত্রে রথ চালাইয়া শব্দ উত্থাপন করে, তদ্রূপ প্রস্তর সোমরস নির্গত করিবার সময় শব্দ করে। ধান্য বপন কারীরা বীজ যেমন বপন করে, তদ্রূপ ইহারা সোম বিকীর্ণ করিতেছে। ভক্ষণ করিয়া উহা নষ্ট করিতেছে না।

১৪। সোম নিষ্পীড়িত হইলে, প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়াসক্ত শিশুরা ক্রীড়াস্থলে জননীকে আঘাত করিয়া (ঠেলিয়া দিয়া) শব্দ করিতেছে। যে প্রস্তর সোমরস নিষ্পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে বস্তুকর, প্রস্তরগণ সংবর্দ্ধনা পাইয়া ঘুর্ণিত হইতে থাকুক।

পঞ্চম অধ্যায়।

৯৫ সূক্ত।

পুরূরবা ও উর্ব্বশী ঋষি তাঁহারাই দেবতা(১)।

১। (পুরূরবার উক্তি)—হে পত্নি, তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনের কথা যদি উভয়ে প্রকাশ করিয়া না বলা হয় ভবিষ্যতে সুখের বিষয় হইবেক না।

২। (উর্ব্বশীর উক্তি)—তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? আমি প্রথম উষারন্যায়(২) চলিয়া আসিয়াছি। হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।

৩। (পুরূরবার উক্তি)—তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই, জয়শ্রী লাভ হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক শতসহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই। রাজকার্য্য বীরশূন্য হইয়াছে, ইহার কোন শোভা নাই; আমার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিবার চিন্তা এককালে ত্যাগ করিয়াছে।

৪। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে উষাদেবী! সেই উর্ব্বশী শ্বশুরকে ভোজনের সামগ্রী দিতে যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সন্নিহিত গৃহ হইতে শয়ন গৃহে যাইতেন, তথায় দিবারাত্রি স্বামির নিকট রমণ সুখ সম্ভোগ করিতেন।

৫। হে পুরূরবা! তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে রমণ করিতে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না, আমাকেই নিরন্ত

(১) এই সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরূরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরূরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছু কাল সহবাস করিয়াছেন, উর্ব্বশী এক্ষণে পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরূরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।

(২) উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা, তাহা যেন এই উপমাদ্বারা কবির মনে অস্পষ্টরূপে উদ্রেক হইতেছে।

সন্তুষ্ট করিতে। তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার রাজা, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে।

৬। (পুরুরবার উক্তি)—সুজূর্ণি, শ্রেণি, সুম্ন, আপি, হ্রদে চক্ষু, গ্রন্থিনী, চরণ্যু, আমার এই যে কয় মহিলা ছিল, তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না। গাভীগণ গৃহে যাইবার সময় যেমন শব্দ করে, তাহারা আর সেরূপ শব্দ করিয়া আমার গৃহে আসিত না।

৭। (উর্ব্বশীর উক্তি)—পুরুরবা যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, দেব মহিলারা দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধনা করিল; হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যু বধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন (৩)।

৮। (পুরুরবার উক্তি)—পুরুরবা নিজে মনুষ্য হইয়া যখন অপ্সরাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা আপন রূপ ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। যেমন হরিণী ভয় পাইয়া পলায়ন করে, অথবা রথে যোজিত ঘোটকেরা যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাহারা চলিয়া গেল।

৯। পুরুরবা নিজে মনুষ্য হইয়া দেবলোকবাসিনী অপ্সরাদিগের সঙ্গে যখন কথা কহিতে এবং তাহাদিগের শরীর স্পর্শ করিতে অগ্রসর হই-

---

(৩) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রই দস্যুরূপ অন্ধকারকে হনন করেন। পুরুরবার সূর্য্যের সহিত একতা এই ঋকদ্বারা কতক পরিমাণে সূচিত হইতেছে।

"That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant * * endued with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry, is also applied to color in the sense of a loud or crying colour, *i.e.*, red * * (Sanscrit Ravi, sun). Besides Pururavas calls himself Vasishtha (১৭ ঋক্), which, as we know, is a name of the sun; and if he is called Aida (১৮ ঋক্), the son of Ida, the same name is elsewhere (Rig Veda III, 29, 3) given to Agni, the fire."—Max Muller's *Selected Essays* (1881), vol. I, pp. 407, 408.

"I therefore accept the common Indian explanation by which this name (Urvasi) is derived from Uru, wide * * and a root. As to pervade, and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of the dawn, Uruki."—*Ibid*, p.—405.

হইলেন, তখন তাহারা অদর্শন হইল, নিজ শরীর দেখাইল না, ক্রীড়াসক্ত ঘোটকদিগের ন্যায় পলায়ন করিল।

১০। যে উর্ব্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবংআমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্ব্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

১১। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে পুরুরবা! তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য্য পাতিত করিলে। সর্ব্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ।

১২। (পুরুরবার উক্তি)—তোমার পুত্র কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে, তাহা হইলে সে কি রোদন করিবে না? অশ্রুপাত করিবে না? পরস্পর প্রীতিযুক্ত স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ তোমার বিরহ সন্তাপ অসহ্য)।

১৩। (উর্ব্বশীর উক্তি)—আমি তোমার কথার উত্তরে কহিতেছি; পুত্র তোমার নিকট যাইয়া অশ্রুপাত, বা ক্রন্দন করিবে না। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছ, তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। হে নির্ব্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাও। আমাকে আর পাইবে না।

১৪। (পুরুরবার উক্তি)—তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে যেন বহু দূরে দূর হইয়া যাউক। সে যেন নিঃঋতির অঙ্কে শয়িত হউক, বলবান্ বৃকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।

১৫। (উর্ব্বশীর উক্তি)—হে পুরুরবা! এরূপে মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছিন্ন যাইও না, দুর্দ্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে। স্ত্রী-লোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার।

১৬। আমি পরিবর্ত্তিতরূপে ভ্রমণ করিয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে চারি বৎসর রাত্রিবাস করিয়াছি(৪), দিনের মধ্যে একবার কিঞ্চিৎমাত্র ঘৃত পান করিয়া তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়াছি।

১৭। আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎ সূর্য্য), অন্তরীক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্ব্বশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার সুকৃতের সুফল যেন তোমার নিকট বর্ত্তমান থাকে। (হে উর্ব্বশী)! ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

১৮। হে ইলাপুত্র পুরুরবা! এই সকল দেবতা তোমাকে বলিতেছেন যে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে, স্বকীয় হোমদ্রব্যদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে, তুমি স্বর্গে যাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে।

৯৬ সূক্ত।

ইন্দ্রের ঘোটকদ্বয় দেবতা। বরু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মহাযজ্ঞে তোমার দুই ঘোটককে স্তব করিয়াছি। তুমি শত্রুহিংসাকারী, তুমি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত অর্থাৎ উৎসাহযুক্ত হও, ইহা প্রার্থনা করি। তুমি হরিৎবর্ণ অশ্বযোগে আসিয়া ঘৃতের ন্যায় চমৎকার জল বর্ষণ কর, তুমি উজ্জ্বলরূপী, তোমার নিকট আমার স্তুতিবাক্য সকল গমন করুক।

২। তোমারা ইন্দ্রকে যজ্ঞের দিকে ডাকিয়াছ, দেবায়তন অর্থাৎ যজ্ঞগৃহের দিকে ইন্দ্রের দুই ঘোটককে চালাইয়া আনিয়াছ, তোমারা ইন্দ্রের বলবীর্য্য ঘোটকসমেত স্তব কর, দেখ, যেমন গাভীগণ দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রকে হরিৎবর্ণ সোমরসের দ্বারা আপ্যায়িত করা হইতেছে।

৩। ইঁহার যে লৌহনির্ম্মিত বজ্র, তাহা হরিৎবর্ণ; তাহা বিলক্ষণ শত্রু সংহার করে, তাহা দুই হস্তে ধৃত হয়। ইন্দ্র নিজে ধনবান্, সুগঠন হনুবিশিষ্ট, এবং বাণ দ্বারা সক্রোধে শত্রু সংহার করেন। হরিৎমূর্ত্তি সোমরসদ্বারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করা হইল।

(৪) মূলে "অবসং রাত্রীঃ শরদঃ চতস্রঃ" আছে। মক্ষমূলর অনুবাদ করিয়াছেন।—"I dwelt with thee four nights of the autumn."

৪। আকাশে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বজ্র ধৃত হইল। সে যেন আপন বেগে সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিল, সুগঠন হনুবিশিষ্ট সোমরস পানকারী ইন্দ্র লৌহময় বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিধন করিবার সময় অপরিসীম দিপ্তি প্রাপ্ত হইলেন।

৫। হে উজ্জ্বলকেশধারী ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের যজমানেরা তোমাকে স্তব করিত, তুমি যজ্ঞে আসিতে। তুমি উজ্জ্বল হও। হে উজ্জ্বলরূপী! তোমার সর্ব্বপ্রকার অন্ন প্রশংসার যোগ্য, নিরূপম ও উজ্জ্বল।

৬। স্তবযোগ্য বজ্রধারী ইন্দ্র যখন সোমরস পানের আমোদে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন দুই উজ্জ্বল ঘোটক রথে যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে। উজ্জ্বল ইন্দ্রের জন্য অনেক বার সোমরস নিষ্পীড়িত হয় এবং হরিৎবর্ণ সোমরস সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

৭। অবিচলিত ইন্দ্রের জন্য যথেষ্ট সোমরস রাখা হইয়াছে, সেই সোমরস ইন্দ্রের ঘোটককে যজ্ঞের দিকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে। হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহার যে রথকে যুদ্ধে লইয়া যায়, সেই রথ এই রমণীয় সোমযাগে আসিয়া অধিষ্ঠান হইয়াছে।

৮। ইন্দ্রের শ্মশ্রু উজ্জ্বল, কেশ উজ্জ্বল, তিনি লৌহের ন্যায় দৃঢ়কায়, তিনি সোমপায়ী, শীঘ্র শীঘ্র সোমপান করিয়া শরীর স্ফীত করেন। যজ্ঞই তাঁহার সম্পত্তিস্বরূপ, হরিৎবর্ণ ঘোটকেরা তাঁহাকে যজ্ঞে লইয়া যায়। তিনি দুই ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক সকল দুর্গতি দূর করিয়া দিন।

৯। তাঁহার দুই উজ্জ্বল চক্ষু স্রুবা নামক যজ্ঞপাত্রের মত যজ্ঞের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি অন্ন ভক্ষণ করিবার জন্য উজ্জ্বল হনুদ্বয় কম্পিত করিতেছেন। পরিষ্কার চমসের মধ্যে যে চমৎকার সোমরস ছিল, তাহা পান করিয়া তিনি আপনার দুই ঘোটকের গাত্র মার্জ্জনা করিতেছেন।

১০। উজ্জ্বল ইন্দ্রের আবাসস্থান দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া ঘোটকের ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে যান। অতি উৎকৃষ্ট স্তব তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছে। হে উজ্জ্বল ইন্দ্র! তুমি আপনার ক্ষমতাদ্বারা প্রচুর অন্ন দিয়া থাক।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য নূতন চমৎকার স্তব পাইয়া থাক। হে অসুর! গাভীগণের উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট প্রকাশ কর। (উত্তম গোষ্ঠ দেখাও)।

১২। হে উজ্জ্বল সুগঠন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! ঘোটকগণ তোমার রথে যোজিত হইয়া তোমাকে মনুষ্যের যজ্ঞে আনয়ন করুক। তোমার জন্য যে মধুর সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পান কর। দশ অঙ্গুলি-দ্বারা যে সোম প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞের উপকরণস্বরূপ হয়, যুদ্ধের সময় তাহা পান করিতে ইচ্ছা কর।

১৩। হে অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! প্রথমে যে সোম প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাত পান করিয়াছ। এক্ষণে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কেবল তোমারি জন্য। হে ইন্দ্র! এই মধুযুক্ত সোম আস্বাদন কর। হে প্রচুর বৃষ্টিকারী! তোমার উদর আর্দ্র কর।

---

৯৭ সূক্ত।

ওষধি দেবতা। ভিষক্ ঋষি(১)।

১। পূর্ব্বকালে তিন যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশতসপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি।

২। হে জননীস্বরূপা ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে রোহন কর, অর্থাৎ উৎপন্ন ও তোমাদিগের একশত এমন কি একসহস্র স্থান আছে। তোমাদিগের ক্রিয়া শত প্রকার, তোমরা আমার আরোগ্য বিধান কর।

৩। হে পুষ্পবতী ফল প্রসবকারিণী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্ম গ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর।

---

(১) এই সূক্তটী ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। ইহার শেষ অংশে অনেক গুলি পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র লক্ষিত হয়। সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননীস্বরূপ। তোমাদিগের সমক্ষে আমি স্বীকার করিতেছি, যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

৫। হে ওষধিগণ! অশ্বত্থ বৃক্ষে তোমরা উপবেশন কর। পলাশ বৃক্ষে তোমরা বাস কর। যখন রোগীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তখন তোমাদিগকে গাভী দান করা উচিত হয়, অর্থাৎ বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার ভাজন হও।

৬। যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন, তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয়, (অর্থাৎ যে ওষধী জানে) সেই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ব্যক্তিকে অর্থাৎ চিকিৎসক, কহে, সে রোগদিগকে ধ্বংস করে।

৭। অশ্ববতী, সোমবতী, ঊর্জয়ন্তী, উদোজস্, প্রভৃতি তাবৎ ওষধি সংগ্রহ করিয়াছি, অভিপ্রায় যে এই ব্যক্তির আরোগ্য বিধান করিব।

৮। হে রোগী! এই দেখ, যেমন গোষ্ঠ হইতে গাভীগণ বাহির হয়, তদ্রূপ ওষধিবর্গ হইতে তাহাদিগের গুণ সমস্ত বাহির হইতেছে, ইহারা তোমাকে তোমার স্বাস্থ্য ধন প্রদান করিবে।

৯। হে ওষধিগণ! তোমাদিগের মাতার নাম ইষ্কৃতি। তোমরা রোগের নিষ্কৃতি স্বরূপ। যাহা কিছু শরীরকে পীড়া দেয়, তোমরা তাহা বেগবতী পক্ষিণীর ন্যায় বাহির করিয়া দাও।

১০। যে রূপ কোন চোর গোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া যায়, তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্রগামী ওষধিগণ রোগদিগকে অতিক্রম করিল। শরীরে যে কিছু পীড়া বিদ্যমান ছিল, ওষধিগণ তাহা দূরীকৃত করিল।

১১। যখনই আমি এই সকল ওষধিকে হস্তে গ্রহণ করিলাম এবং রোগীর দৌর্ব্বল্য নিরাকরণ করিলাম, তখনই রোগের আত্মা নষ্ট হইল, সেই রোগ তৎপূর্ব্বে প্রাণকে আক্রমণ করিয়া যেন বসিয়াছিল।

১২। যেরূপ বলবান্ ও মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি সকলকেই আয়ত্ত করেন, তদ্রূপ হে ওষধিগণ! তোমরা যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীকৃত কর।

১৩। চাষ ও কিকিদীবি পক্ষী যেমন দ্রুতবেগে উড়িয়া যায়, অথবা বায়ু যেমন বেগে গমন করে, অথবা গোধা যেমন ধাবমান হয়, হে রোগ! তুমিও তদ্রূপ শীঘ্র অপসৃত হও।

১৪। হে ওষধিগণ! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা করুক, তাহাকে আর একজন রক্ষা করুক। এইরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্য্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর।

১৫। যাহারা ফলবতী অথবা যাহারা ফলবতী নয়, যাহারা পুষ্পবতী, অথবা যাহারা তাদৃশ নয়, বৃহস্পতিকর্তৃক উৎপাদিত সেই সমস্ত ওষধি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুক।

১৬। কেহ অভিসম্পাত করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, অথবা বরুণের পাশ অথবা যমের নিগড় হইতে এবং অন্যান্য সকল দেবতা সংক্রান্ত পাপ হইতে ওষধিগণ আমাকে রক্ষা করুক।

১৭। ওষধিগণ স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় বলিয়াছিল, আমরা যে প্রাণীকে অনুগ্রহ করি, তাহার কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় না।

১৮। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা অসংখ্য এবং নানা উপকার করিয়া থাকে, হে ওষধি! তুমি তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ। তুমি বাসনা পূর্ণ করিতে এবং হৃদয়কে সুখী করিতে সমর্থ।

১৯। সোম যে সকল ওষধির রাজা, যাহারা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত আছে, বৃহস্পতি কর্তৃক উৎপাদিত, সেই সকল ওষধি এই রোগী ব্যক্তির বলাধান কর, অথবা এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্য্যবতী কর। (এ স্থলে ভিষক যে ওষধিটী উপস্থিত রোগে ব্যবহার করিবেন, তাহারা বিষয়ে কহিতেছেন)।

২০। হে ওষধিগণ! আমি তোমাদিগের খননকর্ত্তা, আমি যেন নষ্ট না হই, এবং যাহার জন্যে খনন করিতেছি, সেও যেন নষ্ট না হয়। আমাদিগের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, দ্বিপদ হউক, চতুষ্পদ হউক, সকলি যেন নীরোগ থাকে।

২১। যে সকল ওষধি আমার এই বাক্য শুনিতেছে, অথবা যাহারা অতি দূরে আছে, সেই সকল ওষধি একত্র হইয়া এই উপস্থিত ওষধিকে বীর্য্যবতী কর।

২২। ওষধিগণ সোমরাজার সহিত এই কথোপকথন করিতেছে, হে রাজন্! স্তোতা যাহার চিকিৎসা করে, তাহাকেই আমরা পরিত্রাণ করি।

২৩। হে ওষধি! তুমি শ্রেষ্ঠ; যেখানে যত বৃক্ষ আছে, সকলেই তোমার নিকট হীন। যে আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করে, সে যেন আমাদিগের নিকট হীন হয়।

৯৮ সূক্ত।

নানা দেবতা। দেবাপি ঋষি।

১। হে বৃহস্পতি! তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে গমন কর। তুমি মিত্র, বা বরুণ, বা পূষাই হও, অথবা আদিত্যগণ ও বসুগণসমেত ইন্দ্রই বা হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্য(১) মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।

২। হে দেবাপি! কোন এক বিজ্ঞ শীঘ্রগামী দেব তোমার নিকট হইতে দূতস্বরূপ হইয়া আমার নিকট আগমন করুক। হে বৃহস্পতি! আমাদিগের প্রতি অভিমুখ হইয়া আগমন কর। তোমার জন্য উজ্জ্বল স্তব মুখে ধারণ করিয়াছি।

৩। হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটী উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয়, এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা শন্তনুর জন্য বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হইতে আগমন করুক।

৪। মধুযুক্ত রসগুলি অর্থাৎ বৃষ্টিবারি আমাদিগের নিমিত্ত আগমন করুক। হে ইন্দ্র! রথের উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক বিস্তর ধন দান কর। হে দেবাপি! এই হোমকার্য্যে আসিয়া উপবেশন কর, কালে কালে দেবতাদিগকে পূজা কর, হোমের দ্রব্য দিয়া সন্তুষ্ট কর।

---

(১) শন্তনু রাজার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বোধ হয়, এই সূক্ত রচিত, বা উচ্চারিত হইয়াছিল।

৫। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি ঋষি দেবতাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট স্তব স্থির করিয়া হোম করিতে বসিলেন। তখন তিনি উপরের সমুদ্র হইতে স্বর্গের বৃষ্টিবারি নীচের সমুদ্রে আনয়ন করিলেন।

৬। এই উপরের সমুদ্র(২), অর্থাৎ আকাশমধ্যে দেবতারা জল আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি সেই জল সঞ্চালিত করিলেন, তখন জলগুলি সুপরিষ্কৃত ক্ষেত্রভূমির উপর ধাবমান হইল।

৭। যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করিলেন, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনে সেই স্তুতিবাক্যের উদয় করিয়া দিয়াছিলেন।

৮। হে অগ্নি! ঋষ্টিসেনের পুত্র মনুষ্যজাতীয়, দেবাপি উজ্জ্বল হইয়া তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। তাবৎ দেবতার সহকারিতা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘকে প্রবর্ত্তিত কর।

৯। তোমাকে বিস্তর লোকে আহ্বান করে। যাবতীয় প্রাচীন ঋষি যজ্ঞের সময় স্তুতিবাক্য দ্বারা তোমার সেবা করিয়াছিলেন। হে রোহিত-নামক অশ্ববিশিষ্ট অগ্নি! আমাদিগের যজ্ঞের দিকে সহস্রসংখ্যক সম্পত্তি রথে বহনপূর্ব্বক লইয়া আইস।

১০। হে অগ্নি! এই দেখ নবনবতীসহস্র রথবাহিত সম্পত্তি তোমাকে আহুতি দেওয়া হইল। হে বীর! তাহার দ্বারা তোমার প্রাচীন শরীর সকল বৃদ্ধিযুক্ত কর। আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ হইতে বৃষ্টি আনয়ন কর।

১১। হে অগ্নি! এই নবতিসহস্র আহুতি; বৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে ইহার ভাগ দাও। কালে কালে দেবতাদিগের নিকট যাইবার জন্য যে পথ বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি জান, অতএব ঔলান নামক ব্যক্তিকে দেবলোকে দেবতাদিগের নিকট সংস্থাপন কর।

(২) ঋগ্বেদের অনেক স্থলে আকাশকে সমুদ্র বলা হইয়াছে। আকাশ জলীয় বলিয়া অনুভব ছিল। ১২ ঋক্ দেখ।

১২। হে অগ্নি! শত্রুদিগের দুর্গম পুরী সকল ধ্বংস কর। রোগ দূর কর, রাক্ষসদিগকে তাড়াইয়া দেও। প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান আছে, তথা হইতে অপরিসীম জল এই স্থানে আনিয়া দাও।

---

৯৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বম্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি বুঝিয়া বুঝিয়া চমৎকার সম্পত্তি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাক, উহা প্রচুর হইয়া উঠে, উহা অতি উৎকৃষ্ট, উহাদ্বারা আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। সেই ইন্দ্রের বল বৃদ্ধির জন্য কিই বা দেওয়া যাইতে পারে? তাঁহার নিমিত্ত বৃত্রনিধনকারী বজ্রনির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করিলেন।

২। তিনি দীপ্তি ধারণপূর্ব্বক বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত করিয়া যজ্ঞে সামগানের নিকট গমন করেন। তিনি বলপূর্ব্বক অনেক স্থান অধিকার করেন। তিনি একস্থানবাসী মরুৎগণের সহিত শত্রু পরাভব করেন। তিনি আদিত্যদিগের সপ্তম ভ্রাতা, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্যই হইবার নহে।

৩। তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্ব বস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিতভাবে শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মাদিগকে নিজ তেজে পরাভব করেন।

৪। তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণপূর্ব্বক উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃততুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাহাদিগের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব(১)।

৫। সেই ইন্দ্র বিনা প্রার্থনায় অভিলাষ পূর্ণ করেন, তিনি প্রকাণ্ড, দুর্গাম তাঁহার নিকটেও যায়না, তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া রুদ্রপুত্র মরুৎগণের সহিত এই স্থানে আগমন করুণ। আমি বম্র, আমার পিতামাতার মনের ক্লেশ বোধ হয় দুর হইল, কারণ আমি যাইয়া শত্রুর অন্ন হরণ করিয়াছি এবং শত্রুদিগকে রোদন করাইয়াছি।

---

(১) অর্থাৎ দ্রোণি (ডোঙা) দ্বারা জল লইয়া ক্ষেত্রে সেচন করে।

৬। সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ষটচক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছে।

৭। তাঁহার কোন ভক্তকে যদি শত্রুরা যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তাহা হইলে তিনি দর্পভরে শরীর উন্নত করিয়া শত্রু হিংসা করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করেন। তিনি মনুষ্যদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নেতা, দস্যু হত্যার সময় উত্তমরূপে দর্শন দিয়া মান্য ইন্দ্র অনেক শত্রু পুরী ধ্বংস করিলেন।

৮। তিনি মেঘসমূহের তৃণময়ী ভূমিতে জল বর্ষণ করেন, আমাদিগকে ভবনের পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আপন শরীরের সর্ব্বাংশে সোম সেচন করিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লৌহতুল্য তীক্ষ্ণ দৃঢ়পাঞ্চি ভাগের দ্বারা দস্যুদিগকে বধ করেন।

৯। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে দৃঢ় অস্ত্রদ্বারা দূর করিয়া দেন। কুৎস নামক ব্যক্তির স্তব শুনিয়া শুষ্ণ নামক অসুরকে ছেদন করিয়াছেন। যিনি স্তবকারী কবি উশনাকে কবচ লইয়া দান করিলেন। তিনি তাঁহাকে ও অন্য অন্য মনুষ্যকে দান করেন।

১০। তিনি মনুষ্যহিতকারী মরুৎগণের সহিত ধন দিতে ইচ্ছা করিয়া ধন পাঠাইয়াছেন। তিনি বরুণের ন্যায় নিজ তেজে সুশ্রী এবং ক্ষমতাবান্। তিনি রম্যমূর্ত্তি, কালে কালে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। তিনি চতুষ্পাদ শত্রুকে নিধন করিলেন।

১১। ঋজিশ্বা নামক উশিজের পুত্র তাঁহাকে স্তব করিয়া বজ্রদ্বারা পিপ্রুর গোষ্ঠ বিদীর্ণ করিলেন। যখন সেই উশিজের পুত্র সোম প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্তববাক্য কহিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র আসিয়া নিজতেজে শত্রুপুরী ধ্বংস করিলেন।

১২। হে অসুর ইন্দ্র! আমি বম্র, প্রচুর হোমদ্রব্য দিবার জন্য পাদচারী হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আসিয়া এই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার মঙ্গলকর; অন্ন ও বল এবং উৎকৃষ্ট গৃহ, এমন কি সকল বস্তুই দান কর।

১০০ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। দুবস্যু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সমকক্ষ এই শত্রু সৈন্যকে বধ কর। স্তব গ্রহণ ও সোমপানপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য জাগরূক হও; আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি বিধান কর। অন্যান্য দেবতার সহিত সবিতা আমাদিগের বিখ্যাত যজ্ঞ রক্ষা করুন। সর্ব্বসংগ্রাহিণী অদিতি দেবীকে প্রার্থনা করি।

২। উপস্থিত ঋতুর উপযুক্ত যজ্ঞভাগ যুদ্ধের জন্য বায়ুকে দাও, তিনি বিশুদ্ধ সোমপান করেন, তাঁহার যাইবার সময় শব্দ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ দুগ্ধের পানক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৩। আমাদিগের ঋজুতাভিলাষী ও অভিষবকারী যজমানকে দেব-সবিতা অন্নদান করুন। যেন সেই পরিপক্ক অন্নদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিতে পারি। সর্ব্বসংগ্রাহিণী ইত্যাদি।

৪। ইন্দ্র প্রতিদিন আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকুন। সোমরাজা আমাদিগের যজ্ঞে অধিষ্ঠান হউন। বন্ধুগণ যে প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, উক্ত কার্য্য সেই প্রকারে সম্পন্ন হউক। সর্ব্ব সংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৫। ইন্দ্র চমৎকার অন্ন দান করিয়া আমাদিগের দেহ রক্ষা করিলেন। হে বৃহস্পতি! তুমি পরমায়ু প্রদান করিয়া থাক। যজ্ঞই আমাদিগের গতি, মতি, রক্ষক ও সুখস্বরূপ। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৬। দেবতাদিগের বল ইন্দ্রই সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থিত অগ্নি দেবতাদিগের স্তব করেন, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যজ্ঞের সময় পূজ্য ও রমনীয় এবং অস্মদাদির অতি আত্মীয়। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৭। হে বসুগণ! তোমাদিগের অগোচরে বিশেষ কোন অপরাধ করি নাই অথবা তোমাদিগের সাক্ষাতেও এমন কোন কার্য্য করি নাই যাহাতে দেবতাদিগের ক্রোধ হয়। হে দেবগণ! আমাদিগকে মিথ্যারূপী করিও না। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

৮। যে স্থানে মধুতুল্য সোমরস প্রস্তুত হয় এবং পরে নিষ্পীড়নের প্রস্তরকে উত্তমরূপে স্তব করা হয়, সবিতা যেন রোগ দূর করেন, পর্ব্বতগণ যেন তথাকার গুরুতর অনর্থ অধঃপাতিত করেন।

৯। হে বসুগণ! সোম প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্তর উন্নত হউক, তাবৎ শত্রুকে অপ্রকাশভাবে পৃথক পৃথক করিয়া দাও। দেব সবিতা রক্ষা করেন, তাঁহাকে স্তব করা উচিত। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১০। হে গাভীগণ! তোমরা ঘাসভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক স্থূল হও, তোমরা যজ্ঞগৃহে দুগ্ধপাত্রে দুগ্ধ দিয়া থাক। তোমাদিগের দেহনির্গত দুগ্ধ সোমরসের ঔষধ স্বরূপ হউক। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১১। ইন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ করেন, সকলকে জরাযুক্ত করেন, তিনি যুবা ও সোমযাগকারীদিগকে রক্ষা করেন ও উত্তম স্তব পাইয়া অনুকূল হয়েন। তাঁহার স্বর্গীয় আপীন পৃথিবীকে অভিষেক করিবার জন্য পরিপূর্ণ আছে। সর্ব্বসংগ্রাহিণী, ইত্যাদি।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার ঔজ্জ্বল্য চমৎকার, তাহা যজ্ঞ পূরণ করে, তাদৃশ ঔজ্জ্বল্য প্রার্থনা করিবার যোগ্য। তোমার দুর্দ্ধর্ষ কার্য্য সকল স্তবকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করে। এই নিমিত্ত দুবস্যু নামক ঋষি অতি সরল রজ্জুদ্বারা গাভীর অগ্রভাগ সত্বর আকর্ষণ করিতেছেন।

---

১০১ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। বুধ ঋষি।

১। হে সখাগণ! একমন হইয়া জাগরূক হও, অনেকে একস্থানবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা এবং দেবী উষা ও ইন্দ্রকে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। গম্ভীর স্বরে, স্তব কর(১); অরিত্র সহযোগদ্বারা পর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর; অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর; হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

(১) এই স্থান হইতে কয়েকটী ঋকে কৃষি কার্য্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

৩। লাঙ্গলগুলি যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর, আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। স্থণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্কশস্যে পতিত হউক।

৪। লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে; কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে; বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত কর; বরত্রা (চর্ম্মরজ্জু) যোজনা কর; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় ও সৌকার্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। পশুদিগের জলপানস্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে; অক্লেশে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর।

৭। ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।

৮। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জল পান করিবার জন্য উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থূল কবচ সীবন কর, দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাশিত কর, চমস দৃঢ়ীভূত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিস্রুত না হয়।

৯। হে দেবগণ! তোমাদিগের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি, অভিপ্রায় যে তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন ঘাস ভোজন করিয়া গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে।

১০। কাষ্ঠময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিৎবর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠারের দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশঅঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টনপূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত কর।

১১। বহনকারী পশু রথের দুই ধুরা শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভার্য্যার স্বামী রতিক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠনির্ম্মিত শকটকে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপন কর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিওনা অর্থাৎ শকট যেন আধার ভ্রষ্ট না হয়।

১২। হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! এই ইন্দ্র সুখের দাতা, ইঁহাকে সুখময় সোম দান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর অর্থাৎ অদিতির পুত্র, তোমাদের সকলেরি সমান পীড়াভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর, যে তিনি সোমপান করিবেন।

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মুদ্গাল ঋষি।

১। হে মুদ্গল! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করুন। হে ইন্দ্র! এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনোপার্জনের সময় তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর!

২। মুদ্গালের পত্নী যখন রথারূঢ় হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গল পত্নী রথী হইলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সেই মুদ্গালানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন(১)।

৩। হে ইন্দ্র! অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদিগের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হউক, বা আর্য্যজাতীয় হউক, উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর(২)।

---

(১) যুদ্ধরথে নারীর সারথিরূপে বর্ত্তমান থাকার কথা। ৬, ৮, ও ১১ ঋক্ দেখ।

(২) আর্য্যদিগের মধ্যে পরস্পরের অনেক বৈরভাব ছিল ও যুদ্ধ হইত। অনার্য্যদিগের মধ্যেও অনেকে আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবে থাকিত তাহার প্রমাণ পূর্ব্বে পাইয়াছি।

৪। দেখ এই বৃষ মহানন্দে জলপান করিল, মৃত্তিকাস্তূপ শৃঙ্গ-দ্বারা খননপূর্ব্বক শত্রুর দিকে ধাইতেছে। তাহার মুষ্ক ভারবৎ লম্বমান আছে, সে আহারার্থী হইয়া দুই শৃঙ্গ শাণিত করিয়া শীঘ্র আসিতেছে।

৫। মনুষ্যগণ এই বৃষের নিকটে গিয়া ইহাকে চীৎকার করাইল, যুদ্ধ মধ্যে ইহাকে প্রস্রাব করাইল। তাহাতে মুদ্গল উত্তম আহারপটু শত-সহস্র গাভী জয় করিলেন।

৬। শত্রু হিংসার জন্য বৃষ যোজিত হইল; ইহার কেশধারী সারথি, অর্থাৎ মুদ্গলানী (স্ত্রীলোক বলিয়া কেশধারী) শব্দ করিতে লাগিলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

৭। সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কৌশলসহকারে রথে বৃষকে যোজনা করিলেন। সেই গাভীগণের পতি, অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন। সেই বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলিল।

৮। প্রতোদধারী ও কপর্দ্দী চর্ম্মরজ্জুদ্বারা কাষ্ঠ বাঁধিতে বাঁধিতে সুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।

৯। দেখ, যুদ্ধসীমার মধ্য এই যে মুদ্গর পতিত আছে, ইহা সেই বৃষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহাদ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্য মধ্যে শতসহস্র গাভী জয় করিয়াছিলেন।

১০। অতি দূরদেশেও কেহ বা এ প্রকার কখন দেখিয়াছে? যাহাকে রথে যোজনা করিয়াছে, তাহাকেই আরোহণ করাইয়াছে। ইহাকে ঘাস জল দেয় না, অথচ এ রথধুরার উক্ত ভার বহন করিতেছে, এবং প্রভুকে জয়ীও করিতেছে(৩)।

১১। মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি

(৩) এই ঋকের অর্থ অস্পষ্ট, সায়ণের ব্যাখ্যা হইতেও বিশদ হয় না। তবে কল্পনা করা যাইতে পারে যে, মুদ্গর বৃষরূপী হইয়া যুদ্ধে রথ টানিয়া ছিল; বোধ হয় এই প্রকার প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদিগেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের চক্ষু স্বরূপ; যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদিগের তুমি চক্ষু। তুমি বারিবর্ষণকারী; তুমি দুইটী পুরুষ-জাতীয় অশ্ব রজ্জুদ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া চালিত কর এবং ধনদান কর।

---

১০৩ সূক্ত

ইন্দ্র ও অপ্বা দেবতা। অপ্রতিরথ ঋষি।

১। ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী শত্রুদিগের পক্ষে তীক্ষ্ণ, বৃষের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুবধকারী, মনুষ্যদিগকে বিচলিত করেন, মনুষ্যেরা ত্রস্ত হয়। শত্রুদিগকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকল দিক দৃষ্টি করেন, সমবেত বিস্তর সৈন্য তিনি একাকী জয় করিয়াছেন।

২। হে যুদ্ধকারী মনুষ্যগণ। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া জয়ী হও, বিপক্ষ পরাভব কর। তিনি শত্রুকে রোদন করান, সর্ব্বদা সকল দিক দেখেন, যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়েন, তাঁহাকে কেহ স্থান ভ্রষ্ট করিতে পারে না, তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহার হস্তে বাণ আছে, তিনি বারিবর্ষণ করেন।

৩। বাণধারী ও তূণীরযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান আছে, তিনি সকলকে বশ করেন। যুদ্ধকালে বিস্তর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাঁহারই অভিমুখে গমন করেন, তাহাকেই জয় করেন, তিনি সোম পান করেন, তাঁহার বিলক্ষণ ভুজবল ও ভ[illegible]নক ধনু, সেই ধনু হইতে বাণ ত্যাগ করিয়া শত্রু প[illegible]তিত করেন

৪। হে বৃহস্পতি! রাক্ষসদিগেকে বধ করিতে করিতে এবং শত্রুদিগকে পীড়া দিতে দিতে রথযোগে আগমন কর। শত্রুসেনা ধ্বংস কর, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেল, জয়ী হও, আমাদিগের রথগুলি রক্ষা কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুর বল বল জান, তুমি বহুকালের প্রাচীন, উৎকৃষ্ট বীর, তেজস্বী, বেগবান, ভয়ঙ্কর ও বিপক্ষ পরাভবকারী। বীরদিগের প্রতি ধাবমান হও, প্রাণিদিগের প্রতি ধাবমান হও, তুমি বলের পুত্র স্বরূপ। এতাদৃশ তুমি গাভী জয়ের জন্য জয়শীল রথে আরোহণ কর।

৬। ইন্দ্র মেঘদিগকে বিদীর্ণ করেন, গাভী লাভ করেন, তাঁহার হস্তে বজ্র, তিনি আস্থির শত্রুসৈন্য নিজ তেজে জয় ও বধ করেন। হে আত্মীয়গণ! ইঁহার দৃষ্টান্তে বীরত্ব কর; হে সখাগণ! ইঁহার অনুসারী হইয়া পরাক্রম প্রকাশ কর।

৭। শত যজ্ঞকারি বীর ইন্দ্র মেঘদিগের দিকে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহার দয়া নাই, তিনি স্থানভ্রষ্ট হয়েন না, শত্রুসেনা পরাভব করেন, তাঁহার সঙ্গে কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না; যুদ্ধস্থলে তিনি আমাদিগের সেনাবর্গকে রক্ষা করুন।

৮। ইন্দ্র সেই সকল সেনার সেনাপতি। বৃহস্পতি তাহাদিগের দক্ষিণে থাকুন, যজ্ঞোপযোগী সোম তাহাদিগের অগ্রে থাকুন; মরুৎগণ বিপক্ষভঙ্গকারী জয়শীল দেবসেনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করুন।

৯। বারি বর্ষণকারী ইন্দ্র, রাজা বরুণ, আদিত্যগণ ও মরুৎগণ, ইঁহাদিগের ক্ষমতা অতি ভয়ানক। মহানুভাব দেবতাগণ যখন ভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া জয়ী হইতে লাগিলেন, তখন কোলাহল উত্থিত হইল।

১০। হে ইন্দ্র! অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত কর, অস্মদীয় অনুচরদিগের মন উৎসাহিত কর। হে বৃত্রবধকারী! ঘোটকদিগের বল উদ্রিক্ত হউক, জয়শীল রথের নির্ঘোষ ধ্বনি উত্থিত হউক।

১১। যখন ধ্বজা উত্তোলিত হয়, তখন ইন্দ্র আমাদিগেরই দিকে থাকেন; আমাদিগের বাণগুলি যেন জয়ী হয়; আমাদিগের বীরগণ যেন শ্রেষ্ঠ হয়; হে দেবতাগণ! যুদ্ধে আমাদিগেকে রক্ষা কর।

১২। হে অপ্বা (১)! তুমি চলিয়া যাও; ঐ সকল শত্রুর মনকে প্রলোভিত কর; উহাদিগের শরীরে প্রবেশ কর; উহাদিগের দিকে যাও; শোকের দ্বারা উহাদিগের হৃদয়ে দাহ উৎপাদন কর; শত্রুগণ অন্ধকারময় রজনীর সহিত একত্র হউক।

---

(১) "পাপ দেবতা।" সায়ণ। "ব্যাধির্বা ভয়ং বা।" নিরুক্ত ৯। ৬। ১২।
"Roth says the word means a disease. In the improvements and addition to his Lexicon, vol. V, he refers to the word as denoting a goddess."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 110, note.

১৩। হে মনুষ্যগণ! অগ্রসর হও, জয়ী হও; ইন্দ্র তোমাদিগেকে সুখী করুন। তোমারা নিজে যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তোমাদিগের বাহুও তেমনি ভয়ঙ্কর হউক।

১০৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টক ঋষি।

১। হে পুরুহূত। তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, দুই ঘোটকের দ্বারা শীঘ্র যজ্ঞে এস। প্রধান প্রধান স্তোতাগণ তোমার উদ্দেশে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে ঐ সোম দিয়াছেন। হে ইন্দ্র! সোম পান কর।

২। হে হরিনামক ঘোটকের স্বামী! কর্ম্মাধ্যক্ষগণ যাহা প্রস্তুত করিয়া জলে পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, সেই সোম পান কর, উদর পূর্ণ কর। প্রস্তরগণ যাহা তোমার জন্য সেচন করিয়া দিয়াছে, তাহা দ্বারা মত্ত হও, প্রশংসা সকল গ্রহণ কর।

৩। হে হরি নামক অশ্বের স্বামী! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি বর্ষণ কারী, যজ্ঞে আসিবে বলিয়া তোমার পানের জন্য প্রচুর সোম দিতেছি। হে ইন্দ্র! উত্তম উত্তম স্তব পাইয়া আমোদ কর। বিবিধ কার্য্য কর, নানা প্রকারে তোমার স্তব হউক।

৪। হে ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্দ্র! উশিজ বংশীয়েরা যজ্ঞ করিতে জানে। তোমার আশ্রয় পাইয়া তোমার প্রভাবে অন্নলাভ করিয়া এবং সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হইয়া যজমানের গৃহে রহিল, তাহারা সকলে আমোদ করিয়া তোমাকে স্তব করিতে লাগিল।

৫। হে হরিনামক ঘোটকের প্রভু! তোমার স্তব সুন্দর, তোমার সম্পত্তি চমৎকার, তোমার ঔজ্জ্বল্য সাতিশয়, তুমি যে সকল সুন্দর যথার্থ স্তব প্রণয়ন করিয়াছ, তাহা দ্বারা তোমাকে স্তব করিয়া বিস্তর লোকে নিজে রক্ষা পাইয়াছে এবং অপরকে রক্ষা করিয়াছে।

৬। হে হরিনামক অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! যে সোম প্রস্তুত করা হই-য়াছে, তাহা পান করিবার জন্য হরিনামক দুই ঘোটকযোগে সকল যজ্ঞে গমন কর। তুমি ক্ষমতাবান্, যজ্ঞ তোমাকেই প্রাপ্ত হয়, তুমি যজ্ঞের বিষয় অবগত হইয়া দান কর।

৭। যাঁহার অপরিমিত অন্ন আছে, যিনি শত্রুদিগকে পরাভব করেন যিনি সোমে প্রীতিলাভ করেন, যাঁহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়, যাঁহার বিপক্ষে কেহ যাইতে পারে না, স্তব সকল তাঁহাকে ভূষিত করিতেছে, স্তব-কর্ত্তার প্রণামগুলি তাঁহাকে পূজা করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র! অতিচমৎকার ও অপ্রতিহত গতিযুক্তা সাতনদী আছে, তুমি সেই নদীযোগে শত্রুপুরী ভেদ করিয়া সিন্ধু পার হইলে। তুমি দেব মনুষ্যের উপকারার্থ নবনবতি নদীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ।

৯। তুমি জলসমূহের আচ্ছাদন খুলিয়া দিয়াছ, তুমি একাকী উল্লি-খিত জল আনয়নের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলে। হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ উপ-লক্ষে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তদ্দ্বারা সকল সংসারের শরীর পোষণ করিয়াছ।

১০। ইন্দ্র মহাবীর, ক্রিয়াকুশল, তঁাহাকে স্তব করিলে আনন্দ হয়। উৎকৃষ্ট স্তব উদয় হইয়া ইঁহাকে পূজা করে। তিনি বৃত্রকে বধিলেন, সংসার সৃষ্টি করিলেন, ক্ষমতাযুক্ত হইয়া শত্রুপরাভব করিলেন, বিপক্ষসেনার প্রতিকূলে গমন করিলেন।

১১। (১০। ৮৯। ১৮ ঋকের সহিত এক)।

---

১০৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুমিত্র অথবা দুর্মিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদিগের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হইবে?

২। তাঁহার দুটী পুরুষ ঘোটক সুশিক্ষিত, অনেক কার্য্য করে, দুটীই উজ্জ্বল ও কেশযুক্ত। তাহাদিগের পতি অর্থাৎ ইন্দ্র দান করিবার জন্য আগমন করুন।

৩। বলবান্ ইন্দ্র যখন শোভার জন্য ঘোটক যোজনা করিলেন, তখন পাপের ফল সকল অপগত হইল, তখন মনুষ্যের পরিশ্রম ও ভয় আর রহিল না, অর্থাৎ মনুষ্য সুখী হইল।

৪। ইন্দ্র মনুষ্যের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া ধন সমস্ত একত্র আকর্ষণ করিয়া দিলেন। তিনি নানা কার্য্যকারী শব্দায়মান দুই ঘোটক চালাইতে লাগিলেন।

৫। তিনি কেশবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দুই ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক আপনার দেহ পুষ্টির জন্য আপনার সুগঠন দুই হনু চালনাপূর্ব্বক আহার প্রার্থনা করেন।

৬। ইন্দ্রের ক্ষমতা অতি সুন্দর; তিনি সুশ্রী, মরুৎদেবতাদিগের সহিত যজমানকে সাধুবাদ করিলেন। তিনি মাতরিশ্বাতে থাকেন; যেরূপ ঋভুগণ ক্রিয়াকৌশলে রথ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর ইন্দ্র নিজ বলে নানা বীরের কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

৭। তিনি দস্যুকে বধ করিবার জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাঁহার শ্মশ্রু হরিৎবর্ণ; তাহার ঘোটকও হরিত্বর্ণ; তাঁহার হনুদেশ সুশ্রী; তিনি আকাশের ন্যায় বিশাল।

৮। আমাদিগের পাপ সমস্ত লঘু কর; আমরা যেন ঋকের প্রভাবে ঋক্‌শূন্য ব্যক্তিদিগকে বধ করিতে পারি; যে যজ্ঞে স্তবের সম্পর্ক নাই, তাহা কখন স্তবযুক্ত যজ্ঞের ন্যায় তোমার প্রীতিকর হয় না(১)।

৯। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞভারবহনকারী ঋত্বিক্‌গণ যখন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তখন তুমি যজমানের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহন করিয়া আপনার কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, অর্থাৎ যজমানকে তারণ কর।

১০। যে গাভী দুগ্ধ বর্ষণ করে, সে তোমার শুভের জন্য হউক. যে পাত্র-দ্বারা তুমি নিজ পাত্রে মধু তুলিয়া লও, সেই দর্ব্বী (হাতা) যেন নির্ম্মল ও কল্যাণকর হয়।

১১। হে বলশালী! তোমার উদ্দেশে সুমিত্র এই প্রকার শত স্তব উচ্চারণ করিলেন; দুর্মিত্র এইরূপ স্তব করিলেন; যেহেতু তুমি দস্যুহত্যা-ব্যাপারের কুৎসের পুত্রকে রক্ষা করিয়াছ। (কুৎসের পুত্রই সুমিত্র এবং এই সূক্তের ঋষি)।

---

(১) ঋক্‌শূন্য লোকের উল্লেখ। তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান স্তবশূন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১০৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভূতাংশ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দুজনে আমাদিগের আহুতি অভিলাষ করিতেছ; যেরূপ তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তদ্রূপ আমাদিগের স্তব বিস্তার করিয়া দিতেছ(১)। এই যজমান উত্তমরূপে এই বলিয়া স্তব করিতেছে যে, তোমরা একত্রে এস। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমরা খাদ্য দ্রব্যকে আলোকিত করিয়া বসিয়াছ।

২। যেরূপ দুই বলীবর্দ্দ ঘাসপূর্ণ স্থানে বিচরণ করে, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞদানক্ষম ব্যক্তির নিকটে গমন কর। রথে যোজিত দুই বৃষের ন্যায় ধন দানের জন্য তোমরা স্তবকর্ত্তার নিকট আসিয়া থাক। তোমরা দূতের ন্যায় লোকদিগের নিকট যশস্বী হও। দুটী মহিষ যেমন জলপান স্থান হইতে অপসৃত হয় না, তদ্রূপ তোমরাও সোম পান হইতে অপসৃত হইওনা।

৩। যেরূপ পক্ষীর দুই পক্ষ পরস্পর মিলিত, তদ্রূপ তোমারাও পরস্পর মিলিত। বিচিত্র দুই পশুর ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আসিয়াছ যজ্ঞকর্ত্তা অগ্নির ন্যায় তোমরা দীপ্তিযুক্ত। সর্ব্বত্রবিহারী দুই পুরোহিতের ন্যায় তোমরা নানা স্থানে দেবপূজা করিয়া থাক।

৪। পিতা মাতা যে রূপ পুত্রের প্রতি, তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের আত্মীয় হও। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তোমরা দীপ্তিশীল হও; রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হও, ধনবান ব্যক্তির ন্যায় উপকারী হও; সূর্য্যকিরণের ন্যায় আলোক দানপূর্ব্বক লোকদিগের সুখভোগের অনুকূলতা কর। সুখী লোকের ন্যায় তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

(১) তন্তুবায়ের উল্লেখ।

৫। সুচারুগতিশালী দুই বৃষেরন্যায় তোমরা হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী, মিত্র ও বরুণের ন্যায় তোমরা যথার্থদর্শী, বদান্য এবং দুঃখ হ্রাস করিয়া স্তব লাভ কর, দুটী ঘোটকের ন্যায় তোমরা খাইয়া খাইয়া উন্নতশরীরবিশিষ্ট হইয়াছ, এবং আলোকময় আকাশে বাস কর। দুটী মেষের ন্যায় তোমরা আহারাদি পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যাঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছ।

৬। অঙ্কুশ তাড়িত মত্ত হস্তীর ন্যায় তোমারা শরীর অবনত করিয়া শত্রু সংহার কর। শত্রুনিধনকারীর সন্তানের ন্যায় তোমরা শত্রুকে বিদীর্ণ ও বধ কর। তোমরা এমনি নির্ম্মল, যেন জলমধ্যে জন্মিয়াছ; তোমরা বলবান্ ও জয়শীল। সেই তোমরা আমার মরণধর্ম্মশীল দেহকে পুনর্ব্বার যৌবনবস্থা দান কর।

৭। হে তীব্রবলশালী অশ্বিদ্বয়! যেরূপ দীর্ঘচরণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যকে জল পার করিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অমার জারাজীর্ণ মরণ-ধর্ম্মশীল দেহকে বিপদ হইতে পার করিয়া অভিলষিত বিষয়ে লইয়া চল, তোমরা ঋভুর ন্যায় অতি পরিষ্কার রথ পাইয়াছ। সেই শীঘ্রগামী রথ বায়ুর ন্যায় উড়িয়া গিয়া শত্রুর ধন আনিয়া দিয়াছে।

৮। তোমরা মহাবীয়ের ন্যায় আপন উদরে ঘৃত ঢালিয়া দাও। তোমরা ধন রক্ষা কর এবং অস্ত্রধারী হইয়া শত্রু হিংসা কর। তোমরা পক্ষীর ন্যায় রূপবান্ ও সর্ব্বত্র বিহারী, ইচ্ছামাত্রে তোমরা ভূষিত হও, এবং স্তবের জন্য যজ্ঞে আগমন কর।

৯। যেরূপ সুদীর্ঘ দুই চরণ থাকিলে গম্ভীর জল পার হইবার সময় আশ্রয় পাওয়া যায়, তোমরা সেইরূপ আশ্রয় দাও। তোমরা দুই কর্ণের ন্যায় স্তবকারীর কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যজ্ঞের দুই অঙ্গের ন্যায় আমাদিগের এই বিচিত্র যজ্ঞে আগমন কর।

১০। শব্দকারী দুই মধুমক্ষিকাই যেমন মধু চক্রে মধুসেচন করে, তদ্রূপ তোমরা গাভীর আপীনে মধুতুল্য দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দাও। শ্রমজীবী যেমন শ্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হয়, তদ্রূপ তোমরা ঘর্ম্মের ন্যায় জল সেচন কর। যেমন দুর্ব্বল গাভী ঘাসযুক্ত স্থানে যাইয়া আহার প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমরা যজ্ঞে আসিয়া আহার পাও।

১১। আমরা স্তব বিস্তারিত করিতেছি, আহার বিতরণ করিতেছি, তোমরা একরথারূঢ় হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে এস। গাভীর আপীন মধ্যে সুমিষ্ট আহারের ন্যায় দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে। ভূতাংশ ঋষি এই স্তব করিয়া অশ্বিদ্বয়ের মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

১০৭ সূক্ত।

দক্ষিণা দেবতা। দিব্য ঋষি।

১। এই সকল যজমানদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য সূর্য্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজঃ প্রকাশ হইল। সকল প্রাণী অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইল. পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতি দিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত হইল। দক্ষিণা দিবার প্রশস্ত পদ্ধতি দৃষ্ট হইল।

২। যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়(১) অশ্বদানকারীরা সূর্য্যের সহিত একত্র হয়। সুবর্ণ দান করিয়া অমরত্ব লাভ করে; বস্ত্র দাতারা সোমের নিকট যায়। সকলেই দীর্ঘায়ু হয়।

৩। দক্ষিণা দেবতাদিগের উপযুক্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণতা প্রাপ্তিস্বরূপ, অর্থাৎ দক্ষিণাদ্বারা পুণ্যকর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; ইহা দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ। যাহারা কুৎসিতাচার, তাহাদিগের কার্য্য দেবতারা পূর্ণ করেন না। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি পবিত্র দক্ষিণা দেয়, নিন্দার ভয় করে, তাহারা অনেকেই নিজ কর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারে।

৪। যে বায়ু শতপথে বহমান হয়েন, তাঁহার জন্য ও আকাশবর্ত্তী সূর্য্য ও অন্যান্য মনুষ্যহিতকারী দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়। যাঁহারা দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করেন এবং দানও করেন, দক্ষিণা তাঁহাদিগের অভিলাষ দোহন অর্থাৎ পূরণ করিয়া দেন। এই দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী সপ্তপুরোহিত বিদ্যমান আছেন।

৫। দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়; তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ হন, সকলের অগ্রে অগ্রে যান। যিনি সর্ব্ব প্রথম দক্ষিণা উপস্থিত করেন, তাঁহাকেই আমি লোকদিগের রাজা জ্ঞান করি।

(১) স্বর্গ লাভের কথা। দক্ষিণা, অর্থাৎ দানই এই সূক্তের দেবতা।

৬। যিনি অগ্রে দক্ষিণা দিয়া পুরোহিতদিগকে তুষ্ট করেন, তিনিই ঋষি ও ব্রহ্মা বলিয়া কথিত হয়েন, তিনি যজ্ঞের অধ্যক্ষ, সামগানকর্ত্তা, স্তব-উচ্চারণকর্ত্তা। তিনি অগ্নির তিন মূর্ত্তি অবগত হন।

৭। দক্ষিণার নিকট ঘোটক, দক্ষিণার নিকট গাভী লাভ হয়; দক্ষিণা হইতে মনঃ প্রীতিকর সুবর্ণ লাভ হয়। আমাদিগের আত্মাস্বরূপ যে আহার তাহা দক্ষিণা হইতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

৮। ভোজগণের(২) মৃত্যু নাই, তাঁহারা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা, বা দুঃখ পান না। এই পৃথিবী, অথবা স্বর্গে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা সমস্তই দক্ষিণা তাহাদিগকে দেন।

৯। ভোজেরা ঘৃত দুগ্ধাদির উৎপাদনকারিণী গাভী সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হয়, তাহারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হয়; সুন্দর পরিচ্ছদধারিণী নারী তাহারাই পায়; ভোজেরাই স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুদিগকে জয় করে।

১০। ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহারই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে; পুষ্করণীর ন্যায় নির্ম্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে।

১১। সুন্দরবহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে; তাহারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন; যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদিগকে জয় করে।

---

১০৮ সূক্ত।

পণিগণ, সরমা দেবতা। তাহারাই ঋষি।

১। হে সরমা! তুমি কি বাসনায় এ স্থানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। এ পথে আসিতে হইলে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আসা যায় না, আমাদিগের নিকট এমন কি বস্তু আছে, যাহার জন্য আসিয়াছ? কয় রাত্রি ধরিয়া আসিয়াছ? নদীর জল পার হইলে কি রূপে?।

---

(২) "ভোজ" অর্থে সায়ণ ভোজনদাতা, অর্থাৎ দক্ষিণাদাতা করিয়াছেন। ১১৭ সূক্তের ৩ ঋক্ দেখ।

২। (সরমার উক্তি)—ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি। হে পণিগণ! তোমরা যে বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা গ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করিয়াছে, জলের ভয় হইল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক চলিয়া যাই। এই রূপে নদীর জল পার হইয়াছি(১)।

৩। (পণিদিগের উক্তি)—হে সরমা! যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া তুমি দূর-দেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ? তাঁহাকে দেখিতে কি প্রকার?

---

(১) উষাকর্ত্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধারই উপমাচ্ছলে সরমাকর্ত্তৃক গাভী উদ্ধাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই আখ্যান আবার গ্রীকদিগের মধ্যে ট্রয়ের যুদ্ধের গল্পরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই ইউরোপীয় মতটী আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনরায় এ স্থলে সেটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the Night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in a dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the Dawn appear; she peers about, and runs with lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky. She is looking for something and following the right path. She has found it: she has heard the lowing of the cows. * *

"The idea that Pani wished to seduce Saramá from her allegiance to Indra may be discovered in the ninth verse of the Vedic dialogue, though in India it does not seem to have given rise to any further myths But many a myth that only germinates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. If, then, we may be allowed a guess, we would recognise in Helen, the sister of the Dioskuroi, the Indian Saramá, their names being phonetically identical, not only in every consonant and vowel, but even in their accent. * * * * * * *

"The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west. That siege in its original form is the constant theme of the hymns of the Veda. Saramá, it is true, does not yield in the Veda to the temptation of Pani, yet the first indications of her faithlessness are there. * * *

"And as the Sanskrit name Panis betrays the former presence of an r, *Paris* himself might possibly be identified with the robber who tempted Saramá."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, pp. 513 to 516.

তিনি আসুন, তাঁহাকে আমরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদিগের গাভী লইয়া গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন।

৪। (সরমার উক্তি)—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে পরাজয় করে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখি না। তিনিই সকলকে পরাজয় করেন। গম্ভীর নদীগণ তাঁহাকে আচ্ছাদন, অর্থাৎ তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। হে পণিগণ! নিশ্চয় তোমরা ইন্দ্রের হস্তে নিধন হইয়া শয়ন করিবে।

৫। (পণিদিগের উক্তি)—হে সুন্দরি সরমে! তুমি স্বর্গের শেষ সীমা হইতে আসিতেছ, অতএব তোমাকে এই সকল গাভীর মধ্য হইতে যে কয়েকটী ইচ্ছা কর, দিতেছি, বিনা যুদ্ধে এই সকল গাভী কেইবা তোমাকে দত্ত? তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অনেক অস্ত্র আমাদিগের নিকট বিদ্যমান আছে।

৬। (সরমার উক্তি)—হে পণিগণ! সৈনিক পুরুষের উপযুক্ত তোমাদিগের এই সকল কথা হয় নাই। তোমাদিগের শরীরে পাপ আছে, এই শরীর যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য না হয়। তোমাদিগের গৃহে আসিবার এই যে পথ, ইহা যেন দেবতারা আক্রমণ না করেন; আমি আশঙ্কা করিতেছি, পাছে বৃহস্পতি তোমাদিগকে ক্লেশ দেন। অর্থাৎ যদি তোমরা নম্র হইয়া গাভী না দেও, তাহা হইলে তোমাদিগের বিপদ নিকট।

৭। (পণিদিগের উক্তি)—হে সরমা! আমাদিগের এই ধন পর্ব্বতদ্বারা রক্ষিত, ইহা গাভী, অশ্ব ও অন্যান্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। যাহারা উত্তমরূপ রক্ষা করিতে পারে, এতাদৃশ পণিগণ সেই ধন রক্ষা করিতেছে। তুমি গাভীর শব্দ শুনিয়া এই স্থানে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার বৃথাই আসা হইয়াছে।

৮। (সরমার উক্তি)—অযাস্য ঋষি, অঙ্গিরার সন্তানগণ এবং নবগুগণ, সোমপানে, উৎসাহিত হইয়া আসিবেন; তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন; হে পণিগণ! তখন তোমাদিগকে এপ্রকার দর্পের উক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

৯। (পণিগণের উক্তি)—হে সরমা! দেবতারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ।

তোমাকে আমরা ভগিনীস্বরূপে পরিগ্রহ করিতেছি, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। হে সুন্দরি! তোমাকে এই গোধনের ভাগ দিতেছি।

১০। (সরমার উক্তি)—আমি ভ্রাতৃভগিনীসংক্রান্ত কোন কথা বুঝিতে পারিনা। ইন্দ্র ও পরক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানেরা সকলি জানেন, তাঁহারা গাভী পাইবার জন্য আমাকে রক্ষাপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের আশ্রয় পাইয়া আসিয়াছি। হে পণিগণ! এই স্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর।

১১। হে পণিগণ! এস্থান হইতে অতি দূরে পলায়ন কর। গাভীগণ কষ্ট পাইতেছে, তাহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে এই পর্ব্বত হইতে উঠিয়া চলুক। বৃহস্পতি, সোম, সোমপ্রস্তুতকারী প্রস্তরগণ, ঋষিগণ এবং মেধাবীগণ এই সকল গুপ্ত স্থানস্থিত গাভীদিগের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন।

---

১০৯ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। জুহূ ঋষি।

১। যখন বৃহস্পতি ব্রহ্মকিল্বিষ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তিনি আপন পত্নী জুহূকে ত্যাগ করেন, তখন সূর্য্য, বরুণ, শীঘ্রগামী বায়ু, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, সুখকর সোম, জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সত্যস্বরূপ প্রজাপতির আর আর অগ্রজ সন্তান বলিলেন।

২। সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্র চরিত্রশালিনী ভার্য্যাকে সর্ব্ব প্রথম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিত্র ও বরুণ সেই বিষয়ের অনুমোদন করিলেন। হোমকর্ত্তা অগ্নি হস্তে ধারণপূর্ব্বক পত্নীকে আনিয়া দিলেন।

৩। "এই পত্নীর দেহ হস্ত দ্বারাই স্পর্শ করা কর্ত্তব্য, ইনি যথাবিধানে পরিণীত পত্নী।" এই কথা তাঁহারা কহিলেন। যে দূত পাঠান হইয়াছিল, ইনি তাহার প্রতি আসক্ত হন নাই। যে রূপ বলবান্ রাজার রাজ্য সুরক্ষিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার সতীত্ব রক্ষা হইয়াছে।

৪। যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং প্রাচীন দেবতারা এই পত্নীর বিষয়ে কহিয়াছেন। ইনি অতি শুদ্ধ চরিত্রা, স্তোতাকে

বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরমধামে স্থাপিত হইতে পারে।

৫। বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালন করিতেছেন' তিনি সকল দেবতার সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগের অবয়ব বিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে তিনি পূর্ব্বে যেমন সোমের হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্ব্বার সেই জুহু নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

৬। দেবতারা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন; মনুষ্যেরাও আনিয়া দিলেন। রাজারা শপথপূর্ব্বক, (অর্থাৎ চরিত্র নষ্ট হয় নাই এই শপথ করিয়া) শুদ্ধচরিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিলেন।

৭। শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিয়া দেবতারা বৃহস্পতিকে অপাপ করিলেন। পরে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া সর্ব্ব সুখে অবস্থিতি করিতেছেন(১)।

১১০ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। জমদগ্নি ঋষি।

১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি মনুষ্যের গৃহে অদ্য সমিদ্ধ হইয়া, নিজে দেব, অথচ আর আর দেবতাদিগকে পূজা কর। তোমার বন্ধু তোমাকে পূজা করেন, তুমি দেখিয়া দেখিয়া দেবতাদিগকে লইয়া এস, কারণ তুমি প্রকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন ও ক্রিয়াকুশল দূত।

২। হে তনূনপাৎ! যজ্ঞের গমনের যে সকল পথ, অর্থাৎ হোমের দ্রব্য আছে, তাহাদিগকে মধুমিশ্রিত করিয়া তোমার সুন্দর জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন লও। সুন্দর সুন্দর ভাবের দ্বারা স্তবগুলিকে এবং যজ্ঞকে সমৃদ্ধ কর এবং আমাদিগের যজ্ঞকে দেবতা, অর্থাৎ দেবভোগ্য করিয়া দাও।

(১) এ সূক্তের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহার সন্দেহ নাই, এবং অনেক আধুনিক সূক্তের ন্যায় গূঢ়ভাবে বিজড়িত। ইহাতে যে ব্রহ্মচারিত্বের কথা আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশসমূহে সে কথার কোনও উল্লেখ নাই। বৃহস্পতির স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই সূক্তের বিষয়।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, তুমি স্তব্য ও প্রণা-মের যোগ্য, বসুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া এস। হে প্রকাণ্ড পুরুষ! তুমি দেবতাদিগের হোতা; তোমাকে প্রেরণ করা হইতেছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না, তুমি এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর।

৪। দিনের প্রথমাংশে, অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণে বেদিকে আচ্ছাদন করিবার জন্য বর্হি পূর্ব্বমুখ করিয়া বিস্তারিত হইতেছে। সেই পরম সুন্দর কুশ আরো বিস্তৃত হইতেছে, উহাতে দেবতারা এবং অদিতি অতি সুখে উপ-বেশন করিবেন।

৫। বনিতারা বেশভূষা করিয়া পতিদিগের নিকট নিজদেহ প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই সকল বৃহৎ বৃহৎ সুনির্ম্মিত দ্বারদেবীগণ পৃথক্ হইয়া যাউক বিস্তারভাবে খুলিয়া যাউক, হে দ্বারদেবীগণ! যাহাতে দেবতারা সুখে যাইতে পারেন, এইরূপে উদ্‌ঘাটিত হও।

৬। উষাদেবী আর রাত্রিদেবী ইঁহারা সুষুপ্তির হেতু, অর্থাৎ লোকের উত্তম নিদ্রাজনিত সুখ উৎপাদন করিয়া দেন; তাঁহারা যজ্ঞভাগের অধি-কারী; তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন। তাঁহারা দিব্যলোকবাসিনী দুই নারীর ন্যায়, অতি গুণবতী, পরম শোভান্বিতা; উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন।

৭। দৈব্য হোতাদ্বয়ই অগ্রে উত্তম বাক্যে স্তব করেন, মনুষ্যের যজ্ঞের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানকার্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়া তুলেন। পুরোহিতদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রেরণ করেন, তাঁহারা ক্রিয়াকুশল এবং মন্ত্রসহকারে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী আলোক উৎপাদন করেন।

৮। ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন; ইলাদেবী এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্ম্মকারিণী দেবী পুরোবর্ত্তী সুখকর কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন।

৯। দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদিগের জননীস্বরূপা; যে দেব তাঁহাদিগের উভয়কে উৎপাদন করিয়া সমস্ত জগতে নানা প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন, হে হোতা! তুমি সেই ত্বষ্টা দেবকে অদ্য পূজা কর; কারণ তোমার অন্ন আছে, তোমার মত যজ্ঞ করিতে কেহ পারে না এবং তুমি বিজ্ঞ।

১০। হে যূপ! (যজ্ঞে পশুবন্ধন করিবার কাষ্ঠ), তুমি নিজেই যথা-সময়ে দেবতাদিগের অন্ন এবং অন্যান্য হোমদ্রব্য উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিয়া দাও। বনস্পতি, শমিতা নামক দেব এবং অগ্নি ইঁহারা মধু ও ঘৃতের সহিত হোমের দ্রব্য আস্বাদন করুন।

১১। অগ্নি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনির্ম্মাণ করিলেন, দেবতাদিগের অগ্রগামী দূতস্বরূপ হইলেন। এই অগ্নিস্বরূপ হোতা মন্ত্র পাঠ করুন, যজ্ঞোপযোগী দেববাক্য উচ্চারিত হউক, 'স্বাহা' মন্ত্রে যে হোমের দ্রব্য দেওয়া হয়, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করুন।

---

১১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টাদংষ্ট্র ঋষি।

১। হে বিপ্রগণ! মনুষ্যদিগের যেমন যেমন বুদ্ধির উদয় হয়, তদনু-রূপ স্তব পাঠ কর। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আনয়ন করা যাউক। কারণ সেই বীর ইন্দ্র স্তব জানিতেপারিলে স্তবকারীদিগকে স্নেহ করেন।

২। জলের আধার যিনি ধারণ করেন, তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) জাজ্জ্বল্য-মান হইলেন। অল্পবয়স্ক গাভীর গর্ভজাত বৃষ যেমন গাভীদিগের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র সর্ব্বব্যাপী হইলেন। বিলক্ষণ কোলাহলের সহিত তিনি উদয় হইলেন। বৃহৎ বৃহৎ জলরাশি তিনি সৃষ্টি করিলেন।

৩। ইন্দ্রই কেবল এই স্তব শুনিতে জানেন, তিনি জয়শীল, তিনি সূর্য্যের পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অবিচলিত ইন্দ্র সেনাকে আবির্ভূত করিলেন। তিনি গাভীর স্বত্বাধিকারী ও স্বর্গের প্রভু হইলেন। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁহার বিপক্ষে কেহ গমন করিতে পারে না।

৪। অঙ্গিরার সন্তানেরা যখন স্তব করিলেন, তখন ইন্দ্র নিজ মহিমা-দ্বারা প্রকাণ্ড সমুদ্রের অর্থাৎ মেঘের কার্য্য সকল নষ্ট করিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণ জল সৃষ্টি করিলেন, তিনি সত্যস্বরূপ দ্যুলোকে বলধারণ করিলেন।

৫। ইন্দ্র এক দিকে, আর পৃথিবী ও আকাশ এক দিকে, অর্থাৎ তিনি একাকী হইয়া সমবেত ঐ উভয়ের তুল্য। তিনি সকল সোমযাগের সংবাদ

রাখেন, তাপ নষ্ট করেন। তিনি সূর্য্যদ্বারা প্রকাণ্ড আকাশকে সজ্জিত করিয়াছেন, তিনি ধারণ করিতে পটু, তিনি যেন স্তম্ভের দ্বারা আকাশকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রনিধনকারী, বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ, দেববিরোধী সেই বৃত্র যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন দুর্দ্ধর্ষ তুমি বজ্রদ্বারা তাহার সকল মায়া নষ্ট করিলে। হে ধনশালী! তৎপরে তুমি বাহুবলে বলী হইলে।

৭। যখন উষাদেবীগণ সূর্য্যের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সূর্য্যের রশ্মিগুলি নানা বর্ণের শোভা ধারণ করিল। পরে যখন আকাশের নক্ষত্র দৃষ্টি হইল, তখন কেহই আর গমনকারী সূর্য্যের কিছুই দেখিতে পাইল না।

৮। ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্ব্ব প্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়াছিল, সেই জলদিগের অগ্রভাগই বা কোথায়? মস্তকই বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদিগের মধ্যস্থান, বা চরম সীমা কোথায়?।

৯। হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিলে। তখনই জলগুলি সর্ব্বত্র বেগে ধাবিত হইল। ইন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন জল মোচন করিয়া দিলেন, তখন সেই পরিশুদ্ধ জল সকল আর স্থির থাকিতে পারিল না।

১০। জলগণ যেন কামাতুর হইয়া একত্র মিলনপূর্ব্বক সমুদ্রে চলিল, শত্রুপুরধ্বংসকারী এবং শত্রুজর্জ্জরকারী ইন্দ্র চিরকালই এই সকল জলের প্রভু হইয়া আছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগের পৃথিবীস্থিত নানা যজ্ঞসামগ্রী এবং চিরাভ্যস্ত নানা প্রীতিকর স্তব তোমার নিকটে গমন করুক।

---

১১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নভঃ প্রভেদন ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোম প্রস্তুত হইয়াছে, যত ইচ্ছা পান কর। প্রাতঃকালে যে সোম প্রস্তুত হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমারই পান করিবার যোগ্য। হে বীর! শত্রুনিধনের জন্য উৎসাহযুক্ত হও, শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার বীরত্ব বর্ণনা করিতেছি।

২। হে ইন্দ্র! তোমার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, সেই রথযোগে সোমপানের জন্য আগমন কর। যে সকল পুরুষজাতী ঘোটকের সাহায্যে তুমি আনন্দ মনে গমন কর, তোমার সেই হরিনামক ঘোটকগুলি শীঘ্র ধাবিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র! হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা এবং সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বলতর নানা শোভাদ্বারা তোমার শরীর বিভূষিত কর। আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে ডাকিতেছি; আমাদের সংঙ্গে উপবেশনপূর্ব্বক আমোদ কর।

৪। সোমপানে মত্ত হইলে তোমার যে মহিমা হয়, এই দ্যাবাপৃথিবী তাহা সংধারণ করিতে পারে না। অতএব হে ইন্দ্র! তোমার প্রেমাস্পদ ঘোটকগুলি যোজনা করিয়া সুস্বাদু যজ্ঞসামগ্রী অভিমুখে যজমানের গৃহে আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! নিত্য নিত্য যাহার সোমপান করিয়া তুমি অতুল বল প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহিংসা করিয়াছ, সেই যজমান তোমার উদ্দেশে বিস্তর স্তব প্রেরণ করিতেছে, তোমার আমোদের জন্য সেই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৬। হে শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র! এই সোমপাত্র তুমি চিরকাল পাইয়া থাক, ইহা পান কর। তাবৎ দেবতা যাহা পাইতে অভিলাষ করেন, সেই মধুতুল্য এবং মত্ততাজনক সোমের এই নিপান পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

৭। হে ইন্দ্র! বিস্তরলোকে অন্নসংগ্রহপূর্ব্বক তোমাকে নানা স্থানে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তুত করা এই সোমগুলি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হউক, এই গুলিতেই তোমার রুচি উৎপন্ন হউক।

৮। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে সকলের অগ্রে তুমি যে সকল বীরত্ব করিয়াছিলে, তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। জলের জন্য তুমি মেঘ বিদীর্ণ করিয়াছ, গাভীকে স্তোতার পক্ষে অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছ।

৯। হে বহুলোকের অধিপতি! স্তবকর্ত্তাদিগের মধ্যে উপবেশন কর, ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্ব্বপেক্ষা বুদ্ধিমান্ কহে। কি নিকটে, কি দূরে, তোমা ব্যতিরেকে কিছুই অনুষ্ঠান হয়না। হে ধনশালী! আমাদিগের ঋক্ সমূহকে বিস্তারিত ও বিচিত্র রূপ করিয়া দাও।

১০। হে ধনশালী! আমরা তোমার নিকট যাচক, আমাদিগকে তেজস্বী কর। হে ধনের অধিপতি! হে বন্ধু! আমরা যে তোমার বন্ধু আছি, আমাদিগের সংবাদ লও। হে যুদ্ধকারী! তোমার ক্ষমতাই যথার্থ। যে স্থানে ধনলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, সেই স্থানেও আমাদিগকে ধনের ভাগী কর।

---

১১৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রভেদন ঋষি।

১। আর আর দেবতাদিগের সহিত দ্যাবাপৃথিবী মনোযোগী হইয়া ইন্দ্রের বল রক্ষা করুন। যখন তিনি বীরত্ব করিতে করিতে আপনার উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইলেন, তখন সোমপানপূর্ব্বক নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

২। বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্ব্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদিগের সহিত একত্র হইয়া বৃত্রকে নিধনপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন।

৩। হে উগ্রতেজা ইন্দ্র! যখন তুমি স্তবের বাসনাতে অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তখন সমস্ত মরুৎগণ তোমার মহিমা বাড়াইয়া দিলেন, নিজেও তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

৪। ইন্দ্র জন্মমাত্র শক্র দমন করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধের অভিসন্ধি করিয়া আপনার পুরুষকার বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি বৃত্রকে ছেদন করিলেন, জলসমূহ মোচন করিয়া দিলেন, উত্তম উদ্যোগ করিয়া বিস্তীর্ণ স্বর্গ লোককে স্তম্ভযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ উন্নতভাবে সংস্থাপিত রাখিলেন।

৫। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শক্রসেনার দিকে ইন্দ্র একেবারেই ধাবিত হইলেন। বিশিষ্ট মহিমাদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে বশীভূত করিলেন। যে বজ্র দানশীল বরুণ ও মিত্রদেবের সুখের উৎপাদক হয়, তিনি সেই লৌহময় বজ্র দুর্দ্ধর্ষভাবে ধারণ করিলেন।

৬। ইন্দ্র নানা শব্দ করিতেছিলেন, শত্রুদিগকে নিধন করিতে ছিলেন, তাঁহার বলবিক্রম ঘোষণা করিবার জন্য জল সকল নির্গত হইল। বৃত্র অন্ধকারে পরিবেষ্টিত হইয়া জল ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, তীক্ষ্ণতেজা ইন্দ্র বলপূর্ব্বক সেই বৃত্রকে ছেদন করিলেন।

৭। ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রথমে নানা বীরত্ব করিতে লাগিলেন এবং মহারোষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বৃত্র নিধন হইলে গাঢ় অন্ধকার নষ্ট হইল। ইন্দ্রের মহিমা এ প্রকার যে, বীরদিগের নামোল্লেখ কালে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রার নাম হয়।

৮। হে ইন্দ্র! 'সোমরস' ও স্তবের দ্বারা তাবৎ দেবতা তোমার বলবিক্রমের সংবর্দ্ধনা করিলেন। ইন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রকে বধ করিলেন, তাহাতে শীঘ্রই লোকের অন্ন লাভ হইল। যেরূপ অগ্নি শিখাদ্বারা দাহ্যবস্তু ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ লোকে দন্তদ্বারা অন্ন চর্ব্বন করিতে লাগিল।

৯। হে স্তবকর্ত্তাগণ! ইন্দ্র যে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা উত্তম উত্তম নানা বাক্য এবং বন্ধুজনোচিত নানা ছন্দের দ্বারা বর্ণনা কর, ইন্দ্র ধুনি ও চুমুরিকে বধ করিয়াছেন এবং আস্থাযুক্ত চিত্তে দভীতি রাজার প্রার্থানাতে কর্ণপাত করিয়াছেন।

১০। আমি স্তব উচ্চারণ কালে যাহা অভিলাষ করিয়াছিলাম, হে ইন্দ্র! সেই সমস্ত প্রভূত পরিমাণ সম্পত্তি এবং উত্তম উত্তম ঘোটক বিতরণ কর। তাবৎ পাপ যেন অতিক্রম করি এবং কল্যান লাভ করি। আমরা যে স্তব রচনা করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক তাহাতে মনোযোগ প্রদান কর।

---

১১৪ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। সধ্রি ঋষি।

১। সূর্য্য আর অগ্নি, এই যে দুই প্রতপ্ত দেবতা আছেন, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী হইলেন। মাতরিশ্বা তাঁহাদিগের প্রীতি লাভ করিলেন। যখন দেবতারা সাম ও সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা ত্রিভুবন রক্ষার জন্য আকাশের জল সৃষ্টি করিলেন।

২। যজ্ঞ দিবার জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা তিন নিঃঋতির উপাসনা করে; পরে যশস্বী অগ্নিরা দেবতাদিগের সহিত পরিচিত হয়েন। বিদ্বানেরা তাঁহাদিগের নিদান অবগত আছেন, তাঁহারা পরম গুহ্যব্রতে অবস্থান করেন।

৩। এক যুবতী নারী আছেন, তাঁহার মস্তকে চারি বেণী, তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করেন। দুই পক্ষী তাঁহার উপর উপবেশন করে, তথায় দেবতারা ভাগ প্রাপ্ত হয়েন(১)।

৪। এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সে এই সমস্ত বিশ্বভুবন অবলোকন করে। পরিণত বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে আমি দেখিয়াছি, সে নিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও তাহাকে লেহন করে(২)।

৫। পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্ব্বক অনেক প্রকার বর্ণনা করেন। তাঁহারা যজ্ঞের সময় নানা ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশসংখ্যক সোম পাত্র সংস্থাপন করেন(৩)।

৬। পণ্ডিতগণ চত্বারিংশৎ প্রকার ছন্দ উচ্চারণ করেন, এবং দ্বাদশ সোমপাত্র সংস্থাপন করেন; এই রূপে তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ঋক্ ও সাম দ্বারা রথ চালাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

৭। এই যজ্ঞের আরো চতুর্দশ মহিমা আছে; সাত জন বিদ্বান্ বাক্য-দ্বারা সেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞের পথে উপস্থিত হইয়া দেবতারা সোম পান করেন, সেই বিশ্বব্যাপী পথের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে?

(১) অর্থাৎ যজ্ঞ বেদিই সেই নারী, চারি কোণ ঘৃত থাকাতে স্নিগ্ধ, যজ্ঞ-সামগ্রীই ভাল ভাল বস্ত্র, দুই পক্ষী অর্থাৎ যজমান ও পুরোহিত। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ পক্ষী এস্থানে প্রাণ বায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে না। সায়ণ।

(৩) অর্থাৎ পরমাত্মা এক, তাঁহাকে নানা রূপ কল্পনা করা হয়। সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম এক আত্মা, বা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র এই কথাটী ঋগ্বেদে অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ১ মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৬ ঋক্ দেখ। যে কারণে সেই সূক্তটীকে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াছি, (তাহার শেষ ঋকের টীকা দেখ), সেই সমস্ত কারণ বশতঃ এই সূক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হয়।

৮। পঞ্চদশ সহস্র উক্থ আছে; দ্যাবাপৃথিবী যত বৃহৎ, উক্থও তত বৃহৎ। স্তোত্রের মহিমা সহস্র প্রকার, স্তোত্র যেরূপ অসীম, বাক্যও তদ্রূপ অসীম(৪)।

৯। কোন্ পণ্ডিত এরূপ আছেন, যিনি সমস্ত ছন্দের বিষয় অবগত আছেন? কেই বা মূলীভূত বাক্যকে বুঝিয়াছেন? কে এরূপ প্রধান পুরুষ আছেন, যিনি সমস্ত পুরোহিতের উপর অষ্টম হইতে পারেন(৫)? কেই বা ইন্দ্রের দুই হরিৎ বর্ণ ঘোটককে নিশ্চিত বুঝিয়াছে অথবা দেখিয়াছে?।

১০। কোন কোন ঘোটক পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিচরণ করে; কেহ বা রথের ধুরাতে যোজিত হইয়াই থাকে। যখন সারথি রথের উপরে সংস্থাপিত হয়েন, তখন পরিশ্রম দূর করিবার জন্য ঐ সকল ঘোটকদিগকে উপযুক্ত আহার দেওয়া হয়।

---

১১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উপস্তুত ঋষি।

১। এই নবীন বালকের (অর্থাৎ অগ্নির) কি আশ্চর্য্য প্রভাব, এ বালক দুগ্ধ পানের জন্য মাতা পিতার নিকটে যায় না। ইহার পান করিবার জন্য স্তনদুগ্ধ নাই, অথচ এ বালক জন্মিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এ বালক গুরুতর দৌত্যকার্য্যের ভারগ্রহণপূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করিল।

২। যিনি নানা কর্ম্মকারী ও দাতা, সেই অগ্নিকে আধান করা হইলে, ইনি জ্যোতির্ম্ময় দন্তদ্বারা বনদিগকে ভক্ষণ করেন। জুহূ নামক উচ্চ পাত্রে ইঁহাকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হইয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ বৃষ যেমন ঘাস ভক্ষণ করে, ইনি তদ্রূপ যজ্ঞ ভাগ ভক্ষণ করিতেছেন।

---

(৪) "As early as about 600 B.C. we find that in the theological schools of India every verse, every word, every syllable, of the (Rig) Veda had been counted. The number of verses as computed in treatises of that date varies from 10,402 to 10,622; that of the words is 153,826; that of the syllables, 432,000."—Max Muller's *Selected Essays*, vol. II (1881), p. 119.

(৫) সাত জন পুরোহিতের উল্লেখ নবম ও দশম মণ্ডলের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

৩। সেই অগ্নিপক্ষীর ন্যায় বৃক্ষ আশ্রয় করেন। তিনি দীপ্তিশীল অন্ন দাতা, শব্দসহকারে বনদাহ করেন, জল ধারণ করেন, মুখে করিয়া হব্য বহন করেন, আলোকের দ্বারা বৃহৎ হইয়া আছেন, তাঁহার কার্য্য মহৎ, আপনার যাইবার পথকে তিনি রক্ত বর্ণ করিয়া যান। সেই অগ্নিকে তোমরা স্তব কর।

৪। হে জরারহিত অগ্নি! যখন তুমি দাহ করিতে থাক, তখন বায়ুগণ আসিয়া তোমার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ অবিচলিত পুরোহিগতণ, যজ্ঞোপলক্ষে স্তব করিতে করিতে তোমাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন তুমি তিন মূর্ত্তি ধারণ কর, বল প্রকাশ কর, ইতস্তত গমন কর, পুরোহিতেরা যোদ্ধাদিগের মত কোলাহল করিতে থাকে।

৫। সেই অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা শব্দ করেন। যাহারা সশব্দে স্তব করে, তিনি তাহাদের বন্ধু। তিনি প্রভু, শত্রু নিকটে পাইলে বিনাশ করেন। অগ্নি স্তবকারীদিগকে রক্ষা করুন, বিদ্বানদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহাদিগকে এবং আমাদিগকে আশ্রয় দিন।

৬। হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান! অগ্নির তুল্য অন্নবান্ কেহ নাই, তিনি বলবান্ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বিপদের সময় ধনুর্দ্ধরাণপূর্ব্বক রক্ষার কনে। সেই জাতবেদা অগ্নিকে উৎসাহপূর্ব্বক উত্তম উত্তম যজ্ঞ সামগ্রী দাও এবং শীঘ্র স্তব করিবার জন্য উদ্যোগী হও।

৭। বিদ্বান্ কার্য্যাধ্যক্ষ মনুষ্যগণ অগ্নিকে এইরূপ স্তব করেন যে, অগ্নি বসু এবং বলের পুত্রস্বরূপ। যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, বন্ধুর ন্যায় তাঁহারা অগ্নির কৃপায় তৃপ্তিলাভ করেন। তাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় নিজ তেজে মনুষ্যদিগকে পরাভব করেন।

৮। হে বলের পুত্র! হে বলবান অগ্নি! আমি উপস্তুত, সিদ্ধিদাতা আমার স্তববাক্য তোমাকে এই রূপ স্তব করিতেছে। তোমাকে স্তব করি, তোমার কৃপায় অতি দীর্ঘায়ু হই এবং সন্তান সন্ততি সম্পন্ন হই।

৯। বৃষ্টিহব্য নামক ঋষির পুত্র উপস্তুতগণ তোমাকে এই কথা বলিলেন। তাঁহাদিগকে এবং স্তবকারী বিদ্বানদিগকে রক্ষা কর। তাঁহারা বষট এই বাক্যে এবং নমো নমঃ এই বাক্যে স্তব করিয়া উঠিলেন।

১১৬ সূক্ত

ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিযুত ঋষি।

১। হে বলবানদিগের অগ্রগণ্য ইন্দ্র! প্রভূত বললাভের জন্য সোম পান কর; বৃত্রকে বধ করিবার জন্য সোমপান কর। ধন ও অন্নের জন্য তোমাকে ডাকা হইতেছে, পান কর। মধু পান কর; তৃপ্তি লাভ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ কর।

২। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য আছে, সোম ক্ষরিত হইতেছে, ইহার সারভাগ পান কর। কল্যাণদান কর, মনে মনে আনন্দলাভ কর, ধন ও সৌভাগ্যদানের জন্য উন্মুখ হও।

৩। হে ইন্দ্র! স্বর্গের সোম তোমাকে মত্ত করুক; পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাও মত্ত করুক। যাহা দ্বারা ধনদান কর, সেই সোম মত্ত করুক। যাহা দ্বারা শত্রুনাশ কর, তাহা মত্ত করুক।

৪। ইন্দ্র ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই দৃঢ়, তিনি সর্ব্বত্রগামী, তিনি বৃষ্টিবর্ষণকারী। আমরা সোমস্বরূপ আহারীয় দ্রব্য চতুর্দ্দিকে সেচন করিয়াছি, দুই ঘোটকের দ্বারা তিনি তাহার নিকটে গমন করুন। হে শত্রু নিধনকারী! মধুতুল্য সোম গোচরণের উপর আবর্জ্জিত (ঢালা) হইয়াছে, পরিপূর্ণ রাখা হইয়াছে। বৃষের ন্যায় বলপ্রকাশপূর্ব্বক যজ্ঞের শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

৫। সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল প্রদর্শনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগকে ভূমিশায়ী কর, তুমি ভীমমুর্ত্তি, তোমাকে বলকর ও উৎসাহকর এই সোম দিতেছি। শত্রুদিগের অভিমুখীন হইয়া কোলাহলময় যুদ্ধমধ্যে তাহাদিগকে ছেদন কর।

৬। হে প্রভু ইন্দ্র! অন্ন বিস্তার কর, শত্রুদিগের প্রতি আপনার অবিচলিত প্রভাব ও ধনু বিস্তার কর, আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া বৃদ্ধি লাভ কর। শত্রুদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত না হইয়া নিজ বলের দ্বারা শরীরকে বৃদ্ধিযুক্ত কর।

৭। হে ধনশালী! এই যজ্ঞসামগ্রী তোমাকে উপঢৌকন দিলাম। হে সম্রাট! কুপিত না হইয়া গ্রহণ কর। হে ধনশালী ইন্দ্র! তোমার জন্য

সোম প্রস্তুত হইয়াছে, তোমার জন্য আহার পাক করা হইয়াছে, এই সমস্ত দ্রব্য তোমার নিকট যাইতেছে, পান ভোজন কর।

৮। হে ইন্দ্র! এই সমস্ত যজ্ঞসামগ্রী তোমার নিকট যাইতেছে, আহারের যে দ্রব্য পাক করা হইয়াছে, তাহা এবং সোম, উভয়ই ভোজন কর। অন্ন লইয়া তোমাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছি। যজমানের মনে বাসনাগুলি সফল হউক।

৯। ইন্দ্র ও অগ্নির প্রতি সুরচিত স্তব প্রেরণ করিতেছি। স্তব-মন্ত্রের দ্বারা আমি যেন সমুদ্রে নৌকা ভাসাইলাম। দেবতারা পুরোহিত-দিগের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের শত্রু উন্মূলন-পূর্ব্বক আমাদিগেকে ধন দান করিতেছেন।

---

১১৭ সূক্ত।

দান দেবতা। ভিক্ষু ঋষি(১)।

১। দেবতারা যে ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষুধা প্রাণনাশিনী। আহার করিলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। কিন্তু দাতার ধন হ্রাস হয় না। অদাতাকে কেহই সুখী করে না।

২। যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞা রব করিতে করিতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে, তখন যে অন্নবান্ হইয়াও হৃদয় কঠিন করিয়া রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাহাকে কেহ কখন সুখী করে না।

৩। কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নলোভে আসিয়া ভিক্ষা করিলে, যিনি অন্ন দান করেন, তিনি ভোজ, অর্থাৎ দাতা। তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফল লাভ হয়, শত্রুগণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন।

৪। এক সঙ্গের সঙ্গী যদি নিকটে আসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া তাঁহাকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাহার গৃহ গৃহই নয়। তখন উচিত, অন্য কোন ধনাঢ্য দাতাব্যক্তির নিকট গমন করা।

---

(১) এই সূক্তটী দান সম্বন্ধে। ইহাতে কতকগুলি ঋক্ বড় হৃদয়গ্রাহী।

৫। যাচককে অবশ্য ধন দান করিবে। সেই দাতাব্যক্তি অতি দীর্ঘ পথ প্রাপ্ত হয়। রথের চক্র যেমন ঊর্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ ধন কখন এক ব্যক্তির নিকট, কখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করে, অর্থাৎ এক স্থানে চিরকাল থাকে না।

৬। যাহার মন উদার নহে, তাহার মিথ্যা ভোজন করা। বলিতে কি, তাহার ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না। যে কেবল নিজে ভোজন করে, তাহার কেবল পাপই ভোজন করা হয়।

৭। লাঙ্গল কৃষিকার্য্য করিয়া অন্ন প্রস্তুত করে, সে আপন পথে গমন করিয়া আপনার ক্রিয়াদ্বারা শস্য উৎপাদন করে। পুরোহিত যদি বিদ্বান্ হয়, তবে সে মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ দাতাব্যক্তি অদাতার উপরিবর্ত্তী।

৮। যাহার এক অংশমাত্র সম্পত্তি থাক, সে দুই অংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিন অংশ বিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার উহাদিগের উপরে স্থান গ্রহণ করেন। এইরূপ অগ্র পশ্চাদ্ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। অল্প ধনী অধিক ধনীর উপাসনা করে।

৯। আমাদিগের দুইহস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুটী গাভী একমাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিলেও সমান দুগ্ধ দেয় না। দুই ব্যক্তি যমক ভ্রাতা হইলেও উহাদিগের পরাক্রম সমান হয় না। দুই জনে এক বংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না।

---

১১৮ সূক্ত।

রাক্ষসবধকারী অগ্নি দেবতা। উরুক্ষয় ঋষি।

১। হে পবিত্র ব্রতধারী অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে তুমি আপন স্থানে দীপ্তিমান্ হও। শত্রুকে বধ কর।

২। স্রুচ্ নামক যজ্ঞপাত্র তোমার প্রতি উত্তোলন করা হইয়াছে, তোমাকে উত্তম আহুতি দেওয়া হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট ঘৃতের প্রতি রুচি-বিশিষ্ট হও।

৩। অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। তিনি বাক্যদ্বারা স্তব করিবার যোগ্য। তিনি দীপ্তি পাইতেছেন। সকল দেবতার অগ্রে তাঁহাকে স্রুচ্ দ্বারা ঘৃতাক্ত করা হইতেছে।

৪। অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল, তাঁহার দেহ ঘৃতময় হইল, তিনি দীপ্যমান ও সুসমৃদ্ধ আলোকযুক্ত হইলেন, তিনি ঘৃতাক্ত হইলেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের নিকট হোমের দ্রব্য বহন কর, স্তব করিলে, তুমি প্রজ্বলিত হও। এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা আহ্বান করিতেছে।

৬। হে মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ! সেই অগ্নি অমর, দুর্দ্ধর্ষ এবং গৃহের স্বামী। ঘৃতদ্বারা তাঁহার পূজা কর।

৭। হে অগ্নি! দুর্দ্ধর্ষ তেজের দ্বারা তুমি রাক্ষসকে দগ্ধ কর। যজ্ঞের রক্ষকস্বরূপ হইয়া দীপ্তি ধারণ কর।

৮। হে অগ্নি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃ প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসী-দিগকে দগ্ধ কর। তোমার যে সকল প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় অবস্থিতি-পূর্ব্বক দীপ্তি ধারণ কর।

৯। মনুষ্য জাতির মধ্যে তোমার তুল্য যজ্ঞকর্ত্তা কেহ নাই; তোমার নিবাসস্থান অতি চমৎকার; তুমি হব্য বহন কর, এতাদৃশ তোমাকে স্তব সহকারে প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে।

১১৯ সূক্ত।

লবরূপী ইন্দ্র দেবতা। তিনিই ঋষি।

১। আমার মানসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি অনেক বার সোম পান করিয়াছি।

২। যেমন বায়ু বৃক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে, তদ্রূপ সোমরস আমা-কর্ত্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়াছে। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৩। যেরূপ শীঘ্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত করিয়া রাখে, তদ্রূপ সোমরসগুলি আমাকর্ত্তৃক পীত হইয়া আমাকে উন্নমিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি অনেক বার ইত্যাদি।

৪। যেরূপ গাভী হম্বারবে বৎসের প্রতি যায়, তদ্রূপ স্তব আমার দিকে আসিতেছে। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৫। যেরূপ তক্টা (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করিয়াছি, অর্থাৎ স্তোতার মনে উদয় করিয়া দি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৬। পঞ্চজনপদের যে মনুষ্য আছে, তাহারা কেহ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৭। দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হইয়া আমার এক পার্শ্বেরও সমান হইবেক না। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

৮। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

৯। আমার এরূপ ক্ষমতা যে, যে যদি বল, তবে এই পৃথিবীকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১০। এই পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করিতে পারি। যে স্থান বল সেস্থান ধ্বংস করিতে পারি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১১। আমার এক পার্শ্বদেশ আকাশে আছে, আর এক পার্শ্বদেশ নীচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীতে রাখিয়াছি। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

১২। আমি মহতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠিয়াছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি।

১৩। আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদিগের নিকট হব্য বহন করি, এবং স্বয়ং হব্য গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া যাই। আমি অনেক বার, ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়।

১২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহদ্দিব ঋষি।

১। যাঁহা হইতে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ছিল না। তিনি জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁহাকে অভিনন্দন করে।

২। সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবর, জঙ্গম, সর্ব্বভূতকে তুমি সোম পানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তখন তাহারা তোমাকে স্তব করে।

৩। দেবতাদিগের তৃপ্তি সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হইতে দুই হয়, (অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করে), পরে যখন তিনি হয়, (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞ কার্য্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি নহিলে যজ্ঞ হয় না। যাহা সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদপেক্ষা আরো সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরো মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরো সৌভাগ্য বিধান কর)।

৪। সোম পানপূর্ব্বক মত্ত হইয়া তুমি যখন ধন জয় কর, তখন স্তোতাগণও সেই সঙ্গে সোমপানমদে মত্ত হয়। হে দুর্দ্ধর্ষ! অটল তেজ প্রদর্শন কর। দুঃসাহসিক রাক্ষসেরা তোমাকে যেন পরাভব করিতে না পারে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা পাইয়া আমরা যুদ্ধে বিলক্ষণ শত্রু নিপাত করি; আমরা যেন যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বিস্তর শত্রুর সাক্ষাৎ পাই,

স্তববাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তোমার অস্ত্রশস্ত্রকে উৎসাহিত করিতেছি। বেদবাক্যদ্বারা তোমার তেজঃ তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছি।

৬। সেই ইন্দ্রকে স্তব করি, যিনি স্তবের যোগ্য, যাঁহার মূর্ত্তি নানা, যাঁহার দীপ্তি চমৎকার, যাঁহার তুল্য প্রভু নাই, যিনি সকল আত্মীয়ের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ক্ষমতাবলে সপ্তদানবকে বিদীর্ণ করেন, বিস্তর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যে গৃহে আপনার আশ্রয় দান করিয়াছ, তথায় পার্থিব ও দিব্য দুই প্রকার সম্পত্তি সংস্থাপন করিয়াছ। সর্ব্বভূতের নির্ম্মাণকরিণী দ্যাবাপৃথিবী যখন চঞ্চল হয়, তখন তুমিই তাহাদিগকে সুস্থির কর। সেই উপলক্ষে নানা কার্য্য তোমাকে করিতে হয়।

৮। ঋষিশ্রেষ্ঠ বৃহদ্দিব স্বর্গ লাভের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সকল প্রীতিকর বেদবাক্য পড়িতেছেন। সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্র বৃহৎ পর্ব্বতকে অপসারিত করেন এবং শত্রুর অশেষ দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

৯। অথর্ব্বার সন্তান মহামতি বৃহদ্দিব ইন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া আপনার স্তব পাঠ করিলেন। পৃথিবীস্থ নির্ম্মল নদীগণ জল প্রবাহিত করিতেছে এবং অন্নদ্বারা প্রজা লোকের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছে।

---

১২১ সূক্ত।

"ক" এই নামধারী প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি(১)।

১। সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও

---

(১) এই "ক" অক্ষরটী প্রকৃত পক্ষে প্রজাপতির নাম নহে। কোন্ দেবকে (কস্মৈ দেবায়) পূজা করিতে হইবে, তাহাই ঋগ্বেদের ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং যতদূর পারিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক পরের সময়ের উপাসকগণ এই "ক" অক্ষরটীকেই দেব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অনেক সরল বাক্যের এইরূপ বিকৃত অর্থ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি পুস্তকগুলি পূর্ণ করা হইয়াছে। (See Preface to Max Muller's edition of the *Rig Veda Sanhitá* 1856), vol. III, part VIII.) এই ১২১ সূক্তটীতে প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্ত্তার অনুভব প্রকাশিত হইতেছে। এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা মান্য করে। যাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ, মৃত্যু যাঁহার বশতাপন্ন। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

৩। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয়সম্পন্ন গতিশক্তিযুক্ত জীবদিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন, যিনি এই সকল দ্বিপদ চতুষ্পদের প্রভু। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

৪। যাঁহার মহিমাদ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে(২), সসাগরা ধরা যাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিক বিদিক যাঁহার বাহুস্বরূপ। কোন্ দেবতাকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

৫। এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে(৩) স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

৬। দ্যাবাপৃথিবী সশব্দে যাঁহাকর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, এবং সেই দীপ্তিশীল দ্যাবাপৃথিবী যাঁহাকে মনে মনে মহিমান্বিত বলিয়া বুঝিতে পারিল, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদয় ও দীপ্তিযুক্ত হয়েন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

৭। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভ ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল; তাহা হইতে, দেবতাদিগের এক মাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব?।

---

(২) মূলে "হিমবন্তঃ" আছে।—"Snowy Mountains."—*Max Muller.*

(৩) মূলে "স্বঃ" এবং "নাক" এই শব্দ আছে। "He through whom the heaven was established,—nay, the highest heaven."—*Max Muller.*

৮। যখন জলগণ বল ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি নিজ মহিমাদ্বারা সেই জলের উপরে সর্ব্বভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন্ দেবকে হব্য-দ্বারা পূজা করিব ?।

৯। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণক্ষমতা যথার্থ, অর্থাৎ অপ্রতিহত, যিনি আকাশকে জন্ম দিলেন, যিনি আনন্দবর্দ্ধনকারী ভূরি পরিমাণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পূজা করিব ?।

১০। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনের অধি-পতি হই।

১২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। চিত্রমহা ঋষি।

১। অগ্নির বিচিত্র তেজ, তিনি সূর্য্যের তুল্য, রমণীয়, সুখকর এবং প্রেমাস্পদ অতিথির ন্যায়। তাঁহাকে স্তব করি। যাহারা দুগ্ধদ্বারা সংসারকে ধারণ করে এবং ক্লেশ নিবারণ করে, তিনি সেই গাভী ও উৎকৃষ্ট বল দান করেন। তিনি হোতা ও গৃহের স্বামী।

২। হে অগ্নি! তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমার স্তবের প্রতি রুচিযুক্ত হও, হে উৎকৃষ্টকর্ম্মকারী! তুমি যাহা জানিবার আছে, সকলি জান। তুমি ঘৃতা-হুতি প্রাপ্ত হইয়া স্তোতাকে গান করিতে কহ, তোমার কার্য্য দেখিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি অমর। তুমি সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করিয়া উত্তম কর্ম্মকারী দাতাব্যক্তিকে দান কর এবং পূজা গ্রহণ কর। যে তোমাকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা সংবর্দ্ধনা করে, তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি উপঢৌকন লইয়া যাও।

৪। যজ্ঞ সামগ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সপ্ত অশ্বের স্বামী অগ্নিকে স্তব করিতেছে; সেই অগ্নি যজ্ঞের ধ্বজাস্বরূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, তিনি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া কামনা শ্রবণপূর্ব্বক অভিলষিত ফল বর্ষণ করেন এবং দাতাব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বল দান করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য দূত। অমরত্ব লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আনন্দকর। দাতার গৃহে মরুৎগণ তোমাকে সুশোভিত করে। ভৃগুসন্তানেরা স্তবের দ্বারা তোমার ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করিল।

৬। হে অগ্নি! তোমার কর্ম্ম চমৎকার। যে যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়, তাহার জন্য তুমি যজ্ঞস্বরূপ প্রচুর দুগ্ধদায়িনী বিশ্বপালনকারিণী গাভী হইতে যজ্ঞফল দোহন করিয়া দাও। তুমি ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তিন স্থান আলোকময় কর; তুমি যজ্ঞগৃহের সর্ব্বত্র আছ, সর্ব্বত্র গমন কর, সৎকর্ম্মকারীর যে আবরণ, তাহা তোমাতে দৃষ্ট হয়।

৭। উষা জাগরিত হইবামাত্র মনুষ্যগণ তোমাকেই দূতস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ করে। হে অগ্নি! দেবতারাও তোমাকেই যজ্ঞে ঘৃতদ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া পূজা করিবার জন্য সংবর্দ্ধনা করেন।

৮। হে অগ্নি! সন্তানেরা যজ্ঞ উপলক্ষে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া অন্নসম্পন্ন তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিল। যজমানদিগের গৃহে প্রচুর পরিমাণ ধন সংস্থাপন কর, তোমরা স্বস্তি বচনদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

১২৩ সূক্ত।

বেন দেবতা। বেন ঋষি।

১। বেন নামে যে দেবতা তিনি(১), জ্যোতিঃদ্বারা পরিবেষ্টিত, তিনি জল নির্ম্মাণকারী আকাশমধ্যে সূর্য্যকিরণের সন্তানস্বরূপ জলদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যখন সূর্য্যের সহিত জলের মিলন হয়, তখন বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ সেই বেন দেবকে বালকের ন্যায় নানা মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করেন।

(১) বৃষ্টিদাতা আকাশময় কোনও দেবকে বেন নামে এই সূক্তে উপাসনা করা হইতেছে।

২। বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলের তরঙ্গ প্রেরণ করিতে-ছেন, এই কারণে আকাশে সেই উজ্জ্বলমূর্ত্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইল, জলের যে সমুন্নত স্থান, অর্থাৎ আকাশ, তথায় তিনি দীপ্তি পান। তাঁহার পারিষদেরা সর্ব্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল।

৩। জলগুলি বেনের সহিত একস্থানবর্ত্তী, অর্থাৎ আকাশে থাকে; তাহারা বৎসের মাতা, অর্থাৎ বিদ্যুতের জননীরূপা; তাহারা একস্থানবর্ত্তী বেনের দিকে শব্দ করিতে লাগিল। জলের উন্নত উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ আকাশে মধু তুল্য বৃষ্টিবারির শব্দ উদয় হইয়া বেনকে সংবর্দ্ধনা করিতেছে।

৪। বুদ্ধিমান স্তবকারীগণ প্রকাণ্ড পশুবিশেষের ন্যায় বেনের শব্দ শ্রবণ করিল, তাহাতে তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহার রূপ কল্পনা করিল। তাহারা বেনকে যজ্ঞদানপূর্ব্বক নদীর ন্যায় প্রভূত জল প্রাপ্ত হইল। সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন জলের প্রভু।

৫। বিদ্যুৎ যেন একটী অপ্সরা, বেন যেন তাহার উপপতি, তিনি যেন বেনকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতেছেন। বেন তাঁহার প্রেমাস্পদ নায়কের ন্যায় প্রেয়সীর রতিকামনা পূর্ণ করতঃ সুবর্ণময় পক্ষে উপবেশন, বা শয়ন করিলেন।

৬। হে বেন! তুমি স্বর্গে উড্ডীন একটী পক্ষীর ন্যায়, তোমার দুই পক্ষ সুবর্ণময়, তুমি সর্ব্বলোক শাসনকারী বরুণের দূত, তুমি জগতের ভরণ-পোষণকারী পক্ষী তুল্য। এতাদৃশ তোমাকে সকলে দর্শন করে এবং মনে মনে তোমার প্রতি প্রীতিভাব ধারণ করে।

৭। সেই গন্ধর্ব্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়-মান হইলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, তিনি আপনার অতি সুন্দর মূর্ত্তি আচ্ছাদন করিয়াছেন। এই রূপে অন্তর্হিত হইয়া তিনি অভিলষিত বৃষ্টিবারি উৎপাদন করিতেছেন।

৮। বেনদেব জলরূপী, তিনি নিজকর্ম্ম সাধন কালে গৃধের তুল্য দূর-বিস্তারি চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে করিতে আকাশস্বরূপ সমুদ্রের দিকে গমন করেন। তিনি শুভ্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হয়েন। দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে, অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বলোক বাঞ্ছিত জলের সৃষ্টি করেন।

১২৪ সূক্ত।

অগ্নি, প্রভৃতি দেবতা। তাঁহারাই ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদিগের এই যে যজ্ঞ, যাঁহার ঋত্বিক্, যজমান, প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি নিয়ামক অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, যাঁহার অনুষ্ঠান তিন প্রকারে হইয়া থাকে, যাঁহার সাত জন অনুষ্ঠানকর্ত্তা আছেন, সেই যজ্ঞের দিকে তুমি আগমন কর। তুমিই আমাদিগের হবির্ব্বহনকারী ও অগ্রগামী দূতস্বরূপ। তুমি চির কালই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে শয়ন করিয়া থকে।

২। (অগ্নির উক্তি)—দেবতারা আমাকে প্রার্থনা করেন, সেই নিমিত্ত আমি দীপ্তিহীন অদর্শনের অবস্থা হইতে দীপ্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ অমরত্ব লাভ করি। যখন যজ্ঞ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয়, তখন আমি অদর্শন হইয়া যজ্ঞকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। চিরকালের বন্ধুত্ব-প্রযুক্ত নিজ উৎপত্তিস্থান অরণির মধ্যেই গমন করি।

৩। পৃথিবী ভিন্ন আর এক যে গমন পথ আছে, অর্থাৎ আকাশ, তথাকার যিনি অতিথি, অর্থাৎ সূর্য্য, আমি তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহার বার্ষিক গতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অসুর দেবগণ পিতাস্বরূপ, তাঁহাদিগের সুখোদ্দেশে আমি স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকি। যজ্ঞের অযোগ্য অপবিত্র স্থান হইতে আমি যজ্ঞের উপযুক্তস্থানে গমন করি।

৪। ঐই যজ্ঞস্থানে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি। তথায় ইন্দ্রকে বরণ করতঃ আপন পিতা অরনিকে ত্যাগ করি. অর্থাৎ অরণি হইতে নির্গত হই। আমি অদর্শন হওয়াতে অগ্নি ও সোম ও বরুণের পতন হইল, রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইল, তখন আমি আসিয়া রক্ষা করি।

৫। আমি আসিলে সেই অসুরগণ শক্তিহীন হইয়া গেল। হে বরুণ! তুমিও আমাকে প্রার্থনা কর। অতএব হে প্রভু! সত্য হইতে মিথ্যাকে পৃথক করিয়া আমার রাজত্বের আধিপত্য গ্রহণ কর।

৬। (অগ্নির বা বরুণের উক্তি) —হে সোম! এই দেখ স্বর্গ। ইহা অতি সুন্দর ছিল। এই দেখ আলোক। এই বিস্তীর্ণ আকাশ। হে সোম! তুমি

নির্গত হও, বৃত্রকে বধ করা যাউক। তুমি নিজে হোমের দ্রব্য, অন্যান্য হোমের দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করি।

৭। ক্রিয়াকুশল মিত্রদেব, ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আকাশে নিজ তেজঃ সংলগ্ন করিলেন। বরুণদেব অবলীলাক্রমে জল সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত জল নদীরূপ ধারণ করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। সেই সকল নির্ম্মল নদী বরুণের পত্নীর ন্যায় বরুণের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিতেছে।

৮। সেই সকল জলদেবতা বরুণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারি ন্যায় হোমদ্রব্য পাইয়া আনন্দিত হইতেছে। বরুণ নিজ পত্নীর ন্যায় তাহাদিগের নিকট গমন করিতেছেন, যেরূপ প্রজাবর্গ ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ জলেরা ভয়প্রযুক্ত বরুণকে আশ্রয় করিয়া বৃত্রের নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে।

৯। সেই সকল ভীত দিব্য জলের সঙ্গী হইয়া যিনি তাহাদিগের বন্ধুত্ব আচরণ করেন, তাঁহাকে হংস কহে। তিনি স্তবের যোগ্য, তিনি জলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করেন। বিদ্বানগণ বুদ্ধি বলে তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

---

১২৫ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি।

১। (বাগ্দেবীর উক্তি)—আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

২। যে সোম আঘাত, অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমিই তাঁহাকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পুষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্ব্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাহাকে ধন দান করি।

৩। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে

দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি।

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারি সহায়তাতে সেই সকল কার্য্য করেন। আমাকে যাহারা মানে না, তাহারা ক্ষয় হইয়া যায়। হে বিদ্বান! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।

৫। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দি। যাহাকে ইচ্ছা, আমি বলবান্, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান্ করিতে পারি।

৬। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দি। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি।

৭। আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করিয়াছি; সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

৮। আমিই তাবৎ ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে (১)।

---

১২৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবা দেবতা। কুল্মল বর্হিষ ঋষি।

১। অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, যাঁহাকে শত্রুর হস্ত হইতে পার করিয়া দেন, হে দেবগণ! কোনও পাপ, কোনও অমঙ্গল সেই মনুষ্যকে আক্রমন করিতে পারেনা।

---

(১) বাগ্‌দেবীকে এই সূক্তের বক্তা, অর্থাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বাক্ যে এই সূক্তের বক্তা, সূক্তের ভিতর তাহার কোনও নিদর্শন নাই। বক্তা আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বনির্ম্মাতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

২। হে বরুণ! হে মিত্র! হে অর্য্যমা! যাহাতে তোমরা পাপ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা কর এবং শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, আমরা তাহাই প্রার্থনা করি।

৩। এই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা নিশ্চয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে বরুণ প্রভৃতি! আমাদিগকে লইয়া চল; লইয়া যাইবার কালে পার করিয়া দাও; পার করিবার কালে শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর।

৪। হে বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা! তোমরা বিশ্বকে রক্ষা করিয়া থাক, তোমরা নেতার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন কর। তোমাদিগের দ্বারা আমরা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমাদিগের নিকট যেন চমৎকার সুখ প্রাপ্ত হই।

৫। আদিত্যগণ, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা শত্রুদিগের হস্ত হইতে পার করিয়া দিন। শত্রুর নিকট পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণলাভের জন্য আমরা উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রদেব, মরুৎগণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

৬। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা ইঁহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে অতি পটু; ইঁহারা পাপগুলি অন্তর্ধান করিয়া দিন। মনুষ্যবর্গের অধীশ্বর ঐ সকল দেব সমস্ত পাপ ও শত্রুর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া দিন।

৭। বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা রক্ষাপূর্ব্বক আমাদিগকে সুখী করুন। যে সুখ আমরা প্রার্থনা করি, আদিত্যগণ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে সেই সুখ দিন, শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

৮। যখন শুভ্রবর্ণ গাভীর চরণ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন যজ্ঞভাগভাগী বসুগণ যেমন সেই গাভীকে মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে প্রকৃষ্ট পরমায়ু প্রদান কর।

১২৭ সূক্ত।

রাত্রি দেবতা। কুশিক ঋষি।

১। রাত্রিদেবী আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

২। দেবরূপিণী রাত্রিদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নীচে থাকেন, কি যাঁহারা ঊর্দ্ধে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন।

৩। রাত্রিদেবী আসিয়া ঊষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন।

৪। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভকরী হউন।

৫। গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

৬। হে রাত্রি! বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও(১)।

৭। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে, আমার নিকট পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে ঊষাদেবি! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্ব্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর।

৮। হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।

---

(১) রাত্রিতে গ্রামসমূহে পশুপক্ষী নিস্তব্ধ হইয়াছে, কেবল হিংস্রজন্তু আর চৌরের ভয়।

১২৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবা দেবতা। বিহব্য ঋষি।

১। হে অগ্নি! যুদ্ধের সময় আমার তেজের উদয় হউক। তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া আমরা নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি। চারি দিক্ আমার নিকট নত হউক, তোমাকে প্রভু পাইয়া আমরা যেন শত্রুদিগকে জয় করি।

২। ইন্দ্রাদি তাবৎ দেবতা, মরুৎগণ, বিষ্ণু, ও অগ্নি যুদ্ধের সময় আমার পক্ষে থাকুন। আকাশস্বরূপ বিস্তীর্ণ ভুবন আমার পক্ষ হউন। আমার উপস্থিত প্রার্থনা বিষয়ে বায়ু আমার অনুকূল হইয়া আমাকে পবিত্র করুণ।

৩। দেবতারা আমার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ধন দান করুন। আশীর্ব্বাদ যেন আমি লাভ করি; দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান যেন আমারই ঘটে। পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিয়াছেন, তাঁহারা অনুকূল হউন। আমাদিগের শরীর নিরুপদ্রব হউক, সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হউক।

৪। আমার যে সকল যজ্ঞসামগ্রী আছে, তাহা আমার জন্য দেবসাৎ করা হউক। আমার মনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক। আমি যেন কোন প্রকার পাপে লিপ্ত না হই। অশেষ দেবতাগণ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুণ।

৫। ছয় জন প্রধান প্রধান দেবী আমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুন। হে তাবৎ দেবতা! এই স্থানে বীরত্ব কর। আমাদিগের সন্তানসন্ততির, কি আমাদিগের শরীরের যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। হে রাজা সোম শত্রুর নিকট আমরা যেন বিনষ্ট না হই।

৬। হে অগ্নি! তুমি শত্রুদিগের আক্রোশ বিফল করিয়া রক্ষাকর্ত্তা হও এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধায় রক্ষা কর। সেই সকল শত্রু ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ফিরিয়া যাউক। যদি বুদ্ধিমানও হয়, তথাপি ইহাদিগের বুদ্ধি যেন লোপ হইয়া যায়।

৭। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তাদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি ভুবনের অধীশ্বর, যিনি রক্ষাকর্ত্তা ও শত্রুনিবারণকারী, সেই দেবকে স্তব করি। এই যজ্ঞকে দুই অশ্বী এবং বৃহস্পতি ও আর আর দেবতা রক্ষা করুন। যজমানের ক্রিয়া যেন নিরর্থক না হয়।

৮। যিনি বহুবিস্তীর্ণ তেজের অধিকারী, যিনি বৃহৎ, সর্ব্বাগ্রে আহুত হয়েন, বিবিধ স্থানে বাস করেন, সেই ইন্দ্র এই যজ্ঞে আমাদিগকে সুখী করুন। হে হরিদ্বর্ণ অশ্বের প্রভু ইন্দ্র! এতাদৃশ তুমি আমাদিগকে সুখী কর, সন্তানসন্ততি সম্পন্ন কর। আমাদিগের অনিষ্ট করিও না, প্রতিকূল হইও না।

৯। যাহারা আমাদিগের শত্রু, তাহারা দূর হউক। ইন্দ্র ও অগ্নির সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে পরাভব করি। বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এরূপ করুন, যাহাতে আমি সর্ব্বোপরিবর্ত্তী, দুর্দ্ধর্ষ, বুদ্ধিমান ও অধিরাজ হই।

---

১২৯ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি(১)।

১। তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?।

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না(২)।

(১) ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলের মধ্যে এই একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত। এটি অতি প্রসিদ্ধ ও জ্ঞাতব্য, কেন না সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা ইহাতে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার শেষ সময়ে সৃষ্টিসম্বন্ধে ঋষিগণ যেরূপ মত বিশ্বাস করিতেন, তাহা এই প্রসিদ্ধ সূক্তে দৃষ্ট হয়।

(২) সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মার অনুভব।

৩। সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল(৩)। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি(৪) দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হইল, নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্দ্ধদিকে রহিলেন(৫)।

৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে(৬)?

৭। এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু-স্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।

---

(৩) সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার এই বর্ণনা অতিশয় গভীর ও ভয়াবহ।

(৪) "Professor Aufrecht has suggested to me that the word Rasmi may have here the sense of thread or cord, and not of ray."—Muir's *Sanscrit Texts* (1884), vol. V, p. 357, note.

(৫) সায়ণ কহেন মহিমা বলিতে পঞ্চভূত, আর স্বধা অর্থে অন্ন এবং অন্ন নিকৃষ্ট এবং প্রয়তি অর্থে ভোক্তা পুরুষ, সেই ভোক্তা জীব উপরে অর্থাৎ প্রধান। A self-supporting principle beneath, and energy aloft."—*Muir.*

(৬) প্রকৃতির যে কার্য্যসমূহ ও সৌন্দর্য্যকে ঋষিগণ এত দিন দেব বলিয়া পূজা করিয়া আসিতে ছিলেন, তাঁহারা আদি দেব নহেন, তাঁহারাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য্য মাত্র, তাহা এক্ষণে ঋষির মনে উদয় হইল। তবে কারণ কে? আদি কে? এই সূক্ত সেই প্রশ্নেরই উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে, ঋষিরও সাধ্য নহে, ঋষি তাহা এই ঋকে স্বীকার করিতেছেন।

১৩০ সূক্ত।

প্রজাপতি দেবতা। যজ্ঞ ঋষি।

১। যজ্ঞস্বরূপ বস্ত্র চতুর্দ্দিকে সূত্র বিস্তারের দ্বারা বয়ন করা হইয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে একশত, অর্থাৎ বহুসংখ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার বিস্তার সংঘটন হইয়াছে, যজ্ঞে যে পিতৃলোকগণ আসিয়াছেন, তাঁহারা বয়ন করিতেছেন। দীর্ঘতার দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর, এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা এই বস্ত্র বয়নকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

২। এক ব্যক্তি সেই বস্ত্রকে দীর্ঘীকৃত করিতেছে, অপর এক ব্যক্তি বিস্তারের জন্য প্রসারিত করিতেছে। ইহা ঐ স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতেছে। ঐ সকল তেজঃপুঞ্জ দেবতা যজ্ঞগৃহে বসিয়াছেন। এই বস্ত্রবয়নব্যাপারে সামগুলিকে তসর অর্থাৎ পড়েন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে(১)।

৩। যৎকালে তাবৎ দেবতা দেবপূজা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্ত্তিই বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত ছিল কি? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দ্দিকের বৃত্তি স্বরূপ সীমা বন্ধনই বা কি হইয়াছিল? ছন্দ প্রউগ বা উকৃথ কি ছিল?।

৪। গায়ত্রী নামক ছন্দ অগ্নির সহযোগিনী হইলেন। দেব সবিতা উষ্ণিক নামক ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সোম অনুষ্টুভ্ ছন্দের সহিত ও তেজোমূর্ত্তি সূর্য্য উকৃথ ছন্দের সহিত মিলিত হইলেন। আর বৃহতী নামক ছন্দ বৃহস্পতির বাক্যকে আশ্রয় করিল।

৫। বিরাট নামক ছন্দ মিত্র ও বরুণ দেবকে আশ্রয় করিল। ত্রিষ্টুভ ছন্দ ইন্দ্রের ভাগে পড়িল এবং দিবা ভাগের যে সোম, তাহাও তাঁহার ভাগে

---

(১) এই দুইটী ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সহিত এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পড়েনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পিতৃলোকগণ যজ্ঞে উপস্থিত আছেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পড়িল। জগতী নামক ছন্দ তাবৎ দেবতাকে আশ্রয় করিল(২)। এই রূপে ঋষিও মনুষ্যগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

৬। পুরাকালে যজ্ঞ উৎপন্ন হইলে পর, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি ও মনুষ্যগণ উক্ত নিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। প্রাচীন কালে যাঁহারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি মনের চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি।

৭। সাত জন দিব্য ঋষি স্তবসমূহ ও ছন্দ সংগ্রহপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। যেরূপ সারথিরা ঘোটকের রশ্মি হস্তে ধারণ করে, তদ্রূপ সেই বিদ্বান ঋষিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

---

১৩১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্র দেবতা। সুকীর্ত্তি ঋষি।

১। হে শত্রুপরাভবকারী ইন্দ্র! সম্মুখের দিকে, অথবা পশ্চাৎ দিকে যে সকল শত্রু আছে, উত্তরে, অথবা দক্ষিণে যাহারা আছে, সকলকেই দূরীভূত কর। হে বীর! আমরা যেন তোমার নিকট বিশিষ্ট সুখলাভ করিয়া আনন্দিত হইতে পারি।

২। যাহাদিগের ক্ষেত্রে যব জন্মিয়াছে, তাহারা যেমন পৃথক পৃথক করিয়া ক্রমশ সেই যব অনেক বারে কর্ত্তন করে, তদ্রূপ হে ইন্দ্র! যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে নমঃ শব্দ প্রয়োগ না করে, অর্থাৎ যাহারা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাহাদিগের ভোজনের সামগ্রী এখনই নষ্ট করিয়া দাও।

৩। যে শকটে একমাত্র পশু যোজিত আছে, তাহা কখন ও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না। যুদ্ধের সময় তাহা দ্বারা অন্ন লাভ করা যায় না। যাঁহারা গো, অশ্ব, অন্ন কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্‌গণ ঐ কারণে ইন্দ্রের বন্ধুত্বের জন্য লালায়িত হয়েন। অর্থাৎ ইন্দ্র সহায় না হইলে ঐ ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হয় না।

---

(২) এই সূক্তটীও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখানে আটটী ছন্দের নাম পাওয়া গেল, একটি একটি ছন্দকে এক এক দেবের সহিত মিলাইয়া দেওয়া কবির কল্পনা।

৪। হে কল্যাণমূর্ত্তি অশ্বিদ্বয়! যখন নমুচির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার সোম পান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্ম্মে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! যে রূপ পিতা মাতা পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরা চমৎকার সোম পান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্ভুত কার্য্যসমূহদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! স্বরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন।

৬ ও ৭। ইন্দ্র উত্তম ত্রাণকর্ত্তা, ধনশালী, সর্ব্বজ্ঞ, তিনি রক্ষা করিয়া সুখদায়ী হউন। শত্রুদিগকে নিবারণপূর্ব্বক তিনি অভয় দান করুন। আমরা যেন উত্তম ক্ষমতার অধিকারী হই। সেই যজ্ঞভাগগ্রাহী ইন্দ্রের নিকট যেন আমরা প্রসাদভাজন হই। তিনি যেন আমাদিগের প্রতি উত্তমরূপ সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি উৎকৃষ্ট ত্রাণকর্ত্তা ও ধনশালী। সেই ইন্দ্র যেন, কি দূরবর্ত্তী, কি নিকটবর্ত্তী সকল শত্রুকে আমাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিয়া দেন।

---

১৩২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। শকপূত ঋষি।

১। যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহারই জন্য আকাশ ধন তুলিয়া ধরিয়া আছেন। তাঁহাকেই পৃথিবী শ্রীযুক্ত করেন। যজ্ঞকারীকেই অশ্বিদ্বয় নানা সুখসামগ্রী দান করিয়া সন্তুষ্ট করেন।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা পৃথিবীকে ধারণ কর। উত্তম সুখ সামগ্রীর প্রার্থনাতে তোমাদের উভয়কে পূজা করিতেছি। যজমানের প্রতি তোমাদিগের যে সকল বন্ধুতাচরণ হইয়া থাকে, তাহার প্রভাবে আমরা যেন শত্রু জয় করি।

৩। হে মিত্রাবরুণ! যখনই তোমাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞসামগ্রী আয়োজন করি, তখনই চমৎকার ধনের নিকটে উপস্থিত হই। যজ্ঞদান-কারী ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত হয়, তাহার উপর কোন উপদ্রব সংঘটন হয় না।

৪। হে অসুর মিত্র! আকাশ যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, অর্থাৎ সূর্য্য, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন। হে বরুণ! তুমি সকলের রাজা। তোমাদিগের রথের মস্তক এই দিকে আসিতেছে। হিংসাকারীদিগের বিনাশকর্ত্তা এই যে যজ্ঞ, ইহার উপর এতটুকু অকল্যাণও স্পর্শ হইবেক না।

৫। এই আমি শকপূত, আমাতে যে পাপ আছে, তাহা আমার সেই নীচস্বভাব শত্রু দিগকেই নষ্ট করিতেছে, যে হেতু মিত্রদেব আমার হিতকারী আছেন। সেই মিত্রদেব আসিয়া শরীরের রক্ষা বিধান করুন, যে সকল উত্তম উত্তম্ যজ্ঞসামগ্রী আছে, তিনি তাহাও রক্ষা করুন।

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ! অদিতিই তোমাদিগের উভয়ের মাতা; দ্যুলোক ও ভূলোককে জলের দ্বারা পরিষ্কার কর; এই নিম্নলোকে উত্তম উত্তম সামগ্রী দাও; সূর্য্যকিরণদ্বারা সমস্ত ভুবন পবিত্র কর।

৭। তোমরা উভয়ে কার্য্যের দ্বারা রাজা হইয়া বসিয়াছ। তোমাদিগের যে রথ বন মধ্যে বিহার করে, তাহা এক্ষণে ধুরার উপর অবস্থিতি করুক। যে হেতু সেই সকল শত্রুলোক আক্রোশপূর্ব্বক চীৎকার করিতেছে। বুদ্ধিমান্ নৃমেধ (আমার পিতা) উপদ্রব হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

---

১৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুদাস ঋষি।

১। ইন্দ্রের যে সৈন্য তাঁহার রথের সম্মুখভাগে আছে, উত্তমরূপ তাঁহার পূজা কর। যুদ্ধের সময় দুই শত্রু নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন তিনি পলায়ন করেন না। এই রূপে বৃত্রকে বধ করেন। আমাদিগের প্রভু সেই ইন্দ্র আমাদিগের সংবাদ লউন। বিপক্ষদিগের ধনুগু‍ণ ছিন্ন হইয়া যাউক।

২। যে সকল জলরাশি নীচে আসে, তাহা তুমিই মোচন করিয়া দাও এবং বৃত্রকে বধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি অজেয় ও শত্রুর অবধ্য হইয়া জন্মিয়াছ, বিশ্বকে পালন করিয়া থাক। তোমাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ জানিয়া আমরা নিকটে আসিয়াছি। বিপক্ষ দিগের ধনুগু‍ণ, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋক্ দেখ)।

৩। যাহারা দান করেনা, এতাদৃশ তাবৎ শত্রু দৃষ্টিপথ হইতে দূর হউক। আমাদিগের স্তবগুলি চলিতে থাকুক। হে ইন্দ্র! যে শত্রু আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহার প্রতি মৃত্যু প্রেরণ কর। তোমার যে দানশীলতা; তাহা আমাদিগকে ধন দান করুক। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৪। হে ইন্দ্র! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণপূর্ব্বক যে সকল লোক আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরাশায়ী কর, কারণ তুমি শত্রু পরাভব কর ও শত্রুকে পীড়া দাও। বিপক্ষদিগের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৫। আমাদিগের সনাভি হউক, বা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হউক, যে কেহ আমাদিগের অনিষ্ট করে, যেমন প্রকাণ্ড আকাশ সকল বস্তুকে নীচস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদ্রূপ তুমি তাহার বল নীচস্থ কর। আপনা হইতেই বিপক্ষের ধনুর্গুণ, ইত্যাদি।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার অনুগত, তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত কার্য্যের উদ্যোগ করিতেছি। পুণ্যকর্ম্মের পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চল, আমরা যেন সকল পাপ অতিক্রম করি। বিপক্ষদিগের, ইত্যাদি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে তুমি সেই বিদ্যা উপদেশ কর, যাহার প্রভাবে স্তবকারীর মনোরথ পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীস্বরূপ যে গাভী, ইহা যেন বিপুল আপীনবিশিষ্ট হইয়া এবং সহস্র ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত করিয়া আমাদিগক পরিতৃপ্ত করে।

---

১৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মান্ধাতা ঋষি, এবং সপ্তম ঋকের গোধা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি ঊষার ন্যায় দ্যুলোক ও ভূলোককে পরিপূর্ণ কর, তুমি মহতেরও মহৎ, মনুষ্যদিগের উপরিবর্ত্তী সম্রাট্। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন।

২। যে দুরাত্মাব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক থাকিলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দাও; যে আমাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে ধরাশায়ী কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৩। হে ক্ষমতাবান্ শত্রুসংহারী ইন্দ্র! সেই যে প্রচুর অন্ন সমস্ত, যাহাতে সকলেরই আনন্দ হয়, তাহা তোমার ক্ষমতাবলে আমাদিগের দিকে প্রেরণ কর। সেই সঙ্গে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৪। হে শতক্রতু ইন্দ্র! তুমি যখন নানা অন্ন প্রেরণ করিবে, তখন সোমযাগকারী যজমানকে সহস্রপ্রকারে রক্ষা করিবে এবং ধনও দিবে। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৫। উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঘর্ম্মবিন্দুর ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হউক, দুর্ব্বার প্রতানের (কাঁণ্ড, ডাঁটা), ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রগুলি বিশ্বব্যাপী হউক, আমাদিগের দুর্ম্মতি দূর হউক। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৬। হে জ্ঞানবান্ ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখস্থিত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তিঅস্ত্রদ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী, ইত্যাদি।

৭। হে দেবতাগণ! তোমাদিগের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নাই, কোনও কর্ম্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তন্মাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি।

---

১৩৫ সূক্ত।

যম দেবতা। কুমার ঋষি।

১। চমৎকার পত্রদ্বারা শোভিত যে বৃক্ষের উপরে যমদেব দেবতাদিগের সঙ্গে একত্রে পান করেন, আমাদিগের নরপতি পিতা ইচ্ছা করিয়াছেন, যে আমি সেই বৃক্ষে যাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হই।

২। পিতা আমার প্রতি নির্দয় হইয়া 'পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গী হও', এই আদেশ করাতে আমি তাঁহার প্রতি বিরক্তিসূচক দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, পরে সেই বিরাগ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অনুরক্ত হইয়াছি।

৩। (যমের উক্তি)—ওহে কুমার! তুমি মনে মনে এমন এক খানি নূতন রথ প্রার্থনা করিয়াছিলে, যাহার চক্র নাই, যাহার একমাত্র ঈষা, (বোম), অথচ যাহা সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতে সমর্থ। তুমি না বুঝিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়াছ।

৪। ওহে কুমার! বুদ্ধিমান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি সেই রথ ধাবিত করিয়াছ, উহা তোমার পিতার সান্ত্বনা-পূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলিয়াছে, সেই উপদেশ উহার নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। সেই নৌকাতে সংস্থাপিত হইয়া ঐ রথ এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

৫। কে এই বালকের জন্মদাতা? কে এই রথ প্রেরণ করিয়াছে? যাহাতে এই বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, সে সন্ধান অদ্য আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে?।

৬। যাহাতে বালক যমকর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হইবেক, তাহা অগ্রেই বলা হইয়াছিল। প্রথমে পিতার উপদেশের মূল অংশ প্রকাশ হইল, পশ্চাৎ প্রত্যাগমনের উপায় কহা হইল।

৭। এই দেখিতেছি, যমের বাটী, লোকে কহে, ইহা দেবতাদিগের কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দেখিতেছি, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া আছে, এই দেখিতেছি, ইঁহাকে লোকে স্তব করিতেছে(১)।

---

১৩৬ সূক্ত।

অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু দেবতা। জূতি, প্রভৃতি ঋষিগণ।

১। কেশীনামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতিঃ, ইহারি নাম কেশী।

২। বাতরশনের বংশীয় মুনিরা পিঙ্গলবর্ণ মলিন বস্ত্র ধারণ করেন তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর গতির অনুগামী হইয়াছেন।

---

(১) কুমার নচিকেতা পিতার কথায় যমপুরী দেখিতে যান, সেই আখ্যান লইয়া সম্ভবতঃ এই সূক্ত মূর্ত্তি কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে।

৩। তপস্যারসের রসিক হইয়া আমরা তাহাতে উন্মত্তবৎ, আমরা বায়ুর উপর আরোহণ করিলাম। হে মনুষ্যগণ! তোমরা কেবল আমাদিগের শরীরমাত্র দেখিতে পাইতেছ, অর্থাৎ আমাদিগের প্রকৃত আত্মা বায়ুরূপী হইয়াছে।

৪। যিনি মুনি হন, তিনি আকাশে উড্ডীন হইতে পারেন, সকল বস্তু দেখিতে পান। যে স্থানে যত দেবতা আছেন, তিনি সকলের প্রিয় বন্ধু, সৎকর্ম্মের জন্যই তিনি জীবিত আছেন।

৫। যিনি মুনি হন, তিনি বায়ুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটকস্বরূপ, তিনি বায়ুর সহচর, দেবতারা তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন।

৬। কেশীদেব অপ্সরাদিগের, গন্ধর্ব্বদিগের এবং হরিণদিগের বিচরণ স্থানে বিহার করেন। তিনি জ্ঞাতব্য সকল বিষই জানেন ও তিনি অতি চমৎকার, সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ী বন্ধুস্বরূপ।

৭। কেশী যখন রুদ্রের সহিত একত্রে জলপান করেন, তখন বায়ু সেই জল আলোড়িন করিয়া দেন এবং কঠিন করকাগুলি ভগ্ন করিয়া দেন(১)।

---

১৩৭ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বসিষ্ট, যথাক্রমে এই সাত ঋষি।

১। হে দেবতাবর্গ! তোমরাই আমাকে নিম্নে পাতিত করিয়াছ, তোমরাই আবার ঊর্দ্ধে তুলিয়া লও। হে দেবগণ! হয়ত আমি অপরাধ করিয়াছি; পুনর্ব্বার প্রাণ দান দাও।

২। সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন কি আরো দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত, এই দুই বায়ু বহিয়া থাকে; এক বায়ু তোমার বলাধান করিতে করিতে আগমন করুক, অন্য বায়ু তোমার পাপ ধ্বংসের জন্য বহমান হউক।

---

(১) কেশী দেব কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এ সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, মুনিদিগের সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, তাহাও আধুনিক।

৩। হে বায়ু! তুমি ঔষধ এই দিকে বহিয়া আন; যাহা অহিতকর, এই দিক্ হইতে বহিয়া লইয়া যাও। যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ, তুমিই দেবতাদিগের দূত হইয়া যাও।

৪। হে যজমান! তোমার মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন শান্তি করিয়াছি তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্য্যও করিয়াছি। যাহাতে তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান হয়, সেই কার্য্য করিয়াছি। তোমার রোগ এখনি দূর করিয়া দিতেছি।

৫। দেবতারা এক্ষণে রক্ষা করুন; মরুৎগণ রক্ষা করুন, তাবৎ চরাচর রক্ষা করুক; এই ব্যক্তি নীরোগ হউক।

৬। জলই ঔষধরূপ; জলই রোগশান্তির কারণ; জল সকল রোগেরই ঔষধ। সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান করিয়া দেয়।

৭। দুই হস্তে দশ অঙ্গুলি আছে, বাক্যের অগ্রে অগ্রেজিহ্বা বিচলিত হয়; তোমার রোগশান্তির জন্য ঐ হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করিতেছি(১)।

---

১৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার প্রতি বন্ধুত্ব করিবার জন্য যজ্ঞকর্ত্তারা যজ্ঞ সামগ্রী বহন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বলকে বিদীর্ণ করিলেন। তখন স্তব করা হইল, কুৎসকে তুমি প্রভাতের আলোক দিলে, জল মোচন করিলে এবং বৃত্রের কার্য্য সমস্ত ধ্বংস করিলে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি জননীতুল্য জলদিগকে মোচন করিয়াছ, পর্ব্বতদিগকে বিচলিত করিলে, গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেলে, সুমিষ্ট মধু (সোম) পান করিলে, বনের বৃক্ষদিগকে বৃষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করিলে, যজ্ঞোপযোগী স্তুতিবাক্য দ্বারা ইন্দ্রের স্তব হইল, ইঁহার ক্রিয়াদ্বারা সূর্য্য দীপ্তিশালী হইলেন।

---

(১) এ সূক্তটী রোগ নিবারণের মন্ত্রস্বরূপ।

৩। সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যে আপনার রথ চালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেখিলেন, দাসজাতীর সমকক্ষ আর্য্যজাতি, (অর্থাৎ আর্য্যজাতি দাসের নিকট পরাজিত হয় না)(১)। ইন্দ্র ঋজিশ্বা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিপ্রু নামক মায়াবী অসুরের(২) বলবীর্য্য নষ্ট করিয়া দিলেন।

৪। দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুসৈন্যদিগকে নষ্ট করিলেন; তিনি দেবশূন্যদিগের ধনসমূহ ধ্বংস করিলেন। সূর্য্য যেরূপ মাসে মাসে পৃথিবীর রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ তিনি শত্রুপুরীস্থিত ধন হরণ করিলেন। তিনি স্তব গ্রহণ করিতে করিতে উজ্জ্বল অস্ত্রদ্বারা শত্রু নিপাত করিলেন।

৫। ইন্দ্রের সেনার সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বত্রগামী বিদীর্ণকারী বজ্রদ্বারা তিনি বৃত্র নিপাতপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করেন, বিদীর্ণকারী ইন্দ্র-বজ্র হইতে শত্রুগণ ভীত হইল। সর্ব্ববস্তু শোধনকারী সূর্য্যদেব চলিতে আরম্ভ করিলেন। উষাদেবী আপনার শকট চালিত করিয়া দিলনে।

৬। হে ইন্দ্র! এই সকল বীরত্বের কার্য্য কেবল তোমারই শুনা যায়, যেহেতু তুমি অসহায়ে যজ্ঞ বিঘ্নকারী অসহায় শত্রুকে হিংসা করিয়াছ। তুমি আকাশের উপর চন্দ্রের গতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ। সূর্য্যের রথচক্রকে যখন বৃত্র ভঙ্গ করে, তখন সকলের পিতা দ্যুলোক তোমাদ্বারাই সেই চক্র ধারণ করাইয়া থাকেন।

---

১৩৯ সূক্ত।

সবিতা ও বিশ্বাবসু দেবতা। বিশ্বাবসু ঋষি।

১। দেবসবিতা সূর্য্যের কিরণে কিরণযুক্ত, উজ্জ্বল কেশবিশিষ্ট; তিনি পূর্ব্বদিকে ক্রমাগত আলোকের উদয় করিতে থাকেন। তাঁহার জন্ম হইলে পূষাদেব অগ্রসর হয়েন, ইনি জ্ঞানী, সমস্ত ভুবন দর্শন ও রক্ষা করেন।

২। ইনি মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করতঃ আকাশের মধ্যে অবস্থিতি করেন, দ্যুলোক ও ভূলোক ও মধ্যস্থিত আকাশ আলোক পূর্ণ করেন। তিনি

---

(১) আর্য্য ও অনার্য্যদিগের উল্লেখ। ইহার নীচের ঋকটীও দেখ।

(২) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার এই সূক্তের আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছে।

দিক্‌ সমস্ত ও কোণ সমস্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বভাগ, পরভাগ, মধ্যভাগ ও প্রান্তভাগ, সকলি প্রকাশিত করেন।

৩। সেই সূর্য্যদেব ধনের মূলস্বরূপ, সম্পত্তির মিলনস্থানস্বরূপ। তিনি নিজ ক্ষমতায় তাবৎ দ্রষ্টব্য পদার্থকে প্রকাশিত করেন। তিনি সবিতা-দেবের ন্যায় সত্যকর্ম্মা, অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা সফল হয়। যে স্থানে ধন সকল একত্র মিলিত হয়, তথায় তিনি ইন্দ্রের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

৪। হে সোম! যখন জল সকল বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বকে দেখিল, তখন পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে তাহারা বিলক্ষণরূপে নির্গত হইল। সেই জল সমস্ত যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্র উক্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তিনি সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন।

৫। বিশ্বাবসু নামে দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্ব জলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ঐ সকল বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিন। যাহা যথার্থ অথবা যাহা আমা-দিগের অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগের চিন্তা প্রবর্ত্তিত করুন, আমা-দিগের বুদ্ধিগুলি রক্ষা করুন(১)।

৬। নদীদিগের চরণদেশে ইন্দ্র একটী মেঘ দেখিলেন; তিনি প্রস্তরময় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। গন্ধর্ব্ব এই সমস্ত নদীর জলের কথা উল্লেখ করিলেন, ইন্দ্র মেঘদিগের বল উত্তম জানেন।

---

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তোমার প্রশস্ত অন্ন আছে; তোমার শিখাগুলি বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছে; ঔজ্জ্বল্যই তোমার সম্পত্তি; তোমার দীপ্তি প্রকাণ্ড; তুমি ক্রিয়াকুশল; তুমি দাতা ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট অন্ন ও বল দাও।

২। হে অগ্নি! যখন তুমি দীপ্তির সহিত উদয় হও, তখন তোমার তেজঃ সকলকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকে, ইহা শুক্লবর্ণ ধারণপূর্ব্বক বৃহৎ হইয়া উঠে। তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক স্পর্শ করিতে থাক; তুমি যেন পুত্র,

(১) বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বই বৃষ্টিদাতা দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন।

তাহারা যেন মাতা, সেই নিমিত্ত যেন তুমি ক্রীড়া করতঃ তাহাদিগকে আলিঙ্গন কর।

৩। হে তেজের পুত্র জাতবেদা! উৎকৃষ্ট স্তব পাঠসহকারে তোমাকে সংস্থাপন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ কর। তোমার উপরেই নানাবিধ ও নানাপ্রকারে সংগৃহীত উত্তম উত্তম যজ্ঞসামগ্রী হোম করা হইয়াছে।

৪। হে অমর অগ্নি! নবজাতকিরণমণ্ডলে বিভূষিত হইয়া আমাদিগের নিকট ধন বিস্তার কর, তুমি সুদৃশ্য মূর্ত্তিতে সুশোভিত হইয়াছ, সর্ব্বফলদাতা যজ্ঞেক সংস্পর্শ করিতেছ।

৫। হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের শোভাসম্পাদক, জ্ঞানী, প্রচুর অন্ন দান করিয়া থাক, উত্তম উত্তম বস্তুও দান কর। এতাদৃশ তোমাকে স্তব করি। অতি সুন্দর প্রচুর অন্ন দাও এবং সর্ব্বফলোৎপাদক ধন দান কর।

৬। যজ্ঞোপযোগী সর্ব্বদ্রষ্টা প্রকাণ্ড অগ্নিকে মনুষ্যগণ সুখের জন্য আধান করিয়াছে। তোমার কর্ণ সকলি শুনে, তোমার মত বিস্তারশালী কিছু নাই, তুমি দেবলোকবাসী, এতাদৃশ তোমাকে মনুষ্যেরা স্ত্রীপুরুষে স্তব করে।

---

১৪১ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। অগ্নি ঋষি।

১। হে অগ্নি! উপযুক্ত মত উপদেশ দাও, আমাদিগের প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে নরপতি! তুমি ধনের দানকর্ত্তা, অতএব আমাদিগকে দান কর।

২। অর্য্যমা, ভগ, বৃহস্পতি, দেবগণ, সত্যপ্রিয় বাক্যময়ী সরস্বতী দেবী, ইঁহারা সকলে আমাদিগেকে দান করুন।

৩। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা সোম রাজাকে, অগ্নি, সূর্য্য, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, বৃহস্পতিকে স্তবের দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

৪। ইন্দ্র ও বায়ু ও বৃহস্পতি, ইঁহাদিগকে ডাকিলে আনন্দ হয়, ইঁহাদিগকে ডাকিতেছি, ইঁহারা যেন সকলেই ধনলাভবিষয়ে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন।

৫। অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, সরস্বতী এবং শীঘ্রগামী সবিতাদেবকে দানের জন্য অনুরোধ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি অপরাপর অগ্নিদিগের সহিত এক হইয়া আমাদিগের স্তব ও যজ্ঞের শ্রীবৃদ্ধি কর। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য তুমি দাতাদিগকে ধনদান করিতে অনুরোধ কর।

১৪২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। জরিতা প্রভৃতি চারিপক্ষী, প্রত্যেকে দুই দুই ঋকের ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই জরিতা তোমার স্তবকর্ত্তা হইয়াছেন। হে বলের পুত্র! তোমার ন্যায় আত্মীয় কেহ নাই। তোমার বাসস্থান সুন্দর, তাহার তিনটী প্রকোষ্ঠ। তোমার উত্তাপে দগ্ধ হইতেছি, তোমার উজ্জ্বলশিখা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।

২। হে অগ্নি! অন্নকামনাবশত তুমি যখন উৎপন্ন হও, তখন তোমার উৎপত্তি কি সুন্দর। তুমি বন্ধুর ন্যায় সকল ভুবন বিভূষিত কর, ইতস্ততোগামী শিখাগুলি আমাদিগের স্তবের উদয় করিয়া দিয়াছে, তাহারা পশুপালকের ন্যায় আপনা হইতেই অগ্রে অগ্রে যাইতেছে।

৩। হে দীপ্তিশালী অগ্নি! তুমি যখন দাহ কর, তখন অনেক তৃণ আপন হইতে ত্যাগ করিয়া যাও। হয়ত, তুমি শস্যযুক্ত ভূমিকে শস্য শূন্য করিয়া ফেল। আমরা যেন তোমার প্রবল শিখার কোপে পতিত না হই।

৪। যখন তুমি উপরিস্থিত ও নিম্নস্থিত বস্তুদিগকে দগ্ধ করিতে যাও, তখন লুণ্ঠনকারী সৈন্যদিগের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে গমন কর। যখন বায়ু তোমার পশ্চাৎ বহিতে থাকে, তখন তুমি বিস্তর প্রদেশ তেমনি মুণ্ডন করিয়া দেও, যেমন নাপিত লোকের শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দেয়(১)।

৫। এই অগ্নির অনেক শিখা সৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁর গন্তব্য স্থান এক, কিন্তু রথ অনেক। হে অগ্নি! তুমি যেন দুই বাহু মার্জ্জনা করিতে করিতে স্বয়ং নম্রমূর্ত্তি হইয়া ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরোহন কর।

(১) এই ঋকে লুণ্ঠনকারী সেনার উল্লেখ আছে ও শ্মশ্রুমুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে।

৬। হে অগ্নি! তোমাকে স্তব করা হইতেছে; তোমার তেজঃ, তোমার শিখা, তোমার বলবিক্রম উদয় হউক, তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, উর্দ্ধে গমন কর, নিম্নে নামিয়া এস। তোমার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে তাবৎ বসু উপবেশন করুক।

৭। এই স্থান জলের আধার, এই স্থানে সমুদ্র অবস্থিত আছেন, হে অগ্নি! তুমি আর এক পথ ধর, সেই পথ দিয়া যথা ইচ্ছা যাও।

৮। হে অগ্নি! তুমি আগমন করিলে, অথবা প্রতিগমন করিলে বিস্তর পুষ্পবতী দুর্ব্বা এই স্থানে উৎপন্ন হউক। এই স্থানে হ্রদ আছে, শ্বেত পদ্ম আছে, সমুদ্রের অবস্থিতি আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

১৪৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! অত্রিঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে, যে তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্য স্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

২। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া এলেন।

৩। হে শুভ্রবর্ণ সুশ্রী নায়ক দ্বয়! অত্রিকে বুদ্ধিদান করিতে ইচ্ছা কর, হে স্বর্গের নায়কদ্বয়! তাহা হইলে আবার স্তব কীর্ত্তন করিতে পারি।

৪। হে উত্তম অন্নসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! হে নায়কদ্বয়! তোমরা যখন আমাদিগের গৃহে মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে আসিয়া রক্ষা করিয়াছ, তখন বুঝিতেছি যে আমাদিগের দান এবং আমাদিগের স্তব তোমরা জানিতে পারিয়াছ।

৫। ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল, তোমরা পক্ষযুক্ত নৌকা লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে। হে সত্যস্বরূপ অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ করিয়া দিলে।

৬। হে সর্ব্বজ্ঞ নায়কদ্বয়! তোমরা ভাগ্যবস্তু লোকের ন্যায় দাতা হইয়া আমাদিগের নিকটে ধনসহকারে আগমন কর। যেরূপ দুগ্ধ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া গাভীর আপীন পূর্ণ করে, তদ্রূপ আমাদিগকে ধনে পূর্ণ কর।

১৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুপর্ণ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা। তোমার জন্য এই অমৃততুল্য সোম ঘোটকের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ইহা বলের আধানকারী এবং সকলের জীবনস্বরূপ।

২। দাতা ইন্দ্রের উজ্জ্বল বজ্র আমাদিগের স্তবের যোগ্য। ইন্দ্র ঊর্দ্ধকৃশন নামক স্তবকর্ত্তাকে পালন করেন; যেমন ঋভুদেব যজ্ঞকর্ত্তাকে পালন করেন, তদ্রূপ ইনি পালন করেন।

৩। উজ্জ্বলমূর্ত্তি ইন্দ্র যজমানস্বরূপ নিজ প্রজাদিগের নিকট অতি সুচারুরূপে গতিবিধি করেন। আমি যে শ্যেন (অর্থাৎ সুপর্ণ) ঋষি, তিনি যেন আমার বংশ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৪। শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ অতি দূর দেশ হইতে সোম আনিয়াছেন, তাহা অশেষ কর্ম্মের উপযোগী, তাহা বৃত্রের উৎসাহ বৃদ্ধি করে।

৫। তাহা রক্তবর্ণ, তাহা অন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা দেখিতে সুন্দর, তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাহা শ্যেন আপন চরণের দ্বারা আহরণ করিয়াছে। হে ইন্দ্র! এই সোমের অনুরোধে অন্ন, পরমায়ু ও জীবন বিতরণ কর, ইহার অনুরোধে আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব কর।

৬। সোম পান করিয়া ইন্দ্র দেবতাদিগকে এবং অস্মদাদিকে বিশিষ্টরূপ রক্ষা করেন। হে উৎকৃষ্ট কর্ম্মকারী ইন্দ্র! যজ্ঞের অনুরোধে আমাদিগকে অন্ন ও পরমায়ু প্রদান কর, যজ্ঞের অনুরোধে এই সোম আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

---

১৪৫ সূক্ত।

সপত্নী পীড়ন দেবতা। ইন্দ্রাণী ঋষি।

১। এই যে তীব্র শক্তিযুক্ত লতা, ইহা ওষধি, ইহা আমি খননপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাদ্বারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায়, ইহা দ্বারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

২। হে ওষধি! তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়-স্বরূপ, দেবতারা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার তেজ অতি তীব্র, তুমি আমার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও; যাহাতে আমার স্বামী আমারি বশীভূত থাকেন, তুমি তাহা করিয়া দাও।

৩। হে ওষধি! তুমি প্রধান; আমিও যেন প্রধান হই, প্রধানের উপর প্রধান হই। আমার সপত্নী যেন নীচেরও নীচ হইয়া থাকে।

৪। সেই সপত্নীর নাম পর্য্যন্ত আমি মুখে আনি না। সপত্নী সকলের অপ্রিয়, দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি সপত্নীকে পাঠাইয়া দি।

৫। হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা, আমারও ক্ষমতা আছে; এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাপন্ন হইয়া সপত্নীকে হীনবল করি।

৬। হে পতি! এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান (বালিশ) তোমাকে মস্তকে দিতে দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল নিম্নপথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার দিকে ধাবিত হয়(১)।

---

(১) এই সূক্তটী সপত্নীদিগের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র। এটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক তাহা বলা বাহুল্য। এসূক্ত রচনার সময় বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদিগের মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাবছিল, তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।

১৪৬ সূক্ত।

অরণ্যানী দেবতা। দেব মুনি ঋষি।

১। হে অরণ্যানি! (বৃহৎ বন)। হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইয়া যাও, (অর্থাৎ কতদূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। তুমি কেন গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয় না?।

২। এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চীচী, ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীনার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে।

৩। অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, (এইরূপ ভ্রম হয়), কোথাও যেন একটী অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাবেলা যেন উহার মধ্য হইতে কত কত শকট নির্গত হইয়া আসিতেছে(১)।

৪। তবে কি এই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে কি এই আর এক ব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরণ্যানীর মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেলা কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল।

৫। বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণ বধ করেন না। অন্য জন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কাল ক্ষেপ হয়।

৬। মৃগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিদ্যমান আছে, তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই। অরণ্যানী হরিণদিগের জননীস্বরূপা। এই রূপে আমি অরণ্যানী বর্ণনা করিলাম।

---

(১) আলোক ও অন্ধকারের ক্রীড়া বশতঃ এই সকল অলীক দৃষ্টি। এই সূক্তটী অরণ্য সম্বন্ধে একটি কবিতা মাত্র।

১৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুমেধা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার ক্রোধকে আমি প্রধান বলিয়া মান্য করি। কারণ, তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং লোকহিতার্থে বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছ। দ্যুলোক ও ভূলোক তোমারই অধীন হইয়া থাকে। হে বজ্রধারী! এই পৃথিবী তোমার প্রভাবে কাঁপিতে থাকে।

২। হে ইন্দ্র! তোমার কিছুমাত্র নিন্দা নাই। তুমি অন্ন সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়া আপনার ক্ষমতা দ্বারা মায়াবী বৃত্রকে পীড়া দিলে। মনুষ্যগণ গোকামনা করিয়া তোমারি নিকট যাচক হয়। সকল যজ্ঞ ও হোমের সময় তোমাকেই প্রার্থনা করে।

৩। হে ধনশালী! হে পুরুহূত! এই সকল বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট প্রাদুর্ভূত হও, ইহারা তোমার প্রসাদে শ্রীবৃদ্ধিশালী ও ধনবান্ হইয়াছেন। পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য অভিলষিত বস্তুলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট ধন পাইবার নিমিত্ত ইঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক বলবান্ ইন্দ্রেরই পূজা করেন।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে সোমপানজনিত আনন্দ প্রদান করিতে জানে, সেই প্রচুর পরিমাণ ধন প্রার্থনা করে। হে ধনশালী ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞদাতা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন কর, সে শীঘ্রই নিজ কিঙ্করদিগের দ্বারা ধনে অন্নে পরিপূর্ণ হয়।

৫। বল পাইবার জন্য তোমাকে বিশিষ্টরূপ স্তব করা হয়, তুমি বিপুল বল প্রদান কর, ধনও দাও। হে প্রিয়দর্শন! তুমি মিত্র ও বরুণের ন্যায় অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী, তুমি আমাদিগকে অন্ন সমস্ত ভাগ করিয়া দিয়া থাক।

১৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র। দেবতা। পৃথু ঋষি।

১। হে প্রচুরধনশালী ইন্দ্র! আমরা সোম প্রস্তুত করিয়া এবং অন্নের আয়োজন করিয়া তোমাকে স্তব করিতেছি। যে সম্পত্তি তোমার মনের অনুরূপ, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর। তোমার আশ্রয়ে আমরা নিজ উদ্যোগেই যেন ধন লাভ করি।

২। হে বীর প্রিয়দর্শন ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করিবার পরই সূর্য্য-মূর্ত্তিতে দাসজাতীয় প্রজাদিগকে পরাভব কর। যে গুহার মধ্যে লুক্কাইত, বা জলের মধ্যে নিগূঢ় আছে, তাহাকেও পরাভব কর। বৃষ্টি পতন হইলেই আমরা সোম প্রস্তুত করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি প্রভু, বিদ্বান্, মেধাবী ও ঋষিদিগের স্তব কামনা কর, সেই স্তুতিবাক্যগুলি অনুমোদন কর। আমরা সোমের দ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছি, অতএব আমরা যেন তোমার অন্তরঙ্গ হই। হে রথারূঢ়! এই সকল আহারের দ্রব্য তোমাকে নিবেদন।

৪। হে ইন্দ্র! এই সকল প্রধান প্রধান স্তব তোমার উদ্দেশে পাঠ করা হইয়াছে। হে বীর! যাঁহারা প্রধানের প্রধান, তাঁহাদিগকে অন্ন দান কর। যাহাদিগকে স্নেহ কর, তাহারা যেন তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে। যাঁহারা স্তব করিবার জন্য একত্রে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে বীর ইন্দ্র! আমি পৃথু তোমাকে ডাকিতেছি, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, বেনের পুত্র পৃথুর স্তবের দ্বারা তোমাকে স্তব করা হইতেছে। এই বেনপুত্র ঘৃতযুক্ত যজ্ঞগৃহে আসিয়া তোমাকে স্তব করিয়াছে। আর আর স্তবোচ্চারণকারীগণও ধাবিত হইতেছে, যেরূপ তরঙ্গগণ নিম্নপথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে।

---

১৪৯ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অর্চ্চৎ ঋষি।

১। সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রাখিযাছেন, তিনি বিনা অবলম্বনে দ্যুলোককে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই দেখ, আকাশে সমুদ্রের ন্যায় মেঘরাশি অবস্থিত আছে, ইহারা ঘোটকের ন্যায় গাত্র কম্পিত করে, ইহারা নিরুপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে, ইহা হইতে সবিতাই জল নির্গত করেন।

২। সমুদ্রতুল্য মেঘরাশি যে স্থানে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করে, জলের পুত্র সবিতা ঐ স্থান জানেন। তাঁহা হইতেই পৃথিবী, তাঁহা হইতেই আকাশ উদয় হইয়াছে, তাঁহা হইতেই দ্যুলোক ও ভূলোক বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

৩। যে সকল দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইয়া থাকে, যাঁহারা অমর ভুবনের উৎপন্ন জীবস্বরূপ; তাঁহারা শেষে জন্মিয়াছেন। সুপর্ণ গরুত্মান্ সবিতা হইতে অগ্রে জন্মিয়াছেন। তিনি ইঁহার ধারানুক্রিয়ার পশ্চাৎ বর্ত্তী।

৪। সেই সবিতা যাঁহাকে সংসারশুদ্ধ সকলে প্রার্থনা করে, তিনি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তিনি আমাদিগের নিকট সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত আগমন করুন, যেমন গাভীগণ গ্রামের দিকে যায়, যেমন যোদ্ধাব্যক্তি অশ্বের দিকে যায়, যেমন নবপ্রসূতা ধেনু প্রসন্নমনে দুগ্ধ বর্ষণ করিতে করিতে বৎসের দিকে যায়, যেমন স্বামী স্ত্রীর নিকটে যায়।

৫। হে সবিতা! যেমন অঙ্গিরার বংশসম্ভূত আমার পিতা হিরণ্যস্তূপ এই যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তদ্রূপ আমি তাঁহার পুত্র অর্চ্চৎ তোমার নিকট আশ্রয় লাভের জন্য বন্দনা করিতে করিতে তোমার সেবার জন্য তেমনি সতর্ক রহিয়াছি, যেমন যজমানেরা সোমলতা রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে।

---

১৫০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মৃড়ীক ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করিয়া থাক, তোমাকে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত হইয়াছ। আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণের সহিত আমাদিগের যজ্ঞে এস, সুখ দিবার জন্য এস।

২। এই যজ্ঞ, এই স্তব, ইহা গ্রহণ কর, নিকটে এস। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা মনুষ্য, তোমাকে ডাকিতেছি, সুখের জন্য ডাকিতেছি।

৩। তুমি জাতবেদা, সকলের প্রার্থিত, তোমাকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। হে অগ্নি! যাঁহাদিগের কার্য্য সুখকর, সেই সকল দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া এস, সুখের জন্য এস।

৪। দেব অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত হইয়াছেন। মনুষ্যেরা ঋষিরা, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছে। প্রচুর অর্থলাভ উদ্দেশে অগ্নিকে ডাকিতেছি। তিনি আমাকে সুখী করুন।

৫। অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ পুরোহিত অগ্নিকে আহ্বান করেন, সুখের জন্য আহ্বান করেন।

---

১৫১ সূক্ত।

শ্রদ্ধা দেবতা। শ্রদ্ধা ঋষি।

১। শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন(১)। শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞ-সামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মস্তকের উপরে থাকেন। ইহা আমি স্পষ্ট বাক্যে জানাইতেছি।

---

(১) শ্রদ্ধা অর্থে ধর্ম্মে বা সত্যে বিশ্বাস, তাহা হইতে একটী দেবীরূপে উপাসিত হইলেন। এ সূক্তটী আধুনিক; ৩ ঋকে অসুর শব্দ পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। হে শ্রদ্ধা! যে দান করে, তুমি তাহার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর; যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে, তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা! আমার এই কথাটী রক্ষা কর।

৩। যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা এই শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন, যে, ইহাদিগকে বধ করিতেই হইবে। হে শ্রদ্ধা! যাহারা ভোজন করায় ও যজ্ঞ করে, তাহাদিগের বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাটী সফল কর।

৪। দেবতারা এবং যজমান ব্যক্তিরা বায়ুকে রক্ষকস্বরূপ পাইয়া শ্রদ্ধারই উপাসনা করেন। মনে কোন সংকল্প উদয় হইলে লোকে শ্রদ্ধারই শরণাগত হয়। শ্রদ্ধার প্রসাদে ধন লাভ করা যায়।

৫। শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আহ্বান করি, শ্রদ্ধাকেই মধ্যাহ্ন কালে ডাকি; যখন সূর্য্য অস্ত যান, তখনও শ্রদ্ধারই নাম করি। হে শ্রদ্ধা! এই স্থানে আমাদিগকে শ্রদ্ধাযুক্ত করিয়া দাও।

---

১৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শাস ঋষি।

১। আমি শাস এই রূপে ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ, শত্রুভক্ষণকারী ও আশ্চর্য্য, তোমার সখার মৃত্যু নাই, তাহার কখনও পরাজয় হয় না।

২। যিনি কল্যাণ দান করেন, যিনি প্রজাবর্গের অধিপতি, বৃত্রের বিনাশকর্ত্তা, যুদ্ধে রত, শত্রুকে বশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, সোম পান করেন, অভয় দান করেন, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সমক্ষে আগমন করুন।

৩। হে বৃত্র-সংহারী ইন্দ্র! রাক্ষসকে ও শত্রুদিগকে বধ কর; বৃত্রের দুই হনু ভঙ্গ করিয়া দাও। অনিষ্টকারী বিপক্ষের ক্রোধকে নিষ্ফল কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ কর; যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষদিগকে হীনবল কর। যে আমাদিগের মন্দ করে, তাহাকে জঘন্য অন্ধকারে নিমগ্ন কর।

৫। হে ইন্দ্র! শত্রুর মন নষ্ট করিয়া দাও; যে আমাদিগকে জরা-জীর্ণ করিতে চাহে, তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ কর। শত্রুর আক্রোশ হইতে রক্ষা কর, উৎকৃষ্ট সুখ প্রদান কর, শত্রুর সাংঘাতিক অস্ত্র খণ্ডন করিয়া দাও।

---

১৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র মাতা নামে ঋষিগণ।

১। ক্রিয়ানিপুণ ইন্দ্রমাতাগণ সদ্য প্রসূত ইন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রসাদে উৎকৃষ্ট ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য্য ও তেজঃ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্দ্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ পূরণকর্ত্তা।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি বৃত্রের নিধনকর্ত্তা, তুমি আকাশকে বিস্তারিত করিয়াছ। তুমি আপন ক্ষমতাদ্বারা স্বর্গকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! সূর্য্য তোমার সহচর, তুমি তাঁহাকে দুই হস্তে ধারণ করিয়া আছ। তুমি বলপূর্ব্বক বজ্রকে শাণিত করিয়া থাক।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি তাবৎ জন্তুকে নিজ তেজে অভিভব কর। এতাদৃশ তুমি সমস্ত স্থানই আক্রমণ করিয়া রহিয়াছ।

---

১৫৪ সূক্ত।

মৃতব্যক্তির অবস্থা দেবতা। যমী ঋষি।

১। কোন কোন প্রেতের জন্য সোমরস ক্ষরিত হয়; কেহ কেহ ঘৃত সেবন করে; যে সকল প্রেতের জন্য মধুর স্রোত বহিয়া থাকে, হে প্রেত! তুমি তাহাদিগের নিকটে গমন কর।

২। যাঁহারা তপস্যাবলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন; যাঁহারা তপস্যাবলে স্বর্গে গিয়াছেন; যাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর।

৩। যাঁহারা যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করেন; যে সকল বীর শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন; কিংবা যাঁহারা সহস্রদক্ষিণা দান করেন; হে প্রেত! তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন কর।

৪। যে সকল পূর্ব্বতন ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুণ্যবান্ হইয়াছেন, পুণ্যের স্রোত বৃদ্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুক।

৫। যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্ম্মের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা সূর্য্যকে রক্ষা করেন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন; হে যম! এই প্রেত সেই সকল ঋষিদিগের নিকট গমন করুক(১)।

---

১৫৫ সূক্ত।

অলক্ষ্মী নাশ ও ব্রহ্মণস্পতি ও বিশ্বদেব দেবতা। শিরিম্বিঠ ঋষি।

১। হে অলক্ষ্মী! তুমি বদান্যতার বিপক্ষ, সর্ব্বদা কুৎসিত শব্দ কর, তোমার আকৃতি বিকট, আক্রোশ করাই তোমার এক মাত্র কার্য্য; তুমি পর্ব্বতে গমন কর। আমি শিরিম্বিঠ, আমি এরূপ উপায় করিতেছি, যাহাতে তোমাকে অবশ্যই দূর করিব।

২। সেই অলক্ষ্মী সর্ব্বজাতীয় ভ্রূণকে নষ্ট করে, (অর্থাৎ বৃক্ষলতা শস্যাদির অঙ্কুর নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ আনয়ন করে); তাহাকে আমি এই স্থান হইতে এবং ঐ স্থান হইতে দূর করিলাম। হে তীক্ষ্ণতেজা ব্রহ্মণস্পতি! বদান্যতার বিপক্ষস্বরূপা সেই অলক্ষ্মীকে এই স্থান হইতে দূরীকৃত করতঃ আগমন কর।

৩। ঐ এক খানি কাষ্ঠ সমুদ্র তীরের নিকটে ভাসিতেছে, উহার পুরুষ অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী কেহ নাই; হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী! উহার উপর আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রের অপর পারে গমন কর।

---

(১) পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গলাভ হয়, তাহা এই সূক্তে প্রকাশিত হইতেছে। বেদের যম স্বর্গসুখদাতা, (দণ্ডের নিয়ন্তা নহেন), তাহাও ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

৪। হে হিংসাময়ী কুৎসিত শব্দকারিণী অলক্ষ্মীগণ! যখন তোমরা তৎপর হইয়া প্রকৃষ্টগমনে চলিয়া গেলে, তখন ইন্দ্রের সকল শত্রু নষ্ট হইল, জল বুদ্‌বুদের ন্যায় তাহারা মিলাইয়া গেল।

৫। এই সকল ব্যক্তি গাভীদিগকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছে, ইহারা অগ্নিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়াছে, দেবতাদিগের উদ্দেশে অন্ন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহার সাধ্য যে ইহাদিগকে আক্রমণ করে(১)?।

---

১৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেতু ঋষি।

১। যেরূপ আজিতে, অর্থাৎ ঘোটক ধাবন স্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি।

২। হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব।

৩। হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্যকার্য্য প্রবর্ত্তিত কর।

৪। হে অগ্নি! যে সূর্য্য সর্ব্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাঁহাকে আকাশে বসাইয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও, অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞধামে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর; অন্ন আনিয়া দাও।

---

(১) এ সূক্তটী অমঙ্গল নাশের মন্ত্র। এটী আধুনিক, বলা বাহুল্য।

১৫৭ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। ভুবন ঋষি।

১। এই সমস্ত ভুবন হইতে আমরা যেন সুখের উপায় করিতে পারি; ইন্দ্র ও তাবৎ দেবতা সেই উপায় করিয়া দিন।

২। ইন্দ্র ও আদিত্যগণ মিলিত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞ ও দেহ ও সন্তানসন্ততি নিরূপদ্রব করিয়া দিন।

৩। ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।

৪। দেবতারা যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের, অমরত্ব পদ রক্ষা হইল(১)।

৫। নানা কার্য্যদ্বারা স্তবকে দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করা হইল। তদনন্তর আকাশ হইতে বৃষ্টি পতন হইতে দেখা গেল।

---

১৫৮ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। চক্ষু ঋষি।

১। সূর্য্য আমাদিগকে স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।

২। হে সবিতা! আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর। তোমার যে তেজঃ, তাহার উদ্দেশে একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত, শত্রুদিগের যে সকল উজ্জ্বল অস্ত্র আসিয়া পড়িতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩। সবিতাদেব আমাদিগকে চক্ষু দান করুণ, পর্ব্বতদেব চক্ষু দান করুন; বিধাতা আমাদিগকে চক্ষু দান করুন।

৪। আমাদিগের চক্ষুকে চক্ষু, অর্থাৎ দর্শনশক্তি দান কর, যাহাতে সকল বস্তু উত্তমরূপ প্রকাশ পায়, সেই জন্য আমাদিগের শরীরকে চক্ষু দান

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থে প্রয়োগ এই সূক্তের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছে।

কর। আমরা যেন সকল বস্তু একত্রে সংগৃহীতরূপে দর্শন করিতে পারি, এবং যেন বিশেষ বিশেষ করিয়াও দর্শন করিতে পারি।

৫। হে সূর্য্য! তোমাকে যেন আমরা অতি উৎকৃষ্টরূপে দর্শন করিতে পারি, আর মনুষ্যগণ যাহা দেখিতে পায়, তাহা যেন আমরা বিশেষ বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে পারি।

---

১৫৯ সূক্ত।

শচী দেবতা। শচীই ঋষি(১)।

১। এই যে সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, ইহা আমার সৌভাগ্যই উদয় হইয়াছে। আমি ইহা বুঝিয়াছি; সকল সপত্নী আমার নিকট পরাস্ত, আমি স্বামীকেও বশ করিয়াছি।

২। আমিই কেতু, আমিই মস্তক; আমি প্রবল হইয়া স্বামির নিকট মিষ্ট বাক্য লাভ করি। আমাকে সর্ব্বোপরিবর্ত্তিনী জানিয়া আমার স্বামী আমার কার্য্যেই অনুমোদন করেন, আমার মতেই চলেন।

৩। আমার পুত্রগণ শত্রুনিধনকারী, অর্থাৎ বলবান্; আমার কন্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত। আমি সকলকে জয় করি। আমারই নাম স্বামির নিকট আদরণীয় হয়।

৪। যে যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, হে দেবগণ! আমি তাহাই করিয়াছি; তাহাতে আমার সকল শত্রু নষ্ট হইয়াছে।

---

(১) এটীও সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার মন্ত্র মাত্র। এটী যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। শচীকে এই সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্তটী ইন্দ্রাণীর উক্তি, সূক্তের মধ্যে তাহার কোনও নিদর্শন নাই। ফলতঃ প্রথম নয় মণ্ডলে যে ঋষিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ আছে, সূক্তগুলি প্রায় সেই সেই ঋষি বা তদ্বংশীয়দিগের দ্বারা রচিত। দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং পাছে লোকে সে গুলিকে অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্য ঋষির স্থলে দেবতাদিগের নাম বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। আমার শত্রু জীবিত থাকে না, শত্রুদিগকে আমি বধ করি, জয় করি, পরাস্ত করি। যেমন অস্থিরবুদ্ধি লোকের সম্পত্তি অন্যে হরণ করে, তদ্রূপ আমি অপর নারীগণের তেজ খণ্ডন করিয়া দিয়াছি।

৬। আমি এই সকল সপত্নীদিগকে জয় করিয়াছি, পরাস্ত করিয়াছি। সে কারণে আমি এই বীরের উপর প্রভুত্ব করি, পরিবারবর্গের উপরও প্রভুত্ব করি।

---

১৬০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। পূরণ ঋষি।

১। এই সোমরস তীব্র করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার সঙ্গে আহারের সামগ্রী আছে, ইহা পান কর। তোমার রথবহনকারী দুই ঘোটককে এই দিকে আনিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! যেন আর আর যজমান তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। তোমারই নিমিত্ত এই সকল সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে।

২। যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তোমারই জন্য, যাহা প্রস্তুত হইবে তাহাও তোমারই জন্য। এই সকল স্তব উচ্চারিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই যজ্ঞ গ্রহণ কর। সকলি তুমি জান, এই স্থানেই সোম পান কর।

৩। যে ব্যক্তি একান্তমনে, অমায়িকভাবে, প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে, ও দেবভক্তিসহকারে এই ইন্দ্রের জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহার গাভীদিগকে নষ্ট করেন না, অতি সুন্দর সুচারু মঙ্গল তাহার জন্য বিধান করেন।

৪। যে ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহার জন্য সোম প্রস্তুত করে, ইন্দ্র তাহাকে প্রত্যক্ষরূপে নিজ মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। তিনি আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন। আর যাহারা পুণ্যকর্ম্মের দ্বেষী, তিনি কাহারও প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে উহাদিগকে বিনাশ করেন।

৫। হে ইন্দ্র! গাভী, ঘোটক ও অন্নের কামনাতে আমরা তোমার আগমন প্রার্থনা করিতেছি। তোমার জন্য এই নূতন ও উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিতে করিতে তোমাকে সুখকর জানিয়া ডাকিতেছি।

১৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। যক্ষ্ম নাশন ঋষি।

১। হে রোগী! এই যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা তোমাকে অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মা-রোগ হইতে, রাজ যক্ষ্মারোগ হইতে মোচন করিয়া দিতেছি, তাহা হইলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে। যদি কোন পাপগ্রহ এই রোগীকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মোচন করিয়া দাও।

২। যদিচ এই রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে, অথবা, যদি এ মরিয়াও গিয়া থাকে, যদি একেবারে মৃত্যুর নিকটেই গিয়া থাকে; তথাপি আমি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির নিকট হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনি-তেছি। আমি ইহাকে এরূপ স্পর্শ করিয়াছি যে এ একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

৩। আমি এই যে আহুতি দিলাম, ইহার একশত চক্ষু একশত বৎ-সর পরমায়ু দেয়, একশত আয়ু দেয়, এতাদৃশ আহুতিদ্বারা আমি রোগীকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। ইন্দ্র যেন সমস্ত পাপ হইতে ইহাকে পরিত্রাণ করিয়া একশত বৎসর জীবিত রাখেন।

৪। হে রোগী! একশত শরৎকাল জীবিত থাক, সুখে সচ্ছন্দে এক শত হেমন্ত, এক শত বসন্ত জীবিত থাক। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা ও বৃহস্পতি হব্যদ্বারা তৃপ্ত হইয়া ইহাকে একশত বৎসর পরমায়ু প্রদান করুন।

৫। হে রোগী! তোমাকে আমি পাইয়াছি, তোমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি পুনর্ব্বার নবীন হইয়া আসিয়াছ। তোমার সমস্ত অঙ্গ, সমস্ত চক্ষু, সমস্ত পরমায়ু, আমি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি(১)।

---

(১) এটী যক্ষ্মারোগ আরাম করিবার মন্ত্র। এটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। ৪ ঋকে প্রকাশ যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসর।

১৬২ সূক্ত।

গর্ভরক্ষণ দেবতা। রক্ষোহা ঋষি।

১। রাক্ষস নিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত একমত হইয়া এস্থান হইতে গর্ভের সেই সমস্ত বাধা, উপদ্রব, রোগ দূর করিয়া দিন, যাহার দ্বারা, হে নারি! তোমার যোনি আক্রান্ত হইয়াছে।

২। হে নারি! যে মাংসভোজী রাক্ষস, অথবা যে রোগ, বা উপদ্রব, তোমার যোনি আক্রমণ করে, রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত বিনাশ করুন।

৩। পুরুষের শুক্রসঞ্চার কালেই হউক, অথবা গর্ভ উৎপন্ন হইবার কালেই হউক, অথবা গর্ভ মধ্যেই আন্দোলিত হইবার কালে হউক, অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে হউক, তোমার গর্ভকে যে নষ্ট করে বা, নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমরা এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম।

৪। গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য যে তোমার দুই ঊরু বিশ্লেষিত করিয়া দেয়, অথবা যে ঐ উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যস্থলে শয়ন করে, অথবা যে যোনির মধ্যে নিপতিত পুরুষ শুক্রকে লেহন করিয়া লয়, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিলাম!

৫। হে নারি! যে রাক্ষস তোমার ভ্রাতা, পতি, বা উপপতির মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক তোমার নিকটে গমন করে, তোমার সন্তানকে যে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি।

৬। যে রাক্ষস স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাবস্থায় তোমাকে মুগ্ধ করিয়া নিকটে যায়, যে তোমার সন্তানকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করি(১)।

(১) এ সূক্তটী গর্ভ রক্ষার মন্ত্র মাত্র। এটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

১৬৩ সূক্ত।

যক্ষ্মারোগের নাশ দেবতা। বিবৃহা ঋষি।

১। তোমার দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, দুই কর্ণ, চিবুক, মস্তক, মস্তিষ্ক, বা জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে যক্ষ্মা, অর্থাৎ রোগকে আমি তাড়াইয়া দিতেছি।

২। তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, স্নায়ু হইতে, অস্থিসন্ধি, দুই বাহু, দুই হস্ত, দুই স্কন্ধ, এই সকল অবয়ব হইতে ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৩। তোমার অন্ত্রনাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃহদণ্ড, হৃদয়স্থান, মূত্রাশয়, যকৃৎ ও অন্যান্য মাংসপিণ্ড হইতে আমি ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৪। তোমার দুই উরু, দুই জানু, দুই পার্ষ্ণি (গোড়ালি) ও দুই চরণ-প্রান্ত হইতে, এবং দুই নিতম্ব, কটিদেশ ও মলদ্বার হইতে ব্যাধিকে আমি তাড়াইতেছি।

৫। প্রস্রাবকারী তোমার পুরুষাঙ্গ হইতে, লোম ও নখ হইতে, এমন কি তোমার সর্ব্বাঙ্গ শরীর হইতে আমি এই ব্যাধিকে তাড়াইতেছি।

৬। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোম, শরীরের প্রত্যেক সন্ধি স্থান, তোমার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে যে কোন স্থানে ব্যাধি জন্মিয়াছে, আমি তথা হইতে তাহাকে তাড়াইতেছি(১)।

১৬৪ সূক্ত।

দুঃস্বপ্ন নাশ দেবতা। প্রচেতা ঋষি।

১। হে দুঃস্বপ্ন দেবতা! তুমি মনকে অধিকার করিয়াছ; তুমি সরিয়া যাও; পলায়ন কর; দূর স্থানে যাইয়া বিচরণ কর। অতিদূরে যে নির্ঋতি দেবতা আছেন, তাঁহাকে যাইয়া কহ, যে জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ, অতএব তিনি কেন মনোরথ ভঙ্গ করেন।

(১) এটীও রোগ আরাম করিবার মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

২। জীবিত ব্যক্তির বিস্তর মনোরথ থাকে; সে উৎকৃষ্ট কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, উৎকৃষ্ট ও সুন্দর ফল লাভ করিবার ইচ্ছা করে। যম যেন কল্যাণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করেন।

৩। আশা করিবার সময়, আশা ভঙ্গ হইবার সময়, আশা সফল হইবার সময়, কি জাগ্রদবস্থায়, কি নিদ্রাবস্থায়, যাহা কিছু অপকর্ম্ম করি, সেই সমস্ত ক্লেশকর পাপকে অগ্নি আমাদিগের নিকট্ হইতে দূরে লইয়া রাখুন।

৪। হে ইন্দ্র! হে ব্রহ্মণস্পতি! যে পাপ আমরা করিয়াছি, অঙ্গিরার সন্তান প্রচেতা শত্রুকৃত সেই অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৫। অদ্য আমরা জয়ী হইয়াছি, যাহা লাভ করিবার তাহা পাইয়াছি, অপরাধমুক্ত হইয়াছি। জাগ্রৎ অবস্থায়, বা নিদ্রাবস্থার সময়, বা সংকল্প জন্য, যাহা কিছু পাপ ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের দ্বেষ-ভাজন শত্রুর নিকটে যাউক। যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, তাহার নিকটে যাউক(১)।

---

১৬৫ সূক্ত।

বিশ্বেদেবা দেবতা। কপোত ঋষি।

১। হে দেবগণ! ঐ কপোত নির্ঋতির প্রেরিত দূত, সে ক্লেশ দিবার অভিলাষে আমাদিগের গৃহে আসিয়াছে, তাহার পূজা করিতেছি, এই অকল্যাণ অপনয়ন করিতেছি, আমাদিগের দ্বিপদ (দাস দাসী) ও চতুষ্পদগণ (গো, অশ্ব, মেষ, ইত্যাদি) যেন অমঙ্গলগ্রস্ত না হয়।

২। হে দেবগণ! যে কপোত আমাদিগের গৃহে প্রেরিত হইয়াছে, এই পক্ষী আমাদিগের পক্ষে শুভঙ্কর হউক, যেন আমাদিগের কোন্ অকল্যাণ না করে। বুদ্ধিমান্ ও আমাদিগের আত্মীয়ভূত অগ্নি আমাদিগের হব্য গ্রহণ করুন। পক্ষবিশিষ্ট এই অস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

---

(১) এটীও দুঃস্বপ্ন বা অন্য অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৩। এই পক্ষযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ কপোত যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, যে বিস্তীর্ণ স্থানে অগ্নি সংস্থাপন হইয়াছে, সেই স্থানেই এই উপবেশন করুক। আমাদিগের গো মনুষ্যবর্গের মঙ্গল হউক। হে দেবগণ! কপোত যেন আমাদিগকে এই স্থানে হিংসা না করে।

৪। এই পেচক(১) যাহা কহিতেছে, তাহা মিথ্যা হউক। কারণ এই কপোত অগ্নিস্থানে উপবেশন করিতেছে। যাঁহার প্রেরিত দূতস্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুস্বরূপ যমকে নমস্কার।

৫। হে বন্ধুগণ! এই কপোত তাড়াইয়া দিবার যোগ্য, ইহাকে ঋকের দ্বারা তাড়াইয়া দেও। তাবৎ অকল্যাণ ধ্বংসপূর্ব্বক আনন্দের সহিত গাভীকে অন্নের দিকে, অর্থাৎ তাঁহার আহার সামগ্রীর দিকে লইয়া চল, এই কপোত অতিবেগে উড্ডীন হয় ও আমাদিগের অন্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র উড্ডীন হউক(২)।

---

১৬৬ সূক্ত।

শত্রু বিনাশ দেবতা। বর্ষভ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র। আমাকে এতাদৃশ কর, যাহাতে আমি সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, শত্রুদিগকে পরাভব করি, বিপক্ষদিগকে নিধন করি, এবং সর্ব্বোপরিবর্ত্তী হইয়া অশেষ গোধনের অধিকারী হই।

২। আমি শত্রুনিধনকারী হইলাম, আমাকে কেহ হিংসাবা আঘাত করিতে পারে না। এই সকল শত্রু আমার দুই চরণের নীচে অবস্থিতি করিতেছে।

৩। হে শত্রুগণ! যেমন ধনুকের দুইপ্রান্তভাগ ধনুগুণের দ্বারা বন্ধন করে, তদ্রূপ তোমাদিগকে এই স্থানেই বন্ধন করিতেছি। হে বাচস্পতি! ইহাদিগকে নিষেধ করিয়া দাও, ইহারা যেন আমার কথার উপর কথা কহিতে সমর্থ না হয়।

---

(১) মূলে "উলূকঃ" আছে।

(২) এই সূক্ত পেচকডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র। আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

৪। আমার তেজ তাবৎ কর্ম্মের জন্যই উপযুক্ত। সেই তেজঃ লইয়া আমি শত্রু পরাজয় করিতে আসিয়াছি। হে শত্রুগণ! আমি তোমাদিগের মন, তোমাদিগের কার্য্য, তোমাদিগের মিলন, সকলি অপহরণ করিয়া লইতেছি।

৫। তোমাদিগের উপার্জ্জন ক্ষমতা অপহরণপূর্ব্বক আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি, তোমাদিগের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জল মধ্য হইতে ভেকেরা শব্দ করিতে থাকে, তদ্রূপ তোমরা আমার চরণের তল হইতে চীৎকার করিতে থাক।

---

১৬৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই মধুতুল্য সোমরস তোমার জন্য ঢালা হইতেছে, এই যে সোমের কলস প্রস্তুত করা হইতেছে, তুমিই তাহার প্রভু। তুমি আমাদিগের জন্য প্রচুর ধন ও বিস্তর লোকজন উৎপাদন করিয়া দাও। তুমি তপস্যা করিয়া স্বর্গজয়ী হইয়াছ(১)।

২। যে ইন্দ্র স্বর্গজয়ী হইয়াছেন, যিনি সোমস্বরূপ আহার পাইলে বিশিষ্টরূপ আমোদ করেন, সেই ইন্দ্রকে এই সকল প্রস্তুত করা সোমরসের নিকটে আসিতে আহ্বান করিতেছি। আমাদিগের এই যজ্ঞের সংবাদ লও; এই স্থানে এস। শত্রুবিজয়কারী ইন্দ্রের নিকট আমরা শরণাপন্ন হইতেছি।

৩। সোম এবং রাজা বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, বৃহস্পতি এবং অনুমতিদেবী মঙ্গল করিতেছেন; হে ইন্দ্র! তোমার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ধাতা! হে বিধাতা! তোমাদিগের অনুমতিমতে আমি কলস কলস সোমরস পান করিলাম।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি চরুসহকারে আর আর আহারের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি; সর্ব্ব প্রথম স্তবকর্ত্তা হইয়া আমি এই স্তবটীকে পরিষ্কার করিয়া রচনা করিয়াছি। (ইন্দ্রের উক্তি)—হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর।

---

(১) তপস্যাদ্বারা স্বর্গ জয়ের কথা আমরা কেবল দশম মণ্ডলেই দেখিতে পাই।

১৬৮ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। অনিল ঋষি।

১। যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন, তাঁহাকে আমি বর্ণনা করিব। ইঁহার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করিতে করিতে আসেন। ইনি চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আকাশ পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করেন। অপিচ, পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া যান।

২। সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ এই বায়ুর দিকে গমন করে। তিনি সেই ঘোটকীদিগকে সহায় পাইয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যান।

৩। ইনি আকাশপথে গতিবিধি করিবার সময় কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু, জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন, (অগ্রে বায়ু, পরে বৃষ্টি)। ইনি সত্যস্বভাব। বল দেখি, ইনি কোথায় জন্মিয়াছেন? কোথা হইতে আসিয়াছেন?।

৪। এই বায়ুদেব দেবতাদিগের আত্মাস্বরূপ, ভুবনের সন্তানস্বরূপ, যথাইচ্ছা বিহার করেন। ইঁহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়, ইঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। হবি দিয়া সেই বায়ুর পূজা করি, এস।

---

১৬৯ সূক্ত।

গাভী দেবতা। শবর ঋষি।

১। সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন; গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্রাদি আস্বাদন করুক; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল ইহারা পান করুক; হে রুদ্রদেব! চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ ইহাদিগকে সচ্ছন্দে রাখ।

২। গাভীগণ কখন অনেকে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়, কখন সর্ব্বাঙ্গে এক বর্ণবিশিষ্ট হয়। অগ্নিযজ্ঞ উপলক্ষে তাহা-

দিগের নাম সকল অবগত হয়েন। অঙ্গিরার সন্তানেরা তপস্যাদ্বারা তাহাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে পর্জ্জন্যদেব! তাহাদিগকে সুখসচ্ছন্দ বিতরণ কর।

৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞ জন্য দিয়া থাকে(১); সোম তাহাদিগের অশেষ আকৃতি অবগত আছেন। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া এবং সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও।

৪। তাবৎ দেবতা ও পিতৃলোকদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রজাপতি আমাকে এই সকল গাভী উপঢৌকন দিয়াছেন। সেই সকল গাভীকে কল্যাণযুক্ত করিয়া তিনি আমাদিগের গোষ্ঠমধ্যে সংস্থাপ করুন, যেন আমরা সেই সকল গাভীর সন্তান প্রাপ্ত হই।

১৭০ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। বিভ্রট ঋষি।

১। অতি দীপ্তিশালী সূর্য্যদেব মধুতুল্য সোমরস পান করুন, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরমায়ু বিধান করুন। তিনি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রজাদিগকে স্বয়ংই রক্ষা করেন, প্রজাবর্গের পুষ্টি বিধান করেন এবং অশেষ প্রকারে শোভা পান।

২। সূর্য্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা প্রকাণ্ড, অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী(১), বিপক্ষদিগের সংহারকারী।

(১) অর্থাৎ আহুতিরূপে গাভী অর্পন করা যায়।

(১) অসুর শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রয়োগ এই ঋকের আধুনিক রচনা প্রকাশ করিতেছে।

৩। এই সূর্য্য সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; ইঁহাকে প্রকাণ্ড কহে; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ, ও অবিচলিত তেজঃস্বরূপ।

৪। হে সূর্য্য! তুমি জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আকাশের উজ্জ্বল স্থানে গিয়াছ। তোমার প্রতাপ সকল কর্ম্মের সহায়স্বরূপ, সকল যাগযজ্ঞাদির অনুকূল, তাহাদ্বারা সকল ভুবন পুষ্টিলাভ করে।

---

১৭১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইট্ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ইটঋষি যখন সোম প্রস্তুত করিলেন, তখন তুমি তাঁহার রথ রক্ষা করিলে। সোমসম্পন্ন সেই ইটের আহ্বান শ্রবণ করিলে।

২। যজ্ঞ কম্পান্বিত হইল, তুমি তাহার মস্তক শরীর হইতে পৃথক্কৃত করিলে, সোমসম্পন্ন ইটের গৃহে গমন করিলে।

৩। হে ইন্দ্র! অস্ত্রবুধ্নের পুত্র পুনঃ পুনঃ তোমার স্তব করিল; তাহাতে তুমি বেনপুত্রকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলে।

৪। যখন রম্যমূর্ত্তি সূর্য্য পশ্চিম দিকে যান, দেবতারাও দেখিতে পান না, যে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তখন তুমি সেই সূর্য্যকে আবার পূর্ব্বদিকে আনিয়া দাও।

---

১৭২ সূক্ত।

উষা দেবতা। সংবর্ত্ত ঋষি।

১। হে উষা! চমৎকার তেজের সহিত তুমি এস; এই দেখ, গাভীগণ পরিপূর্ণ আপীন হইয়া পথে চলিয়াছে।

২। হে উষা! উৎকৃষ্ট স্তব গ্রহণ করিতে এস; এই দেখ, যজ্ঞকর্ত্তা বিশিষ্ট দানের সামগ্রী লইয়া যৎপরোনাস্তি বদান্যতার সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন।

৭৯ সূক্ত।

উষা দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

১। মনুষ্যগণের হিতকারিণী উষা তমো নাশ করিতেছেন, পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যকে প্রবোধিত করিতেছেন, উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিরণসমূহদ্বারা সূর্য্যকে আশ্রয় করিতেছেন, সূর্য্যও তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন।

২। উষাগণ অন্তরীক্ষের প্রান্তে তেজঃ সকলকে ব্যক্ত করিতেছেন, পরস্পর মিলিত প্রজাগণের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন। তোমার রশ্মি সকল অন্ধকার নাশ করিতেছে, সূর্য্য বাহুদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছেন।

৩। সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরী, ধনবতী উষা প্রাদুর্ভূত হইলেন; কল্যাণার্থ অন্ন উৎপাদন করিয়াছেন। স্বর্গের দুহিতা, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অঙ্গিরা(১), উষাদেবী সুকর্ম্মকারীর জন্য ধন ধারণ করেন।

৪। হে উষা! পূর্ব্বের স্তোতাগণকে যত ধন দিয়াছ, আমাদিগকে তত ধন দাও। বৃষভের ন্যায় রবদ্বারা তোমাকে (প্রাণিগণ) জানিতে পারে। দৃঢ় অদ্রির দ্বার তুমি বিবৃত করিয়াছিলে।

৫। তুমি সকল স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করতঃ এবং আমাদের অভিমুখে সুনৃত বাক্য প্রেরণ করতঃ তমোবিনাশিনী হইয়া আমাদের দানের জন্য বুদ্ধি স্থির কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

(১) মূলে অঙ্গিরস্তমাঃ শব্দ আছে, সায়ণাচার্য্য গমনশীল অর্থ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে ইহার অর্থ করিয়াছেন, যে অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ভরদ্বাজগণের সহিত উষার উৎপত্তি হওয়ায় এবং রাত্রির নাশক উষা বলায় উষার নাম অঙ্গিরস্তম হইয়াছে।

৮০ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বিপ্র বসিষ্ঠগণ, সকলের প্রথমে স্তোম ও স্তবের দ্বারা উষা-দেবীকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। উষা সমান প্রান্তবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যবর্ত্তিত করেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে প্রকাশিত করেন।

২। এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ দ্বারা গূঢ় তমঃ (বিনাশ করিয়া) জাগরিত হন। লজ্জাহীনা যুবতীর ন্যায় ইনি সূর্য্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন।

৩। বহুঅশ্ব এবং বহুগোবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য উষা সকল সর্ব্বদা তমঃ নিবারণ করুন। তাঁহারা জল দোহন করেন এবং সর্ব্বত্র প্রবৃদ্ধ হন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তমোনিবারিণী, দ্যুলোকদুহিতা উষা আগমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। তিনি দর্শনার্থে মহৎ তমঃ অপাবৃত করিতেছেন, মনুষ্যের নেত্রী হইয়া জ্যোতিঃ (বিকাশ) করিতেছেন।

২। সূর্য্য রশ্মিসমূহকে যুগপৎ উৎগত করিতেছেন, প্রাদুর্ভূত হইয়া নক্ষত্রকে দীপ্তিযুক্ত করিতেছেন। হে উষা! তোমার ও সূর্য্যের প্রকাশ হইলে আমরা যেন অন্নের সহিত মিলিত হই।

৩। হে দ্যুলোকদুহিতা উষা! আমরা ক্ষিপ্রকারী হইয়া তোমা-দিগকে প্রতিবুদ্ধ করিব। হে ধনবতি! তুমি স্পৃহণীয় বহুধন বহন কর, যজমানের জন্য রত্ন ও সুখ বহন কর।

৪। হে মহতী দেবী! তুমি তমোনিবারিণী ও মহিমাযুক্তা। তুমি প্রবোধনার্থ ও দর্শনার্থ সমস্ত জগৎকে প্রেরণ কর। তুমি রত্নভাক্, তোমার নিকট যাচ্ঞা করি। পুত্রগণ যেরূপ মাতার প্রিয় হয়, সেইরূপ আমরা তোমার হইব।

৫। হে উষা! যে ধন অতি দূরবর্ত্তী স্থানে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই বিচিত্র ধন আহরণ কর। হে দ্যুলোকদুহিতা! তোমার যে মনুষ্যদিগের ভোগযোগ্য অন্ন আছে, তাহা প্রদান কর, আমরাও ভোগ করিব।

৬। হে উষা! স্তোতাগণকে মরণরহিত, বাসপ্রদ, প্রসিদ্ধ যশ প্রদান কর, আমাদিগকে বহুগোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান কর। যজমানের প্রেরয়িত্রী সূনৃত বাক্যবিশিষ্টা উষা শত্রুদিগকে দূরীকৃত করুন।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা আমাদিগের পরিচারকজনের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ মহাগৃহ প্রদান কর। যে শত্রু দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, আমরা যুদ্ধে দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট সেই শত্রুকে(১) জয় করিব।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহান্ ও মহাধনবিশিষ্ট। তোমাদের একজন সম্রাট্ আর একজন স্বরাট্। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! উৎকৃষ্ট আকাশে বিশ্বদেবগণ তোমাদিগকে তেজঃ প্রদান করিয়াছিল এবং বলও প্রদান করিয়াছিল।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বলদ্বারা জলের দ্বার অপাবৃত করিয়াছিলে, প্রভু সূর্য্যকে আকাশে গমন করাইয়াছিলে। এই প্রজ্ঞাকর সোম (পানে) আনন্দ হইলে, তোমরা জলরহিত নদী পূর্ণ কর এবং কর্ম্ম সকলকেও পূর্ণ কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! স্তোত্রধারী ব্যক্তিরা যুদ্ধে শত্রুসেনার মধ্যে রক্ষার জন্য এবং সঙ্কুচিত জানু (অঙ্গিরাগণ) মঙ্গল উৎপাদনের জন্য তোমাদিগকেই আহ্বান করে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর এবং সুখে আহ্বানযোগ্য। আমরা স্তোতা, তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা ভুবনে সমস্ত প্রাণিকে আপনার বলে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমাদের মধ্যে একজনকে মিত্র মঙ্গলের জন্য পরিচর্য্যা করেন, অপর ব্যক্তি মরুৎগণের সহিত উগ্র হইয়া অলঙ্কার প্রাপ্ত হয়।

৬। মহৎ ধনলাভার্থ বরুণ ও ইন্দ্রের দীপ্তির জন্য অচিরে বল উৎপন্ন হয়। ইহাদের এই বল নিত্য এবং সত্ত্বাস্পদীভূত। একজন অবন্ধু, হিংসাকারীকে অভিঘাত করেন, অন্য অল্পের দ্বারা বহুতর শত্রুকে বাধিত করেন।

---

(১) অর্থাৎ অনার্য্য বর্ব্বরদিগকে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা যাঁহার যজ্ঞে গমন কর, যাঁহাকে কামনা কর, বাধা সেই মনুষ্যের নিকট যাইতে পারে না, পাপ যাইতে পারে না, দুরিত যাইতে পারে না, সন্তাপও সেই মনুষ্যের নিকট কোন কারণে যাইতে পারে না।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাক, তবে দৈব-রক্ষার সহিত আমার সম্মুখে আগমন কর, স্তোত্র শ্রবণ কর। তোমাদের সখিত্ব এবং তোমাদের বন্ধুতা সুখের সাধক, আমাদিগকে উহা প্রদান কর।

৯। হে শত্রুকর্ষক তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বরুণ! যুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের অগ্রগামী যোদ্ধা হও, তোমাদিগকে উভয় প্রকার নেতাই যুদ্ধে এবং পুত্র পৌত্র লাভের নিমিত্ত আহ্বান করে।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্দ্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

---

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া গো লাভের ইচ্ছায় পৃথুপর্শুবিশিষ্ট(১) (যজমানগণ) পূর্ব্বদিক্‌ভাগে গমন করিলেন, তোমরা দাস বৃত্র ও আর্য্যগণকে মারিয়া ফেল(২), তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।

২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে ভূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও।

---

(১) মূলে "পৃথুপর্শবঃ" আছে, সায়ন অর্থ করিয়াছেন পৃথু বিস্তীর্ণঃ পর্শুঃ পার্শ্বাস্থিবেষাংতে তথোক্তাঃ। বিস্তীর্ণাশ্বপশু হস্তাঃ সন্তঃ প্রাচা প্রাচীনং যযুঃ বর্হিঃ রাহরণার্থং গচ্ছন্তি। পর্শ্বাহি বহিরাছিদ্যতে। অতএব পর্শু অর্থে এক প্রকার ঘাস কাটা কাস্তে।

(২) অর্থাৎ সুদাস রাজার আর্য্য ও অনার্য্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস কর। ২, ৩, ও ৫ ঋকে যুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে হবনশ্রবণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চারিদিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর, অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞরহিত রাজা(১) মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত হইল না। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৮। যেখানে নির্ম্মলগামী জটাবিশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত তৃৎসুগণ অন্ন এবং স্তুতির সহিত পরিচর্য্যা করে, সেই দেশে দশজন রাজাকর্ত্তৃক চারিদিকে পরিবেষ্টিত সুদাসকে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বল প্রদান করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের একজন যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন, অপর একজন ব্রত রক্ষা করেন। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদিগকে সুপ্রযুক্ত স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যোতমান ধন এবং মহান্ বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান করুন। যজ্ঞবর্দ্ধিকা অদিতির তেজঃ আমাদের অহিংসক হউক। আমরা সবিতা দেবতার স্তোত্র করিব।

(১) দশজন রাজা কাহারা? ইহারা কি অনার্য্যরাজা, না ধর্ম্মবিদ্বেষী আর্য্য-রাজা? না শত্রুপক্ষীয় বলিয়া বশিষ্ঠ ইহাদিগকে যজ্ঞরহিত বলিয়াছেন?।

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা ইন্দ্র ও বরুণ! এই যজ্ঞে তোমাদিগকে হব্য ও স্তোত্রদ্বারা আবর্ত্তিত করিতেছি। বাহুদ্বয়ে-ধৃত নানারূপবিশিষ্ট জুহু স্বয়ং তোমাদের অভিগমন করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমার স্বর্গরূপ বৃহৎ রাষ্ট্র (বৃষ্টি প্রদানদ্বারা) সকলকে প্রীত করে। তোমরা রজ্জুরহিত বাধাপ্রদ উপায়ে (পাপকারীকে) বন্ধন কর। বরুণের ক্রোধ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া গমন করুক, ইন্দ্রও স্থানকে বিস্তীর্ণ করুন।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের গৃহের যজ্ঞকে মনোহর কর, স্তোতৃগণের স্তোত্রকে উৎকৃষ্ট কর। দেবগণের প্রেরিত ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। স্পৃহনীয় রক্ষাদ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদিগকে সকলের বরণীয় নিবাসস্থানযুক্ত, বহুঅন্নবিশিষ্ট ধন প্রদান কর। যে আদিত্য অনৃত বিনাশ করেন, সেই শূর অপরিমিত ধন করুন।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্র বিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৮৫ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের জন্য অগ্নিতে সোম ক্ষেপ করতঃ দীপ্তিমতী ঊষার ন্যায় দীপ্তাবয়বা রাক্ষসরহিতা স্তুতিকে শোধন করিতেছি। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে যাত্রাকালে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। পরস্পর স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট সংগ্রামে আমরা শত্রুদিগকে স্পর্দ্ধা করিতেছি। যে যুদ্ধে ধ্বজায় আয়ুধ সকল পতিত হয়, সেই সংগ্রামে,

হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমারা হিংসক আয়ুধদ্বারা পরাঙ্মুখ ও বিবিধ গতি-বিশিষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর।

৩। সোম সকল স্বায়ত্ত, যশোবিশিষ্ট ও দ্যুতিমান্ হইয়া সদনে ইন্দ্র ও বরুণ এই উভয় দেবতাকে ধারণ করেন। ইঁহাদের একজন প্রজাগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ধারণ করেন, অন্যজন অপ্রতিগত শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৪। হে আদিত্যদ্বয়! তোমরা বলশালী, যে নমস্কারযুক্ত হইয়া তোমাদিগের (পরিচর্য্যা করে), সেই শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট হোতা ঋতজ্ঞ হউন। যে হব্যযুক্ত ব্যক্তি তৃপ্তির জন্য তোমাদিগকে আবর্ত্তিত করে, সে অন্নবান্ হইয়া একান্ত প্রাপ্তব্য ফল লাভ করে।

৫। আমার এই স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণকে ব্যাপ্ত করুক, আমার প্রেরিত স্তুতি পুত্র ও পৌত্রবিষয়ে আমাকে রক্ষা করুক। সুন্দর রত্নবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞ প্রাপ্ত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৮৬ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণের জন্ম মহিমাপ্রযুক্ত স্থির হইয়াছে। ইনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, ইনি বৃহৎ আকাশ ও দর্শনীয় নক্ষত্রকে দ্বিধা প্রেরণ করেন। ইনি ভূমিকেও বিস্তীর্ণ করিয়াছেন।

২। আমি কি স্বীয় শরীরের সহিত, অথবা বরুণের সহিত স্তুতি করিব? কখন বরুণ দেবের সন্নিকট থাকিব? বরুণ কি ক্রোধরহিত হইয়া আমার হব্য সেবা করিবেন? আমি সুমনা হইয়া কখন সুখপ্রদ বরুণকে দেখিতে পাইব?।

৩। হে বরুণ! আমি দিদৃক্ষু হইয়া সেই পাপের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি বিবিধ প্রশ্নের জন্য বিদ্বান্‌জনের নিকট গিয়াছি। কবিরা সকলেই আমাকে একরূপ বলিয়াছেন যে "এই বরুণ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।"

৪। হে বরুণ! আমি এমন কি করিয়াছি, যে তুমি মিত্রভূত স্তোতাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। হে দুদ্ধর্ষ তেজস্বিন্, আমাকে তাহা বল যাহাতে আমি ত্বরমান্ হইয়া নমস্কারের সহিত তোমার নিকট গমন করি।

৫। হে বরুণ! আমাদিগের পিতৃক্রমাগত দ্রোহ বিশ্লিষ্ট কর। আমরা নিজ শরীর দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও বিশ্লিষ্ট কর। হে রাজা! পশুখাদক চৌরের ন্যায়(১), রজ্জুবদ্ধ গো বৎসের ন্যায়, আমাকে পাপ হইতে বিশ্লিষ্ট কর।

৬। হে বরুণ! সেই পাপ নিজের দোষে নহে। ইহা ভ্রম, বা সুরা, বা মন্যু, বা দ্যূতক্রীড়া, বা অবিবেক বশতঃ ঘটিয়াছে। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠও বিপথে লইয়া যায়, স্বপ্নেও পাপ উৎপন্ন হয়।

৭। অভীষ্টবর্ষী, পোষক বরুণের উদ্দেশে পাপরহিত হইয়া আমি দাসের ন্যায় পর্য্যাপ্তরূপে পরিচর্য্যা করিব। আমরা অজ্ঞান, আর্য্যদেব আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞতরদেব স্তোতাকে ধনার্থ প্রেরণ করুন।

৮। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার উদ্দেশে রচিত এই স্তোত্র তোমার হৃদয়ে সুনিহিত হউক। লাভ আমাদের মঙ্গল হউক, ক্ষেম আমাদের মঙ্গল হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর(২)।

---

(১) মূলে "পশু তৃপং ন তায়ুং" আছে। কেহ চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের অন্তে ঘাসাদির দ্বারা পশুদিগকে তৃপ্ত করিতে হয়, সায়ণ এই অর্থ করিয়াছেন। "Like a thief who has feasted on stolen oxen."—*Max Müller.*

(২) বসিষ্ঠরচিত এই সপ্তম মণ্ডলে মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে সূক্তগুলি অতিশয় পবিত্র এবং এই গুলিতে পাপের অনুশোচনা ও পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। বিশেষ ৮৬ ও ৮৯ সূক্ত অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।

৮৭ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। এই বরুণদেব সূর্য্যের জন্য পথ প্রদান করিয়াছেন, নদী সকলকে অন্তরীক্ষোদ্ভব জল প্রদান করিয়াছেন। অশ্ব যেরূপ বড়বার প্রতি ধাবমান্ হয়, সেইরূপ শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি মহতী রজনীসমূহকে দিবস হইতে পৃথক করিয়াছেন।

২। হে বরুণ! তোমার বায়ু (জগতের আত্মা), সে জলকে চারিদিকে প্রেরণ করে। ঘাস প্রদত্ত হইলে পশু যেরূপ অন্নবান্ হয়, সেইরূপ ভর্ত্তা বায়ু অন্নবান্। মহতী, বৃহতী দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে তোমার সমস্ত স্থান (লোকের) প্রিয়।

৩। বরুণের চর সকলের গতি প্রশস্ত, তাহারা সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী সন্দর্শন করে এবং কর্ম্মবান্, যজ্ঞধীর, প্রাজ্ঞ কবিগণ যে স্তোত্র প্রেরণ করেন, তাহাও চতুর্দ্দিকে দর্শন করে।

৪। আমি মেধাবী, বরুণ আমাকে বলিয়াছেন যে গো(১) একুশটী নাম ধারণ করে। বিদ্বান্, মেধাবী বরুণ, উপযুক্ত অন্তেবাসিকে উপদেশ দিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে এই সকল গুহ্য কথাও বলিয়াছেন।

৫। এই বরুণের ভিতর তিন প্রকার দ্যুলোকে(২) নিহিত আছে, তিন প্রকার ভূমি(৩) ছয় অবস্থায়(৪) ইহাতে অন্তর্ভূত আছে। স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায়(৫) সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৬। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্, গভীর স্তোত্রবিশিষ্ট, উদকের নির্ম্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থের রাজা।

---

(১) অর্থাৎ বাক্ অথবা পৃথিবী। সায়ণ।

(২) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৩) উত্তম, মধ্যম ও অধম। সায়ণ।

(৪) বসন্তাদি ঋতুভেদে। সায়ণ।

(৫) সূর্য্য কেবল দুই দিক্ স্পর্শ করে, এই জন্য সূর্য্য দোলার ন্যায়। সায়ণ।

৭। অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন(৬) অদীন (বরুণের) ব্রত সকল যথাক্রমে সমৃদ্ধ করতঃ আমরা যেন তাঁহার নিকটই অনপরাধী হই। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৮৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বসিষ্ঠ! তুমি অভীষ্টবর্ষী বরুণের উদ্দেশে স্বতঃশুদ্ধ প্রিয়তম স্তুতি কর। ইনি যজনীয়, সহস্র ধনবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ও বৃহৎ। এই দেবতাকে আমাদের অভিমুখ কর।

২। অধুনা আমি শীঘ্র বরুণের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অগ্নির জ্বালাসমূহকে স্তব করি। যখন বরুণ সুখকর পাশানে অবস্থিত এই সোম অধিক পরিমাণে পান করেন, তখন দর্শনার্থ আমাকে প্রশস্ত রূপ প্রদান করে।

৩। যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের(১) মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

৪। মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করতঃ দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বসিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে রক্ষাদ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন।

---

(৬) "The consciousness of sin is a prominent feature in the religion of the Veda; so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of his sins. And when we read such passages as 'Varuna is merciful even to him who has committed sin' (*Rig Veda*, VII-87-7), we should . . . remember that it (Varuna) is one of the many names which men invented in their helplessness to express their ideas of the Deity."—Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. II, p. 150.

---

(১) মূলে "সমুদ্রং" আছে। অতএব প্রকাশ হইতেছে বসিষ্ঠ বা তদ্বংশীয়গণ সমুদ্র গমন করিয়াছিলেন।

৫। হে বরুণ! আমাদের সেই সখ্য কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব্ব কালে যে হিংসারহিত সখ্য ছিল তাহাই সেবা করিতেছি। হে অন্নবান্ বরুণ! তোমার মহান্ ভূতগণের বিচ্ছেদকারী সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহে গমন করিব(২)।

৬। হে বরুণ! যে বসিষ্ঠ নিত্যবন্ধু, যে পূর্ব্বে প্রিয় হইয়া তোমার প্রতি অপরাধ করিয়াছিল, সে তোমার সখা হউক। হে যজনীয় বরুণ! আমরা তোমার আত্মীয়, আমরা পাপযুক্ত হইয়া যেন ভোগ না করি। তুমি মেধাবী, তুমি স্তুতিকারিকে বরণীয় (গৃহ) প্রদান কর।

৭। এই সকল নিত্যভূমিতে বাস করতঃ (আমরা তোমার স্তব করি) বরুণ আমাদের বন্ধন বিমুক্ত করুন, আমরা যেন অখণ্ডনীয় পৃথিবীর সমীপ-স্থান হইতে বরুণের রক্ষা ভোগ করিতে পারি।

---

৮৯ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে রাজা বরুণ! মৃন্ময় গৃহ যেন আমি প্রাপ্ত না হই। হে সুক্ষত্র(১)! দয়া কর, দয়া কর।

২। হে আয়ুধবান্ বরুণ! আমি কম্পান্বিত কলেবরে বায়ুচালিত মেঘের ন্যায় গমন করিতেছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৩। হে ধনবান্, নির্ম্মল বরুণ! অশক্তি প্রযুক্ত কর্ম্মের প্রাতিকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

৪। জলমধ্যে বাস করিলেও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে সুক্ষত্র! দয়া কর, দয়া কর।

---

(২) বরুণের সহস্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ কি? আমি অনুমান করি স্বর্গ।

---

(১) ক্ষত্র অর্থ বল, সুক্ষত্র অর্থে অতিশয় বলবান্। "Almighty."—*Max Müller*. ক্ষত্রিয় নামে একটী ভিন্ন জাতি তখনও সৃষ্ট হয় নাই। এই সূক্তের প্রথম চারিটী ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে। "মৃলে সুক্ষত্র মৃলয়।" "Have mercy, Almighty, have mercy."—*Max Müller*.

৫। হে বরুণ! আমরা মনুষ্য, দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, অজ্ঞানবশতঃ তোমার যে কর্ম্মে অনবধানতা করিয়াছি, সেই সকল পাপপ্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না।

---

৯০ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বায়ু! তুমি বীর। শুদ্ধ, মাধুর্য্যযুক্ত অভিষুত সোম অধ্বর্য্যুগণ তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে। তুমি নিযুৎগণকে রথে যোজিত কর, অভিমুখে আগমন কর, আনন্দের জন্য অভিষুত সোমরসের ভাগ ভক্ষণ কর।

২। হে বায়ু! তুমিই ঈশ্বর। যে তোমার জন্য উত্তম আহুতি প্রদান করে, হে সোমপায়ী! যে তোমার জন্য শুচি সোম প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে তুমি তাহাকে প্রধান কর, সে সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাপ্তব্য ধন লাভ করে।

৩। এই দ্যাব্যাপৃথিবী যে বায়ুকে ধনার্থে উৎপন্ন করিয়াছেন, দ্যুতিমতি ধিষণা ধনার্থে যে দেবতাকে ধারণ করেন, অধুনা স্বকীয় নিযুতগণ সেই বায়ুকে সেবা করিতেছে। বায়ু দারিদ্রে শ্বেতবর্ণ ধন প্রদান করেন।

৪। পাপরহিত, উষা সকল সুদিনের (হেতু হইয়া) তমঃ নাশ করিতেছেন। দীপ্যমান হইয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিতেছেন। উশিজগণ গোরূপ ধন লাভ করিয়াছেন, পুরাণ জল তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তাঁহারা যথার্থ মননীয় স্তোত্রদ্বারা দীপ্যমান হইয়া আপনার কর্ম্মদ্বারা বীরগণের বহনীয় রথ বহন করিতেছেন। তোমরা ঈশান, অন্ন সকল তোমাদিগকে সেবা করিতেছে।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে গো, অশ্ব, নিবাসপ্রদ ধন ও হিরণ্যের সহিত সুখ প্রদান করে, সেই দাতাগণ সংগ্রামে অশ্ব ও বীরগণের সাহায্যে ব্যাপ্ত আয়ুঃ জয় করিয়া লন।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯১ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। পূর্ব্বকালে যে প্রবৃদ্ধ স্তোতাগণ, বহুভাক্ স্তোত্রদ্বারা অনিন্দনীয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিপদ্গ্রস্ত মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থ বায়ুর উদ্দেশে সূর্য্যের সহিত উষাকে একত্র বাস করাইয়াছেন(১)।

২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা কাময়মান দূত ও রক্ষক। তোমরা হিংসা (করিও) না, মাস এবং বহুবৎসর ব্যাপিয়া রক্ষা কর। সুন্দর স্তুতি তোমাদের নিকট গমন করতঃ সুখ যাচঞ্চা করিতেছে এবং প্রশস্য সুপ্রাপ্য (ধন) যাচঞ্চা করিতেছে।

৩। সুমেধা এবং নিযুতগণের আশ্রয়নীয় শ্বেতবর্ণ (বায়ু) প্রভূত অন্নবিশিষ্ট এবং ধনবৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে সেবা করেন। তাঁহারাও সমানমনস্ক হইয়া বায়ুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্য বিবিধ প্রকারে অবস্থান করিয়াছিলেন, (সেই) নেতাগণ সুন্দর অপত্যের হেতুভূত (কার্য্য) করিয়াছিলেন।

৪। যাবৎ (তোমাদের) শরীরের বেগ থাকে, যাবৎ বল থাকে, যাবৎ নেতৃগণ জ্ঞানবলে দীপ্যমান থাকেন, তাবৎ হে বিশুদ্ধ (সোম) পায়ী ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা আমাদের বিশুদ্ধ (সোম) পান কর, এই বর্হিতে উপবেশন কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা স্পৃহনীয় স্তোতৃবিশিষ্ট এবং নিযুৎগণকে এক রথে সংযুক্ত কর। তোমরা অভিমুখে আগমন কর। এই মধুর সোমের অগ্র তোমাদের জন্য আনীত হইয়াছে; অনন্তর তোমরা প্রীত হইয়া আমাদিগকে বিমুক্ত কর।

(১) অর্থাৎ বায়ুর যাগের অর্থ উষার তমো নিবারণ ও সূর্য্যোদয় করিয়াছেন। সায়ণ।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! যে নিযুৎগণ শতসংখ্যক হইয়া তোমাদিগকে সেবা করে, সকলের বরণীয় যে নিযুৎগণ সহস্রসংখ্যক হইয়া সেবা করে, সেই শোভনধনপ্রদ (নিযুৎগণের) সহিত অভিমুখে আগমন কর। হে নেতৃদ্বয়! (উত্তরবেদির) প্রতি নীত মধুর (সোম) পান কর।

৭। অশ্বের ন্যায় (হব্যবাহী), অন্নপ্রার্থী, বলেচ্ছু বসিষ্ঠগণ (অর্থাৎ আমরা) উত্তম রক্ষার নিমিত্ত উত্তম স্তুতিদ্বারা আহবান করিতেছি। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯২ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে শুচি (সোম)পাতা বায়ু! আমাদের সমীপে আগমন কর। হে সকলের বরণীয়! তোমার নিযুৎ সকল সহস্রসংখ্যাযুক্ত। হে বায়ু! তুমি যে সোমের প্রথম পানে অধিকারী, সেই মদকর সোম পাত্রে স্থাপিত রহিয়াছে।

২। ক্ষিপ্রহস্ত অভিষবকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর পানার্থ যজ্ঞে সোম প্রস্থাপিত করিয়াছেন। হে ইন্দ্র ও বায়ু! দেবাভিলাষী অধ্বর্য্যুগণ কর্ম্মদ্বারা তোমাদের জন্য এই যজ্ঞে সোমের অগ্রভাগ সম্পাদন করিয়াছেন।

৩। হে বায়ু! গৃহেস্থিত হব্যদাতার অভিমুখে যজ্ঞের জন্য যে নিযুৎগণের সহিত গমন কর (তাহাদিগের সহিত আগমন কর)। আমাদিগকে সুন্দর অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর। বীর পুত্র, গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

৪। যাহারা ইন্দ্রের এবং বায়ুরও তৃপ্তি উৎপাদন করেন, তাহারা দেবযুক্ত, অতএব শত্রুগণের নিহন্তা হয়। সেই স্তোতৃগণের সাহায্যে আমরা যেন শত্রুনিপাতে সমর্থ হই। আমাদের লোকদ্বারা যেন যুদ্ধে অমিত্রগণকে পরাভব করিতে পারি।

৫। হে বায়ু! শতসংখ্যাবিশিষ্ট ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট নিযুৎগণের সহিত আমাদের হিংসারহিত যজ্ঞের সমীপে আগমন কর, এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৯৩ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বৃত্রহা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অদ্য সেবা কর, তোমরা সুখে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সদ্য অন্ন প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সংভজনীয়, তোমরা বলের ন্যায় আচরণ কর। তোমরা যুগপৎ প্রবৃদ্ধ, বলদ্বারা বর্দ্ধমান, বহুল ধন ও অন্নের ঈশ্বর, তোমরা স্থূল ও শত্রুবিনাশক অন্ন যোজনা কর।

৩। হবিষ্মান্ অনুগ্রহাভিলাষী যে বিপ্রগণ কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞপ্রাপ্ত হয়, সেই নেতাগণ, অশ্ব যেরূপ যুদ্ধভূমি ব্যাপ্ত করে, সেই রূপ ইন্দ্র ও অগ্নি কর্ম্মব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! অনুগ্রহার্থী বিপ্র যশোযুক্ত ও প্রথম উপ-ভোগযোগ্য ধনের উদ্দেশে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করিতেছে। হে বৃত্রঘাতী সুন্দর আয়ুধবিশিষ্টদ্বয়! নবতর ও দাতব্য ধনদ্বারা আমা-দিগকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। মহৎ, পরস্পর আক্রোশকারী, স্পর্দ্ধমান ও সংগ্রামে যত্নকারী (সেনাদ্বয়কে) আপনার তেজোদ্বারা সতত বিনাশ কর। সোমাভি-ষবকারী ও দেবাভিলাষী জনের সাহায্যে যজ্ঞে অদেবকাম ব্যক্তিকে বিনাশ কর।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সৌমনস্য লাভের জন্য আমাদিগের এই সোমাভিষব ক্রিয়ায় আগমন কর। তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে জান না, অতএব তোমাদিগকে বহু অন্নদ্বারা আবর্ত্তিত করিব।

৭। হে অগ্নি! তুমি এই অন্নদ্বারা সমিদ্ধ হইয়া মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণকে বল, আমরা যে অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে রক্ষা কর। অর্য্যমা ও অদিতি সকলে তাহা বিযুক্ত করুন।

৮। হে অগ্নি! শীঘ্র এই যজ্ঞ ভজনা করতঃ আমরা তোমাদের অন্ন যুগপৎ যেন প্রাপ্ত হই। ইন্দ্র, বিষ্ণু ও মরুৎগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া (অন্যকে) যেন না দেখেন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।

---

৯৪ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে এই প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাঁহার স্তুতি ভজন কর। তোমরা ঈশ্বর, অনুষ্ঠিতকর্ম্ম পূরণ কর।

৩। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে হীনভাবের জন্য, পরাভবের জন্য ও নিন্দার জন্য পরবশ করিও না।

৪। আমরা রক্ষাভিলাষী হইয়া বৃহৎ হব্য ও সুস্তুতি ও কর্ম্মযুক্ত বাক্য, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট প্রেরণ করি।

৫। তাঁহাদের দুই জনকে বহুবিপ্রগণ রক্ষার্থে এই প্রকারে স্তব করিতেছে, পরস্পর বাধা প্রাপ্ত লোকেও অন্নলাভের জন্য স্তব করিতেছে।

৬। স্তোত্রেচ্ছু, অন্নবিশিষ্ট ও ধনেচ্ছু হইয়া আমরা যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত, সেই তোমাদের দুই জনকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিব।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মনুষ্যগণের অভিভব কর, তোমরা আমাদের জন্য অন্নের সহিত আগমন কর। পরুষবাদী ব্যক্তি যেন আমাদিগের প্রভু না হয়।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! কোনও শত্রুরই হিংসা যেন আমাদিগকে প্রাপ্ত না হয়, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমরা তোমাদের নিকট যে গোবিশিষ্ট, হিরণ্য-বিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট ধন যাচ্ঞা করি, তাহা যেন ভোগ করিতে পারি।

১০। সোম অভিষুত হইলে কর্ম্মনেতাগণ পরিচরণাভিলাষী হইয়া উত্তম অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ও অগ্নিকে বারম্বার আহ্বান করে।

১১। সর্ব্বাপেক্ষা বৃত্রহন্তা, অত্যন্ত আনন্দিত ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমরা উকৃথ ও ঘোষণীয় স্তব ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দুষ্টাভিসন্ধিযুক্ত, দুষ্টজ্ঞানযুক্ত, বলবান্, অপহরণকারী মনুষ্যকে আয়ুধদ্বারা কুম্ভের ন্যায় হনন কর।

---

৯৫ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি

১। এই সরস্বতী অয়োনির্ম্মিত পুরীর ন্যায়(১) ধারয়িত্রী হইয়া ধারক উদকের সহিত প্রধাবিতা হইতেছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করতঃ পথের ন্যায় গমন করিতেছেন।

২। নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী অবগত হইয়াছিলেন, ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করতঃ তিনি নহুষের জন্য(২) ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।

৩। মনুষ্যগণের হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী (সরস্বান)(৩) যজ্ঞার্হ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি হবিষ্মান যজমান-দিগকে বলবান্ পুত্র দান করেন এবং লাভার্থে তাঁহাদের শরীর সংস্কার করেন।

---

(১) অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে।

(২) নহুষ রাজা সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সরস্বতীকে স্তব করিয়াছিলেন, সরস্বতী সেই স্তব অবগত হইয়া তাঁহাকে সহস্র বৎসরের উপযুক্ত দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিয়াছিলেন। সায়ণ। এ গল্পটী পৌরাণিক তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কিন্তু সায়ণ অর্থ করেন সরস্বান্ শব্দে মধ্য স্থান বায়ু। মধ্যমস্থানবর্ত্তী জলসমূহ তাহার যোষিৎ।

(৩) সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটী দেবস্বরূপ কোন ২ স্থানে অর্চ্চনা করা হইয়াছে।

৪। সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। অর্চ্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করে, তিনি নিত্য ধনবিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

৫। হে সরস্বতী! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কারদ্বারা তোমার নিকট হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব), আমাদিগের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতিপ্রিয় গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের ন্যায় তোমার সহিত মিলিত হইব।

৬। হে সুভগে সরস্বতী! এই বসিষ্ঠ তোমার জন্য যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন। হে শুভ্রবর্ণা দেবী! বর্দ্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৬ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের সরস্বতী দেবতা; অবশিষ্টের সরস্বান্ দেবতা।
বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে বসিষ্ঠ)! তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশে বৃহৎ স্তোত্র গান কর, দ্যাবাপৃথিবীতে বর্ত্তমানা সরস্বতীকেই দোষবর্জ্জিত স্তোত্রদ্বারা পূজা কর।

২। হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতী! তোমার মহিমাদ্বারা মনুষ্যগণ উভয়-বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুৎগণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।

৩। কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজ্ঞা উৎপাদন করুন। আমি জমদগ্নির ন্যায় স্তব করিলে, তুমি বসিষ্ঠের উপযুক্ত স্তব লাভ কর।

৪। আমরা জায়াভিলাষী, পুত্রাভিলাষী, সুদানযুক্ত স্তোতা; আমরা সরস্বান্ দেবকে স্তব করি।

৫। হে সরস্বান্! তোমার যে জলসমূহ রসবান্ এবং ঘৃতক্ষারী সেই জল সংগ্রহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

৬। প্রবৃদ্ধ সরস্বান্দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই, তিনি মেঘ সকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।

---

৯৭ সূক্ত।

প্রথম ঋকের ইন্দ্র দেবতা; তৃতীয় ও নবমের ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি দেবতা; দশমের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি; অবশিষ্টের বৃহস্পতি। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে যজ্ঞে দেবাভিলাষী নেতাগণ মত্ত হয়েন, যে যজ্ঞে সবনসমূহ ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হয়, (ইন্দ্র) হৃষ্ট হইবার জন্য দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর নেতাগণের সেই যজ্ঞে প্রথম আগমন করুন এবং গমনশীল (অশ্বগণও আগমন করুক)।

২। হে সখাগণ! আমরা দৈবরক্ষা প্রার্থনা করি, বৃহস্পতি আমাদের (হব্য) স্বীকার করুন। পিতা যেরূপ দূরদেশ হইতে (ধন আহরণ করিয়া) পুত্রকে দান করে, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে দান করেন। আমরা যাহাতে কামবর্ষী (বৃহস্পতির) নিকট অনপরাধী হইতে পারি, (সেইরূপ কর)।

৩। জ্যেষ্ঠ, সুমুখবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মণস্পতিকে নমস্কার ও হব্যের দ্বারা স্তুতি করি। যিনি দেবকৃত মন্ত্রের রাজা, দেবার্হ শ্লোক সেই মহান্ ইন্দ্রকে সেবা করুক।

৪। সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগের স্থানে উপবেশন করুন, তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন। ধন এবং সুবীর্য্যের যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা উপদ্রবযুক্ত, তিনি আমাদিগকে অহিংসিত করিয়া পার করুন।

৫। এই পুরাজাত অমরগণ আমাদিগকে সেই অমর, পর্য্যাপ্ত ও অর্চ্চনসাধন অন্ন দান করুন। আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণের যাগযোগ্য ও অপ্রতিগত বৃহস্পতিকে আহ্বান করিব।

৬। সুখকর, উজ্জ্বল, বহনশীল এবং আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক! তাঁহার বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ (আছে)।

৭। বৃহস্পতি শুচি; তাঁহার বাহন অনেক; তিনি সকলের শোষয়িতা, হিত ও রমণীয় বাক্যযুক্ত; গমনশীল, স্বর্গভোগকর ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত। তিনি স্তোতাগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান করেন।

৮। বৃহস্পতিদেবের জননী দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় মহিমাবলে বৃহস্পতিকে বর্দ্ধিত করুন। হে সখাগণ! বর্দ্ধনীয় বৃহস্পতিকে বর্দ্ধিত কর' তিনি প্রভূত অন্নের জন্য (জল সকলকে) তরল ও অবগাহন যোগ্য করেন।

৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্ররূপ সুস্তুতি করিলাম। তোমরা কর্ম্ম রক্ষা কর, বহুস্তুতি শ্রবণ কর, আমরা তোমার প্রসাদ ভোজী, আমাদের আক্রমণশীল শত্রুসেনা বিনাশ কর।

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয় ধনের ঈশ্বর; তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অধ্বর্য্যুগণ! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের জন্য দীপ্তিমান্ অভিষুত সোম পান কর; ইন্দ্র গৌরমৃগ অপেক্ষাও শীঘ্র দুরস্থিত পাতব্য সোম অবগত হইয়া সোমাভিষবকারী যজমানকে অন্বেষণ করতঃ সর্ব্বদাই আগমন করেন।

২। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে যে চারু অন্ন ধারণ করিতে, এখনও প্রত্যহ সেই সোমপানের কামনা কর। হৃদয় ও মনে আমাদিগকে কামনা করতঃ হে ইন্দ্র!, সম্মুখে আনীত সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াই বলের জন্য সোম পান করিয়াছিলে। মাতা তোমার মহিমা বলিয়াছেন। তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়াছ, যুদ্ধার্থ স্তোতৃগণের জন্যই ধন উৎপাদন করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র! যখন প্রভূত ও অভিমানবিশিষ্ট শত্রুদিগের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করাইবে, তখন হিংসকগণকে হস্তদ্বারাই অভিভব করিব। যদি তুমি মরুৎগণের সহিত নিজেই যুদ্ধ কর, তবে সুন্দর অন্নের হেতুভূত সেই সংগ্রাম তোমার সাহায্যে জয় করিব।

৫। আমি ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিব, মঘবা নূতন যাহা করিয়াছেন তাহাও কীর্ত্তন করিব, যেহেতু তিনি অদেবী মায়া অভিভব করিয়াছেন, অতএব সোম কেবল মাত্র ইন্দ্রেরই হইয়াছে।

৬। হে ইন্দ্র! পশু হিতকর এই যে বিশ্ব, চারিদিকে অবস্থিত এবং সূর্য্যের তেজে যাহা দেখিতেছ এ সমস্তই তোমার। তুমি একাকী সমস্ত গোসমূহের পতি। তোমার প্রদত্ত ধন ভোগ করিব।

৭। হে বৃহস্পতি! তুমি ও ইন্দ্র উভয়ে পার্থিব ও স্বর্গীয়গণের ঈশ্বর, তোমরা দুজনে স্তুতিকারী স্তোতার উদ্দেশে ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯৯ সূক্ত।

উরু, যজ্ঞের প্রভৃতি তিনটীর ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। অবশিষ্টের কেবল বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্দ্ধমান হইলে তোমার মহিমা কেহ অনুব্যাপ্ত করিতে পারে না, পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল, হে দেব! পরমলোক অবগত আছ।

২। হে দেব বিষ্ণু! যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে, কেহই তোমার মহিমার অপর পার দেখিতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ নাককে তুমি ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্ব্বদিক ধারণ করিয়াছ(১)।

---

(১) ঋগ্বেদে বিষ্ণু অর্থে সূর্য্যঃ, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হয়েন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যববিশিষ্টা হইয়াছ। হে বিষ্ণু! এই দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্ব্বত্রস্থিত ময়ূখদ্বারা(২) এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য্য, অগ্নি ও ঊষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছ। বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া, হে নেতাদ্বয়! সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চ্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।

৬। এই মহতী স্তুতি বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, বিক্রমযুক্ত ও বলবান্ ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্দ্ধিত করিবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোম প্রদান করিয়াছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত কর।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্কার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্দ্ধিত করুক, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১০০ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি বহুলোকের কীর্ত্তনীয় বিষ্ণুকে (হব্য) দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করেন (সেই) মর্ত্ত্য ধন ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র প্রাপ্ত হন।

২। হে অভিলাষপ্রদ বিষ্ণু! সর্ব্বজনের হিতকর দোষরহিত অনুগ্রহ আমাদিগকে প্রদান কর। যাহাতে সুপ্রাপ্ত, প্রচুর অশ্ববান্ বহুলোকে প্রীতিকর ধন লাভ করা যায়, তাহা কর।

---

(২) সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর "ময়ূখ" অর্থ কিরণ। কিন্তু সায়ণ বিষ্ণুর পৌরাণিক অর্থ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলেন ময়ূখ শব্দের অর্থ পর্ব্বত।

৩। এই দেবতা শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট পৃথিবীতে স্বীয় মহিমায় তিনবার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন, প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত(১)।

৪। এই বিষ্ণু এই পৃথিবীকে নিবাসার্থ মনুষ্যকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতাগণ নিশ্চল হন। সুজন্মা বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৫। হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্ত্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।

৬। হে বিষ্ণু! "আমি শিপিবিষ্ট" এই যে নাম বলিতেছি, ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত, তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুকায়িত করিও না(২)।

৭। হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্‌কার করিতেছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমার সুস্তুতি ও বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

(১) অর্থাৎ সূর্য্যরূপ বিষ্ণুররূপ কিরণময়।

(২) পূর্ব্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু এই উপাখ্যানটী বোধ হয় এই ঋক হইতেই উৎপন্ন। নিরুক্তকারের মতে বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু। উপমন্যু বলেন যে শিপিবিষ্ট নামটী কুৎসিতার্থ নাম। কেহং বলেন প্রশংসার্থ ঐ নামটী ব্যবহার হইতে পারে। এই জন্য সায়ণ এই দুই প্রকার অর্থই দিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

১০১ সূক্ত।

পর্জ্জন্য দেবতা। অগ্নিপুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি।

(শৌনক বলেন যে উপবাস করিয়া জল মধ্যে অবগাহন করতঃ এই সূক্ত ও ইহার পরবর্ত্তী সূক্ত জপ করিলে পঞ্চ রাত্রের পর নিশ্চয়ই বৃষ্টি লাভ করা যায়)।

১। অগ্রভাগে জ্যোতিবিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য(১) উদক উৎপাদক মেঘকে দোহন করে, সেই বাক্য উচ্চারণ কর। তিনিও(২) সহবাসী (বৈদ্যুতাগ্নি) প্রাদুর্ভূত করতঃ এবং ওষধিসমূহের গর্ভ উৎপাদন করতঃ সদ্য উৎপন্ন হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছেন।

২। যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধিকর, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন এবং আমাদিগকে তিন প্রকারে বর্ত্তমান(৩) সুগতিবিশিষ্ট জ্যোতিঃ প্রদান করুন।

৩। (ইহার) একরূপ নিবৃত্তপ্রসবা গাভী, অপর রূপ (জল) প্রসব করে। ইনি ইচ্ছানুসারে আপন শরীর নির্ম্মাণ করেন। মাতা পিতার নিকট(৪) পয়ঃ গ্রহণ করেন, তাহাতে পিতা ও পুত্র উভয়েই বর্দ্ধিত হয়।

৪। সমস্ত ভুবন যাঁহাতে অবস্থিত, যাহাতে দ্যুলোক প্রভৃতি (লোক) ত্রয় (অবস্থিত), যাঁহা হইতে আপ সকল তিন প্রকারে বিনির্গত হয়(৫),

---

(১) অগ্রভাগে জ্যোতিঃ অথবা ওঁকারবিশিষ্ট তিন প্রকার অর্থাৎ সাম, যজু, ও ঋকরূপ বাক্য। অথবা বিদ্যুৎ প্রমুখ যে দ্রুত, বিলম্বিত এবং মধ্যম এই তিন প্রকারের মেঘধ্বনি। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ পর্জ্জন্যদেব। সায়ণ।

(৩) তিন ঋতুতে বর্ত্তমান; আদিত্যের জ্যোতিঃ বসন্তকালে প্রাতে, গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে এবং শরৎকালে অপরাহ্নে প্রকাশ পায়। সায়ণ।

(৪) পিতা দ্যুলোক, মাতা পৃথিবী, পুত্র পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ। সায়ণ।

(৫) প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী। সায়ণ।

উপসেচনকর তিন প্রকার মেঘ(৬), যে মহান (পর্জ্জন্যের) চারিদিকে মধূদক বর্ষণ করেন।

৫। স্বায়ত্তদীপ্তিবিশিষ্ট পর্জ্জন্যের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিতেছি। তিনি উহা গ্রহণ করুন। উহা তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হউক। আমাদিগের জন্য সুখকর বৃষ্টি পতিত হউক। পর্জ্জন্য যাহাদিগের রক্ষক, সেই ওষধিসমূহ সুফলযুক্ত হউক।

৬। সেই পর্জ্জন্য বৃষভের ন্যায় বহুতর ওষধিসমূহের প্রতি রেতঃ আধান করেন। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই (বাস করে)। তৎপ্রদত্ত জল শতবৎসরব্যাপী জীবনের জন্য(৭) আমাকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১০২ সূক্ত।

পর্জ্জন্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অন্তরীক্ষের পুত্র সেচনসমর্থ পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের অন্ন ইচ্ছা করুন।

২। যে পর্জ্জন্যদেব ওষধিসমূহের, গোসমূহের, অশ্বসমূহের ও নারীগণের গর্ভ উৎপাদন করেন।

৩। তাঁহারই উদ্দেশে (দেবগণের আস্য)ভূত (অগ্নিতে) অতিশয় রসবান হব্য হোম কর। তিনি আমাদের উদ্দেশে অন্ন নিশ্চিত করিয়া দেন।

---

(৬) প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও উদীচ্য।

(৭) মনুষ্য পরমায়ুর সীমা শতবৎসর।

১০৩ সূক্ত।

মণ্ডূক দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

বৃষ্টিকাম ব্যক্তি এইসূক্ত জপ করেন। নিরুক্তকার বলেন যে বসিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হইয়া পর্জ্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূক সকল তাঁহার অনুমোদন করে। তজ্জন্য তিনি মণ্ডূকগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

১। সম্বৎসর ব্রতচারী স্তোতাদিগের ন্যায়(১) (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া মণ্ডূকগণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

২। শুষ্কচর্ম্মের ন্যায়, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকগণের নিকট স্বর্গীয় জল যখন আগমন করে, তখন বৎসযুক্ত ধেনুর শব্দের ন্যায়(২) মণ্ডূকগণের শব্দ সঙ্গত হয়।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এক মণ্ডূক অন্যের নিকট গমন করে।

৪। জল পড়িলে পর যখন মণ্ডূকদ্বয় হৃষ্ট হয়; যখন পর্জ্জন্যকর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া অত্যন্ত লম্ফ প্রদান করত ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক হরিৎবর্ণ মণ্ডূকের সহিত একত্রে শব্দ করে, তখন এক মণ্ডূক অন্যকে অনুগ্রহ করে।

৫। শিষ্য গুরুর ন্যায় যখন এই মণ্ডূক সকলের মধ্যে একটী অন্যের বাক্য অনুকরণ করে; যখন হে মণ্ডূকগণ! তোমরা সুন্দর শব্দবিশিষ্ট হইয়া জলের উপর লম্ফ প্রদান করতঃ শব্দ কর, তখন তোমাদের সমস্ত পর্ব্বযুক্ত শরীর সমৃদ্ধ হয়।

৬। ইহাদের একের শব্দ গোরুর ন্যায়, অপরের শব্দ ছাগলের ন্যায়, একটী ধূম্রবর্ণ, অপরটী হরিদ্বর্ণ। সকলেরই এক নাম অথচ রূপ বিবিধ প্রকার, ইহারা নানাদেশে শব্দ করতঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

---

(১) "মূলে ব্রাহ্মণাঃ" আছে। অর্থ "ব্রহ্ম" বা স্তোত্র উচ্চারণকারী। তাহাদিগের স্তোত্র উচ্চারণের সহিত ভেকদিগের রবের তুলনা হইতেছে।

(২) বৎস পাইলে ধেনুগণ যে রব করে, বৃষ্টি আগমনে ভেকদিগের রব তাহার সহিত তুলনা করা হইতেছে। ইহার পরের ঋকগুলিতেও ভেকদিগের শব্দ সম্বন্ধে অন্যান্য উপমা আছে।

৭। হে মণ্ডূকগণ! অতিরাত্রনামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দ্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃট সঞ্চার হইল, সেই দিন চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর।

৮। সোমযুক্ত সাম্বৎসরিক স্তুতিকারী স্তোতাগণের ন্যায়(৩) এই (মণ্ডূকগণ) শব্দ করিতেছে; প্রবর্গচারী অধ্বর্য্যুগণের ন্যায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, লুক্কায়িত কোন কোন মণ্ডূক সম্প্রতি বৃষ্টিতে আবির্ভূত হইতেছে।

৯। নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না। সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্মস্থ তাপপীড়িত মণ্ডূকগণ গর্ত্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদিগকে ধন দান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা ঋতুতে) মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন।

---

১০৪ সূক্ত।

নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশের সোম দেবতা; একাদশের দেব দেবতা; অষ্টম ও ষোড়শের ইন্দ্র দেবতা; সপ্তদশের গ্রাবা দেবতা; অষ্টদশের মরুৎ দেবতা; দশম ও চতুর্দ্দশের অগ্নি দেবতা, প্রবক্তর ইত্যাদি পাঁচটীর ইন্দ্র দেবতা; ত্রয়োবিংশের পূর্ব্বার্দ্ধ বসিষ্ঠের প্রার্থনা, অপরার্দ্ধের পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ দেবতা; অবশিষ্টের দেবতা রক্ষোবিনাশক ইন্দ্র ও সোম। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষীদ্বয়! তোমরা অন্ধকারদ্বারা বর্দ্ধমান রাক্ষসদিগকে

---

(৩) ব্রাহ্মণ শব্দে অর্থ স্তোতা, ব্রাহ্মণ জাতি নহে, তাহা এই ঋক্তে স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। মূলে "ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" আছে। অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতাগণ।" ব্রাহ্মণ নামে একটী ভিন্ন "জাতি" তখন সৃষ্ট হয় নাই।

নীচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া হিংসা কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া ফেল।

২। হে ইন্দ্র ও সোম! অনর্থবাদী, আক্রমণকারী রাক্ষসকে একেবারেই অভিভব কর, তাপপ্রাপ্ত (রাক্ষস) অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত চরুর ন্যায় বিলুপ্ত হউক। ব্রহ্মদ্বেষী ক্রব্যাদ ঘোরদর্শন ক্রূরবুদ্ধির প্রতি যাহাতে নিরন্তর দ্বেষ থাকে তাহা কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম! দুষ্কর্ম্মকারীকে আবরণ কর, মধ্যস্থলে অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে ফেলিয়া তাড়না কর, যে ইহাদের মধ্যে একজনও উহার মধ্য হইতে পুনরায় উদ্গত হইতে না পারে। তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ ক্রোধবিশিষ্ট বল অভিভবার্থ সমর্থ হউক।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে বধ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। অনর্থ উৎপাদকের জন্য পৃথিবী হইতে নাশ কর, আয়ুধ উৎপাদন কর। মেঘ হইতে উপতাপপ্রদ (অশনি) উৎপাদন কর, যদ্দ্বারা প্রবৃদ্ধ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম! অন্তরীক্ষ হইতে চারিদিকে আয়ুধসমূহ প্রেরণ কর। তোমরা অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত, তাপপ্রদ, প্রহারযুক্ত, জরারহিত প্রস্তর বিকারভূত অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসগণকে পার্শ্বস্থানে বিদ্ধ কর। তাহারা নিঃশব্দে নির্গত হউক।

৬। হে ইন্দ্র ও সোম! কক্ষ বন্ধনরজ্জু যেমন অশ্বকে বেষ্টন করে, সেইরূপ এইমনোহর স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। তোমরা বলবান্; আমরা মেধা বলে এই স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি। নৃপতির ন্যায় তোমরা এই স্তোত্র সকলকে ফলযুক্ত কর।

৭। হে ইন্দ্র ও সোম! ত্বরমান্ অশ্বের সাহায্যে অভিগমন কর। দ্রোহশীল ভঞ্জনকারী রাক্ষসদিগকে নিধন কর। পাপকারী রাক্ষসের যেন সুখ না হয়। কারণ সে দ্রোহযুক্ত হইয়া আমাদিগকে কখন না কখন হনন করিতে পারে।

৮। আমি শুদ্ধমনে (ব্রত) আচরণ করি। যে অনৃত বাক্যদ্বারা আমার অপবাদ দেয়, হে ইন্দ্র! মুষ্টিতে গৃহীত জলের ন্যায় সেই অসত্যবাদী অস্তিত্ব শূন্য হউক।

৯। আমি পরিপক্কবাক্যযুক্ত, যাহারা আপনার স্বার্থের জন্য আমার পরিবাদ করে, আমি কল্যাণবৃত্তি, যাহারা বলযুক্ত হইয়া আমার দোষ দেয়, সোম তাহাদিগকে সর্পের উপর পাতিত করুন, অথবা নিঋতির উৎসঙ্গে অর্পণ করুন।

১০। হে অগ্নি! যে আমাদের অন্নের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, যে অশ্বগণের, গোসকলের ও সন্তানগণের সার নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, শত্রু, চোর ও ধনাপহারী সেই ব্যক্তি হিংসাপ্রাপ্ত হউক, সে আপনার শরীর ও তনয়ের সহিত নিহত হউক।

১১। সে তনু ও তনয় হইতে বিযুক্ত হউক, ব্যাপ্ত তিন পৃথিবীর অধোদেশে গমন করুক, যে দিন ও রাত্রি আমাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, হে দেবগণ! তাহার যশঃ পরিশুষ্ক হউক।

১২। বিদ্বানগণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্যরূপ বাক্যদ্বয় পরস্পর স্পর্দ্ধা করে; তাহাদের মধ্যে যাহা সত্য এবং যাহা ঋজুতম সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন(১)।

১৩। সোমদেব পাপকারীকে প্রবর্ত্তিত করেন না; বলযুক্ত, মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্ত্তিত করেন না। তিনি রাক্ষসকে হনন করেন, অসত্যবাদীকে হনন করেন, তাহারা (হত হইয়া) ইন্দ্রের বন্ধনে বাস করে।

১৪। যদিও আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ, অথবা যদিও আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ? মিথ্যাবাদীগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে লাভ করুক।

(১) এই ঋকসমূহের দ্বারা ঋষি রাক্ষসদিগের সহিত শপথ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন রাক্ষস বসিষ্ঠের পুত্র শতকে বিনাশ করিয়া, আমি বসিষ্ঠ এই বলিয়া বসিষ্ঠকে আক্রমণ করে, তখন বসিষ্ঠ এই সকল ঋক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

১৫। যদি আমি জাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ুঃ নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনই মরিয়া যাই, অথবা যে আমাকে বৃথা রাক্ষস বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সেই তোমার যেন দশ বীরপুত্র নষ্ট হয়।

১৬। আমি রাক্ষস, যে আমাকে জাতুধান এই সম্বোধন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, আমি শুচি, এই কথা বলিতেছে, ইন্দ্র মহা আয়ুধদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক।

১৭। যে রাক্ষসী রাত্রি কালে দ্রোহযুক্তা হইয়া উলূকীর ন্যায় আপনার শরীর লুক্কায়িত করতঃ গমন করে, সে অবাংমুখ হইয়া অনন্তগর্ত্তে পতিত হউক। প্রস্তর সকল অভিষবণ শব্দদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করুক।

১৮। হে মরুৎগণ! তোমরা প্রজাদের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বাস কর। যাহারা পক্ষী হইয়া রাত্রিতে আগমন করে, অথবা যাহারা দীপ্ত যজ্ঞে হিংসা ধারণ করে, সেই রাক্ষসদিগকে ইচ্ছা কর, গ্রহণ কর ও চূর্ণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! অন্তরীক্ষ হইতে অশনি প্রবর্ত্তিত কর, হে মঘবা! সোমদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত যজমানকে সংস্কৃত কর, পর্ব্বযুক্ত (বজ্রদ্বারা) পূর্ব্বদিক্ হইতে, পশ্চিম দিক্ হইতে, দক্ষিণ দিক্ হইতে ও উত্তর দিক্ হইতে রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।

২০। ইহারা কুক্কুরের দ্বারা হিংসা করতঃ আগমন করে। যাহারা জিঘাংসু হইয়া অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে, সেই কপটগণকে হিংসা করিবার জন্য ইন্দ্র অশনি তীক্ষ্ণ করিতেছেন। তিনি শীঘ্র জাতুধানদিগের উদ্দেশে অশনি নিক্ষেপ করুন।

২১। ইন্দ্র হিংসকদিগের পরাশর(২), পরশু যে রূপ বন (ছেদ করে), (মুদ্গর) পাত্রসমূহকে যে রূপ ভেদ করে, ইন্দ্র সেই রূপ হব্য মন্থনকারী ও অভিমুখে আগমনকারীর জন্য রাক্ষস সকল বিনাশ করতঃ আগমন করিতেছেন।

২। হিংসক। সায়ণ।

২২। হে ইন্দ্র! যাহারা উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর; যাহারা ক্ষুদ্র উলুকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর, যাহারা কুক্কুররূপে, যাহারা চক্রবাকরূপে, যাহারা শ্যেনপক্ষীরূপে, যাহারা গৃধ্ররূপে বিনাশ করে, পাষাণের ন্যায় (বজ্রের দ্বারা) সেই সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেল।

২৩। রাক্ষস আমাদিগকে যেন না ব্যাপ্ত করিতে পারে, যন্ত্রণাদায়ী রাক্ষসগণের মিথুন সকল অপগত হউক। এই রাক্ষসেরা "একি একি" বলিয়া বেড়ায়। পৃথিবী আমাদিগকে অন্তরীক্ষভব পাপ হইতে রক্ষা করুন, অন্তরীক্ষ আমাদের স্বর্গীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন।

২৪। হে ইন্দ্র! রাক্ষসপুরুষকে বিনাশ কর এবং যে রাক্ষসী স্ত্রী বঞ্চনাদ্বারা হিংসা করে, তাহাকেও বিনাশ কর। আঘাত করাই যে সকল রাক্ষসের ক্রীড়া, তাহারা ছিন্নগ্রীব হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। তাহারা যেন উদয়শীল সূর্য্যকে দেখিতে না পায়।

২৫। হে সোম! তুমি ও ইন্দ্র তোমরা প্রত্যেকে দর্শন কর, বিবিধ প্রকারে দর্শন কর, জাগরিত হও, জাতুধান রাক্ষসদিগের উদ্দেশে অশনিরূপ আয়ুধ ক্ষেপ কর(৩)।

---

(৩) এই সূক্তটী পাঠ করিলে বোধ হয়, এক্ষণে লোকে যে রূপ "ভূতের" ভয় করে, তৎকালে সেইরূপ রাক্ষস ও জাতুধানের ভয় করিত। তাহারা রাত্রিতে দেহ লুক্কায়িত করিয়া গমন করে ও লোককে নানা রূপে হিংসা করে।

অষ্টম মণ্ডল।

১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্র মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি ঋষি; আদি ঋকদ্বয়ের ঘোরের-পুত্র ঋষি; পরে ভ্রাতা কণ্বের পুত্রতাপ্রাপ্ত প্রগাথনামে ঋষি; ত্রিংশ হইতে চারিটী ঋকের ঋষি অসঙ্গনামে রাজপুত্র; চতুস্ত্রিংশ ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী

১। হে সখা সকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না, হিংসিতা হইও না, সোম অভিষুত হইলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হইয়া স্তব কর এবং মুহু মুহু উক্থ সকল উচ্চারণ কর।

২। বৃষভের ন্যায় শত্রুদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ও শত্রুদিগের বিদ্বেষ্টা ও স্তোত্রগণের সংভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর।

৩। হে ইন্দ্র! এই জনগণ যদিও রক্ষার্থে পৃথক্‌ পৃথক্‌ তোমায় স্তব করিতেছে, তথাপি আমাদের এই স্তোত্রই সর্ব্বকালেই তোমার বর্দ্ধক হউক।

৪। হে মঘবান্‌ ইন্দ্র! তোমার পণ্ডিত স্তোতাগণ শত্রুগণের কম্প উৎপাদন করতঃ সর্ব্বদা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়। আমাদের নিকট আগমন কর, তৃপ্তির জন্য বহুরূপবিশিষ্ট নিকটস্থিত অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর।

৫। হে বজ্রবান্‌ ইন্দ্র! তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করি না। হে বজ্রহস্ত! সহস্রসংখ্যক ও অযুতসংখ্যক ধনের জন্যও করি না এবং হে বহুধন! অপরিমিতধনের জন্যও করি না।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমার পিতা হইতেও অধিক ধনবান্‌, অপালনকারী ভ্রাতা হইতেও অধিক ধনবান্‌। হে বসু! আমার মাতা ও তুমি সমান হইয়া আমায় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধনলাভার্থ পূজিত কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ, তোমার মন নানা দিকে। হে যুদ্ধকুশল, যুদ্ধকারী পুরন্দর! আগমন কর, গায়ত্রগণ তোমার স্তব করিতেছেন।

৮। এই ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্র গান কর, পুরন্দর ইন্দ্র সকলের সংভজনীয়, যে ঋক্‌সমূহদ্বারা কণ্বপুত্রের যজ্ঞস্থলে বজ্রযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের দ্বারা পুরী ভেদ করিয়াছিলেন, সেই ঋকে গায়ত্র গান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে দশযোজনগামী শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব আছে, তাহারা সেচনসমর্থ ও শীঘ্রগামী। সেই অশ্বের সাহায্যে শীঘ্র আগমন কর।

১০। অদ্য দুগ্ধদায়িনী, প্রসংশনীয় বেগযুক্তা, সুখে দোহন সমর্থা ধেনুর স্তব করি, এতদ্ভিন্ন বহুধারাযুক্ত, বাঞ্ছনীয়, বৃষ্টিরূপ পর্য্যাপ্তকারী ইন্দ্রকে স্তব করি(১)।

১১। সূর্য্য যখন এতশকে পীড়া দিয়াছিলেন, তখন বক্রগামী ও বায়ুসদৃশগমনশীল অশ্বদ্বয় অর্জ্জুনপুত্র কুৎস ঋষিকে বহন করিয়াছিল। শতক্রতু গন্ধর্ব্ব(২)ও অহিংসিত সূর্য্যকে ছদ্মবেশে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

১২। যে ইন্দ্র সন্ধান দ্রব্য ব্যতিরেকেই গ্রীবা হইতে রুধির নিঃসরণের পূর্ব্বেই সন্ধির সংযোজনা করেন, ক্ষমবান্, বহুধন সেই ইন্দ্র বিচ্ছিন্নকে পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন নীচ না হই, যেন দুঃখী না হই, আরও প্রক্ষীণ বলের ন্যায় (আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিবিযুক্ত না হই)। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! অন্যে আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না, গৃহে নিবাস করতঃ আমরা তোমার স্তব করিব।

---

(১) এই ঋকে ইন্দ্রকে ধেনু ও বৃষ্টিরূপে স্তব করা হইতেছে।

(২) "গন্ধর্ব্ব" শব্দে গবাং রশ্মীনাং ধর্ত্তারং। সায়ণ।

১৪। হে বৃত্রহন্! সত্বর ও উগ্রতাশূন্য হইয়া আমরা ধীরে ধীরে তোমার স্তব করিব। হে শূর! তোমার জন্য একবার প্রভুত ধনের সহিত সুন্দর স্তোত্র অনুমোদন করিব।

১৫। ইন্দ্র যদি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তখনই যেন আমাদের সোম সকল তাঁহাকে হর্ষিত করিতে পারে, উহারা তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত পবিত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে ও বসতীবরী প্রভৃতি জলের-দ্বারা বর্দ্ধমান, অতএব শীঘ্র মদজনক হইয়াছে।

১৬। হে ইন্দ্র! তোমার সেবাকারী স্তোতার সংমিলিত স্তুতির অভিমুখে অদ্য শীঘ্র আগমন কর; অন্য হবিষ্মান্‌দিগের স্তোত্র তোমার নিকট গমন করুক; অধুনা আমিও তোমার সুস্তুতি কামনা করি।

১৭। তোমরা প্রস্তরদ্বারা সোম অভিষব কর, ইহাকে জলে ধৌত কর. গোচর্ম্মের ন্যায় মেঘের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মরুৎগণ নদীগণের জন্য জল দোহন করিতেছেন।

১৮। হে ইন্দ্র! পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা বৃহৎ দীপ্তপ্রদেশ হইতে আগমন করতঃ আমার এই বিস্তৃত স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে সুক্রতু! আমাদের উৎপন্ন লোক সকলকে অভিলষিত ফলে পূর্ণ কর।

১৯। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্ব্বাপেক্ষা মদকর বরণীয় সোম অভিষব কর। শক্র সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা প্রীতি উৎপাদক অন্নাভিলাষী যজমানকে বর্দ্ধিত করেন।

২০। হে ইন্দ্র! সবনসমূহে সোম স্রাবণ ও স্তুতিযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রার্থনা করতঃ আমি যেন তোমাকে কুপিত না করি। তুমি ভর্ত্তা ও সিংহের ন্যায় (ভয়ঙ্কর), কে তোমার নিকট যাচ্ঞা না করে?

২১। উগ্রবলযুক্ত ইন্দ্র, মদোৎপাদক স্তোতাদ্বারা প্রেরিত মদকর সোম পান করুন। তিনি সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে আমাদিগকে শত্রুগণের জেতা ও তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্বকারী পুত্র প্রদান করেন।

২২। ইন্দ্রদেব সুখোৎপাদক যজ্ঞে হব্যদায়ী (যজমানের) উদ্দেশে বহুবরণীয় ধন দান করেন। তিনিই সোমাভিষবকারী ও স্তোত্রকারীকে

ধন প্রদান করেন। তিনি সর্ব্বকার্য্যে উদ্যোগী ও স্তোতাগণের প্রশংসনীয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আগমন কর, হে দেব! তুমি বিচিত্র ধনদ্বারা হৃষ্ট হও, একত্র পীত সোমদ্বারা তোমার বিস্তীর্ণ বৃদ্ধ উদর সরোবরের ন্যায় পূর্ণ কর।

২৪। হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুযুক্ত ও কেশরযুক্ত।

২৫। শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোম পানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন।

২৬। হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এই অভিষুত সোম প্রথম সোমপায়ীর ন্যায়(৩) পান কর; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চারু, ইহা মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়।

২৭। যে ইন্দ্র একাকী আপন কর্ম্মদ্বারা সকলকে পরাভব করেন, যিনি কর্ম্মদ্বারা মহান্, উগ্র এবং শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, সেই ইন্দ্র আগমন করুন। তিনি যেন পৃথক না হন। আমাদের স্তোত্রাভিমুখে আগমন করুন। তিনি যেন আমাদের ত্যাগ না করেন।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণের সঞ্চরণশীল নিবাসস্থান বজ্রের দ্বারা সংচূর্ণ করিয়াছিলে, তুমি দুই প্রকারের (স্তোতা ও যষ্টার) দ্বারা আহ্বানযোগ্য, তুমি দীপ্তিমান্ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলে।

২৯। সূর্য্য উদিত হইলে, তুমি আমার স্তোত্র সকল আবর্ত্তিত কর। দিবসের মধ্যাহ্নে আমার স্তুতি আবর্ত্তিত কর। দিবসের অবসান হইলে আমার স্তোত্র আবর্ত্তিত কর। শর্ব্বরী সময়েও আমার স্তোত্র সকল আবর্ত্তিত কর।

৩০। হে মেধ্যাতিথি! পুনঃ পুনঃ আমাকে স্তব কর, আমাকে প্রশংসা কর, আমরা ধনবানদিগের মধ্যে তোমার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

(৩) বায়ু সকল দেবতার পূর্ব্বে সোম পান করিয়া থাকেন। সায়ণ।

ধনদাতা। আমার বীর্য্যে অন্যের অশ্ব নির্ম্মিত হয়, আমার পথ উৎকৃষ্ট, আয়ুধ উৎকৃষ্ট।

৩১। আমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আহারান্তে অশ্বদিগকে তোমার রথে যোজনা করিয়াছিলাম। আমি মনোহর ধন (দান করিতে জানি) আমি যদুবংশোৎপন্ন(৪) ও পশুমান্।

৩২। যিনি গমশীল ধন হিরণ্ময় চর্ম্মাস্তরণের সহিত আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি শব্দায়মান্ রথযুক্ত হইয়া (শত্রুদিগের) সমস্ত ধন অভিভব করুন।

৩৩। হে অগ্নি! প্লয়োগেরপুত্র আসঙ্গ দশ সহস্র (গাভী দানের) দ্বারা দাতাগণকে অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সেচনসমর্থ ও দীপ্যমান্ (পশু সকল) সরোবর হইতে নলের ন্যায় নির্গত হইয়াছিল।

৩৪। ইহার সম্মুখভাগে স্থূল দেখা যাইতেছে, উহা অস্থিরহিত, বিস্তীর্ণ এবং নিম্নমুখে লম্বমান। শশ্বতীনাম্নী নারী উহা দেখিয়া বলিলেন(৫), আর্য্য! উত্তম ভোগসাধন বস্তু ধারণ করিতেছ।

---

২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রীয় মেধাতিথি ও অঙ্গিরাগোত্র প্রিয়মেধ ঋষি।

১। হে বসু ইন্দ্র! এই অভিষুত সোম পান কর, উদর পূর্ণ হউক, হে অকুতোভয় ইন্দ্র! তোমাকে দান করিব।

২। নেতাগণদ্বারা ধৌত, বস্ত্রদ্বারা অভিষুত ও মেষলোমে পরিপূত সোম, নদীতে স্নাত অশ্বের ন্যায় (শোভা পাইতেছে)।

---

(৪) মূলে "যাদ্বঃ" আছে।

(৫) প্লযোগনামক রাজারপুত্র অসঙ্গ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী হইয়া যান, পর মেধাতিথির প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন। সায়ণ। অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী তাঁহার ভার্য্যা। সেই শশ্বতী এই ঋকের বক্তা এবং ঋষি।

৩। হে ইন্দ্র! যবের ন্যায় উক্ত সোম তোমার জন্য গব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া আস্বাদযুক্ত করিয়াছিলাম। অতএব হে ইন্দ্র! এই একত্র পান স্থলে আগমন কর।

৪। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রই কেবল সমস্ত সোমপান করিতে পারেন। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রই সর্ব্ব প্রকার অন্নযুক্ত।

৫। যে দূরব্যাপী সুহৃৎ ইন্দ্রকে দীপ্ত সোম অপ্রীত করে না, দুর্লভ মিশ্রণ দ্রব্যবিশিষ্ট সোম যাঁহাকে অপ্রীত করে না, তৃপ্তিকর চরু পুরোডাশাদি যাহাকে অপ্রীত করে না, (আমরা সেই ইন্দ্রকে স্তব করি)।

৬। ব্যাধ মৃগকে যেরূপ অন্বেষণ করে, সেইরূপ অন্য যে লোক গব্য (সংস্কৃত সোমদ্বারা ইন্দ্রকে) অন্বেষণ করে ও বাক্যদ্বারা কুৎসিতরূপে তাঁহার নিকট গমন করে; (তাহারা তাঁহাকে পায় না)।

৭। অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্রদেবের তিন প্রকার সোম যজ্ঞগৃহে অভিষুত হউক।

৮। একমাত্র ঋত্বিক্‌গণের ভরণীয় যজ্ঞে তিনটী কোশ সোম স্রবণ করিতেছে; তিনটী চমস পূর্ণ হইয়াছে!

৯। হে সোম! তুমি শুচি এবং বহুপাত্রে অবস্থিত এবং মধ্যে ক্ষীর-দ্বারা ও দধিদ্বারা মিশ্রিকৃত। তুমি বীর ইন্দ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত কর।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার এই সোম সকল তীব্র, আমাদের অভিষুত ও দীপ্ত মিশ্রণ দ্রব্য তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র! উক্ত সোম সকলে মিশ্রণ দ্রব্য মিশ্রিত কর। পুরো-ডাশ ও এই সোমকে মিশ্রিত কর; যে হেতু তোমাকে ধনবান্ বলিয়া শুনিতে পাই।

১২। সুরা পীত হইলে, কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে প্রমত্ত করিবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে, সেইরূপ হে ইন্দ্র! পীতসোম সকল হৃদয় মধ্যে যুদ্ধ করে। (দুগ্ধপূর্ণ) উধঃকে লোকে যেরূপ পালন করে, (তুমি সোমপূর্ণ), স্তোতাগণ সেইরূপ তোমায় পালন করে।

১৩। হে হর্য্যশ্ব! তুমি ধনবান্, তোমার স্তোতা ধনবান্ হয়। তোমার ন্যায় ধনবান্ প্রসিদ্ধ লোকের স্তোতা প্রভু হয়।

১৪। ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শত্রু, তিনি উচ্চার্য্যমান উকথ জানিতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্র গান করা হইতেছে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি বধকারী শত্রুর হস্তে আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অভিভবকারীর হস্তে পরিত্যাগ করিও না, হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! তুমি স্বীয় কর্ম্মবলে আমাদিগকে ধন দান কর।

১৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা; তোমায় ইচ্ছা করি; তোমার স্তোত্রই আমাদের প্রয়োজন; আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উকথদ্বারা তোমায় স্তব করিতেছে।

১৭। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মবান্, তোমায় নূতন যজ্ঞে আমি অন্য স্তোত্র উচ্চারণ করি না, কেবল তোমার স্তোত্রই আমি জানি।

১৮। দেবগণ সোমাভিষবকারীকে সর্ব্বদা ইচ্ছা করেন, তাহার স্বপ্নাবস্থা ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা অনলস হইয়া অত্যন্ত মদকর সোম প্রাপ্ত হন।

১৯। হে ইন্দ্র! অন্নের সহিত আমাদের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে আগমন কর। যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, সেইরূপ আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না।

২০। দুঃসহনীয় ইন্দ্র, অদ্য আমাদের সমীপে (আগমন করুন), কুৎসিত জামাতার ন্যায় যেন সন্ধ্যা না করেন।

২১। আমরা এই বীর ইন্দ্রের বহুধনদাত্রী কল্যাণী অনুগ্রহ বুদ্ধি জানি। তিন (লোকে) প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রের হৃদয় জানি।

২২। কণ্বমান্ (ইন্দ্রের) উদ্দেশে শীঘ্র (সোম) সেক কর, অতি বলসম্পন্ন এবং প্রভুত রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্রের অপেক্ষা অধিক যশস্বী ব্যক্তি জানি না।

২৩। হে অভিষবণকারী! তুমি বীর, শক্তিমান্ ও নরগণের হিতকর, ইন্দ্রের উদ্দেশে মুখ্যরূপ সোম প্রদান কর, তিনি পান করুন।

২৪। যিনি সুখকর (স্তোতাগণকে) বিশেষরূপে জানেন, (সেই ইন্দ্র), হোত্রাদিগকে ও স্তোতাগণকে বহু অশ্বযুক্ত ও গোযুক্ত অন্ন দান করুন।

২৫। হে অভিষবণকারীগণ! তোমরা মাদয়িতব্য, বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর।

২৬। সোম পানশীল, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র আগমন করুন, আমাদের দূরবর্ত্তী যেন না হন। বহুবিধ রক্ষাবিশিষ্ট ইন্দ্র (শত্রুগণকে) নিয়ত করুন।

২৭। স্তোত্রযুক্ত, সুখকর অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা বিশ্রুত এবং সংভজনীয় সখা ইন্দ্রকে আনয়ন করুন।

২৮। হে শিরস্ত্রাণবিশিষ্ট, ঋষিযুক্ত, শক্তিমান্ ইন্দ্র! এই সোম স্বাদু, তুমি আগমন কর। সোম সকল (মিশ্রণদ্রব্যে) মিশ্রিত হইয়াছে, আগমন কর, তুমি হর্ষপ্রিয়, স্তোতা তোমার অভিমুখে (স্তুতি করিতেছে)।

২৯। হে ইন্দ্র! বর্দ্ধনশীল স্তোতাগণ ও (স্তুতিসমূহ) মহৎধন ও বল লাভের জন্য তোমাকে বর্দ্ধিত করে।

৩০। হে স্তুতিদ্বারা বহনীয় ইন্দ্র! তোমার জন্য যে স্তুতি ও উক্থ আছে, তাহা সমস্ত মিলিত হইয়াই তোমার বল বিধান করিতেছে।

৩১। ইন্দ্র বহুকর্ম্মা, তিনি এক এবং বজ্রহস্ত, তিনি চিরকাল হইতে শত্রুকর্ত্তৃক অনভিভূত, তিনি স্তোতাকে বল প্রদান করেন।

৩২। ইন্দ্র দক্ষিণ হস্তদ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়াছেন, তিনি অনেক স্থানে অনেকবার আহূত, তিনি নানা প্রকার ক্রিয়াদ্বারা মহান্।

৩৩। সমস্ত প্রজাগণ যে ইন্দ্রের অধীন, অচ্যুত বল ও অভিভব যে ইন্দ্রে বর্ত্তমান, সেই ইন্দ্র, যজমানগণের অনুমোদনকারী হউন।

৩৪। ইন্দ্র এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্র বিশ্রুত, তিনি হবিষ্মানদিগের অন্নদাতা।

৩৫। প্রহরণশীল ইন্দ্র যে গমনশীল গবাভিলাষী (স্তোতাকে) অপক্কপ্রজ্ঞ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, সেই স্তোতাই প্রভু হইয়া বহুধন দান করেন।

৩৬। মেধাবী ইন্দ্র অশ্বের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। তিনি শূর। নেতা মরুৎগণের সাহায্যে বৃত্র বধ করেন। তিনি পরিচর্য্যাকার (যজমানের) রক্ষক এবং সত্যস্বরূপ।

৩৭। হে প্রিয়মেধা! সেই ইন্দ্রের প্রতি আসক্তমান্ যজ্ঞ কর। ইন্দ্র সোম প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট হন, সে হর্ষ নিষ্ফল হয় না।

৩৮। হে কণ্বগণ! তোমরা সাধু লোকের পালক, অন্নাভিলাষী, বহু-দেশগামী, বেগবান্ ও গেয়যশঃ সম্পন্ন ইন্দ্রের স্তব কর।

৩৯। পদচিহ্ন না থাকিলেও সখা, সুকর্ম্মা ইন্দ্র নেতা দেবগণকে গাভী-সকল পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্র হইতে অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪০। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি মেষরূপে অভিগমন করতঃ এই প্রকারে স্তুতিকারী কণ্বপুত্র মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

৪১। হে বিভিন্দু(১); তুমি দাতা, তুমি আমাকে চারি অযুত ধন দান করিয়াছ, পরে অষ্ট সহস্র সংখ্যক দান করিয়াছ।

৪২। প্রসিদ্ধ, জলবর্দ্ধক, ভূতনির্ম্মাতা স্তোতার প্রতি অনুগ্রহশীল, (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধনোৎপত্তির জন্য স্তব করিয়াছি।

---

৩ সূক্ত।

১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ এই চারিটী ঋকের কুরুযানেরপুত্র পাকস্থাম রাজার দানের স্তুতি করা হইয়াছে, অতএব উহাই দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। কণ্বগোত্রোৎপন্ন মেধ্যাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদের সহিত মত্ত হইবার যোগ্য; তুমি বন্ধু হইয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হও। তোমার বুদ্ধি আমা-দিগকে রক্ষা করুক।

---

(১) বিভিন্দুনামক রাজার নিকট বহুধন প্রাপ্ত হইয়া ঋষি তাঁহার স্তব করিতেছেন। সায়ণ।

২। আমরা হবিষ্মান্, আমরা তোমার অনুগ্রহলাভ করিব, শত্রুর জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে বহুবিধ রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখে নিয়ত কর।

৩। হে বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমার এই বাক্য তোমাকে বর্দ্ধিত করুক, অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি বিদ্বান্‌গণ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে।

৪। ইনি সহস্র ঋষিগণের নিকট হইতে বল লাভ করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছেন; ইহার অবিতথ, প্রসিদ্ধ মহিমা ও বল যজ্ঞে বিপ্রগণের রাজত্বে স্তুত হয়।

৫। আমরা যজ্ঞার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি, যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। আমরা ভজমান্ হইয়া ধনলাভার্থে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

৬। ইন্দ্র আপনার বলের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বিস্তারিত করিয়াছেন, ইন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্ত করিয়াছেন, সমস্ত ভুবন ইন্দ্রে নিয়মিত হইয়াছে। অভিষুত সোম ইন্দ্রে অন্তর্ভূত হয়।

৭। হে ইন্দ্র! প্রথম পানার্থে মনুষ্যগণ স্তোত্রদ্বারা তোমায় স্তুতি করিতেছে, সমীচীন ঋভুগণ তোমাকেই সম্যক্ স্তব করিতেছেন। তুমি পুরাতন, রুদ্রগণ তোমাকেই স্তব করিয়াছে।

৮। অভিষুত সোমপানে (সর্ব্বদেহ) ব্যাপী মত্ততা জন্মিলে ইন্দ্র এই যজমানেরই বীর্য্য ও বল বর্দ্ধিত করেন; মনুষ্যগণ অদ্য পূর্ব্বকালের ন্যায় ইন্দ্রের সেই গুণ স্তব করিতেছে।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম বীর্য্যবান্, আমি তোমার নিকট প্রথম লাভার্থ উৎকৃষ্ট অন্ন বাঞ্ছা করিতেছি। যাহাদ্বারা কর্ম্মশূন্য লোকের নিকট হইতে হিতকর ধন প্রদান করিয়াছ ও যাহাদ্বারা প্রস্কন্বকে রক্ষা করিয়াছ, (আমি তাহাই প্রার্থনা করি)।

১০। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা সমুদ্রের জন্য প্রভূত জল প্রেরণ করিয়াছ, তোমার সেই বল অভীষ্টফলপ্রদ। ইন্দ্রের সেই সেই মহিমা প্রাপ্তিযোগ্য নহে, পৃথিবী এই মহিমা অনুগমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! শোভন বীর্য্যবিশিষ্ট যে ধন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, আমাদিগকে সেই ধন প্রদান কর, ভজনাভিলাষী হবিষ্মান্ যজমানের উদ্দেশে প্রথম ধন প্রদান কর। হে পুরাতন! তদনন্তর স্তোতাকে দাও।

১২। হে ইন্দ্র! কর্ম্ম সংভজনকারী, যে ধনদ্বারা পুরুকুৎসার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই ধন আমাদের এই (যজমানকে) প্রদান কর। কৃশম, শ্যাবক ও কৃপকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপ সকর্ম্মা হবির্নেতা (যজমানকে) রক্ষা কর।

১৩। সর্ব্বত্রগামী (স্তুতির) কর্ত্তা, কোন্ অভিনব মনুষ্য ইন্দ্রকে স্তুতি করিতে পারে। সুখলভ্য ইন্দ্রের স্তুতিকারী লোক ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও মহত্ত্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি দেবতা, স্তুতিকারী কোন্ লোক তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করে? কোন্ ঋষি বিপ্র তোমার (স্তুতি) বহন করে? হে ইন্দ্র! তুমি কখন স্তুতিকারীর আহ্বানানুসারে আগমন কর? কখনই বা স্তোতার নিকট আগমন কর?।

১৫। প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয় রক্ষাবিশিষ্ট; অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।

১৬। কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত, ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করতঃ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকেই পূজা করিয়াছিল।

১৭। হে বৃত্রহা শ্রেষ্ঠ! হরিদ্বয়কে রথে যোজনা কর, হে ধনবান্! তুমি উগ্র, সোমপানার্থ আমাদের অভিমুখে দূরদেশ হইতে দর্শনীয় (মরুৎগণের সহিত) আগমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র! কর্ম্মকর্ত্তা, মেধাবী, এই (যজমানগণ) যজ্ঞ ভজনার্থে তোমাকেই স্তুতি করিতেছে, হে মঘবন্! হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! তুমি কামুক পুরুষের ন্যায় আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! মহাধনুদ্বারা তুমি বৃত্রকে হত করিয়াছ, মায়াবী অর্ব্বুদের ও মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছ, পর্ব্বত হইতে গোসকলকে নির্গত করিয়াছ।

২০। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অন্তরীক্ষ হইতে মহান্ ও হননশীল বৃত্রকে নির্গত করিয়াছিলে, তখন বল প্রকাশ করিয়াছিলে। অগ্নিসকল দীপ্ত হইয়াছিল, সূর্য্য দীপ্ত হইয়াছিল, ইন্দ্রের সেব্য সোমরসও দীপ্ত হইয়াছিল।

২১। ইন্দ্র ও মরুৎগণ, যাহা আমাকে দিয়াছিলেন, কুরযানেরপুত্র পাকস্থামা তাহাই আমাকে দিয়াছেন। উহা সমস্ত ধনের মধ্যে স্বর্গে ধাবমান্, প্রভাযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পায়।

২২। পাকস্থামা আমাকে লোহিত বর্ণ, সুন্দর বহনবিশিষ্ট, বন্ধন রজ্জুর পরিপূরক ও বহুধনের প্রাপক ধন প্রদান করিয়াছেন।

২৩। দশ সংখ্যক অশ্ব উহার প্রতিনিধি হইয়া আমাকে বহন করে। অশ্বগণ এইরূপে তুগ্যপুত্রকে বহন করিয়াছিল।

২৪। পাকস্থামা তাহার পিতার তনয় এবং বাসপ্রদ ও পরিস্ফুট-ভাবে বলদাতা, শত্রুদিগের হিংসাকারী ও ভোজয়িতা। লোহিত বর্ণ (অশ্ব) দাতা পাকস্থামাকে স্তব করি।

৪ সূক্ত।

১৯, ২০, এবং ২১ ঋকের কুরঙ্গদান দেবতা; ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ ঋকের পূষা অথবা ইন্দ্র দেবতা; অবশিষ্ট ইন্দ্র দেবতা। দেবাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ (১) দেশস্থ নর-গণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া থাক, হে শ্রেষ্ঠ! (তথাপি) আনুর পুত্রের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হও, তুর্ব্বশের উদ্দেশে স্তোতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হও।

২। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি, রুম, রুমশ, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক, কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্র প্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।

(১) মূলে "প্রাক, অপাক উদক্ ন্যক" আছে।

৩। গৌর মৃগ যেরূপ তৃষিত হইয়া জলপূর্ণ তৃণ শূন্য (স্থান) জানিতে পারে। হে ইন্দ্র! সেইরূপ তুমি বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইলে আমাদের অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, আমরা কণ্বপুত্র, আমাদের সহিত একত্র পান কর।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র! সোম সকল অভিষবকারীকে ধন দানার্থে তোমাকে প্রমত্ত করুক। তুমি সোম পান করিয়াছ, ঐ সোম অভিষবন-ফলকদ্বারা অভিষুত, অতএব অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য, এই জন্য তুমি মহাবল ধারণ করিয়াছ।

৫। ইন্দ্র বীরকর্ম্মদ্বারা শত্রুগণকে অভিভব করিয়াছেন, বলদ্বারা (পরকীয়) ক্রোধ নষ্ট করিয়াছেন। হে মহান্ ইন্দ্র! সমস্ত যুদ্ধকাম শত্রু-গণকে তুমি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! যে তোমার স্তোত্র করে, সে সহস্রসংখ্যক বজ্রায়ুধ (বীর) লাভ করে, যে নমস্কারদ্বারা হব্য প্রদান করে, সে সুবীর্য্যবান্ শত্রুনিধনকারী পুত্র লাভ করে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি উগ্র, তোমার সখ্য লাভ করিয়া আমরা ভীত হইব না, শ্রান্তও হইব না। তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মহৎ কর্ম্মসকল প্রকাশ করা উচিত। আমরা তুর্ব্বশ ও যদুকে দেখিয়াছি।

৮। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র বামকটি প্রদেশদ্বারা (সমস্ত ভূতজাত) আচ্ছাদন করিয়াছেন। হব্যদাতা ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করেন না। মধুমক্ষিকাজাত মধুদ্বারা সংপৃক্ত ও প্রীতিজনক (সোম সকলের) অভিমুখে শীঘ্র আগমন কর, তাহার নিকট গমন কর এবং পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার সখাই অশ্ববান্, রথবান্, গোমান্ ও রূপ-বান্। সে সর্ব্বদা ধন শীঘ্র প্রাপ্ত হয় এবং সকলের আহ্লাদকর হইয়া সভায় গমন করে।

১০। পিপাসু ঋশ্যনামক মৃগের ন্যায় তুমি পাত্রে আনীত সোমাভিমুখে আগমন কর, অভিলাষানুরূপ পান কর। হে মঘবন্! তুমি প্রতিদিন নিম্নমুখ বৃষ্টি সিক্ত করতঃ অত্যন্ত ওজস্বী বল ধারণ কর।

১১। হে অধ্বর্য্যু! ইন্দ্র পান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি সোমের অভিষব কর। তরুণ বয়স্ক অশ্বদ্বয় অদ্য যোজিত হইয়াছে, বৃত্রহা আগমন করিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহার সোমে, তুমি তৃপ্ত হও, সে হব্যদায়ী ব্যক্তি আপনি তাহা জানিতে পারেন। তোমার যোগ্য অন্ন পাত্রে সিক্ত রহিয়াছে, তুমি আগমন কর, নিকটে গমন কর ও পান কর।

১৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! রথে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশে সোম অভিষব কর। মূল প্রস্তরের উপর প্রস্তর সকল যজমানের যাগনিষ্পাদক সোম অভিষব করতঃ শোভা পাইতেছে।

১৪। আমাদের কর্ম্মে অন্তরীক্ষবিহারী, সেচনসমর্থ হরিদ্বয়, ইন্দ্রকে আনয়ন করুন। হে ইন্দ্র! যজ্ঞসেবী, গমনশীল অশ্বগণ তোমাকে সবন-সমূহের অভিমুখে উপনীত করুক।

১৫। আমরা সখ্যলাভার্থে বহুধনবিশিষ্ট পূষাকে বরণ করি। হে শক্র, পুরহূত, পাপ বিমোচক পূষা! আমাদিগকে আপনার বুদ্ধিদ্বারা ধন লাভ ও শত্রুনাশার্থে সমর্থ করিতে ইচ্ছা কর(২)।

১৬। হে পূষা! আমাদিগকে বাহুস্থিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর, হে পাপবিমোচনকারী! আমাদিগকে ধন দান কর। তোমার গোধন আমাদের সুলভ হউক। তুমি মর্ত্ত্যের প্রতি এই ধন প্রেরণ করিয়া থাক।

১৭। হে পূষা! তোমাকে প্রসাধিত করিতে ইচ্ছা করি, হে দীপ্তিযুক্ত! তোমায় স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। তাহার স্তোত্র ইচ্ছা করি না। যেহেতু উহা অসুখকর। হে নিবাসপ্রদ! স্তুতিকারী ও সামযুক্ত পজ্রকে (অভিলষিত ধন প্রদান কর)।

---

(২) এই স্থান হইতে চারটী ঋকের ইন্দ্র ও পূষা উভয় পক্ষেই অর্থ হয়। পূষা পক্ষে অর্থই প্রসিদ্ধ। সায়ণ। এ চারিটী ঋক যে পূষা সম্বন্ধে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে পূষার নামের উল্লেখ আছে এবং ইহাতে গোধন, গাভীদিগের তৃণ ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে। পূষা বিশেষরূপে গোমেষ-পালকদিগেরই দেবতা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৮। হে দীপ্তিযুক্ত, অমর পূষা! কোনও কালে আমাদের গোসকল তৃণ ভক্ষণে পরাগত হয় না। গোরূপ ধন আমাদের নিত্য হউক। তুমি আমাদের রক্ষক ও মঙ্গলকর হও, অন্নদানার্থে মহান্ হও।

১৯। কুরঙ্গ নামক, দীপ্তিযুক্ত ও সৌভাগ্যবান্ রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যজ্ঞে ও দানে(৩) মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা প্রভূত অশ্বশতযুক্ত ধন জানিতে পারিয়াছি।

২০। কণ্বপুত্র হবিষ্মান্ ও স্তোতাগণের ভজনীয়, দীপ্তিপ্রাপ্ত প্রিয়মেধ নামক (ঋষিগণের) সেবিত অত্যন্ত পবিত্র ষষ্ঠীসহস্র গোসমূহ আমি (দেবাতিথি) সকলের শেষে প্রাপ্ত হইয়াছি।

২১। আমি (ধন) প্রাপ্ত হইলে, বৃক্ষসকলও শব্দ করিয়াছিল, যে ইঁহারা প্রশংসনীয় গোলাভ করিয়াছেন, ইঁহারা অশ্বগণ লাভ করিয়াছেন।

(৩) মূলে "দিবিষ্টিষু রাতিষু" আছে। যজ্ঞ ও দানদ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়, এই বিশ্বাস ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা, কেবল শেষ পাঁচটী অর্দ্ধ ঋকের দেবতা কশুনামক রাজা, কারণ তাঁহারই দানের কথা ইহাতে উক্ত হইয়াছে। কণ্বগোত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি।

১। দূর হইতেই নিকটে বর্ত্তমানার ন্যায় দীপ্তরূপবিশিষ্ট (উষা) যখন সমস্ত বস্তু শ্বেত বর্ণ করিয়া দেন, তখন দীপ্তিকে বহু প্রকারে বিস্তারিত করেন।

২। হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! তোমরা নেতার ন্যায়। ইচ্ছামাত্রে যোজিত বহু অন্নবিশিষ্ট রথে তোমরা উষার সহিত মিলিত হও।

৩। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসকল দর্শন কর। দূত যেমন প্রভুর বাক্য প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমরা তোমার বাক্যের জন্য প্রার্থনা করি।

৪। তোমরা অনেকের প্রিয়, অনেকের আনন্দপ্রদ, বহুধনবিশিষ্ট, আমরা কণ্বগোত্রোৎপন্ন, আমরা, আমাদের রক্ষার্থে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি।

৫। তোমরা পূজনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নপ্রদ, শোভন ধনের অধিপতি এবং মঙ্গলপ্রদ ও হব্যদায়ীর গৃহে গমনশীল।

৬। যে হব্যদায়ী সুন্দর দেবতাবিশিষ্ট, তাঁহার জন্য তোমরা উত্তম যজ্ঞবিশিষ্ট অনপায়ী গোসঞ্চরণ ভূমিকে জলের দ্বারা সিক্ত কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র আমাদের স্তোত্রের নিকট আগমন কর। এই অশ্বগণের গতি প্রসংশনীয়।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিন দিন ও রাত্রি সমস্ত দীপ্তিবিশিষ্ট স্থানে এই অশ্বের সাহায্যে দূর হইতে গমন কর।

৯। তোমরা দিবসের প্রাপক, আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট অন্ন ও সম্ভোগযোগ্য ধন (প্রদান কর) এবং এই সকলের সম্ভোগার্থ পথ প্রদান কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের জন্য গোবিশিষ্ট, পুত্রবিশিষ্ট, সুন্দর রথবিশিষ্ট ও অশ্বযুক্ত ধন আহ্বান কর।

১১। হে শোভন পদার্থের অধিপতি, দর্শনীয়, হিরণ্ময়, মার্গযুক্ত অশ্বিদ্বয়! প্রবৃদ্ধ হইয়া সোমময় মধু পান কর।

১২। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমরা ধনবান্, আমাদিগকে সর্ব্বতোবিস্তীর্ণ অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর।

১৩। তোমরা মনুষ্যের স্তোত্র রক্ষা কর, তোমরা শীঘ্র আগমন কর। অন্যের নিকট যাইও না।

১৪। হে স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত মদকর মনোহর মধুর অংশ পান কর।

১৫। আমাদের জন্য শত ও সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, বহুনিবাসযুক্ত, সকলের ধারণক্ষম ধন আনয়ন কর।

১৬। হে নেতাদ্বয়! মনীষীগণ নানা দেশে তোমাদিগকে আহ্বান করে, হে অশ্বিদ্বয়! বাহক অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

১৭। হব্যযুক্ত পর্য্যাপ্ত কার্য্যকারী জনগণ বর্হি ছিন্ন করতঃ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের এই স্তোম তোমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহক হইয়া তোমাদিগের নিকটবর্ত্তী হউক।

১৯। হে অশ্বিদ্বয়! যে মধুপূর্ণ চর্ম্মপাত্র মধ্যদেশে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইতে মধু পান কর।

২০। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! আমাদের পশু, পুত্র ও গোগণের জন্য প্রবৃদ্ধ অন্ন সেই রথে অনায়াসে আনয়ন কর।

২১। হে দিবসের প্রাপক অশ্বিদ্বয়! স্বর্গীয়, বাঞ্ছনীয় জল আমাদের জন্য যেন দ্বার দিয়াই সেচন কর।

২২। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তুগ্রপুত্র সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কখন স্তুতিদ্বারা তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিল? যে তোমাদের রথ অশ্বগণের সহিত গমন করিয়াছিল।

২৩। হে নাসত্যদ্বয়! তোমার হর্ম্ম্যতলে বদ্ধ কণ্ব মুনিকে নানা প্রকার রক্ষা প্রদান করিয়াছিলে।

২৪। হে বর্ষণশীল ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যখন তোমাদিগকে আহ্বান করি; তখন সেই নবতর প্রশংসনীয় রক্ষার সহিত আগমন কর।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ কণ্ব, প্রিয়মেধ, উপস্তুত ও স্তুতি-কারী অত্রিকে রক্ষা করিয়াছিলে, (সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২৬। ধনের জন্য যেরূপ অংশুকে, গোসমূহের জন্য যেরূপ অগস্ত্যকে, অন্নের জন্য যেরূপ সোভারকে রক্ষা করিয়াছিলে; (সেই রূপ আমাদিগকে রক্ষা কর)।

২৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তব করতঃ এই পরি-মাণ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক ধন যাচ্ঞা করি।

২৮। হে অশ্বিদ্বয়! হিরণ্ময় সারথিস্থানযুক্ত, হিরণ্ময় বল্গাযুক্ত রথে অবস্থান কর।

২৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের আলম্ভনীয় রথের ঈষা হিরণ্ময়, অক্ষ হিরণ্ময়, উভয় চক্রই হিরণ্ময়।

৩০। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ঐ রথে দূর দেশ হইতেও আগমন কর। আমাদের এই শোভন স্তুতির নিকট গমন কর।

৩১। হে মরণরহিত অশ্বিদ্বয়! তোমরা দাসগণের বহুসংখ্যক পুরী ভগ্ন করতঃ দূরদেশ হইতে অন্ন আবহন কর।

৩২। হে অনেকের প্রিয়, নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আমাদের নিকট অন্নের সহিত আগমন কর, যশের সহিত আগমন কর ও ধনের সহিত আগমন কর।

৩৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্নিগ্ধরূপবিশিষ্ট, পক্ষযুক্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট জনের নিকট লইয়া যাউক।

৩৪। যে রথ অশ্বের সহিত বর্ত্তমান, স্তোতাগণকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়, তোমাদের সেই রথ সৈন্যসমূহকে বাধা দেয় না।

৩৫। হে মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট নাসত্যদ্বয়! ক্ষিপ্র পদযুক্ত, অশ্ব-বিশিষ্ট হিরণ্ময় রথে (আরোহণ করতঃ আগমন কর)।

৩৬। হে বর্ষণশীল ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা সর্ব্বদা জাগরুক অন্বেষণীয় সোম পান কর, সেই তোমরা অন্ন প্রদান কর।

৩৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অভিনব সম্ভজনীয় ধন জান। চেদি-বংশীয় কশুরাজার যে প্রকারে শত উষ্ট্র দশসহস্র গো(১) প্রদান করিয়াছিলেন তাহাও জান।

৩৮। যে কশু আমার (পরিচর্য্যার্থ) হিরণ্যসদৃশ দশজন রাজা প্রদান করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রজা সেই চেদিবংশীয় কশুরাজার পদের নিম্নে অবস্থিতি করে।

৩৯। যে পথে এই চেদিরা গমন করিতেছে, সে পথে আর কেহ যাইতে পারেনা। ইহাঁ অপেক্ষা অধিকতর দানশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি (স্তোতার জন্য) দান করে নাই।

---

৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, শেষ তিনটী ঋকে পরশুনামক রাজারপুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই দেবতা। বৎস ঋষি।

১। বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্যের ন্যায় যিনি বলে মহান্, তিনি বৎসের স্তোমের দ্বারা বর্দ্ধিত হন।

২। যখন (নভোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা (ইন্দ্রকে) বহন করে, তখন বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতিদ্বারা স্তব করে)।

৩। কণ্বগণ স্তোমদ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞসাধক করিয়াছেন, অতএব লোকে আয়ুধকে আত্মীয় বলিয়া থাকে।

৪। সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ ইঁহার ক্রোধের ভয়ে ইহাকে স্বয়ং প্রণাম করে।

---

(১) মূলে "শতং উষ্ট্রানাং সহস্রাদশ গোনাং" আছে। ঋগ্বেদে পালিত পশু-দিগের মধ্যে গো, মহিষ ও অশ্বেরই অধিক উল্লেখ দেখা যায়, তদ্ভিন্ন গজ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুরও উল্লেখ স্থানেং পাওয়া যায়।

৫। যে বলদ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই চর্ম্মের ন্যায় সম্বর্ত্তিত করেন, তাহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল।

৬। তিনি কম্পক বৃত্রের মস্তক শতপর্ব্ব বীর্য্যশালী বজ্রদ্বারা ছেদ করিয়াছিলেন।

৭। আমরা স্তোতাগণের অগ্রে অগ্নির দীপ্তির ন্যায় দীপ্যমান এই স্তোত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিব।

৮। গুহাতে বর্ত্তমান যে স্তুতিসমূহ স্বয়ং উপগত হইয়া দীপ্তি পায়, কণ্বগণ উহা উদকধারাযুক্ত করুন।

৯। হে ইন্দ্র! আমরা যেন গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই এবং (অন্যের) পূর্ব্বে জ্ঞানের জন্য অন্ন প্রাপ্ত হই।

১০। আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছি।

১১। আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্রদ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত করি, উহাদ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন।

১২। হে ইন্দ্র! যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে (এই সকলের মধ্যে) আমার (স্তোত্র) সুন্দররূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

১৩। যখন ইঁহার ক্রোধ বৃত্রকে পর্ব্বে২ বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি, উপক্ষপয়িতা শুষ্ণের প্রতি ধারয়িতব্য বজ্র আঘাত করিয়াছিলে। হে উগ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া বিদিত।

১৫। দ্যুলোকসমূহ ইন্দ্রকে বলদ্বারা ব্যাপ্ত করে না, অন্তরীক্ষসমূহ বজ্রধারীকে ব্যাপ্ত করে না, ভূমিসমূহ ব্যাপ্ত করে না।

১৬। হে ইন্দ্র! যে বৃত্র তোমার মহৎ জল স্তম্ভন করতঃ পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহাকে গমনশীল (জলের) মধ্যে বধ করিয়াছিলে।

১৭। যে, এই মহতী, সংগতা দ্যাবাপৃথিবীকে আবৃত করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তাহাকে তমঃ সমূহদ্বারা সংবৃত করিয়াছ।

১৮। হে উগ্র ইন্দ্র! যে যতিগণ তোমাকে স্তুতি করে, যে ভৃগুগণ তোমাকে স্তব করে, (তাঁহাদের মধ্যে) আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! তোমার এই সত্যবর্দ্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে।

২০। হে ইন্দ্র! প্রসবকারিণী (গোসকল) আস্যদ্বারা তোমার (প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে জলের ন্যায় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল।

২১। হে বলপতি ইন্দ্র! কণ্বগণ উকথদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছে, অভিষুত সোমসমূহ তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

২২। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তুমি পথপ্রদর্শক হইলে উত্তম স্তুতি ও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞ করা হয়।

২৩। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য মহান্, গোমান্ অন্ন রক্ষা করিতে ও বীর্য্যবান্ পুত্রাদি দান করিতে ইচ্ছা কর।

২৪। হে ইন্দ্র! নহুষরাজার প্রজাগণের সম্মুখে শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত যে বল প্রদান করিয়াছ (আমাদিগকেও) তাঁহা (প্রদান কর)।

২৫। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি ইদানীং নিকট হইতে দর্শনীয় গোষ্ঠ বিস্তার কর ও আমাদিগকে সুখী কর।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি বলের ন্যায় আচরণ কর ও মনুষ্যগণের রাজা হও, তুমি বলদ্বারা মহান্ ও অনভিভবনীয়।

২৭। হে ইন্দ্র! তুমি, বিস্তীর্ণব্যাপী। হব্যবান্ লোকসকল সোমদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়া স্তব করে।

২৮। পর্ব্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করিলে মেধাবী ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

২৯। সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্র, যে লোকে বিহার করেন, সেই ঊর্দ্ধলোক হইতে বিদ্বান্ ইন্দ্র নিম্নমুখে সমুদ্র দর্শন করেন।

৩০। দ্যুলোকের উপরিভাগে ইন্দ্র যখন দীপ্তি লাভ করেন, তখনই পুরাতন জলপ্রদ ইন্দ্রের নিবাসপ্রদ জ্যোতিঃ (লোকে) দর্শন করে।

৩১। হে ইন্দ্র! সমস্ত কণ্বগণ তোমার বুদ্ধি ও বল বর্দ্ধন করিতেছে, হে বলবত্তম! তোমার বীরকর্ম্মও বর্দ্ধন করিতেছে।

৩২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই সুন্দরস্তুতি সেবা কর, আমাকে ভাল করিয়া রক্ষা কর, আমার বুদ্ধিকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৩৩। হে প্রবৃদ্ধ বজ্রবান্ ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা জীবনার্থ তোমার জন্য স্তোত্র করিয়াছিলাম।

৩৪। কণ্বগণ স্তব করিতেছে, নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলসমূহের ন্যায় রমণীয় স্তুতি আপনিই ইন্দ্রের সেবার উপযুক্ত হয়।

৩৫। নদগণ যেরূপ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, উক্থসকল ইন্দ্রকে সেইরূপ বর্দ্ধিত করিতেছে, ইন্দ্র জরারহিত, তাঁহার ক্রোধ কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

৩৬। হে ইন্দ্র! দূরদেশ হইতে কমনীয় অশ্বে আরোহণ করতঃ আমাদের নিকট আগমন কর, অভিষুত সোম পান কর।

৩৭। হে সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুনাশক ইন্দ্র! যে সকল লোক বর্হিঃ ছিন্ন করে, তাহারা অন্নলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করে।

৩৮। হে ইন্দ্র! চক্র যেরূপ অশ্বের অনুবর্ত্তন করে, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই সেইরূপ তোমার অনুবর্ত্তন করে, অভিষুত সোম সকল তোমার অনুবর্ত্তন করে।

৩৯। হে ইন্দ্র! শর্য্যণাদেশের পুষ্করিণীতে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক আরব্ধ যজ্ঞে তৃপ্ত হও, পরিচর্য্যাকারীর স্তুতিদ্বারা আনন্দ লাভ কর।

৪০। প্রবৃদ্ধ, অভীষ্টবর্ষী, বজ্রবান্, অতিশয় সোমপায়ী বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দ্যুলোকের সমীপে শব্দ করেন।

৪১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বজাত ঋষি, তুমি অদ্বিতীয় বলদ্বারা সকলের অধিপতি হইয়াছ। তুমি বারম্বার ধন দান কর।

৪২। প্রশস্ত পৃষ্ঠবিশিষ্ট, শতসংখ্যক অশ্বগণ আমাদের অভিষুত সোম ও অন্নের উদ্দেশে তোমাকে বহন করুক।

৪৩। কণ্বগণ উক্থদ্বারা এই পূর্ব্বকৃতা, মধুর জলের বর্দ্ধয়িত্রী যোগক্রিয়া বর্দ্ধিত করুন।

৪৪। দেবগণ বিশেষরূপে মহান্, তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই মনুষ্যগণ ধনাভিলাষী হইয়া রক্ষণার্থ বরণ করে।

৪৫। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! যজ্ঞপ্রিয় ঋষিগণকর্ত্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম-পানার্থ তোমায় আমাদের অভিমুখে বহন করুক।

৪৬। যদুগণের মধ্যে পশুরপুত্র তিরিন্দিরের নিকট শত ও সহস্র ধন গ্রহণ করিয়াছি।

৪৭। তাহারা পর্জ্জকে ও সামকে তিনশত অশ্ব ও দশশত গো প্রদান করিয়াছিল।

৪৮। ইনি উন্নত হইয়া চারি (ধনভার) যুক্ত উষ্ট্রসমূহ প্রদান করতঃ এবং যদুগণকে (দাসরূপে) প্রদান করতঃ কীর্ত্তিদ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। কণ্বগোত্র বৎস ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! যখন বিজ্ঞ ব্যক্তি সবনত্রয়ে প্রশস্য অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তখন তোমরা পর্ব্বতসমূহে দীপ্তি পাও।

২। হে বলাভিলাষী শোভমান্ মরুৎগণ! তোমরা যখন রথকে (অশ্ব-দ্বারা) সংশ্লিষ্ট কর, তখন পর্ব্বতগণ প্রচলিত হয়।

৩। শব্দকারী পৃশ্নিতনয় (মরুৎগণ) বায়ুগণের দ্বারা (মেঘ) উদ্গত করেন এবং বৃদ্ধিকর অন্ন দান করেন।

৪। যখন মরুৎগণ বায়ুগণের সহিত রথে গমন করেন, তখন তাঁহারা বৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, পর্ব্বতগণকে কম্পিত করেন।

করেন, যাঁহারা দীপ্তিমান্, যাঁহারা স্তোতৃগণের অভিলাষানুসারে (জল) দোহন করেন, যাঁহারা দীপ্তিযুক্ত হইয়া স্বশরীর (প্রকাশ করেন) এবং (ভূমি) সিক্ত করেন।

৫। সম্প্রতি সমীপগামী (স্তোতৃগণ) যাঁহাদিগের উদ্দেশে মারুৎ নামক (শস্ত্র) উচ্চারণ করতঃ শীঘ্র অভিলষিত লাভ করিতেছেন এবং যাঁহারা অপহর্ত্তা, গমনশীল ও মহত্ত্বযুক্ত হইতেছেন, সম্প্রতি সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজমান) সেই উগ্র মরুৎগণকে বীত ক্রোধ করিতেছেন।

৬। তাঁহারা উগ্র এবং বলশালী, তাঁহারা ধর্ষক সেনাগণকে সুরূপা দ্যাবাপৃথিবীর সহিত যোজিত করেন। ইঁহাদিগের প্রতিরোদসী স্বদীপ্তি-বিশিষ্টা; বলবান্ (মরুৎগণেতে) দীপ্তি থাকে না।

৭। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের রথ পাপরহিত হউক। স্তোতা সারথি না হইয়াও যাহাকে চালনা করে, (সেই রথ) অশ্বরহিত হইয়াও, আহার রহিত ও পাশ রহিত হইয়াও, জলপ্রেরক এবং অভীষ্টপ্রদ হইয়া দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষমার্গে গমন করে।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে সংগ্রামে রক্ষা কর, তাহার প্রেরকও নাই ও তাহার হিংসিতাও নাই। তোমরা যাঁহাকে পুত্র, পৌত্র, গাভী এবং জল বিষয়ে রক্ষা কর, তিনি সংগ্রামে দীপ্ত (শত্রুর) গাভীসমূহ বিদীর্ণ করেন।

৯। হে অগ্নি! যাঁহারা বলদ্বারা (শত্রুগণের) বল অভিভূত করেন, যে মহান্ (মরুৎগণ) হইতে পৃথিবী কম্পিত হয়, সেই শব্দকারী, ত্বরিত বল-বান্ মরুৎগণকে দর্শনীয় অন্ন দান কর।

১০। মরুৎগণ যজ্ঞের ন্যায় দ্যোতমান, শীঘ্রগামী অগ্নিরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং অর্চ্চনীয়, তাঁহারা (শত্রুগণের) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের ন্যায় বীর, দীপ্ত শরীরবিশিষ্ট এবং অনভিভূত।

১১। আমি, সেই বর্দ্ধমান, দীপ্তিমান্ খড়গবিশিষ্ট, রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে স্তোত্রদ্বারা পরিচর্য্যা করি। স্তোতার নির্ম্মল স্তুতিসমূহ উগ্র হইয়া মেঘের ন্যায় মরুৎগণের বলের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেছে।

---

৬৭ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সকলের জ্যেষ্ঠতম, হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা দুই জনে অসম ও যন্তৃশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় স্বীয় বাহুদ্বারা জনগণকে সংযত কর। আমি তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করি।

২। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! আমাদিগের এই স্তুতি, তোমাদিগকে প্রচ্ছাদিত করে, হব্যের সহিত তোমাদিগের নিকট গমন করে এবং তোমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে গমন করে। হে সুন্দর দানবিশিষ্ট (মিত্র ও বরুণ)! আমাদিগকে শীতাদির নিবারক অনভিভূত গৃহ দান কর।

৩। হে প্রিয় মিত্র ও বরুণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা সুন্দররূপে স্তুত হইয়া উপাগত হও। কর্ম্মনিযুক্ত পুরুষ যেমন কর্ম্মদ্বারা অন্নাভিলাষী ব্যক্তিগণকে সংযত করে, তোমরা মহিমাদ্বারা সেইরূপ কর।

৪। যাঁহারা অশ্বের ন্যায় বলশালী, পূতস্তোত্রবিশিষ্ট এবং সত্যভূত, অদিতি সেই গর্ভভূত (মিত্র ও বরুণকে) ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা জন্মিবামাত্রই মহান্ হইতেও মহান্ এবং হিংসক মনুষ্যের ঘাতক, (অদিতি) তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সমস্ত দেবগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদের মহত্ব কীর্ত্তন করতঃ বল ধারণ করিয়াছেন। তোমরা বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভূত কর। তোমাদিগের অহিংসিত এবং অমূঢ় রশ্মি আছে।

৬। তোমরা প্রতিদিবস বল ধারণ কর এবং অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ খোঁটার ন্যায় দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদিগের কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত (মেঘ) অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বদেব মনুষ্যের হব্যে (তৃপ্ত হইয়া) ভুমিতে এবং দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন।

৭। তোমরা (সোমদ্বারা) উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে ধারণ কর। হে বিশ্বজিহ্বা (মিত্র ও বরুণ)! যখন ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞগৃহ পূর্ণ

করে এবং যখন তোমরা জল (প্রেরণ কর), তখন যুবতীগণ(১) মৃষ্ট হয় না, বরং অশুষ্ক হইয়া বিভূতি ধারণ করে।

৮। মেধাবী ব্যক্তি তোমাদিগের নিকট বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা এই (জল) যাচ্ঞা করেন। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট (মিত্র ও বরুণ)! যেরূপে তোমাদিগের অভিগন্তা যজ্ঞে মায়ারহিত হয়, তোমাদিগের সেইরূপ মহিমা হউক। তোমরা হব্যদাতার পাপ বিনাশ কর।

৯। হে মিত্র ও বরুণ! যাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া তোমাদিগের কর্ত্তৃক বিহিত এবং তোমাদিগের প্রিয় কর্ম্মের বিঘ্ন করে, যে দেবগণ ও মনুষ্যগণ স্তোত্রযুক্ত হয় না, যাহারা কর্ম্মবান্ হইয়াও যজ্ঞযুক্ত নহে এবং যাহারা পুত্রস্বরূপ নহে, (তাহাদিগকে বিনাশ কর)।

১০। যখন মেধাবীগণ স্তুতি উচ্চারণ করেন, কেহ কেহ স্তুতি করতঃ নিবিৎসমূহ পাঠ করেন এবং আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে সত্য উকৃথসমূহ উচ্চারণ করি, তখন তোমরা মহিমা করিয়া দেবগণের সহিত চলিয়া যাও না।

১১। হে রক্ষক মিত্র ও বরুণ! যখন স্তুতিসমূহ উচ্চারিত হয় এবং যখন ঋজুগামী, ধর্ষক, অভীষ্টবর্ষী সোমকে যজ্ঞে সংযুক্ত করে, তখন গৃহদানের জন্য তোমরা অভিগত হইলে, তোমাদিগের কর্ত্তৃক (দেয় গৃহ) যে অবিচ্ছিন্ন হয় ইহা সত্য।

---

৬৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! মনুর ন্যায় কুশ বিস্তারকারী যজমানের অন্নের জন্য এবং সুখের জন্য যে যজ্ঞ আরব্ধ হয়, অদ্য তোমাদিগের জন্য ক্ষিপ্র সেই যজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে।

---

(১) অর্থাৎ নদী অথবা দিক্‌সকল, ধূলিদ্বারা অভিভূত হয় না। সায়ণ।

২। তোমরা শ্রেষ্ঠ, তোমরা যজ্ঞে ধন প্রেরক এবং শূরগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্। তোমরা দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা, বহুবলশালী, সত্যের দ্বারা শত্রুগণের হিংসক এবং সর্ব্বসেনাবিশিষ্ট।

৩। স্তুতি, বল এবং সুখের দ্বারা স্তুত সেই ইন্দ্র ও বরুণকে স্তুতি কর। এক জন বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বধ করেন, প্রজ্ঞাবিশিষ্ট অন্য জন উপদ্রব (রক্ষা করিবার জন্য) বলযুক্ত হন।

৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! নর জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এবং সমস্ত দেবগণ যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করে, তখন তোমরা মহত্বযুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রভু হও। হে বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা ইহাদিগের প্রভু হও।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক (হব্য) দান করে, সে সুন্দর দানবিশিষ্ট, ধনধান্ এবং যজ্ঞবান্ হয়। দানবান্ সেই ব্যক্তি জয়লব্ধ অন্নের সহিত শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং ধন ও ধনবান্ পুত্রসমূহ লাভ করে।

৬। হে দেব ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা হব্যদাতাকে ধনানুবন্ধী, বহু অন্নবিশিষ্ট যে ধন দান কর এবং যাহা শত্রুকৃত অখ্যাতি ক্ষালিত করে, সেই ধন আমাদিগের হউক।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমরা তোমার স্তোতা, যে ধন সুন্দর রক্ষা-বিশিষ্ট এবং দেবগণ যাহার রক্ষক, সেই ধন আমাদিগের হউক। আমা-দিগের বল যুদ্ধে (শত্রুগণের) অভিভবিতা এবং হিংসক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের যশঃ তিরস্কৃত করুক।

৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা স্তূয়মান হইয়া সুন্দর অন্নের জন্য আমাদিগকে শীঘ্র ধন দান কর। হে দেবদ্বয়! তোমরা মহান্, আমরা এই প্রকারে তোমাদিগের বলের স্তুতি করিতেছি, আমরা যেন নৌকাদ্বারা জল-সমূহের ন্যায় দুরিতসমূহ পার হইতে পারি।

৯। যে এই (বরুণ) মহিমাবান্, মহাকর্ম্মা, প্রাজ্ঞ, তেজোযুক্ত এবং জরারহিত, যিনি বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীকে বিভাসিত করেন, সেই সম্রাট্

এবং বৃহৎ বরুণদেবের উদ্দেশে অদ্য মনোহর ও সর্ব্বতোভাবে পৃথু স্তোত্র উচ্চারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা সোমপায়ী; এই মদকর, অভিষুত সোম পান কর। হে ধৃতব্রত (মিত্র ও বরুণ)! তোমাদিগের রথ দেবগণের পানার্থে যজ্ঞাভিমুখে গমন করে।

১১। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অত্যন্ত মধুমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী সোম পান কর। আমরা তোমাদের জন্য এই (সোমরূপ) অন্ন ঢালিয়াছি, তোমরা উপবেশন করতঃ এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

---

৬৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমাদিগের উদ্দেশে স্তোত্র ও হব্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা এই কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞ সেবা কর। তোমরা উপদ্রবশূন্য মার্গদ্বারা আমাদিগকে পার করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সমস্ত স্তুতি উৎপাদন করিয়া থাক, তোমরা সোমের নিধানভূত এবং কলসস্বরূপ। উচ্চার্য্যমান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক এবং স্তোতাগণকর্তৃক গীয়মান স্তোত্রসমূহ তোমাদিগের নিকট গমন করুক।

৩। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমসমূহের স্বামী। তোমরা দ্রবিণ দানকরতঃ সোমাভিমুখে আগমন কর। স্তোতাগণের স্তোত্রসমুদয় শস্ত্রের সহিত উচ্চার্য্যমাণ হইয়া তোমাদিগকে তেজ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করুক।

৪। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! হিংসকগণের অভিভবিতা এবং একত্রে মত্ত অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক। তোমরা স্তোতাগণের সমস্ত স্তোত্র সেবা কর এবং আমার স্তোত্রসমূহ ও বাক্য সকল শ্রবণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর, তোমরা বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রমণ কর; তোমরা অন্তরীক্ষকে অত্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়াছ

এবং লোকসমূহকে আমাদিগের জীবনের জন্য প্রথিত করিয়াছ। তোমাদিগের সেই (কর্ম্মসমূহ) স্তুতি যোগ্য।

৬। হে ঘৃতান্নবিশিষ্ট ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সোমদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাক এবং সোমাগ্র ভোজন করিয়া থাক; (যজমানগণ) নমস্কারপূর্ব্বক তোমাদিগকে হব্য দান করে, তোমরা আমাদিগকে ধন দান কর। তোমরা উদধির ন্যায়, তোমরা সোমনিধান কলস স্বরূপ।

৭। হে দর্শনীয় ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা এই মদকর সোম পান কর এবং উদর পূর্ণ কর। মদকর (সোমরূপ) অন্ন তোমাদিগের নিকট গমন করুক, তোমরা আমার স্তোত্র এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা জয় করিয়াছ, কখনও পরাজিত হও নাই; তোমাদের দুই জনের মধ্যে কেহ পরাজিত হয় নাই। তোমরা যে দ্রব্যের জন্য স্পর্দ্ধা করিয়াছ, তাহা ত্রিধাস্থিত এবং অসংখ্যক হইলেও বিক্রমদ্বারা লাভ করিয়াছ।

---

৭০ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা উদকবতী, ভূতসমূহের আশ্রয়ণীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, মধুদুঘা, সুরূপ বিশিষ্টা, বরুণের ধারণ কার্য্যদ্বারা পৃথক্ রূপে ধারিতা, অজরা এবং বহু রেতস্কা।

২। অসঙ্গতা, বহুধারাবিশিষ্টা, উদকবতী ও শুচিব্রতা (দ্যাবাপৃথিবী) সুকৃতি ব্যক্তিকে উদক দান করেন, হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা এই ভুবনের রাজ্ঞী, তোমরা আমাদিগকে যাহা মনুষ্যগণের হিতকর এরূপ রেতঃ সেচন কর।

৩। হে ধিষণা দ্যাবাপৃথিবী! যে মর্ত্ত্য (তোমাদের) সুখ গমনের জন্য (হব্য) দান করেন, তিনি সিদ্ধ মনোরথ হন এবং অপত্যগণের সহিত প্রবৃদ্ধ হন। কর্ম্মের উপস্থিত তোমাদিগের সিক্ত (রেতঃ) নানা বর্ণবিশিষ্ট এবং সমানকর্ম্মা (পদার্থরূপে) উৎপন্ন হয়।

৪। দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা এবং জলকে আশ্রয় করেন তাঁহারা জল সংপৃক্তা, জলবর্দ্ধয়িত্রী, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা এবং যজ্ঞে পুরস্কৃতা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট যজ্ঞার্থে সুখ যাচ্ঞা করেন।

৫। মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশঃ, অন্ন ও সুবীর্য্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধুদ্বারা সিক্ত করুন।

৬। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্নদান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্ম্মা পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন।

---

৭১ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সেই সুকর্ম্মা সবিতাদেব দানার্থে হিরণ্ময় বাহুদ্বয় উদ্যত করেন। মহান, যুবা, সুদক্ষ (সবিতাদেব), লোকের ধারণার্থ জলপূর্ণ বাহুদ্বয় প্রেরণ করেন।

২। আমরা যেন সেই সবিতাদেবের প্রসবকার্য্যে ও শ্রেষ্ঠধন দান বিষয়ে (সমর্থ) হই। (হে সবিতাদেব)! তুমি, সমস্ত দ্বিপদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে (সক্ষম) এবং চতুষ্পদের স্থিতি ও প্রসব কার্য্যে সক্ষম।

৩। হে সবিতাদেব! তুমি অদ্য অহিংসিত এবং সুখকর তেজদ্বারা আমাদিগের গৃহ রক্ষা কর। তুমি হিরণ্য জিহ্বাবিশিষ্ট, তুমি নবতর সুখ দান কর এবং (আমাদিগকে) রক্ষা কর। আমাদিগের অনিষ্টাশংসী ব্যক্তি যেন প্রভুত্ব করিতে পারে না।

৪। প্রশান্তান্তঃকরণ, হিরণ্যপাণি, হিরণ্ময় হনুবিশিষ্ট, যাগযোগ্য, মনোরম বাক্যবিশিষ্ট, সেই সবিতাদেব রাত্রির অবসানে উত্থিত হউন। তিনি হব্যদাতাকে প্রভুত অন্ন প্রেরণ করুন।

৫। সবিতাদেব উপবক্তার ন্যায় হিরণ্ময় এবং শোভনাবয়ব বাহুদ্বয় উদ্যত করুন। তিনি পৃথিবী হইতে দ্যুলোকের উন্নত প্রদেশসমূহে

আরোহণ করেন এবং গমনশীল যে কিছু মহৎ বস্তু (তিরোহিত থাকে) তাহাদিগকে প্রীত করেন।

৬। হে সবিতা! অদ্য আমাদিগকে ধন দান কর, কল্য আমাদিগকে ধন দান কর, প্রতিদিন আমাদিগকে ধন দান কর। হে দেব! যেহেতু তুমি, নিবাসভূত প্রভূত ধনের (দাতা), অতএব আমরা এই স্তুতিদ্বারা ধন লাভ করিব।

---

৭২ সূক্ত।

ইন্দ্র ও সোম দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমাদিগের সেই মহত্ত্ব প্রভূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্য (ভূতসমূহ) করিয়াছ। তোমরা সূর্য্য লাভ করাইয়াছ, তোমরা জল লাভ করাইয়াছ। তোমরা সমস্ত তমঃ ও নিন্দকদিগকে বধ করিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা উষাকে প্রকাশিত কর, সূর্য্যকে জ্যোতির সহিত ঊর্দ্ধে নীত কর এবং অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর। তোমরা, মাতা পৃথিবীকে প্রথিত কর।

৩। হে ইন্দ্র ও সোম! জল পরিবৃতকারী অহি বৃত্রকে বধ কর। দ্যুলোক তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তোমরা নদীর জলসমূহ প্রেরণ কর এবং বহু সমুদ্রকে (জল দ্বারা) পূর্ণ কর।

৪। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা গাভীসমূহের অপক্ক ঊধোদেশে পক্ক (দুগ্ধ) নিহিত করিয়াছ এবং নানাবর্ণ এই গোসমূহের মধ্যে অবদ্ধ ও শুক্লবর্ণ (দুগ্ধ) ধারণ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা তারক, অপত্যযুক্ত এবং শ্রবণযোগ্য ধন শীঘ্র দান কর। হে উগ্র (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা মনুষ্যগণের হিতকর এবং শত্রুসেনার অভিভবকর বল বর্দ্ধিত কর।

---

৭৩ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হইয়াছেন, যিনি সত্যবান্, অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী, যিনি লোকদ্বয়ে সুন্দররূপে গমন করেন, যিনি দীপ্তস্থানে বর্ত্তমান এবং যিনি আমাদিগের পিতা, (সেই বৃহস্পতি) বর্ষক হইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে গর্জ্জন করেন।

২। যে বৃহস্পতি যজ্ঞে স্তুতিকারী লোককে স্থান প্রদান করেন, তিনি বৃত্রগণকে বধ করেন, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, অমিত্রসমূহকে অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিশেষরূপে বিদীর্ণ করেন।

৩। এই বৃহস্পতিদেব, ধন এবং গো সহিত গোত্রজসমূহ জয় করিয়াছেন। বৃহস্পতি অপ্রতীত হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম ভোগ করিতে ইচ্ছা করতঃ স্বর্গের অমিত্রকে অর্চ্চনা সাধন মন্ত্রের দ্বারা বধ করেন।

---

৭৪ সূক্ত।

সোম ও রুদ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা অসূর্য্য (বল) দান কর। যজ্ঞ সকল প্রতিগৃহে তোমাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে ব্যাপ্ত করুক। তোমরা সপ্ত রত্ন ধারণ করিয়া থাক, তোমরা আমাদিগের সুখকর হও, দ্বিপদের এবং চতুষ্পদের সুখকর হও।

২। হে সোম ও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সংক্রামক (রোগ) বিযোজিত কর এবং নিঋতি যাহাতে পরাঙ্মুখ হয়, সেই রূপে বাধা দান কর। আমাদিগের কল্যাণজনক অন্ন হউক।

৩। হে সোম ও রুদ্র! তোমরা আমাদিগের শরীরের জন্য এই সকল ভেষজ ধারণ কর। আমাদের কৃত যে পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ আছে, তাহা শিথিল কর এবং আমাদিগের হইতে মুক্ত কর।

৪। হে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ত ধনুঃ আছে এবং তীক্ষ্ণ শর আছে। তোমরা সুন্দর সুখ প্রদান করিয়া থাক। তোমরা শোভন স্তোত্র অভিলাষ করতঃ আমাদিগকে ইহলোকে অত্যন্ত সুখী কর। তোমরা আমাদিগকে বরুণের পাশ হইতে প্রমুক্ত কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

---

৭৫ সূক্ত।

প্রথম মন্ত্রের বর্ম্ম দেবতা; দ্বিতীয়ের ধনুঃ; তৃতীয়ের জ্যা; চতুর্থের আর্ত্নী; পঞ্চমের ইষুধি; ষষ্ঠের পূর্ব্বার্দ্ধের সারথি; ষষ্ঠের উত্তরার্দ্ধের রশ্মি; সপ্তমের অশ্ব; অষ্টমের রথ; নবমের রথগোপগণ; দশমের স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবা-পৃথিবী ও পূষা দেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের ইষু দেবতা; ত্রয়োদশের প্রতোদ; চতুর্দ্দশের হস্তঘ্ন; পঞ্চদশ ও ষোড়শের ইষুদেবতা; সপ্তদশের যুদ্ধভূমি, ব্রহ্মণস্পতি এবং অদিতি দেবতা; অষ্টাদশের কবচ, সোম ও বরুণ দেবতা; ঊনবিংশের দেবগণ ও ব্রহ্মদেবতা(১)। ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয় (হে রাজা)! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয়লাভ কর; বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।

২। আমরা ধনুদ্বারা গাভী জয় করিব; ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব; ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত (শত্রুসেনা) বধ করিব। ধনু শত্রুর কামনা নষ্ট করুক, (আমরা) ধনুদ্বারা সর্ব্বদিক্ জয় করিব।

৩। এই ধনু সংলগ্ন জ্যা সংগ্রাম কালে যুদ্ধের পারে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই (ধনুর্দ্ধারীর) কর্ণের নিকট আগমন করে এবং স্ত্রী যেরূপ প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া শব্দ করে।

---

(১) যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম্মাদি পরিধান করাইবার সময় এই সূক্তোক্ত ঋকগুলি উচ্চারণ করিতে হয়। এই সূক্ত হইতে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র ও আয়োজন দ্রব্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। সেই (ধনুষ্কোটিদ্বয়) অনন্যমনস্কা স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিয়া (শত্রুকে) আক্রমণ করিবার সময় মাতৃভাবে পুত্রতুল্য (রাজাকে) রক্ষা করুক এবং স্বকার্য্য উত্তমরূপে অবগত হইয়া গমনপূর্ব্বক এই রাজার অমিত্রদিগকে হিংসা করিয়া শত্রুগণকে বিদ্ধ করুক।

৫। এই তূণীর বহুতর (বাণের) পিতা; অনেকগুলি (বাণ) ইহার পুত্র; (বাণ তুলিবার সময়) এই তূণীর (চিশ্বা) শব্দ করে এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠ-ভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে (বাণ) প্রসবপূর্ব্বক সমস্ত সেনা জয় করে।

৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে২ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ (অশ্বের) পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে, তাহাদিগের মহিমা স্তব কর।

৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে।

৮। হব্য যেমন অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ এই রাজার রথবাহিত ধন ইঁহাকে বর্দ্ধিত করুক। রথে ইঁহার অস্ত্র, কবচ প্রভৃতি নিহিত থাকে, আমরা সর্ব্বদা প্রসন্নমনে সেই সুখকর রথের সমীপে গমন করি।

৯। (রথের) রক্ষকগণ বিপক্ষদিগের সুস্বাদু (অন্ন) নষ্ট করিয়া (স্বপক্ষীয়দিগকে) অন্ন দান করে। বিপৎকালে ইহাদিগের আশ্রয় লওয়া যায়। ইঁহারা শক্তিমান, গম্ভীর, বিচিত্র সেনাযুক্ত, বাণ বলবিশিষ্ট, অহিংস, বীর, মহান্‌ এবং বহুতর শত্রুকে জয় করিতে সক্ষম।

১০। হে স্তোতাগণ(২)! হে পিতৃগণ! হে যজ্ঞবর্দ্ধক সোম্যগণ! তোমরা এবং পাপরহিতা দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের মঙ্গলকর হও। পূষা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; আমাদিগের পাপশংসী (শত্রু) যেন প্রভুত্ব না করিতে পারে।

১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ উহার দন্ত(৩)। উহা গাভী কর্ত্তৃক(৪) সম্যক্‌রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। যেখানে

(২) মূলে "ব্রাহ্মণাসঃ" আছে।
(৩) "মৃগ" শব্দে মৃগাবয়ব শৃঙ্গ অথবা শত্রুকে অন্বেষণকারী। সায়ণ।
(৪) গোবিকার স্নায়ুসমূহ অথবা জ্যা।

নেতাগণ একত্রে ও পৃথকরূপে বিচরণ করেন, বাণসমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখ দান করুন।

১২। হে বাণ! আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত কর; আমাদের শরীর পাষাণের ন্যায় হউক। সোম আমাদের হইয়া বলুন; অদিতি সুখ দান করুন।

১৩। হে কশা! প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট সারথিগণ (তোমার দ্বারা) ইহাদিগের সক্থিতে আঘাত করে, জঘন প্রদেশে আঘাত করে; তুমি সংগ্রামে অশ্বগণকে প্রেরণ কর।

১৪। হস্তঘ্ন(৫) জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে।

১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য কার্য্যভূত বৃহৎ ইষু দেবতাকে এই নমস্কার।

১৬। হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, হিংসাকুশল (ইষু)! তুমি বিসৃষ্ট হইয়া পতিত হও, গমন কর এবং অমিত্রদিগকে প্রাপ্ত হও। তুমি অমিত্রগণের মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিও না।

১৭। মুণ্ডিত কুমারগণের ন্যায় বাণসমূহ যে (যুদ্ধ ভূমিতে) সম্পতিত হয়, তথায় ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ দান করুন, অদিতি সুখদান করুন।

১৮। তোমার মর্ম্মস্থানসমূহ বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত করিব; অনন্তর সোমরাজা তোমাকে অমৃতদ্বারা আচ্ছাদন করুন। বরুণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ (সুখ) দান করুন; তুমি জয়ী হইলে দেবগণ হৃষ্ট হউন।

১৯। যে জ্ঞাতি আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট নহেন, যিনি দূরে থাকিয়া আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সমস্ত দেবগণ হিংসা করুন, মন্ত্রই(৬) আমার (শর) নিবারক বর্ম্ম।

---

(৫) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা যায়, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

(৬) মূলে "ব্রহ্ম" আছে। অর্থ মন্ত্র। সায়ণ।

সপ্তম মণ্ডল।

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন।

২। যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্ব্বপ্রকার (ভয়) হইতে রক্ষার্থে বসুগণ(১) গৃহে নিহিত করিয়াছিলেন।

৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি প্রকর্ষরূপে সমিদ্ধ হইয়া অজস্র জ্বালার সহিত আমাদের পুরোভাগে প্রদীপ্ত হও; বহু অন্ন তোমার নিকট উপগত হইতেছে।

৪। সুজাত নেতাগণ যে অগ্নির নিকট সমাসীন হন, লৌকিক অগ্নিসমূহ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান, কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সেই অগ্নিসমূহ বিশেষরূপে দীপ্তি পান।

৫। হে অভিভবকুশল অগ্নি! শত্রু হিংসাযুক্ত হইয়া যাহা বাধা দিতে পারে না, সেই কল্যাণকর, পুত্রপৌত্রপ্রদ, সুন্দর অপত্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধন, তুমি স্তোত্রপ্রযুক্ত হইয়া আমাদিগকে দান কর।

৬। হব্যযুক্তা যুবতী জুহূ দিবারাত্র সুদক্ষ (অগ্নির) নিকট আগমন করে, স্বকীয় দীপ্তি ধনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি যে তেজের দ্বারা পরুষ শব্দকারীকে দগ্ধ করিয়া থাক, সেই তেজবলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর। তুমি উপতাপ দূর কর ও রোগ নাশ কর।

---

(১) বসিষ্ঠগণ। সায়ণ।

৮। হে বসিষ্ঠ শুভ্র, দীপ্ত, পাবক অগ্নি! যাহারা তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহাদিগের ন্যায় আমাদিগেরও এই স্তোত্রে তুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

৯। হে অগ্নি! যে পিতৃহিত, মর্ত্ত্য নেতাগণ তোমাদের তেজঃ বহুদেশে বিভক্ত করিয়াছেন; (তাহাদিগের ন্যায়) আমাদেরও এই (স্তোত্রে) প্রসন্ন হইয়া এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

১০। যাহারা আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের স্তুতি করেন, (সেই) এই শূর নেতাগণ সংগ্রামসমূহে সমস্ত মায়া অভিভব করুন।

১১। হে অগ্নি! আমরা শূন্য (গৃহে) বাস করিব না, (অন্য) মনুষ্যের (গৃহে) বাস করিব না। হে গৃহের হিতকর (অগ্নি)! আমরা পুত্রশূন্য ও বীরশূন্য; আমরা তোমার পরিচর্য্যা করতঃ প্রজাযুক্ত গৃহে বাস করিব।

১২। অশ্ববান্ (অগ্নি) যে যজ্ঞের (আশ্রয়ভূত গৃহে) গমন করেন, আমাদিগকে সেই ভৃত্যাদিযুক্ত, সুন্দর অপত্যবিশিষ্ট এবং ঔরসজাত পুত্রের দ্বারা বর্দ্ধমান গৃহ (দান কর)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপ্রীতিকর রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, অদাতা, পাপেচ্ছুক হিংসক হইতে রক্ষা কর। আমি তোমার সাহায্যে পৃতনাকাম ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করিব।

১৪। বলবান্, দৃঢ়হস্ত, বহু অন্নবিশিষ্ট, তনয় ক্ষয়রহিত (স্তোত্র) দ্বারা যে (অগ্নির) পরিচর্য্যা করে, সেই অগ্নি অন্য অগ্নিকে অভিভূত করুক।

১৫। যিনি প্রবোধককে হিংসা ও পাপ হইতে রক্ষা করেন, যাঁহাকে সুজন্মা বীরগণ পরিচর্য্যা করেন, তিনিই অগ্নি।

১৬। যাঁহাকে সমৃদ্ধ ও হব্যযুক্ত ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করেন, যাঁহাকে হোতা যজ্ঞে পরিগমন করেন, সেই এই অগ্নি বহুদেশে আহুত হন।

১৭। হে অগ্নি! আমরা ধনেশ্বর হইয়া তোমার উদ্দেশে নিত্য স্তোত্র ও শস্ত্রদ্বারা যজ্ঞে প্রভূত হব্য দান করিব।

১৮। হে অগ্নি! তুমি অনবরত দেবগণের নিকট এই অত্যন্ত 'কমণীয়' হব্য বহন কর এবং গমন কর। (দেবগণের) প্রত্যেকে আমাদের এই সুরভি (হব্য) কামনা করুন।

১৯। হে অগ্নি! আমাদিগকে অপুত্রতা প্রদান করিও না, মন্দ বস্ত্র প্রদান করিও না, এই অমতি আমাদিগকে প্রদান করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধা প্রদান করিও না, রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিও না। হে সত্যবান্ অগ্নি! আমাদিগকে গৃহে হিংসা করিও না, বনে হিংসা করিও না।

২০। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর। হে দেব! তুমি যজ্ঞবান্দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

২১। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি সুন্দর আহ্বানবিশিষ্ট ও রমণীয় দর্শন, তুমি শোভনদীপ্তির সহিত প্রদীপ্ত হও। তুমি সহায় হও এবং ঔরস-পুত্র দগ্ধ করিও না; আমাদের মনুষ্য হিতকর পুত্র যেন ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়।

২২। হে অগ্নি! তুমি সহায় হও এবং ঋত্বিক্গণ কর্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নি-গণকে বলিও; যেন তাঁহারা আমাদিগকে সুখে ভরণ করেন। হে বলেরপুত্র অগ্নিদেব! তোমার নিগ্রহ বুদ্ধি ভ্রমেও যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

২৩। হে সুতেজা অমর্ত্ত অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান করে, সেই মর্ত্ত্য ধনবান্ হয়। যাঁহার নিকট স্তোতা অর্থী জিজ্ঞাসা করতঃ গমন করে, সেই অগ্নিদেব যজমানকে ধারণ করেন।

২৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর (কর্ম্ম) অবগত আছ। হে বলপুত্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা যদ্দ্বারা, অক্ষীণ, পূর্ণায়ুঃ এবং কল্যাণকর পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া হৃষ্ট হইতে পারি, আমা-দিগকে এরূপ মহৎ ধন দান কর।

২৫। হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর; হে দেব! তুমি যজ্ঞবান্দিগকে অন্ন প্রেরণ কর। আমরা উভয়ে যেন তোমার দানে থাকি, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! অদ্য আমাদের সমিধ্ সেবা কর; যজনীয় ধূম প্রেরণ করতঃ অত্যন্ত দীপ্ত হও; তপ্ত (রশ্মির) দ্বারা অন্তরীক্ষের সানুপ্রদেশ স্পর্শ কর এবং সূর্য্যের রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত হও।

২। সুক্রতু, দীপ্তিমান এবং কর্ম্মসমূহের ধারয়িতা, যে দেবগণ উভয়(১) হব্য ভক্ষণ করেন, আমারা তাঁহাদের মধ্যে স্তোত্রদ্বারা যজনীয় নরাশংসের মহিমার স্তুতি করি।

৩। তোমরা স্তুতিয়োগ্য, অসুর(২), সুদক্ষ, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে দূত, সত্যবাক্, মনুষ্যগণের ন্যায় মনুকর্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে সর্ব্বদা পূজা কর।

৪। পরিচর্য্যাভিলাষীগণ জানু পাতিয়া পাত্র পূর্ণ করতঃ হব্যের সহিত অগ্নিকে বর্হিঃ দান করিতেছেন। হে অধ্বর্য্যগণ! ঘৃতপৃষ্ঠ, স্থূলবিন্দুযুক্ত (বর্হিঃ) হোম করতঃ প্রদান কর।

৫। সুকর্ম্মা, দেবাভিলাষী এবং রথাভিলাষীগণ যজ্ঞে দ্বারআশ্রয় করিয়াছেন। মাতৃদ্বয় যেরূপ শিশুকে লেহন করে সেইরূপ লেহনকারীও

---

(১) অর্থাৎ সৌমিক ও হবিঃ সংস্থাদি। সায়ণ।

(২) পঞ্চম অষ্টকে "অসুর" শব্দের আটবার ব্যবহার হইয়াছে, যথা—

৭ মণ্ডলের ২ সুক্তে ৩ ঋকে অসুর শব্দ অগ্নি সম্বন্ধে
" ৬ " ১ " " " বৈশ্বানর "
" ১৩ " ১ " অসুরঘ্ন " অগ্নি "
" ৩০ " ৩ " অসুর " অগ্নি "
" ৩৬ " ২ " " " মিত্র ও বরুণ "
" ৫৬ " ২৪ " " " বীর "
" ৬৫ " ২ " " " মিত্র ও বরুণ "
" ৯৯ " ৫ " " " বর্চী "

পূর্ব্বাভিমুখী (জুহূ ও উপভৃতিকে) অধ্বর্য্যুগণ নদীর ন্যায় যজ্ঞে সিক্ত করিতেছেন।

৬। যুবতী, দিব্যা, মহতী, কুশোপরি আসীনা, বহুস্তুতা, ধনবতী, যজ্ঞার্হা, অহোরাত্রি কামদুঘা ধেনুর ন্যায় কল্যাণের জন্য আমাদিগকে আশ্রয় করুন।

৭। হে বিপ্র, জাতবেদা, মনুষ্যগণের যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা (দেবীদ্বয়)! আমি তোমাদিগকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি করি। স্তব করা হইলে পর আমাদের যজ্ঞ দেবাভিমুখী কর; তোমরা দেবগণের মধ্যে (বিদ্যমান) বরণীয় (ধন) বিভাগ করিয়া দাও।

৮। ভারতীগণের সহিত সঙ্গতাভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত ইলা আগমন করুন, অগ্নিও আগমন করুন। সারস্বত-গণের সহিত সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে এই কুশে উপবেশন করুন(৩)।

৯। হে দেবত্বষ্টা! যদ্দ্বারা বীর, কর্ম্মকুশল, বলশালী ও (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তরহস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য্য প্রদান কর।

১০। হে বনস্পতি! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনায়ন কর। পশুর সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত এক রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উপবেশন করুন। নিত্য দেবগণ স্বাহাযুক্ত হইয়া তৃপ্তি-লাভ করুন।

(৩) এই ৮, ৯, ১০ ও ১১ ঋক্ ৩ মণ্ডলের ৪ সূক্তের ঐ ঐ ঋকের অনুরূপ। উক্ত সূক্তের ৮ ঋকের ভারতী ও সারস্বত সম্বন্ধীয় টীকা দেখ।

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে দেবগণ)! যিনি মর্ত্তাগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।

২। যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করতঃ ও শব্দ করতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষ সমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণ বর্ণবর্ত্ম হয়।

৩। হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদ্গাত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।

৪। যখন্ তুমি দন্তদ্বারা কাষ্ঠাদি, অন্ন ভক্ষণ কর, তোমার তেজঃ পৃথিবীতে বিমিশ্রিত হয়। তোমার শিখা সেনার ন্যায় বিসৃষ্ট হইয়া গমন করে, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি শিখাদ্বারা যবের ন্যায় (কাষ্ঠাদি) ভক্ষণ কর।

৫। মনুষ্যগণ যুবতম অতিথির ন্যায় পূজ্য, সেই অগ্নিকে তাহার স্থানে রাত্রিতে ও দিবাভাগে প্রদীপ্ত করতঃ সততগামী অশ্বের ন্যায় পরিচর্য্যা করে। আহুত অভীষ্টবর্ষী অগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়।

৬। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্য্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ দর্শনীয় হয়। তেমার তেজঃ অন্তরীক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়; তুমি দর্শনীয় সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং দীপ্তি প্রদর্শন করাইয়া থাক।

৭। হে অগ্নি! আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা তোমাদিগকে স্বাহা দান করিব, হে অগ্নি! তুমিও সেইরূপ সেই অমিত

তেজোবলে অপরিমিত অয়োনির্ম্মিত(১) নগরীদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। হে বলেরপুত্র জাতবেদ! তুমি দানশীল, তোমার যে (শিখা) আছে এবং যে বাক্যদ্বারা পুত্রবান্ (প্রজাগণকে) তুমি রক্ষা কর, সেই সমুদয়দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; প্রশস্ত এবং হব্যপ্রেরক স্তোতাগণকে রক্ষা কর।

৯। যখন শুচি অগ্নি স্বকীয় শরীর দ্বারা কৃপাবশতঃ রোচমান হইয়া তীক্ষ্ণীকৃত পরশুর ন্যায় (কাষ্ঠহইতে) নির্গত হয়েন, তখন তিনি যাগযোগ্য হয়েন। কমনীয়, সুকর্ম্মা পাবক অগ্নি মাতৃভূত (অরণিদ্বয় হইতে) জাত হইয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই সুন্দর (ধন) দান কর, আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন) উদগাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হউক; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা শুভ্র এবং দীপ্ত অগ্নিকে সুপূত হব্য ও স্তুতি প্রদান কর। অগ্নি দৈব ও মনুষ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রজ্ঞাদ্বারা গমন করেন।

২। অগ্নি অরণি হইতে যুবতম হইয়া জাত হইয়াছেন, অতএব সেই মেধাবী অগ্নি তরুণ হউন। দীপ্ত দণ্ড অগ্নি বনসমূহ অগ্নিসংযুক্ত করেন এবং ক্ষণমাত্রে প্রভূতঅন্ন ভক্ষণ করেন।

৩। মর্ত্ত্যগণ যে শুভ্র (অগ্নিকে) দেবের মুখ্য স্থানে পরিগ্রহণ করেন, যিনি পুরুষগণকর্ত্তৃক গৃহীত (বস্তু) সেবা করেন, সেই অগ্নি মনুষ্যগণের জন্য (শত্রুগণের) দুঃসেব্যরূপে দীপ্তি পান।

---

(১) মূলে "আয়সীভিঃ" আছে। লৌহময় নগর কি? অতিশয় নিরাপদে রাখ, এই মর্ম্ম। সায়ণ "আয়সীভিঃ" অর্থে "হিরণ্ময়ীভিঃ" করিয়াছেন।

৪। কবি, প্রকাশক, অমর অগ্নি, অকবি মর্ত্ত্যগণ মধ্যে নিহিত হইয়াছেন। হে বলবান্ (অগ্নি)! আমরা সর্ব্বদা তোমার ভক্ত থাকিব; তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না।

৫। যেহেতু অগ্নি কর্ম্মদ্বারা দেবগণকে পার করিয়াছেন, অতএব তিনি দেবকৃত স্থানে উপবেশন করেন। ওষধি ও বৃক্ষসমূহ, বিশ্বধারক ও গর্ভে (বিদ্যমান) সেই অগ্নিকে ধারণ করে, ভূমিও তাঁহাকে ধারণ করে।

৬। অগ্নি প্রভূত অমৃত দান করিতে সক্ষম; সুন্দর বীর্য্যযুক্ত ধন দান করিতে সক্ষম। হে বলবান্ (অগ্নি)! আমরা যেন পুত্রাদিরহিত হইয়া উপবেশন না করি, রূপরহিত হইয়া উপবেশন না করি এবং পরিচর্য্যারহিত হইয়া উপবেশন না করি।

৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্য ধনের পতি হইব। হে অগ্নি! যেন অপত্য অন্য জাত(১) না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না।

৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান, শত্রুনাশক, নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।

৯। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে হিংসক হইতে রক্ষা কর, হে বলবান্! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর, নির্দ্দোষ অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, স্পৃহণীয় সহস্রসংখ্যক ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগকে এই সুন্দর (ধন) দান কর; আমরা যেন যজ্ঞকারী ও সুচেতাঃ (পুত্র) লাভ করিতে পারি। সমস্ত (ধন) উদ্গাতাগণের ও স্তুতিকারীগণের হউক; তোমারা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

(১) মূলে "অন্যজাতং" আছে। অন্যজাত অপত্য অর্থ কি? এই ঋকে ও পরের ঋকে কি দত্তকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়?

৫ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে বৈশ্বানর যজ্ঞে জাগরিত সমস্ত দেবগণের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই প্রবৃদ্ধ এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে গমনশীল অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর।

২। নদীগণের নেতা যে জলবর্ষী অর্চিত অগ্নি অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নিস্থত হইয়াছেন, সেই বৈশ্বানর শ্রেষ্ঠ হব্যদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্য প্রজাগণের অভিমুখে শোভা পান।

৩। হে বৈশ্বানর! যখন তুমি পুরুর সমীপে দীপ্যমান হইয়া (তাহার শত্রুর) পুরী বিদীর্ণ করতঃ প্রজ্বলিত হইয়াছিলে, তখন তোমার ভয়ে অসিক্লী প্রজাগণ পরস্পর অসমেত হইয়া ভোজন ত্যাগকরতঃ আগমন করিয়াছিল।

৪। হে বৈশ্বানর অগ্নি! অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও দ্যুলোক তোমার ব্রত সেবা করে। তুমি অজস্র প্রকাশদ্বারা দীপ্যমান হইয়া স্বদীপ্তিতে দ্যাবা-পৃথিবী বিস্তারিত কর।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রজাগণের পতি, ধনসমূহের নেতা এবং উষা ও দিবসের মহান্ কেতু স্বরূপ। অশ্বগণ কাময়মান হইয়া তোমাকে সেবা করে, পাপনাশক ও ঘৃতযুক্ত বাক্য তোমাকে সেবা করে।

৬। হে মিত্রগণের পূজয়িতা অগ্নি! বসুগণ তোমাতে বল স্থাপিত করিয়াছেন, তোমার কর্ম্ম সেবা করিয়াছেন। তুমি আর্য্যের জন্য অধিক তেজঃ উৎপন্ন করতঃ দস্যুগণকে স্থান হইতে নির্গত করিয়াছ(১)।

৭। তুমি পরম ব্যোম প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া বায়ুর ন্যায় সদ্য সোম পান কর। হে জাতবেদা! তুমি জলসমূহ উৎপন্ন করতঃ অপত্যের ন্যায় পালনীয় ব্যক্তির অভিলাষ প্রদান করিয়া গর্জ্জন করিয়া থাক।

---

(১) অর্থাৎ তোমার সহায়তায় আর্য্যগণ অনার্য্য বর্ব্বরদিগকে তাঁহাদিগের প্রাচীন প্রদেশসমূহ হইতে নিঃসারিত করিয়া সেই২ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

৮। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! যদ্দ্বারা ধন রক্ষা কর এবং হব্যদাতা মনুষ্যের বিস্তীর্ণ যশঃ রক্ষা কর, হে জাতবেদা বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সেই দীপ্তিমান্ অন্ন প্রদান কর।

৯। হে অগ্নি! আমরা যজ্ঞকারী, আমাদিগকে বহুঅন্ন, ধন এবং শ্রুতিযোগ্য বল প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর।

৬ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি। বন্দমান হইয়া সম্রাট, অসুর, বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায় সেই (বৈশ্বানরের) স্তুতি ও কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিব।

২। অগ্নি, কবি, কেতুস্বরূপ, অদ্রিধারী, দীপ্তিমান, সুখকর ও দ্যাবাপৃথিবীর রাজা, (দেবগণ) সেই অগ্নিকে প্রীত করেন। আমি পুরীবিদারক অগ্নির পুরাতন মহৎ কর্ম্মসমূহ স্তুতিদ্বারা কীর্ত্তন করিব।

৩। অগ্নি, যজ্ঞ রহিত, জল্পাক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধারহিত, বৃদ্ধি শূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন সেই দস্যুদিগকে বিদূরিত করুন; তিনি প্রধান হইয়া অপর যজ্ঞরহিতগণকে হেয় করুন।

৪। নেতৃতম যে (অগ্নি) অপ্রকাশমান অন্ধকারে (নিমগ্ন) প্রজাগণকে হৃষ্ট করতঃ প্রজ্ঞাদ্বারা ঋজুগামী করিয়াছেন; আমি সেই ধনস্বামী, অনত এবং যোদ্ধার দমনকারী অগ্নিকে স্তুতি করি।

৫। যিনি শত্রু কৌশল(১) আয়ুধদ্বারা হীন করিয়াছেন, যিনি আর্য্যপত্নী উষাকে (সৃষ্টি) করিয়াছেন; সেই মহান্ অগ্নি প্রজাগণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করতঃ নহুষ রাজার করপ্রদ করিয়াছিলেন।

(১) মূলে "দেহ" আছে।

৬। সমস্ত লোক সুখের নিমিত্ত যাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া হব্যের সহিত উপস্থিত হয়; সেই বৈশ্বানর অগ্নি পিতৃ মাতৃ ভুত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত (অন্তরীক্ষে) আগমন করিয়াছেন।

৭। বৈশ্বানরদেব, সূর্য্য উদয় হইলে পর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃসমূহ গ্রহণ করেন। অগ্নি অবর অন্তরীক্ষ হইতে তমঃ গ্রহণ করেন, পর সমুদ্র হইতে তমঃ গ্রহণ করেন; দ্যুলোকের তমঃ গ্রহণ করেন, পৃথিবীর তমঃ গ্রহণ করেন।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি অভিভবিতা এবং অশ্বের ন্যায় বেগবান্, আমি তোমাকে স্তুতিদ্বারা প্রেরণ করি। হে বিদ্বান্! তুমি আমাদের যজ্ঞের দূত হও; অগ্নি স্বয়ং দেবগণের মধ্যে দগ্ধক্রম বলিয়া প্রজ্ঞাত আছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য এবং দেবগণের সহিত সখ্য সেবা করিয়া থাক; তুমি তেজোবলে পৃথিবীর (তৃণ গুল্মাদি) সানুপ্রদেশ শব্দিত করতঃ দংষ্ট্রাদ্বারা সমস্ত বন দগ্ধ করিয়া স্বীয় মার্গদ্বারা আগমন কর।

৩। হে যুবতম (অগ্নি)! যখন তুমি সুন্দর সুখযুক্ত হইয়া জাত হও, তখন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, বর্হিঃ নিহিত হয়, স্তুতিযোগ্য অগ্নি ও হোতা তৃপ্ত হন এবং সকলের বরণীয় মাতৃভুত (দ্যাবাপৃথিবী) আহুত হন।

৪। প্রাজ্ঞ মনুষ্যগণ যজ্ঞে রথী (অগ্নিকে) সদ্য উৎপাদন করেন। যিনি ইঁহাদের (হব্য বহন করেন সেই) মদয়িতা, মধুবাক্, যজ্ঞবান্, বিস্পতি অগ্নি মনুষ্যগণের গৃহে নিহিত হইয়াছেন।

৫। দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহাকে বর্দ্ধিত করেন এবং হোতা যে সকলের বরণীয় অগ্নিকে যাগ করেন, সেই বৃত, হব্যবাহক, ব্রহ্মা এবং (সকলের) ধারক অগ্নি আগমন করতঃ মনুষ্যের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

৬। যে নরগণ পর্য্যাপ্তরূপে মন্ত্র সংস্কার করিয়াছেন, যে মনুষ্যগণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া বর্দ্ধিত করেন এবং যে মনুষ্যগণ সত্যভূত এই (অগ্নিকে) প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা অন্নের দ্বারা সমস্ত (পোষ্যবর্গ) বর্দ্ধিত করেন।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি, বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নদ্বারা ব্যাপ্ত কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যাঁহার রূপ ঘৃতদ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হব্যের সহিত স্তুতি করে, সেই রাজা, স্বামী, (অগ্নি) স্তুতির সহিত সমিদ্ধ হইতেছেন। অগ্নি ঊষার অগ্রে দীপ্ত হন।

২। এই হোতা, মদয়িতা, মহান্, অগ্নি মনুষ্যকর্ত্তৃক সুমহান্ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি দীপ্তি বিকীর্ণ করেন। কৃষ্ণবর্ত্মা অগ্নি পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়া ওষধিদ্বারা বর্দ্ধিত হন।

৩। হে অগ্নি! তুমি কোন্ (স্বধা) দ্বারা আমাদের স্তুতি ব্যাপ্ত করিবে? স্তূয়মান হইয়া কোন্ স্বধা প্রাপ্ত হইবে? হে শোভনদান (অগ্নি)! আমরা কখন দুস্তর সাধুধনের পতি ও বিভাগকারী হইব?।

৪। যখন এই অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ প্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পান, তখন তিনি ভরতকর্ত্তৃক প্রথিত হন। যিনি সংগ্রামসমূহে পুরুকে অভিভূত করিয়াছেন, সেই দীপ্যমান দেবগণের অতিথি (অগ্নি) প্রজ্বলিত হইয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমাতে প্রভূত হব্য (প্রদত্ত) হইয়াছে, তুমি সমস্ত তেজের সহিত প্রসন্ন হও এবং স্তোতার (স্তোত্র) শ্রবণ কর। হে সুজাত! তুমি স্তূয়মান হইয়া স্বয়ং শরীর বর্দ্ধিত কর।

৬। শত (গাভীর) বিভাগকারী ও সহস্রগাভী সংযুত এবং স্থানদ্বয়ে মহান্(১) (বসিষ্ঠ) এই বাক্য অগ্নির উদ্দেশে উৎপন্ন করিয়াছেন। উহা দীপ্তিমৎ, রোগনিবারক, রাক্ষসনাশক এবং স্তোতাগণের ও (তাঁহাদের) বন্ধুর সুখদ হউক।

৭। হে বলেরপুত্র অগ্নি! তুমি বসুসমূহের পতি; বসিষ্ঠগণ তোমার স্তুতি করিতেছে। তুমি স্তোতাকে ও যজ্ঞকারীকে শীঘ্র অন্নের দ্বারা ব্যাপ্ত কর; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অগ্নি জারস্বরূপ, হোতাস্বরূপ, মদয়িতা, কবিতম ও পাবক; তিনি ঊষার মধ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি উভয় জন্তুর(১) প্রজ্ঞা দান করেন, দেবগণকে হব্য দান করেন এবং সুকৃতকারিগণকে ধন দান করেন।

২। যিনি পণিগণের দ্বার বিবৃত করিয়াছেন, সেই অগ্নি সুকর্ম্মা। তিনি আমাদিগের জন্য বহুক্ষীরবিশিষ্ট ও অর্চ্চনীয় (গাভীসমূহ) হরণ করেন, তিনি হোতা, মাদয়িতা ও দানমনা। অগ্নি রাত্রিসমূহের ও জনগণের তমঃ বিদূরিত করতঃ দৃষ্ট হন।

৩। অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভন গৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি এবং আমাদের মঙ্গলকর (অগ্নি), বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত হইয়া ঊষামুখে শোভা পান এবং জলের গর্ভরূপে জাত হইয়া ওষধিসমূহে প্রবেশ করেন।

৪। (হে অগ্নি)! তুমি মনুষ্যের যজ্ঞ কালে স্তুতিযোগ্য। জাতবেদা যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া দীপ্ত পান; দর্শনীয় তেজোদ্বারা শোভা পান। স্তুতিসমূহ সমিদ্ধ অগ্নিকে প্রতিবোধিত করে।

---

(১) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দ্বাভ্যাং বিদ্যা কর্ম্মভ্যাং বৃহন্ বসিষ্ঠো দ্বয়োঃ দ্যুলোকয়োর্ম্মহান্ বা।"

---

(১) দ্বিপদ ও চতুষ্পদ অথবা দেবতা ও মনুষ্য। সায়ণ।

৫। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের অভিমুখে দৌত্যকার্য্যে গমন কর! স্তুতিকারীদিগকে দলের সহিত হিংসা করিও না। আমাদিগকে রত্ন দান করিবার জন্য তুমি সরস্বতী, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, জল, (প্রভৃতি) সমস্ত দেবগণের যাগ কর।

৬। হে অগ্নি! বসিষ্ঠ তোমাকে সমিদ্ধ করিতেছে; তুমি পরুষভাষীকে বধ কর, ধনবানের জন্য বহুধী (দেবগণকে) যাগ কর। হে জাতদেবা! বহু-স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ঊষার জার (সূর্যের) ন্যায় অগ্নি বিস্তীর্ণ তেজঃ আশ্রয় করিতেছেন। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, অভীষ্টবর্ষী, হব্যপ্রেরক, শুচি (অগ্নি) কর্ম্ম-সমুদয় প্রেরণ করিয়া দীপ্তিদ্বারা প্রকাশ পায় এবং অভিলাষীদিগকে জাগরিত করেন।

২। অগ্নি দিবাভাগে ঊষার অগ্রে আদিত্যের ন্যায় শোভা পান; ঋত্বিকগণ যজ্ঞ বিস্তার করতঃ মননীয় (স্তোত্র পাঠ করেন); বিদ্বান দূত এবং দেবগণের নিকট গমনকারীও দাতাশ্রেষ্ঠ, অগ্নিদেব প্রাণীসমূহ দ্রব করেন।

৩। দেবাভিলাষী, ধনভিক্ষাকারী, গমনশীল, স্তুতিরূপ বাক্য অগ্নির অভিমুখে গমন করে। সেই অগ্নি দর্শনীয়, সুরূপ, সুগমনকারী, হব্যবাহক এবং মনুষ্যগণের স্বামী।

৪। হে অগ্নি! তুমি বসুগণের সহিত সঙ্গত হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান কর, রুদ্রগণের সহিত সঙ্গত হইয়া মহান্ রুদ্রকে আহ্বান কর, আদিত্যগণের সহিত সঙ্গত হইয়া বিশ্বজন হিতকর অদিতিকে আহ্বান কর, স্তুতিযোগ্য (অঙ্গিরাগণের) সহিত সঙ্গত হইয়া সকলের বরণীয় বৃহস্পতিকে আহ্বান কর।

৫। অভিলাষী মনুষ্যগণ, স্তুতিযোগ্য, হোতা, যুবতম অগ্নিকে যজ্ঞে স্তুতি করে। যেহেতু তিনি রাত্রিবিশিষ্ট এবং দেবগণকে যাগ করিবার জন্য হব্যদাতার তন্দ্রারহিত দূত হইয়াছিলেন।

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক হইয়া মহান্ হও। দেবগণ তোমা বিনা মত্ত হন না। তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত রথযুক্ত হইয়া আগমন কর এবং এই (কুশোপরি) মুখ্য হোতা হইয়া উপবেশন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি গমনশীল, হবিষ্মান্, মনুষ্যগণ তোমাকে সর্ব্বদা দৌত্যকার্য্যে প্রার্থনা করে; তুমি দেবগণের সহিত যাহার কুশোপরি উপবেশন কর, তাহার দিবসসমূহ সুদিন হয়।

৩। হে অগ্নি! (ঋত্বিকগণ) দিবসে তিন বার হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য তোমার মধ্যে হব্য প্রক্ষেপ করে। মনুর ন্যায় এই যজ্ঞে দূত হইয়া যাগ কর এবং আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর।

৪। অগ্নি মহান্ যজ্ঞের স্বামী, অগ্নি সমস্ত সংস্কৃত হব্যের স্বামী। যেহেতু বসুগণ ইহার কর্ম্ম সেবা করেন, আর দেবগণ অগ্নিকে হব্যবাহক করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর, এই যজ্ঞে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণকে প্রমত্ত কর, এই যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও; তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তিপান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত

ও সর্ব্বত্র গমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

২। সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞ গৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।

৩। হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৩ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সকলের উদ্দীপক, কর্ম্মের ধারক, অসুর বিনাশক, অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র ও কর্ম্ম কর। আমি প্রীত হইয়া অভিমত দাতা বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে হব্যের সহিত (স্তুতি) উচ্চারণ করি।

২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট ও জাত হইয়াই দ্যাবা-পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। হে জাতবেদা বৈশ্বানর! তুমি মহত্ত্বদ্বারা দেবগণকে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি (সূর্য্যরূপে) জাত, স্বামী ও সর্ব্বত্র গমনশীল, গোপালক যে রূপ পশুসমূহকে সন্দর্শন করে, সেই রূপ তুমি যখন ভূতসমূহ সন্দর্শন কর, তখন স্তোত্ররূপ ফললাভ কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা হবিষ্মান, আমরা সমিধদ্বারা জাতবেদার পরিচর্য্যা করিব, দেবস্তুতিদ্বারা অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করিব এবং হব্যদ্বারা শুভ্র-দীপ্তি অগ্নির পরিচর্য্যা করিব।

২। হে অগ্নি! আমরা সমিধদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব; হে যজনীয়! আমরা স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব; হে যজ্ঞের হোতা! আমরা ঘৃতদ্বারা পরিচর্য্যা করিব; হে কল্যাণকর শিখাবিশিষ্ট অগ্নিদেব! আমরা হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৩। হে অগ্নি! তুমি বষট্‌কৃতি (অর্থাৎ হব্য) সেবন করতঃ দেবগণের সহিত আমাদের যজ্ঞে উপাগত হও। তুমি দ্যোতমান, আমরা যেন তোমার পরিচর্য্যাকারী হই। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি আমাদের আসন্নতম বন্ধু, সেই উপসদনীয়, অভীষ্টবর্ষী অগ্নির জন্য তাঁহার মুখে হব্য প্রদান কর।

২। কবি, গৃহপতি, যুবা অগ্নি পঞ্চশ্রেণী মনুষ্যের অভিমুখে গৃহে গৃহে নিষন্ন হন।

৩। সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৪। আমি দ্যুলোকের শ্যেনসদৃশ ক্ষিপ্রগামী অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তোম উৎপাদন করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বহুধন দান করুন।

৫। যজ্ঞের অগ্রভাগে দীপ্যমান অগ্নির দীপ্তিসমূহ পুত্রবান ব্যক্তির ধনের ন্যায় চক্ষুর স্পৃহনীয়।

৬। যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ হব্যবাহক, সেই অগ্নি এই বষট্‌কৃতি কামনা করুন, আমাদিগের স্তুতি সেবা করুন।

৭। হে উপগন্তব্য, লোকগণের পতি, আহুত অগ্নিদেব! তুমি দ্যুতিমান এবং সুবীর। আমরা তোমাকে স্থাপন করিয়াছি।

৮। তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হও, আমরা তোমার দ্বারা সুন্দর অগ্নি-বিশিষ্ট হইব, তুমি আমাদিগকে কামনা করতঃ সুন্দর স্তোত্রবিশিষ্ট হও।

৯। মেধাবী নেতাগণ, ধনকর্ম্মদ্বারা ধন লাভের জন্য তোমার নিকট গমন করে, সহস্রসংখ্যক, ক্ষয়রহিত (স্তুতি) তোমার নিকট গমন করে।

১০। শুভ্র, শিখাবিশিষ্ট, মরণরহিত, শুচি, পাবক, স্তুতিযোগ্য অগ্নি রাক্ষসগণকে বাধা দান করুন।

১১। হে বলেরপুত্র! তুমি ঈশ্বর হইয়া আমাদিগকে ধন দান কর, ভগও বরণীয় (ধন) দান করুন।

১২। হে অগ্নি! তুমি পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন দান কর, সবিতাদেবও বরণীয় (ধন দান করুন), ভগও দান করুন, দিতিও দান করুন।

১৩। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর; হে জরা-রহিত দেব! তুমি হিংসাকারীগণকে অত্যন্ত তাপক তেজোদ্বারা দগ্ধ কর।

১৪। তুমি অপ্রতিধর্ষনীয়, এক্ষণে তুমি আমাদিগের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্ম্মিতা শতগুনা পুরী হও(১)।

১৫। হে অহিংসনীয় রাত্রির আচ্ছাদক! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে এবং পাপেচ্ছু ব্যক্তি হইতে দিবারাত্রি রক্ষা কর।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমি, তোমাদের জন্য বলেরপুত্র প্রিয়, প্রজ্ঞাপকশ্রেষ্ঠ, গমন-শীল, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, সকলের দূত, নিত্য অগ্নিকে এই স্তোত্রদ্বারা আহ্বান করি।

২। তিনি আরোচমান ও সকলের পালক এবং (অশ্বদ্বয়কে রথে) যোজিত করেন, তিনি (দেবগণের প্রতি) অত্যন্ত দ্রুতগমন করেন। তিনি

---

(১) এখানেও অয়োনির্ম্মিত নগরের উল্লেখ আছে। অর্থ নিরাপদ স্থান।

সুন্দররূপে আহুত, সুন্দর স্তুতিবিশিষ্ট, যজনীয় ও সুকর্ম্মা। বসুগণের(১) ধন অগ্নিদেবের নিকট (গমন করুক)।

৩। অভীষ্টবর্ষী, অভিহূয়মান এই অগ্নির তেজ উত্থিত হইতেছে, আরোচমান, অন্তরীক্ষস্পর্শী ধূমসমূহ উত্থিত হইতেছে, নরগণ অগ্নিকে সমিদ্ধ করিতেছেন।

৪। হে বলেরপুত্র! তুমি অত্যন্ত যশস্বী, আমরা তোমাকে দূত করি, তুমি হব্য ভোজনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান কর। যখন তোমার নিকট যাচ্ঞা করি, তখন তুমি মনুষ্যগণকে ভাগ (ধন) দান কর।

৫। হে সকলের বরণীয় অগ্নি! তুমি আমাদের যজ্ঞে গৃহপতি, তুমি হোতা, তুমি পোতা, তুমি প্রকৃষ্টমতি, তুমি বরণীয় হব্য যাগ কর ও কামনা কর।

৬। হে সুকর্ম্মা! যজমানকে রত্ন দান কর, যেহেতু তুমি রত্নদাতা, তুমি আমাদের যজ্ঞে সমস্ত ঋত্বিকগণকে তীক্ষ্ণ কর; হোতা বর্দ্ধিত হইতেছে, (তাহাকে বর্দ্ধিত কর)।

৭। হে সুন্দররূপে আহুত অগ্নি! তোমার স্তোতাগণ প্রিয় হউক এবং যে ধনবান দাতাগণ জনসমূহ ও গোসমূহ দান করে, তাহারাও প্রিয় হউক।

৮। যাহাদের গৃহে ঘৃতহস্তা ইলা(২) পূর্ণ হইয়া নিষণ্ণা আছেন, হে বলবান্ অগ্নি! তাহাদিগকে দ্রোহকারী ও নিন্দক হইতে ত্রাণ কর, আমাদিগকে দীর্ঘকাল স্তুতিযোগ্য সুখ দান কর।

৯। হে অগ্নি! তুমি হব্যবাহক ও বিদ্বান, তুমি মোদয়িত্রী ও আস্যস্থানীয়া জিহ্বাদ্বারা আমাদিগকে ধন দান কর; আমরা হবিষ্মান্। তুমি হব্যদাতাকে (কর্ম্মে) প্রেরণ কর।

---

(১) অর্থাৎ বাসক জন, বশিষ্ঠগণ। সায়ণ।

(২) অন্নরূপা হবির্লক্ষণা দেবী। সায়ণ।

১০। হে যুবতম! যাহারা মহৎ যশ ইচ্ছা করিয়া সাধক অশ্বরূপ হব্য দান করে, তুমি তাহাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর ও শতনগরীদ্বারা পালন কর।

১১। ধনদাতা অগ্নিদেব আমাদের পূর্ণ স্রুক্ কামনা করেন, তোমরা (সোমদ্বারা পাত্র) সিক্ত কর, (সোম) দান কর। অনন্তর অগ্নিদেব তোমাদিগকে বহন করেন।

১২। দেবগণ, প্রকৃষ্টমতি অগ্নিকে যজ্ঞবাহক ও হোতা করিয়াছেন, অগ্নি, পরিচার্য্যকারী হব্যদাতাজনকে সুবীর্য্যযুক্ত রত্ন দান করুন।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অগ্নি! শোভন সমিধদ্বারা সমিদ্ধ হও। অধ্বর্য্যু সম্যক্‌রূপে কুশ বিস্তৃত করুন।

২। দেবাভিলাষী দ্বারসমূহকে আশ্রয় কর এবং যজ্ঞাভিলাষী দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৩। হে জাতবেদা অগ্নি! (দেবগণের) অভিমুখে গমন কর, হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ কর এবং তাঁহাদিগকে শোভন যজ্ঞবিশিষ্ট কর।

৪। জাতবেদা, অমর দেবগণকে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট করুন, যাগ করুন এবং প্রীত করুন।

৫। হে মতিমান্! সমস্ত বরণীয় (ধন) দানকর, আমাদিগের আশীর্ব্বাদসমূহ অদ্য সত্য হউক।

৬। হে অগ্নি! তুমি বলেরপুত্র, তোমাকে সেই দেবগণ হব্যবাহক করিয়াছেন।

৭। তুমি দ্যোতমান, তোমাকে আমরা হব্য দান করিব, তুমি মহান্ ও উপগম্য, তুমি আমাদিগকে রত্ন দান কর।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কেবল ২২ ঋক্ হইতে ২৫ ঋক্ পর্য্যন্ত সুদাস রাজার যজ্ঞের দান স্তব করা হইয়াছে বলিয়া উহাই দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমাদের পিতাগণ স্তুতি করতঃ তোমা হইতেই সমস্ত মনোহর ধন লাভ করিয়াছেন। তোমা হইতে গাভীসমূহ সুখে দোহনক্ষম হয়, তোমাতে অশ্বগণ আছে এবং তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে অধিকরূপে ধন দান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি জায়াগণের সহিত রাজার ন্যায় দীপ্তির সহিত বাস কর। হে মঘবা! তুমি বিদ্বান্ ও কবি হইয়া স্তোতাদিগকে রূপ দান কর এবং গো ও অশ্বদ্বারা রক্ষা কর। আমরা তোমাকে কামনা করি, তুমি আমাদিগকে ধনার্থে সংস্কৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞের স্পর্দ্ধমান ও রমণীয় স্তুতি সকল তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তোমার ধন আমাদের অভিমুখে গমন করুক। আমরা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব।

৪। সুতৃণবিশিষ্ট ধেনুর ন্যায় তোমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বসিষ্ঠ স্তোত্র সৃজন করিতেছেন। সমস্ত লোকে তোমাকেই গাভীগণের পতি বলে; ইন্দ্র, আমাদের সুস্তুতির নিকট আগমন করুন।

৫। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত করতঃ সুদাসের জন্য তলস্পর্শ-যোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করিয়াছেন। স্তোতার জন্য নদীগণের উৎসাহ-মান ও রোধমান শাপ দূর করিয়াছেন।

৬। যজ্ঞশীল, দানকারী, তুর্ব্বশনামে রাজা ছিলেন। মৎস্যের ন্যায় নিযন্ত্রিত হইলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ ধনার্থ (সুদাস) এবং তুর্ব্বশের পরস্পর সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপ্তিশীল এই উভয়ের(১) মধ্যে সখা, সখাকে বধ করিয়াছিলেন।

(১) সুদাস রাজার ঐ২ ঋকে উল্লেখ না থাকিলেও সায়ণ বলেন তুর্ব্বশ সুদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সায়ণ ইহার আরও এক প্রকার অর্থ করিয়া-ছেন যথা, যজ্ঞশীল দাতাগ্রগণ্য তুর্ব্বশনামে রাজা ছিলেন। তিনি মৎস্য জনপদকে বাধিত করিয়াছিলেন। ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। ব্যাপ্ত এই উভয়ের মধ্যে সখা ইন্দ্র, সখা রাজাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৭। হব্যসমূহের পাচক, ভদ্রমুখ, অপ্রবৃদ্ধ ও বিষাণহস্ত মঙ্গলকর ব্যক্তিগণ (ইন্দ্রের) স্তুতি করে। ইন্দ্র (সোমপানে) মত্ত হইয়া আর্য্যের গাভী-সমূহ হিংসকগণ হইতে আনয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং লাভ করিয়াছেন এবং যুদ্ধে মনুষ্যগণকে (বধ করিয়াছেন)।

৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল-ভেদ করিয়া দিয়াছিল। (সুদাস) মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল(২)।

৯। (নদীর জল) গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল। অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই এবং (সুদাসের) অশ্ব গম্য (প্রদেশে) গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্য-বিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন।

১০। রক্ষকবিহীন গাভীসমূহ যবের জন্য যে রূপ গমন করে, মাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত, একত্রিত মরুৎগণ(৩) পূর্ব্বকৃত (প্রতিজ্ঞা) অনুসারে মিত্র (ইন্দ্রের) অভিমুখে সেইরূপ গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহাদের) নিযুৎগণ হৃষ্ট হইয়া শীঘ্র গমন করিয়াছিল।

১১। (সুদাস) রাজা যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্য্যু) যেরূপ কুশ ছেদন করে, সেইরূপ তিনি (শত্রুগণকে) ছেদন করেন। শূরইন্দ্র, তাঁহার (সাহা-য্যার্থে) মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১২। আর বজ্রবাহু ইন্দ্র, শ্রুত, কবষ, বৃদ্ধ ও দ্রুহ্যুকে আনুপূর্ব্বরূপে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে যাহারা তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল, (তাঁহারা) সখ্যের জন্য বরণ করিয়া সখ্য (লাভ) করিয়াছিল।

---

(২) অর্থাৎ হত হইয়াছিল। এই ৭৬৮ ঋকে অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ আছে। এই সূক্তের অন্যান্য ঋকেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন এই সূক্তে সুদাসের অনেক শত্রুর নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কেহ২ বোধ হয় সুদাসের বিপক্ষ পক্ষীয় আর্য্য রাজা, বা যোদ্ধা ছিলেন।

(৩) মূলে "পৃশ্নিগাবঃ" আছে, অর্থাৎ যাঁহাদের অশ্বগণ পৃশ্নিবর্ণ। সায়ণ কিন্তু পৃশ্নি মরুৎগণের মাতা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা উহাদিগের দৃঢ় পুরীসমস্ত এবং সপ্তপ্রকার (রক্ষার উপায়ে) তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অনুর পুত্রের গৃহ তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। আমরা যেন দুষ্টবাক্যবিশিষ্ট মনুষ্যকে জয় করিতে পারি।

১৪। অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ষট্ সহস্র ষড়ধিক ষষ্ঠীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী (সুদাসের) জন্য শয়িত হইয়াছিল, এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রের বীর্য্যসূচক।

১৫। দুষ্ট মিত্রবিশিষ্ট এই অজ্ঞান তৃৎসুগণ ইন্দ্রের সহিত (যুদ্ধে) সঙ্গত হইয়া পলায়ন করতঃ নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল এবং বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিল।

১৬। বীর্য্যযুক্ত (সুদাসের) হিংসাকারী ইন্দ্ররহিত, হব্যপাতা উৎসাহমান ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্র ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধকারীর ক্রোধের বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। (সুদাসের শত্রু), পথে গমন করতঃ পলায়নমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।

১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন। সূচীদ্বারা যূপাদির কোন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮। হে ইন্দ্র! তোমার বহুতর শত্রু বশীভূত হইয়াছিল। উৎসাহযুক্ত ভেদকে বশীভূত কর। যে তোমার স্তব করে, এই ভেদ তাহারই অনিষ্ট করে। ইহার বিরুদ্ধে নিশিত যোদ্ধাকে উৎসাহিত কর।

১৯। এই যুদ্ধে ইন্দ্র ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল। অজ, শিগ্রু, যক্ষু এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।

২০। হে ইন্দ্র! তোমার পুরাতন অনুগ্রহ ও ধন উষার ন্যায় বর্ণনার অতীত। নূতন অনুগ্রহ ও ধনও বর্ণনার অতীত। তুমি মন্যমানের পুত্র দেবককে বধ করিয়াছ। স্বয়ং মহাশৈল হইতে শম্বরকে ভেদ করিয়াছ।

২১। হে ইন্দ্র! অনেক রাক্ষস যাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সেই পরাশর(৪) বসিষ্ঠ তোমাকে কামনা করিয়া গৃহে আগমন করতঃ তোমার স্তব করিয়াছিল। তাহারা তোমার সখ্য বিস্মৃত হয়না, যেহেতু তুমি ভোজ বিস্মৃত হওনা বলিয়া তাহাদের সর্ব্বদাই সুদিন থাকে।

২২। হে দেবশ্রেষ্ঠ! দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনেরপুত্র, সুদাসের দুই শত গো ও দুইখানি রথ আমি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। হোতা যেমন যজ্ঞগৃহে গমন করে, আমি সেইরূপ গমন করিতেছি।

২৩। দানাঙ্গযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত, পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারিটী অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করিতেছে।

২৪। যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতা-শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে ধন দান করেন। সপ্তলোক তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে। নদীসকল যুদ্ধে যুধ্যামধি (নামক শত্রুকে) বিনাশ করিয়াছেন।

২৫। হে নেতা মরুৎগণ! এই সুদাস রাজার পিতা, দিবোদাসের (পিজবনের) ন্যায় তোমরা ইহাকেও সেবা কর। পিজবনপুত্রের গৃহ রক্ষা করুন। ইহার বল বিনাশরহিত এবং অশিথিল হউক।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া একাকী সমস্ত শত্রু-লোকদিগকে স্থানচ্যুত করেন, যিনি হব্যরহিত লোকের গৃহ অপহরণ করেন, সেই ইন্দ্র অত্যন্ত সোমাভিষবকারীকে ধন প্রদান করুন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন অর্জ্জুনীর পুত্র এই কুৎসকে ধন প্রদান-করতঃ দাস, শুষ্ণ ও কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলে, তখন শরীরদ্বারা শুশ্রূষমান হইয়া যুদ্ধে কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

(৪) মূলে "পুরাশরঃ বসিষ্ঠঃ" আছে।

৩। হে ধর্ষক! হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক (বজ্রের) দ্বারা সমস্ত রক্ষারসহিত রক্ষা কর; যুদ্ধে ভূমি লাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর।

৪। হে নেতৃদিগের স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে মরুৎগণের সহিত বহুবৃত্রগণকে বধ করিয়াছ, হে হরিৎযুক্ত! তুমি দভীতির জন্য দস্যু, চুমুরি ও ধুনিকে বজ্রের দ্বারা বধ করিয়াছ।

৫। হে বজ্রহস্ত! তোমার বল এরূপ যে, তুমি নব নবতী পুরী যুগপৎ (বিদীর্ণ করিয়াছ) নিবাসের জন্য শততম পুরী ব্যাপ্ত করিয়াছ, বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং নমুচিকে বধ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধনসমূহ সনাতন হইয়াছিল, হে বহুকর্ম্মা! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমি তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি বলী, স্তোত্রসমূহ তোমার নিকট গমন করুক।

৭। হে বলবান্ এবং অশ্ববান! তোমার এই যজ্ঞে আমরা যেন পরদান ও পাপের (ভাগী) না হই; আমাদিগকে বাধারহিত রক্ষাদ্বারা ত্রাণ কর, স্তোতাগণের মধ্যে আমরা প্রিয় হইব।

৮। হে ধনবান! আমরা তোমার যজ্ঞে নেতা, সখা ও প্রিয় হইয়া গৃহে হৃষ্ট হইব, তুমি অতিথি বৎসল (সুদাসের) সুখ সম্পাদন করতঃ তুর্ব্বশকে বশীভূত কর, যাদ্বকে বশীভূত কর।

৯। হে ধনবান্! তোমার যজ্ঞে আমরাই নেতা ও উক্থোচ্চারণকারী, অদ্য উক্থ উচ্চারণ করিতেছি ও তোমার হব্যদ্বারা পণিগণকেও (ধন) দান করিতেছি। আমাদিগকে সখারূপে পরিগ্রহণ কর।

১০। হে নেতাশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! এই নেতাসমূহের স্তুতি তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ আমাদের অভিমুখীন করিয়াছে; তুমি যুদ্ধে সেই নেতাগণের কল্যাণকর এবং সখা, শূর এবং রক্ষক হও।

১১। হে শূর ইন্দ্র! অদ্য তুমি স্তূয়মান ও স্তোত্রযুক্ত হইয়া শরীরে বর্দ্ধিত হও, আমাদিগকে অন্ন দান কর ও গৃহ দান কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

২০ সূক্ত।

বসিষ্ঠ ঋষি। ইন্দ্র দেবতা।

১। বলবান্, উগ্র ইন্দ্র বীর্য্য (প্রকাশের) জন্য উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যের হিতকর ইন্দ্র যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিশ্চয়ই করেন। যুবা ও আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞ-গৃহগামী ইন্দ্র মহাপাপ হইতে আমাদিগের ত্রাণ করেন।

২। ইন্দ্র বর্দ্ধমান হইয়া বৃত্রকে বধ করেন। তিনি বীর। তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দানদ্বারা স্তোতাকে রক্ষা করেন। তিনি সুদাসের জন্য জনপদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যজমানের উদ্দেশে বারম্বার ধন দান করেন।

৩। ইন্দ্র যোদ্ধা, প্রতিপক্ষ শূন্য, যুদ্ধকারী, কলহপরায়ণ, শূর এবং স্বভাবতঃ বহুলোকাভিভাবী; তিনি শত্রুদিগের অনভিভবনীয় ও প্রকৃষ্ট বলযুক্ত। ইন্দ্রই (শত্রু) সেনা বিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনিই যে সকল ব্যক্তি শত্রুতা করে, তাহাদিগকে বধ করেন।

৪। হে বহুধনবান্ ইন্দ্র! তুমি বল ও মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে পরিপূরিত করিয়াছ। অশ্ববান্ ইন্দ্র শত্রুদিগের প্রতি বজ্রক্ষেপ করতঃ যজ্ঞে সোমরসদ্বারা সেবিত হন।

৫। পিতা যুদ্ধার্থ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে উৎপাদন করিয়াছেন। নারী মনুষ্যের হিতকর সেই ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইন্দ্রও মনুষ্যগণের সেনানী হইয়া প্রভু হন। তিনি ঈশ্বর, শত্রুবিনাশক, গোসকলের অন্বেষক ও শত্রুগণের পরাভবকারী।

৬। যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রের শত্রুবিনাশক মনের পরিচর্য্যা করে, সেই ব্যক্তি কখনও (স্থান) ভ্রষ্ট হয় না, কখনও ক্ষীণ হয় না। যে ব্যক্তি

ইন্দ্রে পরিচর্য্যা প্রদান করে, যজ্ঞজাত যজ্ঞপালক ইন্দ্র তাহার ধনার্থ বাস করেন।

৭। হে বিচিত্র ইন্দ্র! পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি(১) পরবর্ত্তীকে যাহা দান করে এবং জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট যে দেয় ধন প্রাপ্ত হয় (এবং যে ধন লাভ করিয়া) অমৃতের ন্যায় দূরদেশে গমন করে, এই ত্রিবিধ ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর।

৮। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তোমার যে প্রিয় সখা (হব্য) দান করে, সে তোমার দানেই অবস্থান করুক। আমরা হিংসা না করিয়া তোমার অনুগ্রহ লাভ করতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নবান্ হইয়া মনুষ্যদিগের রক্ষণশীল গৃহে যেন অবস্থিতি করিতে পারি।

৯। হে ধনবান ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য বর্দ্ধিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আরও (স্তোতা) তোমায় স্তব করিতেছে। হে শক্র! আমি তোমার স্তোতা, ধনাভিলাষ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র আমাদিগকে বাসযোগ্য (ধন) প্রদান কর।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্ন ভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করেন, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্য্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা, তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। দীপ্ত, গব্যমিশ্রিত সোম অভিষুত হইয়াছে। এই ইন্দ্র স্বভাবতঃই ইহাতে সঙ্গত হন। হে হর্য্যশ্ব! তোমায় যজ্ঞের দ্বারা প্রবোধিত করিব। সোমজনিত মত্ততার (কালে) আমাদের স্তোত্র অবগত হও।

---

(১) পিতা অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সায়ণ।

২। (যজমানগণ) যজ্ঞে গমন করিতেছেন, বর্হি বিস্তীর্ণ করিতেছেন, যজ্ঞস্থলে প্রস্তর সকল দুর্দ্ধর শব্দ করে। অন্নবান্, দূরগামি শব্দবিশিষ্ট, ঋত্বিক্-সঙ্গত, বর্ষণকারী (প্রস্তর সকল) গৃহ হইতে গৃহীত হইতেছে।

৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি বৃত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত বহুতর জল প্রেরণ করিয়াছিলে। তুমি আছ বলিয়া নদী সকল রথিগণের ন্যায় নির্গত হয়। সমস্ত কৃত্রিম ভুবন ভয়ে কম্পিত হয়।

৪। ইন্দ্র মনুষ্যের হিতকর সমস্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া এবং আয়ুধদ্বারা ভয়ঙ্কর হইয়া এই শত্রুগণকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; তাহাদিগের নগর সকল কম্পিত করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট, মহিমাযুক্ত ও বজ্রহস্ত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মদ্বারা পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু সকলকে অভিভূত কর। লোক সকল তোমার মহিমা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। তুমি নিজবলে বৃত্রকে বধ করিয়াছ। শত্রুরা যুদ্ধদ্বারা তোমার অন্তলাভ করিতে পারে নাই।

৭। হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব দেবগণও বল ও প্রাণিবধ বিষয়ে তোমার বল অপেক্ষা অল্প বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র (শত্রুগণকে) অভিভূত করিয়া (ভক্তগণকে) ধন দান করেন। স্তোতাগণ অন্নলাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি ঈশান, স্তোতা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। হে বহুরক্ষক ইন্দ্র! তুমি আমাদের প্রভূত ধনের রক্ষক হইয়াছিলে। তোমার তুল্য যে ব্যক্তি (আমাদের) হিংসা করে, তাহাকে নিবারণ কর।

৯। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারায় তোমাকে বর্দ্ধিত করতঃ সর্ব্বদা যেন তোমার সখা হই। তুমি স্বীয় মহিমায় সকলের তারক, তোমার

আশ্রয়ে আর্য্য স্তোতাগণ যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থ আগত হিংসকদিগের(১) বল হিংসা করুন।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে ধারণ কর, যেন আমরা তোমার দত্ত অন্নভোগ করিতে পারি। যে হব্যদায়ীগণ নিজেই হব্য প্রদান করে, তাহাদিগকেও ধারণ কর। অত্যন্ত প্রশস্ত স্তুতি কার্য্যে আমার সামর্থ্য হউক, আমি তোমার স্তোতা। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, (সোম) তোমায় মত্ত করুক। হে হরি-নামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! (রশ্মিদ্বারা সংযত) অশ্বের ন্যায় অভিষব-কর্ত্তার হস্তদ্বয়ে পরিগৃহীত প্রস্তর, এই সোম অভিষব করিয়াছে।

২। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, প্রভূত ধনবান্ (ইন্দ্র)! তোমার যে উপ-যুক্ত ও সম্যক্ প্রস্তুত সোম আছে, যদ্দ্বারা তুমি বৃত্রগণকে হনন করিয়াছ, সেই সোম তোমায় প্রমত্ত করুক।

৩। হে মঘবন্! বসিষ্ঠ তোমার স্তুতিরূপ এই যে কথা বলিতেছেন, তুমি আমার এই বাক্য জ্ঞাত হও, আর যজ্ঞে এই সকল স্তুতি সেবা কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমি সোম পান করিয়াছি, তুমি আমার প্রস্তরের আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতিকারী বিপ্রের স্তুতি অবগত হও। এই যে পরিচর্য্যা করিতেছি, সহায়ভূত হইয়া ইহা সমস্ত বুদ্ধিস্থ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রু) হিংসক, আমি তোমার বল জানি, আমি তোমার স্তুতি পরিত্যাগ করিব না। আমি সর্ব্বদা তোমার অসাধারণ যশোবিশিষ্ট নাম উচ্চারণ করিব।

---

(১) অর্থাৎ অনার্য্যদিগের।

৬। হে ইন্দ্র! মনুষ্যের মধ্যে তোমার অভিষব অনেক। মনীষী তোমাকেই অত্যন্ত আহ্বান করিতেছে। অতএব আপনাকে আমাদের হইতে দূরে (স্থাপন) করিও না।

৭। হে শূর! তোমারই জন্য এই সকল সোমাভিষব। তোমারই জন্য বর্দ্ধনকর স্তোত্র করিতেছি। তুমিই সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যগণের আহ্বান-যোগ্য।

৮। হে দর্শনীয়! তুমি স্তূয়মান হইলে তোমার মহিমা কে না তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হয়? কে না তোমার ধন প্রাপ্ত হয়?।

৯। যে সকল প্রাচীন ঋষি ছিলেন ও যে সকল নূতন ঋষি আছেন, সকলে তোমার স্তোত্র উৎপাদন করিতেছেন। আমাদের প্রতি তোমার সখ্য মঙ্গলকর হউক। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অন্নের ইচ্ছায় স্তোত্র সকল উদীরিত হইত। হে বসিষ্ঠ! তুমিও যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তোত্র কর। তিনি বলদ্বারা সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন আমি তাহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। তিনি আমার স্তুতি বাক্য শ্রবণ করুন।

২। যখন ওষধি সকল বর্দ্ধিত হয়, তখন দেবগণের প্রিয়শব্দ উদীরিত হয়। আরও লোকের মধ্যে কেহই আপনার আয়ু জানিতে পারে না আমাদিগকে সকল পাপ হইতে পার কর।

৩। আমি হরিদ্বয়ের দ্বারা ইন্দ্রের গোপ্রাপক রথ যোজিত করি ইন্দ্র স্তুতি সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে সকলে উপাসনা করিতেছে। তিনি স্বমহিমায় দ্যাবাপৃথিবী বাধিত করিয়াছেন। ইন্দ্র শত্রুদ্বন্দসমূহ বিনাশ করিয়াছেন।

৪। হে ইন্দ্র! অপ্রসূত গাভীর ন্যায় জল বর্দ্ধিত হউক। তোমার স্তোতৃগণ জল ব্যাপ্ত করুক। বায়ু যেমন নিযুৎগণের নিকট আগমন

করে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট আগমন কর। তুমি কর্ম্মদ্বারা অন্ন প্রদান কর।

৫। হে ইন্দ্র! মদকর সোম সকল তোমায় মত্ত করুক। স্তোতাকে বলবান্ বহুধন পুত্র (দান কর)। হে শূর! দেবগণের মধ্যে তুমিই একাকী মনুষ্যগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। এই যজ্ঞে প্রমত্ত হও।

৬। বসিষ্ঠগণ অর্চ্চনীয় স্তোত্রদ্বারা এই প্রকারেই বজ্রবাহু অভীষ্ট-বর্ষী ইন্দ্রের পূজা করে। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগকে বীরবিশিষ্ট ও গোবিশিষ্ট ধন দান করুন, তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার সদনের জন্য স্থান করা হইয়াছে। হে পুরু-হূত! মরুৎগণের সহিত তথায় আগমন কর। তুমি যেরূপ আমাদের রক্ষিতা হইয়াছ, যেরূপ আমাদের বৃদ্ধির জন্য হইয়াছ, সেইরূপ ধন দান কর। আমাদের সোমদ্বারা মত্ত হও।

২। হে ইন্দ্র! তুমি দুই স্থানে পূজ্য। আমরা তোমার মন গ্রহণ করি-য়াছি। সোম অভিষব করিয়াছি, মধু পরিষেক করিয়াছি, মধ্যম স্বরে উচ্চার্য্যমান সুসমাপ্ত এই স্তুতি বারংবার ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া উচ্চারিত হইতেছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই যজ্ঞে সোমপানের জন্য স্বর্গ হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর। আরও অশ্বগণ আনন্দের নিমিত্ত আমার অভিমুখে ইন্দ্রকে স্তোত্রাভিমুখে বহন করুক।

৪। হে হর্য্যশ্ব, শোভন হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বপ্রকার রক্ষারসহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধ মরুৎগণের সহিত শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ আমাদিগকে অভীষ্টবর্ষী বলবানপুত্র প্রদান করতঃ স্তোত্র সেবা করিতে২ আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। রথের অশ্বের ন্যায় এই বলকারক স্তোম মহান্, ওজস্বী, বিশ্বগ্রাহক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! স্তোতা তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করে, তুমি আমাদিগকে আকাশের স্বর্গের ন্যায় শ্রীমান্ পুত্র প্রদান কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমার মহান্ অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান্ ও মনুষ্যের হিতকর। যখন তোমার সেনাগণ সকলেই সমান, এই অভিমান করতঃ যুদ্ধ করে, তখন তোমার হস্তস্থিত বজ্র আমাদের রক্ষার্থ পতিত হউক। তোমার সর্ব্বতোগামী মন যেন বিচলিত না হয়।

২। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে যে মর্ত্ত্যগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া আমাদিগকে অভিভব করে, সেই শত্রুগণকে বিনাশ কর। যাহারা আমাদের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের কথা দূর করিয়া দেও। আমাদের জন্য ধনসমূহ আহরণ কর।

৩। হে উষ্ণীষবান্ ইন্দ্র! আমি সুদাস, তোমার শতসংখ্যক রক্ষা আমার হউক, তোমার সহস্র অভিলাষ ও ধন আমার হউক, হিংসকের হিংসাসাধন আয়ুধ বিনাশ কর। আমাদের উদ্দেশে দীপ্ত অন্ন ও রত্ন দান কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার সদৃশ লোকের কর্ম্মে (নিযুক্ত), তোমার সদৃশ রক্ষক ব্যক্তির দানে (নিযুক্ত)। হে বলবান্ ওজস্বিন্ ইন্দ্র! সমস্ত দিনই আমাদের স্থান কর। হে হরিবান্! আমাদের হিংসা করিও না।

৫। আমরা হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের জন্য সুখকর স্তোত্র করিয়া ইন্দ্রের নিকট দেবপ্রেরিত বল যাচ্ঞা করতঃ দুর্গ সকল উত্তীর্ণ হইয়া বল লাভ করিব। হে শূর! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে শত্রুবধে সমর্থ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে আমাদিগকে বরণীয় ধনে পূর্ণ কর। আমরা তোমরা মহানু অনুগ্রহ লাভ করিব। আমরা হবিষ্মান্, আমাদিগকে বীরপুত্রবিশিষ্ট অন্ন দান কর। তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে সোম ধনবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষুত নহে, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। অভিষুত হইলেও স্তোত্রহীন সোম তৃপ্তিকর হয় না। আমাদের যে উক্থ ইন্দ্রকে সেবা করে, রাজা যাহাকে শ্রবণ করে, সেই নূতন উক্থ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে পাঠ করি।

২। প্রতি উক্থ স্তুতিপাঠ কালেই সোম ধনবান্ ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে। প্রতি স্তোত্র পাঠকালেই অভিষুত সোম তাহাকে তৃপ্ত করে। অতএব পরস্পর মিলিত ও সমান উৎসাহবিশিষ্ট (ঋত্বিক্‌গণ) পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে।

৩। স্তোত্রকারিগণ সোম অভিষুত হইলে যে সকল কর্ম্মের কথা বলে, ইন্দ্র পূর্ব্বকালে সেই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অন্য কর্ম্মও করিতেছেন। সমবৃত্তি, সহায়রহিত ইন্দ্র, পতি যেরূপ পত্নীকে শোধন করেন, সেইরূপ সমস্ত শত্রুনগরী শোধন করিয়াছিলেন।

৪। ইন্দ্রের পরস্পর সংশ্লিষ্ট বহুতর রক্ষা আছে। (ঋষিগণ) তাহাকে (এইরূপ) বলিয়াছেন। আরও ইন্দ্র পূজনীয় ধনের দাতা ও আপদ উদ্ধর্ত্তা বলিয়া শুনিতে পাই। (তাঁহার প্রসাদে) প্রীতিকর কল্যাণ সকল আমাদিগকে সেবা করুক।

৫। বসিষ্ঠ রক্ষার্থ ও প্রজাগণের অভীষ্টবর্ষণার্থ ইন্দ্রকে সোমাভিষবে এইরূপে স্তব করিতেছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যখন যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সকল প্রযুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রকে লোকে যুদ্ধে আহ্বান করে। তুমি ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের ধনপ্রদ ও বলাভিলাষী হইয়া গোপূর্ণ গোষ্ঠে আমাদিগকে লইয়া যাও।

২। হে পুরুহুত ইন্দ্র! তোমার যে বল আছে তাহা স্তোতাদিগকে প্রদান কর। হে মঘবন্! যেহেতু দৃঢ় পুরসমূহ (ভেদ করিয়াছ) অতএব প্রজ্ঞা প্রকাশ করতঃ লুক্কায়িত ধন প্রকাশ করিয়া দেও।

৩। ইন্দ্র জঙ্গম জগতের ও মনুষ্যগণের রাজা। পৃথিবীতে নানা প্রকারের যে ধন আছে (তাহারও রাজা)। তিনি হব্যদায়ীকে ধন প্রদান করেন। সেই ইন্দ্র আমাদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের অভিমুখে ধন প্রেরণ করুন।

৪। ধনবান্ ও দানশীল ইন্দ্রকে আমরা (মরুৎগণের) সহিত আহ্বান করায়, আমাদের রক্ষার্থে তিনি শীঘ্রই অন্ন প্রেরণ করুন। এই ইন্দ্রই সখাগণকে যে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোব্যাপী দান করেন, তাহা মনুষ্যগণের উদ্দেশে মনোহর ধন দোহন করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র আমাদিগকে ধন দান কর। আমরা পূজনীয় স্তুতির উদ্দেশে তোমার মন আবর্ত্তিত করিব। তোমরা গো, অশ্ব ও রথবিশিষ্ট ও ধনবান্, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অবগত হইয়া আমাদের স্তোত্রে আগমন কর। তোমার অশ্বগণ আমাদের অভিমুখে যোজিত হউক। হে সকলের প্রীতি-প্রদ ইন্দ্র! সমস্ত মনুষ্যই যদিও তোমাকে পৃথক পৃথক আহ্বান করে, তথাপি তুমি আমাদের আহ্বানই শ্রবণ কর।

২। হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন তুমি ঋষিগণের স্তোত্র রক্ষা কর, তখন তোমার মহিমা স্তোতাকে ব্যাপ্ত করুক। হে ওজস্বিন্ ইন্দ্র! যখন হস্তে বজ্র ধারণ কর, তখন কর্ম্মদ্বারা ভয়ঙ্কর হইয়া শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হও।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার উপদেশানুসারে যে সকল লোক বারম্বার স্তব করে, তাহাদিগকে দ্যুলোক ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি মহাবল ও মহাধনের জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব যে তোমার উদ্দেশে যাগ করে, সে যজ্ঞবিরতদিগকে হিংসা করিতে সমর্থ হয়।

৪। হে ইন্দ্র! শত্রুভূত মনুষ্যগণ আগমন করিতেছে। এই সকল দিনে আমাদিগকে দান কর। আরও পাপহারী প্রজ্ঞাবান বরুণ আমাদিগের সম্বন্ধে যে পাপ দেখিতে পান, তাহা দুই প্রকারে বিমোচন কর।

৫। যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে এই সোম অভিষুত হইয়াছে। হে হরিবান ইন্দ্র! উহার সেবার্থ সত্বর আগমন কর। সম্যক অভিষুত চারু সোম পান কর। হে মঘবন্! আমরা যাচ্ঞা করিতেছি, আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে ব্রহ্মাণবীর ইন্দ্র! স্তোত্রকার্য্য সেবা করতঃ অশ্বযানে শীঘ্র আমাদের অভিমুখে আগমন কর। এই যজ্ঞেই সম্যকরূপে হৃষ্ট হও। আমাদিগের এই স্তোত্র সকল শ্রবণ কর।

৩। হে ইন্দ্র! সূক্তদ্বারা তোমার যে অলঙ্কৃতি কিরূপে সম্পাদন করিব? আমরা কখন তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব? তোমাকে কামনা করিয়াই সমস্ত স্তুতি করিতেছি, অতএব হে ইন্দ্র! আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর।

৪। হে মঘবন্! যে সকল ঋষির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছ, সেই পূর্ব্ব ঋষিগণ পুরুষগণের হিতকারী ছিলেন। অতএব আমি তোমায় বারম্বার আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি পিতার ন্যায় আমাদের বন্ধু।

৫। যে ইন্দ্র আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্র কার্য্য রক্ষা করেন, সেই ধনবান্ ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বলবান্, দ্যুতিমান ইন্দ্র! বলের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর। আমাদিগের ধনের বর্দ্ধয়িতা হও। হে সুবজ্র নৃপতি! মহাবলবান্ হও এবং শত্রুবিনাশক মহা পুরুষত্ব লাভ কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আহ্বানযোগ্য। মহা কোলাহল সময়ে শরীর (রক্ষার) জন্য এবং সূর্য্যকে পাইবার জন্য লোকে তোমাকে আহ্বান করে। সমস্ত লোকের মধ্যে তুমিই সেনার্হ। তুমি সুহন্তু (নামক বজ্রদ্বারা) শত্রুগণকে আমাদের বশীভূত কর।

৩। হে ইন্দ্র! যখন দিন সকল সুদিন হইয়া প্রভাত হয়; যখন যুদ্ধে সমীপবর্ত্তী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান কর; তখন হোতা, অগ্নি আমাদিগকে উত্তম ধন দিবার জন্য দেবগণকে আহ্বান করতঃ এই যজ্ঞে উপবেশন করেন।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার; যাহারা তোমাকে পূজনীয় হব্য দান করতঃ স্তুতি করে, তাহারাও তোমার। সেই স্তোতাগণকে শ্রেষ্ঠ গৃহ দান কর। আরও তাহারা সুসমৃদ্ধ হইয়া জরা প্রাপ্ত হউক।

৫। যে ইন্দ্র! আমাদিগকে সমারাধনীয় মহাধন দান করিয়াছেন ও যিনি স্তুতিকারীর স্তোত্রকার্য্য রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্রকে স্তুতি করিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।

২। শোভন দানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্তস্তোত্র পাঠ করে, তোমরা সেইরূপ কর, আমরাও করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের অন্নকাম হও, হে শতক্রতো! তুমি আমাদের গোকাম হও, হে বাসপ্রদ! তুমি হিরণ্যপ্রদ হও।

৪। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! আমরা তোমার কামনা করিয়া বিশেষ-রূপে স্তুতি করিতেছি। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদের স্তুতি অবধারণ কর।

৫। হে আর্য্য ইন্দ্র! যে পরুষ বাক্য বলে, যে নিন্দা করে, যে দান করে না, আমাদিগকে তাহার বশীভূত করিও না। আমার স্তোত্র তোমাতেই গমন করুক।

৬। হে বৃত্রহন্! তুমি আমাদের বর্ম্ম; তুমি সর্ব্বতঃ প্রথিত সম্মুখ যুদ্ধকারী। তোমাকে সহায় পাইয়া শত্রুদিগকে হনন করিব।

৭। অন্নবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবী যে ইন্দ্রের বল স্বীকার করেন, সেই তুমি ইন্দ্র মহান্ হইয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার সহগামিনী তেজোযুক্তা ও স্তোতাবিশিষ্টা স্তুতি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুক।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গসমীপে স্থিত ও দর্শনীয়। আমাদের সোম সকল তোমার উদ্দেশে উন্মুখ হইয়া আছে। প্রজা সকল তোমাকে নমস্কার করিতেছে।

১০। তোমরা মহাধন বর্দ্ধয়িতা, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে (সোম) প্রণয়ন কর। প্রকৃষ্টমতির উদ্দেশে প্রকৃষ্টস্তুতি কর। প্রজাগণের কামপূরক, যাহারা হব্যদ্বারা তোমায় পূর্ণ করে, তাহাদের অভিমুখে আগমন কর।

১১। যে ইন্দ্র প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও মহান্, তাঁহার উদ্দেশে মেধাবীগণ স্তুতি ও হব্য উৎপাদন করিতেছেন। প্রাজ্ঞলোকে তাঁহার ব্রত হিংসা করিতে পারে না।

১২। সর্ব্বপ্রকারে (জগতের) ঈশ্বর, অপ্রতিহত ক্রোধ ইন্দ্রের স্তুতি সকল শত্রুদিগের অভিভবার্থ ধৃত হয়। অতএব ইন্দ্রের স্তুত্যর্থ বন্ধুগণকে উৎসাহিত কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! এই যজমানগণও যেন আমা হইতে দূরে তোমার সহিত আমোদ না করে। তুমি দূরে থাকিলেও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। এই স্থানে আসিয়া শ্রবণ কর।

২। যেমন মধুতে মধুমক্ষিকা উপবেশন করে, সেইরূপ স্তোত্রকারীগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত হইলে উপবেশন করে। রথে যেমন পদক্ষেপ করে, ধনকাম স্তোতাগণ সেইরূপ ইন্দ্রে স্তুতি সমর্পণ করে।

৩। পুত্র যেরূপ পিতাকে আহ্বান করে, আমি ধনাভিলাষী হইয়া সুন্দর দানবিশিষ্ট ইন্দ্রকে সেইরূপ আহ্বান করি।

৪। এই সকল দধিমিশ্রিত সোম ইন্দ্রের জন্য অভিষুত হইয়াছে, হে বজ্রহস্ত! আনন্দের জন্য সেই সোম পান করণার্থ অশ্বের সহিত যজ্ঞসদনাভিমুখে আগমন কর।

৫। শ্রবণশীল কর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি বাক্য শ্রবণ করুন, যেন নিষ্ফল না করেন। যে ইন্দ্র সদ্যই সহস্র ও শত দান করেন, দানাভিলাষী সেই ইন্দ্রকে যেন কেহ বারণ না করে।

৬। হে বৃত্রহা! যে তোমার জন্য গভীর সোম অভিষব করে ও (তোমার) অনুগমন করে, সে বীর; কেহ তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে না। সে পরিচারকগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়।

৭। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি হবিষ্মানগণের বর্ম্মস্বরূপ হও। তুমি উৎসাহশীল শত্রুগণকে বিনাশ কর। তুমি যে শত্রুকে বিনাশ করিয়াছ, তাহার ধন আমরা বিভাগ করিয়া লই। তোমাকে কেহ নাশ করিতে পারে না। তুমি আমাদের জন্য ধন আহরণ কর।

৮। বজ্রযুক্ত সোমপাতা ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমাভিষব কর। ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য পক্তব্য পাক কর ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। ইন্দ্র সুখ প্রদান করতঃ হব্য পূর্ণ করেন।

৯। সোমবিশিষ্ট (যজ্ঞ) হিংসা করিও না। উৎসাহবান হও, মহান্ ও শত্রুবিনাশক ইন্দ্রের উদ্দেশে ধন লাভার্থ কর্ম্ম কর। ত্বরাবান ব্যক্তিই জয় করে, নিবাস করে ও পুষ্ট হয়। কুৎসিতক্রিয়াকারীর দেবতা নাই।

১০। সুদানশীল ব্যক্তির রথ কেহ দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে না এবং কেহ রোধ করিতে পারে না। ইন্দ্র যাহার রক্ষক, মরুৎগণ যাহার রক্ষক, সে গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি যে মর্ত্ত্যের রক্ষক হইবে, সে তোমাকে বলবান্ করতঃ অন্ন প্রাপ্ত হইবে। হে শূর! আমাদের রথের রক্ষক হও, আমাদের পুত্রাদিরও রক্ষক হও।

১২। যে হরিবান্ ইন্দ্র সোমযুক্ত ব্যক্তিকে বল প্রদান করেন এবং শত্রুরা যাহাকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের ভাগ জয়শীল ব্যক্তির ভাগের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

১৩। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকেই অনল্প, সুবিহিত, শোভনস্তোত্র অর্পণ করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, বহু প্রকার বন্ধনাদি তাহার নিকট যাইতে পারে না।

১৪। তুমি যাহাকে ব্যাপ্ত কর, কোন্ মনুষ্য তাহাকে ধর্ষণা করিতে পারে? হে মঘবান্! তোমার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে হবিষ্মান্ হয়, সে দ্যুলোকে ও দিবসে ধন লাভ করে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি মঘবান্, যাহারা তোমার প্রিয় ধন প্রদান করে, তাহাদিগকে সংগ্রামে প্রেরণ কর। হে হর্য্যশ্ব! তোমার উপদেশমত স্তোতৃগণের সহিত সমস্ত দুরিত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

১৬। হে ইন্দ্র! অধম ধন তোমারই। তুমি মধ্যম ধন পোষণ কর। তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধনের কর্ত্তা (একথা) সত্য। গো বিষয়ে কেহই তোমাকে বারণ করিতে পারে না।

১৭। তুমি সকলের ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যে যুদ্ধ সকল হয় ইহাতেও (ধনদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) হে পুরুহূত! এই সমস্ত পার্থিব লোক রক্ষাভিলাষে (তোমার নিকট) অন্ন ভিক্ষা করে।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমি যত ধনের ঈশ্বর, আমি যেন তত ধনের ঈশ্বর হই। হে ধনদ! আমি স্তোতাকে প্রতিপালন করিব। পাপস্থের জন্য ধন দান করিব না।

১৯। যে কোন স্থানে বিদ্যমান পূজাকারী লোকের উদ্দেশে প্রত্যহ ধন দান করিব। হে ইন্দ্র! তুমি ভিন্ন আমাদের বন্ধু প্রশস্য পিতা নাই।

২০। ত্বরাবান্ ব্যক্তিই মহৎ কর্ম্মের বলে অন্ন ভজনা করে। ত্বষ্টা যেমন উত্তম কাষ্ঠবিশিষ্ট নেমিকে নমিত করেন, সেইরূপ স্তুতিদ্বারা পুরু-হূত ইন্দ্রকে নমিত করিব।

২১। মর্ত্ত্য মন্দ স্তুতিদ্বারা ধনলাভ করিতে পারে না। ধন হিংসা-কারীর নিকট যায় না। হে মঘবান্! দ্যুলোকে ও দিবসে মৎসদৃশ লোকের প্রতি তোমার যাহা দাতব্য আছে, তাহা সুকর্ম্মা ব্যক্তিই লাভ করে।

২২। হে শূর! তুমি এই জগতের (অর্থাৎ জঙ্গম পদার্থের) ঈশ্বর, স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর ও সর্ব্বদর্শী, অথবা অশুদ্ধ ধেনুর ন্যায় তোমার স্তুতি করিতেছি।

২৩। হে মঘবন্! তোমার মত কেহ স্বর্গে বা পৃথিবীতে জন্মে নাই ও জন্মিবে না। আমরা অশ্ব, অন্ন ও গাভী অভিলাষী, তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

২৪। হে ইন্দ্র! তুমি জ্যেষ্ঠ ও আমি কনিষ্ঠ হইয়াছি। আমার জন্য সেই ধন আহরণ কর, তুমি চিরকাল হইতে বহুধনবান্ এবং প্রত্যেক যুদ্ধে হব্য লাভ যোগ্য।

২৫। হে মঘবান্! শত্রুদিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ প্রেরণ কর। আমাদের ধন সুলভ কর। সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক হও। আমরা সখা। আমাদের বর্দ্ধয়িতা হও।

২৬। হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধন দান কর, হে পুরুহুত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

২৭। হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাদ্য, অমঙ্গলময় (শত্রু) যেন অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আক্রমন না করে। হে শূর! আমরা তোমার নিকট নম্র হইয়া অনেক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইব।

---

৩৩ সূক্ত।

প্রথম ৯ ঋকে বসিষ্ঠ ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা। পরবর্ত্তী ঋকের বসিষ্ঠপুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা।

১। শ্বেতবর্ণ কর্ম্মপূরক দক্ষিণ ভাগে চূড়াধারীগণ(১) আমাকে হর্ষিত করিতেছেন। আমি বর্হিঃ হইতে উঠিবার সময়ে লোক সকলকে বলি, যে বসিষ্ঠগণ আমার নিকট হইতে যেন দূরে না যান।

(১) বসিষ্ঠপুত্রগণ মস্তকের দক্ষিণ ভাগে চূড়া ধারণ করিত।

২। বসিষ্ঠপুত্রগণ চমসস্থিত সোমপায়ী উগ্র ইন্দ্রকে দূর হইতে (পাশদ্যুম্নকে) তিরস্কার করতঃ সোমদ্বারা আনয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্নকে (অতিক্রম করিয়া) সোমাভিষবপ্রবৃত্ত বসিষ্ঠগণকে বরণ করিয়াছিলেন(২)।

৩। এইরূপেই ইঁহারা সুখে নদীপার হইয়াছিলেন। এইরূপেই ইঁহারা ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। হে বাসিষ্ঠগণ! এইরূপেই দশজন রাজার সহিত যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাসরাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৪। হে মনুষ্যগণ! তোমাদের স্তোত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। আমি রথের অক্ষ ক্ষয় করিয়াছি। তোমরা ক্ষীণ হওনা। হে বসিষ্ঠগণ! তোমরা শক্করী ঋক্ ও শ্রেষ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রের বল সম্পাদন করিয়াছিলে।

৫। জাততৃষ্ণ, রাজগণকর্ত্তৃক পরিবৃত বৃষ্টিপ্রার্থী বাসিষ্ঠগণ দশরাজার সহিত সংগ্রামে আদিত্যের ন্যায় ইন্দ্রকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্তুতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং রাজগণের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রদান করিয়াছিলেন।

৬। গোপ্রেরক দণ্ডের ন্যায় ভরতগণ (শত্রুগণে) পরিচ্ছিন্ন ও অল্প সংখ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাহাদিগেরই পুরোহিত হইলেন এবং তৃৎসুদিগের প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

৭। তিন জনই(৩) ভুবনে জল করেন। তাহাদিগেরই জ্যোতিঃ প্রমুখ আর্য্য তিন প্রজা আছে। দীপ্তিমান্ তিন জনই ঊষাকে বয়ন করেন। বসিষ্ঠগণ তাঁহাদের সকলকেই জানেন।

৮। হে বাসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তোমাদের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য।

---

(২) পূর্ব্ব কালে যখন বসিষ্ঠপুত্রগণ সুদাসরাজার যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোম পান করিতে ছিলেন, সেই সময়ে বসিষ্ঠগণ মন্ত্রবলে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য। সায়ণ।

৯। সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের জ্ঞানদ্বারা তিরোহিত সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন। তাঁহারা যমকর্তৃক বিস্তৃত বস্ত্র বয়ন করতঃ অপ্সরগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন(৪)।

১০। হে বসিষ্ঠ! বিদ্যুতের ন্যায় স্বীয়জ্যোতিঃ পরিত্যাগ কালে মিত্র ও বরুণ তোমায় দেখিয়াছিলেন। তখন তোমার এক জন্ম হয়। আরও যখন অগস্ত্য বাসস্থান হইতে তোমায় আহরণ করিয়াছিলেন।

---

(৪) ৯ হইতে ১৩ ঋকে বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটি বৈদিক আখ্যানের উল্লেখ আছে। বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র; বসিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ কি?।

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বসুতম, অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, অর্থাৎ সূর্য্য। মিত্র ও বরুণ অর্থে দিবা ও রাত্রি, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। অতএব বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণের পুত্র এবং উর্ব্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ।

পরে বসিষ্ঠনামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন, অতএব ঋগ্বেদের রচনার সময়েও বসিষ্ঠ অর্থে সেই ঋষিদিগের বুঝাইত, বসিষ্ঠের সূর্য্য অর্থ লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। (See Max Müller's *Selected Essays* (1881), vol. I, p. 406.)

এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষি মিত্র ও বরুণের সন্তান, অপ্সরা বা উর্ব্বশীর সন্তান, অথবা উর্ব্বশীর প্রণয়ী এইরূপ বৈদিক আখ্যান উৎপন্ন হইল। সেই উপাখ্যান শেষে যেরূপ কলেবর ধারণ করিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে।

তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীং।
রেতশ্চস্কন্দ তৎকুম্ভে ন্যপতদ্বাসতীবরে॥
তেনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।
অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সংবভূবতুঃ॥
বহুধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।
স্থলে বসিষ্ঠস্তু মুনিঃ সম্ভূত ঋষিসত্তমঃ॥
কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সংভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ।
উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যা মাত্রো মহাতপাঃ॥
মানেন সংমিতো যস্মাত্তস্মান্মান ইহোচ্যতে।
যদ্বা কুম্ভাদৃষির্জাতঃ কুম্ভেনাপি হিমীয়তে॥
কুম্ভ ইত্যভিধানং চ পরিমাণস্য লক্ষ্যতে।
ততোঽপ্সু গৃহ্যমাণাসু বসিষ্ঠঃ পুষ্করে স্থিতঃ॥
সর্ব্বতঃ পুষ্কর তং হি বিশ্বে দেবা অধারয়ন্॥

১১। আরও হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মণ! উর্ব্বশীর মনঃ হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃস্খলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দৈব্য স্তোত্রদ্বারা পুস্কর মধ্যে তোমায় ধারণ করিয়াছিলেন।

১২। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র দান বা সর্ব্বদানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। যমকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ বস্ত্র বয়ন করণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্ব্বশী হইতে জন্মিয়াছিলেন।

১৩। যজ্ঞে উৎপন্ন (মিত্র ও বরুণ) স্তুতিদ্বারা প্রার্থিত হইয়া কুম্ভ মধ্যে যুগপৎ রেতঃ সেক করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান(৫) প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়াছিলেন লোকে বলে।

১৪। হে প্রতৃদগণ(৬)! বসিষ্ঠ তোমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। তোমরা প্রসন্নমনে ইহার পূজা কর। ইনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া উকুথধারী, সামধারী ও প্রস্তরাভিষবনকারীকে ধারণ করেন এবং বক্তব্য বাচন করেন।

---

৩৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। দীপ্ত ও অভীষ্টপ্রদ স্তুতি বেগবান্, সুসংস্কৃত রথের ন্যায় আমাদের নিকট হইতে দেবগণের নিকট গমন করুন।

২। ক্ষরণশীল জল, স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎপত্তি অবগত আছেন, আর (স্তুতি) শ্রবণ করেন।

৩। বিস্তীর্ণ জল ও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সংজাত হইলে উগ্র শূরগণ উহাঁরই স্তুতি করেন।

৪। উহাঁর জন্য অশ্বগণকে রথাগ্রে যোজনা কর। ইন্দ্র বজ্রধারী ও সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট।

৫। যজ্ঞের অভিমুখে গমন কর। গন্তার ন্যায় আপনিই যজ্ঞ মার্গে গমন কর।

---

(৫) অগস্ত্য। সায়ণ।
(৬) অর্থাৎ তৃৎসুগণ।

৬। সংগ্রামে নিজেই গমন কর। লোকের জন্য প্রজ্ঞাপক পাপবারক যজ্ঞ বিধান কর।

৭। এই যজ্ঞের বল হইতে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। পৃথিবী যেমন ভূতগণের ভার বহন, করেন, সেইরূপ যজ্ঞভার বহন করিতেছেন।

৮। হে অগ্নি! অহিংসাদি নিয়মযুক্ত যজ্ঞদ্বারা মনোরথ পূর্ণ করতঃ দেবগণকে আহ্বান করিতেছি এবং তাহাদের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি।

৯। তোমরা (দেবগণের) উদ্দেশে দীপ্ত কর্ম্ম ধারণ কর। তোমরা দেবগণের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১০। উগ্র সহস্র চক্ষু বরুণ এই নদীগণের জল দর্শন করেন।

১১। বরুণ রাষ্ট্রের রাজা, নদীর রূপ, তাহার বল অবারিত ও সর্ব্বতোগামী

১২। (হে দেবগণ)! সকল প্রজার মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর, নিন্দা করণেচ্ছু শত্রুকে দীপ্তিরহিত কর।

১৩। অসুখজনক শত্রুদিগের আয়ুধ চারিদিকে অপগত হউক। হে দেবগণ! শরীরের পাপ আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক কর।

১৪। হব্যভোজী অগ্নি নমস্কার দ্বারা প্রিয়তম হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র করিতেছি।

১৫। দেবগণের সহচর অপাং নপাৎকে সখা কর। তিনি আমাদের মঙ্গলকর হউন।

১৬। মেঘের আহন্তা নদীর স্থানে জলে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা স্তুতি কর।

১৭। অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদিগকে হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন। যজ্ঞকারী ব্যক্তির যজ্ঞ যেন ক্ষীণ না হয়।

১৮। দেবগণ যেন আমাদের এই লোকগুলির জন্য অন্ন ধারণ করেন। ধনার্থ উৎসাহমান শত্রুগণ প্রগত হউক।

১৯। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট (রাজগণ) ইহাঁদিগের বলে সেইরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন।

২০। যখন দেবপত্নীগণ আমাদের অভিমুখে আগমন করেন, তখন উত্তম হস্তবিশিষ্ট ত্বষ্টা আমাদিগেকে বীরপুত্র প্রদান করুন।

২১। ত্বষ্টা যেন আমাদের স্তোত্র. সেবা করেন। পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি ত্বষ্টা আমাদের জন্য ধনকাম হউন।

২২। দানদক্ষা দেবপত্নীগণ আমাদিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা প্রদান করুন। দ্যাবাপৃথিবী ও বরুণানী শ্রবণ করুন। কল্যাণকর দান-বিশিষ্ট ত্বষ্টা উপদ্রব নিবারিণী দেবপত্নীগণের সহিত আমাদিগের সুশরণ-প্রদ হউন।

২৩। পর্ব্বতগণ আমাদের সেই ধন পালন করুন। জল সকল আমা-দের সেই ধন পালন করুন। দানদক্ষা (দেব পত্নীগণ) তাহা পালন করুন। ওষধিগণ ও দ্যুলোক পালন করুন। বনস্পতিগণের সহিত অন্তরীক্ষ তাহা পালন করুন। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২৪। আমরা ধারণীয় ধনের আধার হইব, বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী তাহার অনুমোদন করুন। দীপ্তির আধার ইন্দ্র, সখা বরুণ তাহার অনু-মোদন করুন। যাঁহারা পরাজয় করেন, সেই মরুৎগণও অনুমোদন করুন।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি, আপ, ওষধি ও বৃক্ষগণ আমাদিগের জন্য এই স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের সমীপে থাকিয়া আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৫ সূক্ত(১)।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! রক্ষাদ্বারা আমাদিগের শান্তিপ্রদ হও। হে ইন্দ্র ও বরুণ! (যজমান) হব্য প্রদান করিয়াছে, তোমরা আমাদের শান্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র ও সোম আমাদিগের শান্তি ও কল্যাণপ্রদ হউন। ইন্দ্র ও পূষা আমাদের শান্তি ও সুখপ্রদ হউন।

২। ভগ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নরাশংস আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পুরন্ধি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধন সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। উত্তম যমযুক্ত সত্যের বচন আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বহুবার প্রাদুর্ভূত অর্য্যমা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৩। ধাতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধর্ত্তা বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ধিবর্ত্তগমনা (পৃথিবী) অন্নের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন মহতী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদা হউন। পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবগণের উৎকৃষ্ট স্তুতি সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৪। জ্যোতির্ম্মুখ অগ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। মিত্র ও বরুণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বিদ্বয় আমাদিগের শান্তিপ্রদ হউন। পুণ্যকারীদিগের পুণ্যকর্ম্ম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গমনশীল বায়ুও আমাদের শান্তির জন্য বহিতে থাকুন।

৫। প্রথম আহ্বানে দ্যাবাপৃথিবী আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ দর্শনার্থ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধি সকল ও বৃক্ষ সকল আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৬। দেব ইন্দ্র বসুগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভনস্তুতিযুক্ত বরুণ আদিত্যগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। রুদ্রদেব

(১) এই সূক্তে যে কেবল দেবগণের উল্লেখ আছে এমন নহে, গো, অশ্ব, ওষধি, পর্ব্বত, নদী বৃক্ষ প্রভৃতি আবশ্যকীয় বা বিস্ময়কর বা উপকারী দ্রব্য সমুদয়েরও অর্চ্চনা আছে।

রুদ্রগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ত্বষ্টা দেবপত্নীগণের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন।

৭। সোম আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। প্রস্তরগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যূপগণের পরিমাণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ওষধিগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বেদিও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

৮। বিস্তীর্ণতেজা সূর্য্য আমাদের শান্তির জন্য উদিত হউন। চারিটী মহাদিক আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্থির পর্ব্বতগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। নদীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। জলও আমাদের শান্তির জন্য হউন।

৯। অদিতি কর্ম্মদ্বারা আমদের শান্তিপ্রদ হউন। শোভন স্তুতিযুক্ত মরুৎগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বিষ্ণু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পূষা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অন্তরীক্ষ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। বায়ু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১০। সবিতাদেব রক্ষা করতঃ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। তমোনিবারিণী ঊষাগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। পর্জ্জন্য আমাদের প্রজাগণের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। ক্ষেত্রপতি শম্ভু আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১১। দ্যুতিমান বিশ্বদেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সরস্বতী কর্ম্মের সহিত আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। যজ্ঞসেবীগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দানদক্ষগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোকভব সকলে আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১২। সত্যপালক দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অশ্বগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। গোসকল আমাদের সুখপ্রদ হউন। সুকর্ম্মকারী সুহস্তযুক্ত ঋভুগণ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। স্তোত্র হইলে আমাদের পিতৃগণও আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১৩। অজ এক পাদ দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। অহির্বুধ্ন দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। সমুদ্র আমদের শান্তিপ্রদ হউন।

উপদ্রব-পারয়িতা অপাং নপাৎ আমাদের শান্তিপ্রদ হউন। দেবপালিকা পৃশ্নি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।

১৪। আমি এই নূতন স্তোত্র করিতেছি, হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বাযুগণ! ইহাকে সেবা কর। দ্যুলোকভব পার্থিব ও পৃশ্নিজাত এবং যে কেহ যজ্ঞীয় আছ, সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৫। যজ্ঞার্হ দেবগণের ও যজনীয় মনুর, যজনীয় মরণরহিত সত্যজ্ঞ যে (দেবগণ) আছেন, তাঁহারা অদ্য আমাদিগকে বহুকীর্ত্তিমান পুত্র প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

৩৬ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যজ্ঞের সদন হইতে স্তোত্র প্রকৃষ্টরূপে গমন করুক। সূর্য্য কিরণসমূহদ্বারা বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী সানুসমূহ বিস্তীর্ণ করিয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীর বিস্তৃত অবয়বের উপর জ্বলিতেছেন।

২। হে অসুর মিত্র ও বরুণ! তোমাদের উদ্দেশে অন্নের ন্যায় নূতন স্তুতি করিতেছি। তোমাদের মধ্যে অন্যতর প্রভু বরুণ, স্থানের জনয়িতা। মিত্র স্তূয়মাণ হইয়া প্রাণিজাতকে প্রবর্ত্তিত করে।

৩। গমনশীল বায়ুর গতি চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ক্ষীরদায়ী ধেনু সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহান ও দ্যোতমান আদিত্যের স্থানে উৎপন্ন বর্ষণশীল পর্জ্জন্য সেই অন্তরীক্ষে ক্রন্দন করিতেছেন।

৪। হে শূর ইন্দ্র! তোমার প্রিয় সুন্দরগতিবিশিষ্ট ও ধারক এই অশ্বদ্বয় লোকে স্তুতিদ্বারা রথে যোজিত করে। অর্য্যমা হিংসাকরণেচ্ছু কোপ বিনষ্ট করেন, সেই শোভন কর্ম্মবিশিষ্ট অর্য্যমাকে আবর্ত্তিত করি।

৫। যজ্ঞপরায়ণগণ অন্নবিশিষ্ট হইয়া ও যজ্ঞস্থানে অবস্থান করতঃ তাঁহার সখ্য কামনা করিতেছেন। নেতাগণকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া রুদ্র অন্ন দান করিতেছেন। আমি রুদ্রের প্রিয় নমস্কার করিতেছি।

৬। যে নদীগণের মধ্যে সিন্ধুমাতা ও সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া(১), সেই কামদুঘা সুধারা নদীগণ প্রবাহিত হইতেছে। স্বীয় জলে বর্দ্ধমান ও অন্ন-বিশিষ্ট ও কাময়মান নদীসকল যুগপৎ আগমন করুন।

(১) ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ পাইয়াছি। ঋগ্বেদে কোন্ সাতটী নদীকে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ করিত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর, এখানে সিন্ধুকে তাহাদিগের মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তমস্থানীয়া বলা হইয়াছে। অতএব বোধ হয় সিন্ধু ও তাহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সাতটীকে সপ্তনদী বলিত।

৭। হৃষ্ট ও বেগবান্ মরুৎগণ আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ও আমাদের পুত্র রক্ষা করুন। ব্যাপ্ত ও বিচরণশীল (বাগ্‌দেবতা) আমাদের ত্যাগ করিয়া যেন অন্যকে না দেখেন। মরুৎ ও বাক্ আমাদের ধন নিয়ত হইলেও উহাকে বর্দ্ধিত করুন।

৮। তোমরা শেষরহিতা মহতী ভূমিকে আহ্বান কর। যজ্ঞার্হ বীর পূষাকে আহ্বান কর। আমাদের কর্ম্মরক্ষক ভগকে আহ্বান কর। দান-দক্ষ পুরাণ (ঋভুগণের অন্যতম) বাজদেবকে যজ্ঞে আহ্বান কর।

৯। হে মরুৎগণ! আমাদিগের এই শ্লোক ত্বদভিমুখে গমন করুক। আশ্রয়দাতা গর্ভপালক বিষ্ণুর নিকট গমন করুক। (উহারা) স্তুতিকারীকে পুত্র ও অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে ঋভুক্ষা বাজগণ! বহনশীল ও প্রশংসাযোগ্য ও হিংসারহিত রথ তোমাদিগকে বহন করুক। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট ঋভুগণ! যজ্ঞে আনন্দার্থ ত্রিপৃষ্ঠ(১) মহান্ সোমরসদ্বারা (তোমাদের উদর) পূর্ণ কর।

২। হে স্বর্গদর্শী ঋভুক্ষাগণ! তোমরা হব্যবিশিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত হিংসারহিত রত্ন ধারণ কর। অনন্তর বলবান্ হইয়া যজ্ঞে পান কর ও অনুগ্রহদ্বারা বিশেষরূপে আমাদিগকে ধন দান কর।

৩। হে মঘবন্ ইন্দ্র! তুমি মহৎ ধন ও অল্প ধনের দানকালে ধন সেবা কর। তোমার উভয় বাহু ধনে পূর্ণ। তোমার বাক্য ধনলাভে প্রতিবন্ধকতা করে না।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অসাধারণ, কীর্ত্তিমান্, ঋভুক্ষা ও সাধু; তুমি অন্যের ন্যায় স্তোতার গৃহে আগমন কর, হে হরিবান্! অদ্য আমরা বসিষ্ঠ-গণ তোমার জন্য হব্য প্রদান করিয়া স্তোত্র করিতে থাকিব।

---

(১) ক্ষীর, দধি ও সক্তুমিশ্রিত। সায়ণ।

৫। হে হর্য্যশ্ব! তুমি যেহেতু আমাদের স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছ, অতএব তুমি হব্যদায়ী যজমানের দেয় ধনদ্বারা দাতা। হে ইন্দ্র! তুমি কবে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবে? অদ্য তোমার যোগ্য রক্ষাকার্য্যদ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইব।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, তুমি কবে আমাদিগের বাক্য অবগত হইবে? তুমি আমাদিগকে এক্ষণে নিবাস প্রদান করিতেছ। বলবান্ ও বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতি প্রযুক্ত যেন বীরপুত্রবিশিষ্ট ধন ও অন্ন আমাদের গৃহে বহন করিয়া আনেন।

৭। দ্যুতিমতি, নিঋতি যে ইন্দ্রকে অধিপতি করিবার জন্য ব্যাপ্ত করে, সুন্দর অন্নবিশিষ্ট বৎসর সকল যে ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করে, মর্ত্ত্য স্তোতাগণ যে ইন্দ্রকে আপনার বাটীতে লইয়া যায়, ত্রিলোকধারী সেই ইন্দ্র, অন্ন জীর্ণকারী বল প্রাপ্ত হইতেছেন।

৮। হে দেব সবিতা! (তোমার নিকট হইতে) প্রশংসাযোগ্য ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। পর্ব্বত(২) ধন দান করিলে ধন আমাদের নিকট আগমন করুক। সকলের পালক স্বর্গীয় ইন্দ্র সর্ব্বদা আমাদের সেবা করুন। হে দেবগণ! তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৩৮ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সবিতাদেব যে হিরণ্ময়ী প্রভা আশ্রয় করেন, সেই প্রভাকে উন্নত করিতেছেন। সবিতাদেব মনুষ্যের হবনীয়। বহুধনবিশিষ্ট সবিতা স্তোতাগণকে রমণীয় ধন দান করেন।

২। হে দেব সবিতা! উন্নত হও। হে হিরণ্যপাণি! বিস্তীর্ণ ও প্রথিত প্রভা প্রদান করতঃ এবং মনুষ্যগণের ভোগযোগ্য ধন, নেতাগণের

(২) অর্থাৎ ইন্দ্রসখা মেঘ বা পর্জ্জন্য।

উদ্দেশে প্রেরণ করতঃ যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, তুমি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।

৩। সবিতা দেবতা আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউন, সকল দেবগণ যে সবিতাকে স্তব করিতেছে, সকলের পূজার্হ সেই সবিতা আমাদিগের স্তোম ও অন্ন ধারণ করুন। সর্ব্বপ্রকার পালন কার্য্যদ্বারা স্তোতাগণকে পালন করুন।

৪। দেবি অদিতি, সবিতাদেবের অনুজ্ঞানুসারে স্তব করেন, শোভমান বরুনাদি দেবগণ সবিতার স্তব করেন, মিত্রাদি এবং সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমা তাঁহার স্তব করেন।

৫। দানদক্ষ ভজনাশীল যজমান পরস্পর মিলিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকের মিত্রভূত সবিতার পরিচর্য্যা করেন। অহিবুধ্ন্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন, বাগ্দেবীও আমাদের অভিমুখে ধেনুগণদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

৬। প্রজাপালক সবিতা আমাদের প্রার্থনানুসারে তাহার সেই রমনীয় ধন (প্রাপ্ত) অনুমোদন করুন। ওজস্বী স্তোতা আমাদের রক্ষণার্থ ভগনামক দেবতাকে বারম্বার আহ্বান করিতেছে। অসমর্থ স্তোতা রত্ন যাচ্ঞা করিতেছেন।

৭। যজ্ঞকালে আমাদের স্তোত্র পরিমিত, পথবিশিষ্ট ও সুন্দর অন্নযুক্ত, বাজীনামক দেবগণ আমাদের সুখপ্রদ হউন। এই দেবগণ অদাতা হন্তা ও রাক্ষসগণকে হিংসা করতঃ পুরাতন রোগ সকলকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ করুন।

৮। হে বাজিগণ! তোমরা মেধাবী, মরণরহিত ও সত্যজ্ঞ হইয়া ধনের নিমিত্ত সকল যুদ্ধে আমাদিগকে পালন কর। এই সোম পান কর ও প্রমত্ত হও। পরে তৃপ্ত হইয়া দেবযান পথে গমন কর।

৩৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। অগ্নি উন্মুখ হইয়া স্তোতার সুস্তুতি সেবা করুন। সকলের জরা-প্রদাত্রী উষাদেবী অভিমুখী হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। আদরবিশিষ্ট (পত্নী ও যজমান) রথিদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞমার্গ সেবা করিতেছেন। আমাদের হোতা সংপ্রেষিত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন।

২। ইহাঁদিগের সুঅন্নযুক্ত বর্হিঃ পাওয়া যাইতেছে, ইদানীং প্রজা-পালক নিযুক্ত বায়ু ও পূষা প্রজাগণের মঙ্গলার্থ রাত্রি প্রত্যূষ হইবার পূর্ব্ব-কালীন আহ্বান (প্রাপ্ত হইয়া) অন্তরীক্ষে আগমন করেন।

৩। বসুনামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মরুৎগণের সেবা করেন। হে প্রভূত-গামী বসু ও মরুৎগণ! তোমার পথ আমাদের অভিমুখ কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহার আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। প্রসিদ্ধ যজ্ঞার্হ রক্ষাকারী বিশ্বদেবগণ যজ্ঞস্থানে আগমন করেন। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে অভিলাষবিশিষ্ট দেবগণের উদ্দেশে যাগ কর। ভগ, অশ্বিদ্বয় ও ইন্দ্রকে শীঘ্র পূজা কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোক হইতে স্তুতিযোগ্য মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অর্য্যমা, অদিতি ও বিষ্ণুকে আমাদের যজ্ঞে আহ্বান কর। পৃথিবী হইতেও আহ্বান কর, সরস্বতী ও মরুৎগণ হৃষ্ট হউন।

৬। আমরা যজ্ঞার্হ দেবগণের উদ্দেশে স্তুতির সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। অগ্নি আমাদের অভিলাষের প্রতিবন্ধক না হইয়া যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিতেছেন। হে দেবগণ! তোমরা অনুপেক্ষনীয় ও সর্ব্বদা সম্ভজনীয় ধন দান কর। অদ্য আমরা সহায়ভূত দেবগণের সহিত মিলিত হইব।

৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী বসিষ্ঠগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুত হইলেন। যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ

আমাদিগকে অর্চ্চনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দেবগণ! তোমাদের চিত্তদ্বারা সম্পাদনীয় সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক। আমরা বেগবান্ দেবগণের উদ্দেশে স্তোত্র করি। এক্ষণে সবিতা যে ধন প্রেরণ করেন, আমরা রত্নবিশিষ্ট সবিতার সেই ধন গ্রহণ করিব।

২। মিত্র, বরুণ ও দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে সেই ধন দান করুন। ইন্দ্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে দ্যুতিমান স্তোতাগণের সেবিত ধন প্রদান করুন। বায়ু ও ভগ যে ধন আমাদিগের প্রতি যোজনা করেন, দেবী অদিতি ধন (দান) আজ্ঞা করুন।

৩। হে পৃষদশ্ব মরুৎগণ! যে মর্ত্ত্যকে তোমরা রক্ষা কর, সেই ওজস্বী হউক, সেই বলবান্ হউক। অগ্নি ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণ যজমানকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এই যজমানের ধনের কেহ বিনাশক নাই।

৪। যজ্ঞের প্রাপয়িতা এই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা সকলের সামর্থবিশিষ্ট, ইহারা আমাদের যজ্ঞকর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। অপ্রতিরুদ্ধা, দ্যুতিমতী অদিতি শোভন আহ্বানবিশিষ্টা। তাঁহারা সকলে যাহাতে আমাদের বাধা না হয়, এই রূপে পাপ হইতে উদ্ধার করুন।

৫। অন্য দেবগণ যজ্ঞে হব্যদ্বারা প্রাপনীয়, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর শাখা-স্বরূপ। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা প্রদান করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গৃহে আগমন কর।

৬। সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেবপত্নীগণ যে ধন আমা-দিগকে দান করেন, হে দীপ্তিযুক্ত পূষা! এই দানে বাধা দিও না। সুখপ্রদ, গমনশীল দেবগণ আমাদিগকে পালন করুন। সর্ব্বত্রগামী বায়ু বৃষ্টির জল প্রদান করুন।

৭। অদ্য দ্যাবাপৃথিবী দেবগণের দ্বারা সর্ব্বোতোভাবে স্তুত হইলেন যজ্ঞবিশিষ্ট বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিও স্তুত হইলেন। আহ্লাদকর দেবগণ আমাদিগকে অর্চ্চনীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪১ সূক্ত।

প্রথম ঋক ইন্দ্রাদি দেবতা; দ্বিতীয় অবধি পাঁচটীর ভগ দেবতা; সপ্তমটীর ঊষা দেবতা। ইহার নাম ভগসূক্ত। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা প্রাতঃকালে অগ্নিকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে মিত্র ও বরুণকে আহ্বান করি, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়কে স্তব করি। প্রাতঃকালে ভগকে, পুষাকে ও ব্রহ্মণস্পতিকে স্তব করি, প্রাতঃকালে সোম ও রুদ্রকে স্তব করি।

২। যিনি জগতের ধর্ত্তা, জয়শীল উগ্র অদিতির পুত্র সেই ভগ-দেবতাকে প্রাতঃকালেই আহ্বান করিব। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ভগদেবকে স্তুতি করতঃ "আমায় ভজনীয় ধন দাও" বলিয়া যাচ্ঞা করে।

৩। হে ভগ! তুমি প্রকৃষ্ট নেতা, হে ভগ! তুমি সত্যধন। তুমি আমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করতঃ আমাদের স্তুতি সফল কর। হে ভগ! তুমি আমাদিগকে গো ও অশ্বদ্বারা প্রবৃদ্ধ কর। হে ভগ! আমরা নেতাগণদ্বারা মনুষ্যবান হইব।

৪। আরও আমরা যেন ইদানীং ভগবান হইতে পারি; দিবসের প্রারম্ভে ও মধ্যেও যেন ভগবান্ হইতে পারি। আরও হে মঘবন্! সূর্য্যের উদয়ে আমরা যেন ইন্দ্রাদির অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

৫। হে দেবগণ! ভগই ভগবান্ হউন। আমরা ভগের (অনুগ্রহেই) ভগবান্ হইব। হে ভগ! সকলেই তোমায় বারম্বার আহ্বান করেন। হে ভগ! তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৬। শুদ্ধস্থানের উদ্দেশে দধিক্রাবার ন্যায় উষাদেবতা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। বেগবান্ অশ্ব রথের ন্যায় উষাদেবতা ধনপ্রদ ভগদেবকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুন।

৭। সর্ব্বগুণে প্রবৃদ্ধ ভজনীয় উষাদেবতাগণ অশ্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও বীরবিশিষ্ট হইয়া জলসেক করতঃ সর্ব্বদা আমাদের নৈশ তমো নাশ করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪২ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। স্তোতা অঙ্গিরাগণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউন। পর্জ্জন্য আমাদের স্তোত্র বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন। প্রীতিদায়িনী নদীগণ জলসেচন করতঃ গমন করুন। আদরবিশিষ্টা পত্নী ও যজমান যজ্ঞের রূপ যোজনা করুন।

২। হে অগ্নি! তোমার চিরলব্ধ পথ সুগম হউক। যে হরিৎ ও রোহিৎগণ যজ্ঞগৃহে (তোমার ন্যায়) বীরকে বহন করতঃ শোভা পায়, তাহাদিগকে রথে যোজনা কর। আমি উপবিষ্ট হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে দেবগণ! নমস্কারযুক্ত এই স্তোতাগণ তোমাদের যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে পূজা করে। আমাদের সমীপস্থিত স্তুতিশীল হোতা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। হে যজমান! তুমি দেবগণকে সুন্দররূপে যজ্ঞ কর। হে বহুতেজস্বিন্! তুমি যজ্ঞার্থ ভূমিকে আবর্ত্তিত কর।

৪। সকলের অতিথি অগ্নি, যখন বীর ধনবানের গৃহে সুখে শায়িত দৃষ্ট হয়েন, যখন অগ্নি গৃহে সুনিহিত হইয়া প্রীত হয়েন, তখন তিনি নিকটগামী প্রজাকে বরণীয় ধন দান করেন।

৫। অগ্নি আমাদের এই যজ্ঞ সেবা কর। ইন্দ্র ও মরুৎগণের মধ্যে আমাদিগকে যশোযুক্ত কর। রাত্রি ও উষাকালে বর্হিতে উপবেশন কর। যজ্ঞাভিলাষী মিত্র ও বরুণকে এই যজ্ঞে পূজা কর।

৬। বসিষ্ঠ ধনাভিলাষী হইয়া এই প্রকারে বলেরপুত্র অগ্নিকে বহুরূপবিশিষ্ট ধনলাভার্থ স্তুতি করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদিগকে অন্ন, বল ও ধন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বৃক্ষের শাখার ন্যায় যে মেধাবীগণের স্তোত্র বিশেষরূপে চারিদিকে গমন করে, সেই দেবাভিলাষীগণ যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পাইবার জন্য বিশেষরূপে স্তব করিতেছে, দ্যাবাপৃথিবীকেও স্তব করিতেছে।

২। শীঘ্রগামী অশ্বের ন্যায় এই যজ্ঞে গমন করুন। তোমরা একমনে ঘৃতক্ষরণকারিণী (শ্রুক) উত্তোলন কর। অধ্বরের জন্য সাধুবর্হি বিস্তীর্ণ কর। হে অগ্নি! তোমার দেবাভিলাষী কিরণসমূহ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বাস করুন।

৩। বিশেষরূপে প্রতিপালনীয় পুত্রগণ মাতার ক্রোড়ে যেরূপ উপবেশন করে, সেইরূপ দেবগণ যজ্ঞের উন্নত প্রদেশে উপবেশন করুন। হে অগ্নি! জুহু তোমার যাগযোগ্য জ্বালা সম্যক্‌রূপে সিক্ত করুক। তুমি যুদ্ধে আমাদের শত্রুগণের (সহায়তা) করিও না।

৪। যজনীয় (দেবগণ) উদকের দোহন যোগ্য ধারা বর্ষণ করতঃ পর্য্যাপ্তভাবে আমাদের পরিচর্য্যা (স্বীকার) করুন। হে দেবগণ! অদ্য ধনের মধ্যে যে পূজনীয় ধন আছে, তাহা আগমন করুক, তোমরাও সকল একমন হইয়া আগমন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি এই প্রকারে প্রজাগণের মধ্যে আমাদিগকে ধন প্রদান কর; হে বলবান্! আমরা (তোমাকর্ত্তৃক) অপরিত্যক্ত হইয়া নিত্যযুক্ত ধনের সহিত মত্ত ও অহিংসিত হইব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৪ সূক্ত।

দধিক্রাখ্যা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রক্ষার্থ প্রথমে দধিক্রাকে আহ্বান করি। তদনন্তর অশ্বিদ্বয়, উষা সমিদ্ধ অগ্নি ও ভগকে আহ্বান করি। ইন্দ্র, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি, আদিত্যগণ, দ্যাবাপৃথিবী, জল' দেবতা ও সূর্য্যকে আহ্বান করি।

২। স্তোত্রদ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্ত্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপরী ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি।

৩। আমি দধিক্রাকে প্রবোধিত করতঃ অগ্নি, উষা, সূর্য্য ও ভুমির স্তব করি। আমি (শত্রু) বিনাশকারী বরুণের মহৎ পিঙ্গলবর্ণ অশ্বকে স্তব করি, সেই দেবগণ সমস্ত পাপ আমা হইতে পৃথক করুন।

৪। অশ্ব মুখ্য, শীঘ্রগামী, গমনশীল দধিক্রাবা সম্যকরূপে জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া উষা, সূর্য্য, আদিত্যগণ, বসুগণ, অঙ্গিরাগণের সহিত এক মত হইয়া রথের অগ্রে লগ্ন হন।

---

৪৫ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বশিষ্ঠ ঋষি।

১। রত্নবিশিষ্ট, অন্তরীক্ষের পূরক এবং অশ্বকর্তৃক উহ্যমান সবিতা-দেব মনুষ্যের হিতকর বহুধন হস্তে ধারণ করতঃ ভুতগণকে স্বস্থানে ধারণ ও স্বকার্য্যে প্রেরণ করতঃ আগমন করুন।

২। শিথিল এবং বৃহৎ হিরণ্ময় বাহুদ্বারা অন্তরীক্ষের অন্তসমূহকে ব্যাপ্ত করুক। আমরা অদ্য সবিতার সেই মহিমার স্তুতি করি। সূর্য্যও সবিতাকে কর্ম্মেচ্ছা প্রদান করুন।

৩। তেজোবিশিষ্ট বসুপতি সবিতাদেবই আমাদিগকে উদ্দেশে ধন প্রেরণ করুন। তিনি বহুবিস্তীর্ণরূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে মনুষ্য-দিগের ভোগযোগ্য ধন দান করুন।

৪। এই স্তুতিসমূহ উত্তম জিহ্বাযুক্ত এবং ধনপূর্ণ হস্তযুক্ত সবিতাকে স্তব করিতেছে। তিনি আমাদিগকে বিচিত্র বৃহৎ অন্নদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪৬ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। স্থিরকার্ম্মুক, শীঘ্রগামী, বাণবিশিষ্ট, অন্নবান্, কাহারও দ্বারা অনভিভূত, সকলের অভিভবকর এবং তীক্ষ্ণাস্ত্র বিধানকারী রুদ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর। তিনি শ্রবণ করুন।

২। পৃথিবীস্থ ও স্বর্গস্থ জনের ঐশ্বর্য্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। হে রুদ্র! তোমার স্তবকারী (আমাদের প্রজাগণকে) পালন-করতঃ আমাদের গৃহে গমন কর। আমাদিগকে রোগ দান করিও না।

৩। অন্তরীক্ষ হইতে বিমুক্ত তোমার যে বিদ্যুৎ ক্ষিতিতলে বিচরণ করে, সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। হে স্বপিবাত! তোমার সহস্র ভেষজ আছে; আমাদের পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হিংসা করিও না।

৪। হে রুদ্র! আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে বন্ধন কর, আমরা যেন তাহাতে না থাকি, জীবগণের প্রসংশাযোগ্য যজ্ঞে আমাদিগকে ভাগী কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪৭ সূক্ত।

অপ্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে অপ্ দেবতা! দেবাভিলাষীগণ ইন্দ্রের পাতব্য, ভূমিসম্ভূত, যে তোমাদিগের সোমরস প্রথমে সংস্কৃত করিয়াছে, সেই শুচি, পাপরহিত, বৃষ্টিজলসেকী, মধুর রসযুক্ত সোমরস আমরাও সেবন করিব।

২। হে অপ্ দেবতা! শীঘ্রগতি অপাং নপাৎ দেবতা তোমাদের সেই মধুমত্তম প্রসিদ্ধ উর্ম্মি পালন করুন। ইন্দ্র যাহাতে বসুগণের সহিত মত্ত হন, আমরা দেবাভিলাষী হইয়া অদ্য তোমাদের সেই উর্ম্মি প্রাপ্ত হইব।

৩। বহু পবিত্র রূপবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা লোকের হর্ষ উৎপাদক ও দ্যোতমান জল দেবগণের স্থানে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রের কর্ম্ম হিংসা করেন না। তোমরা সিন্ধুগণের উদ্দেশে ঘৃতযুক্ত হব্য হোম কর।

৪। সূর্য্য রশ্মিদ্বারা যে অপ্সমূহকে বিস্তীর্ণ করেন, যাহাদের জন্য ইন্দ্র গমনযোগ্য পথ বিদীর্ণ করিয়াছেন, হে সিন্ধুগণ! সেই তোমরা আমাদের ধন ধারণ কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৪৮ সূক্ত।

ঋভু দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নেতা ধনবান্ ঋভুগণ! তোমরা আমাদের সোমপানে প্রমত্ত হও। তোমরা গমন করিতেছ, তোমাদের কর্ম্মনেতা সমর্থ অশ্বগণ আমাদের অভিমুখ হইয়া মনুষ্য হিতকর রথ আবর্ত্তিত করুক।

২। হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদিগের দ্বারা প্রথিত। তোমরা সমর্থ; তোমাদিগের সাহায্যে সমর্থ হইয়া তোমাদিগের বলে শত্রুবল অভিভব করিব। বাজ আমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করুন। ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া আমরা বৃত্রের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৩। ইন্দ্র ও ঋভুগণ আমাদের বহুতর শত্রু সেনা আজ্ঞাদ্বারা অভিভব করেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করেন। বিদ্যা, ঋভুক্ষ ও বাজ ও ইন্দ্র আর্য্য হইয়া মথনদ্বারা শত্রু বল বিকৃত করেন।

৪। হে দ্যোতমান ঋভুগণ! তোমরা অদ্য আমাদের ধন দাও। হে সমস্ত ঋভুগণ! তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের রক্ষণার্থ হও। বসু ঋভুগণ আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৪৯ সূক্ত।

অপ্ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সমুদ্র যে অপ্‌সমূহের জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বদাগমনশীল ও শোধয়িতা, সেই অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষের মধ্য হইতে গমন করেন। বজ্রধারী অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যে অপ্‌সমূহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহারা এই স্থানে আমায় রক্ষা করুন।

২। যে অপ্‌সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যাহা প্রবাহিত হইয়া খননদ্বারা যাহাদিগকে লাভ করা যায়, যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পবিত্রকর সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৩। যে অপ্‌সমূহের স্বামী বরুণ জলসমূহ মধ্যে সত্য ও মিথ্যার স্বাক্ষী স্বরূপ হইয়া মধ্যম লোকে গমন করেন, মধুক্ষারিণী দীপ্তিযুক্ত, শোধয়িতা, সেই অপ্‌দেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন।

৪। যাহাতে রাজা বরুণ বাস করেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইয়া প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দ্যুতিমান্ অপ্‌সমূহ আমায় রক্ষা করুন।

---

৫০ সূক্ত(১)।

প্রথম ঋকের মিত্র ও বরুণ দেবতা; দ্বিতীয়ের অগ্নি দেবতা; তৃতীয়ের বৈশ্বানর; চতুর্থের নদী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা এখানে আমাদিগকে রক্ষা কর। কুলায়কারী ও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে যেন না আসে, অজকানামক রোগবিশিষ্ট দুর্দর্শন বিষ বিনষ্ট হউক। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে।

---

(১) এই সূক্তে সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ও রোগের উল্লেখ আছে।

২। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির পর্ব্বস্থানে উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্‌ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব, এই ব্যক্তির নিকট হইতে সে বিষ দূরীকৃত করুন। ছদ্মগামী সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে।

৩। যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, যাহা নদীজলে ওষধি হইতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ আমাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দেন। ছদ্মগামী সর্প যেন পদশব্দের দ্বারা আমাকে জানিতে না পারে।

৪। যে নদীগণ প্রবল দেশে গমন করে, যাহারা নিম্নদেশে গমন করে, যাহারা উন্নত দেশে গমন করে, যে নদী সকল উদকবিশিষ্ট ও যাহারা অনুদক জলদ্বারা জগৎ আপ্যায়িত করে, সেই দ্যুতিমান নদী সকল আমাদের শিপদ রোগ নিবারণ করিয়া কল্যাণকর হউক। আরও সেই নদী সকল অহিংসাপ্রদ হউক।

---

৫১ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা যেন আদিত্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন সুখকর গৃহ প্রাপ্ত হই। ত্বরান্বিত আদিত্যগণ আমাদিগের স্তোত্র সকল শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞকারীকে অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিন।

২। আদিত্যগণ ও অদিতি ও অতিশয় ঋজুস্বভাব মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রমত্ত হউন। ভুবনের রক্ষক দেবগণ আমাদের হউন। অদ্য আমাদের রক্ষার্থে সোম পান করুন।

৩। আমরা সমস্ত আদিত্যগণ, সমস্ত মরুৎগণ, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত ঋভুগণ ও ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলাম। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫২ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা আদিত্য, আমরা অদিতি হইব(১)। দেবগণের মধ্যে হে বসুগণ! মনুষ্যগণকে তোমরা পালন কর। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগকে সম্ভজনা করতঃ ধন উপভোগ করিব। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা যেন ভূতিবিশিষ্ট হই।

২। মিত্র ও বরুণপ্রমুখরক্ষক (আদিত্য) গণ আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে সুখ প্রদান করুণ। অন্যকৃত পাপ যেন আমাদের ভোগ করিতে না হয়, তোমরা যে কর্ম্ম করিলে নাশকর, হে বসুগণ! আমরা যেন সে কর্ম্ম না করি।

৩। ত্বরাবান্ অঙ্গিরাগণ সবিতার নিকট যাচ্ঞা করতঃ তাঁহার যে রমণীয় ধন ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, যাগশীল মহান্ পিতা ও সমস্ত দেবগণ এক মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

---

৫৩ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যে মহতী ও দেবগণের জনয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবীকে পূর্ব্বতন স্তোতাগণ স্তুতি করতঃ পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি সেই যজনীয়া ও মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে (ঋত্বিক্‌গণের) সম্বাধযুক্ত হইয়া যজ্ঞ ও নমস্কারের সহিত স্তুতি করি।

২। হে স্তোতাগণ! তোমরা নব্য স্তুতিদ্বারা পূর্ব্বপ্রজাতা এবং বিশ্বের পিতৃমাতৃভূতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) যজ্ঞস্থলের পুরোভাগে সংস্থাপিত কর। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের মহৎ ও বরণীয় (ধন দানার্থ) দেবগণের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন কর।

---

(১) আদিত্যের আত্মীয় এই অর্থে আদিত্য। অদিতি অর্থ অখণ্ডনীয়। সায়ণ।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগের দাসে দেয় বহু রমণীয় ধন আছে, তন্মধ্যে যাহা অক্ষয় তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। হে দ্যাবা-পৃথিবী! তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত পালন কর।

---

৫৪ সূক্ত।

বাস্তোষ্পতি দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোষ্পতি(১)! তুমি আমাদিগকে প্রবোধিত কর। আমাদিগের নিবাস নীরোগ কর। আমরা যে ধন যাচ্ঞা করি তাহা প্রদান কর এবং আমাদিগের (পুত্রপৌত্রাদি) দ্বিপদজনের ও (গবাশ্বাদি) চতুষ্পদবর্গের সুখকর হও।

২। হে বাস্তোষ্পতি! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের ধনের বর্দ্ধয়িতা হও। তুমি সখা হইলে আমরা গাভী ও অশ্বযুক্ত ও জরারহিত হইব। পিতা যেরূপ পুত্রদিগকে পালন করে, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পালন কর।

৩। হে বাস্তোষ্পতি! আমরা যেন তোমার সুখকর, রমণীয় ও ধনযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদিগের প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন রক্ষা কর ও আমাদিগকে কল্যাণের সহিত সর্ব্বদা পালন কর।

---

৫৫ সূক্ত।

বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে বাস্তোষ্পতে! তুমি রোগনাশক, তুমি সর্ব্বপ্রকার রূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা ও সুখকর হও।

২। হে শ্বেতবর্ণ ও কোন কোন অংশে পিশঙ্গ বর্ণ সরমা পুত্র! তুমি যখন দন্ত প্রকাশ কর তাহা আমার নিকট আহারের সময় সৃক্কণী প্রদেশে আয়ুধের ন্যায় বিশেষ রূপে শোভা পায়। তুমি সুখে নিদ্রা যাও।

---

(১) বাস্তোষ্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা। ইনি সরমানাম্নী দেবকুক্কুরীর কুলোদ্ভব, সেই জন্য পরে সারমেয় নামে অভিহিত হইয়াছে।

৩। হে সারমেয়! তুমি যে স্থান হইতে গমন কর, পুনরায় সেই স্থানে আগমন কর। তুমি চোর ও ডাকাইতের প্রতি গমন কর। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? আমাদিগকে কেন বাধা দাও? সুখে নিদ্রা যাও।

৪। তুমি শূকরকে বিদারণ কর, শূকর ও তোমায় বিদারণ করুক। ইন্দ্রের স্তোতাগণের নিকট কেন যাও? কেন আমাদিগকে বাধা দেও? সুখে নিদ্রা যাও।

৫। তোমার মাতা নিদ্রা যান, তোমার পিতা নিদ্রা যান। কুক্কুর নিদ্রা যাউক, গৃহস্বামী নিদ্রা যাউক, বন্ধুগণ নিদ্রা যাউক। চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই জনগণও নিদ্রা যাউক।

৬। যে ব্যক্তি এই স্থানে আছে, যে বিচরণ করিতেছে, যে আমাদিগকে দেখিতেছে, তাহাদের চক্ষুঃ সকল বিনাশ করিব। এই হর্ম্ম্য যেরূপ (তাহারাও সেই রূপ হইবে)।

৭। যে সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ সমুদ্র হইতে উদ্গাত হইল (২) সেই অভিভব-কারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করিব।

৮। যে স্ত্রীগণ প্রাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা বাহনে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা তল্পে শয়ন করিয়া আছে, যাহারা পুণ্যগন্ধা, তাহাদের সকলকে নিদ্রিত করিব।

---

৫৬ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ব্যক্তরূপ নেতা, সমানস্থানবাসী মনুষ্যের হিতকর, অথচ সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট এই রুদ্র পুত্রগণ, ইঁহারা কে?।

২। কেহই ইঁহাদের জন্ম জানেন না। তাহারাই পরস্পর আপ-নাদের জন্ম কথা জানেন।

৩। আপনারাই সঞ্চরণকরতঃ পরস্পর মিলিত হন। বায়ুবৎ বেগ-শালী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা করেন।

---

(২) সমুদ্র হইতে উদ্গাত সহস্র শৃঙ্গযুক্ত বৃষভ কি?।

৪। ধীমান্ ব্যক্তি এই শ্বেতবর্ণ ভূত সকলকে অবগত আছেন মহতী পৃশ্নি ইঁহাদিগকে অন্তরীক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

৫। সেই প্রজা মরুৎগণের (অনুগ্রহে) চিরকাল শত্রুগণের অভিভবকারিণী ও ধনের পুষ্টি প্রদায়িনী ও বীরপুত্রবিশিষ্টা হউক।

৬। মরুৎগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে গন্তব্যস্থানে গমন করেন, অলঙ্কারদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোভা ধারণ করেন, তাহারা শ্রীসমন্বিত ও উগ্র।

৭। তোমাদের তেজ উগ্র; তোমাদের বল স্থির। মরুৎগণ বুদ্ধিমান হউন।

৮। তোমাদের বল সর্ব্বত্র শোভমান; তোমাদের চিত্ত ক্রোধশীল। ধর্ষণযোগ্য, বলযুক্ত (মরুৎ) গণের বেগ স্তোতার ন্যায় বিবিধ শব্দকারী।

৯। (হে মরুৎগণ)! পুরাণ আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। তোমাদের ক্রুরবুদ্ধি যেন আমাদিগকে ব্যাপ্ত না করে।

১০। তোমরা ত্বরাবান্। তোমাদের প্রিয় নাম ধরিয়া আহ্বান করি। অভিলাষবান্ মরুৎগণ ইহাতেই তৃপ্ত হন।

১১। মরুৎগণ সুন্দর আয়ুধবিশিষ্ট, গমনশীল, সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত এবং তাঁহারা আমাদের শরীর অলঙ্কৃত করেন।

১২। হে মরুৎগণ! তোমরা শুচি, শুচি হব্য তোমাদের হউক। তোমরা শুচি, তোমাদের উদ্দেশে শুচি যজ্ঞ প্রেরণ করি। উদকস্পর্শী মরুৎগণ সত্যদ্বারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহারা শুচি, তাঁহাদের জন্ম শুচি ও তাঁহারা অন্যকে শুচি করেন।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্কন্ধে খাদি সকল রহিয়াছে। উত্তম রুক্ম তোমাদের বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে(১)। বৃষ্টির সহিত বিদ্যুৎ যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ জল প্রদানের সময় স্বীয় আয়ুধদ্বারা তোমরা শোভা পাও।

---

(১) খাদি অর্থে বলয় ও রুক্ম অর্থে বক্ষঃ স্থলের সুবর্ণের অলঙ্কার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

১৪। তোমাদের অন্তরীক্ষভব তেজঃ বিশেষরূপে গমন করিতেছে। হে বিশেষরূপে যষ্টব্য মরুৎগণ! তোমরা জল বৃদ্ধি কর। হে মরুৎগণ! তোমরা সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহভব গৃহমেধিদত্ত এই ভাগ সেবা কর।

১৫। হে মরুৎগণ! যেহেতু তোমরা অন্নবিশিষ্ট মেধাবীর হব্যযুক্ত স্তোত্র অবগত হও, অতএব শোভন পুত্রবিশিষ্টের ধন শীঘ্র প্রদান কর, সে ধন শত্রু অভিহনন করিতে পারে না।

১৬। যে মরুৎগণ সততগামী অশ্বের ন্যায় সুন্দর গমনবিশিষ্ট, উৎসবদর্শী মনুষ্যগণের ন্যায় অলঙ্কারধারী, গৃহস্থিত শিশুগণের ন্যায় শুভ্র, তাহারা ক্রীড়া পরায়ণ বৎসগণের ন্যায় পয়োদাতা।

১৭। মরুৎগণ আমাদের ধন প্রদান করতঃ সুন্দররূপবিশিষ্ট দ্যাবা-পৃথিবীকে পূর্ণ করতঃ সুখী করুন। হে বাসপ্রদগণ! মেঘভেদক, মনুষ্যনাশক তোমাদের আয়ুধ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। তোমরা সুখের সহিত আমাদের অভিমুখ হও।

১৮। নিষণ্ণ হোতা তোমাদের সর্ব্বত্রগামী দানকার্য্যের প্রশংসা করতঃ তোমাদিগকে সম্যক্‌রূপে বারম্বার আহ্বান করিতেছেন। হে কামবর্ষিগণ! যে হোতা যজমানের রক্ষক, সে কপটতা রহিত হইয়া স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে স্তব করে।

১৯। এই মরুৎগণ যজ্ঞে ত্বরান্বিত যজমানকে প্রীত করেন। ইঁহারা বলের দ্বারা বলবান্ লোক সকলকে আনমিত করেন। ইঁহারা হিংসকের হস্ত হইতে স্তোতাকে রক্ষা করেন। যাহারা হব্য প্রদান করে না, তাহাদের মহা অপ্রিয় সাধন করেন।

২০। ইঁহারা সমৃদ্ধ লোককেও উত্তেজিত করেন, দরিদ্রকেও উত্তেজিত করেন। বন্ধুগণ যেরূপ কামনা করেন, হে কামবর্ষীগণ! তোমরা তমো বিনাশ কর, আরও আমাদিগকে বহুল পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর।

২১। হে মরুৎগণ তোমাদের দান হইতে আমরা যেন নির্গত হই না। হে রথবিশিষ্টগণ! ধন দান কালে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিও না। স্পৃহনীয় ধনসমূহে আমাদিগকে ভাগী কর। হে কামবর্ষীগণ! তোমাদের যে সুজাত ধন আছে, তাহারও ভাগী কর।

২২। যখন বিক্রান্ত জনগণ বহুতর ওষধি ও মনুষ্যের (জয়ের) জন্য কোপপূর্ণ হন, তখন হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! যুদ্ধে শত্রুর নিকট হইতে আমাদের ত্রাতা হও।

২৩। হে মরুৎগণ! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছ। তোমাদের পূর্ব্বকালীন যে সকল কর্ম্ম প্রশংসিত হয়, তাহাও করিয়াছ, ওজস্বী ব্যক্তি যুদ্ধে মরুৎগণের সাহায্যে শত্রুগণের অভিভবিতা হন, তোমাদেরই সাহায্যে স্তোত্রকারী অন্ন ভোগ করে।

২৪। হে মরুৎগণ! আমাদের বীর বলবান্ হউক। সে অসুরও লোকের বিধায়ক হউক্। আমরা নিবাসার্থ প্রাপ্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব। আমরা তোমাদের আত্মীয় স্থানে অবস্থিতি করিব।

২৫। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, আপ্, ওষধি ও বৃক্ষ আমাদের স্তোত্র সেবা করুন। মরুৎগণের ক্রোড়ে আমরা সুখে থাকিব। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে যজনীয় মরুৎগণ! মাদয়িতা স্তোতাগণ যজ্ঞকালে বলের সহিত তোমাদের নাম স্তব করে। মরুৎগণ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত করেন। মেঘকে বর্ষণ করান ও উগ্র হইয়া সর্ব্বত্র গমন করেন।

২। মরুৎগণ স্তুতিকারীকে অন্বেষণ করেন। যজমানের অভীষ্টপূরণ করেন। তোমরা প্রীত হইয়া আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থ বর্হিতে উপবেশন কর।

৩। এই মরুৎগণ যত দান করেন, এত আর কেহই (দেন না)। ইহাঁরা রুক্ম, আয়ুধ ও শরীর (শোভায়) শোভিত হন। দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশকারী ব্যাপ্তদীপ্তি, মরুৎগণ শোভার্থ সমানরূপ আভরণ ব্যক্ত করে।

৪। তোমাদের প্রসিদ্ধ আয়ুধ আমাদের হইতে পৃথক হউক। যদিও মনুষ্য বলিয়া আমরা তোমার নিকট অপরাধ করি, হে যজনীয়গণ! যেন

তোমাদের সেই আয়ুধে না পড়ি। তোমাদের যে বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অন্ন-প্রদ তাহাই আমাদের হউক।

৫। আমাদের যজ্ঞকর্ম্মেই মরুৎগণ তৃপ্ত হউন। তাঁহারা অনিন্দিত, দীপ্তিযুক্ত ও শোধক। হে যজনীয় মরুৎগণ! অনুগ্রহ করিয়া অথবা উত্তম স্তুতিপ্রযুক্ত আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন কর। অন্নের দ্বারা পোষণার্থ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর।

৬। মরুৎগণ স্তুত হইয়া হবি ভক্ষণ করুন, তাঁহারা নেতা ও সমস্ত জলের সহিত বর্ত্তমান। হে মরুৎগণ! আমাদের সন্ততির জন্য উদক্ প্রদান কর। হব্যদায়ীকে সত্য ও প্রিয় ধন দান কর।

৭। মরুৎগণ স্তুত হইয়া সকল রক্ষারসহিত যজ্ঞে স্তোতার অভিমুখে আগমন কর। ইহাঁরা আপনিই স্তোতাগণকে শতসংখ্যাবিশিষ্ট করিয়া বর্দ্ধিত করেন, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫৮ সূক্ত।

মরুৎ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমরা সতত বর্ষণকারী, মরুৎ সংঘকে অর্চ্চনা কর, ইহারা দেবতাদিগের স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবৃদ্ধ, আরও ইহাঁরা মহিমায় দ্যাবা-পৃথিবীকে ভগ্ন করেন। ভূমি ও অন্তরীক্ষ হইতে স্বর্গকে ব্যাপ্ত করেন।

২। হে ভীম! হে প্রবৃদ্ধমতি ও গমনশীল মরুৎগণ! তোমাদের জন্ম দীপ্ত (রুদ্র) হইতে, আরও ইহারা তেজোবলে প্রবল হইয়াছেন। তোমা-দের গমনে সূর্য্যদ্রষ্টা সমস্ত জীবসমূহ ভীত হয়।

৩। তোমরা হব্যবিশিষ্টকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। আমাদের সুন্দর স্তোত্র অবশ্য সেবা কর। মরুৎগণ যে পথ প্রাপ্ত হন, তাহা প্রাণি-গণকে বিনাশ করে না। তাঁহারা স্পৃহণীয় রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন।

৪। হে মরুৎগণ স্তোতা তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শতসংখ্যক ধনবান্ হন। তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া (স্তোতা) আক্রমণকারী

অভিভবিতা ও সহস্র ধনবান্ হয়। তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সে সম্রাজযুক্ত হয় ও শত্রুনাশ করে। হে কম্পনকারীগণ! তোমাদের দত্ত সেই ধন প্রভূত হউক।

৫। কামবর্ষী সেই রুদ্রপুত্রগণকে আমি পরিচর্য্যা করি। তাঁহারা পুনরায় বহুবার আমাদিগের অভিমুখ হউন। যে অপ্রকাশিত ও যে প্রকাশিত পাপ প্রযুক্ত মরুৎগণ ক্রুদ্ধ হয়েন, মরুৎগণ সম্বন্ধীয় সেই পাপ অপনীত করিব।

৬। ধনবান্ মরুৎগণের সেই সুস্তুতি আমরা উচ্চারণ করিয়াছি। মরুৎগণ এই স্তুক্ত সেবা করুন। হেঅভীষ্টবর্ষীগণ! তোমরা দূর হইতেই শত্রুগণকে পৃথক কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৫৯ সূক্ত।

১১শ ঋকের মরুৎ দেবতা; ১২শ ঋকে রুদ্র দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দেবগণ! ইহা হইতে স্তোতাকে ত্রাণ কর। হে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে বিনীত কর, তাঁহাকে সুখ প্রদান কর।

২। হে দেবগণ! তোমাদের আশ্রয়ে তোমাদের প্রিয় দিনে যে যাগ করে, যে শত্রুগণকে আক্রমণ করে, যে তোমাদিগকে (অন্যত্র গমন হইতে) নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচুর হব্য প্রদান করে, সেই আপনার নিবাসস্থান বৃদ্ধি করে।

৩। বসিষ্ঠ তোমাদের মধ্যে হীন ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া স্তব করে না। হে মরুৎগণ! অদ্য সোমাভিলাষী হইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সোম অভিষুত হইলে পান কর।

৪। হে নেতাগণ! যাহাকে অভিলষিত প্রদান কর, তোমাদের রক্ষা তাহাকে যুদ্ধে হিংসা করে না, তোমাদের নূতনতর অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। হে সোমপানাভিলাষীগণ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের ধন পরস্পর সংহত, তোমরা সোম ভক্ষণের জন্য উত্তমরূপে আগমন কর। যেহেতু আমি তোমাদিগকে এই হব্য দান করিতেছি, অতএব তোমরা অন্যত্র যাইও না।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদের বর্হিতে আসীন হও। স্পৃহনীয় ধন দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। তোমরা হিংসারহিত হইয়া এই যজ্ঞে মদকর সোমাত্মক হব্য স্বাহা বলিয়া প্রমত্ত হও।

৭। অন্তর্হিত মরুৎগণ নিজ অংশ সকল অলঙ্কৃত করিয়া, নীলপৃষ্ঠ হংসগণের ন্যায় আগমন করুন, আমাদের যজ্ঞে আনন্দিত রমনীয় মনুষ্যগণের ন্যায় বিশ্বব্যাপ্ত মরুৎগণ আমার চারিদিকে উপবেশন করুন।

৮। হে বসু মরুৎগণ! অন্যায় ক্রোধ করিয়া যে তিরস্কৃত ব্যক্তি আমাদের চিত্ত বিনাশ করিতে চাহে, সে ব্যক্তি পাপদ্রোহী বরুণের পাশ আমাদের প্রতি বন্ধন করে। তোমরা তাহাকে অত্যন্ত তাপপ্রদ আয়ুধদ্বারা বিনাশ কর।

৯। হে শত্রুতাপকগণ! এই তোমাদের হব্য, তোমরা শত্রুভক্ষক, তোমাদের রক্ষাদ্বারা তাহা সেবা কর।

১০। (হে মরুৎগণ)! তোমরা গৃহ মধ্যেও উত্তম দানশীল। তোমাদের রক্ষারসহিত আগমন কর, অপগত হইও না।

১১। হে স্বায়ত্ত বলবিশিষ্টকারী ও সূর্য্যবর্ণ মরুৎগণ! আমি যজ্ঞ কল্পনা করিতেছি।

১২। সুগন্ধি পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যম্বকের যজ্ঞ করি। উর্বারুক ফলের ন্যায় যেন আমরা মৃত্যুবন্ধ হইতে মুক্ত হই। অমৃত হইতে যেন না হই(১)।

(১) এই মন্ত্র জপ করিলে শত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করা যায়। সায়ণ। উপরে মূলের শব্দার্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ ত্র্যম্বক শব্দের পৌরাণিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

৬০ সূক্ত।

প্রথম ঋকের সূর্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সূর্য্য! তুমি উদিত হইয়া অদ্য আমাদিগকে পাপ শূন্য বল। হে অদিতি! দেবগণের মধ্যে মিত্র ও বরুণের নিকট সত্য হইব। হে অর্য্যমা! তোমাকে স্তব করিয়া তোমার প্রিয় হইব।

২। হে মিত্র ও বরুণ! এই সেই মনুষ্যদিগের সাক্ষী সূর্য্য অন্তরীক্ষে (গমন করতঃ) দ্যাবাপৃথিবী অভিমুখে উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমের পালক, মনুষ্যমধ্যে স্থিত সুকৃত ও দুষ্কৃত দর্শন করে না।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তিনি অন্তরীক্ষে সপ্তহরিৎ যোজিত করিতেছেন। উহারা জলে আর্দ্র হইয়া এই সূর্য্যকে বহন করিতেছে। গোপাল যেরূপ গোযূথ দর্শন করেন, সেইরূপ ইনি স্থান ও প্রাণিসকলকে দর্শন করেন ও তোমাদিগকে অভিলায করেন।

৪। তোমাদিগের দুইজনের জন্য অন্ন ও মধুর (পদার্থ) বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্য দীপ্ত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমান প্রীতিযুক্ত মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ (প্রভৃতি) আদিত্যগণ, এই সূর্য্যের জন্য পথ প্রস্তুত করেন।

৫। মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ প্রভুত পাপের হন্তা, ইঁহারা সুখকর ও হিংসারহিত এবং অদিতির পুত্র, ইঁহারা যজ্ঞের গৃহে বর্দ্ধিত হন।

৬। মিত্র ও বরুণ অনভিভবনীয় এবং সামর্থ্যদ্বারা চৈতন্যশূন্যের চৈতন্য করিয়াছেন। ইঁহারা সুচেতা, অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির অভিমুখে গমন করতঃ পাপ নাশ করিয়া সুপথে লইয়া যান।

৭। ইঁহারা নিমেষরহিত হইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর চৈতন্যরহিত ব্যক্তিকে অবগত হইয়া (সুপথে) লইয়া যান। (ইঁহাদের প্রভাবে) অত্যন্ত

নিম্নপ্রদেশে ও নদীর তল থাকে। ইঁহারা আমাদিগের এই কর্ম্মকে পারে লইয়া যাউন।

৮। অদিতি, মিত্র ও বরুণ হব্যদায়ীকে যে রক্ষাবিশিষ্ট এবং প্রশংসা-যোগ্য সুখ প্রদান করেন, পুত্র ও পৌত্রগণকে সেই সুখ দান করত আমরা ত্বরাপ্রযুক্ত দেবগণের কোপকর কার্য্য যেন না করি।

৯। (আমাদিগের দ্বেষকারী ব্যক্তি) যদি স্তুতির সহিত বেদীত্যাগ করে, তাহা হইলে বরুণকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া যেন কোন প্রকার নাশ প্রাপ্ত হয়। অর্য্যমা দ্বেষকারীগণ হইতে আমাদিগকে বর্জ্জিত করুন। হে কাম-বর্ষী (মিত্র ও বরুণ)! দানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদান কর।

১০। ইঁহাদিগের সংহতি নিগূঢ় ও দীপ্ত। নিগূঢ় বলদ্বারা ইঁহারা অভিভব করেন। হে কামবর্ষীগণ! তোমাদিগের ভয়ে লোকে কম্পান্বিত হয়। (তোমাদের) বলের মহিমা দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর।

১১। অন্ন এবং উৎকৃষ্ট ধনদানের জন্য তোমাদের স্তোত্রে যে ব্যক্তি মতি স্থির করে, সেই স্তোতার স্তোত্র মঘবাগণ সেবা করেন ও তাহার বিস্তীর্ণ নিবাসের জন্য উত্তম স্থান করেন।

১২। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হই-য়াছে। তোমরা সমস্ত দুর্গম আপদ দূর করিয়া আমাদিগকে পার কর, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬১ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। (হে মিত্র)! হে বরুণ! তোমরা দেবতা, তোমাদের চক্ষুঃস্বরূপ শোভনরূপবিশিষ্ট সূর্য্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদিত হইতেছেন। তিনি সমস্ত ভুবন দর্শন করেন, তিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রবৃত্ত স্তোত্র অবগত আছেন।

২। হে মিত্র ও বরুণ! সেই যজ্ঞবান্, দীর্ঘশ্রোতা বিপ্র (বসিষ্ঠ) তোমাদের মনোহর স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা সুকর্ম্মবান্!

তোমরা ইহাঁর স্তোত্র রক্ষা করিয়াছ। তোমরা বহুবৎসর ব্যাপিয়া ইহার কর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছিলে।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ, তোমরা দর্শনীয় এবং মহান্ দ্যুলোকও অতিক্রম করিয়াছ। তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ঋষি ও প্রজাগণের জন্য রূপ ধারণ কর। তোমরা নিমেষরহিতভাবে সত্যপথগামীদিগকে পালন করিয়া থাক।

৪। মিত্র ও বরুণের তেজের স্তব কর। (তাঁহাদের) বল দ্যাবাপৃথিবী (আপন) মহিমায় পৃথক্‌রূপে স্থাপন করেন। যজ্ঞরহিতগণের মাস-সকল পুত্ররহিত ভাবে গমন করুক। যজ্ঞে স্থিরমতি ব্যক্তি বল প্রবর্দ্ধিত করুক।

৫। হে অমূঢ়! হে ব্যাপ্ত! হে কামবর্ষীদ্বয়! এই তোমাদের (স্তুতি) হইতে বিস্ময়কর বা পূজার্হ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যগণের মিথ্যা স্তুতি দ্রোহকারীগণ সেবা করে। তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থে না হয়।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে নমস্কারদ্বারা পূজা করিতেছি। আমি বাধাযুক্ত হইয়া আহ্বান করিতেছি। তোমাদের সেবার্থ নূতন স্তোত্র সকল রচিত হউক। মৎকৃত এই স্তোত্র তোমাদিগকে প্রীত করুক।

৭। হে দেব মিত্র ও বরুণ! তোমাদের যজ্ঞে এই স্তুতি করা হইয়াছে, তোমরা সমস্ত দুর্গম (আপদ) দূর করতঃ আমাদিগকে পার কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সূর্য্য ঊর্দ্ধমুখে মহৎ ও বহুতেজঃ আশ্রয় করেন এবং মনুষ্যগণের সমস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করেন। তিনি দিবসে দ্যুতিমান হইয়া একরূপেই দৃষ্ট হন। তিনি কর্ত্তা এবং কৃত এবং কর্ত্তাদ্বারা সুকৃত হইয়াছেন।

২। হে সূর্য্য! তুমি প্রত্যেকের সম্মুখে এই স্তোত্র প্রযুক্ত এবং হরিত্বর্ণ, গমনশীল (অশ্বযোগে) ঊর্দ্ধমুখে গমন কর। তুমি, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ও অগ্নির নিকট আমাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উল্লেখ কর।

৩। দুঃখ প্রতিরোধক, সত্যবান বরুণ, মিত্র ও অগ্নি আমাদিগকে সহস্র ধন দান করুন। তাঁহারা আহ্লাদকর; আমাদিগকে স্তুত্য ও অর্চ্চনীয় বস্তু দান করুন। (আমাদের কর্ত্তৃক) স্তূয়মান হইয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! হে অদিতি! হে সুদর্শন! আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা সুজন্মা, তোমাদিগকে অবগত হইয়াছি। আমরা যেন বরুণের, বায়ুর এবং স্তুতিকারীর প্রিয়তম মিত্রের ক্রোধে পতিত না হই।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! বাহু প্রসারিত কর। আমাদের জীবনার্থ আমাদের গোপ্রচরণ স্থান জলদ্বারা সিক্ত কর, মনুষ্যসমূহ মধ্যে আমাদিগকে বিখ্যাত কর। তোমরা নিত্য তরুণ, আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর।

৬। হে মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা! আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৩ সূক্ত।

প্রথম চারি ঋকের ও পঞ্চমের প্রথম অর্দ্ধের সূর্য্য দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সুভগ, সর্ব্বদর্শী, মনুষ্যগণের সাধারণ, মিত্র ও বরুণের চক্ষুঃস্বরূপ, দ্যুতিমান্ সূর্য্য উদিত হইতেছেন। ইনি চর্ম্মের ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন।

২। মনুষ্যগণের প্রসবিতা, মহান্, পদার্থ প্রকাশক, জলপ্রদ এই সূর্য্য একমাত্র চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া উদিত হইতেছেন। রথভারে নিযুক্ত হরিতবর্ণ (অশ্ব) উঁহাকে বহন করিতেছে।

৩। অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এই সূর্য্য স্তোতাগণের (স্তোত্র শ্রবণে) প্রমত্ত হইয়া উষাগণের মধ্যে উদিত হইতেছেন। ইনি আমাদিগকে অভিলষিত প্রদান করেন। ইনি সকলের পক্ষে সমান, নিজের তেজঃ সঙ্কুচিত করেন না।

৪। এই দূরগামী, ত্রাণকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ সূর্য্য শোভমান ও প্রভূত তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে উদিত হইতেছেন। প্রাণীগণ নিশ্চয়ই সূর্য্যকর্ত্তৃক প্রসূত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিয়া থাকে।

৫। মরণরহিত (দেবগণ) যে স্থলে এই সূর্য্যের জন্য পথ করিয়াছিলেন, গমনশীল গৃধ্রের ন্যায় সেই পথ অন্তরীক্ষকে অনুগমন করে। হে মিত্র ও বরুণ! সূর্য্য উদিত হইলে নমস্কার ও হব্যদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করিব।

৬। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদের নিজের ও পুত্রের জন্য ধন প্রদান করুন। সমস্তই আমাদের সুগম ও সুপথ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৪ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের-স্বামী। তোমাদের (প্রেরিত মেঘ) জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র, সুজাত অর্য্যমা এবং রাজা ও বলবান্ বরুণ আমাদের হব্য সেবা করুন।

২। তোমরা রাজা, মহাযজ্ঞের রক্ষক, সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়(১); তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি অন্তরীক্ষ হইতে প্রেরণ কর।

৩। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবগণ উৎকৃষ্ট পথের দ্বারা সেই স আমাদিগকে লইয়া যাউন। অর্য্যমা(২) যেন সুন্দর দানশীল লোকের

(১) মূলে "ক্ষত্রিয়া" আছে। অর্থ বলবান্। "ক্ষত্রিয়" নামে একটী বিভিন্ন জাতি তখন সৃষ্ট হয় নাই। মিত্র ও বরুণ ক্ষত্রিয় জাতীয় নহেন।

(২) মূলে "অরিঃ" আছে। সায়ণ বলেন আদর অতিশয়ার্থ অর্য্যমার পুনরুল্লেখ হইয়াছে।

নিকট আমাদের কথা বলেন। আমরা তোমাদের কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্নদ্বারা (পুত্র পৌত্রাদির সহিত) প্রমত্ত হইব।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! যে মনের দ্বারা তোমাদের এই রথ নির্ম্মাণ করিয়াছে, যে উন্নত কর্ম্ম করে ও (যজ্ঞে তোমাদের) ধারণ করে, তোমরা রাজা, তোমরা তাহাকে জলের দ্বারা সিক্ত কর, তাহাকে সুক্ষিতি (প্রদান করিয়া) তৃপ্ত কর।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য দীপ্ত সোমের ন্যায় এই সোম করা হইল। আমাদের কর্ম্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৫ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুই জনকে সূক্তদ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয় লাভ করে।

২। তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্তি করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবাপৃথিবী) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।

৩। তাঁহাদিগের পাশ প্রভূত। তাঁহারা অনৃতের সেতু(১) এবং শত্রুজনের দুরতিক্রম। হে মিত্র ও বরুণ নৌকাদ্বারা যেমন জল পার হয়, তোমাদের যজ্ঞের পথে সেইরূপ দুরিত হইতে পার হইব।

৪। মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্য সেবায় আগমন করুন; অন্নের সহিত জলদ্বারা আমাদের গো প্রচারণ স্থান সিক্ত করুন। তোমাদের প্রতি

---

(১) অর্থাৎ যজ্ঞরহিত ব্যক্তির পক্ষে সেতুর ন্যায় বন্ধনকারী।

এই লোকে উৎকৃষ্ট হব্য কে দিবে? তোমরা লোকের জন্য স্বর্গীয় রমণীয় জল প্রদান কর।

৫। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদের ও বায়ুর জন্য এই স্তোম দীপ্ত সোমের ন্যায় করা হইল। আমাদের কর্ম্মে প্রবেশ কর, স্তুতি অবগত হও, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৬ সূক্ত।

চতুর্থ ঋক হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত আদিত্য দেবতা; চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত সূর্য্য দেবতা; আদির ও অন্তের তৃচ দুটীর মিত্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। বারম্বার আবির্ভূত মিত্র ও বরুণের সুখকর ও অন্নবান্ স্তোম গমন করুন।

২। শোভন বলবিশিষ্ট, বলপালক, প্রকৃত তেজোবিশিষ্ট মিত্র ও বরুণকে দেবগণ বলের জন্য ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। সেই (মিত্র ও বরুণ) গৃহপালক ও শরীরপালক। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা স্তোতাগণের কর্ম্ম সাধন কর।

৪। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে পাপহন্তা মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তাহা প্রেরণ করুন।

৫। হে শোভন দানশীলগণ! তোমরা আমাদিগের পাপ দূর কর, তোমাদের আগমন হইলে সেই নিবাস সুরক্ষিত হউক।

৬। (মিত্রাদি) ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাহারা মহা ধনেরও ঈশ্বর।

৭। সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র, বরুণ ও শত্রুভক্ষক অর্য্যমাকে স্তব করিব।

৮। এই স্তুতি হিরণ্য ধনের সহিত আমাদের অহিংসনীয় বলের নিমিত্ত হউক।

৯। হে দেব বরুণ! হে মিত্র! আমরা সুরিগণের সহিত তোমার স্তোতা হইব, অন্ন ও জল ধারণ করিব।

১০। মহান্ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত, অগ্নিজিহ্ব, যজ্ঞবর্দ্ধক, যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পরিভবকর কর্ম্মদ্বারা প্রদান করেন।

১১। যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি ও ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা শোভমান্ হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ করিয়াছেন।

১২। অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে, সূক্তদ্বারা তোমাদিগের নিকট সেই ধন যাচ্ঞা করিব, যাহা জলের নেতা মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ধারণ করেন।

১৩। তোমরা যজ্ঞবান্, যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, যজ্ঞবর্দ্ধক, ভয়ানক ও যজ্ঞহীনের দ্বেষকারী। তোমাদিগের সুখতম ধনের জন্য অন্য যে সূরিরা আছেন; তাঁহারা ও আমরা নেতা হইব।

১৪। সেই সেই দর্শনীয় বপুঃ অন্তরীক্ষের সমীপে উদিত হইতেছে। শীঘ্রগামী হরিতবর্ণ (অশ্বগণ) সকলকে সম্যক্ দর্শনার্থ উহাকে ধারণ করিতেছেন।

১৫। মস্তকেরও মস্তক, স্থাবর জঙ্গমের পতি, রথস্থ সূর্য্যকে কল্যাণের জন্য সপ্তসংখ্যক গমনশীল হরিতগণ সর্ব্বলোকের সমীপে বহন করিতেছে।

১৬। সেই চক্ষুঃস্বরূপ, দেবগণের হিতকর, নির্ম্মল, (সূর্য্যমণ্ডল) উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ বাঁচিয়া থাকি(১)।

১৭। হে বরুণ! তুমি ও মিত্র অহিংসনীয় ও দ্যুতিমান্। তোমরা স্তোত্রপ্রযুক্ত সোম পানার্থ আগমন কর।

১৮। হে মিত্র! তুমি ও বরুণ দ্রোহরহিত। তোমরা দ্যুলোকের স্থান হইতে আগমন কর, শত্রুদিগের হিংসাকর হইয়া সোম পান কর।

১৯। হে নেতা মিত্র ও বরুণ! আহুতি সেবা করতঃ আগমন কর। হে যজ্ঞবর্দ্ধক! তোমরা সোম পান কর।

---

(১) মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা শতবৎসর।

৬৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নৃপতিদ্বয়! আমরা হব্যযুক্ত স্তোত্রের সহিত তোমাদের রথের স্তুতি করিবার জন্য গমন করিতেছি। হে স্তোত্রার্হদ্বয়! পুত্র যেরূপ পিতাকে জাগরিত করে, সেইরূপ এই রথ তোমাদের দূতের ন্যায় লোককে জাগরিত করে। সেই রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতে বলিতেছি।

২। আমাদের কর্তৃক সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইতেছেন। অন্ধকারের অন্তর প্রদেশও দৃষ্ট হইতেছে। প্রজ্ঞাপক সূর্য্য দ্যুলোক দুহিতার পূর্ব্বদিকে শোভার্থ জাত হইয়া জাত হইতেছেন।

৩। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! সুহোতা এবং (স্তুতি সমূহের) বক্তা স্তোম দ্বারা তোমাদিগকে সেবা করিতেছেন। অতএব তোমরা পূর্ব্বপথে স্বর্গবিৎ ও ধনবান্ রথে আগমন কর।

৪। হে রক্ষক ও মধুর (সোমার্হ) অশ্বিদ্বয়! যেহেতু (সোম) অভিষুত হইলে, আমি তোমাদিগকে কামনা করিয়া ধনাভিলাষী হইয়া তোমাদিগকে স্তুতি করি, অতএব অদ্য (তোমাদের) প্রবৃদ্ধ অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করিয়া আনয়ন করুক। তোমরা আমাদিগের কর্তৃক অভিষুত মধুর (সোম) পান কর।

৫। হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা আমার ধনাভিলাষী সরল এবং হিংসারহিত বুদ্ধিকে লাভক্ষম কর, সংগ্রামেও আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে রক্ষা কর। হে শচীপতিদ্বয়(১)! স্তোত্রপ্রযুক্ত আমাদিগকে (ধন) প্রদান কর।

---

(১) ঋগ্বেদে শচি অর্থে যজ্ঞ, শচিপতি অর্থে যজ্ঞপতি। ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে। এই ঋকে মিত্র ও বরুণকে শচীপতি বলা হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পৌরাণিক কালে লোকে শচী শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলে বলিয়া ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী বিবেচনা করিল। এইরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই কর্ম্মসমূহে আমাদিগকে রক্ষাকর, আমাদের রেতঃ অক্ষীণ এবং পুত্রবিশিষ্ট হউক। তোমাদের (অনুগ্রহে) পুত্র এবং পৌত্রে অভিমত ধন প্রদান করিয়া এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন দেবলাভকর (যজ্ঞে) আগমন করি।

৭। হে মধুপ্রিয় (অশ্বিদ্বয়)! বন্ধুর জন্য পুরোগামী দূতের ন্যায় আমাদের সঙ্কল্পিত এই সোম নিধিস্বরূপ তোমাদের (সম্মুখে) স্থাপিত হইয়াছে। অতএব ক্রোধরহিত মনে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, মনুষ্য প্রজামধ্যে (অবস্থিত) হব্য ভক্ষণ কর।

৮। হে ভর্ত্তাদ্বয়! তোমাদের উভয়ের মিলন হইলে তোমাদের রথ গমনশীল সপ্ত (নদী) অতিক্রম করিয়া আগমন করে। সুজাত, দেবযুক্ত যে অগশ্বণ রথভারে তরণীস্বরূপ তোমাদিগকে বহন করে, তাহারা শ্রান্ত হয় না।

৯। তোমরা কোথায়ও আসক্ত হও না। যে ধনবানুগণ ধনের নিমিত্ত দাতব্য হবিঃ প্রেরণ করে, যাহারা বন্ধুকে সুনৃত বাক্যদ্বারা প্রবর্দ্ধিত করে, যাহারা গো, অশ্ব এবং ধন দান করে, তোমরা তাহাদের জন্যই হইয়াছ।

১০। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবন কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর, রত্ন দান কর, স্তোতাকে বর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৬৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে দীপ্ত, সুন্দর অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আগমন কর। তোমরা শত্রুনাশক, যে তোমাদের কামনা করে, তাহার স্তুতি সেবা কর, আমাদের সম্ভূত হব্য ভক্ষণ কর।

২। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদের জন্য মদকর অন্ন রহিয়াছে, তোমরা আমার হবিঃ ভক্ষণার্থ শীঘ্র গমন কর, শত্রুর আহ্বান শ্রবণ না করিয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। তোমরা সূর্য্যার সহিত রথে বাস কর, মনের ন্যায় বেগশালী ও অপরিমিত রক্ষাবিশিষ্ট তোমাদের রথ আমাদের জন্য প্রার্থিত হইয়া, লোক সকলকে অতিক্রম করিয়া আগমন করিতেছে।

৪। তোমাদিগকে দেবতা করিতে অভিলাষ করি, তোমাদের নিমিত্ত সোমাভিষবকারী এই প্রস্তর যখন উন্নত হইয়া শব্দ করে, তখন হে সুন্দর (অশ্বিদ্বয়)! বিপ্র হব্যদ্বারা তোমাদিগকে আবর্ত্তিত করে।

৫। তোমাদের যে চিত্রধন আছে (তাহা আমাদের দাও)। যিনি প্রিয় হইয়া তোমাদের (দত্ত) সুখ ধারণ করেন, সেই অত্রি হইতে মহিষ্বৎকে (ঋবীসকে) পৃথক্ কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের (স্তুতিকারী) জীর্ণ হব্যদায়ী চ্যবনের জন্য যেরূপ এদিকে আনিয়া দান করিয়াছিলে, তাহা তাঁহার প্রতিগমন করিয়াছিল।

৭। আরও দুষ্টবুদ্ধি সখাগণ যে ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিল, তোমরা তাহাকে পার করিয়াছিলে। সে তোমাদিগকে কামনা করিয়াছিল এবং বিরুদ্ধাচরণ করে নাই।

৮। বৃক যখন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কর্ম্ম এবং সামর্থ্যদ্বারা তাঁহাকে ধন দিয়াছিলে। আহূয়মান হইয়া শযুকে শ্রবণ করিয়াছিলে। নদী যেরূপ জলদ্বারা পূর্ণ করে, সেইরূপ নিবৃত্ত প্রসবা গাভীকে দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলে।

৯। সেই স্তোতা, সুমনাঃ হইয়া উষার পূর্ব্বে জাগরিত হইয়া সূক্তদ্বারা স্তুতি করিতেছে, উহাকে অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত কর, দুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত কর, এবং ইহার গাভীকে বর্দ্ধিত কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৬৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। তোমাদের রথ তরুণ অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন করুক। উহা দ্যাবা-পৃথিবীকে বাধা দান করে এবং হিরণ্ময়। উহার চক্রে জল আছে। উহা রথনেমিদ্বারা দীপ্তিমান, অন্নবাহক, নৃপতি এবং অন্নবান।

২। উহা পঞ্চভূতে প্রথিত, বন্ধুরত্রয়বিশিষ্ট ও স্তুতিবিশিষ্ট। উহা আগমন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে গমনার্থ উদ্যোগ করিয়া, ঐ রথে দেবাভিলাষী প্রজার প্রতি গমন কর।

৩। তোমরা সুন্দর অশ্ব ও অন্নের সহিত অস্মদভিমুখে আগমন কর। হে দস্রদ্বয়! তোমরা মধুমান্ নিধি (সোম) পান কর। তোমাদের রথ বধূর সহিত গমন করতঃ চক্রের দ্বারা দ্যুলোকের পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহকে বাধা দান করে।

৪। রাত্রিতে যোষিৎ সূর্য্যদুহিতা তোমাদের রথ পরিবৃত করে। যখন তোমরা দেবাভিলাষীকে কর্ম্মদ্বারা রক্ষা কর, তখন দীপ্তঅন্ন রক্ষার জন্য তোমাদিগকে পরিগমন করে।

৫। হে রথিদ্বয়! সেই রথ তেজঃসমূহ আচ্ছাদিত করে ও (অশ্বের সহিত) যুক্ত হইয়া মার্গে গমন করে, হে অশ্বিদ্বয়! উষা প্রকাশিত হইলে আমাদিগের এই যজ্ঞে সেই রথদ্বারা (পাপের) শান্তি ও (সুখের) মিশ্রণের জন্য উপস্থিত হও।

৬। হে নেতৃদ্বয়! মৃগীর ন্যায় বিশেষরূপে দীপ্যমান (সোম) পানেচ্ছু হইয়া অদ্য আমাদের সবনসমূহে আগমন কর। যেহেতু বহু (যজ্ঞে) তোমাদিগকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করে (অতএব) অন্য দেবাভি-লাষীগণ তোমাদিগকে যেন দান না করে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা, বিক্ষিপ্ত সমুদ্রমধ্যে (নিমগ্ন) ভুজ্যুকে অক্ষত, শ্রমরহিত ও শীঘ্রগামী (অশ্বদ্বারা) এবং কর্ম্মদ্বারা পার করতঃ জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা অদ্য আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর। হে নিত্যযৌবন অশ্বিদ্বয়! হব্যবিশিষ্ট গৃহে আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে সকলের বরণীয় (অশ্বিদ্বয়)! আমাদিগের (যজ্ঞ বেদিতে) আগমন কর, পৃথিবীতে তোমাদের ঐ স্থান বলিয়া থাকে। যে অশ্বে তোমরা উপবেশন কর, সেই সুখকর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব (তোমাদেরই নিকট) থাকুক।

২। অতিশয় অন্নবতী সেই সুস্তুতি তোমাদিগকে সেবা করে। ঘর্ম্ম মনুষ্যের গৃহে তপ্ত হইয়াছে। উহা তোমাদিগকে (প্রাপ্ত হয়)। সরিৎ ও সমুদ্র সকলকে পূর্ণ করে। অশ্ব যেরূপ (রথে) যোজিত হয়, সেইরূপ তোমাদিগকে (যজ্ঞে) যোজিত করে।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হইতে (আগমন করিয়া) মহতী ওষধি ও প্রজাগণের মধ্যে যে স্থান কর, তোমরা পর্ব্বতের মস্তকে উপবেশন করতঃ অন্নদাতাকে (সেই স্থান) প্রাপিত কর।

৪। হে দেবদ্বয়! যেহেতু তোমরা ঋষিদিগের প্রদত্ত উপযুক্ত পদার্থ ব্যাপ্ত করিয়া থাক, অতএব তোমরা ওষধি ও জল কামনা কর। আমাদিগকে বহুতর রত্ন দান করতঃ তোমরা পূর্ব্ব মিথুন সকলকে আকর্ষণ করিয়াছিলে।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের বহুকর্ম্ম অভিদর্শন করিয়া থাক। অতএব যজমানের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর। আমাদের প্রতি তোমাদের অত্যন্ত অন্নযুক্ত অনুগ্রহ হউক।

৬। হে নাসত্যদ্বয়! যে যজমান হব্যযুক্ত, কৃতস্তোত্র ও মর্ত্ত্যগণের সহিত মিলিত হয়, সেই বরণীয় বসিষ্ঠের নিকট আগমন কর। এই মন্ত্র সকল তোমাদের জন্য স্তুত্য হইতেছে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল, হে কামবর্ষিদ্বয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। ভগিনী ঊষার নিকট হইতে রাত্রি অপগত হয়, কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রি সূর্য্যাশ্ব) অরুষের জন্য পথ প্রদান করেন। অতএব হে অশ্বধন! হে গোধন অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে আহ্বান করি, তোমরা দিবারাত্রি হিংসকদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! হব্যদায়ীর জন্য রথদ্বারা রমনীয় পদার্থ বহন করতঃ তোমরা আগমন কর। অন্নদারিদ্র্য ও রোগ আমাদের নিকট হইতে পৃথক কর। হে মধুবিশিষ্টদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে দিবারাত্রি রক্ষাকর।

৩। এই আসন্ন প্রাতঃকালে তোমাদের রথে সুখে যোজিত অভীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক। হে অশ্বিদ্বয়! সুখকর রশ্মিবিশিষ্ট ধনযুক্ত রথকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কর।

৪। হে নৃপতিদ্বয়! তোমাদিগের যে রথ বহনসমর্থ; বন্ধুরত্রয়যুক্ত, ধনবান, দিবসের প্রতিগামী এবং যে রথ ব্যাপ্তরূপ হইয়া গমন করে, তোমরা সেই রথে আমাদের নিকট আগমন কর।

৫। তোমরা চ্যবনকে জরা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলে, পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলে, অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে পার করিয়াছিলে, যাহুসকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের জন্য এই স্তুতি ও এই বাক্য হইল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! এই শোভন স্তুতি সেবা কর, এই কর্ম্ম সকল তোমাদিগকে কামনা করতঃ সঙ্গত হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৭২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ও ধনপ্রদ রথে আগমন কর, বহু নিযুৎ তোমাদের সেবা করে, তোমরা স্পৃহনীয় শোভা শরীর দ্বারা দীপ্যমান হও।

২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া রথারোহণে আমাদের নিকটে উপস্থিত হও। তোমাদের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব পিতৃক্রমাগত, আমাদের বন্ধু এক বলিয়া জানিও, তাঁহার ধন ও এক।

৩। স্তুতিসমূহ অশ্বিদ্বয়কে সুন্দররূপে জাগরিত করিতেছে, বন্ধুস্থানীয় কর্ম্ম সকল দ্যোতমান ঊষাকে জাগরিত করিতেছে। মেধাবী (বসিষ্ঠ) এই স্তোত্রার্হ দ্যাবাপৃথিবীর পরিচর্য্যা করতঃ নাসত্যদ্বয়ের অভিমুখে স্তব করিতেছেন।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! যদি ঊষা সকল তমোনিবারণ করে, তাহা হইলে স্তোতারা বিশেষরূপে তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিবে। সবিতাদেব ঊর্দ্ধ তেজঃ আশ্রয় করেন, অগ্নিদেব সমিধদ্বারা বিশেষরূপে স্তব করেন।

৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, দক্ষিণদিক ও উত্তরদিক হইতে আগমন কর, পঞ্চশ্রেণী লোকের হিতকর সকল দিক্‌ হইতেই আগমন কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। আমরা দেবাভিলাষী হইয়া স্তোত্র সম্পাদন করতঃ অজ্ঞানের পারে উত্তীর্ণ হইব। হে বহুকর্ম্মা, প্রভূততম, পূর্ব্বজাত, অমর্ত্ত্য অশ্বিদ্বয়! স্তোতা আহ্বান করিতেছে।

২। তোমাদের প্রিয়ভূত মনুষ্য হোতা এই উপবিষ্ট রহিয়াছে, হে নাসত্যদ্বয়! যে যাগ করে ও বন্দনা করে, হে অশ্বিদ্বয়! তাহার মধুর সোমরস সমীপে থাকিয়া ভক্ষণ কর। যজ্ঞে অন্নবান্ হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৩। আমরা মহান্ স্তোত্রকারী, আমরা আগমনশীল দেবগণের জন্য যজ্ঞ বৰ্দ্ধিত করিতেছি। হে অভীষ্ঠবর্ষীদ্বয় এই সুস্তুতি সেবা কর। আমি বসিষ্ঠ দ্রুতগামী দূতের ন্যায় তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া, স্তোত্রদ্বারা স্তব করতঃ প্রবোধিত হইয়াছি।

৪। সেই হব্যবাহীদ্বয় রাক্ষসঘাতী, পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি, তাঁহারা আমাদের প্রজার নিকট উপস্থিত হউন। তোমরা মদকর অন্নের সহিত সঙ্গত হও, আমাদিগকে হিংসা করিও না, মঙ্গলের সহিত আগমন কর।

৫। হে নাসত্যদ্বয়! পশ্চাৎদেশ হইতে ও সম্মুখদেশ হইতে আগমন কর, পঞ্চজনের হিতকর সকল দিক্ হইতেই আগমন কর। তোমরা সৰ্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! এই স্বর্গেচ্ছুগণ(১), তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, হে কৰ্ম্মধনদ্বয়! আমিও রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি। কারণ তোমরা প্রতি প্রজার নিকট গমন করিয়া থাক।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে চিত্রধন ধারণ কর, স্তুতিবান্ ব্যক্তির নিকট তাহা প্রেরণ কর। তোমরা একমনা হইয়া তোমাদের রথ আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর, সোমসম্বন্ধীয় মধু পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আগমন কর, নিকটে অবস্থান কর, মধু পান কর। হে অভীষ্টবর্ষী ধনঞ্জয়দ্বয়! তোমরা পয়ঃ দোহন কর, আমাদিগকে হিংসা করিও না, আগমন কর।

---

(১) মূলে "দিবিষ্টয়ঃ" আছে।

৪। তোমাদের যে অশ্বগণ হব্যদাতার গৃহে তোমাদিগকে ধারণ করতঃ গমন করে, হে নেতা অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদিগকে কামনা করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! গমনকারী স্তোতাগণ প্রভূত অন্ন সেবা করে, তোমরা আমাদিগকে অবিচলিত যশঃ ও গৃহ প্রদান কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমরা ধনবান্।

৬। যাহারা পরকীয় ধন গ্রহণ না করিয়া মনুষ্য মধ্যে মনুষ্য রক্ষক হইয়া, তোমার নিকট রথের ন্যায় গমন করে, তাহারা নিজের বলে বর্দ্ধিত হয় এবং সুনিবাস স্থানে গমন করে।

---

৭৫ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। উষা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তেজোবলে আপনার মহিমা আবিষ্কৃত করতঃ আগমন করিলেন, অপ্রিয় শত্রু ও অন্ধকারকে দূরীকৃত করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা গন্তব্য পথ প্রকাশ করিলেন।

২। অদ্য আমাদের মহা সুখলাভের জন্য প্রবুদ্ধ হও। হে উষা! মহা সৌভাগ্য প্রদান কর, বিচিত্র যশোযুক্ত ধন আমাদের নিমিত্ত ধারণ কর। হে মনুষ্য হিতকারিণী দেবি! মর্ত্ত্যগণকে অন্নবান্ (পুত্র প্রদান কর)।

৩। দর্শনীয় উষার এই সকল প্রবৃদ্ধ, বিচিত্র, অনশ্বর রশ্মি দেবগণের ব্রত উৎপাদন করতঃ অন্তরীক্ষ সকল পূর্ণ করতঃ আগমন করিতেছে ও বিবিধ প্রকারে গমন করিতেছে।

৪। এই সেই দ্যুলোকের দুহিতা, ভুবনের পালয়িত্রী, উষা প্রাণিগণের প্রজ্ঞানসমূহ অভিদর্শন করিয়া দূর হইতেও উদ্যোগ করতঃ পঞ্চ শ্রেণীর নিকট সদ্য গমন করিতেছেন।

৫। অন্নবতী, সূর্য্য গৃহিণী, বিচিত্র ধনবতী, ধন ও বসুর ঈশ্বরী হইয়াছেন। ঋষিগণের স্তোতা, জরাদায়িনী ধনবতী উষা যজমানকর্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রভাত করিতেছেন।

৬। দীপ্তিমতী উষাকে যাহারা বহন করে, সেই উজ্জ্বল বিচিত্র অশ্বসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। সেই উষা দীপ্তিমতী হইয়া বহুরূপ রথে গমন করিতেছেন ও পরিচর্য্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন দান করিতেছেন।

৭। সত্যা, মহতী, যজনীয়া, উষাদেবী সত্য, মহান্ ও যজনীয় দেবগণের সহিত অত্যন্ত স্থির (অন্ধকার) ভেদ করিতেছেন। গো সকলের (সঞ্চারার্থ আলোক) প্রদান করিতেছেন, গো সকল উষাকে কামনা করিতেছে।

৮। হে উষা! আমাদিগকে গোবিশিষ্ট, বীরবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর, আমাদিগকে বহু অন্ন (প্রদান কর), পুরুষগণের মধ্যে আমাদের যজ্ঞ নিন্দিত করিও না। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৬ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। সকলের নেতা সবিতা ঊর্দ্ধদেশে অবিনাশী ও সর্ব্বজনের হিতকর জ্যোতিঃ আশ্রয় করেন। তিনি দেবগণের কর্ম্মের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, উষা চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া সমস্ত ভুবনকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

২। আমি, হিংসাশূন্য তেজোদ্বারা সংস্কৃত দেবযান পথকে দর্শন করিয়াছি, উষার কেতু পূর্ব্বদিকে ছিলেন। উষা আমাদের অভিমুখী হইয়া উন্নত প্রদেশ হইতে আগমন করেন।

৩। হে উষা! যে সকল তেজঃ সূর্য্যের উদয়ে তাহার পূর্ব্বে উদয় হয়, যাহাদিগের গুণে তুমি কুলটার ন্যায় না হইয়া পতিসমীপগামিনী রমণীর ন্যায়(১) পরিদৃষ্ট হও, তোমার সেই সকল তেজঃ প্রভূত।

৪। যে (অঙ্গিরাগণ) সত্যবান্, কবি, পূর্ব্বকালীন পিতা ও যাঁহারা গূঢ় জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন এবং অবিতথ মন্ত্রদ্বারা উষাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেবগণের সহিত একত্রে প্রমত্ত হইতেন।

---

(১) মূলে আছে "জারঃ ইব অাচরন্তী ‥ নপুনঃ যতী ইব।"

৫। তাঁহারা সাধারণ গোসমূহের জন্য সঙ্গত হইয়া একবুদ্ধি হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি পরস্পর যত্ন করেন নাই? তাঁহারা দেবগণের কর্ম্ম হিংসা করেন না। তাঁহারা হিংসারহিত, বাসপ্রদ, কিরণের দ্বারা গমন করেন।

৬। হে সুভগা উষা! তোমাকে প্রাতঃকালে জাগরিত স্তুতিকারী বসিষ্ঠগণ স্তোত্রের দ্বারা স্তব করে। তুমি গোসমূহের প্রাপিকা, অন্নপালিকা, তুমি আমাদের জন্য প্রভাত কর। হে সুজাতা উষা! তুমি প্রথমে স্তুত হও।

৭। এই উষা স্তোতার সুনৃত বাক্য সকলের নেত্রী হইয়া তমো নিবারণ করতঃ এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ধন আমাদিগকে দান করিয়া বসিষ্ঠগণকর্ত্তৃক স্তুত হইতেছেন। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৭ সূক্ত।

উষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। যুবতী যোষার ন্যায় উষা সমস্ত জীবগণকে সঞ্চারার্থ প্রেরণ করতঃ সূর্য্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন। অগ্নি মনুষ্যদিগের জন্য ইন্ধনযোগ্য হইয়াছেন এবং অন্ধকার নাশক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন।

২। সমস্ত জগতের অভিমুখী, সর্ব্বত্র প্রথিতা উষা উদিত হইলেন, তেজোময় বসন ধারণ করতঃ বর্দ্ধিত হইলেন। হিরণ্যবর্ণ, দর্শনীয় ও তেজোবিশিষ্ট বাক্যসমূহের মাতা, দিবসসমূহের নেত্রী উষা শোভা পাইতেছেন।

৩। দেবগণের চক্ষুঃ স্থানীয় তেজঃ বহন করতঃ সুভগা ও স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা, বিচিত্র ধনবিশিষ্টা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রভূতা উষা সুদর্শন অশ্বকে শ্বেতবর্ণ করতঃ দৃষ্ট হইতেছেন।

৪। হে উষা! তুমি সমীপে বিচিত্র ধনবিশিষ্টা হইয়া অমিত্রকে দূর করিয়া প্রভাত হও, আমাদের বিস্তীর্ণ গো প্রচরণ ভূমিকে ভয়শূন্য কর, দ্বেষকারিগণকে পৃথক কর, শত্রুগণের ধন আহরণ কর। হে ধনবতি! স্তুতিকারীর নিকট ধন প্রেরণ কর।

৫। হে ঊষা দেবি! আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ শ্রেষ্ঠ রশ্মি-সহিত আমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হও। হে সকলের বরণীয়া! আমাদের উদ্দেশে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত ধন ধারণ করতঃ (প্রকাশিত হও)।

৬। হে দ্যুলোকের দুহিতা সুজাতা ঊষা! বসিষ্ঠগণ স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করে, তুমি আমাদিগকে রমণীয় মহৎ ধন দান কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

---

৭৮ সূক্ত।

ঊষা দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

১। প্রথম কেতু সকল দৃষ্ট হইতেছে। উহার ব্যঞ্জক রশ্মি সকল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সর্ব্বত্র আশ্রয় করিতেছে। হে ঊষা দেবি! আমাদের অভিমুখে আগত, বৃহৎ, জ্যোতিষ্মান্ রথদ্বারা আমাদের জন্য রমণীয় ধন বহন কর।

২। অগ্নি সমিদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছেন; মেধাবিগণ স্তুতিদ্বারা ঊষাকে স্তব করতঃ বৃদ্ধ হইতেছেন। ঊষা দেবীও জ্যোতিদ্বারা সমস্ত অন্ধকার ও দুরিত বাধা দান করতঃ গমন করিতেছেন।

৩। এই সেই সকল প্রভাতকারিণী জ্যোতিঃপ্রদায়িনী ঊষা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা সূর্য্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে প্রাদুর্ভূত করিলেন, তাহাতে নীচগামী অপ্রিয়তমঃ অপগত হইল।

৪। দ্যুলোকের দুহিতা ধনবতী ঊষা জাত হইয়াছেন, সকলে প্রভাতকারিণী ঊষাকে দেখিতেছে। তিনি অন্নযুক্ত রথে আরোহণ করিয়াছেন, সুযুক্ত অশ্ব এই রথ বহন করিতেছে।

৫। হে ঊষা! আমরা ও আমাদিগের সুমনা ও ধনবান্ লোক সকল অদ্য তোমাকে প্রতিরোধিত করিতেছি। হে ঊষাগণ! তোমরা প্রভাতকারিণী হইয়া জগৎ লক্ষ্য কর। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

৫। তোমাদের রথের জন্য গিরিসমূহ নিয়ত হয়, সিন্ধুগণ বিধরণের জন্য এবং মহৎবলের জন্য নিয়ত হয়।

৬। আমরা তোমাদিগকে রাত্রিতে রক্ষার জন্য আহ্বান করি, দিবা-ভাগে তোমাদিগকে আহ্বান করি, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

৭। সেই অরুণরূপবিশিষ্ট, বিচিত্র, শব্দকারী (মরুৎগণ) রথযোগে দ্যুলোকের উপরিভাগে সানুপ্রদেশে উদ্গমন করেন।

৮। (যে মরুৎগণ) সূর্য্যের গমনার্থে রশ্মিযুক্ত পথ সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তেজোদ্বারা অবস্থান করেন।

৯। হে মরুৎগণ! আমার এই বাক্য ভজনা কর। হে মহান্ (মরুৎ-গণ)! এই স্তোম ভজনা কর, এই আমার আহ্বান সেবা কর।

১০। পৃশ্নিগণ বজ্রীর জন্য উৎস, কবন্ধ(১) ও উদ্রি(২) এই তিন সরোবর হইতে মধু দোহন করিয়াছিলেন।

১১। হে মরুৎগণ! যখন আপনার সুখাভিলাষে আমরা স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে আহ্বান করি, তখন শীঘ্রই আমাদের নিকট আগমন কর।

১২। হে সুন্দরদানশীল মহাতেজস্বী রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা গৃহে আনন্দ সময়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হও।

১৩। হে মরুৎগণ! স্বর্গ হইতে আমাদের জন্য মদস্রাবী, বহুনিবাস-প্রদ সকলের ভরণসমর্থ ধন আনাইয়া দাও।

১৪। হে শুভ্র মরুৎগণ! তোমরা যখন পর্ব্বতের উপরিভাগে তোমাদের যান লইয়া যাও, তখন অভিষুত সোমের বলে প্রমত্ত হও।

১৫। স্তোতা স্তুতিদ্বারা অহিংসনীয় মরুৎগণের নিকট তাঁহাদের সুখ ভিক্ষা করেন।

১৬। মরুৎগণ অক্ষীণ মেঘকে দোহন করতঃ জলবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি-দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে।

(১) জল। সায়ণ।
(২) মেঘ। সায়ণ।

১৭। পৃশ্নিপুত্রগণ শব্দ করতঃ ঊর্দ্ধে গমন করেন, রথদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন, বায়ুদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন এবং স্তোমদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করেন।

১৮। যাহাদ্বারা তুর্ব্বসু ও যদুকে রক্ষা করিয়াছ, যাহাদ্বারা ধনকাম কণ্বকেও রক্ষা করিয়াছ, আমরা ধনের জন্য তাহারই ধ্যান করিতেছি।

১৯। হে উত্তম দানশীল মরুৎগণ! ঘৃতের ন্যায় পুষ্টিকর এই অন্ন কণ্বগোত্রোৎপন্নের স্তোত্রের সহিত বর্দ্ধিত কর।

২০। হে মরুৎগণ! তোমরা দানশীল, তোমাদের জন্য বর্হিঃ ছিন্ন হইয়াছে, তোমরা এক্ষণে কোথায় মত্ত হইতেছ? কোন স্তোতা তোমাদের পরিচর্য্যা করিতেছেন?।

২১। হে বৃক্তবর্হিঃ (মরুৎগণ)! তোমরা যে (অন্য কর্ত্তৃক) সকল কৃত স্তোত্রদ্বারা যজ্ঞের বলসমূহ প্রীত করিতেছ তাহা নহে। ভি-

২২। সেই (মরুৎগণ) ওষধির সহিত অনেক জল মিলাইয়াছিলেন, দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত করিয়াছিলেন, সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিপর্ব্বে বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন।

২৩। রাজাশূন্য বৃষ্টি ও বলকারক মরুৎগণ পর্ব্বতের ন্যায় বৃত্রকে পর্ব্বে পর্ব্বে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২৪। মরুৎগণ, যুদ্ধকারী ত্রিতের বল রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ক্রতুও রক্ষা করিয়াছিলেন, বৃত্রবধার্থ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

২৫। আয়ুধহস্ত, দীপ্তিমান্ শুভ্র মরুৎগণ শোভার্থে মস্তকে হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ প্রকাশিত করেন।

২৬। হে মরুৎগণ! তোমরা কামনা করিয়া অভীষ্টবর্ষী (রথের) মধ্যস্থলে দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলে। দ্যুলোকবর্ত্তী জনসমূহের ন্যায় ভূতসকল কম্পান্বিত হইয়াছিল।

২৭। দেবগণ আমাদিগের যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন।

২৮। এই মরুৎগণের রথ, যখন বিন্দু চিহ্নিত, শীঘ্রগামী রোহিত বহন করে, তখন শোভমান মরুৎগণ গমন করেন এবং জল প্রবাহিত হয়।

২৯। নেতাগণ শোভন সোমবিশিষ্ট, যজ্ঞ গৃহোপেত, ঋজীকা দেশ সম্বন্ধীয় শর্য্যণা নামক (সরোবরে) রথচক্র নিম্নমুখ করিয়া গমন করেন।

৩০। হে মরুৎগণ! কখন তোমরা এই প্রকারে আহ্বানকারী যাচমান্ বিপ্রের নিকট সুখ হেতুভূত (ধনের) সহিত গমন করিবে?।

৩১। তোমরা স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া থাক; তোমরা যে ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সে কখন? তোমাদের সখ্য কে প্রার্থনা করিয়াছিল?।

৩২। হে কণ্বগণ! অগ্নিকে বজ্রহস্ত ও স্বর্ণময়বাশীবিশিষ্ট মরুৎগণের সহিত স্তব কর।

৩৩। আমি বর্ষণশীল ও যজনীয় ও বিচিত্রবলবিশিষ্ট মরুৎগণকে নবতর সুখলভ্য ধনের জন্য আবর্ত্তিত করি।

৩৪। গিরিসকল পীড্যমান ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। পর্ব্বত সকলও নিয়মিত হয়।

৩৫। বহু দূরব্যাপী, গমনবিশিষ্ট অশ্বগণ আকাশমার্গে গমন করতঃ মরুৎগণকে আনয়ন করে। তাঁহারা স্তুতিকারীকে অন্ন দান করেন।

৩৬। অগ্নি তেজোবলে স্তুতিযোগ্য সূর্য্যের ন্যায় সকলের মুখ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মরুৎগণ দীপ্তিবলে নানা স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

---

৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বগোত্রীয় সধ্বংসাখ্য ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দর্শনীয়, তোমাদের রথ হিরণ্ময়, তোমরা সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন কর, সোমময় মধু পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভোক্তা, হিরণ্ময় শরীরবিশিষ্ট, কবি ও গম্ভীরচিত্র; তোমরা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল রথে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! দোষবর্জ্জিত স্তুতিপ্রযুক্ত অন্তরীক্ষ হইতে মনুষ্য লোকাভিমুখে আগমন কর ও কণ্বদিগের যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর।

৪। কণ্বের পুত্র এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য সোমময় মধু অভিষব করিতেছেন, অতএব হে অশ্বিদ্বয়! অধোলোকের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তোমরা দ্যুলোক হইতে ও অন্তরীক্ষ হইতে আগমন কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! সোমপানার্থে আমাদের স্তুতিবিশিষ্ট এই যজ্ঞে আগমন কর। হে কবি ও নেতাদ্বয়! তোমরা স্তুতিপ্রযুক্ত ও কর্ম্মপ্রযুক্ত স্তোতার বৃদ্ধি প্রদান কর।

৬। হে নেতাদ্বয়! পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যখন তোমাদিগকে রক্ষার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আগমন করিয়াছিলে। অতএব আমার এই সুস্তুতির নিকট আগমন কর।

৭। হে স্বর্গবিৎ (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ হইতে আমাদের নিকট আগমন কর; হে বৎসের প্রতি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা বুদ্ধির সহিত আগমন কর; হে আহ্বান শ্রবণকারী-দ্বয়! তোমরা স্তোত্রের সহিত আগমন কর।

৮। আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতে পারে? কণ্বের পুত্র বৎসঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিতেছে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে স্তোতা রক্ষার্থে স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে। হে পাপশূন্য, শত্রুবিনাশকগণের শ্রেষ্ঠ (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদের সুখপ্রদ হও।

১০। হে অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! যোষিৎ তোমাদের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রাপ্ত হও।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমরা যে স্থানে আছ), বহুতর রূপযুক্ত রথে (আরোহণ করতঃ) সেই স্থান হইতে আগমন কর। কবির পুত্র কবিবৎস মধুময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

১২। হে বহুমদবিশিষ্ট, বহুধনযুক্ত, ধনপ্রদ (জগৎ) বাহক অশ্বিদ্বয়! আমার এই স্তোত্র প্রশংসা কর।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের জন্য অলজ্জাকর সমস্ত ধন দান কর, আমাদিগকে প্রজোৎপাদনরূপ কর্ম্মবান্ কর, নিন্দকদিগের বশীভূত করিওনা।

১৪। হে নাসত্যদ্বয়! দুরদেশেই থাক, অথবা নিকটেই থাক, যে স্থান হইতেই হউক, সহস্ররূপবিশিষ্ট রথে আগমন কর।

১৫। হে নাসত্যদ্বয়! যে বৎস ঋষি স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহার জন্য সহস্ররূপবিশিষ্ট, ঘৃতক্ষরণশীল অন্ন প্রদান কর।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উহার জন্য ঘৃতধারাযুক্ত বলকর (অন্ন) প্রদান কর। হে দানাধিপতিদ্বয়! ইনি আপনাদের সুখের জন্য স্তুতি করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ধন অভিলাষ করেন।

১৭। হে শত্রুভক্ষক বহুভোজী নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের এই স্তুতিক্রমে আগমন কর, আমাদিগকে সুশ্রীকর ও পার্থিব পদার্থ প্রদান কর।

১৮। প্রিয় মেঘনামক ঋষিগণ, দেবগণের আহ্বান সময়ে তোমাদিগকে সমস্ত রক্ষার সহিত আহ্বান করিয়াছে। তোমরা যজ্ঞে শোভা পাও।

১৯। হে সুখপ্রদ, আরোগ্যপ্রদ, স্তুতিযোগ্য অশ্বিদ্বয়! যে বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহার অভিমুখে আগমন কর।

২০। যে উপায়দ্বারা কণ্বকে, মেধাতিথিকে, যাহাদ্বারা বশকে ও দশব্রজকে, যাহাদ্বারা গোশর্য্যকে রক্ষা করিয়াছ, হে নেতাদ্বয়! তাহাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

২১। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! যাহাদ্বারা প্রাপ্তব্য ধনের জন্য ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহারই দ্বারা আমাদিগকে অন্নলাভার্থে উত্তমরূপে রক্ষা কর।

২২। হে বহুত্রাতা, শত্রুনাশকগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিদ্বয়! দোষশূন্য স্তোম ও বাক্য সকল তোমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। তোমরা আমাদের সম্বন্ধে বহুলরূপে অভীপ্সিত হও।

২৩। অশ্বিদ্বয়ের তিন পদ(১) গুহায় বর্ত্তমান (থাকিয়া পরে) আবির্ভূত হইতেছে। কবি অশ্বিদ্বয়, যজ্ঞের হেতুভূত এই পদের সাহায্যে জীবলোকে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

---

৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। শশকর্ণ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বৎসের রক্ষার্থ নিশ্চয়ই গমন করিয়াছ, ঐ ঋষিকে বাধারহিত বিস্তীর্ণ গৃহ প্রদান কর, উঁহার শত্রুগণকে দূর করিয়া দাও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! যে ধন অন্তরীক্ষে ও যে ধন স্বর্গে বর্ত্তমান ও যাহা পঞ্চ শ্রেণী মনুষ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই ধন প্রদান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে বিপ্রগণ তোমাদের কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে, (তোমরা তাহাদের জান)। অতএব কণ্বপুত্রের কর্ম্ম অবগত হও।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের সম্বন্ধীয় ঘর্ম্ম(১) স্তোত্রদ্বারা পরিষিক্ত হইতেছে, হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যে সোমদ্বারা তোমরা বৃত্রকে জানিতে পারিয়াছিলে, সে মধুমান্ সোম এই।

৫। হে বহুকর্ম্মা অশ্বিদ্বয়! জলে, বনস্পতিতে এবং ওষধিতে যাহা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমাদের রক্ষা কর।

৬। হে দেব নাসত্যদ্বয়! তোমরা জগৎ পোষণ করিয়াছ ও সকলকে আরোগ্য করিয়াছ, বৎস স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে পাইতেছে না। তোমরা হবিষ্মানের নিকট গমন কর।

৭। ঋষি উৎকৃষ্ট (বুদ্ধিদ্বারা অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র অবশ্য জানিয়াছিল, অতিশয় মধুর সোম ও ঘর্ম্ম অথর্ব্ব (অগ্নিতে) প্রক্ষেপ করিয়াছে।

---

(১) অর্থাৎ রথের তিন চক্র। সায়ণ।

---

(১) ঘর্ম্ম শব্দে প্রবর্গ, অথবা হবির আধারভূত মহাবীর। সায়ণ।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী রথে আরোহণ কর, আমার এই স্তোত্রসকল সূর্য্যের ন্যায় তোমাদের অভিমুখে গমন করিতেছে।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! অদ্য উকৃথদ্বারা যে প্রকারে তোমাদিগকে আনয়ন করিতেছি, যে প্রকারে বাণীদ্বারা আনয়ন করিতেছি, সেই প্রকারেই কণ্বপুত্রের স্তোত্র অবগত হও।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! কক্ষিবান্ ঋষি যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমাঃ যেরূপে বেণের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন, সেই রূপেই আমি স্তব করিতেছি, আমার এই স্তোত্র অবগত হও।

১১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা গৃহপালক হইয়া আগমন কর। তোমরা অতিশয় পালক, জগৎপালক ও শরীরপালক হও; পুত্রপৌত্রের গৃহে আগমন কর।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! যদি তোমরা ইন্দ্রের সহিত এক রথে গমন কর, যদি বায়ুর সহিত এক স্থানবাসী হও, যদি অদিতির পুত্র ঋতুগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হও, যদি বিষ্ণুর পাদক্ষেপে অবস্থান কর, তবে আগমন কর।

১৩। যখন আমি সংগ্রামার্থে অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি, (তখন তাঁহারা আগমন করুন)। যুদ্ধে শত্রুগণের হিংসা করণে অশ্বিগণের যে অভিভবকর রক্ষা আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! এই হব্য সকল তোমাদের জন্য বিহিত হইয়াছে, তোমরা অবশ্য আগমন কর। এই সোম তুর্ব্বশ ও যদুতে বর্ত্তমান। ইহা তোমাদের জন্য (সংস্কৃত) ও কণ্বপুত্রগণকে প্রদত্ত।

১৫। হে নাসত্যদ্বয়! দূরে অথবা নিকটে যে ভেষজ আছে, হে প্রচেতাদ্বয়! তাহার সহিত বিমদের ন্যায় বৎসকে গৃহ প্রদান কর।

১৬। অশ্বি সম্বন্ধীয়, দ্যুতিমান্ স্তোত্রের সহিত আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। হে দ্যুতিমতি ঊষা! আমার স্তুতিপ্রযুক্ত তমঃ নিবারণ কর ও মর্ত্ত্যসমূহকে ধন দান কর।

১৭। হে উষা! হে দেবি! হে সুনৃতে! হে মহতী! অশ্বিদ্বয়কে প্রবুদ্ধ কর, প্রবুদ্ধ কর। হে দেবগণের আহ্বাত্রী! অনবরত প্রবোধিত কর, উহাঁদের আনন্দের জন্য বৃহৎ অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮। হে উষা! যখন তুমি দীপ্তির সহিত গমন কর, তখন সূর্য্যের সহিত সমান শোভা পাও। সেই সময় অশ্বিদ্বয়ের এই রথ মনুষ্যগণের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে।

১৯। যখন পীতবর্ণ সোমলতাকে গাভীর উধঃ প্রদেশের ন্যায় দোহন করে, যখন দেবাভিলাষীগণ স্তুতি উচ্চারণ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তখন রক্ষা কর।

২০। হে প্রচেতাদ্বয়! তোমরা ধনের জন্য আমাদের রক্ষা কর, বলের জন্য মনুষ্যদিগের উপভোগযোগ্য, সুখের জন্য এবং সমৃদ্ধির জন্য আমাদিগকে রক্ষা কর।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পিতৃভূত দ্যুলোকের ক্রোড়ে যদি কর্ম্মের সহিত উপবেশন করিয়া থাক, যদিবা প্রশংসনীয় হইয়া সুখে নিবাস কর, তবে আমাদের নিকট আগমন কর।

---

১০ সুক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বপুত্র প্রগাথ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেই লোকে থাক, যদি ঐ দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে থাক, যদি অন্তরীক্ষে নির্ম্মিত গৃহে বাস কর, ঐ সকল স্থান হইতে আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে রূপে মনুর জন্য যজ্ঞে সিক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপে কণ্বের যজ্ঞ অবগত হও। বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণ, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ও দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়কে আমি আহ্বান করি।

৩। অশ্বিদ্বয় সুকর্ম্মা এবং গ্রহণার্থ প্রাদুর্ভূত, আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। ইহাদের সহিত সখ্য দেবগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও সহজ লভ্য।

৪। যজ্ঞ সকল যাহাদিগের উপর প্রভু হন, স্তুতিশূন্যদিগের মধ্যেও যাঁহাদের স্তোতা আছে, তাঁহারা হিংসারহিত যজ্ঞের প্রচেতা, তাঁহারা স্বধার সহিত সোমময় মধু পান করেন।

৫। হে অন্নযুক্ত, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! ইদানীং তোমরা পশ্চিম দিকেই অবস্থিতি কর, অথবা পূর্ব্বদিকেই অবস্থিতি কর, যদি বা দ্রুহ্যু, অনু, তুর্ব্বশু বা যদুর সন্নিহিত হও, আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, আমাদের নিকট আগমন কর।

৬। হে বহুভোজী অশ্বিদ্বয়! যদি অন্তরীক্ষে গমন কর, যদি দ্যাবা-পৃথিবী অভিমুখে গমন কর, যদি তেজোবলে রথে উপবেশন কর, সকল স্থান হইতেই আগমন কর।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে অগ্নিদেব! তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে কর্ম্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য।

২। হে শত্রুপরাজয়কারী! তুমি যজ্ঞে প্রশংসাযোগ্য, তুমি অধ্বর-সমূহের নেতা।

৩। হে জাতবেদা! তুমি আমাদের শত্রুগণকে পৃথক কর। হে অগ্নি! তুমি দেবদ্বেষী অরাতিগণকে পৃথক কর।

৪। হে জাতবেদা! অন্তিকস্থিত হইলেও রিপুর যজ্ঞ তুমি কখনই কামনা কর না।

৫। আমরা বিপ্র, তুমি মরণরহিত ও জাতবেদা। আমরা তোমার বিস্তৃত নাম অবগত হইব।

৬। আমরা বিপ্র ও মর্ত্ত্য। আমরা বিপ্র ও দেব অগ্নিকে(১) হব্যদ্বারা প্রীত করিবার জন্য আমাদের রক্ষার্থ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি।

---

(১) মূলে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" আছে। অর্থ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্র শব্দের এখন যে অর্থ, ঋগ্বেদ রচনার সময় সে অর্থ ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া একটী "জাতি" ছিল না, অগ্নি ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন না।

৭। হে অগ্নি! বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইতেও তোমার মন আকর্ষণ করে। তাঁহার স্তুতি তোমার প্রতি অভিলাষবতী।

৮। তুমি বহুদেশে সমানরূপে দর্শন কর, অতএব সমস্ত প্রজাগণের পক্ষে তুমি ঈশ্বর। যুদ্ধে তোমাকে আমরা আহ্বান করি।

৯। আমরা অন্নেচ্ছু হইয়া যুদ্ধে রক্ষার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। তিনি সংগ্রামে বিচিত্র ধনযুক্ত।

১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে পূজনীয় ও পুরাতন। তুমি সনাতন হোতা ও স্তুতিযোগ্য। তুমি যজ্ঞে উপবেশন কর, তুমি আপনার শরীরকে ব্যাপ্ত কর, আমাদিগকেও সৌভাগ্য প্রদান কর।

Reg. No. 3164J—2,000—11-8-86.

৬৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দূতের ন্যায় প্রেরিত হব্যযুক্ত, স্তোম মনোহর, পুরুহূত অশ্বিদ্বয় যেখানেই অবস্থিতি করুন যেন তাঁহাদিগকে লাভ করে। এই স্তোম নাসত্যদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়াছিল। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্তোতার স্তোত্রে প্রীত হও।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পর্য্যাপ্ত প্রকারে গমন কর, তোমরা স্তূয়মান হইয়া সোমপান কর, আমাদিগের গৃহ শত্রু হইতে রক্ষা কর, দূরবর্ত্তী অথবা নিকটবর্ত্তী শত্রু যেন উহাকে হিংসা করিতে না পারে।

৩। তোমাদের জন্য সোমের বিস্তীর্ণ অভিষব প্রস্তুত করা হইয়াছে। মৃদুতম বর্হি বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, তোমাদিগকে অভিলাষ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লোকে বন্দনা করিতেছে, প্রস্তর সকল তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করতঃ সোমরস ব্যক্ত করিয়াছে।

৪। অগ্নি তোমাদিগের (যজ্ঞের জন্য) ঊর্দ্ধে উত্থিত হন এবং যজ্ঞে গমন করেন এবং হব্যপ্রদত্ত ও ঘৃতযুক্ত হন। যিনি নাসত্যদ্বয়কে স্তোত্রযুক্ত করেন, (সেই) হোতা, বহুকর্ম্মা ও অত্যন্ত উদ্যুক্ত মনস্ক হন।

৫। হে অনেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়)! সূর্য্যদুহিতা, তোমাদিগের বহুরক্ষক রথ শোভিত করিবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। তোমরা দেবগণের এই জন্মে প্রজ্ঞাবলে প্রাজ্ঞ, নেতা এবং নৃত্যশালী হও।

৬। তোমরা এই দর্শনীয় কান্তিদ্বারা সূর্য্যের শোভার জন্য পুষ্টি প্রাপ্ত হও। তোমাদিগের অশ্বগণ শোভার জন্য প্রকর্ষরূপে অনুগমন করে। হে স্তুতিযোগ্য (অশ্বিদ্বয়)! সুন্দররূপে স্তুত স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করে।

৭। হে নাসত্যদ্বয়! গমনশীল, অত্যন্ত বহনপটু অশ্বগণ তোমাদিগকে অন্ন অভিমুখে বহন করুক। তোমাদিগের মনের ন্যায় বেগশালী রথ, সম্পর্কযোগ্য এবং অভিলষণীয় প্রভূত অন্নের জন্য বিসৃষ্ট হইয়াছে।

৮। হে অনেকের রক্ষক (অশ্বিদ্বয়)! তোমাদিগের অনেক ধন আছে, অতএব তোমরা আমাদিগকে প্রীত কর এবং অন্য সংক্রমণরহিত অন্ন দান কর। হে মাদয়িতা (অশ্বিদ্বয়)! তোমাদিগের স্তোতা আছে, সুন্দর স্তুতি আছে এবং যাহা তোমাদিগের দানের উদ্দেশে গমন করে, এরূপ সোমরসও আছে।

৯। আর পুরয়ের ঋজুগামী এবং শীঘ্রগামী (বড়বাদ্বয়) আমার হইয়াছে। সুমীঢ়ের শত (গাভী) আমার হইয়াছে, পেরুকের পক্ক (অন্ন) আমার হইয়াছে। শান্ত রাজা অশ্বিদ্বয়ের স্তোতাকে হিরণ্যযুক্ত, সুদর্শন দশ (অশ্ব বা রথ) দিয়াছেন এবং তদনুরূপ শত্রুনাশক দর্শনীয় (পুরুষও দিয়াছেন)।

১০। হে নাসত্যদ্বয়! পুরুপন্থা তোমাদিগের স্তোতাকে শত ও সহস্র অশ্ব দান করে। হে বীর (অশ্বিদ্বয়)! তিনি স্তুতিকারী ভরদ্বাজকে শীঘ্র দান করুন। হে বহুকর্ম্মবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! রাক্ষসসমূহ হত হউক।

১১। (হে অশ্বিদ্বয়)! আমি যেন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত তোমাদিগের সুখাবহ (ধনে) পরিবেষ্টিত হই।

---

৬৪ সূক্ত।

উষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দীপ্তিমতী, শুক্লবর্ণা উষাসমূহ, শোভার জন্য জলোর্ম্মির ন্যায় উত্থিত হইতেছেন। উষা সমস্ত স্থান, সুপথ বিশিষ্ট ও সুখে গমনযোগ্য করিতেছেন। ধনবতী (উষা) প্রশস্তা এবং সমর্দ্ধয়িত্রী।

২। হে উষাদেবী! তুমি কল্যাণীরূপে দৃষ্ট হইতেছ এবং বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছ। তোমার দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইতেছে। তুমি তেজঃ সমূহে শোভমানা ও দীপ্যমানা হইয়া রূপ প্রকাশ করিতেছ।

৩। লোহিতবর্ণ, দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহ, সুভগা, বিস্তীর্ণা প্রথমান এই (উষা দেবতাকে) বহন করে। ক্ষেপণশীল বীর যেরূপ শত্রু দূর করে, সেই

রূপ (উষা) তমঃ দূর করেন এবং ক্ষিপ্রগামী সেনানায়কের ন্যায় তমঃ সমূহকে বাধা দেন।

৪। পর্ব্বতসমূহ এবং বায়ুশূন্য (প্রদেশ) তোমার পক্ষে সুপথ এবং সুগম। হে স্বপ্রকাশবিশিষ্ট! তুমি অন্তরীক্ষ পার হইয়া থাক। হে মহৎ রথবিশিষ্টা, দর্শনীয়া দ্যুলোকদুহিতা! তুমি আমাদিগকে অভিলষণীয় ধন দান কর।

৫। হে উষাদেবী! তুমি আমাকে ধন দান কর, তুমি অপ্রতিগত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অশ্বদ্বারা ধন বহন করিয়া থাক। হে দ্যুলোকদুহিতা! তুমি দীপ্তিমতী, তুমি প্রথম আহ্বানে পূজনীয়া হইয়া থাক, অতএব তুমি দর্শনীয়া হও।

৬। হে উষাদেবী! তুমি প্রকাশ হইলে পর পক্ষীগণ বাসস্থান হইতে উত্থিত হয় এবং হব্যভাক্ মনুষ্যগণ উত্থিত হয়। তুমি, সমীপে বর্ত্তমান হব্যদাতা মনুষ্যকে প্রভূত ধন দান কর।

---

৬৫ সূক্ত।

উষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যিনি, দীপ্তিমান্ কিরণযুক্ত হইয়া রাত্রিতে তেজঃ পদার্থ ও অন্ধকারসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হন, এই সেই দ্যুলোকজাতা দুহিতা (উষা) আমাদিগের জন্য (অন্ধকার) দূর করতঃ প্রজাগণকে প্রকাশিত করিতেছেন।

২। কান্তিযুক্ত রথবিশিষ্টা, উষাদেবী সেই সময়ে বৃহৎ যজ্ঞের প্রথমাংশ সম্পাদন করতঃ অরুণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদ্বারা বিস্তীর্ণরূপে গমন করেন, বিচিত্ররূপে শোভা পান এবং নিশার অন্ধকার সম্যকরূপে অপনোদন করেন।

৩। হে উষাদেবীগণ! তোমরা, হব্যদাতা মনুষ্যকে কীর্ত্তি, বল, অন্ন, এবং রস দান করিয়া থাক, তোমরা ধনবতী এবং গমনশীলা। তোমরা অদ্য পরিচর্য্যাকারীকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং ধন দান কর।

৪। হে ঊষাদেবীগণ! এক্ষণে তোমাদের পরিচর্য্যাকারীর জন্য ধন আছে, এক্ষণে বীর হব্যদাতার জন্য তোমাদের ধন আছে, এক্ষণে প্রাজ্ঞ স্তুতিকারীর জন্য তোমাদের ধন আছে। যাহাতে উক্থ আছে, পূর্ব্বকালের ন্যায় মৎসদৃশ ব্যক্তিকে (সেই ধন) দান কর।

৫। হে সাধুপ্রিয় ঊষাদেবী! অঙ্গিরাগণ তোমার প্রসাদে সদ্যই গাভীসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং অর্চ্চনীয় স্তোত্রদ্বারা (তমঃ) ভেদ করিয়াছিলেন। নেতা অঙ্গিরাগণের দেববিষয়ক স্তুতি সত্য ফলবিশিষ্ট হইয়াছিল।

৬। হে দ্যুলোকদুহিতা ঊষা! প্রাচীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় আমাদের জন্য তমঃ দূর কর। হে ধনবতী ঊষা! আমি ভরদ্বাজের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছি, তুমি আমাকে পুত্র পৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন দান কর। তুমি আমাদিগকে অনেকের গন্তব্য অন্ন দান কর।

---

৬৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (মরুৎগণের) সেই সমান, (স্থির পদার্থ সমূহেরও) অবনমনকর, প্রীতিকর, গমনশীল বপুঃ বিদ্বান্ স্তোতার নিকট শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হউক। (উহা) অন্তরীক্ষে একবার শুক্লবর্ণ জল ক্ষরণ করে এবং মর্ত্ত্যলোকে অন্য পদার্থ দোহন করিবার জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২। যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পান, যাঁহারা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই মরুৎগণের (রথ) ধূলিরহিত এবং সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। তাঁহারা ধন এবং বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হন।

৩। অভিষ্টবর্ষী রুদ্রের যে পুত্র (মরুৎগণ) আছেন এবং যাঁহাদিগকে ধারণকারী অন্তরীক্ষ ধারণ করিতে সক্ষম, সেই মহান্ (মরুৎগণের) মাতা মহতী। ঐ অন্তরীক্ষ (মনুষ্যগণের) উৎপত্তির জন্য গর্ভ (জল) ধারণ করেন।

৪। যাঁহারা স্তোতৃগণের নিকট যানযোগে গমন করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু (তাঁহাদের) অন্তঃকরণ মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া পাপসমূহ শোধিত

৩। এই দেখ, আমরা অন্নের সংগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু দান করিতে উদ্যত হইয়াছি, সূত্রের ন্যায় এই যজ্ঞ বিস্তার করিতেছি, তোমাকে যজ্ঞ দিতেছি।

৪। ঊষা আপনার ভগিণী রজনীর অন্ধকার নষ্ট করিলেন। প্রকৃষ্ট-রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রথ চালাইলেন।

১৭৩ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি।

১। হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও; অটল, অবিচলিত, স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়।

২। তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক, রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর।

৩। অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মনস্পতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

৪। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।

৫। বরুণরাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন।

৬। এই দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্যসহকারে অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করিতেছি, অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একায়ত্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন(১)।

---

(১) এই সূক্ত রাজাকে অভিষেক করিবার মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৭৪ সূক্ত।

রাজস্তুতি দেবতা। অভীবর্ত্ত ঋষি।

১। যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দেবতাদিগের নিকটে যাইতে হয়; এতাদৃশ যজ্ঞসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অনুকূল হইয়াছেন। হে ব্রহ্মণস্পতি! এতাদৃশ রাজসামগ্রীসহকারে আমরা যজ্ঞ করিয়াছি; অতএব আমাদিগকে পদ দাও।

২। যাহারা বিপক্ষ, যাহারা আমাদিগের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, হে রাজন! এতাদৃশ তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও।

৩। সবিতাদেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন; সোম অনুকূল হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল, এইরূপে তুমি অভীবর্ত্ত, অর্থাৎ সকলের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছ।

৪। হে দেবগণ! যে যজ্ঞসামগ্রীদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ইন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; আমিও তাহাতেই যজ্ঞ করিয়াছি; তদ্বারা নিশ্চয়ই আমি শত্রুর দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছি।

৫। আমার শত্রু নাই, আমি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছি, আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিরাকরণে সক্ষম হইয়াছি। এমতে আমি তাবৎ প্রাণিবর্গের উপর এবং এই সকল লোকদিগের উপর অধীশ্বর হইয়াছি।

---

১৭৫ সূক্ত।

সোম প্রস্তুত করিবার উপযোগী প্রস্তর সকল দেবতা। উর্দ্ধগ্রীবা ঋষি।

১। হে প্রস্তরগণ! দেব সবিতা নিজ ক্ষমতা দ্বারা তোমাদিগকে সোম প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত করুন। তোমরা স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হও, সোম প্রস্তুত কর।

২। হে প্রস্তরগণ! অসুখের হেতু দূর করিয়া দাও, দুর্ম্মতি দূর করিয়া দাও। গাভীদিগকে আমাদিগের ঔষধরূপে পরিণত কর।

৩। প্রস্তরগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত একখানি প্রস্তরের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। রসবর্ষণকারী সোমের প্রতি তাহারা নিজবল প্রয়োগ করিতেছে।

৪। হে প্রস্তরগণ! দেবসবিতা সোমযাগকারী যজমানের জন্য তোমাদিগকে যথাযোগ্যরূপে সোম প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করুন।

---

১৭৬ সূক্ত।

ঋভু দেবতা। পরে অগ্নি দেবতা। সূনু ঋষি।

১। ঋভু-সন্তানেরা তুমুল সংগ্রাম করিবার জন্য নির্গত হইলেন। যেমন বৎসগণ জননীভূতা গাভীকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ তাঁহারা জগৎ ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলেন।

২। দেবঅগ্নিকে দেবযোগ্য স্তবের দ্বারা প্রসন্ন কর। তিনি যথানিয়মে আমাদিগের হব্য বহন করুন।

৩। এই সেই অগ্নি, ইনি দেবতাদিগের নিকটে যান, ইনি হোতা, যজ্ঞের জন্য ইঁহাকে স্থাপনা করা হয়। ইনি রথের ন্যায় হব্য লইয়া যান, পুরোহিত ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে; ইনি কিরণসম্পন্ন; নিজেই জানেন, কিরূপে যজ্ঞ করিতে হয়।

৪। এই অগ্নি রক্ষা বিধান করেন, যেহেতু ইঁহার উৎপত্তি অমৃতবৎ, ইনি বলবানের অপেক্ষাও বলবান্ ইনি পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য উৎপাদিত হইয়াছেন।

---

১৭৭ সূক্ত।

মায়া দেবতা। পতঙ্গ ঋষি।

১। বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনাপূর্ব্বক মানস চক্ষে একটী পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে।

পণ্ডিতগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে। তাঁহারা বিধাতার কিরণসমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন(১)।

২। পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন; গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে; সেই বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গসুখের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বান্‌গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন(২)।

৩। দেখিলাম, এক গোপাল তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক্ পৃথক্ পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে বিশ্বসংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে(৩)।

---

১৭৮ সূক্ত।

তার্ক্ষ্য দেবতা। অরিষ্টনেমি ঋষি।

১। যে তার্ক্ষ্য পক্ষী বলবান্, যাঁহাকে দেবতারা সোম আনয়নের জন্য পাঠাইয়াছিলেন; যিনি বিপক্ষপরাভবকারী এবং শত্রুদিগের রথ সকল জয় করিয়া লয়েন; যাঁহার রথ কেহ ধ্বংস করিতে পারে না, যিনি সেনা-দিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন; সেই তার্ক্ষ্য পক্ষীকে আমরা মঙ্গল কামনাতে এস্থলে আহ্বান করিতেছি।

২। তার্ক্ষ্য পক্ষীর দানশক্তিকে আহ্বান করিতেছি; যেমন ইন্দ্রের দানশক্তিকে আহ্বান করি, তদ্রূপ আহ্বান করিতেছি। আমরা মঙ্গলকাম-

---

(১) জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়; সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন; পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি। সায়ণ।

(২) অর্থ, জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে, গন্ধর্ব্ব, অর্থাৎ দেবতা তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান করিয়া রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখন মিথ্যার দিকে লইয়া যান না। সায়ণ।

(৩) অর্থ, জীবাত্মার ধ্বংস নাই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন; কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটী একটী গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। সায়ণ। বলা বাহুল্য যে এই জীবাত্মা সম্বন্ধে সূক্তটি আধুনিক।

যাতে ঐ দানশক্তির উপর নৌকার ন্যায় আরোহণ করিতেছি; অর্থাৎ বিপদ্‌পার হইবার জন্য নৌকার ন্যায় আশ্রয় করিতেছি। হে দ্যাবা-পৃথিবী! তোমরা বৃহৎ, বিস্তীর্ণ, সর্ব্বব্যাপী ও গম্ভীর; কি যাইবার সময়, কি আসিবার সময়, আমরা যেন নিধন না হই।

৩। সূর্য্য যেমন নিজ তেজের দ্বারা বৃষ্টিবারি বিস্তারিত করেন, তদ্রূপ সেই তার্ক্ষ্য পক্ষী অতি শীঘ্র পঞ্চজনপদের মনুষ্যকে অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার করিয়া দিলেন। তাঁহার যে আগমন, উহা সাতসহস্র সংখ্যায় দান করে। যেরূপ বাণ যখন লক্ষ্যে সংলগ্ন হয়, তখন তাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ তার্ক্ষ্যের আগমন কেহ বাধা দিতে পারে না।

---

১৭৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শিবি, প্রতর্দন ও বসুমনা যথাক্রমে ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! গাত্রোত্থান কর। সময়োচিত ইন্দ্রের যে যজ্ঞ ভাগ তাহার উদ্যোগ কর। যদি উহা পক্ব হইয়া থাকে, হোম কর; যদি পক্ব না হইয়া থাকে, উৎসাহিত হও, অর্থাৎ উৎসাহপূর্ব্বক পাক কর।

২। হে ইন্দ্র! এই হব্য পাক করা হইয়াছে, ইহার নিকটে আগমন কর। দেখ. সূর্য্যদেব আপনার দৈনন্দিন পথের অর্দ্ধেক অতিক্রম করিয়াছেন। এই দেখ যেমন কুলতিলক পুত্রেরা ইতস্ততো বিচরণকারী গৃহকর্ত্তার মুখাপেক্ষা করে, তদ্রূপ বন্ধুগণ বিবিধ যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

৩। গাভীর আপীনমধ্যে দুগ্ধ একপ্রকার পাক করা হয়; আমি জ্ঞান করি যে পরে উহা অগ্নিতে পাক হইয়া অতি উত্তম পাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং অতি পবিত্র নবীন মূর্ত্তি ধারণ করে। হে বহুধন বিতরণকারী বজ্রধারী ইন্দ্র! দুই প্রহরের যজ্ঞে তোমাকে যে দধি দেওয়া হইতেছে, তাহা আস্থার সহিত পান কর।

---

১৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। জয়ঋষি।

১। হে পুরুহুত! তুমি বিপক্ষদিগকে পরাভব করিয়া থাক। তোমার তেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে তোমার দানপ্রবৃত্ত হউক। হে ইন্দ্র! দক্ষিণ হস্তে করিয়া পরিপূর্ণ ধনদাও, তুমি ধন পূর্ণ নদী সকলের, অর্থাৎ ধনের স্রোতের অধীশ্বর।

২। পর্ব্বতবাসী ক্ষুদ্রচরণবিশিষ্ট পশু যেরূপ ঘোরাকৃতি, হে ইন্দ্র! তদ্রূপ তুমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে অতিদূরবর্ত্তী স্বর্গধাম হইতে আসিয়াছ, সর্ব্বত্র গতিশীল তীক্ষ্ণ বজ্রকে আরো শাণিত করিয়া শত্রুদিগকে তাড়না কর, বিপক্ষ দিগকে দূরীকৃত কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি এরূপ সুন্দর তেজ লইয়া জন্মিয়াছ, যে তেজের দ্বারা পরের অত্যাচার নিবারণ করিয়া থাক। তুমি মনুষ্যবর্গের কামনা পূর্ণ কর, শত্রুতাচরণকারী লোকদিগকে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ। দেবতা-দিগের জন্য ভুবন বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছ।

---

১৮১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। প্রথ, সপ্রথ ও ঘর্ম্ম যথাক্রমে ঋষি।

১। প্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ বসিষ্ঠ এবং সপ্রথ নামে যাঁহার পুত্র, অর্থাৎ ভরদ্বাজ, তন্মধ্যে বসিষ্ঠ ধাতার নিকট, দীপ্তিময় সবিতা দেবের নিকট এবং বিষ্ণুর নিকট হইতে "রথন্তর" আহরণ করিয়াছেন। উহা অনুষ্টুপছন্দোবিশিষ্ট ঘর্ম্ম নামক হবির পবিত্রতা ধায়ক।

২। যে অতিগূঢ় "বৃহতের" দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, যাহা কেহই জানিত না, তাহা সবিতা প্রভৃতি আবিষ্কৃত করিয়া ছিলেন। সেই ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু এবং অগ্নির নিকট হইতে ভরদ্বাজ "বৃহৎ" আবিষ্কৃত করিলেন।

৩। যে অভিষেকক্রিয়ানিষ্পাদক "ঘর্ম্ম" যজ্ঞকার্য্যে অতি প্রধান-রূপে উপযোগী হইয়া থাকে, ধাতা প্রভৃতি দেবতারা তাহা মনে মনে ধ্যান

করতঃ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই সকল পুরোহিতগণ ধাতা, দীপ্তিময় সবিতা, বিষ্ণু ও সূর্য্যের নিকট হইতে সেই ঘর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন(১)।

---

১৮২ সূক্ত।

বৃহস্পতি দেবতা। তপুর্মূর্দ্ধা ঋষি।

১। বৃহস্পতি! দুর্গতিসমূহকে নষ্ট করুন, পাপনাশের জন্য স্তবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন। অকল্যাণ নষ্ট করুন, দুর্মতি দূর করুন। যজমানের রোগ নাশ ও ভয় অপহরণ করুন।

২। প্রযাজের সময় নরাশংস আমাদিগকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকালে অনুযাজ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন, অকল্যাণ নষ্ট, (ইত্যাদি পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

৩। স্তোত্রদ্বেষী রাক্ষসদিগকে বৃহস্পতি আপনার প্রতপ্ত মস্তকের দ্বারা ব্যথিত করুন। তাহা হইলে হিংসাকারী নিধন প্রাপ্ত হইবেক। (অবশিষ্ট পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়)।

---

১৮৩ সূক্ত।

যজমান, প্রভৃতির আশীর্ব্বাদ দেবতা। প্রজাবান্ ঋষি।

১। হে যজমান্! আমি মনের চক্ষে তোমাকে দেখিলাম, তুমি জ্ঞানবান্, তপস্যা হইতে উৎপন্ন, তপস্যাদ্বারা শ্রীবৃদ্ধি পাইয়াছ। এই স্থানে সন্তানসন্ততি ও ধন লাভপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত হও। পুত্রই তোমার কামনা, অতএব পুত্র উৎপাদন কর।

২। হে পত্নি! আমি মনের চক্ষে দেখিলাম, যে তোমার মূর্ত্তি উজ্জ্বল, তুমি নিজ শরীরে যথাযোগ্য কালে গর্ভাধান কামনা করিতেছ। তুমি পুত্র কামনা করিয়াছ; আমার নিকটে তুমি উন্নত শরীরবতী যুবতী হও, তোমার সন্তান উৎপন্ন হউক।

(১) এই অতিশয় অস্পষ্টার্থ সূক্তটী আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য। সায়ণ রথন্তর অর্থে রথান্তর, সাম, বৃহৎ অর্থে বৃহৎ সাম এবং ঘর্ম্ম অর্থে যজুর্ব্বেদের অংশ করিয়াছেন।

৩। আমি হোতা, আমি বৃক্ষলতাদিতে গর্ভাধান করি, আমি সমস্ত-ভুবনের মধ্যে গর্ভাধান করিতে পারি। আমি পৃথিবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছি; আমি নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর গর্ভেও পুত্র উৎপাদন করিয়াছি(১)।

---

১৮৪ সূক্ত।

বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতা। ত্বষ্টা ঋষি।

১। বিষ্ণু স্ত্রীঅঙ্গকে গর্ভাধানের উপযুক্ত করিয়া দিন; ত্বষ্টা গর্ভস্থ সন্তানের অবয়ব স্থির করিয়া দিন; প্রজাপতি শুক্রপাতন করুন; ধাতা তোমার গর্ভকে ধারণ করুন।

২। হে সিনীবালী! গর্ভকে ধারণ কর; হে সরস্বতি! তুমিও গর্ভকে ধারণ কর। পদ্মমালাধারী দেবঅশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ উৎপাদন করুন।

৩। হে পত্নি! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত দুই অরণি পরস্পর ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইবার জন্য তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করিতেছি(১)।

---

১৮৫ সূক্ত।

আদিত্য দেবতা। সত্য ধৃতি ঋষি।

১। আমরা যেন মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার আশ্রয় লাভ করি। ঐ আশ্রয় সতেজ, দুর্দ্ধর্ষ ও মহৎ।

২। কি গৃহে, কি পথে, কি দুর্গমস্থানে, তাঁহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তিদিগের উপর কোনও দ্বেষকারী শত্রুর ক্ষমতা চলে না।

৩। ঐ তিন অদিতি সন্তান যে মনুষ্যকে নিরন্তর জ্যোতি দান করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোন শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না।

---

(১) এটী গর্ভসংস্কারকরণ বিষয়ক মন্ত্র, এটী যে আধুনিক, তাহা বলা বাহুল্য।

---

(১) এ সূক্তটিও গর্ভ সংস্কারকরণের মন্ত্র। এটীও আধুনিক।

১৮৬ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। উল ঋষি।

১। বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর, সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

২। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের পিতাও বট, ভ্রাতাও বট, বন্ধুও বট, এতাদৃশ তুমি আমাদিগের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও।

৩। হে বায়ু! তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর।

১৮৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৎস ঋষি।

১। হে মনুষ্যগণ! মনুষ্যদিগের অধিপতি অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্তব প্রেরণ কর। তিনি আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করুন।

২। সেই অগ্নি অতি দূরদেশ হইতে আকাশ পার হইয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাদিগেকে, ইত্যাদি।

৩। বৃষ্টিবর্ষণকারী অগ্নি শুভ্রবর্ণ শিখাদ্বারা রাক্ষসদিগের বধ করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে ইত্যাদি।

৪। তিনি সমস্ত ভুবনকে পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন, মিলিত ভাবেও পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

৫। সেই অগ্নি, এই দ্যুলোকের অপর পারে শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে, ইত্যাদি।

১৮৮ সূক্ত।

জাতবেদা অগ্নি দেবতা। শ্যেন ঋষি।

১। হে পুরোহিতগণ! জাতবেদা অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। তিনি চতুর্দ্দিক্ব্যাপী, তিনি অন্নবান্। তিনি আসিয়া কুশে উপবেশন করুন।

২। এই যে জাতবেদা অগ্নি, বুদ্ধিমান যজমানেরা যাহার পক্ষে পুত্রবৎ, যিনি বৃষ্টিবারি সেচন করেন, ইহার জন্য এই বিস্তারিত ও অতি সুন্দর স্তব উচ্চারণ করিতেছি।

৩। জাতবেদা অগ্নির যে সকল শিখা আছে, তাহাদ্বারা তিনি দেবতাদিগের নিকটে হব্য বহন করেন, সেইগুলি লইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন।

---

১৮৯ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। সার্প রাজ্ঞী ঋষি।

১। এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ, অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব্বদিককে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন।

২। ইহার দেহের মধ্যে দীপ্তি বিচরণ করিতেছে, সেই দীপ্তি ইহার প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ইনি বৃহৎ হইয়া আকাশ ব্যাপ্ত করিলেন।

৩। এই সূর্য্যের ত্রিংশৎস্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্য্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হয়েন(১)।

---

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ত্রিংশৎ ধাম, অর্থাৎ ত্রিংশৎ মুহূর্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সুতরাং প্রতিদিন ত্রিশ মুহূর্ত। সায়ণ।

১৯০ সূক্ত।

স্থষ্টি দেবতা। অঘমর্ষণ ঋষি।

১। প্রজ্বলিত তপস্যা হইতে ঋত, অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল, পরে জলপূর্ণ সমুদ্র।

২। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসর জন্মিলেন। তিনি দিন রাত্রি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোকে দেখিতেছে।

৩। সৃষ্টিকর্ত্তা যথাসময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন (১)।

---

১৯১ সূক্ত (১)।

প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। সংবলন ঋষি। অবশিষ্ট গুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐকমত্য দেবতা।

১। হে অগ্নি! তুমি প্রভু; হে অভিলষিত ফলদাতা! তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলিতেছ। আমাদিগকে ধন দান কর।

২। হে স্তবকর্ত্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চরাণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতেছেন।

৩। এই সকল পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ এক প্রকার হউক, ইঁহার সঙ্গে সমাগত হউন, ইহাদিগের মন, চিত্ত, সকলি একপ্রকার হউক, হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্ব্বসাধারণ দ্বারা হোম করিতেছি।

---

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

---

(১) সূক্তটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

৪। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও(২)।

(২) ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, "আমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"